গোবিন্দচন্দ্র দাস
কাব্যসম্ভার

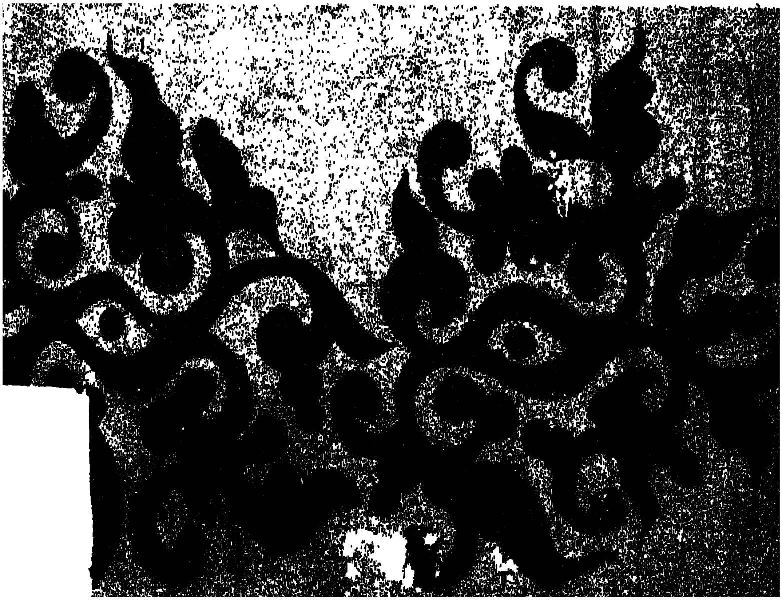

গোবিন্দচন্দ্র দাস কাব্যসম্ভার

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

504
9.6.
AGARTALA

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬

—চল্লিশ টাকা—

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস, এন. রায়
কর্তৃক প্রকাশিত ও ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে
শ্রীবিভাসকুমার গুহঠাকুরতা কর্তৃক মুদ্রিত

সূচী

প্রেম ও ফুল ১
এ প্রেম কেমন ৩
দুখিনী ৩
শ্মশানে নিশান ৮
প্রমদা ১৩
সারদাসুন্দরী ১৭
৺জগচ্চন্দ্র দাস (জগদ্বন্ধু দাস) ২১
আত্মহত্যা ২৫
পুষ্পময়ী ৩১
মা-মরা মেয়ে ৩৪
কে আছে আমার ? ৩৬
শ্মশানে সম্ভাষণ ৪২
শ্মশান-সঙ্গীত ৪৬
স্মৃতি-সঙ্গীত ৪৭
বিদায়-সঙ্গীত ৪৮
কেহ কা'রো নয় ৪৮
স্বপ্ন-সঙ্গীত ৪৯
সতীদেহ স্কন্ধে মহাদেবের মৃত্যু ৪৯
ছুঁয়ো না ৫৩
শ্মশানে শিব ৫৫
বসন্ত-পূর্ণিমা ৫৬
গোলাপের প্রতি ৬২
মনের কথা ৬৩
জ্যোৎস্নাময়ী ৬৭
সেই একদিন আর এই একদিন ৬৯
পরশুরামের শোণিত-তর্পণ ৭৩
পত্র ৮২
শ্রীশ্রীমতী কৃপাময়ী দেবী ৮৯
নষ্টচন্দ্র ৯২
বরষার বিল ৯৭
আমি তোমার ১০১
কুঙ্কুম ১০৭
কুঙ্কুম ১০৯
রমণীর মন ১০৯
মালা গাঁথা ১১০
চন্দ্র ১১১
গোলাপ ১১৭
কি হলো আমার ? ১২১
দেখিলাম কই ? ১২৪
প্রেমোন্মীলন ১২৭
কলঙ্কী শশাঙ্ক ১৩১
বহুদিনের পর দেখা ১৩৭
জোনাকি ১৩৮
তোমার আমার ১৩৯
'পত্র লিখিও' ১৪২
মশা ১৪৬
ছবি ১৪৭
ঘোমটা ১৫১

আইভি লতা	১৫৩
পূর্ণ বিকশিত	১৫৪
কি দিবে	১৫৮
ক্ষুদ্র তরী	১৬১
কোথায় যাই ?	১৬৪
শজারু	১৬৬
সখী	১৬৭
নারী-হৃদয়	১৭১
চেন কি ?	১৭৪
সোনার মেয়ে	১৮১
শরতের মা	১৮৩
বিবাহোপহার	১৮৭
পাপ পুণ্য	১৯০
কুসুম	১৯৫
ভুল হয়েছিল	২০১
এও কি স্বপন ?	২০৩
দেখিবে কি আর ?	২০৫
পরীক্ষা	২০৯
নববর্ষ	২১০
সাগরের উক্তি	২১৪
৺কৃষ্ণদাস পাল	২১৭
দেব-নিবাস	২২১
পরিমল দত্ত	২২৪
মগের মুলুক	২২৭
মগের মুলুক	২২৯
কস্তুরী	২৫৫
কস্তুরী	২৫৭
আমার পুতুল	২৬২
পুরাতন প্রেম	২৬৫
মধুকর	২৬৭
সারদা ও প্রেমদা	২৬৮
দেবতা	২৭০
পদ্মফুল	২৭৩
পাহাড়িয়া নদী	২৭৪
বিদায়	২৭৭
গুন্ গুন্ গুন্	২৭৮
হেলা	২৮০
আমার ভালবাসা	২৮০
আমি দিব ভালবাসা	২৮৫
বিরহ-সঙ্গীত	২৮৭
সামান্য নারী	২৮৭
চাহি না	২৮৮
এই এক নূতন খেলা	২৯১
আজ কারে মনে হয় ?	২৯৩
দিনান্তে	২৯৫
মেঘ	২৯৬
বৈশাখে	২৯৯
পরনারী	৩০৩
কবি-বৈজ্ঞানিক	৩০৬
কে বেশি সুন্দর ?	৩০৭
বিধাতার অনুগ্রহ	৩০৯
আমারি কি দোষ ?	৩১০
আমারি যে দোষ	৩১৩
বেশি, পুণ্য কার ?	৩১৯
নববর্ষ ১২৯১	৩২০
আকাশের খুকী	৩২২
মণিকুন্তলা	৩২৩
জননী আমার	৩২৭
অতুল	৩২৯
বঙ্কিমচন্দ্র	৩৩৪

কার্ত্তিকপূজা ৩৩৮
আমার বাড়ী ৩৪২
উলঙ্গ রমণী ৩৪৮
চীন জাপান যুদ্ধ ৩৫৩
চন্দন ৩৫৯
ভাওয়াল ৩৬১
বাসন্তী পূজা ৩৬৬
নিমন্ত্রণ · ৭০
গুরু গোবিন্দ সিংহ ৩৭২
নির্ব্বাসিতের আবেদন ৩৭৭
বাঙ্গালী ৩৮৪
কালীয়দমন ৩৯০
মনিকুন্তলা ৩৯৮
নববর্ষ ৪০১
ধর্ম্মান্দোলন ৪০৪
পূজা ৪০৮
অন্নদা ঘোষ* ৪১১
বঙ্গের স্যার চার্লস ইলিয়টের প্রতি ময়মনসিংহ ৪১৬
বরণ ৪২১
প্রতিহিংসা ৪২২
মৃত্যু-শয্যায় ৪২৯
মদনের দিগ্বিজয় ৪৩৪
সতিনী ৪৩৬
তিনটি ৪৩৭
সরলা ৪৩৮
চন্দনতরুতলে ৪৪১
তারে আসিতে বৈল ৪৪২
দুটি বুল্‌বুল্‌ ৪৪২
বালিকার প্রেম ৪৪৬
ফুল ৪৪৬
দেখিলে তারে ৪৪৮
বুঝিতে নাহি চায় ৪৫০
সে করেছে রাগ ৪৫২
সে বুঝেছে ভুল ৪৫৩
খামাখা ৪৫৪
বালিকার খেলা ৪৫৫
অপূর্ণ অধ্যায় ৪৫৭
সব্‌ সব্‌ সব্‌ ৪৫৮
ফিরে যাই ৪৫৯
ফুলরেণু ৪৬১
বালিকা ৪৬৩
যুবতী ৪৬৩
প্রৌঢ়া ৪৬৪
বৃদ্ধা ৪৬৫
আমার ঈশ্বর ৪৬৬
প্রসংসাপত্র ৪৬৬
কার শক্তি ৪৬৭
আমার দেবতা ৪৬৮
ভূতের ভয় ৪৬৮
চুল শুকানো ৪৬৯
আর ৪৭০
ক্ষতি নাই ৪৭০
আমরা ৪৭১
ভয় ৪৭২
দেখা ৪৭২
কলঙ্ক ৪৭৩
তুমি আর আমি ৪৭৪
চিলাই ৪৭৪
সংবাদ ৪৭৫
অনাদি অব্যয় ৪৭৬
দুই দুই ৪৭৬
বিদায় ৪৭৭
মিলন ৪৭৮
পত্র ৪৭৮
তবে কেন ? ৪৭৯
আজি ৪৮০
আমি আছি তারি ৪৮০
পাপেপুণ্যে ৪৮১
বিরক্ত নারী ৪৮২
যার প্রাণ তারি ৪৮২
প্রেতযোনি ৪৮৩

আগে ছিল মন	৪৮৪
পত্র	৪৮৪
অবশিষ্ট	৪৮৫
এই দুঃখ বিনা	৪৮৬
শাঁখের করাত	৪৮৬
অনুরোধ	৪৮৭
অকৃতজ্ঞ	৫৮৮
নাই কি?	৪৮৮
কুশপুত্তলিকা	৪৮৯
শ্রাদ্ধ	৪৯০
অবলা ও অনল	৪৯১
নারী ও শকুনি	৪৯১
নারীর হৃদয়	৪৯২
	৪৯৩
চন্দ্র	৪৯৪
জলধর	৪৯৪
ধূমকেতু	৪৯৫
আলেয়া	৪৯৬
রমণীর প্রেম	৪৯৭
এক পদাঘাতে	৪৯৭
খই ভাজা	৪৯৮
নারীর প্রাণ	৪৯৯
আত্মঘাতী	৪৯৯
স্ত্রীপুরুষের প্রেম	৫০০
একটি কথা	৫০১
দাহ	৫০১
কোকিল	৫০২
সারদার প্রেম	৫০৩
নবজলকণা	৫০৩
অভিশাপ	৫০৪
সমীরণ	৫০৫
অন্ধকার	৫০৫
যা দিয়েছি	৫০৬
ব্যবধান	৫০৭
দরিদ্রের কপাল	৫০৭
মোক্ষদা (১)	৫০৮
মোক্ষদা (২)	৫০৯
মোক্ষদা (৩)	৫০৯
পুতুল খেলা	৫১০
কিশোরী (১)	৫১১
কিশোরী (২)	৫১১
ভগ্নমনোরথ	৫১২
কাঁথা সেলাই	৫১৩
আম মাখা	৫১৩
পাঠ	৫১৪
পুষ্পসজ্জা	৫১৫
ফুলদানী	৫১৫
দেববালিকা	৫৬১
ভগ্নমন্দির	৫১৭
প্রেম-অরণ্যানী'	৫১৭
উপহার	৫১৮
প্রণয়	৫১৯
প্রেম	৫১৯
আলিঙ্গন	৫২০
চুম্বন	৫২১
নারী	৫২১
কেতকী	৫২২
রমণী	৫২৩
বার্দ্ধক্য	৫২৩
নিরাকার ঈশ্বর	৫২৪
নারীপশু	৫২৫
চিড়া কুটা	৫২৫
ধর্ম্মগ্রন্থ	৫২৬
শরৎ	৫২৭
শ্রীপঞ্চমী	২২৭
অপরাজিতা	৫২৮
খৃষ্টান বালিকা	৫২৯
চম্পামুড়া	৫২৯
রুচি-ফোবিয়া	৫৩০
'রাজরাজেশ্বরী' জলের কল	৫৩১
বিক্রমপুর	৫৩১
হুকা (১)	৫৩২

হুকা (২) ৫৩৩
শরতের উষা ৫৩৩
কলুঙ্গার যুদ্ধ ৫৩৪
ট্রাফাল্গারের জলযুদ্ধ ৫৩৫
দুর্ভিক্ষে লক্ষ্মীপূজা ৫৩৫
ভাওয়াল (১) ৫৩৬
ভাওয়াল (২) ৫৩৭
ভাওয়াল (৩) ৫৩৭
ভাওয়াল (৪) ৫৩৮
ভাওয়াল (৫) ৫৩৯
ভাওয়াল (৬) ৫৩৯
রাজা কালীনারায়ণ রায় (৭) ৫৪০
ভাওয়ালে পূজা ৫৪১
ভাওয়ালে বিজয়া ৫৪১
ভাওয়ালে কোজাগর-পূর্ণিমা ৫৪২
ভাওয়ালে ভাইফোঁটা ৫৪৩
অনুরোধ ৫৪৩
বৈজয়ন্তী ৫৪৫
আমরা হরিহর ৫৪৭
আমি ও সে ৫৫০
দেব-পুষ্পরথ ৫৫৩
কান্না—অভিমান ৫৫৬
গান ৫৫৯
সে দেশে ৫৬০
দিগ্বিজয়ী বীর ৫৬১
পূজা দেখা ৫৬৫
ভোলাবাবু ঘুম যায় ৫৭০
ভুলি নাই ৫৭২
গীত ৫৭২
থাক দুই দিন ৫৭৩
বুঝেছ ৫৭৩
নারী ৫৭৪
আড়ি ৫৭৫
প্রেম ৫৭৭
বিবাহোপহার ৫৭৮
সে কি তুমি ? ৫৮২
দুয়া রাণী ৫৮৫
ধ্বংসের পথে ৫৮৯
পাঁচ দিন ৫৯১
কেমন মমতা ৫৯২
গল্প ৫৯৪
শত্রু ৫৯৭
স্বপ্ন ৫৯৮
কাপুরুষ ৫৯৯
ঔষধ ৬০১
মনে রেখো ৬০২
গল্প ৬০৩
শুনিয়া কি হবে ? ৬০৪
আসিব ৬০৬
কি দিতে বাকি ? ৬০৭
মিছা প্রাণ দিছি ৬০৭
নৃসিংহ ৬০৮
কর্ত্তব্য ৬১১
সে কেমন ? ৬১৪
বালিকার বাণিজ্য ৬১৮
রাধিকার প্রতি মথুরা-প্রত্যাগতা
বৃন্দার উক্তি ৬১৯
কংগ্রেস (কলিকাতায়) ৬২৪
জালীয়া যুবতী ৬২৬
বিক্রমপুরে বসন্ত ৬২৭
কালিদাস ৬৩১
কাছে আসিও না আর ৬৩৩
শ্রাবণ ৬৩৪
মাঘে ৬৩৮
কেমন তোমার লীলা ৬৪০
কৌতুক ৬৪৩
তুমি না থাকিলে ৬৪৫
কোন একটি স্থান ৬৪৮
কি কঠিন ৬৫১
শোক ও সান্ত্বনা ৬৫৭
শোক ও সান্ত্বনা ৬৫৯
শোক ৬৫৯

সান্ত্বনা ৬৬৩
গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ৬৬৯
চাকরি করিতে যাই ৬৭১
শিকার ৬৭৮
তোমারে কেবল ৬৮৩
তারা ৬৮৮
জগৎকিশোর ও জিতেন্দ্র কিশোর ৬৮৯
রাণী বিলাসমণি ৬৯০
স্বদেশ ৬৯৪
হেমাঙ্গিণী ঘোষ ৬৯৮
তাড়কার বন ৭০০
জগন্নাথের রথযাত্রা ৭০৩
তোমরাও মানুষ ৭০৪
শোক ৭০৮
ভাওয়ালে ৭০৯
বেদমন্ত্র ৭১২
স্বাধীনতা ৭১৩
বিবাহের উপহার ৭১৬
শাওন মাসে ৭১৭
রাজা জগৎকিশোর ৭১৮
হারায়ে গেছে 'সোনার কুচি' ৭২১
প্রণাম ৭২৩
পিঁপড়া ৭২৫
কবে মানুষ মরে গেছে ৭২৮
গীত ও কবিতা ৭৩১
আনন্দমোহন ৭৩৪
দিন ফুরায়ে যায় ৭৩৬
আমার চিতায় দিবে মঠ ৭৩৯
থাকুক আমার বিয়া ৭৪৪
জন্মাষ্টমী ৭৪৭
বজ্র পেলে কই ! ৭৫০
কে বড় ৭৫৩
শমী গাছে ৭৫৪
কি তাজ্জব ! ৭৫৫
নববর্ষ ৭৬০
আসল মানুষ ৭৬১
সুয়া দুয়া ৭৬৪
দুর্গাপূজা ৭৬৭
বিচিত্রপুর ৭৬৯
ফুটবল ৭৭৪
ছোট ও বড ৭৭৬
ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ৭৭৬
হিন্দু-মুসলমান ৭৭৭
আনন্দ সম্মিলন ৭৮১
নববর্ষ ৭৮২
স্নেহলতা ৭৮৫
পাটের গীত ৭৯০
পুংসবণ ৭৯২
তৃণ ৭৯৫
নববর্ষ ৭৯৮
দৈববাণী ৭৯৯
কেন বাঁচালে আমায় ৮০২
মনে রেখো ৮০৫
লক্ষ্মী-নারায়ণ ৮০৫
নূতন ও পুরাতন ৮০৭
বাঁশী ৮০৯
সৌরভ ৮১৪
বাঙ্গালায় পূজা ৮২০
জয় জগদীশ্বর ৮২১
অথ রাজাছানয়নম্ ৮২৩
বৌদিদি ৮২৫
কল্যান-কামনা ৮২৭
ঝুলন ৮২৭
অসুর পূজা ৮৩১
ঋণ ৮৩৭
অপ্রকাশিত কবিতা ৮৩৭
কুচবিহারের রাজ্ঞী ৮৩৮
ষষ্ঠ বৎসর সারস্বত উৎসব ৮৩৯
নববর্ষে ৮৪৩

প্রেম ও ফুল

উপহার।

সারদা!

হৃদয়-রাণি, প্রীতির প্রতিমাখানি,
এস গো পূজিব আজি প্রেম ও ফুলে!
তব যোগ্য উপহার, জগতে নাহি যে আর,
পৃথিবীর সবি মাখা মাটী ও ধূলে!
এই ফুল—এই প্রীতি, দিয়াছি—দিতেছি নিতি,
যদিও—যদিও দেবি, চরণমূলে,
তবু না ফুরায় আর, নূতন সৌন্দর্য্য তার,
অনন্ত অসীম ভাবে, উঠে উথুলে!

কে বলে সারদা তুমি, ত্যজিয়া মরত ভূমি,
জনমের মত গেছ আমারে ভুলে!
আমি দেখি বসুন্ধরা, কেবলি তোমাতে ভরা,
আছি তব বিশ্বরূপে ডু'বে অকূলে!
অতুল আনন্দ তাই, শোক নাই, দুঃখ নাই,
ভক্তি ভরে যাহা পাই দিতেছি তু'লে,
মানুষ পাবে কি আর, তব যোগ্য উপহার?
আদরে অঞ্জলি দেই প্রেম ও ফুলে।

১লা ফাল্গুন, ১২৯৪

কলিকাতা

এ প্রেম কেমন

দেখা দেও ওহে নাথ পতিতপাবন,
কেন হে কাঁদাও বৃথা প্রেমাধীন জন ?
হেরিলে অরুণোদয়,
হেন সখা মনে লয়,
হাসি মুখে আ'স যেন দিতে আলিঙ্গন !
শরদে উদিলে বিধু,
মনে ভাবি মৃদু মৃদু
বরষি অমৃত রাশি কর সম্ভাষণ !
রজত-কুসুম-ভাতি,
নব তারকার পাঁতি,
দেখি যেন প্রেমময় প্রেমেরি নয়ন !
বসন্ত সুরভি-শ্বাসে
তোমারি সুগন্ধ আ'সে
প্রশান্ত প্রকৃতি যেন প্রেম-কুঞ্জবন !
দেখি যেন সব ঠাঁই
তুমি ভিন্ন কিছু নাই
অথচ নাহিক পাই—এ প্রেম কেমন ?

দুখিনী

১

প্রিয়ে দুখিনি আমার !
বিষাদ কালিমা মাখা, গভীর নীরদে ঢাকা,
সুন্দর শরৎচন্দ্র নিত্য অন্ধকার !
আয়ত আকর্ণ শ্রান্ত, নীলনেত্র পরিক্লান্ত,
নীলসরোরুহে বর্ষ নিত্য অশ্রুধার !

নাহি বেশ নাহি ভূষা, শিশিরে শীতের উষা,
নাহিক আশার সূর্য্য শিয়রে তোমার!
মলিন বসন ছিন্ন, দেখা যায় অবিভিন্ন,
খেলিছে শরীরে যেন আলো অন্ধকার!
এত দুঃখভার শিরে, বহিতে পার না কিরে,
করেতে কপোল রাখি বিশ্রাম তাহার?
চাহিয়া ধরার পানে, বিষাদে বিষণ্ণ প্রাণে,
ধূলায় দুঃখের দিন গ'ণ আপনার,
প্রিয়ে দুখিনি আমার!

২

অভাগিনি অশ্রুমুখি দুখিনি আমার!
যাও না কাহারো কাছে, অবহেলা করে পাছে,
গরবিনী প্রতিবেশী দেখি কদাকার!
কাঙ্গালিনী দীনা হীনা, দেখিয়া করিবে ঘৃণা,
মানিনি, আপনি মান রাখ আপনার!
পরের কথাটী হায়, সহে না কোমল গায়,
এত যে সম্মুখে সিন্ধু অকূল পাথার!
আপনা আপনি যথা, জ্বলে তড়িতের লতা,
সেই তীব্র তেজোরাশি হৃদয়ে তোমার!
এমন সম্মান বোধ, এত তীব্র প্রতিশোধ,
আত্মায় আদর এত নাহি দেখি কার!
নাহি ঘরে মুষ্টি অন্ন, তবু নহ অবসন্ন,
শমন শঙ্কিত যেন বীরত্বে তোমার!
যাও না পরের কাছে, যাহা আপনার আছে,—
কভু কর উপবাস কভু একাহার,
অভাগিনি অশ্রুমুখি দুখিনি আমার!

৩

প্রিয়ে দুখিনি আমার !
প্রবল শোকে ঝড়ে, যবে চিত্ত ভেঙে পড়ে,
হৃদয়ে উড়ায় বালু শত সাহারার,
যায় ধৈর্য্য পলাইয়া, জীবন্ত আহুতি দিয়া,
একাকী আকুল প্রাণ করে হাহাকার !
তখনি দেখিয়াছি রে, দেখিয়াছি দুখিনিরে
সজল নয়নে মুখ শিশু বালিকার !
তখনি দেখিয়াছি রে, দেখিয়াছি দুখিনিরে
সজল নয়নে নেত্র সজল আমার !

৪

প্রিয়ে দুখিনি আমার !
সেই ভিখারিণী বেশ, শরীর কঙ্কাল শেষ,
সে পবিত্র আত্মহত্যা—মহান্—উদার !
সেই দুঃখ অমাবস্যা, প্রীতিপূর্ণ সে তপস্যা,
নিরাশার শূন্য মাঠে —শ্মশান সংসার !
সেই মূর্ত্তি ছিন্নমস্তা, উন্মাদিনী খড়্গহস্তা,
শোণিতে তর্পণ কর প্রেম-পিপাসার !
সেই মূর্ত্তি শক্তিমন্ত্রে, হৃদয়শোণিত যন্ত্রে,
পূজিতেছি প্রাণময়ি চরণ তোমার !

৫

প্রিয়ে দুখিনি আমার !
কোথা সে শৈশবশোভা বিধু-বালিকার !
সে হাসি আনন হায়, দেখিব কি পুনরায়,
দেখিব কি পূর্ণচন্দ্রে সুধার জোয়ার !
পরি নানা বেশভূষা, বিনোদ বাসন্তী উষা,
প্রণয়ের পূর্ব্বাচলে হাসিতে আবার ?

দেখিব কি প্রাণেশ্বরি, স্বর্গের বালিকা পরী,
গলায় কুসুম মালা দিতেছ আমার ?
হায়রে কই সে দিন, আমি মূর্খ অর্ব্বাচীন,
কই তত পুণ্যরাশি আমি অভাগার !
জ্বলন্ত সূর্য্যের মত, দহিতেছি অবিরত,
প্রাণময়ী উষারাণী আমিই আমার !

৬

প্রিয়ে দুখিনি আমার !
প্রাণপণে অবিরত, যতন করিনু কত,
মুছিতে পারিনু কই শোকাশ্রু তোমার
শতগ্রন্থি ছিন্নবাস, একাহার উপবাস,
এ জনমে অভাগিনি ঘুচিল না আর !
পত্র পুষ্প শূন্য যথা, শীতের বিশুষ্ক লতা,
অথবা মলিন যথা অঙ্গ বিধবার !
ম্লানতা দীনতা হায়, একাধারে সমুদায়,
পরিম্লান পুষ্প-ভাণ্ড শরীরে তোমার !
প্রিয়ে দুখিনি আমার !

৭

প্রিয়ে দুখিনি আমার !
বিদেশে দাসত্বে হায়, নিত্য ব্যাধি যন্ত্রণায়,
সহিলাম কত কষ্ট দুখ দুর্নিবার !
প্রেতের অধিক হেয়, পিশাচের অবজ্ঞেয়
কত যত্নে পূজিলাম চরণ তাহার !
মানুষের যা মহত্ত্ব, চিত্তের স্বাধীন স্বত্ব,
অর্থলোভে করিয়াছি বিনিময় তার !
দয়া মায়া স্নেহ ভক্তি, প্রাণের পবিত্র শক্তি,
পবিত্র ধর্ম্মের মূর্ত্তি পর উপকার !

প্রেয়সিরে হায় হায়, ভুলিয়াছি সমুদায়,
যত সাধ্য অধোগতি করেছি আত্মার !
বন্ধুতার তীব্রবাণ, আকুল করেছে প্রাণ,
হায় সে প্রাণের জ্বালা নহে বলিবার !
পাপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতী, কৃতঘ্ন মানব জাতি,
হৃদয় ভেঙেছে করি চরণপ্রহার ।
মূর্খের অধিক মূর্খ, কি বলিব সে যে দুঃখ,
করিয়াছে মূর্খ বলি শত তিরস্কার !
সকলি সহিয়াছি রে, প্রাণময়ি প্রেয়সি রে,
কেবল চক্ষের জল মুছিতে তোমার ।
কেবল তোমারি তরে, সুখশান্তি অকাতরে,
জীবনের যত আশা করি পরিহার,
হায় এ সন্ন্যাসী বেশে, ফিরিতেছি দেশে দেশে,
প্রাণময়ি প্রেয়সিরে কাঙ্গাল তোমার !

৮

প্রিয়ে দুখিনি আমার !
তবু ত চক্ষের জল ঘুচিল না আর !
আমিই পিশাচ সম, আমি দৈত্য নিরমম,
আগুনে পুড়িনু পুষ্প-প্রতিমা তোমার ।
বিকট ভৈরববেশে, ভীষণ শ্মশান দেশে,
বিলুণ্ঠিত করিলাম পারিজাত হার !
ভিখারী প্রেমের রূপ, আমি পাপ অন্ধকূপ,
অশোক শোকের বন তব কারাগার,
তুমি লো মাটীর মেয়ে, আছ মাটীপানে চেয়ে,
মাটীর শরীরে সয় সকলি তোমার ।

৯

প্রিয়ে দুখিনি আমার !
দেখিতে ও অশ্রুমুখ নাহি পারি আর !

অই রবি অই শশী, গগনে রয়েছে বসি,
অই জলে ক্ষীণ জ্যোতি ক্ষুদ্র তারকার !
তরুলতা তৃণদল, নদ নদী জলস্থল,
উত্তুঙ্গ হিমাদ্রি উচ্চ নীল পারাবার,
সকলেই দেখিয়াছে, বলিবে তোমার কাছে,
সহিয়াছি পৃথিবীর কত অত্যাচার.
যাই আজ দিব্যধামে, পবিত্র তোমার নামে,
খুলিগে' স্বর্গের আগে সুবর্ণ দুয়ার ।
তুমি সে দিব্যধামে, পবিত্র ঈশ্বর নামে,
পায়ে ঠেলে আসিও এ ঘোর অত্যাচার,
প্রিয়ে দুখিনি আমার !

১১ই অগ্রহায়ণ, ১৯২০
ময়মনসিংহ

শ্মশানে নিশান

১

শ্রাবণের শেষ দিন—মেঘে অন্ধকার,
দিনমান প্রায় শেষ, ব্যাপিয়া আকাশ দেশ,
মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিছে আবার
উলঙ্গ—এলায়ে চুল, হাতে নিয়ে মহাশূল,
বিকট ভৈরব নাদে ছাড়িয়া হুঙ্কার !
নয়নে কালাগ্নি ঢালি, উন্মত্তা শ্মশান-কালী,
ধাইছে রাক্ষসী-সন্ধ্যা মূর্ত্তি তাড়কার !
উড়িছে মেঘের কোলে বলাকা উজ্জ্বলা,
ভৈরবীর কালকণ্ঠে মহাশঙ্খ মালা !

২

নিরখি সে ভীম ছায়া, দিগন্ত বিস্তৃত কায়া,
ভয়ে যেন ব্রহ্মপুত্র গেছে মসী হয়ে,
আতঙ্কে কাঁপিছে বুক, নাহি শান্তি একটুক,
তরঙ্গ তুফান তার ছুটিছে হৃদয়ে !
আজি তারা শশধর, উঠেনি গগন পর,
অমর পেয়েছে ডর মরণের ভয়ে,
এমনি ভীষণ দৃশ্য, বুঝিবা ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব,
এখনি হইবে ধ্বংস মহান্ প্রলয়ে ।

৩

হেন ঘোর অন্ধকার—এ হেন সময়,
উড়িছে শ্মশানে এক ধবল নিশান !
অর্দ্ধদগ্ধ বংশদণ্ড, ছিন্নভিন্ন লণ্ডভণ্ড,
এখানে ওখানে পড়ে' শয্যা উপাধান !
দু'চারিটী কাণা কড়ি, কোথাও কলসী দড়ী,
কোথাও বা ছাই-ভস্ম অঙ্গার নির্ব্বাণ !
কোথাও মাথার খুল, ছেঁড়া নখ, ছেঁড়া চুল,
কোথাও বা অস্থিখণ্ড রয়েছে বিতান ।
ঘোর স্তব্ধতার শিরে, সে নিস্তব্ধ নদীতীরে
স্তিমিত স্তম্ভিত ঘোর গম্ভীর সে স্থান—
উড়িতেছে "পত পত" শ্মশানে নিশান !

৪

"শ্মশানে নিশান কেন ?" হাসে খল খল,
মড়ার মাথার খুলি, বিকাশিয়া দন্তগুলি,
বিকট বিশুষ্ক শুভ্র দীঘল দীঘল !
সবে করে উপহাস, ছাই পাঁশ কাঁচা বাঁশ,
বিছানা কলসী দড়ী মিলিয়া সকল ।
কি যে সে বিকট হাসি হাসে খল খল !

৫

দিগন্তে সে অট্টহাসি হয় প্রতিধ্বনি,
বিকট ভৈরবে হাসে আসন্না-রজনী !
জ্বলে মুহুঃ বজ্রানল, গর্জ্জে মুহুঃ মেঘদল,
হইতেছে চূর্ণ চূর্ণ ভূধর মেদিনী !
প্রকৃতির বিশ্বনাশী, এ ঘোর প্রলয় হাসি,
সহিতে পারে না যেন প্রকৃতি আপনি !
বজ্রনখে বক্ষ চিরা, দেখায় যেতেছে ছিঁড়া,
প্রচণ্ড হাসির চোটে কলিজা ধমনী,
সহিতে পারে না হাসি প্রকৃতি আপনি !

৬

দেখিলাম অকস্মাৎ রজত জ্যোৎস্নায়,
উজলি উঠিল চিতা শত চন্দ্রমায় !
রজত ধুতুরা কর্ণে, বিমল রজত বর্ণে,
রজত বিভূতি মাখা তুষারের প্রায় !
রজত গিরির শিরে, রজত জাহ্নবী নীরে,
রজত শশাঙ্ক শোভা উছলিয়া যায় !
উজলি উঠিল চিতা শত চন্দ্রমায় !

৭

আহা !
কিবা সেই সৌম্য মূর্ত্তি অমল ধবল,
ধবল বৃষভ পর, বিরাজিত বিশ্বম্ভর,
ধবল অস্থির মালা গলে দলমল !
ধ্যানগত আত্মা তার, নাহি দেখে ত্রিসংসার,
জ্ঞানময় মহামূর্ত্তি স্থির অবিচল !
বিশ্ব বিনাশের হেতু, বিবেকী সে বৃষকেতু,
আপনি ধরিয়া সেই কেতু সমুজ্জ্বল,
শ্মশানের জয়ভেরী, বাজাইয়া ত্রিপুরারি,

ভৈরবে গাহিছে গীত মরণ মঙ্গল!
আতঙ্কে অবনী যেন করে টলমল!

৮

ছুটিছে ভৈরব রাগ কাঁপায়ে বিমান
"গাও মরণের জয়, গাও শ্মশানের জয়,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার ভয়ে কম্পমান!
কি দেব দানব নর, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর,
অমর কথার কথা বোঝে না অজ্ঞান।
বাসবের বজ্র ছার, বৃথা গর্ব্ব করে তার,
আপনি করিলে পাপ ভোগে ভগবান।
লও হে সকলে তুলি, মড়ার মাথার খুলি,
বাজাও বিকট বাদ্য কাঁপাও বিমান।
নাচ ভূতগণ মিলে, কোথা হ'তে কে আসিলে,
শুনাও ভৈরব কণ্ঠে সে ভূত-বিজ্ঞান।
তুলে ও চিতার ছাই, জীবেরে দেখাও তাই,
কেন করে বৃথা গর্ব্ব বৃথা অভিমান!
গাও হে ভৈরবকণ্ঠে কাঁপায়ে বিমান!

৯

গাও হে ভৈরবকণ্ঠে গম্ভীরে সে গান,
গাও সবে পঞ্চভূত, বিজয়ী শ্মশান দূত,
সংসার জয়ের সেই সঙ্গীত মহান্!
যাহা কিছু এই ঠাঁই, হইবেক ভস্ম ছাই,
ভয় ভক্তি ভালবাসা ক্রোধ অভিমান।
ঘৃণা লজ্জা ঈর্ষা দ্বেষ, সুখ কিম্বা দুঃখ ক্লেশ,
যশ কিম্বা অপযশ মান অপমান!
বীরের বীরত্ব পূর্ণ, হৃদয় হইবে চূর্ণ,
ভীরুর বিভগ্ন বক্ষ রেণুর সমান!
রাজার কিরীটগর্ব্ব, এখানেই হবে খর্ব্ব,
দাসের দাসত্ব ক্লেশ হবে অবসান!

জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি বল, সব যাবে রসাতল
মুছে যাবে উচ্চনীচ ভেদাভেদ জ্ঞান!
মড়ার মাথার খুলি, বাজাও সকলে তুলি,
কর সে ভৈরব নৃত্যে ধরা কম্পমান!
তুলে অই ভস্ম-ছাই, জীবেরে দেখাও তাই,
কেন করে বৃথা গর্ব্ব বৃথা অভিমান!
দেখুক এ শ্মশানের বিজয় নিশান।"

১০

ভূতের ভৈরব কণ্ঠ কাঁপায়ে বিমান,
বিঘোর ভৈরব রাগে ছাড়িল সে তান।
"জয় মরণের জয়, জয় শ্মশানের জয়,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার ভয়ে কম্পমান,
কি দেব দানব নর, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর
অমর কথার কথা বোঝে না অজ্ঞান!
বাসবের বজ্র ছার, বৃথা তার অহঙ্কার,
আপনি করিলে পাপ ভোগে ভগবান!
যত কিছু এই ঠাঁই, হইবেক ভস্ম ছাই,
দেখরে মোহান্ধ জীব নির্ব্বোধ অজ্ঞান।"
শ্মশান-নিশান মূলে, চিতাভস্ম তুলে তুলে,
বাজায়ে মড়ার মাথা ভূত করে গান
উড়িতেছে "পত পত" শ্মশানে নিশান"।

১লা ভাদ্র, ১২৯১
ময়মনসিংহ

প্রমদা

[জন্ম—১৫ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, রাত্রি ২ ঘটিকা, ১২৮৪ সন। মৃত্যু—২৫শে বৈশাখ, শুক্রবার, দিবা ৩॥ ঘটিকা, ১২৮৬ সন।]

১

প্রমদা স্বর্গের শিশু বালিকা আমার।
শারদ পূর্ণিমা রে'তে, আসিলি কি চাঁদ হ'তে,
খসিয়া একটি ক্ষুদ্র কিরণ তাহার,
পথ ভুলে প্রমদারে পরাণে আমার?
অথবা উষার আলো, ভুলে তোরে ফেলে গেলো,
আঁচলের গাঁট খুলে পড়েছিলি তার,
প্রাণময়ি প্রমদা রে পরাণে আমার?

২

প্রমদা!
কোথা হ'তে এসেছিলি, আবার কোথায় গেলি,
সরল সোণার পরী শিশুটী আমার!
মলয়া পলা'য়ে যেতে, পড়েছিলি কোল হ'তে,
চুরি করা কুসুমের পরিমল তার?
কমল লাবণ্য খুলে, তোরে থুয়েছিল ভুলে,
শারদ-সায়াহ্নকালে কোলে সারদার?
কোথা হ'তে এসেছিলি, আবার কোথায় গেলি,
সরল সোণার পরী শিশুটী আমার?

৩

দেখিছি যামিনীকালে, বেষ্টিত তারকা জালে,
অকূল অসীম নীল নভ কলেবর,
তা' হইতে পড়ে ছুটি, মাঝে মাঝে দুই একটী,
ক্ষুদ্র সে জ্যোতির বিন্দু কোমল সুন্দর!

তুই কি একটী তার, কোলে এসে সারদার,
পড়েছিলি না বুঝিয়া দিশাহারা হয়ে ?
কি ছিলি ?
চাঁদের অমিয়া ছিলি ? ফুলের সুবাস ছিলি ?
ঊষার আলোক ছিলি ? কমলের হাসি ছিলি ?
কি ছিলি ?
আকাশের তারা গেলি আকাশে মিশা'য়ে ?

৪

প্রমদা !
কোথা হ'তে এসেছিলি, আবার কোথায় গেলি,
সরল সোণার পরী শিশুটী আমার ?
এখনো কাঁদে যে প্রাণ, জ্বলিতেছে মর্ম্মস্থান,
এখনো নয়নে বহে শত অশ্রুধার !
এখনো সারেনি ভুল, দেখিলে কমল ফুল,
মনে ভাবি এই বুঝি প্রমদা আমার !
দেখিলে ঊষার কোলে, অরুণ শিশুটী খেলে,
মনে ভাবি এই বুঝি প্রমদা আমার !
সায়াহ্নে তারকা সবে, দেখিলেই ভাবি তবে,
ইহারি একটী হবে প্রমদা আমার !
যদি ফুলবাস পাই, কোল বাড়াইয়া যাই,
মনে ভাবি আসে বুঝি প্রমদা আমার !

৫

প্রমদা !
কোথা হ'তে এসেছিলি, আবার কোথায় গেলি,
সরল সোণার পরী শিশুটী আমার !
শুনেছি শচীর গলে, পারিজাত দোলে,
তুই কিরে ছিলি তার মণির মন্দার ?
অথবা—

কা'র বুক খালি ছিল, তোরে দিয়া পূরাইল—
কোন্ সেই ভাগ্যবতী সুর-অঙ্গনার ?
এই কি বিধির বিধি—এই কি বিচার ?

৬

আহা হা !
সেই যে বৈশাখ,—পোড়া কপাল আমার !
এখনো স্মরিতে বহে শত অশ্রুধার !
এখনো এখনো হায়, দেখি যেন বিছানায়,
শিরীষ কুসুম সেই তনু সুকুমার,
অবশ পড়িয়া আছে, অভাগিনী ব'সে আছে,
কাতর নয়নে তোরে চাহে বার বার।
বোঝে নি সে হতভাগী, যাস্ যে জন্মের লাগি
জীবনের সুখ শান্তি লইয়া তাহার।
বোঝেনি সে জ্ঞানহীনা, ফিরে আর আসিবি না,
ভুলিবি স্বর্গের সুখে পাপের সংসার।

৭

তখনি মুহূর্ত্তে পুনঃ—
দেখিতে দেখিতে কণ্ঠ অন্তিম হিক্কায়,
কাঁপিয়া উঠিল যে রে হায় ! হায় ! হায় !
ঘরের বাহির করি, কেহ বলে হরি হরি,
নয়ন ঢাকিয়া দিল তুলসী পাতায় !
স্খলিত তড়িত মেঘে, ছুটিয়া আসিয়া বেগে,
অভাগী সারদা পড়ে আছড়ি ধরায়।
কাঁদে পরিবার যত, হাহাকারে অবিরত,
কে কা'রে প্রবোধে, সবে পাগলের প্রায় !
কেহ শিরে কর হানে, কেহ বা ব্যথিত প্রাণে,
ডাকিছে আকুল কণ্ঠে "প্রমদা কোথায় ?"
সে উচ্চ ক্রন্দন রোল, ঘন ঘন হরিবোল,

অভাগিনী সারদার "হায় ! হায় ! হায় !"
সব দেখিলাম চক্ষে, সব সহিলাম বক্ষে,
নিকটে দাঁড়া'য়ে আমি পাষাণের প্রায় ।

৮

এ কি ?

আবার সে উচ্চ রোল, আবার সে হরিবোল,
প্রাণময়ী প্রমদারে কোথা নিয়ে যায় ?
"দিব না দিব না নিতে, দিব না সমাধি দিতে"
কাড়িয়া সে পাগলিনী কোলে নিতে চায় ।
কি সে এলোমেলো বেশ, উগ্রচণ্ডী—মুক্তকেশ,
ছুটিল সে বৎস-হারা বাঘিনীর প্রায় !
কি সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য—ছাই ভস্ম হৌক বিশ্ব !
ভাবিতে পারি না, প্রাণ আতঙ্কে শুকায় !
সেই যে জন্মের শোধ দিয়েছি বিদায় ।

৯

প্রমদা !

সেই যে মুকুতা দন্ত—সহাস-আনন,
সেই অর্দ্ধ উচ্চারিত "বা ব্বা" সম্বোধন,
সেই দিবা অবসানে শ্যাম সন্ধ্যা বেলা,
জননীর সনে তোর ত্রিদিবের খেলা ।
তারা-ভরা চাঁদ-ভরা নিরখি গগন,
সুধা ভরা মুখে তুই হাসিতি যখন,
দেখি তোরে হাস্যময়ী আনন্দের ডালি,
আনন্দে সারদা কত দিত করতালি !
 গোপনে দাঁড়া'য়ে সেই একেলা একেলা,
দেখিতাম অভাগীর মেয়ে নিয়ে খেলা !
স্মরিতে এখনো উহা কেঁদে উঠে মন,
ভুলিব না প্রমদারে জনমে কখন !

২৯শে শ্রাবণ, ১২৯১
ময়মনসিংহ

সারদা সুন্দরী

জন্ম—২৭শে অগ্রহায়ণ —১২৬৯ সন।

মৃত্যু—১২ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, রাত্রি ৮ ঘটিকা-
কৃষ্ণাপঞ্চমী, ১২৯২ সন।]

নিশীথ সময়—চিতা সম্মুখে।

১

আজ -
কি দেখিতে আসিয়াছ ওহে শশধর ?
তোমার অধিক শোভা,
ততোধিক মনোলোভা,
শোয়া'য়ে দিয়েছি চাঁদ চিতার উপর !
লাবণ্য তোমার চেয়ে,
সুধা পড়ে ঠোঁট বেয়ে,
অনঙ্গে উছলে যেন রূপের সাগর !
সুনীল নয়ন দুটি,
রহিয়াছে আধ ফুটি,
শরত প্রভাত পদ্ম—ডাগর ডাগর !
ঊষায় উজলে কিবা,
ললাটে স্বর্গীয় দিবা,
তরুণ অরুণ বিন্দু সিন্দুর সুন্দর !
শোয়া'য়ে দিয়েছি চাঁদ চিতার উপর !

২

আজ—
কি দেখিতে আসিয়াছ স্বর্গের দেবতা ?
হৃদয়ের প্রিয় ধন,
কিসে করে বিসর্জ্জন,
দেখ কিহে নরের সে ঘোর নিষ্ঠুরতা ?

দয়ামায়া স্নেহ ভুলি,
দিয়াছি চিতায় তুলি,
এমনই মানবের আদর মমতা!
প্রাণ ব'লে বুকে লয়,
যেন দুই এক হয়,
পাপিষ্ঠ অসুর জানে এত আত্মীয়তা?
লুঠিয়া হৃদয় তার,
শেষে এই ব্যবহার,
কি দেখিতে আসিয়াছ স্বর্গের দেবতা?
এমনই মানবের আদর মমতা!

৩

শশধর।

দেখ মানবের এই পশু ব্যবহার,
কৃতঘ্ন ইহার কাছে,
আর কি জগতে আছে,
হেন ঘোর অবিশ্বাসী পাপী দুরাচার?
আমি গেলে দেশান্তরে,
সারদা আমারি তরে,
দিন দণ্ড পলে পলে বর্ষি অশ্রুধার,
করুণ সজল আঁখি,
উর্দ্ধমুখে চেয়ে থাকি,
কাতরে মঙ্গল ভিক্ষা মাগিত আমার!
যেন তপস্বিনী বেশে,
নরের নরক দেশে,
ছিল পুণ্য-প্রস্রবণ মূর্ত্তি মমতার!
জননী ভগিনী জায়া,
সকলের দয়া মায়া,
প্রেম তিলোত্তমা ছিল সারদা আমার!

কি আর বলিব হায়,
আজি পিশাচের প্রায়,
অনল দিয়াছি সেই আননে তাহার !
কৃতঘ্ন আমার চেয়ে আছে কিহে আর ?

৪

তুমি ত অনন্ত উচ্চে ওহে শশধর !
আরে! কি নিখিল ভূমে,
এমন চিতার ধূমে,
দেখেছ করিতে কারে আচ্ছন্ন অম্বর ?
শীতল পুণ্যের ছায়া
প্রাণময়ী প্রিয়-জায়া,
প্রীতির অপরাজিতা পারিজাত থর,
অনন্ত অমৃত সিন্ধু,
প্রেম পূর্ণিমার ইন্দু,
দেখেছ ছিঁড়িয়া দিতে চিতার উপর ?
আপনার বুক চিরা,
না দিয়া ধমনী শিরা,
না দিয়া কলিজা খুলে কোন্ মূর্খ নর—
আহা হা, আমার মত,
পিশাচ রাক্ষস এত,
কণ্ঠের কলপ লতা—কুসুমের থর,
হৃদয়ের যা সর্ব্বস্ব,
তাই করে ছাইভস্ম,
অক্লেশে ঢালিয়া দেয় চিতার উপর ।
দেখেছ মানুষ হেন পাষণ্ড পামর ?

৫

"বল হরি হরি !"
কি ঘোর গম্ভীর রব, ভাঙ্গিয়া দিগন্ত সব,

উঠিয়াছে নৈশাকাশ তোলপাড় করি,
জ্বলিছে প্রচণ্ড চিতা—"বল হরি হরি !"

৬

রোগ শোক দুঃখ ভরা, ত্যজিয়া এ বসুন্ধরা,
যায় আজ দিব্যধামে সারদা সুন্দরী !
বুঝিয়াছি শশধর,
বরষি অমৃত কর,
এসেছ লইতে তারে অভিষেক করি !
কোমল কৌমুদী রথে,
হীরা বাঁধা ছায়াপথে,
তুলিয়াছ কি সুন্দর লাবণ্য লহরী !
অই ভাসে অই যায়,
অই অনন্তের গায়,
মিশিল জন্মের মত আহা মরি মরি !
আনন্দে অমরকুল,
বর্ষিছে তারার ফুল,
বর্ষিছে স্বর্গীয় বায়ু, সুগন্ধ বিতরি !
জননী আনন্দময়ী,
বরণ করিয়া অই,
লইতেছে পুত্রবধূ সুখে কোলে করি !
কি আনন্দ দেবভূমে,
আজি আনন্দের ধূমে,
উঠিছে ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব তোলপাড় করি,
জ্বলিছে প্রচণ্ড চিতা—"বল হরি হরি !"

৭

রোগ শোক দুঃখ ভরা, ত্যজিয়া এ বসুন্ধরা,
যায় আজ দিব্যধামে সারদা সুন্দরী !
বল চন্দ্র বল তারা "বল হরি হরি !"

BIRCHANDRA STATE CENTRAL LIBRARY AGARTALA
80504
R.401

পশু পক্ষী তরুলতা,
যে তোমরা আছ যথা,
অচল অশনি সিন্ধু বিঘোরা শর্ব্বরী,
প্রকৃতি অনন্ত কণ্ঠে "বল হরি হরি !"
অপ্সর কিন্নর নর,
যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর,
ভূলোক দ্যুলোকবাসী অমর অমরী,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব—"বল হরি হরি !"

২২শে অগ্রহায়ণ - ১২৯২ সন,
জয়দেবপুর ।

৺জগচ্চন্দ্র দাস (জগদ্বন্ধু দাস)

[জন্ম—১৭ই অগ্রহায়ণ—১২৬৯ সন]
[মৃত্যু—৩০শে শ্রাবণ, শনিবার, রাত্রি ৯॥ ঘটিকা, পূর্ণিমা ;
১২৯৩ সন ।]

১

ভাই ! গিয়েছ কোথায় ?
আজ কাল করি কত ! বছর হইল গত,
চাহিয়া রয়েছি পথ সতত আশায়,
কোথায় গিয়েছ ভাই, তত্ত্ব নাই—বার্তা নাই,
এমন করিয়া নাকি কেহ কোথা যায় ?

২

ভাই ! গিয়েছ কোথায় ?
তুমি ভিন্ন নাহি আর, শূন্য মম এ সংসার,
জগতের বন্ধু হয়ে 'জগদ্বন্ধু' হায়,

দাদারে একাকা ফেলি, বল ভাই কোথা গেলি,
হ'ল না একটু দয়া পাষাণ হিয়ায় ?

৩

ভাই ! গিয়েছ কোথায় ?
আকুল উন্মত্ত প্রাণে, চেয়ে আছি পথপানে,
লইয়া শ্মশান বুকে, মুখে হায় হায়,
ঢালিয়া নয়নজল, নাহি নিবে এ অনল,
আয় রে প্রাণের ভাই আয় বুকে আয় !

৪

ভাই ! গিয়েছ কোথায় ?
তোমারে হইয়ে হারা, পিসীমা পাগলপারা,
দিবানিশি অভাগিনী করি হায় হায়,
তোমারি উদ্দেশে গেছে, আর নাহি আসিয়াছে;
ভুলিয়া রয়েছে বুঝি পাইয়া তোমায় !

৫

ভাই ! গিয়েছ কোথায় ?
ত্যজিয়া মরত ভুমি, কোথায় গিয়েছ তুমি,
কোথা সে স্বর্গের রাজ্য—কত দূর হায়,
শুধাই কাহার কাছে, কোথায় সে দেশ আছে,
সে দেশ এ দেশে লোক নাহি আসে যায় ?

৬

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
ফুটিলে কুসুমরাশি, পরিমল মাখা হাসি,
স্বর্গের সুগন্ধ ভাবি মাখা তার গায়,
শুধাই তাহার কাছে, কোথায় সে দেশ আছে,
দেখেছে দেবের দেশে দেবতা তোমায় ?

৭

ভাই ! গিয়েছ কোথায় ?
বসিয়া বকুলশাখে, কোকিল যখন ডাকে.
আকুল করিয়া প্রাণ স্বর্গীয় ভাষায়,
শুধাই তাহার কাছে, কি বলিতে আসিয়াছে,
দেখেছে কি ভাই তোরে হায় ! হায় ! হায় !

৮

ভাই ! গিয়েছ কোথায় ?
উষায় উঠিলে রবি, সুন্দর সোণার ছবি.
ভাবিয়া স্বর্গের দূত শুধাই তাহায়,
দেখেছ কি হে দিনেশ, কোথা সে ত্রিদিব দেশ,
প্রাণের সোদর মম দেখেছ তথায় ?

৯

ভাই ! গিয়েছ কোথায় ?
বরষি অমৃতকর. আসে যবে সুধাকর,
ভাবিয়া ত্রিদিববাসী দেবতা তাহায়,
শুধাই তাহার কাছে, সে কি কভু দেখিয়াছে,
দেব বালকের সনে দেবতা তোমায় ?

১০

ভাই ! গিয়েছ কোথায় ?
শীতল মলয়ানিলে, দগ্ধ অঙ্গ ছুঁয়ে দিলে,
স্বর্গীয় পরশে উঠে শিহরিয়া কায়,
অমনি আকুল মনে. শুধাই সে সমীরণে,
স্বর্গের সংবাদ দিতে এসেছ আমায় ?

১১

ভাই ! গিয়েছ কোথায় ?
সায়াহ্নে সুনীলাকাশে, যখন তারকা হাসে,
ব্যাপিয়া অসীম সীমা স্বর্গীয় শোভায়,

শুধাই তাহার কাছে, কে তোমারে দেখিয়াছে,
কোথা সে ত্রিদিব দেশ হায়! হায়। হায়।

১২

ভাই! গিয়েছ কোথায়?
যেখানে মায়ের কাছে, সারদা প্রমদা আছে,
ভগিনী জনক দেব বিরাজে যথায়,
সেখানে গেছ কি তুমি, ত্যজিয়া মরত ভূমি,
ফেলিয়া দাদারে তব একা-অসহায়?

১৩

ভাই! গিয়েছ কোথায়?
বসিয়া মায়ের কোলে, জনকের স্নেহ বোলে,
সারদার প্রমদার প্রীতি মমতায়,
ভুলে কি রহিলে ভাই, দাদা বলে মনে নাই,
অথবা আসিতে তারা দিল না তোমায়?

১৪

ভাই! গিয়েছ কোথায়?
যদিও দেবের দেশ, নাহি দুঃখ—নাহি ক্লেশ,
চিরশান্তি চিরসুখে পর্ণ সমুদায়,
জনক জননী আছে, কি ভয় তাদের কাছে,
আদরে সারদা সদা রেখেছে তোমায়।
এদেশে কেহই নাই, শুধু ছিনু দুটি ভাই,
আত্মীয় বান্ধবে পূর্ণ রয়েছ তথায়,
তথাপি আকুল মন, তবু চিন্তা অনুক্ষণ,
জানিতে কুশল তব প্রাণ সদা চায়!

৮ই আষাঢ় ১২৯৪ সন,
শীতলপুর বাগানবাটী, সেরপুর
ময়মনসিংহ

আত্মহত্যা

[কোন যুবতীর বিষপানে মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত ।]

১

মানিনি ! কি অভিমানে হইয়ে পাষাণ,
আকণ্ঠ ভরিয়ে বিষ করেছিস্ পান ?
এত কি হইল ঘৃণা, গেল না জীবন বিনা,
কোন্ মূর্খ করিয়াছে এত অপমান ?
এমন অযত্নে হায়, অনাদরে অবজ্ঞায়,
দু পায় ঠেলিল কি রে মণি—মূল্যবান্ ?
সত্যই পাপিষ্ঠ নরে, এত অত্যাচার করে,
মানবের বুকে কিরে দানবের প্রাণ ?
আহা হা, স্বর্গের দেবি ! সে রাক্ষসে নিত্য সেবি,
পতি পুত্র ভ্রাতা রূপে সাধিস্ কল্যাণ !
তোর মত আছে কে রে, স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিসংসারে,
প্রাণময়ী মূর্ত্তিমতী আত্ম-বলিদান ?
কোন্ মূর্খ করিয়াছে এত অপমান ?

২

কি দুঃখেরে পাগলিনি, হইয়ে পাষাণ,
আকণ্ঠ ভরিয়ে বিষ করেছিস্ পান ?
কার সোণামুখী তরী, কারে রে কাঙ্গাল করি,
অকালে ডুবালি বিনা ঝটিকা তুফান ?
কার রে আছিলি তুই, সুধাময়ী বেলা যুই,
যৌবন বসন্তে ভরা প্রেমের উদ্যান ?
কারে বিধি প্রতিকুল, কার সে স্বর্গীয় ফুল,
অকালে খসালি কার কাঁদাইয়ে প্রাণ ?
কে সে হতভাগ্য হায়, প্রেমপূর্ণ পূর্ণিমায়,
অকালে যাহার তুই শশী অস্তমান ?
কি খেদে রে পাগলিনি ! ত্যজিলি পরাণ ?

কি দুঃখে রে পাগলিনি, হায়, হায়, হায়,
অমূল্য জীবন দিলি এমন হেলায় ?
স্নেহ ভুলি মায়া ভুলি, স্বহস্তে গরল তুলি,
কোন্ প্রাণে হা মানিনি ! দিলি রসনায় ?
একটু হ'লি না ভীত, একটুকু সশঙ্কিত,
একটু কাঁদেনি প্রাণ প্রাণের আশায় ?
প্রাণে এত তুচ্ছবোধ, হা ক্ষীবোদ ! হা নির্ব্বোধ !
যৌবনজীবনে কিরে শোভা কারো পায় ?
সংসারে জনমে ঘৃণা, দেখিনি রে তোরে বিনা,
বালিকা বয়সে কার বাসনা ফুরায় ?
কি দুঃখে খাইলি বিষ হায়, হায়, হায় !

৪

কি দুঃখে রে অভাগিনি, খাইলি গরল,
নবীন বয়সে হেন শশী শতদল ?
জীবনের যত আশা, সুখ শান্তি ভালবাসা,
প্রাণের পিপাসা কিসে নিবিল সকল ?
বুকভরা অভিলাষ, সে আনন্দ সে উল্লাস,
সকলি জন্মের মত গেল রসাতল ?
হা পাষাণি ! সর্ব্বাণি ! এমন রূপের রাশি,
বিচ্ছিন্ন কুসুম তুল্য করিলি বিফল ?
অই যে রজত-কায়, জ্যোছ্না মূর্‌চ্ছা যায়,
আননে ফুটিয়া আছে কিরণ কমল !
এই যে সুনীল আঁখি, স্নেহ লাজে মাখামাখি,
লাবণ্য-বন্যায় ছিল নীলাম্বু চঞ্চল !
কমলে গোলাপে গড়া, ও অধর মধু ভরা,
এখনো এখনো যেন করে টলমল !
আহা হা, এ রূপরাশি, হা পাষাণি সর্ব্বনাশি,
দর্পণে দেখিয়া কভু মুছি অশ্রুজল,
করেছিলি সিক্ত নাকি বসন অঞ্চল ?

৫

আহা হা, একটু দয়া হ'ল না পাষাণে,
এত কি প্রবলা ঘৃণা অবলার প্রাণে ?
রমণীর এত জেদ, কি এত গভীর খেদ,
ভ্রূক্ষেপে চাহে না কিছু তৃণবৎ জ্ঞানে।
মর কিংবা বাঁচ কেহ, কাহারে নাহিক স্নেহ,
আতঙ্কে করুণা কাঁদে চাহি তার পানে !
এ ব্রহ্মাণ্ড তুচ্ছ বোধে, মহা রাগে—মহা ক্রোধে,
চন্দ্রসূর্য্য ভেঙ্গে ফেলে আঘাতি চরণে !
ছিন্নমস্তা আত্মঘাতী, পাষাণী রমণী জাতি,
জগৎ জ্বালা'য়ে দেয় মহা অভিমানে !
এত কি প্রবলা ঘৃণা অবলার প্রাণে ?

৬

এই যে শিশুটি তোর হায়, হায়, হায়,
কাঁদিয়া আকুল দেখ মাটিতে লুটায় ।
একটু দে না রে ক্ষীর, শুষ্ককণ্ঠে শিশুটির,
ক্ষীরোদ, কোলের বাছা আকুল ক্ষুধায় !
ছি ! ছি ! ছি ! বুকের ধন, এত তারে অযতন ?
শুনিনি জননী হেন পাষাণের প্রায় ।
ছেলে যদি 'মা, মা' ডাকে, মায়ের কি রাগ থাকে ?
স্নেহের সাগর তার উছলিয়া যায় !
ক্ষীরোদ, শিশুটি তোর কাতর ক্ষুধায় ।

৭

হা মানিনি ! চক্ষু তুলে দেখ্ একবার,
অভাগিনী জননীরে কি দশা তাহার !
দেখ্ একবার চেয়ে, হা পাষাণ চক্ষু খেয়ে,
দেখ রে হৃদয়রত্ন ছিলি তুই যার,
পড়িয়া চরণতলে, সে অভাগা অশ্রুজলে,
কাতরে কাঁদিছে কত করি হাহাকার ।

কখনো ধরিয়া পায় দীনভাবে ক্ষমা চায়,
আতঙ্কে শিহ্‌রি আহা উঠিছে আবার ;
দেখ্‌ রে হৃদয়রত্ন ছিলি তুই যার।

৮

তবু কি একটু দয়া হয় না পাষাণে ?
রমণী কঠিনা কিরে এত অভিমানে ?
কি দোষে—কি দোষে গেলি, পতি পুত্র পায় ঠেলি,
চাহিলি না হা নিদয়া কারো মুখপানে ?
মানুষের মত কিরে, নাহি ছিল ও শরীরে,
রচিত ধমনী শিরা নর উপাদানে ?
ছিল না হৃদয় ও'তে, দয়া মায়া থাকে যা'তে,
কেবলি কি ছিল উহা ভরা অভিমানে ?
রমণী কঠিনা হ'তে এত কি রে জানে ?
এত কি জানিতি তুই হা রে ও সরলা ?
তবে কিরে মিথ্যা নহে, জ্যোতিব্বিদ যাহা কহে,
পর্ব্বত প্রস্তরে অই ভরা চন্দ্রকলা ?
কাদম্বিনী হাসি মুখে, সত্যই কি রাখে বুকে,
লুকাইয়া বজ্রবহ্নি—ও নহে চপলা ?
এত কি কঠিনা তুই হা রে ও সরলা ?

ভয়ানক জেদ্‌ তোর ভয়ানক মান,
অটল প্রতিজ্ঞা তোর হিমাদ্রি সমান !
পরকালে নাহি ভয়, আশঙ্কা কাহারে কয়,
জানে নাই যেন অই স্বাধীন পরাণ !
বিমুক্ত বায়ুর প্রায়, পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া যায়,
নাহি তার উচ্চ নীচ ভেদাভেদ জ্ঞান,
রমনী এমনি কিরে কঠিন পরাণ ?

১০

ক্ষীরোদ !
আমিও রে তোর মত, উদ্যম করেছি কত,
বাঁধিতে পারিনু কই পরাণে পাষাণ ?
বসি অন্ধকার ঘরে কালকূট নিয়ে করে,
প্রাণ ভরে ডাকিয়াছি কোথা ভগবান।
দেখ একবার প্রভু, নিষ্ঠুর সংসার কভু,
দেখিল না হৃদয়ের যে মহাশ্মশান,
দেখ সেই দগ্ধ ঠাঁই, সুখ নাই, শান্তি নাই,
দেখ সেই ভস্ম ভরা ধূ-ধূ করা প্রাণ।
নাহি জানি পাপপুণ্য, হৃদয় করিয়া শূন্য,
বুকভরা ভালবাসা করিয়াছি দান,
তবু ত নিষ্ঠুর কেহ, একটু করেনি স্নেহ,
কাঁদিয়াছি দ্বারে দ্বারে কাঙ্গাল সমান !
আজি এই হলাহলে, যে চিতা হৃদয়ে জ্বলে,
জনমের মত দেব করিব নির্ব্বাণ,
অন্তিমে আত্মায় শান্তি করিও প্রদান !

১১

কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা মোর হ'ল না সফল
তোর মত মোর ভাই, অদম্য উদ্যম নাই
নাহিক তেমন এই হৃদয়ের বল !
তেমন সম্মানবোধ, নাহি মোর হা ক্ষীরোদ !
তা হ'লে কি আর সেই তীব্র হলাহল,—
কি লজ্জা ! ছুঁইতে ঠোঁটে, পরাণ চমকি ওঠে,
নিক্ষেপিয়া দূরে ফেলি বর্ষি অশ্রুজল !
ক্ষীরোদ, প্রতিজ্ঞা মোর হ'ল না সফল !

১২

যদিও—
হয়নি সফল হায় প্রতিজ্ঞা আমার,
কিন্তু রে করিব চেষ্টা আর একবার।

বসিয়া শ্মশানে তোর, যবে অমানিশি ঘোর,
ঘুমা'য়ে থাকিবে যবে সমস্ত সংসার,
পরাণে মাখিব ছাই, সে সাহস যদি পাই,
অদম্য উদ্যম তোর শক্তি দুর্নিবার!
সে তেজ অপ্রতিহত, সে আকাঙ্ক্ষা উগ্র কত,
বিশ্বনাশী সে বৈরাগ্য, বজ্র অঙ্গীকার,
সে একান্ত একাগ্রতা, প্রাণগত নির্ম্মমতা,
দেখিব পাইনি তোর ক্ষুদ্র বালিকার!

১৩

ক্ষীরোদ!
কি তোর বৈরাগ্য ভাব, ঘোর অভিমান,
স্মরিতেই ভক্তিভরে নত হয় প্রাণ!
কে তোরে করিবে ঘৃণা, নরক পিশাচ বিনা,
কে না বোঝে হৃদয়ের স্বর্গীয় সম্মান,
আমি তোরে প্রিয় দেবি, হৃদয়মন্দিরে সেবি,
শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিত্য করিব প্রদান।
আমি বড় ভালবাসি, ছিন্নমস্তা রূপরাশি,
বিশাল বৈরাগ্যভাবে বড় মাতে প্রাণ,
আমি তোরে প্রিয় দেবি, হৃদয়-মন্দিরে সেবি,
প্রীতির অঞ্জলি নিত্য করিব প্রদান!

১৪

যা তবে ক্ষীরোদ সেই সুখময় স্থান,
স্বর্গীয় শান্তির কোলে জুড়া গিয়ে প্রাণ!
যথা ব্রহ্মপুত্র তীরে, ও সুতনু ধীরে ধীরে,
পবিত্র পাবকে হবে ভস্ম অবসান,
গভীর নিশীথকালে, বসি সেই চিতাশালে,
তোর ও ভৈরবী মূর্ত্তি করিব ধেয়ান!
অভয়া বরদা বেশে, সে ঘোর শ্মশান দেশে,
সিদ্ধির সাধনা রূপে হয়ে অধিষ্ঠান,
ভক্তের বাসনানল করিস্ নির্ব্বাণ!

১৫

আহা !
অই যে ডাকিল পাখী আসন্ন-সন্ধ্যায়,
বাগানে কুসুম ফোটে, আকাশে তারকা ওঠে,
তেমনি শীতল বায়ু ধীরে ব'য়ে যায়,
হা ক্ষীরোদ, তোর লাগি, কেহ নহে দুঃখভাগী,
এই যে একাকী তুই চলিলি কোথায় !
এই যে চলিলি একা, আর ত হবে না দেখা,
আহা হা, স্মরিতে যে বুক ফেটে যায় !
পথের সামান্য ধূলি এ সামান্য তৃণগুলি
সকলি রহিল যদি হায় ! হায় ! হায় !
ক্ষীরোদ ! একাকী তুই চলিলি কোথায় ?

১২৯৯ সন।
ময়মনসিংহ

পুষ্পময়ী

[পুষ্পময়ী নাম্নী কোন খ্রীষ্টান বালিকার মৃত্যুতে তাহার জননীর উক্তি।]

১

কোথা যাস্ পুষ্পময়ি আয় মা আমার !
যাস্‌নে যাস্‌নে ছেড়ে, দুখিনীর আছে কে রে,
ভুলিলি কি ভালবাসা কাঙ্গালিনী মার ?
কোথা যাস্ পুষ্পময়ি আয় মা আমার !

২

হৃদয়ের বৃন্ত শূন্য করিয়ে কোথায়—
মায়েরে না বলে কয়ে, পাষাণের মত হয়ে,
কোমল কুসুমপুষ্প !—হায় ! হায় ! হায় !
করিয়ে হৃদয় শূন্য যাস্ রে কোথায় ?

৩

যাস্‌নে যাস্‌নে ফিরে আয় মা আমার,
আজ যে প্রাণের 'পুষি', করিস্ যা' তোর খুসি,
এত যে বারণ তোরে করি বার বার !
আগে ত অবাধ্য তুই ছিলি না আমার !

৪

অই যে সেজেছে মেঘ দেখ 'পুষি' চেয়ে
হিম জল লেগে গায়, কফ কাসি হবে তায়,
যাস্‌নে বাহিরে তুই দুখিনীর মেয়ে।
অই যে সেজেছে মেঘ দেখ্ 'পুষি' চেয়ে !

৫

অই দেখ্, মেঘে মেঘে বিজলী খেলায়,
এখনি পড়িবে বাজ, বড়ই দুর্য্যোগ আজ,
দেখ দেখি ছেলেপিলে কে বাহিরে যায় ?
ভয় পাবি পুষ্পময়ি আয় কোলে আয়।

৬

যাস্‌নে সেখানে তুই, আয় মা আমার।
তোর আরো আট ভাই, গেছে সে বিষম ঠাঁই,
কেহই ফিরিয়ে তারা আসিল না আর,
তাই তোরে যেতে যে'তে 'পুসি' দিব না এবার

৭

সেখানে মানুষ গেলে ভুলে যায় সব,
কি জানি সে মাঠে, যাহারা সেখানে গেছে,
কিছুই থাকে না মনে আত্মীয় বান্ধব !
কি আছে সে শূন্য মাঠে ভোলে যে মানব ?

৮

শুনেছি সেখানে নাকি ঘর বাড়ী নাই,
শুনেছি সে শূন্য মাঠে, দিনে যেতে প্রাণ ফাটে,

বড়ই নির্জ্জন সেই সমাধির ঠাঁই ।
যাস্‌নে রে, সন্ধ্যাকালে একা যেতে নাই ।

৯

কি ক'রে কফিনে তুই থাকিবিরে শু'য়ে ?
উপরে বহিবে ঝড, শিলাবৃষ্টি বহুতর,
একাকী 'দফন' ক'রে আসিবেরে থুয়ে ।
কি করিয়া শূন্য মাঠে থাকিবিরে শু'য়ে ?

১০

একি রে সত্যই 'পুষি' ছাড়িয়া চলিলি ?
করুণা মমতা যত, সকলি জন্মের মত,—
আহা-হা, পাষাণ-প্রাণে মায়েরে ভুলিলি !
কি করিয়া দয়া মায়া বিসর্জ্জন দিলি ?

১১

রাখগো কফিন তু'লে দেখি একবার,
দেখি এই জন্ম-শেষ, মায়ের সুন্দর বেশ,
দেখি অই পুষ্পময়ী বালিকা আমার ।
দেখি আজ জন্ম শেষ,—দেখিব না আর ;

১২

এই যে র'য়েছে পুষ্প মুদিয়া নয়ন,
পূর্ণিমার শশধর, যেন কাল জলধর,
চুরি করি রাখিয়াছে করি আচ্ছাদন
এই যে কাফনে পুষ্প মুদিয়া নয়ন !

১৩

পুষ্পময়ি ! মা আমার ! নয়ন মেলিয়া
দেখ একবার চেয়ে, দেখ্ ও পাষাণী মেয়ে
বুকের পাঁজরখানি [illegible] দিয়া
দেখ তোর অভাগিনী মায়েরে চাহিয়া

১৪

হায় ! হায় ! সহে না রে, কি বলিব আর,
স্মরিতে ফাটেরে হিয়া, বুঝাইব কি যে দিয়া.
মা ব'লে মায়েরে 'পুষি' ডাক্ একবার
হয়ে নব পুত্রবতী, হায় বিধি এ দুর্গতি,
লিখেছিলে কি যে পাপে কপালে আমার ?
মা ডাকের কাঙ্গালিনী হইনু এবার !

১৫

থাকিবি না যদি 'পুষি' যা তবে সেখানে,
যা তবে সেখানে তুই, কথা শুনে গোটা দুই,
বলিবি যাইয়া তোর ভাইদের স্থানে.
"মা দি'ছে পাঠা'য়ে ভাই, চল সবে চল যাই,
তোমাদের নিয়ে যাব মায়ের সেখানে !
যাবে ব'লে চলে এলে, আর না ফিরিয়ে গেলে,
দুখিনী জননী তাই কেঁদে মরে প্রাণে !
মা দি'ছে পাঠা'য়ে, চল মায়ের সেখানে "

ময়মনসিংহ
১২৮৮ সন

মা-মরা মেয়ে

১

মা-মরা দুখিনী মেয়ে বড় যন্ত্রণার !
মা-মরা দুখিনী মেয়ে, এ ঘরে ও ঘরে যেয়ে,
খোঁজে নিতি পাতি পাতি জননী তাহার !
শুধায় আসিয়া কাছে, "বাবাগো মা কোথা আছে ?"
পারি না উত্তর দিতে শিশু বালিকার !

২

মা-মরা দুখিনী মেয়ে, যারে দেখে তারে যেয়ে,
মা ব'লে আঁচল ধরে টানে অনিবার,
কিন্তু চেয়ে মুখপানে, ফিরে সে নিরাশ প্রাণে,
সে দৃশ্য দেখিতে বিশ্ব দেখি অন্ধকার।

৩

মা-মরা দুখিনী মেয়ে, কোলে উঠে চেয়ে চেয়ে,
কিন্তু কে লইবে কোলে কে আছে তাহার !
কিছুতে নাহিক ভোলে, উঠিবে মায়ের কোলে,
পারি না কোলের মেয়ে কোলে নিতে আর !

৪

মা-মরা দুখিনী মেয়ে চুমা খায় চেয়ে চেয়ে,
একাকী চুমিতে আজি বহে অশ্রুধার !
এই না দু'দিন আগে, দু'জনে কত সোহাগে,
একত্রে পেয়েছি চুমা কপোলে তাহার।

৫

মা-মরা দুখিনী মেয়ে, থাকে শুধু পথ চেয়ে,
যে পথে চলিয়া গেছে জননী তাহার !
আসিতে চাহে না ঘরে, কাঁদিয়া পাগল করে,
হায় সে প্রাণের জ্বালা নহে বলিবার !

৬

মা-মরা দুখিনী মেয়ে, বিছানায় শুতে যেয়ে,
মায়ের লাগিয়া স্থান পাশে রাখে তার,
নিশীথে ঘুমের ঘোরে, মা বলিয়ে গলা ধরে,
কে জানে মা-মরা মেয়ে এত যন্ত্রণার !

৭

মা-মরা দুখিনী মেয়ে, যদিও দেখিতে চেয়ে,
হৃদয়ে উছলে উঠে শোক পারাবার,

তবু জীবনের আশা, একমাত্র ভালবাসা,
সারদার স্মৃতিচিহ্ন মণিই আমার।

৮

মণিরে গিয়েছে রেখে, হাসিব কাঁদিব দেখে,
সান্ত্বনা মণিই তার স্নেহ-মমতার।
মণিরে রাখিয়া বুকে মণিরে দেখিয়া সুখে,
অন্তিমে যাইব চলি নিকটে তাহার!
সারদার স্মৃতিচিহ্ন মণিই আমার।

ময়মনসিংহ

কে আছে আমার ?

১

কে আছে আমার ?
এই যে বিশাল ধরা, কত রাজ্য দেশভরা
কত জনপদ গ্রাম সংখ্যা নাহি তার।
কে আছে এ পৃথিবীতে ; এ দগ্ধ জলন্ত চিতে,
একটু সান্ত্বনা দিতে কে আছে আমার ?
এত দুঃখে মনস্তাপে, এত কাঁদি শোকে তাপে
এত যে ভাঙ্গিয়া গলা করি হাহাকার !
ভ্রূক্ষেপে চাহে না ফিরে কেহই শোনে না কিরে ?
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে আহা কে আছে আমার

কে আছে আমার, আমি একা-অসহায়,
দেখেছি আমার দুঃখে, দয়া নাই কারো বুকে,
একবিন্দু অশ্রুজল নাহি এ ধরায় !
দেখেছি খুঁজিয়া ধরা, শুধু নিষ্ঠুরতা ভরা,

একটু মমতা স্নেহ নাহি পাওয়া যায় !
খুঁজিয়াছি পৃথিবীরে, অস্থিমজ্জা শিরে শিরে,
প্রতি অণু পরমাণু রেণু কণিকায়,
একটু মমতা স্নেহ নাহি পাওয়া যায় !

৩

কে আছে আমার ? আমি একা—অসহায়,
যেখানে সেখানে আছি মরি মরি --বাঁচি বাঁচি,
সংসার, তোমার তা'তে কিবা আসে যায় ;
আমি যাই অধঃপাতে, ক্ষতি কি তোমার তা'তে,
কাঁদে না তোমার প্রাণ পাষাণের প্রায় !
ভিখারী ভিক্ষুক বেশে ফিরিতেছি দেশে দেশে,
পাই না একটু দয়া কাঁদিয়া কোথায় !
একটি স্নেহের ভাষা, একটুকু ভালবাসা,
একটি নিশ্বাস দীর্ঘ, --হায়, হায়, হায়,
পাই না একটু দয়া কাঁদিয়া কোথায় !

৪

একাকী সংসারে আমি, কে আছে আমার ?
ভাই-হারা বন্ধু-হারা, দেশ-ছাড়া লক্ষ্মী-ছাড়া,
এমন কপালপোড়া আছে নাকি আর ?
আছে কি আমার মত, জগতে দুর্ভাগা এত,
"আমার" বলিতে যার নাহি অধিকার ?
এমন "আমার হারা". কোথা আছে আমি ছাড়া,
বিরাট বিশাল বিশ্ব খুঁজে মেলা ভার ।
সামান্য পথের ধূলি, হৃদয়ে লইতে তুলি,
সঙ্কুচিত হয় চিত্ত নাহি পারি আর ।
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে আহা কে আছে আমার ?

৫

আমি যেন সংসারে কেহ কিছু নই,
জগতে কিছুতে মম নাহি অধিকার !

রবি শশী সমুদয়, এই যে উদয় হয়,
ঘুচাইয়া সকলের আঁখি অন্ধকার;
ইহারা আমার তরে, আলো দান নাহি করে,
কে আমি এ-সংসারের— আমি কোন্ ছার !
এই যে সমীর বহে, আমার লাগিয়া নহে,
তরু, তৃণ, ফল, শস্য ধরে না আমার !
তবু বেহায়ার মত, ঘৃণায় লজ্জায় এত,
নিষ্ঠুর জগতে আছি, ধিক্ শতবার,
এত হেয় অবজ্ঞেয় জীবন আমার !

৬

কেন এ সংসারে আছি কার মমতায় ?
শৃগাল কুক্কুর ভিন্ন, বান্ধব নাহিক অন্য,
শকুনি গৃধিনী মম শেষের সহায় !
কাকের কর্কশ রবে, সান্ত্বনা পাইতে হবে,
এই মম পরিণাম হায়, হায়, হায়,
কেন এ সংসারে আছি- কার মমতায় ?

৭

কোন্ কালে ছিঁড়িয়াছে ভবের বন্ধন,
মিছে সে আশায় আছি, মিছে সে আশায় বাঁচি,
মিছে শুধু দেশে দেশে করি অন্বেষণ !
এই যে বিশাল ধরা, এত নরনারী ভরা,
একটি মিলিল কই মমতা তেমন ?
এদেশে আছে কি তারা, পাপিষ্ঠ মানুষ ছাড়া ?
দেবতা দৈত্যের দেশে তিষ্ঠে না কখন !
মিছে শুধু দেশে দেশে করি অন্বেষণ !

৮

মিছামিছি দেশে দেশে ভ্রমিয়া বেড়াই,
যারে দেখি তারে যেয়ে, শুধুই শুধাই গিয়ে,

তুমি কিরে জগবন্ধু জীবনের ভাই ?
তুমি কি ভগিনী মম, প্রাণ হ'তে প্রিয়তম,
পূজনীয় দেবাসম আমি যারে চাই ?
দেখিলে বালিকা মেয়ে মিছা কোলে করি যেয়ে,
প্রাণের প্রমদা ব'লে মিছে চুমা খাই।
কেহই বলে না কথা, কি ভীষণ নিষ্ঠুরতা,
অনাদরে প্রাণমন পুড়ে হলো ছাই !
একটুকু ভালবাসা, একটি স্নেহের ভাষা,
এক ফোঁটা আঁখিজল কোথাও না পাই !
সত্যই এ বসুন্ধরা কেবলি রাক্ষস ভরা,
দয়ার সে দেবতারা এ জগতে নাই !
মিছামিছি দেশে দেশে ভ্রমিয়া বেড়াই।

৯

মিছামিছি নিশি দিশি করি অন্বেষণ,
দেখিয়াছি অনিমেষে, অনন্ত আকাশ দেশে
উঠে কত রবি শশী গ্রহ তারাগণ,
খুঁজিয়াছি পাতি পাতি, সে নব লাবণ্য ভাতি,
একটি সারদা নাহি মিলে কদাচন !
একটি ভগিনী ভাই, অনন্ত আকাশে নাই
একটি প্রমদা নাহি তোষে প্রাণমন !
ওঠে কত শশী তারা তরুণ তপন !

১০

মিছামিছি দিশি দিশি করি অন্বেষণ,
উপবনে শত শত, দেখেছি কুসুম কত,
কামিনী গোলাপ কুন্দ করবী কাঞ্চন !
দেখিয়াছি ফুলে ফুলে, কি মঞ্জরী কি মুকুলে,
সারদার স্নেহ-সুধা মিলে না তেমন !
ভগিনী ভাইয়ের মত, ভালবাসা নাহি তত,
সামান্য সৌরভে নাহি জুড়ায় জীবন।

দেখিয়াছি সরোবরে, কমল কুমুদ থরে,
একটি প্রমদা নাহি ফোটে কদাচন !
মালতী মাধবী জাতি, সূর্যমুখী বেলী যুথী,
বকুল বান্ধুলী বক সেঁউতী রঙ্গন,
দেখেছি কুসুম কত, উপবনে শত শত,
একটি সারদা ফুল ফোটে না কখন !
দেখেছি বসন্ত কালে ভরা উপবন

১১

শুনেছি বসন্তকালে কোকিল-কূজন,
শুনিয়াছি শাখে শাখে পাপিয়া দয়েল ডাকে,
শ্যামার সঙ্গীতে বটে ভুলায় জীবন,
দেখিয়াছি যথা তথা, মৃতমরু মৃতলতা,
মঞ্জরী মুকুলে ফুলে জাগে উপবন !
কিন্তু এ পাখীর গানে, সে সুধা পশে না প্রাণে,
সারদা প্রমদা সুধা ঢালিত যেমন !
ভগিনী ভাইয়ের ভাষা, মিটাইত যত আশা,
কলকণ্ঠে সে পিপাসা হয় না বারণ !
শুনেছি বসন্তকালে কোকিল কূজন !

১২

মিছামিছি দিশি দিশি ভ্রমি অকারণ,
দেখিয়াছি অন্বেষিয়া, অমর ভুবনে গিয়া,
দেবতা ছত্রিশ কোটি সুরবালাগণ,
অমর ঐশ্বর্যচয়, দেখিয়াছি সমুদয়;
দেখিয়াছি কুসুমিত দেব উপবন !
সারদা ভগিনী ভাই, প্রমদা সেখানে নাই
অমর জানে না আহা মমতা তেমন ।
দেখিয়াছি পরখিয়া, দেবতার সুধা দিয়া,
প্রাণের জলন্ত জ্বালা নহে নিবারণ !
দেবতা জানেন আহা মমতা তেমন !

১৩

মিছামিছি দেশে দেশে করি অন্বেষণ,
দেখেছি খুঁজিয়া স্বর্গ, মিলে বটে চতুর্ব্বর্গ,
মিলে সুখ মিলে শান্তি অনন্ত জীবন !
দেখিয়াছি অন্বেষিলে, সালোক্য সাযুজ্য মিলে,
মিলে সে নির্ব্বাণ মুক্তি করিলে সাধন !
কিন্তু সে ত্রিদিব ধামে, জনক জননী নামে,
দেবের দেবতা নাহি মিলে কদাচন !
কোথা সে পবিত্র ঠাঁই, কল্পনায় নাই পাই,
কোথা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব করিছে পূজন,
দেবের দেবতা তারা কোথায় এখন ।

১৪

মিছামিছি দেশে দেশে করি অন্বেষণ,
ত্রিদিবেও নাহি যারা, বৃথা খুঁজি বসুন্ধরা,
কে আছে এমন মূর্খ আমার মতন ?
শুধু এ দৈত্যের দেশে, মানব মানবী বেশে,
দানব দানবী আছে ভরিয়া ভুবন !
করুণা মমতা শূন্য, নাহি জানে পাপ পুণ্য,
পিশাচ রাক্ষসগুলা কাহার সৃজন ?
মিছামিছি দেশে দেশে করি অন্বেষণ ।

১৫

কেন এ সংসারে আছি, কার মমতায় ?
শৃগাল কুক্কুর ভিন্ন, বান্ধব নাহিক অন্য,
শকুনি গৃধিনী মম শেষের সহায় !
কাকের কর্কশ রবে, সান্ত্বনা পাইতে হবে,
এই মম পরিণাম—হায় ! হায় ! হায় !
কেন এ সংসারে আছি,—কার মমতায় ?

৫ই ফাল্গুন—১২৯৩ সন,
শীতলপুর—বাগানবাটী

শ্মশানে সম্ভাষণ

১

সারদা ! এসেছি আমি দেখগো চাহিয়া,
এই যে এসেছি আমি, তোমার সে 'প্রিয় স্বামী',
'এই যে নিকটে দেবি ডাকি দাঁড়াইয়া,
আদরে হৃদয়ে লহ, হাসিমুখে কথা কহ,
অলস অবশ অঙ্গে লহ জড়াইয়া ;
তুমি বিনে নাহি কেহ, কে আর করিবে স্নেহ ?
বড় শ্রান্ত বড় ক্লান্ত, এসেছি চলিয়া,
চোখে জল মুখে হাসি, স্নেহময়ী রূপরাশি,
পরাণে ভরিয়া লহ শত চুম্ব দিয়া
কেন আছ ছাইভস্মে শ্মশানে শুইয়া ?

২

সারদা ! এসেছি আমি দেখগো চাহিয়া,
আজি কত দিন পরে, ফিরিয়া এসেছি ঘরে
এই যে নিকটে দেবি ডাকি দাঁড়াইয়া
ওঠ ওঠ আর কেন, শ্মশানশয্যায় হেন,
অযতনে ছাইভস্মে আছ ঘুমাইয়া ?
সরলা ! আমারি লাগি, নিশি দিন জাগি জাগি,
আছ ঘুমে অচেতন জ্ঞান হারাইয়া ;
অযতনে ছাইভস্মে শ্মশানে শুইয়া ?

৩

ওঠ, ওঠ !
এই যে এসেছি আমি দেখগো চাহিয়া,
এই যে এসেছি দেশে, উদাসী বিদেশী বেশে,
তোমারে হৃদয়রাণি, দেখিব বলিয়া !
চাহগো বদন তুলে, কমল নয়ন খুলে,

এত হাহাকার কিগো শোন না শুনিয়া ?
না শুনে তোমার কথা, না বুঝে তোমার ব্যথা,
বিদেশে গেছি যে দেবি তোমারে ছাড়িয়া,
সেই মানে অভিমানে, পাষাণ বাঁধিয়া প্রাণে,
ছাইভস্মে চন্দ্রমুখ আছ লুকাইয়া ?
আরো অভিমান কত, করেছ ত অবিরত.
আবার ভুলিয়া গেছ কাঁদিয়া হাসিয়া !
কি দোষ করেছি পায়, এ মান যে নাহি যায়,
কাতরে করুণকণ্ঠে সহস্র সাধিয়া ?
এই যে এসেছি দেবি দেখগো চাহিয়া !

৪

ওঠ, ওঠ, আর কেন—চল যাই ঘরে,
কে কোথা রমণী হেন অভিমান করে ?
কে কোথা কুলের নারী, ছেড়ে এসে ঘরবাড়ী,
একা এসে শুয়ে থাকে চিতার উপরে ?
কত লোকে দেখে যায়, ভ্রূক্ষেপ নাহিক তায়,
ছি ছি ছি, নাহি কি লজ্জা নারীর অন্তরে ?
কে কোথা রমণী হেন অভিমান করে ?

৫

বিদেশে যাব না আর ছাড়িয়া তোমায়,
ওঠ মান পরিহরি, বলিনু প্রতিজ্ঞা করি,
ওঠ গো করুণাময়ি স্নেহ মমতায় !
আর না বিদেশে যা'ব, না হয় মাগিয়া খা'ব,
ধিক্ সে দাসত্বে ধিক্ শত ধিক্ তায় !
ধিক্ সে সম্মান অর্থে, যে তোমার পরিবর্ত্তে,
স্বর্গের সাম্রাজ্য আমি ঠেলে ফেলি পায় ।
যার যাহা মনে লয়, বলুক—করি না ভয়,
ভ্রূক্ষেপ করি না, তুচ্ছ পরের কথায় !

একাহারে উপবাসে, থাকিব তোমার পাশে,
ভুলে যা'ব ক্ষুধাতৃষ্ণা দেখিয়া তোমায় !
চাঁদেরে দেখিয়া রেতে, আনন্দ উল্লাসে মেতে,
চঞ্চল চকোর যথা সব ভুলে যায়,
ভুলে যা'ব ক্ষুধা তৃষ্ণা দেখিয়া তোমায় !

৬

ওঠ দেবি দয়াময়ি, চল যাই ঘরে,
কত দুঃখ কষ্ট সয়ে, কত জ্বালাতন হয়ে,
এই যে এসেছি ফিরে এত দিন পরে,
দেখিয়া তোমার মুখ জুড়াইব দগ্ধ বুক,
জুড়াইব দগ্ধপ্রাণ সুধার সাগরে,
ওঠ ভগ্নি, ওঠ ভাই, ওঠ জায়া ঘরে যাই,
লহ জননীর যত্নে পিতার আদরে !
সকলের স্নেহসিন্ধু, উজলিয়া উঠ ইন্দু,
তোমার অমৃতময় প্রেমময় করে !
তুমি বিনা কেবা আছে, যাইব কাহার কাছে,
ভ্রমিয়া দেখেছি সব দেশ-দেশান্তরে,
সংসারে মমতা নাই, আছে ভস্ম—আছে ছাই,
আছে রাক্ষসের রাজ্যে ঘৃণা পরস্পরে,
নাই অশ্রু দীন দুঃখী শোকার্ত্তের তরে !

৭

ওঠ দেবি দয়াময়ি দেবতা আমার,
প্রীতির প্রসন্ন মুখে, লও সে উদার বুকে,
ভুলে যাই সংসারের ঘৃণা অত্যাচার,
ভুলে যাই অবহেলা, পদাঘাতে ঠেলে ফেলা,
আদরে মুছায়ে প্রিয়ে লও অশ্রুধার !
সংসারের শত পাপে, জ্বলে প্রাণ পরিতাপে,
পবিত্র করিয়ে লও পরশে তোমার !

দুঃখীরে করিতে স্নেহ, জগতে নাহি যে কেহ,
কেবল তুমিই আছ প্রেম-পারাবার,
ওঠ দেবি দয়াময়ি দেবতা আমার !

৮

এই ঘোর অন্ধকার নিশীথ সময়,
কেমনে থাকিবে তুমি, একেলা শ্মশান-ভূমি
মানুষ দূরের কথা যমে করে ভয় !
শিয়াল শকুন পডা, আধা খাওয়া পচা মরা
চডিয়া আসিবে ভূত পিশাচ নিচয় !
বসিয়া মরার কাঁধে, খাবে মরা নানা ছাঁদে,
দৌড়িয়া ছুটিবে মরা চারিদিকময় !
আসিবে কবন্ধ দানা, ডাকিনী যোগিনী নানা,
উডে উডে গিলে মরা খাবে সমুদয় !
পচা যত নাডীভুঁডি, খাইবে পেতিনী বুডী,
দু'কসে গলিত বিষ্ঠা ধারা বেয়ে বয় !
পরিয়া মরার হাড সর্ব্ব অঙ্গে অলঙ্কার,
নাচিবে উলঙ্গ প্রেত পিশাচ নিচয় !
সে বিশাল লম্ফ-ঝম্পে, আতঙ্কে ধরণী কম্পে,
প্রকৃতি প্রলয়ে যেন ভয়ে মরে রয় !
দানবের সে তাণ্ডবে, সরলা ! কেমনে রবে,
একেলা থাকিতে তব ভয় নাহি হয় ?
কে আছে মানুষ হেথা এমন সময় ?

৯

ওঠ দেবি প্রাণময়ি চল যাই ঘরে,
ছি ছি ছি ! নারী কি এত অভিমান করে ?
আহা ও সোনার দেহ, কে করে যতন স্নেহ,
অযতনে পডে আছে চিতার উপরে ।
এই যে পডিছে হিম, অনন্ত—অপরিসীম,

শীতে যেন তরুলতা কাঁপে থর থরে!
কেন ঘরবাড়ী থুয়ে, শ্মশানে রহিলে শুয়ে,
যামিনী দেখিয়া তার আঁখি-জল ঝরে!
সরলা! তোমারি দুখে, অই যে বিষণ্ণ মুখে,
কাতরে শিয়ালগুলি "আহা, উহু" করে!
এমন সোনার দেহ, শ্মশানে দেখিয়া কেহ,
ধৈরয ধরিতে নাকি পারে গো অন্তরে?
ওঠ দেবি দয়াময়ি চল যাই ঘরে!

১০

ওঠ দেবি দয়াময়ি সারদা আমার,
ঠেলে ফেলে ভস্ম ছাই, ওঠ চল, ঘরে যাই,
থাকিবে শ্মশানে শুয়ে কত কাল আর?
দিন দিন প্রতিদিন, ক্রমশঃ হতেছে লীন,
মাটিতে মিশিল প্রায় চিতার অঙ্গার!
তবু কি যায়নি মান, হয়নি প্রসন্ন প্রাণ,
শুনিয়া শোন না কিগো এত হাহাকার?
অঙ্গারের চেয়ে মান এতই অঙ্গার?

২১শে আষাঢ়— ১২৯৫ সন,
কলিকাতা

শ্মশান-সঙ্গীত

কে বলে ভয়ের বাস ভীষণ শ্মশানভূমি,
যেখানে মিশিয়ে আছ প্রাণের প্রেয়সি তুমি!
যেখানে তোমারে গিয়ে, হৃদয়ে পাইব প্রিয়ে,
কে জানে তাহারে আহা কত ভালবাসি আমি!
যেখানে তোমার কাছে, প্রাণের প্রমদা আছে,
মেয়ে নিয়ে খেল প্রিয়ে আদরে বদন চুমি!

জনক জননী যথা, ভগিনী মমতা লতা,
ডাকিছে লইতে কোলে "এস বৎস! এস তুমি!"
ডাকিছে প্রাণের ভাই, "এস দাদা! ভয় নাই,
আমরা সকলে আছি,—কেনগো একাকী তুমি?"
সুখ শান্তি যদি থাকে, যদি কোথা স্বর্গ থাকে,
তবে সে শ্মশানভূমি! তবে সে শ্মশানভূমি!
প্রজ্বলিত সে অনলে, শোক তাপ যাবে জ্বলে,
আনন্দ, অমৃত, প্রেম দিবে সে শ্মশানভূমি!

১২৯২ সন

স্মৃতি-সঙ্গীত

আহা! গেল সে কোথায়?
এই যে আছিল বুকে, হাসিমাখা সোনামুখে,
এই যে এখনো তার দাগ দেখা যায়!
এই যে পড়েছে হাসি, এই যে সে সুধারাশি,
এই যে এখনো প্রাণ মাখা-মাখা তায়!
এই যে সে দেহগন্ধ, মোহময় মৃদুমন্দ,
এখনো এখনো যেন উছলে হিয়ায়।
এই যে এখনো কানে, বাজে সে ত্রিদিব তানে,
করুণ কোমল ভাষা হায়, হায়, হায়!
দেখি যেন কাছে কাছে, সে মূর্ত্তি এখনো আছে,
নয়নে নয়নে যেন ভাসিয়া বেড়ায়!
চাহিতে পশ্চাৎভাগে, দেখি যেন যায় আগে,
কি জানি কেমনে আহা কোথায় মিশায়!
মলয় বাতাসে আসে, চাঁদের কিরণে ভাসে,
ফুলের সুরভি শ্বাসে বুকে আসে যায়।
আহা! গেল সে কোথায়?

১২৯২ সন

বিদায়-সঙ্গীত

যাই যাই যাই নাথ, অনন্তে মিশাই,
কে জানে আর তোমার দেখা পাই কি না পাই !
যত ছিল মনে আশা, যত ছিল ভালবাসা,
সকলি শ্মশানে আজি পু'ড়ে হ'ল ছাই !
রহিল প্রাণের মণি, রাখিও স্নেহ তেমনি,
তুমি বিনে অভাগীর আর কেহ নাই !
করেছি যে অপরাধ, ক্ষমা কর প্রাণনাথ;
আজিই বিদায় শেষ এই ভিক্ষা চাই !
জানি না যেতেছি কই, জানি না যেতেছি বই,
জানি না অজ্ঞাত রাজ্য তবু যথা যাই !

১০ই ফাল্গুন, ১২৯৩ সন
শীতলপুর বাগানবাটী, শেরপুর, ময়মনসিংহ,

কেহ কা'রো নয়

নিষ্ঠুর সংসারে আহা কেহ কারো নয়,
'তুমি আমার, আমি তোমার' মুখে শুধু কয় !
কত দিন বলিয়াছি তুমি আছ ব'লে আছি.
প্রাণ গেলে ভুলিব না—অভিন্ন হৃদয় !
কতদিন বলিয়াছি, তুমি আছ ব'লে আছি.
জীবনে মরণে মাখা. উভয়ে উভয় !
কিন্তু আজি হায় হায়. ভুলেছি সে সমুদায়.
ভুলিয়াছি সরলার সরল প্রণয় !
দিনান্তে একটি বার. এক বিন্দু অশ্রুধার,
দেই কি না দেই তারে যদি মনে হয় !

স্বপ্ন-সঙ্গীত

রাগিনী পিলু বাঁরোয়া—তাল কাওয়ালী

প্রিয়ে ! কি তুমি এসেছিল ?
নহিলে অমৃত হেন প্রাণে কে পশিলে ?
কাল রেতে দু'পহরে, দেখিনু ঘুমের ঘোরে,
গভীর নিশীথে সেই সবে ঘুমাইলে,
কে যেন আসিয়া হায়, বসি মোর বিছানায়,
কাণে কাণে কি কহিয়া ঘুম ভেঙ্গে দিলে !
ঠিক্ তব রূপরাশি, তোমারি মতন হাসি !
চকোর চঞ্চল হয় সেও লো হাসিলে !
ধবল বসন পরা, বেলি-বাস গায় ভরা,
আঁধারে আলোক হয় সেও দেখা দিলে !
সরলা তোমারি মত, লাজে আখি অবনত,
পরাণ কাড়িয়া নেয় একটু চাহিলে !
সুন্দর গোলাপী গাল, তোমারি মতন লাল,
জানিনা বিধাতা জানি কিসে বানাইলে !
হাসিয়া সে সোণামুখে ঢলিয়া পড়িল বুকে,
গলিয়া অমৃত ধারা পরাণে পশিলে !
সরলা ! সত্যই কাল তুমি এসেছিলে ?

১১ই শ্রাবণ, ১২৮৯ সন
ময়মনসিংহ

সতীদেহ স্কন্ধে মহাদেবের নৃত্য

"মহাদেবঃ সতীদেহং স্কন্ধে নিধায় নৃত্যতি।"

১

এমন, সুন্দর নগর কৈঁ হে ?
প্রেমে ঢল ঢল, প্রেমেই বিহ্বল,
পরাণ পাগল স্নেহে !

স্কন্ধ বিলম্বিনী, প্রিয় প্রণয়িনী,
যেন, প্রেমের প্রবাহ দেহে!
এমন, উদার প্রেমিক কে হে?

২

প্রেমের ধেয়ান, প্রেমের গেয়ান,
প্রেমিক তাপসবর,
তাধিয়া তাধিয়া, শিঙ্গা বাজাইয়া,
বড় সুন্দর নাচিছে হর!
পিশাচ ভূত প্রেত অযুত,
বাজায় ডমরু গাল,
বিকট রঙ্গে. প্রমথ সঙ্গে,
নাচিছে তাল বেতাল!
বিশ্ব প্রেমিক, পিনাকধৃক্,
পঞ্চমে ধরিছে তান,
উথলে রুদ্র স্বর সমুদ্র,
প্রথমে গাহিছে গান!
বিকট দম্ভে, ধরণী কম্পে,
ক্ষুব্ধ চরণ ভরে,
নাহিক শব্দ, সমীর স্তব্ধ,
বাসুকী কাঁপিছে ডরে!
এমন, প্রেমের পাগল কে হে?

৩

প্রেমে ঢল ঢল, রক্ত উজ্জ্বল,
ঊর্দ্ধ নয়ন দ্বয়,
বিশ্ব দাহ, বহ্নি প্রবাহ,
ললাট ভাসা'য়ে বয়!
বিরহ কঙ্কাল, গলে অস্থি মাল,
দুলিতেছে দলমল,
মহা কালকূট, কলঙ্ক গরল,
করেছে কণ্ঠের তল!

পর উপহাস, পরা দিক্‌বাস
লজ্জায় কেহ না চায়,
মাথার উপর, গর্জ্জে বিষধর,
ভ্রুক্ষেপ নাহিক তায় !
রূপ রুদ্রাক্ষে, রুদ্র কটাক্ষে,
লুপ্ত কলুষ মোহ,
জ্ঞান চৈতন্য, প্রেমিকের জন্য,
নেত্রে গলিত লোহ !
প্রেম প্রশান্তি, বিনোদ কান্তি,
অকলঙ্ক শশধর,
শোভিছে কপালে, স্নিগ্ধ কর জালে,
জগত উজ্জ্বলতর !
স্বার্থ, স্বরতি, ভস্ম বিভূতি,
রঞ্জিত সুন্দর কায়,
শিরে, প্রেমেরি গঙ্গা, চল তরঙ্গা,
ত্রিলোক উদ্ধারি ধায় !
এ নব বেশ, ভোলা মহেশ.
প্রেমের রজত রবি,
প্রণয় মগ্ন, হৃদয় ভগ্ন,
আদরে বন্দিছে কবি !

৪

এমন, প্রেমের পাগল কে হে !
নাহি দিন রাত, নাহি শীত রাত.
সুস্থান কুস্থান জ্ঞান.
নাচিয়া গাইয়া, শিঙ্গা বাজাইয়া
পাগল করিল প্রাণ।
আপনি মাতিল, পরে মাতাইল,
কি যাদু করিল হর,
আকাশ পাতাল, সকলি মাতাল,
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর !

বাজে রুদ্র তাল, মত্ত মহাকাল,
মুগ্ধ জগৎ নাচে,
ছাড়িয়া যে যাহার, ছুটিল সংসার,
পাগল ভোলার পাছে !
সমীর ধায় হু হু, বজ্র গর্জ্জে মুহুঃ,
বিজলী চলিল হেসে,
তারকা কোটি কোটি, করিছে ছুটাছুটি,
আকাশে উন্মত্ত বেশে !
গ্রহ উপগ্রহ, ভ্রমিছে অহরহ,
চৌদিকে সর্ব্বদা তার,
বসন্ত ঋতু ছয়, মুগ্ধ হৃদয়,
মাস পক্ষ তিথি বার !
ছুটিছে নদীকূল. করিয়ে কুল্ কুল্,
গাইয়া প্রেমের গান,
নীরধি প্রেমাকুল, নিরখি সে অকূল,
আহ্লাদে ডাকছে বান,
শ্যামল তরুদল, লইয়ে ফুলফল,
অঞ্জলি করিয়ে আছে,
লতিকা পুষ্পবতী, উদার প্রেমে সতী.
তুলেছে ভোলার নাচে !
কোকিলা করে গান, পাপিয়া ধরে তান,
শ্যামা সুন্দর ভাষে.
খঞ্জন শিঞ্জিবধূ, নাচে মৃদুমৃদু,
তাহারি প্রেম বিলাসে !
স্বর্গে দেবগণ, পাতালে নাগগণ,
মর্ত্তে মানবচয়,
তুলিয়া উর্দ্ধে হাত. গাহিছে এক সাথ,
"জয় প্রেমেরি জয়।"
বাজিছে রুদ্রতাল, নাচিছে প্রেতপাল,
চিত্ত প্রেমেতে লয়,

গলিত শব গন্ধে, পিশাচ মহানন্দে,
গাইছে প্রেমেরি জয় !
প্রেমেরি সুধা স্বাদে, প্রেমেরি প্রসাদে,
হ'য়ে হর মৃত্যুঞ্জয়,
তুলিয়া ঊর্দ্ধে হাত, গাহিছে বিশ্বনাথ,
"জয় প্রেমেরি জয় !"
নিঃস্বার্থ প্রেমে তার, কাম ছারখার,
হৃদয় বৈরাগ্যময়,
সেই নিষ্কাম প্রেম ছবি, নিরখি গায় কবি,
"জয় প্রেমেরি জয় !"

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯০ সন
কলিকাতা

ছুঁয়ো না

১

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ভালবাসা হইবে মলিন !
লাগিলে গায় গায়,
সহজে ভেঙ্গে যায়,
রাখ হে ভালবাসা বাসনা হীন !
ছুঁয়ো না ভালবাসা হইবে মলিন !

২

নিশ্বাসে যাবে গ'লে,
পাবে বিশ্বাসী হ'লে,
আশ্বাসে থাক চিরদিন !
ছুঁয়ো না ভালবাসা হইবে মলিন !

৩

থাকিলে দূরে দূরে,
পাবে ভুবন জুড়ে,

দেখিবে সদা তারে নিতি নবীন !
ছুঁয়ো না ভালবাসা হইবে মলিন।

৪

কি কাজ দেখাদেখি,
থাক একা এ কী,
করহে পরাণে পরাণ লীন !
ছুঁয়ো না ভালবাসা হইবে মলিন।

স্বচ্ছ সরল বুকে,
গোপনে রাখ সুখে,
সরসী রাখে যথা হরষে মীন।
ছুঁয়ো না ভালবাসা হইবে মলিন।

পরশে হয় কালা,
দরশে বাড়ে জ্বালা,
মানসে ফোটে শুধু প্রেম নলিন !
ছুঁয়ো না ভালবাসা হইবে মলিন।

৭

কেন এ কাঁদা হাসা,
আকুল এ পিপাসা,
কলঙ্কে শশী কালা—কোলে হরিণ।
ছুঁয়ো না ভালবাসা হইবে মলিন।

৮

কিছুই চেয়োনাকো,
কেবলি দিতে থাকো,
শোধিতে বাড়িবে সে মধুর প্রেম ঋণ।
ছুঁয়ো না ভালবাসা হইবে মলিন।

৯

ধরাতে দেবতা সে,
যে হেন ভালবাসে,
বিরহ হা হুতাশে মরে না সে কোন দিন !
ছুঁয়ো না ভালবাসা হইবে মলিন !

১লা শ্রাবণ, ১২৯৪ সন
শীতলপুর বাগানবাটী

শ্মশানে শিব

বড় ভালবাসি তোমারে !
প্রেমের প্রতিমা হেন দেখি না কারে !
কি জানি কি মনে লয়, পরাণ পাগল হয়,
দেখিলে ও রূপরাশি (ভাসি) নয়ন ধারে,
তুমি হে পাগল ভোলা, দয়ার দুয়ার খোলা,
জগতে জান না পর কখনো কারে !
নিষ্ঠুর মানুষ হায়, পোড়াইয়া ফেলে যায়,
ভুলিয়া সে দয়া মায়া যখন যারে,
হে দেব তখন তুমি, যেয়ে সে শ্মশানভূমি,
আকুল অস্থির হও ভাবিয়া তারে !
হেরি সেই ছাই পাঁশে, নয়ন মুদিয়া আ'সে
দয়ার আঁখি কি তব দেখিতে পারে ?
তাই হে কাতর প্রাণে, চেয়ে আছ শূন্যপানে,
কে বোঝে হৃদয় তব শুধা'ব কারে !
করুণা মমতা মাখা, ভালবাসা ভস্মে ঢাকা,
মাখ সে বিভূতি বুকে আদরে তারে !
পরের জন্য সন্ন্যাসী, তুমি হে শ্মশানবাসী,
পর মহাশঙ্খ মালা (সে') মরার হাড়ে !
এমন হৃদয় আর, আছে কোন্ দেবতার,

কে হেন পরের দুখে কাঁদিতে পারে ?
সুখ শান্তি পায় ঠেলি, স্বর্গের সাম্রাজ্য ফেলি,
উলঙ্গ সন্ন্যাসী বেশে (কে) সংসার ছাড়ে ?
কার হেন দয়া বুকে, কে হেন পরের দুখে,
আকণ্ঠ গরল পান করিতে পারে ?
কাঙ্গালের এই ভিক্ষা, দেও দেব এই শিক্ষা,
শুষিব গরল সিন্ধু পর উপকারে !

বসন্ত-পূর্ণিমা

আ ছি ছি, শশধর, অত কেন হাসি ?
একটু থাম না ভাই, আর কি সময় নাই,
স্বর্গের দেবতা কিহে এতই বিলাসী ?
বসন্তের হাওয়া খাওয়া, নিশিতে বেড়া'তে যাওয়া,
তোমার এ বাবুগিরি নাহি ভালবাসি !
অই দেখ কত তারা, বালিকা রূপসী যারা,
পলাইছে তব ডরে পাড়ার পরশী !
আকাশের ক্ষুদে মেয়ে, কি বলিবে ঘরে যেয়ে,
ভেঙ্গেছে আছাড় খেয়ে কাঁকের কলসী !
আ ছি ছি ! শশধর, অত কেন হাসি ?

বোঝ না যে ভাই তুমি অই বড় দুখ,
পথেঘাটে একা পেয়ে, গৃহস্থের বউ মেয়ে,
কে থাকে অমন চেয়ে নিলাজ কামুক ?

• ∘ ∘ •

খে'লে কি লাজের মাথা, আ ছি, শোন না কথা,
এখন রাখিয়া দাও তামাসা কৌতুক,
বোঝ না যে শশধর অই বড় দুখ !

৩

আ ছি ছি ! শশধর, অত কেন হাসি ?
বহুদিন হ'তে ভাই, ফিরিয়া ফিরিয়া যাই,
বলিতে একটী কথা প্রতিদিন আসি !
বলিতে পারি না নিতি, এ তোমার কি যে রীতি,
শোন না কাজের কথা শুধু হাসাহাসি !
না লও কিছুর তত্ত্ব, সদা আছ উন্মত্ত.
মানব হইতে যেন ভোগ অভিলাষী !
আ'সে কি সত্যই হায়, দক্ষিণ মলয় বায়,
তোমার গায়ের গন্ধ পরিমল রাশি ?
মাখিয়াছ পমেটম্, লেভেণ্ডার ডি-কলন্,
বাঙ্গালী বাবুর মত তুমিও বিলাসী ?
হেমময়ী তারাগুলি, রূপের বাজার খুলি,
মিলেছে মেলায় ওকি পারিসে রূপসী ?
আকাশের আকবর. তুমি কিহে শশধর,
আজি তব খোস্‌রোজ নিশি পৌর্ণমাসী ?
আ ছি ছি ! শশধর অত কেন হাসি ?

৪

কি লাগিয়া অত হাসি হাস শশধর ?
লাজ নাই লজ্জা নাই, ছি ছি লাজে মরে যাই,
বড়ই নিলাজ ভাই তুমি সুধাকর !
গৃহস্থ মেয়ের কাছে, অত কি হাসিতে আছে,
স্বর্গের দেবতা কি হে এতই বর্ব্বর ?
শশাঙ্ক, তোমারে নরে, বৃথা নিন্দা নাহি করে,
চির কলঙ্কীর বল কলঙ্কে কি ডর ?

৫

আ ছি ছি ! অত হাসি কেন শশধর ?
পাষাণ বাঁধিয়া বুকে, হাস তুমি কোন্ সুখে,
মর্ত্ত্যের মানব আমি চক্ষের উপর !

দুঃখ দরিদ্রতা ভরা, দেখ নাকি বসুন্ধরা,
নানা রোগে শোকে হেথা ক্লিষ্ট কলেবর !
কাঁদে কত পুত্রহীনা, ভগিনী সোদর বিনা,
দিবানিশি বিধবার নয়নে নির্ঝর !
বিড়ম্বিত মোর মত, আছে হতভাগ্য কত,
প্রাণভরা ধূ ধূ করে মরু ভয়ঙ্কর !
হায় হায় কত পাপে. বর্ষে অশ্রু অনুতাপে,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে কত নারী নর !
ইহা দেখিয়া নিত্য- হয় না ব্যথিত চিত্ত,
বসন্তের হাওয়া খেয়ে বেড়াও নাগর ?
কঠিন শিলার সম, প্রাণ তব নিরমম,
ধিক্ দেবতার নামে ওহে শশধর !
নির্ম্মম দানব মত, দৃক্‌পাত নাহি তত,
দুয়ারে দরিদ্র মরে ক্ষুধায় কাতর !
ধিক্ তব দেবনেত্রে ওহে শশধর !

বল শশি, বল শুনি হাস কোন্ প্রাণে ?
ঘৃণা লজ্জা ঈর্ষা দ্বেষ, পাতকের একশেষ,
চৌর্য্য হত্যা দস্যুবৃত্তি নিয়ত যেখানে,
ভগিনী ভ্রাতার সনে, কথা কয় পাপ মনে,
প্রবঞ্চিত করে জায়া প্রেম প্রতিদানে,
নরের সে অধোগতি, নিরখিয়া নিশাপতি.
সত্যই করুণা কিহে হইল না প্রাণে ?
হৃদয় বেঁধেছ হায় এমনি পাষাণে ?

৭

কি ক'রে কঠিন এত হ'লে শশধর ?
আহা-হা ভারত-ভূমি, কি ক'রে দেখিয়া তুমি,
ধৈরয ধরিয়া আছ, কাঁদে না অন্তর ?

যে দেশের বসুন্ধরা, গোলকুণ্ডা হীরা ভরা,
বহিছে কনক-রেণু পর্ব্বত-নির্ঝর !
যে দেশে তোমার মত, ওঠে শশী শত শত,
ইন্দিরা অমৃত সহ মথিলে সাগর !
যে দেশে শ্মশান-ভস্মে, সুন্দর সবুজ শস্যে,
হেমন্তে এখনো হাসে দিগন্ত প্রান্তর !
সেই দেশে হায় হায়, সন্তান চিবা'য়ে খায়,
ক্ষুধার্ত্ত জননী নিত্য পূরিতে উদর !
বল শুনি কোন্ প্রাণে, চেয়ে সে মায়ের পানে,
কি করিয়া এত হাসি হাস শশধর,
নর দুঃখে অমর কি হয় না কাতর ?

৮

সত্যই ভারত দেখে কাঁদে না কি প্রাণ ?
অযোধ্যার রাজগৃহে, সত্যই কখনো কিহে,
এক বিন্দু অশ্রুজল করনি প্রদান ?
কখনো কি কুরুক্ষেত্রে, দেখনি সজল নেত্রে,
আপনার বংশ ধ্বংস -- সন্তান শ্মশান ?
সত্যই দেখিয়া শশি কাঁদেনি কি প্রাণ ?
যে দেশের বীর নারী, বর্ম্ম চর্ম্ম অসি ধরি,
রণরঙ্গে রণচণ্ডী করেছে সংগ্রাম,
অস্ত্রের বিধির ডরে, সেই দেশে শোভা করে,
তালপত্র তরবারী কালীর কৃপাণ !
যে জাতির পদভরে, বাসুকি কাঁপিত ডরে,
অদ্যাপিও ভূমিকম্পে ধরা কম্পমান,
তাহাদেরি আজ হায়, পদাঘাতে প্রাণ যায়,
শৃগাল শঙ্কায় কাঁপে সিংহের সন্তান !
কিসে ইহা দেখি শশি, হাসিতেছ অত হাসি
এতই কি অমরের হৃদয় পাষাণ,
পতিত ভারত দুঃখে নাহি কাঁদে প্রাণ ?

নাহি কাঁদে না কাঁদুক—কিন্তু শশধর,
জিজ্ঞাসি কথাটি সেই দাও না উত্তর ?
শুনেছি লোকের কাছে, তোমার হে সুধা আছে,
সুধার আকর নাকি তুমি সুধাকর ?
যে সুধায় মরা বাঁচে, তাই কি তোমার আছে,
জিজ্ঞাসি সরল মনে দাও না উত্তর ?
যে সুধায় ওহে সোম, বাঁচিল গিরিশ ব্যোম,
সেই সুধা আছে নাকি ওহে শশধর,
নীরবে রহিলে কেন—দাও না উত্তর ?

১০

মিছা কথা—প্রবঞ্চনা।
কিছুতে বিশ্বাস মম হয় না কখন।
তুমি সুধাকর সেই সুধা প্রস্রবণ !
তোমার (ও) কৌমুদী হাসি, সঞ্জীবনী সুধারাশি,
স্পর্শিলে শবের অঙ্গ লভে সে জীবন,
প্রাণ ভরা যে দুর্ভোগ, অধীনতা মহারোগ,
তব ও কিরণ স্পর্শে করে পলায়ন !

১১

শশধর !
যদি তাই সত্য হবে, তা' হ'লে কি আর,
সোনার ভারত এত হত ছারখার ?
নিত্য হাস এত হাসি, ছড়াও কৌমুদী রাশি,
অমৃতে ছাইয়ে ফেল কানন কান্তার।
কোথা সে কোশল দেশ, ইন্দ্রপ্রস্থ ভস্মশেষ,
জাগিল না এ জনমে জাঠ মাড়বার।
এই যে ভারত ভরা, শশধর। এত মরা,
এত চিতা ভস্মরাশি এত পোড়া হাড়,
কে বাঁচিল—কই, কই, বল শুনে সুখী হই,

জাগিল কি ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ পুনর্ব্বার ?
মৃত কি জাগিল কেহ অমৃতে তোমার ?

১২

আ ছি ছি !
তবে কেন অত হাসি হাস শশধর ?
জ্ঞানহীন লজ্জাহীন মূর্খ তুমি চিরদিন,
সুধা নাই তবু ধর নাম সুধাকর !
দেবতার ভোগ্য যাহা, চণ্ডালে দিয়াছ তাহা,
ভাবিতে পারি না, চিত্ত কাঁপে থর থর !
এখন তোমারি বলে, তোমারে গ্রাসে কবলে,
প্রবঞ্চক ধূর্ত্ত রাহু কৃতঘ্ন পামর !
সে চণ্ডাল স্পর্শে হায়, আরো দেখ শুভ্রকায়,
মেখেছ কলঙ্ক কালি কত শশধর,
ছি ! ছি ! ছি ! তথাপি হাস নিলাজ অমর ?

১৩

যাও তুমি দূর হও,
ভারত আকাশে এসে উঠিও না আর,
মিলে সব ভাই ভাই, সিন্ধু বঙ্গ একঠাই,
যদি শক্তি থাকে তবে ফিরে পুনর্ব্বার,
উত্তোলিব নবশশী মথি পারাবার !
যে সুধায় বাঁচে মরা, সে বিধু সে সুধা ভরা,
সৌভাগ্য পূর্ণিমা দিনে হাসিবে আবার,
বিনা শিব সুদর্শনে রাহু দুরাচার !
মৃত এ কৌমুদী রাশি, এ হইতে ভালবাসি,
অমা রজনীর সেই ঘোর অন্ধকার,
সুধাশূন্য সুধাকর হাসিও না আর !

১৮ই মাঘ, ১২৯১ সন
ময়মনসিংহ

গোলাপের প্রতি

১

প্রিয়া-কর পরিত্যক্ত হারে ও গোলাপ,
সত্যই আমার মত তোরও কি রে পাপ ?
তুইও কি আমার মত, বিপন্ন দুর্ভাগা এত,
তোরও কি কপালে আহা এত অভিশাপ ?
পরেনি চিকণ চুলে, পরে নাই কর্ণমূলে,
অনাদরে ত্যজিয়াছে চারু চন্দ্রতাপ !
মোহময় স্পর্শ তার, আমিও পা'ব না আর,
প্রাণ ভরা রহিয়াছে কত পরিতাপ !
গোলাপ ! আমার মত তোরও কি রে পাপ ?

২

আয় রে গোলাপ তুই আয় বুকে আয়,
প্রিয়া-কর পরশিয়া, আসিলি অমৃত নিয়া,
দেখিব জ্বলন্ত যদি হৃদয় জুড়ায় !
আয় তবে বুকে ধরি, আয় রে চুম্বন করি,
দেখি তোর মুখে কত মধু পাওয়া যায় !
পরাণ করিলি চুরি, কি লাবণ্য কি মাধুরী,
ও সুগন্ধ দেহ-গন্ধ মাখা তোর গায় !
আয় রে হৃদয়ে ধরি, আয় রে চুম্বন করি,
সমুজ্জ্বল তুই তার কপোল আভায় !
আয় রে গোলাপ তুই আয় বুকে আয় !

৩

তুই ফুল প্রেয়সীর প্রিয় আশীর্ব্বাদ,
দিয়েছে হৃদয়রাণী, আশার আশ্বাস বাণী,
আকুল পরাণে ঢেলে অনন্ত আহ্লাদ !
মনে লয় সর্ব্বদাই, বুকে রাখি, চুমা খাই,

সত্যই গোলাপ তাই এত করে সাধ !
বল্ কোথা মুক্তকেশে, প্রিয় সরস্বতী বেশে,
বিরাজে বিনোদী দেবী বল্ সে সম্বাদ্ !
তুই ফুল প্রেয়সীর প্রিয় আশীর্ব্বাদ !

১১ই ভাদ্র, ১২৯৩ সন
জয়দেবপুর।

মনের কথা

প্রাণময়ি প্রিয় দেবি কত দিন হায়,
ভাবিয়াছি একদিন বলিব তোমায় !
কিন্তু প্রিয়ে কত দিন, বৎসরে হইল লীন,
বলিব বলিব করি গেল সমুদায় !
শত যত্নে নিরবধি, শত অন্বেষণে যদি,
মাহেন্দ্র মুহূর্ত্ত সেই নাহি পাওয়া যায়,
যদি দৈব দুর্ব্বিপাকে, সে মুহূর্ত্তে নাহি থাকে,
এ দগ্ধ জীবনে হায় ! হায় ! হায় !
বল না কেমনে তবে বলিব তোমায় ?

২

বল তবে, বল দেবি বলিব কেমনে,
এত যদি থাকে বাদ বিধাতার মনে ?
রহিল জন্মের মত, সে আশা বাসনা যত,
ডুবিয়া পাষাণ বুকে অস্থি আচ্ছাদনে,
অবনীর গর্ভগত, অনল সিন্ধুর মত,
প্রলয়ের মহাবহ্নি রহিল গোপনে,
ভাঙ্গিতে চুরিতে বুক ঘোর ভূকম্পনে !

রহিল জন্মের মত—মিলিল না আর,
সে পুণ্য অমৃতযোগ জীবনে আমার!
কত যে ধরিয়া পায়, কাঁদিয়াছি হায় হায়.
সরলা! আছে কি আজি স্মরণে তোমার?
উন্মত্ত ক্ষিপ্তের মত, আকুল আগ্রহে কত,
টানিয়া আনিয়া বুকে করি হাহাকার—
মনে আছে?—চুম্বিয়াছি চরণ তোমার!

৪

সত্য বটে এ জীবনে সে মুহূর্ত্ত হায়,
পেয়েছিনু বহুদিন তোমার দয়ায়!
কিন্তু কি বলিব দুখে, তোমারে লইলে বুকে,
শীতের সুদীর্ঘ নিশি তিলেকে পোহায়!
চুম্বিতে ও বিম্বাধারে, রবি উঠে রাগভরে,
হেরিতে বদন-শশী শশী অস্ত যায়।
সত্যই তোমার কাছে, সময়ের পাখা আছে,
বলনা কেমনে প্রিয়ে বলিব তোমায়!
বলি বলি করি নিশি ভোর হয়ে যায়!

৫

বল না কেমনে দেবি! বলিব তোমায় ?
কি জানি তোমাতে আছে, গেলেই তোমার কাছে,
নয়ন নিমেষ ভোলে, বচন জিহ্বায়!
তোমারে লইলে কোলে, হৃদয় আপনা ভোলে,
কেমন মধুর এক মদের নেশায়!
বল না কেমনে দেবি বলিব তোমায়?

৬

আজ—

এই যে পর্ব্বত-তলে এই গারো দেশে,
নির্ব্বাসিত বিড়ম্বিত বিধির আদেশে!

আসিয়াছি দেশ ছাড়ি, তথাপি তিষ্ঠিতে নারি,
সেই মোহ—সেই মূর্চ্ছা স্বপন আবেশে।
তেমতি অবাঙমুখে, চেয়ে থাকি শশিমুখে,
কিন্তু গো জাগিয়া দেখি সেই নিশি শেষে,
তুমি স্বর্গে—দেবপুরে, আমি মর্ত্ত্যে বহু দূরে,
নির্ব্বাসিত বিড়ম্বিত বিধির আদেশে,
রয়েছি পর্ব্বত তলে— এই গারো দেশে।

৭

দেবি।
কোথা পা'ব তব সম সুহৃৎ সুজন,
প্রাণের অধিক প্রিয় হৃদয়ের পূজনীয়,
প্রেমের প্রতিমা হেন প্রিয় দরশন,
ভূতলে স্বর্গের ছায়া, মূর্ত্তিমতী দয়ামায়া,
মলিন পরের দুখে নলিন নয়ন।
সরল সত্যের চেয়ে, স্বভাবে বালিকা মেয়ে,
বিনোদ বদন-বিধু ভুলায় ভুবন।
পুণ্যময়ী সাধুশীলা, লাবণ্যের নবলীলা,
এ জনমে মিলিবে না তোমার মতন!
রহিল মনের কথা মনেই গোপন।

৮

দেবি।
এ জীবনে এ স্বপ্ন কি ভাঙ্গিবে না আর?
গিয়াছে প্রাণের আশা—গিয়েছে সকলি
ভালবাসা আর নাই, পুড়িয়ে হয়েছে ছাই,
হয়েছে নন্দনবন মহা মরুস্থলী।
সে ভস্ম মাখিয়া গায়, আসিয়াছি হায় হায়,
উদাসী সন্ন্যাসী বেশে আসিয়াছি চলি।
তবু দেখি বুকে আঁকা, তবু দেখি প্রাণে মাখা,

জাগ্রতে নিদ্রায় দেখি সেই গলাগলি,
সেই মোহ—সেই স্বপ্ন—যেন "বলি বলি!"

৯

দেবের হৃদয়ে কিগো বোঝ এ সকলি,
বোঝ এই মোহ-মূর্চ্ছা কি যে "বলি বলি?"
প্রাণের আগ্নেয় আশা, নীরব আগ্নেয় ভাষা,
অদেখা আগুনে কেন চিরদিন জ্বলি,
বোঝ কি এ অগ্নিকাণ্ড—বোঝ কি সকলি?

১০

দেবি!
দেখিয়াছ সন্ধ্যাকালে, গগনের নীল ভালে,
উজলি উঠিলে রূপে নব তারাবলী,
আহা সে তারার পানে, কেমন আকুল প্রাণে,
নীরবে শশাঙ্ক চেয়ে থাকে গো কেবলি!
বলিতে পারে না নিত্য, বিষাদে বিষণ্ণ চিত্ত,
পড়েছে বিধুর বুকে কলঙ্কের কালী,
অঙ্গার অক্ষরে লেখা কি যে "বলি বলি"?

১১

দেবি!
দেখিয়াছ উপবনে প্রাণ দিতে বলি?
দেখেছ ফুলের কোলে, বসিয়া আপনা ভোলে,
মনের কথাটি আহা ভুলে যায় অলি!
কোথা গুঞ্জরণ তার, কোথা গুণ্ গুণ্ আর,
"আগুন" "আগুন" বলি শেষে যায় চলি!
সরলা, শুনেছ কানে, সে করুণ ক্ষীণ তানে,
অনন্ত শোকের সিন্ধু উঠে যে উছলি,
দিগন্ত ভাসা'য়ে যায় যেন "বলি বলি"?

১২

দেবি !
দেখিয়াছ দগ্ধ-বক্ষ জলদ আবলী ?
হারা'য়ে বিজলী হার, কি গম্ভীর হাহাকার,
কি গম্ভীর বজ্রনাদ ধরা টলমলি,
শুনেছ সে বজ্রভাষা, দেখেছ আগ্নেয় আশা,
অনন্ত আকাশে আহা উঠিয়াছে জ্বলি ?
শুনেছ সে বজ্রনাদ "বলি বলি বলি" ?

১৩

যদি--
শুনেছ দেবের কানে বুঝেছ দেবের প্রাণে.
দেবতার আঁখি দিয়ে দেখেছ সকলি,
তবে কেন চিত্ত হায়, মোহ যায়, মূর্চ্ছা যায়.
জাগ্রতে নিদ্রায় দেখি সেই গলাগলি,
কেন গো আকুল চিত্ত "বলি বলি বলি"?

২০শে মাঘ, রাত্রি—১২৯৩,
শীতলপুর বাগানবাটী।

জ্যোৎস্নাময়ী

[শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর কন্যা।]

১

জ্যোৎস্নাময়ি !
স্বর্গের জ্যোৎস্না তুই, কিন্তু কোন্ পাপে,
ভারতে রমণী-জন্ম, করিলি গ্রহণ ?
আকাশের তারকাটি, কেন রে ছুঁইলি মাটি,
নিবিতে পবিত্র জ্যোতি বাকী কতক্ষণ ?
ও বালিকা, ও সরলা, লাগিলে মাটির মলা,
দেবের (ও) হৃদয়ে বসে কলঙ্ক ভীষণ !

ও জ্যোতিতে ও কিরণে, স্বর্গীয় হৃদয় মনে,
পবিত্র মাধুরীময় সরল অমন,
ঘৃণা লজ্জা হিংসা দ্বেষে, ছিন্নভিন্ন হবে শেষে,
বসিবে বাসনা দাগ—পাপ প্রলোভন,
স্বর্গের জ্যোৎস্না হ'বি মলিন এমন !

২

এমন জ্যোৎস্নারাশি এমন সরল,
এত স্বচ্ছ পরিষ্কার, কোথাও দেখি না আর,
এমন দর্পণ সম শুভ্র নিরমল !
হৃদয়ের গুপ্ত ঠাঁই, আপন হৃদয় নাই,
পর প্রতিবিম্বে উহা সতত উজ্জ্বল !
এমন আপন ভোলা, এমন অন্তর খোলা,
নয়নে নন্দন বন হাসি অবিরল !
দেখিনে কোথাও আর, এত স্বচ্ছ পরিষ্কার,
এমন দর্পণসম হৃদয় নির্ম্মল !
এত কাছে কাছে থাকি, এত কোলে কাঁকে রাখি,
তথাপি ভরে না প্রাণ সতত পাগল !
যেন মাখনের দলা, মধুভরা গলাগলা,
ছুঁইতে উন্নুয়ে আহা উঠে পরিমল !

৩

কোন্ চন্দ্রমার তুই জ্যোৎস্না এমন ?
যে করে অবনী আলো সে ত রে কলঙ্কে কালো,
সে ত অতি অপবিত্র রাহুর বমন !
কোথা তার এ সুহাসি, স্বর্গীয় এ ভাবরাশি,
তাহার লাবণ্যে এত নাহি ভোলে মন !
অবনীর কুবলয়, শিশিরে মলিন হয়,
শারদ সুষমা আর থাকে না তখন !
কিসে হবে পঙ্কজাত, পঙ্কজেতে মধু এত,
সামান্য পতঙ্গ ও'তে করে গুঞ্জরণ !

কোন্ ত্রিদিবের শশী, হইতে পড়িলি খসি,
সুন্দর সরল স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না এমন !
কোথা রে মানস সরে, সে কমল শোভা করে,
যাহার সুষমা তুই সুরভি কাঞ্চন্ !

৪

জ্যোৎস্নাময়ি !
স্বর্গের জ্যোৎস্না তুই. কিন্তু কোন্ পাপে,
ভারতে রমণী জন্ম করিলি গ্রহণ ?
পুরুষেরা অত্যাচারে, এদেশে রমণী মারে.
এদেশে কঠিন বড় পুরুষের মন !
এদেশে বাপ ভাই. দয়া নাই, মায়া নাই.
অকরুণ ব্যাধ বধে কুরঙ্গী যেমন ।
গঙ্গা যমুনার মত, রমণী জীবন কত,
দুঃখের সাগরে সদা করে আলিঙ্গন
পাষাণের বাপ ভাই, দেখিয়া না দেখে তাই.
অচল অটল রহে হিমাদ্রি যেমন ।
আহা-হা স্বর্গের মেয়ে. তোর পানে চেয়ে চেয়ে,
প্রতিদিন ভাবি তোর কপাল কেমন !

৯ই অগ্রহায়ণ, ১২৯১ সন
ময়মনসিংহ

সেই এক দিন আর এই এক দিন

১

থাকে থাকে মেঘগুলি, সুনীল লহরী তুলি,
নীলাকাশে ধীরে ধীরে ছুটিয়া বেড়ায়,
সুমন্দ সমীর বলে, ছুটিতেছে দলে দলে,
নীল জলে নীল ঢেউ সাগরের গায় !

অথবা ত্রিদিব বালা. প্রকৃতি করিছে খেলা,
সাজা'য়ে গগন নবনীল পতাকায়.!
অস্ত যায় দিবাকর, ছড়া'য়ে সুবর্ণ কর,
ঘর বাড়ী গিরি বন তরুলতিকায় !
কাঁপা'য়ে কামিনীফুল. কাঁপায়ে শ্যামার চুল,
কাঁপায়ে দাড়িম্ব শির কুটীর কোণায়,
বহিছে শীতল বায়ু বসন্ত-সন্ধ্যায় !

২

বহিছে শীতল বায়ু,—পরাণ পাতিয়া,
জানি না,
কেমন ঘুমন্ত ভাবে আছি দাঁড়াইয়া !
সেই চুল, সেই ফুল, সে দাড়িম্ব শির,
সেই
শ্যাম-অঙ্গে বিলসিত কম্পিত সমীর !
সে কম্পন প্রতিঘাতে, প্রাণে সেই পুষ্প পাতে
সে সুর সুষুপ্তি সুপ্ত হৃদয় রুধির !
সেই মোহে মূর্চ্ছাপন্ন সেই প্রাণ অবসন্ন
সম্মুখে কৌমুদী কান্তি শ্যাম-সোহাগীর !
সেই
মৃদু হাসি অফুরন্ত, অর্দ্ধমুক্ত কুন্দদন্ত
নবীন কুমুদমূর্ত্তি মাখা কৌমুদীর !
নবনীল উতপল, করিতেছে টলমল,
সলাজ শারদ শোভা সরল আঁখির
শ্যামল সন্ধ্যায় সেই বাসন্তী নিশির !

৩

আর আজি --

এই যে পর্ব্বতপাদধৌত সোমেশ্বরী,
বহিতেছে মৃদুমন্দ কল কল করি !
বসিয়ে ইহার তীরে. ভাসিতেছি অশ্রুনীরে,

সেই সন্ধ্যা এই, সেই আসন্ন শর্ব্বরী,
সরল শশাঙ্ক সেই শিশু কোলে করি !
এত কষ্টে এত ক্লেশে, এ অসভ্য গারো দেশে,
দূর দেশান্তরে হায় রহিয়াছি পড়ি,
বুঝি না কথাটি কারো, আরণ্য অসভ্য গারো
কথার কাঙ্গাল হায় কথা বিনে মরি !
রোগে শোকে যন্ত্রণায়, কেহ না ফিরিয়ে চায়,
ভাবিলে পরাণ কাঁপে আতঙ্কে শিহরি !
কই সে শ্যামল সন্ধ্যা বাসন্তী শর্ব্বরী ?
সেই আমি আছি, সন্ধ্যা তেমনিই আছে,
তেমনি কৌমুদীময়ী নিশি অমলিন,
তেমনি শশাঙ্ক হাসে, তারা বেড়া নীলাকাশে,
কৌমুদী উছ'লে পড়ে নদীর পুলিন,
তবু নাই সে মাধুরী চখে দেখা প্রাণ চুরি,
নয়নে রাখিয়া সেই নয়ন নলিন !
সেই এক দিন আর এই এক দিন !

৪

সেই একদিন, সেই মাহেন্দ্র সময়,
হৃদয়ের সেই শঙ্কা লোক লাজ ভয় !
সেই
কি আনন্দ কি যে সুখ, শঙ্কিত কম্পিত বুক,
চলিতে চরণে কি যে বাধে মনে লয় !
আগে শঙ্কা, ভয় পাছে, এতে যে কি সুখ আছে,
ছিঁড়ে দেই হৃৎপিণ্ড দেখ সমুদয় !
দেখ একবার রাখি, শঙ্কিত চঞ্চল আঁখি,
সে নয়নে সে আননে, করিবে প্রত্যয়,
হৃদয়ের সে আকাঙ্ক্ষা, সেই ভয় সেই শঙ্কা,
দেখ সে সুখের কিনা সঙ্কট উভয় !

আর সম্মুখে,
স্বর্গের জ্যোৎস্নারাশি,
মাহেন্দ্র মুহূর্ত্তে সেই হাসিছে কুটীরে,
পবিত্র করিয়ে এই পাপ পৃথিবীরে,
ওরি ও পবিত্র হাসি, দেবতার পুণ্যরাশি,
ওই পুণ্যে এই পাপ ঘনান্ধ তিমিরে,
এত অশান্তির ধরা, জ্বালা-যন্ত্রণায় ভরা,
ইহাতেও ফোটে ফুল নিশির শিশিরে।
ওই পুণ্য, ওরি স্নেহে, সুবাস কুসুম দেহে,
হাসায় উহারি প্রীতি কৌমুদী শশীরে,
পবিত্র করিয়ে এই পাপ পৃথিবীরে।

কি সুন্দর অভিমানে
আধ কাঁদা আধ হাসা, আধ আধ আধ ভাষা,
খেলিছে চপলা যেন জলদ গম্ভীরে!

অথবা,
গভীর সাগর বুক, নাহি নড়ে একটুক,
চন্দ্রকর হাসে সেই স্থির নীল নীরে!

৫

আর আজি,
এই সেই শীতকাল, কে জানে কোথায়,
ভগ্ন আশা ভগ্নপ্রাণে, চলিয়াছি কোন্‌খানে,
কে জানে লিখেছে ভাগ্যে কিবা বিধাতায়!
আমিই জানি না আমি চলেছি কোথায়!
এই সেই শীতকাল পড়িছে তুহিন,
অস্তাচলে যায় রবি, সেই রাগরক্ত ছবি,
সোনার কিরণ হয় আকাশে বিলীন!
ঘুরি এ প্রবাসী বেশে, বৎসরেক দেশে দেশে,
দেখি না সে মানময়ী সোনার নলিন!

আধ হাসা আধ কাঁদা, মন খোলা মুখ বাঁধা,
কাঁদিতে হাসিয়াছিল ভুলিয়া সে দিন !
সেই এক দিন আর এই এক দিন !

১২৮৭ সন — দুর্গাপুর—সুসঙ্গ,
ময়মনসিংহ

পরশুরামের শোণিত-তর্পণ

১

সাগরের যেন নীল জলরাশি,
বিভেদ করিয়ে উঠিছে প্রকাশি,
কমলার চারু সুবিমল হাসি,
তেমনি উঠিছে উষা,
প্রভাতী মঙ্গল পাখীরা গাইল,
প্রকৃতি বিবিধ কুসুমে পূজিল,
তরুণ অরুণ পরাইয়া দিল,
কিরণ কিরীট ভূষা

২

নিখিল তারকা রূপের প্রভায়,
হীরকের ফুল গগনের গায়,
মুকুল মঞ্জরী তরুর শাখায়,
হাসিছে কুসুম মনে,
ভাই বোন্ যেন গলাগলি করি,
নববধূ উষা রূপের মাধুরী,
দেখিছে নবীন পল্লব উপরি,
বসিয়া সরল মনে !

৩

আকাশের গায় জলদ দল,
সহস্র সহস্র সোনার অচল,

ভূষণে সাজিয়ে হইয়ে উজ্জ্বল,
হিমালয় পুরে যায়,
যেন গিরিজার হইবে বিবাহ,
আজি সেই শুভ পবিত্র পুণ্যাহ
আনন্দে ছুটিছে জলদ প্রবাহ,
পুলকে পাগল প্রায় !

৪

কিম্বা চিরশত্রু বাসবের সনে,
যুঝিবারে যেন সমর প্রাঙ্গণে,
ছুটিছে ভূধর শত প্রসরণে,
প্রমত্ত চঞ্চল গতি,
ক্রোধে রক্তাকার দেহের বরণ
গরবে ধরণী ছোঁয় না চরণ,
প্রাণে উত্তেজনা—বৈর নির্যাতন,
বধিতে অমরাপতি !

৫

ফুটিছে সরসে কমলের দল,
ছুটিছে পুলকে ভ্রমর সকল,
লুঠিছে সমীর নব পরিমল,
আবেশে অবশ কায়,
আলসে কমল কুমুদ ছাড়িয়া,
বেলী যূঁই কামিনীর কাছে গিয়া,
পড়িতেছে যেন ঢলিয়া ঢলিয়া,
ইহার উহার গায় !

৬

অদূরে হিমাদ্রি ভারত প্রাচীর,
অনন্ত আয়ত মূরতি গম্ভীর,
চেয়ে আছে যেন তুলি ঊর্দ্ধে শির,
সভয়ে ভূধররাজ !

পারে না চাহিতে নিম্নে ধরাতলে,
পঙ্ক রক্ত হ্রদ গর্জ্জিয়া উছলে,
সফেন তরঙ্গ ছুটে মহাবলে,
ভীষণ ব্যাপার আজ !

৭

প্রচণ্ড জ্বলন্ত দ্বাদশ মিহির,
মহা জ্যোতির্ম্ময় বিরাট শরীর,
অঞ্জলি পূরিয়ে লইয়ে রুধির,
দাঁড়া'য়ে হ্রদের তীরে,
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মূলে ধৃত উপবীত,
ডাকিছে গম্ভীরে—পৃথিবী স্তম্ভিত,
শত মেঘমন্দ্রে নভ বিকম্পিত,
সমীর বহিছে ধীরে !

বাম কক্ষতলে মহা তীক্ষ্ণধার,
জিনি অষ্টবজ্র ভীষণ কুঠার,
সদ্যোষ্ণ শোণিত অঙ্গে মাখা তার,
বিন্দু বিন্দু বিন্দু ঝরে,
এ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অনন্ত বিমানে,
উত্তরাভিমুখে চাহি ঊর্দ্ধ পানে,
বেদমন্ত্রে পিতৃপুরুষে আহ্বানে,
ভীষণ ভৈরব স্বরে !

কন্দরে কন্দরে হয় প্রতিধ্বনি,
আতঙ্কে হিমাদ্রি কাঁপিছে অমনি,
ভয়ে পশুকুল পরমাদ গণি
পশিছে বিজন বনে,

মত্ত ঐরাবত ঊর্দ্ধ শুণ্ড করি,
চমকি আতঙ্কে মৃগেন্দ্র কেশরী,
শার্দ্দূল ভল্লুক বানর বানরী,
দৌড়িছে একই সনে !

১০

কাঁপে তরু লতা পল্লব মুকুল,
নীহার নিষিক্ত কাঁপে ফল ফুল,
নীরবে শাখায় কাঁপে পাখীকুল,
আপনা পাসরি সবে,
গ্রহ নক্ষত্রাদি সহিত অম্বর,
কাঁপিতেছে ঘন করি থর থর,
তরঙ্গে তরঙ্গে ভাঙ্গিছে সাগর,
সে মহা ভীষণ রবে।

১১

"হে ঋচীক আদি পিতৃ দেবগণ।
নিঃক্ষত্রিয় করি একবিংশ বার,
সমস্ত ভারত—সমস্ত সংসার,
প্রতপ্ত উজ্জ্বল শোণিত তাহার
লয়েছি অঞ্জলি ভরি,
আমি জামদগ্ন্য ক্ষত্রিয়-অন্তক,
সৃজিয়াছি এই সমন্তপঞ্চক
ক্ষত্রিয় শোণিতে—রক্ত গঙ্গোদক !—
এস হে তর্পণ করি !"

১২

"এসে পিতৃদেব দেখ একবার,
আমি ভৃগুরাম সন্তান তোমার,
তব শত্রুকুল করেছি সংহার,
নাহি আর একজন,

দেখিয়ে করহ নয়ন সার্থক,

আমি পুত্র তব শত্রুসংহারক,
তুষিব তোমার মন!"

১৩

"হে পিতঃ! তোমার তুষিবারে মন,
মাতৃহত্যা পাপ করেছি ভীষণ,
বধিয়াছি চারি ভ্রাতার জীবন,
ভীষণ কুঠার ধরি,
সে বজ্রকুঠারে দেখ আর বার,
তব শত্রুকুল করিয়ে সংহার,
সেই অনুগত সন্তান তোমার,
শোণিত-তর্পণ করি!"

১৪

"শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ছিলনাকো জ্ঞান,
ছয় ঋতু ছিল একই সমান,
গভীর নিশীথ কিবা দিনমান,
হিম রৌদ্র বৃষ্টিধার,
সুখ দুঃখ কিছু ভাবি নাই মনে,
একটু মমতা ছিল না জীবনে,
বধিয়াছি শত্রু যুঝি প্রাণপণে,
একেশ্বর অনিবার!

১৫

"এই দেখ বক্ষে কত শরাঘাত,
শতছিন্ন দেহ দেখহ সাক্ষাৎ
অজস্র ধারায় হয় রক্তপাত,
তবু নাহি অবসাদ!

অগ্নিময় গোলা আগ্নেয়াস্ত্র কত,
এই বক্ষ লক্ষ্যে বর্ষিত নিয়ত,
তথাপি উদ্যম হয় নাই নত,
হইনি পশ্চাৎপাদ !”

১৬

“বিজন গহনে ভীষণ প্রান্তরে,
উপত্যকাদেশে, পর্ব্বতশিখরে,
কত জনপদে, নগরে নগরে,
নদী সরোবর ধারে,
করিয়ে সহায় একই কুঠার,
অগণ্য — অসংখ্য এক একবার,
তব শত্রুকুল করেছি সংহার,
যেখানে পেয়েছি যারে !”

১৭

“নিঃক্ষত্রিয় করি একবিংশ বার,
সমস্ত ভারত — সমস্ত সংসার,
প্রতপ্ত উজ্জ্বল শোণিত তাহার,
লয়েছি অঞ্জলি ভরি,
ওহে পিতৃদেব তব আশীর্ব্বাদে,
পূর্ণ মনস্কাম হয়েছি অবাধে,
দেখ এসে পিতঃ কত যে আহ্লাদে,
শোণিত তর্পণ করি !”

১৮

“হৃদয়ের কক্ষে, শিরায় শিরায়,
অস্থি মজ্জাগত সূক্ষ্ম কৈশিকায়,
স্নায়ু কেন্দ্রে কেন্দ্রে শাখা প্রশাখায়,
ছুটিছে বৈদ্যুৎ বল,

এই দণ্ডে গিয়ে বাসনা আবার,
তব শত্রুকুল করিব সংহার,
শত্রুশূন্য ধরা,—কি করিব আর ?
হ'ল না আশার ফল !”

১৯

“কিন্তু যদি থাকে একজন আর,
চৌদ্দ লোকপাল রক্ষা করে তার
জীবন, তথাপি করিব সংহার,
ধ্রুব এ অব্যর্থ পণ !
হইবে না ভীত বিষ্ণু সুদর্শনে,
কিংবা বাসবের বজ্র দরশনে,
বরুণের পাশ সহস্র ক্ষেপণে,
করিব তুমুল রণ !”

২০

“নিঃক্ষত্রিয় করি একবিংশবার,
সমস্ত ভারত—সমস্ত সংসার,
প্রতপ্ত উজ্জ্বল শোণিত তাহার,
লয়েছি অঞ্জলি ভরি,
ওহে পিতৃদেব তব আশীর্ব্বাদে,
পূর্ণ মনস্কাম হয়েছি অবাধে,
দেখ এসে পিতঃ কত যে আহ্লাদে
শোণিত তর্পণ করি !”

২১

এই মহাশব্দ,
ভূধরে কন্দরে হয়ে প্রতিধ্বনি,
অনন্ত অম্বর বিদারি অমনি,
কাঁপা'য়ে নক্ষত্র শুক্র সোম শনি,
পৌঁছিল স্বর্গের দ্বারে,

সপ্ত সুরলোক তোরণ-অর্গল,
এক এক করি খসিল সকল,
দেখে পিতৃগণ আনন্দে বিহ্বল,
ভাসিল প্রেমাশ্রুধারে !

২২

ফুটিল বিমানে পিতৃদেবগণ,
ফুটিল অম্বরে অমর কিরণ,
বাজিল স্বর্গীয় মধুর নিক্কণ,
বর্ষে পারিজাত ফুল,

ভয়ে জড়সড় পৃথিবী আবার,
অভয় পাইয়া সুর করুণার,
মৃতদেহে প্রাণ পাইল তাহার,
নাচিল মরম মূল !

২৩

তেমনি কুসুম পল্লবে শোভিল,
পাপিয়া কোকিল সুধা ঢেলে দিল,
নিরুদ্ধ পবন নিশ্বাস ছাড়িল,
ভাঙ্গিল মোহের ঘুম,

ভ্রমিতে লাগিল স্তব্ধ ভূমণ্ডল,
গতিরুদ্ধ সৌর নক্ষত্রমণ্ডল,
মহা জ্যোতির্ম্ময় নব গ্রহদল,
গেল সে প্রলয় ধূম !

২৪

নক্ষত্রে নক্ষত্রে স্থাপিয়ে চরণ,
নামিতে লাগিলা পিতৃদেবগণ,
অনন্ত উজ্জ্বল প্রসন্ন বদন,
আনন্দে কাঁপিছে বুক,

দেখি প্রতিমূর্ত্তি প্রতিবিধিৎসার
বীর জামদগ্ন্য—বীরত্ব আধার,
কহিতে লাগিলা 'সন্তান আমার।''
চাহিয়ে ভার্গব মুখ।

২৫

কহিতে লাগিলা 'সন্তান আমার।
অনন্ত ক্ষত্রিয় করিবে সংহার,
দিয়ে প্রতিশোধ পিতৃ-শত্রুতার,
শোণিতে তর্পণ করি,
বলিতে [illegible] কত যে আহ্লাদ
লভিয়াছি বংশে দেবের প্রসাদ
আমরাও এই কর আশীর্বাদ,
তোমার কীর্ত্তি স্মরি।'

'যে কোন জাতির পরাধীনতে
হৃদয় অনন্ত প্রেত অত্যাচার
হইলে দর্শন মহাতীর্থ তার
সমন্তপঞ্চক হ্রদ,
সপ্তম স্বর্গের উপরি সংস্থিত,
গন্ধর্ব্ব চারণ সুর নিষেবিত,
সেই পুণ্যস্থান লভিবে নিশ্চিত
স্বাধীনতা মুক্তিপদ !'

২৭

"কিম্বা তব কীর্ত্তি নগরে নগরে,
যে দেশে গাহিবে প্রতি ঘরে ঘরে,
দিনান্তে মাসান্তে অথবা বৎসরে,
এক মনে একবার,

ধ্রুব সত্য এই দেবের প্রসাদ,
ধ্রুব পিতৃগণ করি আশীর্ব্বাদ,
ধ্রুব সত্য নিত্য অনন্ত আহ্লাদ,
সে স্বর্গনিবাস তার।”

১২৮৬ সন,
জয়দেবপুর, ঢাকা।

পত্র

১

দেই ভাসাইয়া আজি ব্রহ্মপুত্র জলে,
প্রীতির পবিত্র চিহ্ন অনন্ত অতলে।
দেই ব্রহ্মপুত্রে ফেলি, সে চিহ্ন চরণে ঠেলি,
প্রাণের অধিক যারে, রেখেছি বিরলে,
অতি যত্নে সাবধানে, অতি গোপনীয় স্থানে,
এতদিন কত কষ্টে এ দূর অঞ্চলে।
নিশীথে নির্জ্জনে থাকি, কত বার বুকে রাখি,
চুম্বিয়াছি কতবার ভাসি অশ্রুজলে!
সেই পত্র প্রীতিমাখা, সেই পত্র প্রাণরাখা,
সেই পত্র বজ্রবহ্নি মাখা হলাহলে,
দেই ভাসাইয়ে আজি ব্রহ্মপুত্র জলে!

২

দেই ভাসাইয়ে পত্র অম্লান অন্তরে,
জীবনের কণ্ঠমণি—এতদিন পরে।
স্মৃতির অনন্ত দুখ, বিস্মৃতির শত সুখ,
প্রাণের কবজ পূর্ণ প্রীতির অক্ষরে।
এই পত্র অগ্নিময়, শোণিত শুষিয়া লয়,
অনন্ত অক্ষুণ্ণ বলে—দূর দেশান্তরে!

অসহ্য বেদনা এর, যা স'য়েছি এই ঢের,
জীবন্ত শোণিত-তৃষ্ণা অক্ষরে অক্ষরে !
দেই ভাসাইয়া আজি এতদিন পরে !

৩

শতছিন্ন করি উহা—
এই দণ্ডে—এ মুহূর্ত্তে দেই ভাসাইয়া
ডুবুক্ নিবুক জলে, নিবিল না অশ্রুজলে,
গেল না আগ্নেয় মন্ত্র একটু মুছিয়া !
কালীমাখা সেই দাগ, বজ্র বহ্নি সার ভাগ,
বিঁধিতেছে মর্ম্মে মর্ম্মে প্রাণ পোড়াইয়া,
অনন্ত অতল জলে দেই ভাসাইয়া !
বেগে ব্রহ্মপুত্র চলি তরঙ্গে তরঙ্গে দলি,
রাখুক কর্দ্দমতলে দ্রুত ডুবাইয়া !
পড়ুক তাহার পর, বালুকার শত স্তর,
হৃদয়ের উল্কাপিণ্ড যাউক নিবিয়া !
অথবা—
বহিয়ে তরঙ্গশিরে, ফেলুক নীরধি নীরে,
প্রাণের এ চিতা-চিহ্ন দূরে সরাইয়া,
ভস্মশেষ হৃদয়ের, শেষবহ্নি শ্মশানের,
জ্বলুক বাড়বানল সলিল ছাইয়া !
লহ ব্রহ্মপুত্র লহ, অৰ্দ্ধদগ্ধ প্রাণ সহ,
অশ্রুজলে চিতা ভস্ম দেই ধোযাইয়া,
অতল জলধি জলে নেও ভাসাইয়া !

৪

ব্রহ্মপুত্র তব তীরে সহস্র শ্মশান,
প্রতিদিন জ্বলিতেছে, প্রতিদিন নিবিতেছে,
প্রতিদিন মিশে জলে ভস্ম অবসান !
সে শ্মশান ভস্মগত, হৃৎপিণ্ড শত শত,
মিশিছে তোমার জলে নদ পুণ্যবান !

বল আজি বল দেখি, হেন ভস্ম মিশেছে কি,
এমন শ্মশান বহ্নি —চির অনির্বাণ ?
দেখাও যন্ত্রণা-সার, একটি স্ফুলিঙ্গ তার,
বাছিয়া বালুকারাশি পর্বতপ্রমাণ !
দেখাও এমন বহ্নি—চির অনির্ব্বাণ !
কখনো এমন ছাই, তবে জলে মিশে নাই,
কত বর্ষ—কত যুগ আজি অবসান,
জ্বলেনি তোমার তীরে এমন শ্মশান !

৫

অসাধ্য, আগ্নেয়মন্ত্র পারি না সাধিতে,
উদ্দেশে শোণিত উষ্ণ বুক চিরে দিতে !
এত দূর দেশে থাকি, এ অনল বুকে রাখি;
করিব না অগ্নিহোত্র প্রাণের বেদীতে ।
যা চাও তা পাওয়া নাই, পরিণাম ভস্ম ছাই,
কে করে হৃন্মোদ যজ্ঞ প্রাণ পোড়াইতে ?
নহে ইহা অন্যস্থানে নিত্য জ্বলে প্রাণে প্রাণে
নহে ইহা রক্তমাংসে অস্থিতে অস্থিতে !
অসাধ্য—আগ্নেয়মন্ত্র পারি না সাধিতে !

৬

করিনি এমন আশা মুহূর্ত্তের তরে,
চাহি নাই ঊর্দ্ধনেত্রে উচ্চ নীলাম্বরে ।
হৃদয়ের ক্ষুদ্র কক্ষ করিতে উজ্জ্বল,
হাসিতে একটি ক্ষুদ্র খদ্যোত কেবল !
ক্ষণে আলো অন্ধকারে, হাসাইত কাঁদাইতে মোরে,
তবুও ঢালিতে প্রাণে কিরণ শীতল !
সে হাসিতে সে কান্নাতে, কত সুখ মাখা তাতে,
পুণ্যের পবিত্র সেই স্বপন সরল ।
করি নাই উপাসনা, করে নাই বিড়ম্বনা,
অতি স্বচ্ছ করুণার নির্ঝর নির্মল !

অতি স্নিগ্ধ জ্যোতি মাখা, বিস্তারি দু'খানি পাখা,
উড়িয়া পড়িত বুকে এত সে চপল !
এত দিত ভালবাসা, করেনি কিছুর (ই) আশা,
আপনি বাসিয়া ভাল আপনি পাগল,
হৃদয়ের ক্ষুদ্র কক্ষে খদ্যোত সরল !

৭

"প্রাণনাথ !
বুঝিয়া বোঝ না —যেন কত নিরাশায়,
কত যেন আশাভঙ্গে কত যে অবশ অঙ্গে,
কত যে সুদীর্ঘ শ্বাস ফেলি পুনরায়,
কহিল কম্পিত কণ্ঠে "বুঝিলে না হায় !
এই দুঃখ এ যন্ত্রণা, জন্মে কেহ বুঝিল না,
কত দুঃখ পাই নাথ মর্ম্মবেদনায়, -'
চাঁদের কিরণরাশি, পড়িতেছে গায় আসি
দাঁড়ায়ে সরসীতীরে শারদ সন্ধ্যায়,
কহিল কাতর কণ্ঠে,—"বুঝিলে না হায় ।"
চাহি না রে উন্মাদনা । চাহি না বুঝিতে,
চাহি না সরলা তোর প্রাণে ব্যথা দিতে ।
এত যন্ত্রণায় যদি, পোড়ে প্রাণ নিরবধি,
কাঁদিয়া আসিস্ কেন নিত্য কাঁদাইতে ?
"কেন কাঁদি কেন আসি, কেন ইহা ভালবাসি,—
বড় সুখ দুইজনে একত্রে কাঁদিতে ।
কাঁদি যবে দুইজনে, বড় সুখ হয় মনে,
আঁচলে তোমার নাথ, অশ্রু মুছাইতে,
কাঁদিয়া আসি হে তাই নিত্য কাঁদাইতে ।
নিত্য এসে কাঁদি আমি, নিত্য নাহি আস তুমি,
নিত্য নিত্য কেন নাথ পার না আসিতে,
নির্জ্জনে দু'জনে বসি একত্রে কাঁদিতে ?"

৯

চপলা। তা' পারি কই!—চমকি তখন,
"পড়ে দেখ - চলিলাম' একটি চুম্বন!
একটি সুদীর্ঘ শ্বাস—কমল কুসুম বাস!—
একবিন্দু তপ্ত অশ্রু ঝরিল নয়ন,
করিল ললাট সিক্ত—বুঝিলাম মন!
বেগে অন্ধকার আসি, শশাঙ্ক ফেলিল গ্রাসি,
কৌমুদী করেছে তাই দূরে পলায়ন!
চঞ্চল চরণে যায়, পাছে পাছে ফিরে চায়,
হৃদয়ের শান্তিময়ী শীত প্রস্রবণ!
প্রাণবিন্দু কেন্দ্রগত, প্রীতি পরিধির মত
অনন্ত অসীম ব্যাপ্তি সুদূর এমন!
সেই কেন্দ্র স্পর্শিবার, মহা মেরু স্মৃতি তার
বুঝিলাম চপলার ফিরায় নয়ন,
বুঝিয়া বোঝ না! আজি বুঝেছিরে মন!

১০

'বুঝিয়াছি চপলারে ভুলিব না আর,
কাতর নয়ন দুটি দূরে শত বার
বাঁকাইয়া গ্রীবাদেশ এলাইয়া কালো কেশ
সে চাহনি সূর্য্যমুখি সরলা আমার!
অমলিন অনাঘ্রাত, রজত কৌমুদী স্নাত,
এক বিন্দু তপ্ত অশ্রু শেষ পুরস্কার,
সেই চমকিত মন, অসম্পূর্ণ আলাপন
'পড়ে দেখ, চলিলাম'—ভুলিব না আর!
আজি এ সরসী তীরে, কুক্ষণে আসিয়াছিরে
লুকাইল কোকবধূ কবি কল্পনার,
একটি চুম্বন দিয়ে শেষ পুরস্কার!

১১

ব্রহ্মপুত্র! কি বলিব, আসিবার দিন,—
প্রাণে আর কত সহে, কত রক্ত বুকে বহে,
সেদিন দেখেছি যেই বদন মলিন,
কিসে না দেখিয়া তারে, ছেড়ে আসি একেবারে,
প্রাণ কি পাষাণময় এতই কঠিন?
সেই সরলতাময়, কুটীরের কুবলয়,
প্রীতিমাখা স্থিরদৃষ্টি নয়ন নলিন!
দেখিনু মুহূর্ত্ততরে, সে বদন শশধরে,
শারদ বাসন্তী শোভা কলঙ্কবিহীন।

১২

দেখিলাম ব্রহ্মপুত্র আসিবার দিন।
সেই দিন—সেই সন্ধ্যা—সরসীর তীর,—
কত কাল, নদ নদী-কানন গভীর,
কত দূর ব্যবধান, প্রাণের সমাধি-স্থান
বহে না সে দেহগন্ধ এদেশে সমীর।
সন্ধ্যার শীতল ছায়া, ভাসায় না কম কায়া,
তোমার এ নীল জলে প্রীতি শরীর!
নিত্য এ মলিন বেশে, আসি তব তীরদেশে.
কোথায় স্বর্গের সেই কনক কুটীর,
সেই দিন, সেই সন্ধ্যা, সরসীর তীর;
নাহি সে সুখের ঠাঁই, সরলা চপলা নাই,
আছে সেই শেষ পত্র-মাখা অশ্রুনীর!
বীজমন্ত্র খেলা আছে, আজও রেখেছি কাছে,
প্রাণের কবজ—চিহ্ন পবিত্র প্রীতির!
আগ্নেয় অক্ষরে শোষে হৃদয় রুধির!

১৩

অসহ্য হয়েছে আজি—
নিশ্চয় ভুলিব ইহা, পারি না সহিতে,
লভিব অনন্ত শান্তি চির বিস্মৃতিতে !
এ সাধনা উপাসনা, নিত্য এই বিড়ম্বনা,
এ ক্ষুদ্র বল্মীকবক্ষে—প্রাণসমাধিতে।
এ যন্ত্রণা দুর্ব্বিসহ, জ্বলে প্রাণ অহরহ,
পারি না জ্বলন্ত বহ্নি হৃদয়ে পোষিতে,
লভিব অনন্ত শান্তি চিরবিস্মৃতিতে।

১৪

শত ছিন্ন করি উহা—
এই দণ্ডে, এ মুহূর্ত্তে দেহ ভাসাইয়া—
ব্রহ্মপুত্র ! বেগে চলি, তরঙ্গে তরঙ্গে দলি,
রাখহে কর্দ্দমতলে দ্রুত ডুবাইয়া।
পড়ুক তাহার পর, বালুকার শত স্তর,
হৃদয়ের উল্কাপিণ্ড যাউক নিবিয়া !

অথবা

বহিয়ে তরঙ্গ শিরে, ফেলহে নীরধি নীরে,
প্রাণের এ চিতাচিহ্ন দূরে সরাইয়া,
ভস্মশেষ হৃদয়ের, শেষ বহ্নি শ্মশানের,
জ্বলুক্ বাড়বানল সলিল ছাইয়া !
লহ ব্রহ্মপুত্র লহ, অর্দ্ধদগ্ধ প্রাণসহ,
অশ্রুজলে চিতাভস্ম দেই ধোয়াইয়া,
অকূল জলধিজলে দেহ ভাসাইয়া !

১২৮৬ সন
ময়মনসিংহ

শ্রীশ্রীমতী কৃপাময়ী দেবী

ভাওয়াল-রাজদুহিতা

১

ভগিনি, বিদেশে আজি স্বদেশের সনে,
তোমার (ও) মধুর মূর্ত্তি পড়িতেছে মনে !
করুণা কোমল প্রাণ, স্নেহের প্রতিমা খান,
চাহিতে করুণা ঝরে নয়নে নয়নে !
হাসিয়াছ খেলিয়াছ, কত ভালবাসিয়াছ,
শৈশবের ভালবাসা ভুলিব কেমনে ?
ভগিনি, তোমারে আজি পড়িতেছে মনে ।

২

ভগিনি ! বিদেশে এই কত যন্ত্রণায়,
কত ভাবনার স্রোত, বহিতেছে ওতপ্রোত,
আকুল করিয়া প্রাণ দিন দিন বন্যায় ।
কত যে ঝটিকাবাত, কত গুপ্ত বজ্রাঘাত,
কে ভীম প্রলয় কাণ্ড ফোটে কে কোথায় ?
কিসে শান্তি আছে তার ? কে ভালবাসিবে আর
কোথা তুমি কৃপাময়ি ভগিনি কোথায় ।

৩

ভগিনি, জ্বলি যে এই জ্বলন্ত অনলে,
কত দুখে ভাসে প্রাণ, কাঁদিতেছে মান ম্লান,
করিতে তোমার পূজা নয়নের জলে ।
ভগিনি স্নেহের আর জানি না কি উপহার,
হৃদয় ঢালিয়া দিছি চরণকমলে !
আজি এতে কত সুখ, ভাসিল ও ভরা বুক,
পবিত্র প্রীতির উৎস বহিয়া নির্ম্মলে,
করিতে তোমার পূজা নয়নের জলে ।

৪

ভগিনি! তোমারে আমি ভাবি যে এমন,
তোমার (ও) কি মোর তরে, এক বিন্দু অশ্রু ঝরে,
এমনি করিয়ে কিগো পোড়ে তব মন?
গেল কত দিন মাস, ফেলেছ কয়টি শ্বাস,
দুইটি বছরে কবে করেছ স্মরণ?
সত্য কি আমার মত, তুমি ভালবাস তত,
ভোলনি আমায়—তোমা ভুলিনি যেমন,
ভগিনি আমারে ভালবাস তেমন?

৫

রাজার কুমারী তুমি—আমি দীনহীন,
সুরম্য প্রাসাদ তব, দেয় সুখ নিত্য নব,
ঘটে না আমার ভাগ্যে কুটীর মলিন!
কত কষ্টে কত ক্লেশে ফিরিতেছি দেশে দেশে,
অনাথ অভাগা আমি আশ্রয়বিহীন!
এ দীনদরিদ্রে হায় বঞ্চনা কি করুণায়,
আজিও কি আছে মনে সেই এক দিন,
শৈশবের ভালবাসা কোমল নবীন?

৬

আজিও কি আছে মনে ভোলনি ভগিনি
দুইজনে একসাথে লিখেছি কলার পাতে
হাতে ধরি শিখায়েছ আদরে আপনি।
কেবল তোমার স্নেহে আজো প্রাণ আছে দেহে,
কৃপাময়ি করুণার তুমি নির্ঝরিণী।
হাসিয়াছি খেলিয়াছি,—কত ভালবাসিয়াছি,
কোথায় সে আমাদের শৈশবসঙ্গিনী?
বসন্তকুমারী কই, কোথা সে প্রসন্নময়ী,
কোথায় রয়েছে বিন্দু বিধুবিলাসিনী?

কোথা সে অভয়তারা, একত্র খেলিত যারা,
কোথা সে মোক্ষদা কোথা কমল-কামিনী!
তারাও কি আজি মনে করে গো এমনি?

৭

তারাও কি আজি মনে করে গো আমায়?
আগের সরল প্রাণ, আছে কি গো বর্ত্তমান,
শৈশবের সহচরী সখী বালিকায়;
সংসারের বিষক্ষত, হয় নাই মর্ম্মগত,
জ্বলেনি আমার মত শত যাতনায়।
তারাও কি আজি মনে করে গো আমায়?

৮

ভোলেনি ছোট মা কিগো আজো মনে করে?
স্নেহে জননীর মত পালিয়াছে অবিরত,
দরিদ্র সন্তান আমি—দয়ার অন্তরে!
কত জন্ম তপস্যায় পেয়েছিনু তারে হায়
করিয়া কঠোর তপ যুগ-যুগান্তরে।
ভোলেনি ছোট মা কিগো আজো মনে করে?
রাজেন্দ্র তাহারি মত, মনে করিব থাকে তত
সত্য কি ভোলেনি সেই দুইটি বছরে?
বলিয়ে দরিদ্র ভাই আজো মনে করে?

৯

মাধব, মহেশ, তোরা কোথারে এখন?
বসন্ত প্রাণের ভাই দু'বছর দেখা নাই,
আজি যে দেখিতে তোরে কত আকিঞ্চন
কোথা সত্যভামা বিন্দু, প্রীতি ও পবিত্র ইন্দু,
দেখিলে সিন্ধুর মত উথলিত মন!
কোথা ভাই দীনবন্ধু রজনী এখন?

১০

বিদেশে একাকী আমি আছিরে পড়িয়া,
তোদের জলন্ত স্মৃতি, পোড়ে প্রাণ নিতি নিতি,
জানি না কেমনে আছি বাঁচিয়া মরিয়া!
শৈশবের খেলাধূলা, সে বকুলগাছগুলা,
আসে রে না কি জল সে দিন স্মরিয়া!
সেদিনের ভাই ভাই কিছুই কি মনে নাই,
এই ত ভুলিলে প্রাণ পাষাণে বাঁধিয়া?
সেদিনের দিদিমায় বিসর্জ্জন দিয়া?

১১

ভুলিলি রে ভাই এবে ভুলিলি আমায়?
ভুলিলে ছোট মা তুমি, ভুলিলে ভগিনী তুমি,
ভুলিলে শৈশব সই, শৈশব সখায়?
জন্মশোধ একেবারে, ভুলিলে এ অভাগারে,
প্রাণের সকল [illegible]!
ভুলিলে সে তাই সবে ভুলিলে তোমায়।

১৬ই মাঘ ১২৮[illegible] সন
ময়মনসিংহ

নষ্টচন্দ্র

চতুর্থীর চারুচন্দ্র শারদ আকাশে,
অনন্ত উৎস মণ্ডলে একা একা হাসে
গৃহকোণে বঙ্গবধূ, লুকাইয়া হাসে ও,
ঈষৎ ঘোমট যেন খুলিছে বাতাসে!
সে পবিত্র দেবদেহ, পারে না দেখিতে কেহ,
অনিন্দ্য অতুল তনু ঢাকা নীল বাসে।

ফোটে না মুখের কথা, মৌনময়ী সরলতা,
কিরণ প্রতিমাখানি কারে না সম্ভাষে !
আপনি আপন প্রাণে কেবলি হাসিতে জানে,
হাসির সবল শিশু একা একা হাসে
চতুর্থীর চারুচন্দ্র শারদ আকাশে !

২

ফুটিয়াছে উপবনে নানা জাতি ফুল
মল্লিকা মালতী জাতি, গোলাপ কমল পা
গন্ধরাজ কৃষ্ণকেলি টগর পারুল।
নিশিগন্ধা কুন্দ [illegible], চম্পক [illegible]
শিরীষ রঙ্গণ বক অশোক বকুল
শেফালি কেতকী আদি ফুটিয়াছে ফুল।

৩

বহিছে মলয়ানিল সুগন্ধ শীতল
নাহি মান অপমান, সকলে সমান জ্ঞান,
মহান্ উদার প্রাণ করুণা [illegible],
যেখানে যাহারে পায়, তারে আলিঙ্গিয়া যায়
অবিচ্ছেদে ফলফুল তরু শৈলাচল।
নদনদী, সরোবর, কিবা ক্ষুদ্র কি সাগর,
সকলে সমান স্নেহে করিছে বিহ্বল।
এত ভালবাসা জানে, পশে গো মরম স্থানে,
বিনে ও অমৃত স্পর্শ মরে জীবদল।
বিনে তার প্রেমমন্ত্র, প্রাণের সমস্ত যন্ত্র,
চলে না মুহূর্ত্তকাল—স্থির অবিচল !
প্রীতির বিজ্ঞানবিৎ, হেন শিল্প কদাচিৎ,
কে দেখেছে কোন্ দিন হেন দৈব বল !
প্রাণময় প্রেমময় সমীর শীতল !

সুন্দর স্ফটিক-স্বচ্ছ স্থির সরোবরে
প্রফুল্ল কুমুদ মালা, শাপভ্রষ্ট দেববালা
আকণ্ঠ মগনা যেন সলিল নিথরে,
পাপের ধরণী ধামে, শঙ্কিতা মানব নামে,
দিবসে মেলিনি আঁখি মানবের ডরে,
মানবের পাপশ্বাস, পবিত্রতা করে নাশ
দৃষ্টিতে প্রণয় পোড়ে দূর দূরান্তরে।
নিশিতে কুমুদ তাই ফোটে যেন সরে।

সুখের স্বপন সম প্রমত্ত চকোর,
এই দেখি এই নাই—সুধাপানে ভোর।
ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘগুলি নব নীলাকাশ,
বিলের বিমল বুকে দামদল ভাসে।
ডুবিয়া ভাসিয়া অই তারাগুলি খেলে,
পাড়াগেঁয়ে কৃষকের শিশু মেয়ে ছেলে।
আর অই সুধাকর অনন্ত আকাশে
অকূল অসীম নীলে একা একা হাসে।

৬

যদিও উহার নাই লতা পাতা ফুল
সামান্য সমীরে জল হাসিয়া আকুল।
তথাপি—তথাপি হায় শত পুষ্প সুষমার,
বিরচিত সেই শিশু আনন অতুল।
জীবন্ত লাবণ্যরাশি আধফোটা হাসি হাসি
অলক্ত মাখানো ছানা মোমের মুকুল।
ছোট দুটি হাত তুলি, আয় চাঁদ আয় বলি,
ডাকে না উহারে আজ আনন্দে আকুল।
কি হবে হাসিলে শুধু লতা পাতা ফুল?

৭

লতা পাতা ফুল জল হাসিলে কি হয় ?
জল চেয়ে সরলতা, ফুল চেয়ে পবিত্রতা,
মধুর অধিক মধু হেসে কথা কয় !
লতার অধিক হায়, প্রাণে জড়াইয়া যায়,
কাটিয়া মরমে বসে যেখানে হৃদয় !
কৌমুদী অধিক হাসে, প্রাণভরা ভালবাসে,
প্রেম যেন হাসিমুখে কোলে টেনে লয় !
করুণা কোমল কান্তি, যুবতী জীবন্ত শান্তি,
পৃথিবীর স্পর্শমণি পরিমলময়,
না হাসিলে, লতা পাতা হাসিলে কি হয় ?

৮

হাসিলে কি হয়—ও যে অচেতন সব,
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড হায়, হাসিলেও বৃথা যায়,
যদি সে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ না হাসে মানব !
পৃথিবীর পূজনীয়, ভারতের অদ্বিতীয়,
না হাসিলে আর্য্যবংশ মানবগৌরব,
হাসিলে কি হয়—ও যে অচেতন সব !

শশধর !

কেন আজ কোন্ পাপে, কি কলঙ্ক অভিশাপে,
অসাধু তস্কর আদি দস্যু সমুদায়,
আবাল বনিতা বৃদ্ধ, সন্ন্যাসী তপস্বী সিদ্ধ,
কেহই নয়ন তুলে চাহে না তোমায় !
চোরের অধিক চুরি করিলে কোথায় ?
কিম্বা কবে কোন্ দেশে, প্রবেশি দস্যুবেশে,
লুঠিলে সর্ব্বস্ব কার গভীর নিদ্রায় ?
দস্যুও তোমারে কেন চাহে না ঘৃণায় ?

১০

আগে,
কে না ভালবাসিয়াছে শশাঙ্ক তোমারে,
দেখিলে তোমার মুখ, কত হর্ষ কত সুখ,
উথলিত সকলের চিত্তে একেবারে !
রোগে শোকে দগ্ধবক্ষে, যাতনার অশ্রুচক্ষে
একটু পাইত শান্তি জ্বলন্ত সংসারে।
সে শান্তি ঠেলিয়া পায়, আজ কেহ নাহি চায়,
কত যেন হবে পাপ দেখিলে তোমারে।
ঘৃণায় চাহে না হায় ফিরে একেবারে।

১১

এত প্রেম ভালবাসা ভুলিয়াছে সব,
এতই কি অকৃতজ্ঞ ধরার মানব
বুকে কি কলিজা নাই, কলিজায় প্রাণ
মানবের বুকভরা এত কি শ্মশান ?
প্রাণে নাই প্রাণ দেওয়া—প্রেম ভালবাসা,
কেবল আকণ্ঠপূর্ণ শোণিত-পিপাসা ?
প্রেম নাই চিরদান, আছে প্রত্যাহার,
সত্যই মানব এত পশু নরাকার ?
অথবা তোমার (ই) কোন কার্য্য পাপকর,
আছে কি এমন শশি ! দাও না উত্তর ?

১২

ছি ছি ছি লজ্জায় মরি ওহে লজ্জাহীন.
হরিয়া এনেছ নাকি কোলের হারণ ?
প্রেমের নন্দন কার, করিয়াছ ছারখার.
দেবতা মানব হ'তে এত কি কঠিন ?
কার বুকে মেরে ছুরি, করিলি এ রত্ন চুরি,

পাষণ্ড, করিলি কারে চির উদাসীন ?
হায়রে কলঙ্ক কালী, কার কুলে ঢেলে দিলি,
কার সে পবিত্র কুল করিলি মলিন ?
পাপিষ্ঠ, করিলি কারে চির-উদাসীন ?

১৩

কেন তোরে হায় হায় গিলিয়া আবার,
উগারিয়া ছেঁড়ে দেয় রাহু দুরাচার ?
পাপিষ্ঠ দেবের মৃত্যু নাই কি কিছুতে ?
যা পুনঃ সাগর জলে, ডোবে গিয়ে কুতূহলে,
আর যেন পাপ মুখ না হয় দেখিতে !
হৌক্ চির অমাবস্যা চির অন্ধকার
তবু তোরে নষ্টচন্দ্র দেখিব না আর !

১৫ই শ্রাবণ ১২৯০ সন

বরষার বিল

১

বরষার বিল,
এমন পবিত্র স্থান, বাতাসে জুড়ায় প্রাণ,
অজানা অবশে করে হৃদয় শিথিল।
পানা, জল ঘাস গাছে কত কি মাধুরী আছে
ভুলাইছে একেবারে ভুবন নিখিল।
ডাকে জলচর পাখী, দাম দলে থাকি থাক
এত কি ললিতে গায় বসন্তে কোকিল ?
সুনীল লহরী তুলি, নাচাইছে দুলি দুলি,
সন্ধ্যার শীতল এই মলয় অনিল
নূতন সলিলে ভরা বরষার বিল !

২

বরষার বিলে,
শত শত ধান খেতে, যেন শ্যাম সাগরেতে,
উঠিছে মৃদুল বাতে সবুজ লহরী,
ছুটিছে সলিলে নীচে, তরঙ্গ তরঙ্গ পিছে,
কাঁপিছে প্রকৃতি অঙ্গ পুলকে শিহরি।
কি আনন্দ কেবা জানে, আজি প্রকৃতির প্রাণে,
কমল কুমুদ কাঁপে বুকের উপরি,
তরঙ্গে তরঙ্গে অঙ্গ উঠিছে শিহরি।

৩

ডাহুক ডাহুকী সুখে বেড়িয়া বেড়ায়,
এখানে ওখানে সবে মধুর মধুর রবে,
সরালী কালেম পিপী কত নাচে গায়!
চপল ও কড গাই, ওদের তুলনা নাই,
উড়িতেছে পড়িতেছে জোড়ায় জোড়ায়।
মরাল মরালী সনে, তেমনি পুলক মনে,
কমল কুমুদ বনে ভাসিয়া বেড়ায়।
চক্রবাক চক্রবাকী, চঞ্চুতে চঞ্চুটী রাখি,
কত কষ্ট জানাইছে, লইতে বিদায়,
সরল পাখীর প্রাণ আসন্ন সন্ধ্যায়।

সুশীতল সন্ধ্যাকালে,
ফুটিয়াছে থরে থরে কুমুদ কুসুম,
সুনীল গগনতলে, সহস্র হীরক জ্বলে,
ভাঙ্গিয়াছে সুরশিশু তারকার ঘুম।
অমর অধরে হাসি, অফুরন্ত সুধারাশি,
সমস্ত জগতে ওর লেগে গেছে ধুম,
হাসিতেছে সুরশিশু কুমুদ কুসুম!

৫

সন্ধ্যার ললাটে হাসে অর্দ্ধচন্দ্র এক,
রজত সলিলে ভাসে শশী সহস্রেক।
ঘাসের ছায়ায় গায় কুমুদী হারায়ে যায়,
সাঁতারিয়া শশী যেন খুঁজিছে অনেক।
কি সুন্দর লুকোচুরি, জানে এ কুমুদী ছুঁড়ী,
লগে লগে থেকে ধরা দেয় না বারেক।
শুয়ে থাকে সন্ধ্যা রাতে, কৌমুদী কুমুদ পাতে,
ঝাপে ঝোপে শান খেতে ঠিক নাই এক!
এ সামান্য বিছানায়, এ কম কিরণ-কায়,
নয়ন ভুলিয়া থাকে দেখিলে বারেক।
দেখিনি এমন শোভা,—দেখেছি অনেক।

৬

পারে পারে ঘাটে ঘাটে লইবারে জল,
গ্রামের গৃহস্থ বধূ এসেছে সকল।
হারানো কুমুদ জ্ঞানে, ভাসে শশী ওই খানে,
[illegible] ভাসিছে কেবল।
কলসীতে ঢেউ দিয়া শশধরে খেলাইয়া,
সরলা গৃহস্থবধূ ভরিতেছে জল,
ও তরঙ্গ বিকম্পনে, কত [illegible] পুলক মনে,
এক চন্দ্র শত হয়ে হাসে যে পাগল,
ভাবিয়া গৃহস্থবধূ কুমুদ কোমল।

গ্রাম অভিমুখে ওই চলেছে তরণী,—
আকাশেতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ কয়খানি!
কৃষক বাহিছে ধীরে, কৌমুদী মাখান নীরে,
বিলের বিমল বুকে তুলে ক্ষেপণী,
করিতেছে গ্রাম্য গান, জুড়ায় তাপিত প্রাণ,
শিখিতে অমর কণ্ঠে গায় প্রতিধ্বনি।

সবুজ লহরীগুলি, সুখে করে কোলাকুলি,
এমন সলিল নৃত্য দেখিনি কখনি।
এত মধু—মাদকতা, স্বর্গীয় এ সরলতা,
মিলে কি এমন আর খুঁজিলে অবনী ?
চাহিলে নয়ন কোণে, বারেক উহার পানে,
পরাণ পাগল হয় আপনা আপনি,
গ্রাম অভিমুখে অই চলিছে তরণী।

৮

গ্রাম অভিমুখে যায় অই ক্ষুদ্র তরী
ছৈয়ের ভিতর থেকে শরীর লুকায়ে রেখে
চুপি দিয়ে চেয়ে আছে সরলা সুন্দরী।
গগনের পূর্ণশশী, ভূতলে পড়েনি খসি
ফোটেনি কুমুদ নীল জল পরিহরি।
এমনি মধুরে হেসে, দাঁড়াইয়া তীর দেশে
কি দেখিছে গ্রামের ও "ঝিয়ারী বহুরী ?"
আজি বহুদিন পরে, আসিছে বাপের ঘরে,
শৈশবের সহচরী "নূতন নাগরী,'
সারি দিয়ে দেখে তাই সরলা সুন্দরী।

৯

কেমন পবিত্র অই গ্রাম্য ভালবাসা,
পরস্পরে সুখে দুখে প্রীতির প্রসন্ন মুখে,
কেমন সে মিলনের প্রথম জিজ্ঞাসা।
কেমন সে গদগদ ঢল ঢল কোকনদ,
কেমন সে আধফোটা মধুর সম্ভাষা।
সংসারের দয়ামায়া, একত্রে রমণী কায়া,
সরলা রমণীমূর্ত্তি পূজা করে চায়।
ইচ্ছা করে নিত্য সেবি, ও গ্রাম্য সরলা দেবী,
সামান্য গৃহস্থ হয়ে মিটাই পিপাসা।
কেমন পবিত্র ওই গ্রাম্য ভালবাসা!

১০

দেখিছে দাঁড়া'য়ে যেন—
তীরে তীরে তরুগণ—কাতারে কাতার,
পুণ্যের পবিত্র তীর্থ—বিল বরষার।
দেখে বোধ হয় হেন পুণ্যস্নান করে যেন,
আকণ্ঠ মগন জলে হিজল উদার।
অথবা মনের সুখে, শীতল সলিল বুকে,
ঢালিছে অনন্ত দগ্ধ প্রাণ আপনার।
ইচ্ছা করে,
অই বুকে বুক রাখি, অমনি লুকা'য়ে থাকি,
ভুলে যাই এ সংসার জ্বালাযন্ত্রণার,
শত কষ্ট শত দুখ, এ অন্তর দগ্ধ বুক,
নিবাই প্রাণের গুপ্ত জ্বলন্ত অঙ্গার
পুণ্যের পবিত্র তীর্থ—বিল বরষার।

শ্রাবণ ১২৮৭ সন
রাজিতপুরের বিল—ময়মনসিংহ

আমি তোমার

১

শান্তিময় ঈশ্বর। প্রেমময় ঈশ্বর।
দীনবন্ধু। দীননাথ।
সংসারের এই পাপের পরাণে,
স্বর্গীয় শিশির শীতল তোমার,
করছে করুণা নয়ন পাত।

২

জানি না কেন যে হৃদয় এমন,
উদাস উদাস করে,

আশার আলোক নিবিয়ে গিয়েছে,
অনন্ত কালের তরে!
সংসার আমার অনলে বেড়া
সংসার আমার কণ্টকে ঘেরা
সংসার আমার বিষের সাগর,
অনন্ত উষর ভূমি,
স্বর্গীয় শীতল করুণা তোমার,
বিশাল্যকরণী করুণা তোমার
মৃতসঞ্জীবনী করুণা তোমার,
অন্তঃপ্রবাহিনী করুণা তোমার
কবহে করুণা,—আমিও তোমার—
করুণা সাগর তুমি।

"আমি তোমার।"
নিঃশঙ্কপ্রাণে, নির্ভয়প্রাণে মুক্তকণ্ঠে,
প্রাণ ভরিয়া, মন ভরিয়া, হৃদয় ভরিয়া
আবার আজি তোমায় বললাম
"আমি তোমার।"
শান্তিময় ঈশ্বর! প্রেমময় ঈশ্বর
নিষ্ঠুর পাষাণ মানুষের মত
করিও না হত অস্বীকার।

৪

নাথ!
সংসারে কেহই চাহে না কাহারে,
সাধিয়াছি কত ভাসি অশ্রুধারে,
নিষ্ঠুর সংসার

দেয়নি আশ্রয়, লয়নি আমার
এই আত্ম-উপহার ।
নহে এক দিন, নহে দুই দিন,
কত সাধিয়াছি সবে করে ঘৃণা,
অনেক সয়েছি আর ত পারি না,
দেও হে আশ্রয় প্রাণেশ আমার,
লও হে পাপীর আত্ম উপহার,
লও নাথ একবার,
"আমি তোমার !'

৫

জীবনাধার ।

জননী করে না হৃদয়ে গ্রহণ,
সহোদর করে কত অযতন,
সঁপিয়াছিলাম যারে প্রাণমন,
ঘৃণা করে সেই সুহৃৎ স্বজন,
ফিরিয়া চাহে না একবার ।
দিয়েছি প্রাণেব কপাট খুলিয়া,
দিয়েছি আহ্লাদে দু'হাতে তুলিয়া,
হৃদয়ের এই উপহার ।

৬

প্রাণেশ !

কৌমুদী বসনা যামিনীরে কত,
বলিয়েছি নিশি, আমি তোমার ।
রজত কুসুম হাসি শশধ’র,
বলিয়েছি শশি আমি তোমার ।
মণিময় জ্যোতি তারকা সুন্দরে,
বলিয়েছি কত আমি তোমার !—

জ্যোছ্‌না মাখান ফুল্ল কুমুদীরে,
বলিয়েছি কত আমি তোমার
কেহই তো নাথ করে না গ্রহণ,
পাপের উচ্ছিষ্ট দগ্ধ প্রাণমন,
হৃদয়ের এই উপহার।

৭

তরুণ অরুণে প্রভাত সময়,
অমল কমলে—পরিমলময়,
স্বচ্ছ সরসীরে—সরল হৃদয়,
বলিয়েছি কত আমি তোমার।
শিশির মাখান কম কামিনীরে,
কুসুম রূপসী চামেলী বেলীরে,
উপবন শোভা গোলাপ কলিরে,
বলিয়াছি কত আমি তোমার।
অনন্ত উন্নত গিরি হিমালয়ে,
রজত সলিল নির্ঝর নিচয়ে,
নব পল্লবিত তরুলতাগণে,
শ্যামল সুন্দর চারু উপবনে.
মৃতুল বাহিত মঙ্গল আনন্দে,
শ্যামা বুল্‌বুল্‌ দয়েল কোকিলে,
হেমন্তে বসন্তে শিশিরে শরদে,
আঁধারে আলোকে তড়িতে নীরদে,
বলিয়াছি কত আমি তোমার।
সবাই আমারে করে নাথ ঘৃণা,
অনেক সয়েছি, আর ত পারি না,
দেও হে আশ্রয় প্রাণেশ আমার,
লও তবে নাথ প্রীতি পারাবার,
হৃদয়ের এই উপহার
'আমি তোমার।'

৮

নাথ।—সাগরে যেমন নদ নদীচয়,
কেহ কর্দ্দমাক্ত কেহ স্বর্ণময়,
ঢালিছে জীবন, তেমনি হৃদয়,
তোমাতে মিশাব, করুণাসাগর তুমি।
বড়ই সরল নীল পারাবার,
বড়ই তাহার হৃদয় বিস্তার,
সকলে সমান আদর তাহার,
তেমনি তুমিও করহে গ্রহণ,
ং দিকে

আবিল জীবন প্রবাহ আমার,
প্রবাহিত পাপের পঙ্কিল ভূমি।
নিরাশ্রয় এই জীবন আমার,
সাগরের তৃং কূল নাই আর,
চারি দিকে দেখি মহা অন্ধকার,
চারি দিকে দেখি অকূল পাথার,
কোথা হে জীবনাধার!
কোথা শান্তিময় প্রিয় প্রাণেশ্বর,
দেখ ভয়ে কত কাঁপিছে অন্তর,
তোল করুণার প্রসারিয়ে কর,
বাঁচাও জীবন,—আমি তোমার।

১২৮৬ সন
জয়দেবপুর, ঢাকা

কুঙ্কুম

(কাব্য)

কিমপ্যাস্তি স্বভাবেন সুন্দরং বাপ্যসুন্দরং।
যদেব রোচতে যস্মৈ ভবেত্তত্তস্য সুন্দরং ।।
(হিতোপদেশ)

উপহার

কারে দিব উপহার ?
যাহারে বাসনা দিতে, সে কিগো চাহিবে নিতে ?
সে যে করে অবহেলা—ঘৃণা—তিরস্কার !
থাক্ তার কাছে গেলে, দূরে থেকে থুথু ফেলে,
সে করে আমার নামে 'নেকার-নেকার !'
সহস্র যোজনে থাকি, যদি মনে মনে ডাকি,
সে নাকি 'বিষম' যায় স্মরণে আমার !
আমারি স্মরণে হায়, সে নাকি 'উছট্' খায়,
ডরায় স্বপন দেখে বিকট আকার !
আমি নীচ - সে যে উচ্চ সে মহৎ - আমি তুচ্ছ,
আমি তারে ভালবাসি— কলঙ্ক তাহার !
তারি নিন্দা—তার গালি, এ পুস্তক-ভরা খালি,—
কলঙ্কের ইতিহাস শুধু দেবতার !

২৯শে চৈত্র, ১২৯৬ সাল
জয়দেবপুর—ঢাকা

কুঙ্কুম

"কুঙ্কুম-পঙ্ক-কলঙ্কিত-দেহা।'

কে আর তোমারে ভালবাসিবে কুঙ্কুম
আশা, চিন্তা, সুখ—সব, যত কিছু—অভিনব
দেশময় নূতনের জবর জুলুম।
যাহারা পুরানো দল, সকলেই বেদখল,
নাহি আর আগেকার সে ভারত ভূম।
তোমারে সে দিন নাই কপালে পড়েছে ছাই
কামিনী কৌতুকে পরে 'ক্যানেঙ্গা' কুসুম!
লেভেণ্ডার ম্যাকেসার, সুইট ব্রায়ার ওয়াটার,
পাউডার এসেন্সের সহ মরসুম।
কে আর তোমারে খোঁজে? প্রমত্ত অটো-ডি-রোজে
পারফিউমের দেশে পড়িয়াছে ধুম।
সর্ব্বথা বিলাতি গন্ধ, ভারত করেছে অন্ধ,
কে আর তোমারে ভালবাসিবে কুঙ্কুম?

১১৯৮ সাল

রমণীর মন

রমণীর মন,
কি যে ইন্দ্রজালে আঁকা, কি যে ইন্দ্রধনু ঢাকা
কামনা-কোয়াসা মাখা মোহ-আবরণ
কি যে সে মোহিনীমন্ত্র রয়েছে গোপন
কি যে সে অক্ষর দুটি নীল নেত্রে আছে ফুটি
ত্রিভুবনে কার সাধ্য করে অনুধাবন।
কত চেষ্টা যত্ন করি, উলটি পালটি পড়ি,
কিছুতে পারি না অর্থ করিতে গ্রহণ।

কি যে সে অজ্ঞাত ভাষা, দেব কি দৈত্যের আশা,
ঝলকে ঝলকে যেন করে উদগীরণ!
অতি ক্ষুদ্র দুই বিন্দু, অকূল অসীম সিন্ধু
উথলি উঠিছে তাহে প্রলয় প্লাবন!
ত্রিদিবের সুধা নিয়া, ধরণীর ধূলা দিয়া,
রসাতল নিঙ্গারিয়া করিয়া মিলন,
ঢালিয়াছি কত ছাঁচে, মুক্তা কাঞ্চন কাচে,
পারিনি তেমন আর করিতে গঠন,
রমণীর মন

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ সাল – কলিকাতা।

মালা গাঁথা

প্রচণ্ড নিদাঘ-তপ্ত দিবা অবসানে,
তুলিয়া মালতী জাতি বেল মতিয়ার,
সরসীর শ্যামতটে বসিয়া বাগানে,
আনন্দে গাঁথিতেছে প্রিয়া সুচিকণ হার!
আনত-আনন মাথা শ্যাম কেশ-পাশ,
এলাইয়া খেলা করে দক্ষিণ-বাতাস।

২

চলিলাম উপবনে গৃহ পরিহরি,
পরিতপ্ত স্বেদসিক্ত জুড়াইতে কায়
শশিকর স্পর্শে সন্ধ্যা উঠিছে শিহরি,
চকিত সরলা যেন সঙ্কোচে লজ্জায়!
উপনীত হইলাম এমন সময়,
যেখানে ফুটেছে সেই হেম-কুবলয়!

৩

দেখিনু গাঁথিছে মালা হয়ে সাবধান,
কি জানি কেমন জানি মনে হ'ল ভুল,
প্রাণভরা ভালবাসা, বুকভরা প্রাণ,
দেখিনু রয়েছে তার কোল ভরা ফুল।
জিজ্ঞাসিনু প্রেয়সীরে হেতু না বুঝিয়া,
প্রাণ প্রেম, ফুল,—মালা গাঁথিছ কি দিয়া ?

৪

তুলিয়া কমল মুখ কহিল উত্তর,
দেখ এই শূন্য বাস, নাহি প্রেম-প্রাণ।
নব পদ্মরাগ-বক্ষ কাটিয়া অন্তর,
কহিল ' তোমারে তো [illegible] করেছ প্রদান।
নাহি প্রেম নাহি প্রাণ দেহ শূন্য হল,
শূন্য মনে বসি মালা [illegible] ।

৬ই বৈশাখ ১২৯০ সাল
কলিকাতা

চন্দ্র

তুমি কি হে সেই চন্দ্র [illegible]
তোমারে—তে মার কাছে কত দিন—মনে আছে ?
বেড়া'তে আসিত এক উপবনে নারী।
তুলিয়া গোলাপ যূঁই, হইল বছর দুই,
কি বলিব দুই জনে আজি ছাড়াছাড়ি।
গোলাপেতে প্রেম থু'য়ে, ঢাকিয়া দিত সে যূঁয়ে
মনে করিতাম তারে সে বুঝি আমারি।
দেখা হ'লে তার সনে, চখে চখে দুই জনে,
প্রাণ নিয়া করিয়াছি কত কাড়াকাড়ি।

যখন পেয়েছি বুকে, চুম্বিয়াছি চ'খেমুখে,
কে যেন কাহারে আগে চু'যে নিতে পারি!
তোমারে দেখিয়ে আজ, মনে হল দ্বিজরাজ,
আসিয়াছি শুধাইতে দু'টী কথা তারি!
তুমি কিহে সেই চন্দ্র বুঝিতে না পারি:

২

সে দিন তুমি কি শশি দেখিয়াছ তারে?
তরণী বাহিয়া যাই, কোন্ দিকে ঠিক্ নাই,
সন্ধ্যার সবুজ শোভা হাসে চারি ধারে।
সনাল কুমুদ ফুলে মালা গাঁথে তুলে তুলে
একটীবালিকা মেয়ে— দিবে জানি কারে
কোন দেবপুরবাসী কোন দেবতারে।
দুইটি রমণী আসে, একটি লুকা'য়ে হাসে,
তীরে তীরে ধীরে ধীরে ফিরে বারে বারে।
বালিকা ডাকিল "মা, ধর মালা।" "না না।"
লুকাইল শরমে সে সখীটির আড়ে,
সে দিন তুমি কি শশি দেখিয়াছ তারে?

৩

তুমি কিহে সেই চন্দ্র — সে দিন কি ছিলে?
আমতলে চুমো খে'তে তুমি কি দেখিলে?
এলোমেলো চুল সেই এলোমেলো বায়,
সুনীল মেঘের মত খেলা করে গায়।
পশ্চাতে আঁচল তা'তে মৃদু কম্পমান,
প্রেমের ধ্বজার যেন ধবল নিশান।
টানিয়া লইল মোরে,—তবু লাগে দূরে,
পরাণে ভরিতে যেন চাহে ভেঙ্গেচুরে।
এত তৃষ্ণা এত আশা আকাঙ্ক্ষা প্রখর,
শিহ'রে শিহ'রে উঠে কম-কলেবর।

চাহে সে আমারে যেন করিবারে পান,
উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা তার করিতে নির্ব্বাণ !
মর্দ্দিয়া মথিয়া মোরে লুঠিয়া সে নিলে,
আমতলে চুমো খে'তে তুমি দেখেছিলে

৪

সেদিন তুমি কি শশি ছিলে সেই সেখানে ?
লুকাইয়া চুপি দিয়া, দেখেছিলে ঘরে গিয়া,
পায় ধ'রে সাধাসাধি, কাঁদাকাঁদি মানে ?
সে মান-বিরস-বেশ, লাবণ্যের একশেষ,
সরস সরোজ মূর্ত্তি দেখেছ পাষাণে ?
দেখেছ কি স্থির [illegible], কি গম্ভীর রূপ [illegible]
[illegible] হিম মুখ, [illegible] বধানে ?
সে পদ্ম-নয়ন নত, [illegible] কত,
চাহিতে পরাণ কাঁপে ভয়ে তার পানে ।
তরাসে মরিয়া রই, সেধে অপরাধী হই,
আমি যেন আমি নই,—কি জানি সে জানে ।
সে দিন কি দেখেছিলে কাঁদাকাটি মানে ?

৫

তুমি কি হে সেদিনের সেই শশধর ?
সে দিন ছাড়িয়া যাই, অভিমানে চাহি নাই
গেল বুঝি গত হয়ে আজি ত বছর ।
বিনয় করিল কত, অনুতাপে অবিরত,
ঘৃণায় দেইনি তার কথার উত্তর ।
কে জানে কেমন নারী, প্রেম করে দিন চারি,
চিনিয়া চিনে না শেষে কত যেন পর ।
লিখিয়াছি কত পত্র, লিখে না সে এক ছত্র,
কত যেন কাজে ব্যস্ত, নাহি অবসর ।
ঠোঁটে রেখে রাঙ্গা হাসি, ভাঙ্গা ভালবাসাবাসি
বড় তীক্ষ্ণ—বড় তীব্র—বড় খরতর ।

ম'রে থাকি কাছাকাছি, মরিলে দু'জনে বাঁচি,
তাই সে ছাড়িয়া আছি আজি দু'বছর!
ও যে সাধা মন বাধা, ছলনা চাতুরী মাখা,
লোকেরে দেখান শুধু উহার অন্তর।
তুমি কি বোঝনি তাহা ওহে শশধর?

৬

বুঝিয়াছি তাই আছি দূর পরবাসে,
এ দেশে তাহার গন্ধ বহে না বাতাসে।
কত যে গোলাপ যূঁই, বুকে নিয়া সদা শুই,
আকুল করে না প্রাণ তেমন উদাসে।
এ দেশে তেমন নারী, নাহি দেখি কারো বাড়ী,
ফুল দিয়া প্রেম ঢেকে দিতে নাহি আসে।
ব'সে থাকি আমতলা, ধরে না আসিয়া গলা,
এ দেশে নারী কি চুমা ভাল নাহি বাসে?
হাসি কাঁদি একা একা, পাই না, কাহারো দেখা
রেখেছি পাগলপ্রাণ বেঁধে নাগ-পাশে!
এ দেশে খোলে না সাধ নারীর নিশ্বাসে।

৭

সুবিশাল গারো-গিরি অই যে উত্তরে,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ভর দিয়া, উঠিয়াছে দাড়াইয়া,
উন্নত ললাট গিয়া ঠেকেছে অম্বরে,
উহার পাষাণ বুকে, চাহি যবে ঊর্দ্ধ মুখে,
কতই সান্ত্বনা পাই, প্রাণ যেন ভরে!
প্রতি রেণু বালুকায়, মাখিয়া রয়েছে হায়,
রমণীর কত অশ্রু হাসি থরে থরে।
কত প্রেম অনুরাগ, পাষাণে নাহি সে দাগ,
কত চুম্ব আলিঙ্গন কঙ্করে কঙ্করে!
কত মান আছে পড়ি, অযতনে, হরি! হরি!

চরণে কত যে পশু বিদলিত করে।
[illegible] ভই সা[illegible]না পাই পর্ব্বত প্রস্তরে

৮

[illegible] পারি[illegible] প্রেম দিতে বি[illegible],
নষ্ট প্রেমের যেন করিছে পালন।
[illegible] ছাড়িব [illegible], প্রেম তার—দেখ
রয়েছে আমারে প্রাণ করি আচ্ছাদন।
[illegible] ন করিবা [illegible], [illegible]শান [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] প্রেম [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] প্রেম [illegible] [illegible]
[illegible] আমার [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] তুচ্ছ, আমি [illegible]—তারে
[illegible] পারে সেই প্রেম-[illegible]।
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মন,
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

৯

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
দিন কাল যে ভুলা, [illegible] হৃদে [illegible] উঠিছিল
[illegible] এসেছিল তাই [illegible]।
তার কথা যত করি, হাসি [illegible] অশ্রু, ব্যাকুল
নিয়ে যাও নিয়ে যাও, দেও তারে ফিরে।
ভালবাসা যত তার, কিছুই না হবে আর,
আপনি সে ফিরে নি'ছে ক'ম্মো রমণীরে।

যা আছে—বিরহ আছে, দিতেছি তোমারি কাছে,
বাঁচায়ে রেখেছি তাহা আঁখি নীরে নীরে।
নিয়ে যাও নিয়ে যাও, দিবো তারে ফিরে।

১০

যখন হইবে শ্যাম-সায়াহ্ন সময়,
রমণী বসিয়া ঘাটে, কেহ আর নাই কাছে,
যা দিলাম একে একে দিও সমুদয়।
প্রেম-ভাঙ্গা উপহার, যদি সে না চেনে তার,
চাহে যদি বিধুমুখি পুনঃ পরিচয়,
বলিও সে সরলারে, একটি সন্ন্যাসী তারে,
ফিরে দিছে নিশিশেষে— প্রভাত সময়।
সে মেখেছে ভস্ম-ছাই, তার আর লাজ নাই,
সে হয়েছে বনবাসী, গারো দেশে রয়।
তারি কাছে সেধে পাও, কে আর কাড়বে দাও,
সে বলেছে তোমারি এ, আর কারো নয়।
গোলাপ সুবাসমাখা, যূথিক কুসুমে ঢাকা,
হইবে তোমারি বুঝি হেন মনে লয়।
তোমারি—তোমারি দাগ ভাঙ্গা [illegible] অনুরাগ,
তোমারি গায়ের গন্ধে ভরা সমুদয়।
এই নেও ধর ধর, যাহা [illegible] কর,
চরণে দলিয়া ফেল যদি মনে হয়।
ধর ধর—যা দিয়েছে, নেও [illegible]।

৭ই কার্ত্তিক, ১২৯৫ সাল
শীতলপুর বাগানবাটী, শেরপুর, ময়মনসিংহ

গোলাপ

১

চাহি না গোলাপ! তোমারে চাহি না বেশি আর,
[illegible] বিঁধেছে প্রাণে কণ্টক তোমার।
[illegible] [illegible] গন্ধ আমোদে প্রাণের [illegible]
শুকায় নি, [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] কণ্টকে তোমার।

২

চাহি না গোলাপ! তবে চাহি না বেশি আর,
[illegible] [illegible] নিকটে তোমার।
[illegible] স্বরগ, প্রাণের লুকান [illegible]
প্রাণেই লুকা'য়ে [illegible] বেদন তাহার।
[illegible] কাহারে কাছে [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] জানে এ হৃদ রোগ—এ [illegible] [illegible],
[illegible] গোলাপ [illegible] ফুটেছে আমার!

গোলাপ! তোমারে ভালবাসিবে [illegible]ার,
থাকুক মধুর হাসি, থাকুক শত রূপরাশি,
[illegible] সুবাস তোমার।
[illegible] কাঁটা গাছে, যার ফুল তার কাছে,
প্রাণের [illegible] ভালবাসুক সে তার।
তব রূপ [illegible], হোক জগতের প্রিয়,
[illegible] পড়ুক অলি হাজার হাজার।
অনিল তোমারে নি[illegible], [illegible]হাগ করুক [illegible];
আমি ত যাব না কাছে—কি বেদন তার,
সে কি জানে প্রাণে কাঁটা ফোটে নাই যার?

৪

গোলাপ ! তোমারে ভালবাসিব না আর,
আমার সে বন যূঁই, হৃদয়ে লুকায়ে রই,
কিছুই বিঁধে না প্রাণে—কাঁটা নাহি তার।
সে ক্ষুদ্র হৃদয় তলে, বিন্দুমাত্র পরিমলে
এমন শীতল করে পরাণ আমার !
শীতল মধুর হাসি, শীতল সে রূপরাশি
নয়ন-শীতল-আলো বন-যূথিকার
অই ক্ষুদ্র বুক টুকে, [illegible] মুখে [illegible]
[illegible]
গোলাপ ! তোমারে ভালবাসিব।

৫

গোলাপ ! তোমারে ভালবাসিব না আর
শতগুণে ভাল অই যূথিকা আমার !
যেমনি পরাণ নে, তেমনি পরাণ দে,
ভাঙ্গে না চোরে না প্রাণ হাতে [illegible]
তুমি যে গোলাপ ফুল, [illegible] স্বর্ণার মূল
[illegible] না অক্ষত প্রাণ পেলে [illegible]।
হৃদয় শতধা ছিন্ন কণ্টকে তোমার।

৬

গোলাপ ! তোমারে ভালবাসিব না আর
শতগুণে ভাল অই যূথিকা আমার।
রূপে আলো করি তুমি, উজল বাগানভূমি
উন্নত প্রাচীর কাঁটা বেড়া চারি ধার,
লুকায়ে ছাপিয়ে যাই, তবু না দেখিতে পাই
বিমুখ হইয়ে আসি গিয়ে কত বার !
কিন্তু অই যূই ফুল, প্রেম-প্রস্রবণ-মূল,
উছলে হৃদয় কেন্দ্রে বেগে অনিবার,
দিবানিশি নাহি ভেদ, ভালবাসা অবিচ্ছেদ

হৃদয়ে লাগিয়ে থাকে সতত আমার।
গোলাপ! তোমারে ভালবাসিব না আর!

৭

গোলাপ! তোমারে ভালবাসি না আর,
আছে তো কামিনী ফুল, মালতী বেলা বকুল,
বাগান করিছে আলো রূপে সবাকার!
আরো আছে শত শত, সুন্দর কুসুম কত,
সকলের চেয়ে বেশী চমক তোমার।
তা'র ত এমন নয়, সবে কোমলতাময়
সকলে খুঁজিয়া পড়ে লাজে আপনার।
যখন তখন যাই, অমনি দেখিতে পাই
ছলনা চাতুরী নাই হৃদয়ে কাহার!
এমন সরল তারা, তুমি যে গরলধারা,
গড়াবে পড়িছে গায় গরম তোমার!
আমার ও যূঁই ফুল নাহি তার সমতুল,
সকলের চেয়ে বেশী সরলতা তার,
সুখে দুখে সদা হাসে, তাই তারে ভালবাসি
সে থাকে ফুটিয়ে আছে হৃদয়ে আমার!
গোলাপ! তোমারে ভালবাসিব না

৮

না—না না!
পারিব না ভাল না বাসে, পারি নারে ভুলে,
গোলাপ, তোমারে ভালবাসিব আবার!
যদি না হে ভালবাসি, পোড়ে প্রাণ দিবানিশি
হৃদয়ে জ্বলিতে থাকে চিতার অঙ্গার!
এ অনল নিবাইতে,—এ প্রাণে প্রবোধ দিতে,
গোলাপ! তোমারে ভালবাসিব আবার!

৯

গোলাপ ! তোমারে ভালবাসিব আবার !
কণ্টকে কণ্টকে যদি, চিরে প্রাণ নিরবধি,
এ হ'তে তবুও ভাল যন্ত্রণা তাহার !
দিয়েছি পাতিয়ে বুক, সে কণ্টক বিষমুখ,
আমূল হৃদয়তলে বিঁধুক আমার !
ভাল না বাসিলে তোরে, মরি যে যাতনাঘোরে,
কে বুঝে সে হৃদয়ের যাতনা অপার ?
গোলাপ ! তোমারে ভালবাসিব আবার !

১০

গোলাপ ! তোমারে ভালবাসিব আবার !
চাহি না কামিনী ফুল, চাহি না বেলী বকুল,
ছার সেই বন-যূঁই নিছনি তোমার !
কে লাগে রে তোর কাছে, তোর কি তুলনা আছে ?
ভূতলে অতুল তুই পারিজাত হার !
হাজার সুন্দর হোক, হাজার সুবাস রৌক্,
তবুও কামিনী ভাল লাগে না আমার,
গোলাপ ! তোমারে ভালবাসিব আবার !

১২৮৫-৮৬ সাল

জয়দেবপুর

কি হ'লো আমার?

১

আহা, কি হ'লো আমার?
ছিল যা প্রাণ মন, নিম্মল দর্পণ সম,
অকলঙ্ক — অতি স্বচ্ছ — অতি পরিষ্কার।
কোন চিন্তা, কোন ভয়, করে নাই বিমলিন
এমন গভীর ঘন গাঢ় অন্ধকার!
কোনদিন আগে দেখে, থাকে নাই মনে মনে
এত বড় ভাবনা নাই এ প্রাণ মাঝ,
আহা, কি হ'লো আমার

২

আহা, কি হ'লো আমার?
ঝিমাইয়া প'ড়ে যেন এ হৃদয় কি হ'ল কত
পরাণে প'ড়ল এবে কি খানা ভার
কার এ বিশাল ছায়া, কার এ বিরাট কায়
এ কি ঘনবর্ষা ঝ'রিল তাহার।
সমস্ত প্রাণ জুড়ে, কতরূপ আলো গো,
এ ঢেকে গেছে বিশ্ব জগৎ সংসার।
আহা, কি হ'লো আমার?

৩

কি হ'লো আমার? অই যে এখন হ'তে
সমস্ত হৃদয় ব্যাপ্য ভরা দেখ তারে।
নাহি প্রাণ নাহি মন, কত কার বলেলে,
ডুবিয়া গিয়াছি তার ছায়া-অন্ধকারে।
যে দিকে যে দিকে চাই, চন্দ্র নাই সূর্য্য নাই
তাহারি প্রতিমা মাথা রাখে দেখি তারে।
কার এ বিশাল ছায়া গ্রাসিল আমারে?

৪

কার ও মধুর মুখ বিধুর শোভায়,
পূর্ণিমার রে'তে ফোটে আকাশের গায় ?
করি ও নয়ন বাঁকা, কমলে রয়েছে আঁকা,
অমর অমৃত মাখা স্নেহ মমতায় ?
জ্বলন্ত হৃদয়ে মম, শীতল চন্দন সম
সরস পরশ কার বহে মলয়ায় ?
কে গো এ আকুল প্রাণে, শ্যামা কোকিলার গানে,
মধুর মদিরা ঢালে সংগীত সুধায় ?
সায়াহ্ন মধ্যাহ্ন কিবা, কিবা নিশি কিবা দিবা,
পর্ব্বতে পাষাণে বনে তরু লতিকায়,
ক্ষুদ্র শিশিরের বিন্দু, অকূল সমুদ্র সিন্ধু,
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ভরা কাহার ছায়ায় ?
কার এ বিশাল ছায়া গ্রাসিল আমায় ?

৫

কার এ বিশাল ছায়া গ্রাসিয়াছে প্রাণ ?
সশঙ্কে সভয়ে হায়, এত যত্নে কার পায়
আপনি সাধিয়া দিছি আত্ম-বলিদান ?
মনের মহত্ত্ব যত, দিয়াছি জন্মের মত,
ভুলিয়া গিয়াছি হায় মান-অপমান !
কার এ বিশাল ছায়া গ্রাসিয়াছে প্রাণ ?

৬

কে গো দেবি ! হৃদয়ের রাজরাজেশ্বরী,
পাতিয়াছ সিংহাসন, আচ্ছাদিয়া প্রাণমন,
মৃত এ আশারে হায় শবাসন করি ?
এ দগ্ধ শ্মশান-দেশে, এই ভস্ম-অবশেষে
কে গো এ অনল মাখা আনন্দ-লহরী ?
কি আছে কি দিব আর, দেবযোগ্য উপহার,

যাও এ শ্মশানরাজ্য যাও পরিহরি।
যাও এ সরল বুকে সর্ব্বনাশ করি।

৭

যাও সর্ব্বনাশ করি, নাহি পারি আর
এমন আগ্নেয়ীমূর্ত্তি পূজিতে তোমার!
সশঙ্কে আতঙ্কে ত্রাসে, এত উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে,
এত অশ্রুজল আর এত হাহাকার,
পারি না পারি না হায়, নিত্য এত লাঞ্ছনায়,
অর্পিতে চরণে হেন পূজা উপহার!
পারি না আগ্নেয় মূর্ত্তি পূজিতে তোমার।

৮

আনন্দ উল্লাসময় সরল হৃদয়,
নাহি ছিল কোন চিন্তা, নাহি ছিল ভয়।
আপনি আপন মনে, সমস্ত হৃদয়সনে,
আপনি বেসেছি ভাল আপন হৃদয়।
পরাণে লাগেনি দাগ, করি নাই আত্মত্যাগ,
করিনি শান্তির সনে অশ্রু বিনিময়।
কিন্তু আজি কার ছায়া, কার এ বিরাট কায়া
কার এ বিশাল মূর্ত্তি জ্যোতি-মণিময়
এত দয়া এত স্নেহ, কার এই দেব দেহ,
লইল হৃদয়রাজ্য করি পরাজয়!
কার এ বিশাল ছায়া গ্রাসিল হৃদয়।

২০শে ভাদ্র, ১২৯৩ সাল
জয়দেবপুর, ঢাকা।

দেখিলাম কই ?

১

দেবি ! দেখিলাম কই ?
কপোলে কুন্তলচূর্ণ, অধর অমৃতপূর্ণ,
নয়নে করুণা মাখা সুন্দর বড়ই !
ললাটে লাবণ্য-সিন্ধু, উজলি উঠিছে ইন্দু,
দেখেছি কি না দেখেছি একদিন কই !
এলানো কুন্তলভার, ঘনঘোর অন্ধকার,
ছড়া'য়ে রয়েছে যেন জলধর অই !
স্নেহে যেন ছানামাখা, কবি কল্পনায় আঁকা,
মমতার মন্দাকিনী সুন্দর বড়ই !
দেবি, দেখিলাম কই !

২

এ দগ্ধ হৃদয়ে দেবি ! তুমিই আমার
অমৃতের অবলেপ, আনন্দ-তাড়িত-ক্ষেপ,
স্বর্গীয় শান্তির শত সঙ্গীতের ধার !
এ রক্ত অধরে হাসি, ওঠে প্রাণ পরকাশি,
সরল শরত-শোভা শত চন্দ্রমার !
যতক্ষণ দগ্ধ আঁখি, ও নয়নে মেখে রাখি,
ভুলে থাকি এ সংসার জ্বালা-যন্ত্রণার !
এ দগ্ধ হৃদয়ে শান্তি তুমিই আমার !

৩

প্রিয়তমে !
এক দিন হৃদয়ের রত্ন-সিংহাসনে,—
যদিও দিবস কত, ঢাকিয়াছে অবিরত
পরতে পরতে তারে শত আবরণে,
এক দিন হৃদয়ের রত্নসিংহাসনে,

বসায়েছি যে প্রতিমা, কি লাবণ্য ! কি মহিমা ।
পবিত্র করিলে প্রাণ পরশি চরণে !
হৃদয় অজ্ঞাত ভাবে, কি জানি কি সুখ লাভে
আপনা চাহিয়া দিল অঞ্জলি অর্পণে !
কি জানি চরণ তব পূত পরশনে !

৪

দেখিনি মানবচক্ষে সে রূপ অতুল,
দেখিনি কখনো প্রিয়ে, মানবের আঁখি দিয়ে,
সেদিন দেখেছি যদি তবু হয় ভুল !
শুধু কল্পনায় আনি, দেখা'ল প্রতিমাখানি,
বিনোদ বদন ভরা এলোমেলো চুল !
ফুটিয়া উঠিয়া হায়, লুঠিয়া পড়িছে পায়,
অনাদরে অযতনে— নীচে তরুমূল,
স্বর্গের সুরভি মাখা বিনোদ বকুল ।

৫

মোহিল সে প্রাণমন সুরভি উচ্ছ্বাসে,
নয়ন সতর্ক রাখি চারিদিকে চেয়ে থাকি,
দেখি না হৃদয়ে জানি কোন্ পথে আসে !
সেই এলোমেলো চুল, বিনোদ বকুল ফুল !
প্রাণের ভিতর জানি কোথা হ'তে হাসে !
মোহিল সে প্রাণমন সুরভি উচ্ছ্বাসে !

৬

মোহিল সে প্রাণমন স্বর্গীয় স্বপন,
আজি ক'বছর পরে, একটি মুহূর্ত্ত তরে,
নহে নিদ্রা, নহে তন্দ্রা, নহে জাগরণ !
একটি মুহূর্ত্ত তরে, কত যত্নে মনে পড়ে—
কত আদরের সেই আকুল স্মরণ !
কত অশ্রুজলে ভাসি, কত কাঁদি, কত হাসি,
আকুল প্রাণের সেই কত আকিঞ্চন !

কত পুণ্যে হায় হায়, কত যুগ তপস্যায়,
হেরিব তোমার প্রিয়ে চারু-চন্দ্রানন !
কই দেখিলাম দেবি, জাগ্রত স্বপন !

৭

কই দেখিলাম আজি হৃদয়ের রাণী,
হৃদয়নন্দনে দেবি, যে চরণ নিত্য সেবি,
কই দেখিলাম সেই চরণ দু'খানি !
একমাত্র অদ্বিতীয়, প্রাণের অধিক প্রিয়,
জগতে তোমারে বই আর নাহি জানি !
কই এলোমেলো চুল, কই সে বকুল ফুল,
কই সে আকুল ভাষা—আধ আধ বাণী ।
আধ ঘোমটায় ঢাকা, আধ আধ লাজ মাখা,
কই গো সে দয়াময়ী দেবী বীণাপাণি !
কই দেখিলাম আজ হৃদয়ের রাণি !

দেবি, দেখিলাম কই ?
কপোলে কুন্তলচূর্ণ, অধর অমৃত পূর্ণ,
নয়নে করুণা মাখা সুন্দর বড়ই !
ললাটে লাবণ্য সিন্ধু, উজলি উঠিছে ইন্দু,
দেখেছি কি না দেখেছি একদিন বই !
এলান কুন্তলভার, ঘনঘোর অন্ধকার,
ছড়ায়ে রয়েছে যেন জলধর অই !—
স্নেহে যেন ডানা মাখা, কবি কল্পনায় আঁকা,
মমতার মন্দাকিনী সুন্দর বড়ই !
দেবি ! দেখিলাম কই ?

১০ই ভাদ্র, ১২৯৩ সাল
জয়দেবপুর, ঢাকা

প্রেমোন্মীলন

১

"বুঝিলাম মন।" প্রিয়ে কি বুঝিলি বল,
নাচিল হৃদয়ে রক্ততরঙ্গ তরল!
হৃদয়ের গ্রন্থিগুলি,
একে একে গেছে খুলি,
আপনার বশে নাই পরাণ পাগল,
জানিতে বাসনা মনে কি বুঝিলি বল।"
হৃদয়ের কোন্‌খানে,
আবার ছুঁইল জানি,
সঞ্জীবনী সুধাশক্তি পূর্ণ পরিমল।
আবার করিল প্রাণ পাগল পাগল!

২

কি বুঝিলি প্রিয়তমে। কি বুঝিলি বল,
জানিতে বাসনা বড়—পরাণ পাগল!
সোণার মৃণাল দিয়ে,
প্রিয়তমে কি দেখায়ে,
কি বলিলি শশিমুখি ঝাঁপিয়ে অঞ্চল?
"বুঝিলাম মন!" প্রিয়ে, কি বুঝিলি, বল
বসন্ত কোকিল কণ্ঠে,
সুধাকর গায় যেন,
অজানা ছুঁইল গিয়ে হৃদয়ের তল:
আবার করিল প্রাণ পাগল পাগল!

৩

কি দিয়ে বুঝিলি মন? "মন দিয়ে মন।"
কবে দিলি? ক্রোধে রক্ত সুনীল নয়ন।
আরো কত ক্রোধে জানি,
ফুল্ল-রক্ত-সরোজিনী,

করিয়ে বঙ্কিম গ্রীবা কাঁপিল কেমন ,
কত যে সৌন্দর্য্যময় মন্দ আন্দোলন !
আবার সরোজলতা,
ভ্রূযুগ কুঞ্চিত করি,
হৃদয়ে করিল তপ্ত সুরা সংক্রমণ,
কিবা সেই অভিমান প্রাণ-উন্মাদন !

কিবা সেই অভিমান-স্ফীত-বক্ষস্থল,
অপাঙ্গে উগারে আরো উগ্র হলাহল !
কোমল দক্ষিণপাণি,
টানিল ঘোমটাখানি,
অষ্টমীর অর্দ্ধশশী পবিত্র নির্ম্মল,
উজ্জলিল চারু অর্দ্ধ ঘোমটার তল !
আবার সে অভিমানে,
কবে যে দিয়াছে প্রাণ,
কহিল অমর বালা, বিচূর্ণ কুন্তল
চুম্বিল গোলাপ-রক্ত কপোলের তল !

কি কহিলি অভিমানে সরলা আবার,
পশেনি হৃদয়ে হেন তপ্ত সুরাসার !
আজিই প্রথম তার,
এ হৃদয় ছুঁইবার,
কাঁপিয়া উঠিল বুকে ধমনীর তার,
করেনি হৃদয় হেন উন্মাদ ঝঙ্কার !
এমন উন্মত্ত প্রাণ,
হয় নাই কোন দিন,
একত্রে উছলে যেন সপ্ত পারাবার !
কি কহিলি শশিমুখি সরলা আমার ?

সে অনন্ত মত্ততায়,
উদাস করিল প্রাণ,
কি কহিলি মানময়ি? শুনিনু আবার,
"বুঝিতে তোমার মন বাকী নাই আর!"

৬

"বাকী নাই—যা করেছি—এই শেষ তার,
* * বল কি করিব আর?
পাইতে তোমার মন,
কি না করিয়াছি বল,—"
মধুর এস্রাজে প্রাণে বাজিল আবার,
"বল দেখি প্রিয়তম! কি করিব আর?"
পুলকে পাগল প্রাণে,
চাহিনু গগন পানে,
দেখিলাম সত্য শশী সুধার আধার,
বুঝিলাম এত দিনে, বুঝি নাই আর।

-

কুসুমে সৌন্দর্য্য আছে সুধা-পরিমল.
আছে মাদকতা তায় পরাণ-পাগল!
বুঝি নাই এত দিন,
বুঝিলাম আজি আছে,
জগতে পরশমণি মাণিক উজ্জ্বল,
অন্তরের ভালবাসা—অমিয় সরল!
বুঝিলাম এত দিনে,
সত্যই মানস হ্রদে,
ফুটে সুধাসিক্ত কম কনক-কমল,
ভূতলে অতুল যার উপমার স্থল!

৮

বুঝিলাম এত দিনে, বুঝি নাই আর,
সত্যই ত্রিদিব আছে অমর সংসার !
মৃত-সঞ্জীবনী সুধা,
সত্যই সেখানে আছে,
মরে না অমর লোক আস্বাদনে যার,
বুঝিলাম এতদিনে—বুঝি নাই আব !
সত্যই নন্দন বনে,
স্বর্ণ-পারিজাত ফুটে,
সত্যই অধবে সুধা সুর অঙ্গনায়,
বুঝিলাম এতদিনে—বুঝি নাই আর !

আবাব গাইল বীণা তাল মান লয়,
“কহিলাম কথাগুলি প্রগল্‌ভতাময়,
কহিলাম কথাগুলি,
মনের কপাট খুলি,”—
আবার কোমল কণ্ঠ মন্দীভূত হয় ;
কি সুন্দর সরলাব সলজ্জ বিনয় !
অতি আস্তে ধীবে ধীরে,
আবার কহিল ফিরে,
“মনে না কবিও কিছু !” ভুলিবাব নয়,
কি সুন্দর সবলার সলজ্জ বিনয় !

১০

আবার গাইল বীণা তাল মান লয়,
“স্মরণে রাখিও সখা যদি মনে লয়,—
অনেক বিশ্বাসে প্রাণ,
তোমাকে করেছি দান,

কি বলিব প্রিয়তম বলিবার নয়,
স্মরণে রাখিও সখা যদি মনে লয় !
করিয়া অনেক আশা,
দিয়াছি এ ভালবাসা,
সরলা নারীর নাকি সদা ভুল হয় !
স্মরণে রাখিও সখা যদি মনে লয় !”

১১

এই কি সরলা তোর হৃদয় সরল ?
কেমনে ঢালিলি প্রাণে প্রতপ্ত গরল ?
দেখাব চিরিয়ে বুক,
আছে কিনা একটুক,
অনাদর—অবিশ্বাস,—হৃদয়ের তল,
আয় দেখাইব শিরা ছিঁড়িয়া সকল !
শুনিয়া হাসিল প্রিয়া,
বদনে অঞ্চল দিয়া,
অর্দ্ধ নিমীলিত চারু-নব-নীলোৎপল,
লাজে অবনত মুখে নিরখে ভূতল !

২৯শে মাঘ, ১২৮৫ সাল
জয়দেবপুর

কলঙ্কী শশাঙ্ক

আজি এ শারদ নিশি—হাস শশধর !
নির্ম্মেঘ-নবীন-নীল অমল অম্বর !
নিরমল হাসি রাশি, মনে প্রাণে ভালবাসি,
আরো ভালবাসি অই কলঙ্ক সুন্দর,
আজি এ শারদ নিশি—হাস শশধর !
ভুলিয়ে গিয়েছে প্রাণ, তুমি প্রেম মূর্ত্তিমান,
প্রেমেতে মাখানো তব কম কলেবর,
‘কলঙ্কী শশাঙ্ক’ প্রেম-উপাধি সুন্দর !

উছলিয়া প্রেম পড়ে,		কে বলে সুধাংশু ঝরে,
হৃদযে প্রেমের স্রোত বহে নিরন্তব,
ও নহে কলঙ্ক অই প্রেমের মোহর !

'শশাঙ্ক' কি মিষ্ট নাম, কে কলঙ্ক কয় ?
প্রেমের মিলন—এ যে নামে পরিচয় !
কে দিল বাছিয়া নাম		নামেতেই বুঝিলাম
বুঝিলাম মোব মত তাহারো হৃদয়,
সেও ভালবাসে শশি তোমারে নিশ্চয় ।
প্রাণের সহিত শশি,		তোমারে হে ভালবাসি,
তুমি যত প্রিয়তম এত কেহ নয় ।
'শশাঙ্ক' কি মিষ্ট নাম ! কে কলঙ্ক কয় ?

৩

ওঠে নাই কোলে যার সোণাব হরিণ,
বলুক 'কলঙ্কী' সেই মূর্খে চিরদিন !
এক দৃষ্টি অর্দ্ধ পায়,		অর্দ্ধেক সম্মুখে চায়,
প্রাণ নেয় প্রাণ দেয় প্রাণে হয় লীন,
চকিত সরল অই সোণার হরিণ !
কি জানি আবার কয়,		মুখে হাসি বুকে ভয়,
আধ তার মনে রয়, এত পরাধীন !
চকিত সরল অই সোণার হরিণ !

৪

শারদ সাযাহ্ন, হাসে প্রকৃতি শ্যামল,
হাসিছে গগন নব-নীল নিরমল ।
ফোটেনি এখনো তারা,		ফোটো ফোটো করে তারা,
কুটীরে ফুটিল কিবা কিরণ কোমল,
নহে চন্দ্র, নহে তারা, নহে শতদল !

জনক কুরঙ্গ ওটী,   সুনীল নয়ন দু'টী,
মরি কি লাবণ্যময় চকিত চঞ্চল !
শারদ সায়াহ্নে অই নীল উত্পল !

৫

দেখেনি যে জন এর নবীন মাধুরী,
চোকের উপরে কিসে প্রাণ করে চুরি !
অথবা সাধিয়ে দেই,   তার কিছু দোষ নেই,
সরল হরিণ অই জানে না চাতুরী !
এস না. ডাকিছে ওই,   এ আনন্দ কোথা থুই,
পরাণ ভাসিয়া যায়, আহা কি মাধুরী !
সরল হরিণ অই জানে না চাতুরী !

৬

স্বর্গের অমৃতময় সেই এক দিন—
চকিত সরল অই সোণার হরিণ।
এদিকে ওদিকে দোলে,   আছে সরসীর কোলে,
মৃণাল কণ্টকে যেন সোণার নলিন।
ছুটিয়া আসিতে চায়,   মৃণালে আটকে হায়,
বিষাদ সলিলে অই ভাসে চিরদিন,
মৃণাল কণ্টকে যেন সোণার নলিন !

৭

অই যে বিগত দিন পূরব অম্বর,
উজলি উঠিল যবে নব বিভাকর,
আশার একটী রেখা,   ওরি সনে দিয়ে দেখা,
মুহূর্ত্তে ফুটিল শত কিরণ সুন্দর,
উজলি উঠিল যবে নব বিভাকর !
চেয়ে দেখিলাম ফিরে,   হেমময়ী হরিণীরে,
দাঁড়ায়ে ঘরের ছেঁচে হাসে মনোহর,
প্রাণের হরিণ অই সরল সুন্দর !

৮

'পথের মানুষ'—প্রিয়ে ! কেন অভিমান ?
মানুষ জানে না দেব পূজার বিধান !
দেবতার যোগ্য যাহা, ভূতলে মিলে না তাহা,
কি দিয়ে তুষিব বল দেবতার প্রাণ,
মরুতে মিলিবে কোথা নন্দন উদ্যান ?
হৃদয়ের মরুভূমি, দেখেছ প্রেয়সি ! তুমি,
যা ছিল সম্বল দিছি—শুষ্ক এক প্রাণ !
কোথা পাব পারিজাত কুসুম প্রধান ?

৯

শুনিলাম পুনরায় কাঁপিল হৃদয়,
—"হইবে জীবন যদি একদিন লয় !"
এত প্রেম ভালবাসা আগে ত জানিনে আহা,
সোণার শরীরে ও যে এত জ্বালা সয়,
শুনিলাম সবিস্ময়ে—কাঁপিল হৃদয় !
প্রাণের জীবন্ত যন্ত্র, সাধে যার মহামন্ত্র,
চিনিলাম আজি তারে, নহে সে নিদয়
প্রেম তার দয়া তার অনন্ত অক্ষয় !

১০

বুঝিলাম আজি অই দেবতার প্রাণ,
প্রেমের অনন্ত উৎস, নহে ও পাষাণ !
প্রত্যেক আঘাতে বুকে, এক গঙ্গা শত মুখে
ছুটিছে অনন্ত বেগে—বহে না উজান !
বুঝিলাম আজি অই দেবতার প্রাণ !
আজি বুঝিয়াছি হায়, অই ফল্গু গঙ্গা ধায়,
হৃদয়ে অনন্ত স্রোত সদা বেগবান,
প্রেমের অনন্ত উৎস নহে ও পাষাণ !

১১

আবার বিকালে কালি কি কহিব আর,
সম্মুখে সে হেমময়ী হরিণী আমার !
এই আসে এই যায়, এই পুনঃ ফিরে চায়,
এই দেখি পুনরায় বুকে অভাগার,
কনক কলঙ্ক অই কুরঙ্গ আমার !
কি কহিব একমুখে, সে মাহেন্দ্র ক্ষণটুকে,
দীনের গলায় আহা মণিময় হার,
কনক-কলঙ্ক অই কুরঙ্গ আমার !

১২

কি চাহনি চেয়েছিল সলাজ নয়নে,
কি কথা যে কয়েছিল তাও আছে মনে !
বলেছিল বার বার, ‘জানি না, জানি না আর !’
লুকায়ে রেখেছি তাহা পরাণের কোণে,
যতদিন বেঁচে থাকি রহিবেক মনে !
সে সলাজ হাসিমুখ, কিবা লাল টুক্ টুক্ !
খেয়েছি স্বর্গের সুধা প্রত্যেক চুম্বনে,
যতদিন বেঁচে থাকি রহিবেক মনে !
উন্মত্ত ঝটিকা দিয়া, আস্ফালিয়া—আনন্দে সম্মা,
ঢেলে দিল পদ্মবন প্রতি আলিঙ্গনে !
যতদিন বেঁচে থাকি রহিবেক মনে !

১৩

কত পুণ্য শশধর জানি না তোমার,
ও কলঙ্ক অঙ্ক-ফল কত তপস্যার ?
বল যদি প্রাণ দিলে, শশাঙ্ক, কলঙ্ক, মিলে
পাই কিনা দেখি তবে দিয়ে একবার,
কনক-কলঙ্ক অই কুরঙ্গ আমার !

ারেক মুহূর্ত্ত সুখে,   ও কলঙ্ক ধরি বুকে,
এ জীবন স্বর্গসুখ ।—বেশি নহে আর !
কনক-কলঙ্ক অই কুরঙ্গ আমার !

১৪

কত পুণ্য শশধর জানি না তোমার,
একটি রাহুর বল কত ভয় আর ?
এ পাপ অবনী তলে,   শত রাহু ভ্রমে ছলে,
তবুও কিছুই ভয় করি না যে তার,
শশাঙ্ক, সশঙ্ক নয় হৃদয় আমার !
তুমি ত অনন্ত সুখে,   ও কলঙ্ক ধরি বুকে,
স্বর্গের গগনরাজ্যে ভ্র’ম অনিবার,
ছুঁইতে পারে না তোমা পাপের সংসার ।

১৫

ওঠে নাই কোলে যার সোণার হরিণ,
বলুক্ ‘কলঙ্কী’ সেই মুখে চিরদিন !
সেই সরসীর তীরে,   দেখেনি যে হরিণীরে
প্রেমপূর্ণ দু’নয়ন—লাজ ভয় হীন ।
সেই লতা-গুল্মবনে,   যা রাখিল সংগোপনে,
চকিত সরল অই সোণার হরিণ ।
না দেখিয়া—না শুনিয়া,   না হাসিয়া—না কাঁদিয়া,
বলুক্ ‘কলঙ্কী’ সেই মুখে চিরদিন,
ওহে নাই কোলে যার সোণার হরিণ ।

১২৮৬ সাল
জয়দেবপুর, ঢাকা

বহুদিনের পর দেখা

বহুদিন হল,—ভাল নাহি পড়ে মনে,
খেলেছি শৈশবে এক বালিকার সনে।
বাগানে লইয়া তারে পরায়েছি ফুল,
খোঁপায় গুঁজিয়া দিছি মঞ্জরী মুকুল।
বকুলে গাঁথিয়া দিছি চারু চন্দ্রহার,
গলায় দিয়েছি মালা নব মল্লিকার!
সপত্র গোলাপফুল অর্দ্ধবিকশিত,
শ্রবণযুগলে তার বড় শোভা দিত!
এক দিন দেখিতে সে শোভা মনোহর,
চাহিয়া রয়েছি সেই মুখের উপর,
অকস্মাৎ জিজ্ঞাসিল বালিকা সরলা,
স্থির অবিচল যেন চঞ্চলা চপলা,
"কি দেখেছ একদৃষ্টে চাহিয়া অমন?"
কহিলাম দেখি তব চারু-চন্দ্রানন!
লাজের আবেশে মৃদু মধুর হাসিল,
ছুটিয়া আসিয়া বুকে মুখ লুকাইল।
কিন্তু সে সুখের দিন বেশী দিন নয়,
অপরের সনে তার হ'ল পরিণয়!
আর সে বাগানে নাহি এল একদিন,
কত ফুল কত মালা হইল মলিন!
কি বলিব শুধু সেই শুষ্ক ফুলদলে,
ভাসায়েছি একা বসি নয়নের জলে!
দিন গেল মাস গেল,—ফিরিল না আর,
সেই-দেখা শেষ-দেখা হইল তাহার!
বহু দিন হ'ল,—ভাল মনে নাহি জাগে,
কে তুমি সরলে। যেন চিনি চিনি লাগে

৮ই আষাঢ়, ১২৯০ সাল
কলিকাতা

জোনাকি

জোনাকি! আলোক নিয়া নিশীথে নির্জ্জনে,
খুঁজিয়া বেড়াস্ কি রে এখানে ওখানে?
এক দিন—দুই দিন—তিন দিন নয়,
নিতি নিতি দেখি তোরে এমনি সময়!
পথে ঘাটে মাঠে বনে তরুগুল্ম মূলে,
তটিনীর শ্যাম তটে সরসীর কূলে!
ঝোপেঝাপে দূর্ব্বাদলে শ্যাম তৃণ ঘাসে,
যেখানে ফুটিয়া ফুল লতা বউ হাসে।
কি খুঁজিস্ একাকী সে নিশীথে নির্জ্জনে,
হারালি এমন কি রে লতাগুল্ম বনে?
রত্ন কি সে? ধন কি সে? কহিনুর মণি?
সামান্য পতঙ্গ তোর সম্পদ এমনি?
অসম্ভব—মিছে কথা! উহু! কিন্তু না..
অথচ কারণ গুরু দেখে বোধ হয়!
নতুবা দিবসে রাতি করি অন্বেষণ,
চুরি করে রেতে কেন খুঁজিস এমন?
বুঝেছি রে, প্রাণটি রে—কপাল আমার!—
হাসিতে হারাল জানি কোন্ লতিকার।
জাগন্ত জগতে দিনে কলঙ্কে লজ্জায়,
না পারিয়া অন্বেষিতে মর্ম্ম বেদনায়
নিশীথে নির্জ্জনে তাই তাহাদের কাছে
খুঁজিস্ প্রাণটি কার পায় পড়ে আছে!
কিন্তু মানবের নামে ধিক্ শতবার,
এমন সৌভাগ্য কভু ঘটে না তাহার!
কি দিবসে কি নিশিতে প্রভাতে সন্ধ্যায়,
সাধ্য কি কাহারো কাছে প্রাণ চে'তে যায়?
নিশিতে তারকা দেখি দিনে দিবাকর,
মাসান্তে দেখিতে পাই পূর্ণ শশধর!

বসন্ত পূর্ণিমা দেখি বর্ষে এক দিন,
তাহার অধিক তারে দেখিতে কঠিন।
সেই শ্যাম সন্ধ্যাবেলা—শ্যামল পুকুর,
শ্যামার সুবর্ণ-মূর্ত্তি, হাসি সুমধুর!
কষিয়া হৃদয়ে তার রাখিলাম রেখা,
লুকাইয়া সাবধানে দেখিলাম একা।
কিন্তু আর এ জীবনে হল না কখন,
পরখি দেখি যে সেই কষিত কাঞ্চন!
জপের কলসী কক্ষে না দেখিনু ফিরা,
লইয়া অমৃত-কুম্ভ গেল যে ইন্দিরা!
সেই দিন বসন্তের পূর্ণ চন্দ্র চাপ,
পরাণে ফুটিয়াছিল সোণার গোলাপ!

* * *

আজিও দেখিতে তারে হইয়ে অস্থির,
সেই ঘাটে চেয়ে থাকি সেই সরসীর!
তাহার চরণ-স্পৃষ্ট তীরের সে ধূলি,
দুই হাতে বুকে মাখি আকুলি বেকুলি।
কিন্তু তার সনে দেখা হইল না আর,
কারে জিজ্ঞাসিব প্রাণ পেয়েছে আমার?
মাথা খাস্, পায় পড়ি, বল্ না জোনাকি.
কে করিল প্রাণ চুরি দেখেছিস্ নাকি?

১৫ই আষাঢ়, ১২৯১ সাল
ময়মনসিংহ

তোমার আমার

১

দেবি! তোমার আমার,—
কুমুদ সলিলে ভাসে, শশধর নীলাকাশে
বিষাদে মলিন মুখ চির অন্ধকার!

বঞ্চিত মিলন সুখে, সঞ্চিত বিরহ বুকে,
অপূর্ণ আশার পূর্ণ ছবি দু'জনার,
প্রিয়ে, তোমার আমার!

২

দেবি! তোমার আমার,—
অই যে পাষাণময়, শোভে গারো-গিরিচয়,
গগন ভেদিয়া শির উঠিযাছে যার,
আমরা উহারি সম, দু'জনেই নিরমম,
কঠিন কর্কশ প্রাণ দেখ দু'জনার,
প্রিয়ে, তোমার আমার!

৩

দেবি, তোমার আমার!
ভীষণ সাহারা যথা, নাহি তরু তৃণ লতা,
ধূ ধূ করে বালুরাশি অনন্ত অপার,
নাহি বারি-বিন্দু লেশ, সর্ব্বদেশে মরুদেশ,
মরীচিকা মাখা সেই প্রাণে দু'জনার,
প্রিয়ে, তোমার আমার!

৪

দেবি, তোমার আমার!
স্রোত প্রতিকূল বাতে, ভীষণ তরঙ্গাঘাতে,
আছাড়ে আছাড়ে যথা ভাঙ্গে পারাবার,
আপনি আপন বুকে, লুটিয়া পড়ে গো দুখে,
আকুল উন্মত্ত সেই চিত্ত দু'জনার,
প্রিয়ে, তোমার আমার!

৫

দেবি, তোমার আমার!
সুন্দর সোণার ছবি, উঠিলে ও রাঙ্গা রবি,
গ্রাসে গো জগৎ যথা ঘোর অন্ধকার,

হারায়ে গিয়েছি পথ, নাহি ভূত ভবিষ্যৎ,
তেমনি জীবন আজি দেখ দু'জনার,
প্রিয়ে, তোমার আমার !

৬

দেবি, তোমার আমার ।
অই যে ভূজঙ্গচয়, ফণা বিস্তারিয়া রয়,
একটু দংশিলে প্রাণ বাঁচে না কাহার,
ওর চেয়ে হলাহলে, সতত হৃদয় জ্বলে,
তবুও মরণ নাই দেখ দু'জনার,
প্রিয়ে, তোমার আমার ।

৭

দেবি, তোমার আমার ।
অই যে ক্ষিপ্তের মত, জ্বলন্ত জ্যোতিষ্ক কত,
অনন্ত গগনরাজ্যে ভ্রমে অনিবার,
আমরাও হরি ! হরি ! তেমনি সংসার করি,
হৃৎপিণ্ড উল্কাপিণ্ড জ্বলে দু'জনার,
প্রিয়ে, তোমার আমার !

৮

দেবি, তোমার আমার !
অই যে জলদচয়, ব্যাপিয়া গগনময়
কাঁদিয়া বরষে কত আঁখি-নীর-ধার,
আমরা তেমনি দুখে, নিত্য কাঁদি অশ্রুমুখে,
লুকায়ে অশনি বুকে রেখে দু'জনার,
প্রিয়ে, তোমার আমার !

৯

দেবি, তোমার আমার !
এত গো প্রণয় নহে, প্রণয়ে কি প্রাণ দহে,
হৃদয় পুড়িয়া এ যে হ'ল ছারখার,

বুঝিতে পারি না হায়, কিসে এ যাতনা যায়,
জ্বলিছে পতঙ্গসম প্রাণ দু'জনার,
প্রিয়ে, তোমার আমার !

১০

দেবি, তোমার আমার !
আশা ভালবাসা যত, সকলি জন্মের মত,
অপূর্ণ রহিল, পূর্ণ হইল না আর,
শুধু হাহাকার করি, জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি,
আর ত হবে না আহা দেখা দু'জনাব,
প্রিয়ে, তোমার আমাব !

৮ই চৈত্র, ১২৯৩ সাল
শীতলপুর বাগানবাটী, শেরপুর, ময়মনসিংহ

"পত্র লিখিও"

১

প্রিয় দেবি ! কি লিখিব ? দুইটী কথায়,
প্রাণের এ দুঃখরাশি লিখা নাকি যায় ?
তুমি ত অসূর্য্যম্পশ্যা, গৃহকোণে অমাবস্যা !
দেখিলে দেখেছ রবি আপনার পায় !
দর্পণে চাহিয়া যদি, দেখে থাক সুধানিধি,
আপনার সুধাময় আনন আভায় !
চাহিয়া গগনবক্ষে, দেখ নাই লক্ষে লক্ষে,
জ্বলে কত উল্কাপিণ্ড হায়, হায়, হায়,
কি লিখিব প্রিয়তমে, দুইটী কথায় ?

২

প্রাণের এ দুঃখরাশি কি লিখিব হায়,
দেখনি পর্বত রূপ, প্রকাণ্ড পাষাণস্তূপ,
বিরাট বিশাল বপু, গগন মাথায় !

তবে এই দুঃখভার,   কি দিয়ে বুঝাব আর,
কি লিখিব প্রিয় দেবি ! দুইটি কথায়,
প্রাণের যন্ত্রণা এত বুঝানো কি যায় ?

৩

বল না কেমনে তবে লিখিব তোমায় ?
যে অপার দুঃখরাশি,   জীবন ফেলেছে গ্রাসি,
যে গভীর শোকসিন্ধু উছলে হিয়ায়,
দেখনি সরলা যদি,   সীমাশূন্য সে জলধি,
কেমন সে মহাশূন্যে মিলিয়াছে হায়,
ভীষণ তরঙ্গভঙ্গে,   কেমনে সে মহারঙ্গে,
গগনের চন্দ্রসূর্য্য গ্রাসিবারে চায় ।
না দেখিলে প্রিয়তমে, তা কি লিখা যায় ?

৪

বল না কেমনে তবে লিখিব তোমায় ?
না দেখিলে মরুভূমি,   কেমনে বুঝিবে তুমি,
কেমনে জ্বলিছে ধূ ধূ চিত্ত নিরাশায় ।
কেমন সে মরীচিকা,   বিষমাখা বহ্নি-শিখা,
বিনোদ বাসন্তী বেশে মোহে বঞ্চনায় ।
না দেখিলে মরুভূমি, তা কি লিখা যায়

বল না কেমনে দেবি ! লিখিব তোমায় ?
দেখনি আগ্নেয়গিরি,   পাষাণের বক্ষ চিরি,
কেমনে অনল স্রোত উছলিয়া যায় !
প্রাণের সে ভস্মছাই   বাহিরিতে দেখ নাই,
আবরিয়া রবি শশী গগনের গায় ।
যে গম্ভীর পরিতাপে,   বিশাল ব্রহ্মাণ্ড কাঁপে,
আহা সে পাষাণ-ভেদী বিলাপ তোমায়,
বল না কেমনে লিখি—এ কি লিখা যায় ?

৬

বল না কেমনে দেখি ! লিখিব তোমায় ?
এ দূর পর্ব্বত দেশে, এ বিজন বনবাসে,
এই যে একাকী বসি গভীর নিশায়,
নিমগ্ন তোমার ধ্যানে, জলন্ত আকাঙ্ক্ষা প্রাণে,
আকুল হৃদয়ে দেখি শশী অস্ত যায় !
বাগানের চারিপাশে, দৌড়িয়া আঁধার আসে,
ভীষণ রাক্ষস যেন গ্রাসিতে আমায় !
এ আকাঙ্ক্ষা—এই ধ্যান, ও দগ্ধ জলন্ত প্রাণ,
অস্তমান শশিকরে মাখা হায় হায়,
ওই নিশি অবসানে,—এ কি লিখা যায় ?

৭

এই নিশি অবসানে প্রেয়সি ! তোমায়,
ছাড়িয়া এসেছি কবে, লেখা দেখি নীল নভে,
অস্তমান শশিকরে, স্তব্ধ তারকায় !
প্রভাতের এ বাতাসে, সে দীর্ঘনিঃশ্বাস আসে,
উদাস করিয়া আহা চিত্ত নিরাশায় !
দেখি সেই অশ্রুজলে, মাখা এই দূর্ব্বাদলে,
জনমের মত সেই অন্তিম বিদায় !
এই যেন সেই নিশি যায় যায় যায় ।

৮

অন্তিম বিদায় সেই, নিশি যায় যায় !
কতবার কোলে রাখি, কতবার বুকে মাখি,
পাই না কিছুতে শান্তি রাখিয়া কোথায় !
পারি না থাকিতে আর, তবু ফিরে শতবার,
চুম্বিয়াছি চোখে মুখে আকুলে তোমায় !
আছে কি এমন কথা, লিখিতে এ ব্যাকুলতা ;
প্রাণের জলন্ত ব্যথা—হায় হায় হায় !
বল না কেমনে তবে লিখিব তোমায় ?

৯

অন্তিম বিদায় সেই—নিশি যায় যায় !
প্রতিদিন নিশি শেষে, দেখি সে মোহিনী বেশে,
অপূর্ব অমর জ্যোতি আসন্ন-উষায় !
অন্য মনে অকস্মাৎ, অমনি বাড়াই হাত,
আদরে লইতে দেবি, হৃদয়ে তোমায় ।
কিন্তু ও আকাশ ধরি, বৃথা আলিঙ্গন করি,
হৃদয় ভরিয়া যায় মহাশূন্যতায় !
জানি না এমন ভাষা, এ বিফল শূন্য আশা,
বুক ভরা এ পিপাসা কিসে লিখা যায় ।
বলবে না কেমনে তা লিখিব তোমায় ?

১০

বল না কেমনে দেবি ! লিখিব তোমায় ?
দুই জনে দুই পারে, কেহ নাহি দেখি কারে,
ভীষণ বারিধি রাখে দূরে দু'জনায় ।
যায় না পাখিটি উড়ে, তোমার ও দেবপুরে,
ভগবান্ বাম হলে কি করি উপায় ?
শুধু স্বপনের মত, জীবন করিব গত,
তোমারি—তোমারি ধ্যানে, তোমারি পূজায় !
বিসর্জ্জন নাহি আর হোক্ মৃত্যু শতবার,
এ অপূর্ণ মহাপূজা অমর আত্মায়,
এ অনন্ত মহাব্রত,—এ কি লিখা যায় ?

১০ই আশ্বিন, ১২৯৪ সাল
শীতলপুর বাগানবাটী, শেরপুর

মশা

বাগানে বাগানে ঘুরে, এ ফুলে ও ফুলে উড়ে,
মধুর পিপাসী অলি মধুপান করিয়া,
নিশিতে ফুলের বুকে, লাগাইয়া মুখে মুখে,
বিবশে সে থাকে বটে মাতোয়ারা পড়িয়া !
শরতে যামিনী কালে, বেষ্টিত তারকাজালে,
উঠিলে সোনার শশী মৃদু মৃদু হাসিয়া,
অনন্ত গগনতলে, সুধা পিয়ে কুতুহলে,
চঞ্চল চকোর ছোটে সে অনন্তে ভাসিয়া !
বরষার নব ঘন, করি মৃদু গরজন,
নীল রঙে নীলাকাশ ফেলে যবে ছাইয়া,
নব জল পিপাসায়, আহ্লাদে চাতক ধায়,
‘দে জল দে জল’ বলি মন সুখে গাইয়া !
কিন্তু হে রসিক মশা, কুসুমের কোলে বসা,
সামান্য সুধাংশু অই অবহেলা করিয়া,
ভ্রূক্ষেপে চাহ না ফিরে, চাহ না নীরদনীরে,
বর্ষে যে জ্যোৎস্না জল, ফুল পড়ে ঝরিয়া !
তুমি করি প্রাণপণ, (লোকে বলে ‘পণ্ পণ্’)
বাড়ী বাড়ী কোণে কোণে সদা ফির ঘুরিয়া,
ফুলের অধিক শোভা, চাঁদ চেয়ে মনোলোভা,
দেখিলে যুবতী মুখ চুমো খাও উড়িয়া !
কিন্তু দুর্ব্বিপাকে বটে, কখনো মরণ ঘটে—
সুধা কে ছাড়িয়া থাকে সুদর্শনে ডরিয়া ?
সুরেন্দ্র ইন্দ্রও চায়, সে আননে যদি পায়,
একটি চুম্বন তার শতবার মরিয়া !

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯০ সাল
কলিকাতা

ছবি

১

কি চিত্র এঁকেছ তুমি ধন্য চিত্রকর,
কত ভাব কত ভাষা. কত স্নেহ ভালবাসা,
মথিয়া তুলিলে তুমি এরূপ সুন্দর !
প্রতি রেখা প্রতি টানে, ভাসা'য়ে বাহিরে আনে,
কি সুখ উহার প্রাণে খেলে নিরন্তর !
ওরি বুকে মেখে তুলি, দিয়েছিলে টান-গুলি ?
নহে কি অমন ছবি ওঠে মনোহর ?
জানি না এমন ভাষা, অই ভঙ্গী—অই হাসা,
চম্পক-আঙ্গুলে টিপে পদ্ম-পয়োধর ;
কোলে নিয়ে শিশু ছেলে, দেয় তার মুখে ঠেলে,
খাইয়া কমল সুধা হাসে শশধর !
জানি না এমন ভাষা লিখিতে সুন্দর ?

২

পশ্চিমে কোমল রবি হেসে অস্ত যায়,
লাবণ্য সোনার থালা, প্রেমের পণ্যের ডালা,
ডুবিল জীবনে কার সোনালী সন্ধ্যায় !
সে রূপ—সে জ্যোতিকণা, কারো মুখে দেখিতে না,
ভুলেছে জগৎ তারে হায় হায় হায় !
না না না, ও সোনা-মেঘে, সে হাসি রয়েছে লেগে,
অই যে কোমল নীল আকাশের গায় !
মেঘ কি ভুলিতে পারে, এত প্রেম একেবারে,
জড়িত জীবনে যাহা কণায় কণায় ?
যদিও ডুবেছে রবি, প্রেমের পা[illegible]শ ছবি,
নিষ্ঠুর জগৎ যদি ভুলেছে তাহায়,
এত প্রেম একেবারে, সে ত না ভুলিতে পারে,
অই যে সে বুক ভরা হাসি দেখা যায় !
মরিলে [illegible] হাসে প্রেম সোনালী সন্ধ্যায় !

৩

সোনাসন্ধ্যা সোনামেঘে সুনীল আকাশে,
শরতের সোনাশশী চুপি দিয়া হাসে।
ক্ষুদ্র ও কুটীর-দ্বারে ক্ষুদ্র আঙ্গিনায়,
সোনার সমুদ্র দেখে উছলিয়া যায়।
সোনার যৌবনে ফোটা সোনার কমল
কোলে সে সোনার শিশু হাসে খল খল!
সোনামুখে চুম্বে শিশু এক পয়োধর,
সোনা হাতে চুচুকাগ্র খুঁটিছে অপর।
দেখিয়া সোনার শশী ভাবিছে আকাশে,
কতই আনন্দে যেন আশা অভিলাষে।
"কত পুণ্য কত ধর্ম্ম কত তপস্যায়,
অমন সোনার পদ্মে মধু খাওয়া যায়?"

৪

বেলী যূঁই ফোটে নাই কুটীরের পাশে,
কেবল সোনার হাসি ঝিঙ্গা ফুল হাসে।
ছায়াময় ঝোপঝাপ চারিদিকে তার,
ফুটিছে সোনার কণা জোনাকীর ঝাড!
মাঝে তার ফুটে আছে সোনাব কমল,
কোলে সে সোনার শিশু হাসে খলখল!
বিফলে বহিয়া যায় সোনার জোয়ার,
কে দেখিবে? ঘরে নাই সোনাবন্ধু তার!

৫

পূরবে ছ'পেয়ে পথ আমতল দিয়া,
বাগানের অন্ধকারে রয়েছে ঢাকিয়া!
এই পথে ধীরে ধীরে আসিছে পথিক,
মাথার উপরে তার ডাকিতেছে পিক,
"উহু! উহু! কি কঠিন পুরুষের প্রাণ,
গেলে না-আসিতে জানে কেমন পাষাণ!"

উপর আকাশে এক পাখী যায় গেয়ে,
"চোক্ গেল পথিকের পথ চেয়ে চেয়ে !"
দয়েল বলিছে ঠারে শিশ্ দিয়া তায়,
"কিছুই বলো না, শেষে পলাবে লজ্জায় !'
শশধর হেসে বলে "সাধ্য আছে কার,
দেখিলে এ রূপরাশি যাইবে আবার ?"

৬

পথিক আসিতে চায় চলে না চরণ,
কি যেন আনন্দে তার ভু'লে গেছে মন।
পথিক আসিতে চায় পথ নাহি পায়,
নয়ন ভুলিয়ে যেন রয়েছে কোথায়।
কোথা গেছে চোক্ তার কোথা গেছে মন,
কে কোথা ইন্দ্রিয়গণ করেছে গমন।
কুড়া'য়ে আনিতে যেন নাহি পারে আর,
জীবনে হয়েছে হেন মৃতের আকার !
নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ স্তব্ধ স্থির অবিচল,
দাঁড়া'য়ে একটি যেন পাষাণ পুত্তল !

৭

আবার মাথার পরে আমের পল্লব,
নাড়িল একটি পাখী করি কলরব।
গাইল একটি মেয়ে দূরে তার সনে,
"আম গাছে বৈষা লো,
সোনা পাখী ডাকিল !—"
শুনিল একটি চন্দ্র থাকিয়া গগনে।
একটি রমণী ভুলে, চাহিল নয়ন তুলে,
একটি নিশ্বাস দীর্ঘ পড়িল কেমনে !
বুঝি না পাখীর ভাষা, বুঝি না নারীর আশা,
কি বলিল কি বুঝিল তারা দুই জনে।
সামান্য বালিকা মেয়ে, সেও যে বুঝিল গেয়ে,

পুরুষ এত কি বোকা ? হাসিল গগনে,
বেড়িয়া একটি চন্দ্র তারা শত জনে !

৮

ফিরে না নারীর আর নয়নযুগল,
পড়ে না আঁখির পাতা স্থির অবিচল !
প্রেমের অনন্ত সিন্ধু, সে নয়নে এক বিন্দু
গড়ায়ে পড়িল যেন শিশিরের জল,
পড়িল সুন্দর বুকে, শিশুর সুন্দর মুখে,
একত্রে ভিজিল দুই শশী শতদল !
অশ্রুসিক্ত স্তনভার, শিশু না চুম্বিল আর,
রহিল মায়ের মুখ চাহিয়া কেবল।
আবার পড়িল বিন্দু, দুইটি বদন ইন্দু,
হাসিল, ভাসিল দুই শিশু হিমাচল,
যমুনা জাহ্নবী স্রোতে—পবিত্র নির্ম্মল।

৯

ফিরে না নারীব তবু নয়ন যুগল,
চেয়ে আছে অনিমিখে, আঁধার পথের দিকে
জাগ্রত স্বপনে নাকি এত কুতূহল ?
এত আশা জাগে মনে, এত আশঙ্কার সনে
জ্বলিছে নিবিছে যেন জোনাকীর দল।
ছায়ায় আঁকিছে বুক, ছায়ায় আঁকিছে মুখ,
ছায়ায় আঁকিছে তার শরীর সকল !
কিন্তু সে পাষাণময়, প্রাণ কি ছায়ায় হয় ?
ছায়ায় মিশিছে ছায়া—যতন বিফল।
জাগ্রত স্বপনে নাকি এত কুতূহল ?

১০

এই দৃশ্য মহাশোভা—মহা মহোৎসব,
তিনটি বছরে আজ প্রাণে অনুভব।
প্রকৃতি দেখেনি আর যুগান্তে কখন,
এত দূরে এত গাঢ় দৃঢ় আলিঙ্গন।

ভেঙ্গে যায় বুক যেন ভেঙ্গে যায় হাড়,
রেণু রেণু হয়ে যায় প্রাণ দু'জনার।
চুম্বিতে দোঁহারে দোঁহে করিতেছে পান,
কি আকাঙ্ক্ষা অগ্নিময় শিখা লেলিহান্‌!
দেখিতে দোঁহারে দোঁহে করে ভস্মময়,
কি ভস্মলোচন প্রেম, কাম ভস্ম হয়!
ধন্য চিত্রকর, তুমি কি এঁকেছ ছবি,
কল্পনা করিতে এত নাহি জানে কবি!

২৪শে বৈশাখ, ১২৯৫ সাল,
কলিকাতা

ঘোমটা

১

রমণীর চারুচন্দ্র পবিত্র আনন,
কেন তুমি আবরিয়ে রয়েছ ঘোমটা,
দেখিতে না দেও তার লাবণ্য কেমন,
ভুবনমোহন সেই নব রূপ ছটা!
দিবা নিশি একাকী সে দেখ চাঁদ [illegible],
তথাপি আকাঙ্ক্ষা নাহি পূরে একটুক!

২

তুমি হিংসুকের শেষ বড়ই নিষ্ঠুর,
পরে যে দেখিবে তব নাহি সয় প্রাণে,
তুমি হে রাহুর চেয়ে ভয়ানক ক্রুর,
রাহু ত গিলিয়া পুনঃ উগারিতে জানে।
গিলিলে নারীর মুখ তুমি দুরাচার,
যৌবন থাকিতে তাহা নাহি ছাড় আর!

৩

দেও হে দেখিব আজ বড় সাধ মনে,
ও নলিন রূপরাশি—অমলিন কাচ।
ভয় কর কি জানি কি যদি দরশনে,
নয়নে তুলিয়ে তার নিয়ে যাই ছাঁচ!
নিব না, দেখিব শুধু আমার এ দাগে,
তোমার ও মুখখানি লাগে কি না লাগে।

৪

হারা'য়ে গিয়েছি তারে বহুদিন গত,
পরাণ আকুল বড় দেখিতে তাহারে,
টলমল সে কমল নয়ন আনত,
নুইয়ে পড়েছে যেন স্নেহ লাজ ভারে
দেখিলেই ঢাকা মুখমনে করি সেই
লু'কায়ে রয়েছে বুঝি এই—এই—এই!

৫

সন্দেহ ভাঙ্গিয়া দেও—ভেঙ্গে দেও ভুল,
অপবিত্র হইবে না দেখিলে কখন,
পৃথিবীর পাপী তাপী কত দেখে ফুল,
দেখে রবি, দেখে শশী, গ্রহতারাগণ।
সেই জ্যোতি সেই কান্তি নব পরিমল,
সকলি তেমনি থাকে পবিত্র উজ্জ্বল!

৬

একটু সর না তুমি আমি দেখে যাই,
এত দেখ নিশিদিন পুরে না কি আশা?
অথবা তোমারে মিছে দোষ দেই ভাই,
রমণীর মুখে জাগে ভীষ্মের পিপাসা!
রাহু যে চাঁদেরে ছাড়ে শুধু চাঁদ ব'লে,
সেও না ছাড়িত কভু চাঁদ মুখ হ'লে!

২৩শে বৈশাখ, ১২৯৫ সাল
কলিকাতা

আইভি লতা

আইভি লতা !
কত স্নেহ মমতায়, হৃদয় ছাইয়া যায়,
রাখে না একটু ফাঁক, একটু ব্যথা ।
মনে ক'রে দেয় তার স্নেহমমতা !

২

আইভি লতা !
স্বর্গীয় সরল প্রাণে, শুধু ভালবাসা জানে,
ফুল ফু'টে নাহি হাসে দেমা'কে কথা ।
মনে ক'রে দেয় তার স্নেহমমতা ।

৩

আইভি লতা !
পোড়া মাটি নাহি বাছে, বেয়ে উঠে মরা গাছে,
এমন উদার প্রাণ দেখেছ কোথা ?
শ্যামরূপে মাখা যেন কত মমতা !

৪

আইভি লতা !
অলি না ছলিয়া যায়, ফুলে মধু নাহি খায়,
পবিত্র সরল শুদ্ধ দেবতা যথা !
মনে ক'রে দেয় তার স্নেহমমতা ।

৫

আইভি লতা !
নাহি জানে অভিমান, সতত প্রসন্ন প্রাণ,
না আছে বিষণ্ণ ভাব নাহি ছলতা !
ভুলিতে পারি না সেই পুরানো কথা !

৬

আইভি লতা !
সাদাসিদে সোজা সাজ, সাদাসিদে বোঝা কাজ,
বসন্তে বিলাস নাই, শীতে জড়তা !
মনে পড়ে কবে তারে দেখেছি কোথা।

৭

আইভি লতা !
যখনি দেখিতে পাই, ভাবে ভোর সর্বদাই,
বয়ান ভুলিয়া গেছে বলিতে কথা !
নয়নে গলিয়া পড়ে স্নেহমমতা !

৮

আইভি লতা !
বুকে ঢেকে বুক থেকে, চমকে স্বপন দেখে,
তরাসে শিহ'রে উঠে হরিণী যথা !
কোথা সেই দেবপুর, কোথা দেবতা !

১৯শে বৈশাখ, ১২৯৫ সাল
কলিকাতা

পূর্ণ বিকশিত

১

"সুনীল গগনে আজি পূর্ণ বিকশিত,
হাসি হাসি মুখে শশী কেন প্রকাশিত ?
কেন এই জ্যোৎস্না রাশি,
কি হেতু পুলকে ভাসি,
নীরব প্রকৃতি রাণী এত উদ্ভাসিত ?"

২

সুন্দর শরৎচন্দ্র নির্ম্মল আকাশে,
পূবে—পুকুরের পারে, অন্ধকার বাঁশঝাড়ে,
বুক চিরে হাসি তার চুরি ক'রে আসে!
মড়্ মড়্ ভাঙ্গে হাড়, তবু খে'ল্ নাহি তার,
তবু দোলে বাঁশঝাড আনন্দে বাতাসে!
এ হাসি মরম-ছেদী, এ হাসি পরাণ-ভেদী,
আহাহা! এমন হাসি কে না ভালবাসে?
সুন্দর শরৎচন্দ্র নির্ম্মল আকাশে!

৩

আম কলা নারিকেল কাঁটাল সুপারী,
চারিদিকে আছে সব সারি সারি সারি!
আরো আছে যথা তথা, কত তরু কত লতা,
স্বর্গের একটি যেন গৃহস্থের বাড়ী!
কোণায় দাড়িম গাছে, শ্যামা লতা উঠিয়াছে,
লইয়া ডোগাটি হাতে দাঁড়া'য়ে সুন্দরী!
সম্মুখে বাঁশের ঝাড, বুক ভাঙ্গে হাসি তার
চাতক চমকি উঠে হাহাকার করি।
দেখে না শোনে না তারা বোঝে না সুন্দরী!

৪

লইয়া ডোগাটি হাতে ভাবিছে [illegible],
ভাবিছে চাহিয়া পূবে, জ্যোৎস্নায় আকাশ ডুবে,
বোঝেনি সে হতভাগী নিজে যে সকলা!
বোঝেনি তাহার কাছে, শিখিতে যে আসিয়াছে,
কলঙ্কী শশাঙ্ক হাসি—ভুবন উজলা!
ভুলিয়াছে শশীর সে হাসি মরা মল।

৫

সমীর তাহার স্পর্শ এসেছে শিখিতে.
যে গিয়াছে গারো দেশে, উদাসী বিদেশী বেশে,
তারে গিয়া নিশাকালে শিহরিয়া দিতে!

মোহময় স্পর্শ তার,   কে শিখিবে সাধ্য কার,
আপনি মোহিত বায়ু নিকটে আসিতে !
আঁচলে লুটায় পায়,   অলস অবশ কায়,
বোঝেনি সে 'হাবী' তারে শিখাইয়া দিতে !
সমীর তাহার স্পর্শ এসেছে শিখিতে !

৬

তার মধু, তার শোভা, তাহার সৌরভ,
শিখিতে তাহার কাছে,   কত ফুল ফুটিয়াছে,
ফুটেছে বাগানে বনে শোভা অভিনব !
করুণা মমতা স্নেহ,   কোমলতা শিখে কেহ,
শিখে যেন ভালবাসা নিশীথ নীরব !
কারে যেন কোথা থেকে,   ফুলে ফুলে বলে ডেকে,
কে যেন স্বপনে আজ করে অনুভব,
তার মধু তার শোভা তাহার সৌরভ !

৭

বোঝেনি প্রকৃতি আজ শিখে তাব কাছে,
উদার মহান্ মন,   বিশ্বব্যাপী আলিঙ্গন,
বিশাল গগন বক্ষ প্রসারিয়া আছে !
তরল কোমল হৃদি,   দয়া শিখে জলনিধি,
সৌন্দর্য্য প্রভাত সন্ধ্যা শিখে পাছে পাছে !
দেবতা মানবে আশা,   স্বর্গে মর্ত্ত্যে ভালবাসা,
না দেখে কেমনে শুধু আঁখিজলে বাঁচে,
কে যেন স্বপনে আজ শিখে তার কাছে !

৮

বোঝে না জানে না 'হাবী' এত রূপ তার,
জানে না বোঝে না হাবী,   চোক্ তুলে যারে চা'বি,
জনমের মত তার হইবে আঁধার !
যারে দিবি পা ছুঁইতে,   প্রাণ ঢেলে পূজা দিতে,
সে ত না আসিবে আহা ফিরে ঘরে আর !

যাহারে লিখিবি পত্র, কবিতায় পাঁচ ছত্র,
লিখিবে সে মহাকাব্য আঁখিজলে তার।
বল্ দেখি হা রে হারি! তুই কি বুঝিতে চা'বি,
বারো গিরি ভরা তার এত হাহাকার ?
জানে না বোঝে না হারা এত রূপ তার।

৯

চাহিয়া আকুল মনে আকাশের পানে,
ভাবিছে চাঁদের হাসি, চাঁদের এ রূপরাশি,
কতই আনন্দে প্রাণ ভাসাইতে জানে!
হারা ত জানে না হায়, নিজরূপে খাবি খায়,
হেসে বলে মধুকর কুসুমের কাণে।
শুনে সে অলির ভাষা, দেখে সে ফুলের হাসা,
প্রবাসী চাহিয়া আছে পর্ব্বত পাষাণে,
জাগ্রত স্বপনে আজ শত সাবধানে।

১০

শুনিছে সে দেবকণ্ঠে স্বর্গীয় সঙ্গীত·
আনন্দে পড়িছে পত্র, সুধা-মাখা প্রতি ছত্র
“সুনীল গগনে আজি পূর্ণ বিকশিত,
হাসি হাসি মুখে শশী কেন প্রকাশিত ?
কেন এই জ্যোৎস্নারাশি,
কি হেতু পুলকে ভাসি,
নীরব প্রকৃতিবাণী এত উদ্ভাসিত ?”
শুনিয়া অলির ভাষা, দেখিয়া ফুলের হাসা,
আনন্দে ভুলিয়া গেছে প্রবাসীর চিত,
প্রাণে জাগে প্রেমমূর্ত্তি—পূর্ণ বিকশিত।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ সাল
কলিকাতা।

কি দিবে

১

শারদ পূর্ণিমা নিশি নির্ম্মল সুন্দর ।
কি যেন আনন্দ ভরা, হাস্যময়ী বসুন্ধরা,
রজত জ্যোৎস্না ঢালা দিক্‌দিগন্তর ।
নির্ম্মল সুনীলাকাশে, তারা হাসে চন্দ্র হাসে,
কাননে কুসুমে হাসে লতা মনোহর !
কি যেন কি সরলতা, পরিপূর্ণ যথা তথা,
খুলেছে প্রকৃতিরাণী পুণ্যের নির্ঝর !

২

"পবিত্র পূর্ণিমা নিশি সুন্দর কেমন,
কি আজ তোমারে দিয়া সুখী হবে মন ।"
কি যেন স্বর্গীয় তানে, কি যেন পশিল কাণে,
কি যেন ফুটিল প্রাণে সুধা প্রস্রবণ !
"কি আছে তোমারে দিতে, মাটীর এ পৃথিবীতে,"
এ মৃত জগতে আহা অমৃত স্বপন ।

৩

সত্যই স্বপন একি আশার ছলনা ?
স্বর্গীয় সুধার নামে শুধু বিড়ম্বনা ?
কি দিবে জান না দেবি । জাননি কি হয়,
সত্যই জীবন গেল বৃথা তপস্যায় ?
সত্যই বোঝনি প্রিয়ে, দেবের হৃদয় দিয়ে,
মর্ত্ত্যের মানুষ আহা কি পাইতে চায় ?
এমন অপূর্ণ বুকে, এত অশ্রু-পূর্ণ মুখে,
বোঝ না মানুষ কাঁদে কি যে পিপাসায় ?

বোঝ না সত্যই তবে, ছাই হবে—ভস্ম হবে,
আর যে বাঁচে না প্রাণ এত নিরাশায়।
সত্যই কি এতদিনে বুঝিলে না হায় ?

৪

কি দিবে জান না দেবি, ভাবিয়া কাতর ?
ছি ছি ছি! শুনিয়া দেখ হাসে শশধর।
যেখানে আছ গো তুমি, হৌক্ না সে মর্ত্ত্যভূমি,
হৌক্ না সে বালুভরা মরু ভয়ঙ্কর!
পাহাড় পর্ব্বত রূপে, উন্নত পাষাণস্তূপে,
নির্ম্মমতা কঠিনতা থাকুক বিস্তর!
তথাপি তোমার কাছে, সেখানে সকলি আছে,
যা কিছু সরল সত্য পবিত্র সুন্দর!
সকলি সেখানে আছে যাহা মনোহর।

৫

যেখানে তুমি গো আছ, আছে তথা সব,
তুমি ফুল, তুমি মধু, তুমিই সৌরভ।
তোমারি সুরক্ত ঠোঁটে, স্বর্ণ পারিজাত ফোটে,
তোমারি বদনে দেবি, অমৃত উদ্ভব।
লাবণ্যে শশাঙ্ক হাসে মলয়া বহিছে শ্বাসে,
নয়নে নলিন শোভা করে পরাভব।
তুমি শান্তি সরলতা তুমি পুণ্য পবিত্রতা,
প্রীতির কলপ-লতা—আনন্দ উৎসব!
তুমিই সে অমরের অতুল বিভব।

৬

কি দিবে তুমি গো দেবি প্রিয় প্রাণেশ্বরি!
কি আছে তোমার আ[illegible] —হরি! হরি! হরি!
কিবা তুমি চাহ দিতে, কি নাই এ পৃথিবীতে ?
ভাবিয়া তোমার কথা হেসে কেঁদে মরি!
তুমি রত্ন—তুমি খনি, তুমিই আপনি মণি,
কি দিবে আমারে তুমি আপনা পাসরি ?

৭

পবিত্র পূর্ণিমা নিশি কেমন সুন্দর,
চকোরেরে সুধা দিয়া, কুমুদেরে ফুটাইয়া,
কি দিবে আমারে শুনে হাসে শশধর !
তরু কোলে লতা হাসে, নীরব অস্ফুট ভাষে,
কুসুম হাসিয়া মরে কোলে মধুকর !
কি তুমি গো চাহ দিতে, কি নাই এ পৃথিবীতে
তোমারি চরণে স্বর্গ সেবিছে অমর ।

৮

কি দিবে আমারে দেবি !   ফিরে পুনরায়,
আর না বলিও হেন কঠিন ভাষায় !
পাষাণ বিদীর্ণ হবে, সাগর শুকা'য়ে যাবে,
অনল জ্বলিবে শত অনল শিখায় !
বিষে বিষ যাবে ছেয়ে, শোকের সন্তাপ পেয়ে
অশনি মূরছা যাবে কুসুমের প্রায় ।
আর না বলিও দেবি !   কি দিবে আমায় !

৯

অথবা ভাগ্যের দোষে,—
নিতান্ত যদ্যপি আহা বুঝিলে না হায় !
এস তবে এস প্রিয়ে, দেই আজি শিখাইয়ে,
ধরার মানুষ মরে কি যে পিপাসায় !
দেও হৃদয়ের রাণি ! কালকূট বিষ আনি,
জ্বলিছে হৃদয়খানি শত যাতনায় !
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি, দেও মুখে পান করি,
আদরে অমৃত সম আকুল তৃষায় !
নিকটে দাঁড়াও এসে, দেখে যাই জন্মশেষে,
স্মরণে রাখিও,— * * * *

২৭শে আশ্বিন, ১২৯৩ সাল
জয়দেবপুর, ঢাকা

ক্ষুদ্র তরী

১

অই ক্ষুদ্র তরীখানি ধীরে ধীরে যায়,
ছুটিয়া পাগল প্রাণ ওরি পিছে ধায় !
অনন্ত লহরী সঙ্গে,
তরঙ্গিনী কত রঙ্গে,
তরল রজতস্রোত পুলকে গড়ায় !
অই ক্ষুদ্র তরীখানি বুকে ভেসে যায় !
কঠিন কাষ্ঠের তরী,
নদী বক্ষ ভেদ করি,
প্রতি দাঁড বিক্ষেপণে ছুটিয়া পলায়,
পশ্চাতে রাখিয়া দাগ, যতদূর যায় !

২

অই ক্ষুদ্র তরীখানি ধীরে ধীরে যায়,
পাগল প্রাণের প্রাণ ওরি পিছে ধায় !
জীবন-প্রবাহে নদী,
দাগ রেখে যায় যদি,
তবুও জলের দাগ জলেই মিশায়,
আবার লহরী রঙ্গে নাচিয়া বেড়ায় !
কঠিনা কাষ্ঠের তরী,
এই বক্ষ ভেদ করি,
তোর লো হৃদয় সনে ভেসে ভেসে যায়,
বিদীর্ণ হৃদয় নাহি মিশে পুনরায় !

৩

অই ক্ষুদ্র তরীখানি ধীরে ধীরে যায়,
পাগল করিল প্রাণ—কে গো অই ধায় !

প্রতি দাঁড় বিক্ষেপণে,
যে আঘাত লাগে মনে,
যে তরঙ্গ ওঠে মনে বলা নাহি যায়,
নদীর নির্জীব জল সম্ভবে কি তায় ?
জলময় নদীবক্ষ,
এ আঘাত লক্ষ লক্ষ—
মুহূর্ত্তে কাঁপায়ে জলে মুহূর্ত্তে মিশায়,
বিদ্যুৎ আঘাতে বুক বিলোড়িয়া যায়

৪

অই ক্ষুদ্র তরীখানি ধীরে ধীরে যায়,
পাগল করিল প্রাণ—কে গো অই নায় ?
তরল সলিলরাশি,
সরল রজত হাসি,
আঘাতে কাঁপিয়া নদী হাসে পুনরায়,
সন্ধ্যার সৌন্দর্য্যমালা পরিয়া গলায় !
কিন্তু ও আঘাতগুলি,
যে তরঙ্গ দিছে তুলি,
প্রতপ্ত শোণিত স্রোতে, সহন না যায়,
সমস্ত হৃদয় কাঁপে আগায় গোড়ায়
মনের যে সুখ আশা,
প্রাণের যে ভালবাসা,
অন্তরের সে পিপাসা ভাঙ্গা ভাঙ্গা প্রায়,
কম্পিত জীবন স্রোতে ভাসিয়া বেড়ায় ।

৫

অই ক্ষুদ্র তরীখানি ধীরে ধীরে যায়,
পশ্চাতে রাখিয়া দাগ—কে গো অই নায় ?
স্বর্ণভানু অস্তাচলে,
কি শোভা জলদ দলে,

সোনার আঁচলখানি গগনের গায়,
শীতল মৃদুল সান্ধ্য অনিলে উড়ায়!
ও তরীর আগেভাগে,
আকাশে ও শোভা জাগে,
মোর মত পিছে থেকে দেখ পুনরায়,
ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে বহ্নি গগনের গায়!

৬

অই ক্ষুদ্র তরীখানি ধীরে ধীরে যায়,
ফিরে না নয়ন দুটি কে গো অই নায়?
কঠিন মাঝির প্রাণ,
ঘন দেয় দাঁড়ে টান,
মনে করি, করি মানা, সরে না জিহ্বায়।
কাতর নয়ন দু'টি অই দিকে চায়।
বাসনা সতত প্রাণে,
থাকে তব অইখানে,
নয়নের পথে পথে ভাসিয়া বেড়ায়,
সায়াহ্ন পবনে অই নদী নীলিমায়!

৭

অই ক্ষুদ্র তরীখানি ধীরে ধীরে যায়,
ফিরে না নয়ন দু'টি—কে গো অই নায়?
দেখিব বলিয়া যারে,
চাহিতেছি বারে বারে,
এখন তাহারে আর দেখা নাহি যায়,
নয়ন তরণী মাঝে গ্রাম অন্তরায়।
দেখিয়াছি শেষ বার,
লও প্রিয়ে উপহার,
শেষ অশ্রুবিন্দু এই,—কি দিব তোমায়?
সকলি দিয়াছি আগে,—বিদায়! বিদায়!

যাই তবে প্রিয়তমে,
ভাবি নাই এ জনমে,
সকলি দিয়াছি আগে,—দিব যে তোমায়,
এতদিনে শেষ-অশ্রু—অন্তিম বিদায়।

৮

অই ক্ষুদ্র তরীখানি ধীরে ধীরে যায়,
পুণ্যময় সেই দেশ লাগিবে যথায়।
ত্রিদিব সৌন্দর্য্যরাশি,
যাইতেছে ভাসি ভাসি,
সায়াহ্ন সমীরে অই নদী-নীলিমায়,
পুণ্যময় সেই দেশ লাগিবে যথায়!
পু'ড়ে হ'লো ভস্ম ছাই,
হৃদয়ের কিছু নাই,
নয়নের শেষ-অশ্রু—অন্তিম বিদায়।
এ জনমে দেখা নাহি হবে পুনরায়।

১২৮৫ সাল,
জয়দেবপুর, ঢাকা

কোথায় যাই?

১

আর ত পারি না আমি নিতে।
করুণার মমতার, এত বোঝা— এত ভার,
আর আমি পারি না বহিতে।
এত দয়া অনুগ্রহ, কেমনে সহিব কহ,
আর না কুলায় শকতিতে।
হৃদয় গিয়েছে ভ'রে নয়নে উছলে পড়ে,
ধরে না ধরে না অঞ্জলিতে।

ভাসিয়া যেতেছি হায়, করুণায় মমতায়,
অলস অবশ সাঁতারিতে !

২

আমারে দিও না কেহ, আর এ মমতা স্নেহ,
আর অশ্রু পারি না মুছিতে !
এত স্নেহ মমতায়, কত যে যাতনা হায়,
যে না পায়, পাবে না বুঝিতে !
জীবনে করেছি শিক্ষা, শুধু ভিক্ষা—শুধু ভিক্ষা,
একটু শিখিনি কারে দিতে !
কত ভাবি দিব যেয়ে, দিতে যেয়ে বসি চেয়ে,
সে ত গো জানে না ফিরাইতে !
সে জানে না কণা-বিন্দু, সে দেয় ঢালিয়া সিন্ধু,
ছোট বুকে পারি না রাখিতে !
আরো বলে দিবে কত, জন্ম জন্ম অবিরত,
রয়েছে অনন্ত আরো দিতে !
শুনিয়া লেগেছে ত্রাস, সর্ব্বনাশ ! সর্ব্বনাশ !
এত দিলে পারি কি বাঁচিতে ?
চাহি না তাহার প্রেম, হৌক হীরা—হৌক হেম,
হউক অমৃত পৃথিবীতে !
কিন্তু গো তুমিও যদি, ভালবাস নিরবধি,
তবেই ত হইবে ঠেকিতে !
সে ত আছে দেবভূমি, জগৎ জুড়িয়া তুমি,
কোথা আমি যা'ব পলাইতে ?

১৭ই বৈশাখ, ১২৯৫ সাল,
কলিকাতা

শজারু

দীন বাঙ্গালী হায়, চাকরিই ব্যবসায়
তাহাও এ অভাগার ভাগ্যে না'হি জুটিল !
ঘরে বঙ্গবালা প্রিয়া, তারেও গহনা দিয়া,
তুষিবারে দূরদৃষ্টে ঘ'টে নাহি উঠিল ।
প্রেমের প্রতিমাখান, দীনতায় নহে ম্লান,
সরলা হরিণী সম নাচে কাছে ছুটিয়া !
তরল কৌমুদীরাণী, গোলাপী মাখনখানি,
চায়নি গহনা প্রিয়া কভু মুখ ফুটিয়া !
প্রেয়সীর মুখখানা, পাকা দাড়িমের দান,
টলমল করে রসে আছে কোণে বসিয়া !
সবল ফুলের প্রাণে, সবল ফুলের ঘ্রাণে
সরল সুধার ধারা পড়ে যেন খসিয়া ।
প্রতিবেশী আছে যারা, সকলেই ধনী তারা,
মেয়ে ছেলে রাখে গায় সোনা রূপা জড়িয়া !
বসা'য়ে রূপের হাট, উজলে দীঘির ঘাট,
বড় মানুষের মেয়ে কত ভূষা পরিয়া !
রাঙ্গা মুখে রাঙ্গা হাসি, প্রেয়সী কহিল আসি,
"বিধুর গহনাগুলি মরি কিবা সুচারু ।"
দিবার যোগ্যতা নাই, আর কি কহিব ছাই
হাসিয়া কহিনু, "প্রিয়ে ! সাজিবে কি শজারু ?"

১২৮৫ সাল
জয়দেবপুর, ঢাকা

সখী

১

সখি রে ! আমারে কি বুঝাইবি বল
আমি কি বুঝি না হায়,
তাহারে না পাওয়া যায়,
যে ধন কাটিয়া যায় আপনি অঞ্চল ?
বুঝি না কি তার তরে,
যে মরে সে মিছা মরে,
যে ফেলে সে মিছা ফেলে নয়নের জল ?
গলায় মারিয়া ছুরি
যে যায় আপনি চুরি,
তার লেগে ভেবে মরে কে হেন পাগল ?
সখি রে ! আমারে কি বুঝাইবি বল ?

২

সখি রে ! আমারে কি বুঝাইবি বল ?
আমি ত আপনি বুঝি.
আমি তারে নাহি খুঁজি,
যে পাখী কাটিয়া গেছে আপনি শিকল !
কঠিনা পাষাণী শারী,
কঠিনা পাষাণী নারী,
মরমে মমতা নাই, চখে নাই জল !
এতদিন ভাঙ্গা বুকে,
এতই কি ছিল দুখে,
রয়েছে প্রাণের কণা বিঁধে পদতল ?
ঘৃণা লজ্জা আশেপাশে
সে বুঝি না ভালবাসে,
নিশ্বাসে পুড়িয়া গেছে হৃদয় কোমল !

যা'ক্ সে চলিয়া যা'ক্,
চিরকাল সুখে থা'ক্,
ভুলেও ভাবি না তারে, ভাবিয়া কি ফল ?
সে যথা ভুলেছে, তথা ভুলেছি সকল !

৩

সখি রে ! তবু কেন ফেলি আঁখিজল ?
নিশ্বাসে নিশ্বাসে হেন,
পরাণ কাঁপিছে কেন,
ভাঙ্গিছে চুরিছে যেন পাঁজর সকল ।
তবু হেন হাহাকারে,
কেন কাঁদি বারে বারে,
প্রাণের ভিতরে কেন জ্বলে দাবানল ?
শুনিবি ? শুনিবি সই ?
আয় তবে আয় কই,
কই সে প্রাণের কথা ব্যথা অবিরল ।
সে গেছে যদিও হায়,
প্রেম তার নাহি যায়,
পরাণে বাঁধিয়া আছে পাষাণ-শৃঙ্খল ।

৪

সখি রে ! প্রেম নাকি নিতান্ত কোমল !
তুইও ত বলিতি আগে,
প্রেমে ডর নাহি লাগে,
না ছুঁইতে ছিঁড়ে যায় কুসুমের দল ।
যারা প্রেম করিয়াছে,
তারাও ত বলিয়াছে,
ভাঙ্গে সে আঁখির ঠারে ঠুন্‌কো কেবল !
কত জনে হেসে খেলে,
পথে ঘাটে ভেঙ্গে ফেলে,

প্রেম কি প্রাণের ব্যথা ?—কথার কৌশল !
সখিরে ! এমনি নাকি বুঝাইতি বল ?

৫

কিন্তু—
সখি রে ! আমার কি কপালের ফল,
স্নেহ তার, প্রেম তার,
নহেরে কুসুম-হার,
লৌহময় বজ্রময় পাষাণ শৃঙ্খল !
ছিঁড়িতে নাহিক পারি,
কি কঠিন প্রেম তারি,
মিছা টানাটানি করি বুকে নাই বল !
যতন করি যে এত,
কিছুতে গলে না সে ত,
দিন রাত এত ঢালি নয়নের জল !
বৃথাই এ জল ঢালা,
নিবে না প্রাণের জ্বালা,
নিবে না সে পোড়া প্রেম—অশনি অনল !
এ দীর্ঘ নিশ্বাস ঝড়ে,
একটু নাহিক নড়ে,

৬

চাপিয়া বসেছে বুকে যথা হিমাচল !
বৃথা করি তোলপাড়,
বৃথা করি হাহাকার,
বেঁধেছে সাগর বুক পাষাণ শৃঙ্খল !
হায় কি কঠিনা নারী,
কি কঠিন প্রেম তারি,
ছিঁড়িতে নাহিক পারি বুকে নাই বল,
হায় রে নারীর প্রেম লোহার শিকল !

৭

সখি রে ! কেন ফেলি নয়নের জল !
বুঝিলি কি এতক্ষণে,
তারে না করিয়া মনে,
ছিঁড়িতে তাহার শুধু প্রেমের শৃঙ্খল !
ভাঙ্গিতে সে বেড়ী হায়
পরাণ ভাঙ্গিয়া যায়,
এত করাঘাত করি ফাটে হৃদিতল !
এ দীর্ঘ নিশ্বাস ভাব,
এ বিলাপ হাহাকার
প্রাণ করে ছটফট পাগল পাগল,
ছিঁড়িতে তাহার শুধু প্রেমের শৃঙ্খল !
সখি রে ! বুঝিলি কি না বল ?

৮

সখি রে ! বুঝিলি কি না বল !
প্রেম যার ঘৃণা করি,
ছি ছি ছি ! লজ্জায় মরি,
তারে কি বাসিব ভাল, হয়েছি পাগল ?
তাহারে করিতে মনে,
ঘৃণা লজ্জা অভিমানে,
নয়ন ঢাকিয়া ফেলি চাপি করতল !
শুনিতে তাহার কথা,
প্রাণে বড় লাগে ব্যথা,
হৃদয় ভরিয়া যেন উঠে হলাহল !
সে যদি থাকিত কাছে,
তবে কি রে প্রাণ বাঁচে,
কবে যে জ্বলিত বুকে চিতার অনল !

সে যে রে এ দেশে নাই,
ভালই হয়েছে তাই,
সে আমার মহাশত্রু মহা অমঙ্গল !
তারে কি বাসিব ভাল, হয়েছি পাগল ?

১৭ই বৈশাখ, ১২৯৫ সাল
কলিকাতা

নারী-হৃদয়

১

কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার ?
এখানের শশী রবি, সেখানে মলিন ছবি,
কে জানে কেমন তথা কি জানি কি আর ।
সেখানে চলে না দৃষ্টি, কে জানে কেমন সৃষ্টি,
কে জানে কেমন সেই অদ্ভুত ব্যাপার ।
হাত দিয়া কি বুঝিব আলো অন্ধকার ?

কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার ?
উন্নত কি অবনত, গভীর প্রসর কত,
কত বড় কত ক্ষুদ্র কত [illegible] ।
কোমল কি নিরমম, সরল প বক্রতম,
এতদিন বুঝি নাই চলি ত শুশ্রূষার ।
হাত দিয়ে কি বুঝিব স্নেহ মমতার ?

৩

কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার ?
কাছে কি নরক স্বর্গ, ধর্ম্ম অর্থ চতুর্ব্বর্গ,
জানি না তাহার সেই গূঢ় সমাচার !
নারীর হৃদয়তত্ত্ব, নারীর প্রেমের অর্থ,
কে কবে বুঝেছে, কোথা হেন ভাষ্যকার ?
হাত দিয়ে কি বুঝিব হৃদয় তোমার ?

৪

কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার ?
সুধা নাকি হলাহলে, কিসে যে পরাণ জ্বলে,
দিবানিশি করে দেহ দাহ অনিবার,
ক্ষিপ্ত কুকুরের বিষে, পাগল করিছে কি সে
জলাতঙ্কে করে প্রাণে আতঙ্ক সঞ্চার ?
হাত দিয়ে কি বুঝিব হৃদয় তোমার ?

৫

কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার ?
একটু চাপিয়া বুকে, শোণিত উঠিল মুখে,
একটুকু আলিঙ্গন ভেঙ্গে দিলে হাড় !
কে জানে রাক্ষসি তোর, শুধু ঠোঁটে এত জোর,
চুম্বনে করিলে চূর্ণ পরাণ আমার।
কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার ?

৬

কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার ?
আমার সে আলিঙ্গনে, প্রাণপূর্ণ সে চুম্বনে,
একটু তোমার বুকে দাগ নাই তার।
নারীর এমন হিয়া, কে গড়িল কি যে দিয়া,
কুসুম পাষাণ নহে কি জানি কি আর।
হাত দিয়া কি বুঝিব হৃদয় তোমার ?

৭

কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার ?
আজিও তোমার লাগি, সারা নিশি কেঁদে জাগি
একদিন না শুকায় আঁখি-নীর-ধার !
তোমার আঁখির ধারে, হায় হায় সরলারে,
নয়ন-কলসী গেছে ভাঙ্গিয়া আমার !
হাত দিয়ে কি বুঝিব হৃদয় তোমার ?

৮

কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার ?
কত কাল চক্ষু খেয়ে, দেখিলাম চেয়ে চেয়ে,
পাইনি তোমার বুকে প্রবেশের দ্বার !
কত কাল দিনে রে'তে, রহিয়াছি কান পে'তে,
পারিনি প্রাণের কথা কভু শুনিবার !
হাত দিয়া কি বুঝিব হৃদয় তোমার !

৯

কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার ?
আসিতে পায়ের ভাঁজে, থাকিলেও শত কাজে,
এখন চিন না তার এত হাহাকার !

* * *

শত জনমেও যেন দেখা নাই তার !
কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার ?

১০

কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার ?
বিশ্বাসে তোমার কথা, নিশ্বাসে নিশ্বাসে ব্যথা,
নড়িতে চড়িতে বুকে বিঁধে শতবার !
বিষাক্ত স্বপন সম, জ্বলন্ত জীবনে মম,
জাগিয়া রয়েছে তব ফুল-উপহার !
হাত দিয়ে কি বুঝিব হৃদয় তোমার ?

১১

কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার ?
বসন্ত গিয়েছে ঘু'চে, শশী গেছে শীতে মু'ছে,
উড়িয়ে গিয়েছে মেঘ কোথা বরষার !
কত ঋতু বার মাসে, এক যায় আর আসে,
রমণী তেমনি লীলা আশা-আকাঙ্ক্ষার !
হাত দিয়ে কি বুঝিব হৃদয় তোমার ?

১২

কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার?
সেদিনের কাঁদা হাসা, "রীফু-করা" ভালবাসা,
সেই দেখা শেষ দেখা—ঘৃণা – তিরস্কার!
আপনার সব দোষ, তবু মান, তবু রোষ,
রমণী এমন করে কাজীর বিচার।
হাত দিয়ে কি বুঝিব হৃদয় তোমার?

২রা ফাল্গুন, ১২৯৫ সাল,
জয়দেবপুর, ঢাকা

চেন কি?

১

সময়ের শতস্তর পড়েছে ঢাকিয়া,
সেদিনের প্রেমচিহ্ন হৃদয়ের অবিচ্ছিন্ন
প্রাণের পরশমাণ ভ্রলেপ দিয়া।
তেমন পবিত্র স্থানে তেমন সে প্রাণে,
তরল হৃদয়ে দিছে গরল মাখিয়া।
কোন্ প্রাণে নাহি জানি, বদন সরোজখানি,
রাখিলে প্রেয়সি আজি অঙ্ক আবরিয়া,
এত জানে অবহেলা অবলার হিয়া?

২

প্রীতিময়ী প্রাণেশ্বরি।
হয়েছি অপরিচিত চেন না নিশ্চিত,
হয়েছে কতই যেন যুগান্ত অতীত।
চিনিবার চিহ্ন যাহা, এখন আর নাই তাহা,
বিস্মৃতি সলিলে তব প্রাণ প্রক্ষালিত!
অচেনা চাহনি চেয়ে, কেন লো হৃদয় ছেয়ে,
অনন্ত অনলরাশি কর প্রজ্বলিত?

সরে যাও কাছ থেকে, কাজ নাই আর দেখে,
ঘোমটায় কর মুখ পূর্ণ আবরিত ,
ছুঁয়ো না হৃদয়, প্রাণ হবে জাগরিত ।

৩

কি কাজ জাগা'যে প্রাণ,
কেন প্রাণ মোহ মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবে আবার ?
এমন যন্ত্রণা যার মোহেতেই সুখ তার,
না থাকে উদ্বেগ চিন্তা আলোক আঁধার !
[illegible] ন ক্ষতস্থান, কেবল বাঁচায় প্রাণ,
[illegible] তাহে যন্ত্রণা অপার ।
কেন প্রাণ মোহ মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবে আবার ?

৪

সরে যাও—
সম্মুখে দাঁড়ায়ে আর নাহি প্রয়োজন,
[illegible] টানিতে [illegible] নয়ন ।
[illegible] নাই, যেন যা দিয়েছি তাই,
[illegible] বন্ধন ।
এই দৃষ্টি প্রেমপূর্ণ, হেরি যাহে প্রাণ চূর্ণ
পারি না সহিতে আর এত জ্বালাতন ।
দিয়েছ যাহা নেও, আঁখি পালটিয়ে দেও,
ছিঁড়ে দিয়ে হৃৎপিণ্ড করি পলায়ন ।
সম্মুখে দাড়ায়ে আর নাহি প্রয়োজন ।

৫

পারি না,
এমন উদাস মূর্ত্তি আর নিরখিতে,
এমন উদাস প্রাণ পারি না রাখিতে !
এমন নিরাশা মাখা, প্রাণের প্রতিমা আঁকা,
পারি না পারি না আর পারি না দেখিতে ,
সহে না সহে না চক্ষে, এমন অভিন্ন বক্ষে,

নীরব পাষাণ মূর্ত্তি হৃদয়ে আঁকিতে !
এ মূর্ত্তি দেখিতে নাই, সরে যাও—চলে যাই,
হৃদয় শোণিত উষ্ণ থাকিতে থাকিতে !
পারি না উদাস মূর্ত্তি আর নিরখিতে।

৬

কোন্ প্রাণে,
কোন্ প্রাণে প্রেয়সিরে দেখিব আবার,
হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, যে বদন পূর্ণ চন্দ্রে,
একত্রে ঢালিত সপ্ত সুধা পারাবার,
সরল শিশুর মত, হাসিত খেলিত কত
ছুটিয়ে আসিত পুনঃ হৃদয়ে আমার !
সে চঞ্চলা সে চপলা, শরতের চন্দ্রকলা,
গভীর বিষাদময়ী মুরতি তাহার,
কোন্ প্রাণে প্রেয়সিরে দেখিব আবাব ?
কথা শুনে যে চিনিত, তাহারি অপরিচিত,
যে প্রণয়, সে প্রণয় জ্বলন্ত অঙ্গার !
পারি না অচেনা ভাব নিরখিতে তার !

৭

আজিকার এই মূর্ত্তি হেমন্ত সন্ধ্যায়,
নিবিড় বিষাদ মাখা ম্লান কালিমায় !
উড়িছে পশ্চাতে নীল বসন অঞ্চল,
উড়ে যেন পদ্মবনে মধুকর দল !
দক্ষিণ কনুই সন্ধি কটির উপর,
রেখেছে বঙ্কিম করি কম কলেবর !
সে স্বর্ণ মৃণাল হস্ত কমকরতল-ন্যস্ত
জিনিয়ে প্রভাত-পদ্ম কপোল সুন্দর।
হেলান মৃণাল শিরে, মলিন নলিনটিরে,
বসা'য়ে রেখেছে কে রে মুখের উপর ?

বামকর বাঁকাইয়া, দক্ষিণ বগলে দিয়া,
চাপিয়া রেখেছে বক্ষ স্ফীত মনোহর!
অর্দ্ধোর্দ্ধ বঙ্কিম দৃষ্টি, করিতেছে বিষবৃষ্টি,
হৃদয়ের গুপ্তকক্ষে প্রাণের উপর!
কোমল কমল নয়, নহে সরলতাময়,
কঠিন পাষাণ পদ্ম গঠিত মর্ম্মর।
পারি না দেখিতে আর কাঁপিছে অন্তর।

৮

সেদিনের সেই মূর্ত্তি,
সে প্রতিমা কপাটের অর্দ্ধ অন্তরালে,
শারদ চন্দ্রার্দ্ধ যেন নবঘন জালে।
নব পরিমলময় কনকের ধুবলয়,
[illegible] সেই শ্যামল শৈবালে।
সে অর্দ্ধ কমল শশী, সহ অর্দ্ধ রূপরাশি,
[illegible] প্রভাতে তার নহে সন্ধ্যাকালে।
দেখিয়াছি সেই চক্ষু, [illegible] যেই বক্ষ,
[illegible] রাজীব বন-মৃণালে।
নয়ন [illegible] প্রাণে, মরমের সেইখানে
পূজিব পাষাণমূর্ত্তি প্রেম পুষ্প জলে
[illegible] তোমা? পারিব না, মরিব অকালে।

৯

পারিব না এ প্রতিমা দিতে বিসর্জ্জন,
প্রেম-বিল্বমূলে মাত্র করিবে বোধন!
মিটেনি প্রাণের আশা, মিটে নাই ভালবাসা,
আজিও হয়নি তার পূর্ণ জাগরণ!
আজিও লইয়ে বক্ষে, চাহি যদি চক্ষে চক্ষে,
লাজের আবেশে ঢাকে অমনি নয়ন!

আজিও বিদ্যুৎ বেশে, আপনি ছুটিয়ে এসে,
ধরে না জড়ায়ে গলা করে না চুম্বন,
লাজের আবেশে মাখা আজিও নয়ন !

১০

সেই দিন,
দাঁড়াইয়া সন্ধ্যাকালে,
সে প্রতিমা স্বর্ণ-শ্যামা সরসীর তীরে,
ভাসিল একটি ছায়া নিরমল নীরে !
হৃদয়ের কক্ষগত, প্রত্যেক বিন্দুতে শত,
ভাসিল ও দেবমূর্ত্তি অনন্ত রুধিরে,
সেই মূর্ত্তি সেই হাসি, অঙ্কিত হইল আসি,
অমনি অচলভাবে স্নায়ুকেন্দ্র শিরে ।
কেমনে ভুলিব তারে, প্রাণে মাখা একেবারে,
মুছিলে ওঠে না দাগ দেখ বুক চিরে !
কিসে করি বিসর্জ্জন ও প্রতিমাটিরে ?

১১

প্রেয়সিরে দেখিয়াছ,
সামান্য তরুর অঙ্গে লতার বেষ্টন,
হৃদয়ে বিঁধিয়ে করে প্রাণ আলিঙ্গন ।
হাড় মাংস কেটে প্রাণে, মরমের মর্ম্মস্থানে,
বসিয়ে গিয়েছে সেই প্রতিমা তেমন,
তুলিয়া ফেলিতে তায়, হৃদি উপাড়িয়া যায়,
ধমনী স্নায়ুর ছিঁড়ে অনন্ত বন্ধন !
এমন কিছুই নাই, ধুইতে মরম ঠাঁই,
কি দিয়ে করিব তবে প্রাণ প্রক্ষালন ?
পারিব না সে প্রতিমা দিতে বিসর্জ্জন !

১২

যত না গরল আছে শত বিষধরে,
মানব রসনা তাই উদগীরণ করে!
লইতে হৃদয়ে তুলি, ঝাঁপিয়াছি কুতূহলে—
সোনার সরোজ,—সেই বিষের সাগরে।
দেখেছি কমল-নৃত্য, হই নাই ভীত চিত্ত,
মানুষের তীব্র বিষ—কলঙ্কের ডরে!
সে চাহনি সেই হাসি, সেই অর্দ্ধ রূপরাশি,
করিত কুসুম বৃষ্টি প্রাণের উপরে,
সোনার সরোজ সেই বিষের সাগরে।

১৩

এ হৃদয় নিত্য নিত্য,
কমল শশীর সেই প্রেম আলাপনে,
জাগিত নূতন বলে নবীন জীবনে।
ধমনী শৈ রক বন্দে, গরজিত মেঘমন্দ্রে,
ছুটিত শোণিত উষ্ণ তাড়িত ক্ষেপণে।
সেই স্বপ্ন--সে নিদ্রায়, সেই প্রেম তপস্যায়,
অনন্ত অচল সেই সমাধি আসনে,
অন্তরে বাহিরে আসি, সে প্রতিমা হাসি হাসি,
বর্ষিত অমৃতধারা কমল নয়নে,
পুণ্যময় সেই দিন প্রীতির প্লাবনে।

১৪

পুণ্যময় সেই দিন,
যদিও কালের স্রোতে গিয়াছে ভাসিয়া;
আবদ্ধ শোণিত স্রোত, হৃদয়ের কক্ষগত,
ধমনী শিরায় চলে ঘুরিয়া ফিরিয়া!
সে, প্রবাহে সে শোণিতে, হৃৎ-কক্ষ ধমনীতে,
দেখ সেই পুণ্যদিন দেখ নিরখিয়া,

সোনার সরোজরাণী, লুপ্ত অর্দ্ধ দেহখানি,
কপাটের অন্তরালে আছে দাঁড়াইয়া।
কি জানি হাসিতে দেয় পরাণে মাখিয়া!
কি দেয় মাখিয়া প্রাণে, শুধু মাত্র প্রাণ জানে,
নয়ন বিস্মিত হয় তন্ময় দেখিয়া!
হৃদয় শোণিত স্রোতে দেখ নিরখিয়া!

১৫

যদিও, নিরখিয়া আজি এই—
অনন্ত উদাস মূর্ত্তি বিষাদমণ্ডিত,
আপনি হইতে চায় নেত্র নিমীলিত,
যদিও রে প্রাণেশ্বরি, রসনা দংশন করি.
'চন কি' বলিতে চিত্ত হতেছে কুণ্ঠিত
তবুও ত প্রাণ ফাটি, বাহিরায় সে কথাটি,
বিদ্যুৎ আঘাতে বক্ষ করি বিদারিত।
কি জানি আগ্নেয় মন্ত্রে, সমস্ত শোণিত যন্ত্রে
প্রণয়ের মহাবহ্নি করে প্রধূমিত,
নিরখি উদাস মূর্ত্তি বিষাদ মণ্ডিত।

১৬

পারিব না ও প্রতিমা দূরে সরাইয়া,
নিতে এ পাষাণ মূর্ত্তি হৃদয়ে টানিয়া।
সরে যাও কাছে থেকে, কাজ নাই তার দেখে
সবিষ নয়নে তব নয়ন রাখিয়া।
যা দেখেছি ভাল তাই, তার না দেখিতে চাই,
ঘোমটায় রাখ মুখ পূর্ণ আবরিয়া!
লিখেছি যে প্রাণ খুলি, প্রণয়ের পত্রগুলি,
কর তাহা ছিন্নভিন্ন চরণে দলিয়া।
ভুলিবে প্রেয়সি তবে, আর নাহি মনে হবে,
পুরানো প্রেমের কথা কে দিবে বলিয়া?
ফেল অই স্মৃতি-চিহ্ন চরণে দলিয়া!

১৭

ভুলিবে যে দিন, প্রিয়ে ভুলিবে যে দিন,
পাষাণ হইতে তব হৃদয় কঠিন,
সে দিন কালের বশে হ'লে দেখাদেখি,
জিজ্ঞাসিব দুইজনে "চেন কি ? চেন কি ?"
ক্ষুদ্রতম সে কুটীরে, সেই সরসীর তীরে,
হইয়ে কৌতুকী,
জিজ্ঞাসিবে প্রতিধ্বনি "চেন কি ? চেন কি ?"

১২৮৬ সাল
জয়দেবপুর, ঢাকা

সোনার মেয়ে

১

ওরে পাগলিনি মেয়ে, তোর পানে চেয়ে চেয়ে,
এমন পাগল করে পরাণ আমার।
আবেশে অবশ হই, কেন তুলে কোলে লই,
কি জানি কি মনে পড়ে শশিমুখ কার !

২

কি জানি কি মনে পড়ে, পরাণ পাগল করে,
তোরি নয়নের মত নয়ন তাহার।
সেই আঁধারের আগে, উষার আলোক জাগে,
সুন্দর সীমন্তে শোভে কালো কেশ ভার।

৩

এলোমেলো চুল সেই, দু'হাতে সরা'য়ে দেই
তেমনি যতনে মনে লয় কতবার,
আরো যে কি মনে পড়ে, পরাণ কেমন করে,
তোরি কপোলের মত কপোল তাহার !

৪

তারি মত ঠোঁট জোড়া, সোনার তবক মোড়া,
অমল অধর তার সুধার আধার !
তারি মত তোর কথা, গলিয়ে পড়ে মমতা,
এত মধু পবিত্রতা প্রিয় সরলার !

৫

হাসিতে মাণিক পড়ে, কাঁদিতে মুকুতা ঝরে,
তোরি মত মানময়ী মূরতি তাহার !
তুই সে চাঁদের আলো, প্রাণে তাই লাগে ভালো,
পবিত্রতা পরিপূর্ণ প্রেম পূর্ণিমার !

৬

শৈশব সঙ্গীতে তোর, কি এক নেশায় ঘোর,
কি এক অমৃত ঢালে হৃদয়ে আমার !
তুই সে "সোনার পাখী", আয় তোরে বুকে রাখি,
তুই সে সোনার মেয়ে প্রিয় সরলার !

৭

দয়া মায়া স্নেহ যত, সকলি তাহার মত,
শৈশবের শান্তিময়ী ছায়া তুই তার,
আসিস্ জ্বলন্ত চিতে, স্বর্গীয় সান্ত্বনা দিতে,
দ্বিতীয় প্রতিমাখানি প্রিয় সরলার !

৮

আয় তোরে রেখে বুকে, চুমা খাই চাঁদমুখে,
দর্পণে উঠান তুই ছায়াখানি তার !
তোর অই রাঙ্গা ঠোঁটে, তারি মত মধু ওঠে,
আয় রে সোনার মেয়ে প্রিয় সরলার !

২৫শে ভাদ্র, ১২৯৩ সাল

জয়দেবপুর, ঢাকা

শরতের মা

১

কই মা শরৎ ! কোলে আয় মা আমার,
আয় দুখিনীর ধন, শত দুঃখ নিবারণ,
জ্বলিয়া পুড়িয়া প্রাণ হতেছে অঙ্গার !
আয় কোলে একটুক, জুড়া মা মায়ের বুক,
দেখি তোর চন্দ্রমুখ সুধার আধার !
তুই বিনে কেহ নাই, এ সংসার ভস্ম ছাই,
ধূ ধূ করে মরুভূমি সম্মুখে আমার !
তুই রে শরত-ইন্দু, শত অমৃতের সিন্ধু,
প্রাণময়ী প্রিয় কন্যা পতিদেবতার !
কই মা শরৎ ! কোলে আয় মা আমার !

২

কই মা আমার ! কোলে আয় মা শরৎ !
ধবাতে বিধবা আমি, ত্রিদিবে অমর স্বামী,
স্বর্গ মর্ত্ত্য ছুঁয়ে তুই দীপ্ত ছায়াপথ !
ভগ্ন আশা কণাগুলি, একত্রে রেখেছি তুলি,
জীবনের জ্যোতির্ম্ময় তোরে ভবিষ্যৎ !
আয় মা মায়ের বুকে, সুধাভরা হাসিমুখে
আয় বিধবার মেয়ে —মণি মরকত !
কই মা আমার ? কোলে আয় মা শরৎ !

৩

তুই কে আসিলি কাছে, তুই মেয়ে কার ?
কই রে সে প্রাণময়ী শরৎ আমার ?
মুখে মাখা এলোচুল, নব শিশু মেঘ কুল,
ঢাকিয়া রয়েছে দিনে শশী দ্বিতীয়ার !
ভূষণবিহীন গায়, ধবল বসন হায়,
কমল নয়ন বহি পড়িছে নীহার !

সুদীর্ঘ নিশ্বাসভরে,   বুক যেন ভেঙ্গে পড়ে,
আকুল ব্যাকুল প্রাণ, মুখে হাহাকার,
তুই কে আসিলি কাছে ? তুই মেয়ে কার ?

৪

তুই মেয়ে অমঙ্গল,—দূর-দূর-দূর !
শরৎ মঙ্গলময়ী মুরতি মধুর।
তুই কি শরৎ সেই,   তোর কিরে বেশ এই,
কোথা তোর শাঁখা শাড়ী সুন্দর সিন্দূর ?
কোথা তোর বাজুবালা,   গলার সোনার মালা,
কে নিল খুলিয়া আহা কে হেন নিষ্ঠুর ?
কে দিল খুলিয়া বেণী,   অজগর শিশুশ্রেণী,
দংশিতে মায়ের প্রাণে, কে এমন ক্রূর ?
উপবাসে শীর্ণকায়,   শুষ্ক কণ্ঠ পিপাসায়,
বধিছে বালিকা মেয়ে, কে হেন অসুর ?
কে দানব-কে ডাকাতে,   নিদারুণ পদাঘাতে,
করিল মঙ্গল ঘট ভেঙ্গে চূর চূর।
কোথা তোর শাঁখা শাড়ী, সুন্দর সিন্দূর ?

৫

কে দিল যোগিনীবেশ পরাইয়া হায়,
কনকের কচি মেয়ে শরতের গায়।
কে দিল পাষাণ মনে,   সুন্দর সরোজ বনে,
শীতের শিশির মেখে সোনালী উষায় ?
সৌন্দর্য্য করিয়া কালী,   কে দিল রে ধোঁয়া ঢালি,
রমণীয় মণিময় প্রদীপ শিখায় ?
সেও কি মানুষ কেহ,   তারো কি এমনি দেহ,
এই রক্ত এই মাংস আছে কলিজায় ?
মানুষের রীতিনীতি,   আছে কি মমতাপ্রীতি,
সরলা বালিকা পেলে নাহি গিলে খায় ?,

তায়ো কি রে আছে মেয়ে, সে কি তার মাথা খেয়ে,
দিয়েছে বিধবা বেশ পরাইয়া তায়,
পোড়েনি একটু প্রাণ স্নেহ-মমতায় ?

৬

দুখিনীর একমাত্র জীবন সম্বল
কে দিল তাহারে আজ মেখে হলাহল ?
নবদুর্গা রূপখানি, সোনার শরৎরাণী,
একটু চাহিতে প্রাণ হইত শীতল।
শোক তাপ জ্বালা যত, দুঃখ কষ্ট শত শত,
জুড়াইত শান্তিময়ী নব গঙ্গাজল।
আজি রে দেখিতে তার সে আনন্দ কোথা হায়,
অসহ্য সরূপ চক্ষে —চাপি করতল,
কিছুতে না হক পারি, নয়নেতে অশ্রুবারি,
অজানা কেমনে জানি ঝরে আঁখিজল।
কি জানি কি শেল, বাণ, ছেঁচে, ফুটে, ছিঁড়ে প্রাণ,
মরমে মরমে জ্বালে কি যে দাবানল !
বালিকা বিধবা মেয়ে মাথা হলাহল !

৭

বালিকা বিধবা মেয়ে কত অমঙ্গল,
কত যে আশঙ্কা ত্রাস, কত যেন সর্ব্বনাশ,
কত জনমের যেন কত পাপফল।
কত যে সংকোচ ভয়, কত লজ্জা ঘৃণাময়,
কত যেন অধঃপাত কত রসাতল !
কত কলঙ্কের কালী, কত "ছি ছি" কত গালি,
ভবিষ্যৎ ভরা যেন লাঞ্ছনা কেবল !
ছাই ফেলা ভাঙ্গা কুলা, ছিটালে পাতিল— ঠোলা,
অনুতাপ অভিশাপ ভরা অশ্রুজল।
প্রাণের শরৎ আজ এত অমঙ্গল !

৮

বোঝে না অবোধ মেয়ে বালিকা অজ্ঞান,
রাঁধে বাড়ে ধূলা দিয়ে,   পুতুলের দেয় বিয়ে,
দেবকণ্ঠে করে সেই বিবাহের গান!
মিলে কত মেয়েছেলে,   "চাপিলা চুপিলা" খেলে,
আজো খেলে "গঙ্গি-গঙ্গি' —হেসে আটখান!
কত বলে উপকথা,   কি বিশ্বাস, সরলতা!—
রাজারাণীদের টুনি কাটে নাক কান!
প্রাণের শরৎ আজো বালিকা অজ্ঞান!

৯

অবোধ বোঝে না মেয়ে শরৎ আমার,
কি বিষম সর্ব্বনাশ হইয়াছে তার!
পৃথিবী হয়েছে ছাই,   তার তরে কিছু নাই,
হইয়াছে সুখশান্তি পুড়ে ছারখার!
বিলুপ্ত সিন্দূরবিন্দু,   হয়েছে গরল সিন্ধু,
শত বজ্রে ভবিষ্যৎ শতধা বিদার!
বোঝে না কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে তার!

অবোধ বালিকা মেয়ে শরৎ আমার,
মুটি মুটি দু'টি দু'টি খায় কতবার!
নাহি বোঝে কিবা ধর্ম্ম,   নাহি বোঝে কিবা কর্ম্ম,
কেবল সরল সত্য প্রাণে আপনার।
হায় রে তাহারি জন্য,   একাহার হবিষ্যান্ন,
একাদশী ব্রহ্মচর্য্য ব্রত বিধাতার!
যোগিনী তাপসী বেশ,   কর্কশ চাচর কেশ,
হায় কি ধর্ম্মের শেষ এই অবলার?
ধিক্, ধিক্, নাহি লাজ,   হা ভারত! হা সমাজ!
কি পাপে এ অধঃপাত হয়েছে তোমার?

১১

কোথা প্রভু! কোথা স্বামি! দেবতা আমার।
দেখ নাথ দেখ চেয়ে, তব আদরের মেয়ে,
কি দশা হয়েছে আজ দেখ একবার!
শরৎ জীবন্ত চিতা, হইযাছে প্রজ্বলিতা,
এ জনমে এ জীবনে নিবিবে না আর!
এই চিতা ল'য়ে বুকে, জ্বলিব পুড়িব দুখে,
এরি লাগি রেখে গে'ছ অভাগী তোমার?

২রা মাঘ, ১২৯৬ সাল
জয়দেবপুর, ঢাকা

বিবাহোপহার

১

যে পবিত্র প্রেমপুষ্প পরিণয় হার,
আজি পরিয়াছ গলে দুই জনে কুতূহলে,
মানবজন্মের ইহা পুণ্য পুরস্কার।
জগতে ইহার কাছে, আর কি অমৃত আছে,
এ সুধা পায়নি দেব মথি পারাবার।
ওঠেনি সাগরজলে, এ কৌস্তুভ কোন কালে,
হেন পরিমলময় পারিজাত হার,
পরিলে 'অমর' আজি যে মণি মন্দার!

২

অমৃত ঔষধ হেন জীবনের আর,
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবনে, নাহি কিছু কোন স্থানে,
বিশল্যকরণী হেন জ্বালা যন্ত্রণার।
রোগ শোক দুঃখ ভরা, এত যে বিষাক্ত ধরা,
ইহার (ই) পরশে বাঁচে সৃষ্টি বিধাতার!

যে প্রাণে এ পুণ্যস্রোত,   হয় নাই প্রবাহিত,
পবিত্র করেনি প্রাণ প্রণয়ে যাহার,
সে ত সাহারার মত,   হা-হা করে অবিরত,
এ জীবনে সে পিপাসা নহে পূরিবার,
ঢাল যদি স্বর্গ মর্ত্ত্য পরাণে তাহার !

৩

সে জীবন শূন্যময়, শূন্য সে হৃদয়,
উদ্যম উৎসাহহীন.   আশাশূন্য চিরদিন,
অন্তরে অনল জ্বলে সকল সময় !
তার নয়নের কাছে,   সংসার পুড়িয়া আছে,
ছাই হয়ে ভস্ম হয়ে গেছে সমুদয় !
সে জানে না সুখশান্তি,   সে বোঝে সকলি ভ্রান্তি,
সে জানে না দয়া মায়া স্নেহ কারে কয় !
জগতের নারীনর,   সে ভাবে সকলি পর,
তাহারো কেহই নয়, সেও কারো নয় !
সে যেন আকাশ ছাড়া,   জ্বলন্ত একটি তারা,
পরের অশুভ করে, নিজে ভস্ম হয় !

৪

অপ্রেম এমনি সখা মহা অকল্যাণ,
প্রেম মঙ্গলের মূল, উন্নতি উত্থান !
প্রেম করে পরিপূর্ণ অপূর্ণ জীবন,
জগতের নরনারী,   যমুনা জাহ্নবী বারি,
মিলাইয়া করে এক মহা প্রস্রবণ !
উদ্যম উৎসাহ আশা,   দয়া মায়া ভালবাসা,
বহে শতমুখে গঙ্গা সাগরে যেমন !
হাসে তার তীরদেশে,   সংসার সুন্দর বেশে,
বিনোদ বসন্তে যথা বন উপবন

৫

প্রেম নহে ভোগবাঞ্ছা, বাসনা বিলাস,
প্রেমের প্রতিমা নারী, শত স্বর্গ পায় তারি,
পবিত্র হৃদয়ে ধর্ম্ম সদা করে বাস !
সংসার করিয়া শূন্য, তারি কাছে যত পুণ্য,
প্রীতির পবিত্র তীর্থ পাপ করে নাশ !
কোমল পবিত্র দৃষ্টি, প্রাণে করে সুধাবৃষ্টি,
জাগায় হৃদয়ে সত্য আশা অভিলাষ,
প্রেম নহে ভোগবাঞ্ছা বাসনা বিলাস !

৬

ধর্ম্মের সহায় নারী তপস্যার প্রাণ,
সিদ্ধির সাধন নারী, যাগ যজ্ঞ সব তারি,
তাহার সহায় বিনা নিষ্ফল নির্ব্বাণ !
ইহতে সংসার ত্যাগ, তাহে [illegible] লাভ,—
তাহে [illegible] পায় প্রেমে উন্মাদ পরাণ !
ধর্ম্মের সহায় নারী তপস্যার প্রাণ !

৭

জননী, ভগিনী, নারী, নারী [illegible],
বিপদে বন্ধুর মত উপদেশ দেয় কত,
শীতল ছায়াটি যেন [illegible] ঢেকে রয় !
যেন সম্পদ জেনে, জন্মেছে এ সংসারে,
[illegible] প্রাণ তার আপনার নয় !
জননী ভগিনী নারী নারী সমুদয় !

৮

আজ সে মহিমাময়ী রমণীর সনে,
মিলিত হইলে সখা, পবিত্র বন্ধনে !
শিখিও তাহার রীতি, সেই প্রেম সেই প্রীতি,
সেই দৃঢ় ধর্মভাব শিখিও জীবনে !

শিখিও সে সরলতা, শ্রদ্ধা ভক্তি পবিত্রতা,
শিখিও সে স্নেহ দয়া দীন হীন জনে!
শিখিও শিবের মত, পবিত্র সন্ন্যাস ব্রত,
পবিত্র সতীর সেই পূত আচরণে!
এমন রমণী ল'য়ে, ভোগ অভিলাষী হয়ে,
ভুল না পরম ধর্ম সদা রেখ মনে!
ভুল না ভুল না দোহে, সংসারের মায়া মোহে,
থাকে যেন স্থির মন বিভুর চরণে,
রাখিবে মঙ্গলময় সুখে দুইজনে!

১৭ই ফাল্গুন, ১২৯৪ সাল
কলিকাতা

পাপ পুণ্য

১

আমি কেন পাপ পুণ্য বুঝিতে না পারি?
বুঝায়ে দিবে কি কেহ, ঘুচাইবে এ সন্দেহ,
শুনিবে কে দয়া ক'রে কথা দুই চারি?
আমি কেন পাপ পুণ্য বুঝিতে না পারি?

২

আমি কেন পাপ পুণ্য বুঝিতে না পারি?
পাপী ব'লে পায় ঠেলে, ঘৃণায় দিও না ফেলে,
সত্যই এ প্রাণ ভরা সংশয় আমারি!
আমি কেন পাপ পুণ্য বুঝিতে না পারি?

৩

আমি কেন পাপ পুণ্য বুঝিতে না পারি?
কি চেতন কিবা জড়, এই বিশ্বচরাচর,
ক্ষুদ্র কি বৃহৎ অংশ সকলি তাহারি!
আমি কেন ভিন্ন ভাব বুঝিতে না পারি?

৪

তারে ছাড়া কিছু নাই সকলি তন্ময়,
যদি কিছু থাকে আর, অবশ্য থাকিবে তার
দ্বিতীয় সৃজন কর্ত্তা, কেন মনে লয় ?
তারে ছাড়া কিছু নাই সকলি তন্ময় !

৫

তারে ছাড়া কিছু নাই সকলি তন্ময়,
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা —তিন, সৃজন পালন লীন,
বর্ত্তমান অনাগত অতীত সময় !
তারে ছাড়া কিছু নাই সকলি তন্ময় !

৬

তারে ছাড়া কিছু নাই সকলি তন্ময়,
কারণে থাকে সে শুয়ে কার্য্যে জাগরণ থুয়ে,
জমাট শক্তি বিশ্বময় প্রপঞ্চ ।
তারে ছাড়া কিছু নাই সকলি তন্ময় !

৭

ইচ্ছায় গড়িল বিশ্ব নিজে ইচ্ছাময়,
অন্য উপাদান তার, আগে ত ছিল না আর,
কাজেই অখিল বিশ্ব সেও ইচ্ছাময় !
যাহাতে রচিত বিশ্ব সে কি বিশ্ব নয় ?

৮

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
তার কাজে কেন তবে, অমঙ্গল নাহি রবে,
অনন্ত মঙ্গল তার অপাপ প্রলয় !
পিপীলিকা বধে মম কেন পাপ হয় ?

৯

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
সে করিলে আমি করি,   সেই করে হাতে ধরি,
তাহার আমার কাজে ভেদ কিসে হয় ?
সে আমি অভেদ যদি একই উভয় ?

১০

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
আমার তৃপ্তিতে তবে,   সে কি তৃপ্ত নাহি হবে ?
পূরিলে আমার ইচ্ছা তারি পূর্ণ হয়,
সে আমি অভেদ যদি একই উভয় !

১১

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
কারে তবে বল ধর্ম্ম,   কারে বল পাপকর্ম্ম,
অধর্ম্ম জগতে সে কি অশ্ব-ডিম্ব নয় ?
সে করিলে আমি করি—কিসে পাপ হয় ?

১২

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
কিসে বা উন্নত হই,   কিসে অবনত রই,
যা হই তা হই যদি তারে ছাড়া নয় !
আত্মার উন্নতি তবে লোকে কারে কয় ?

১৩

অনন্ত উন্নতি তবে লোকে কারে কয় ?
তাহারে করিয়ে তুচ্ছ,   আছে নাকি আরো উচ্চ,
বুঝি না কেমন কথা প্রহেলিকাময় !
সে আমি অভেদ যদি একই উভয় !

১৪

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
তাহি থাকে পুণ্য পাপ,   নাহি থাকে পরিতাপ,
তবে ও নবক স্বর্গ মিছে কেন কয় ?
সে আমি অভেদ যদি একই উভয় !

১৫

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
আত্মায় আত্মার তবে,   পূর্ণ আত্মীয়তা সবে,
কিসে থাকে পুত্র কন্যা ভেদ সমুদয়
সে আমি অভেদ যদি একই উভয় ।

১৬

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
না থাকে আপন পব,   শত্রু মিত্র পরস্পর
যদি এ প্রেমের বাজ্য অনাদি অব্যয় !
কেন কাঁদি তার শোকে,   যে গিয়াছে পবলোকে,
সে কি গো আমার তরে পথ চেয়ে রয় ?
অন্যে কি সেখানে যেযে,   তেমন থাকে না চেয়ে.
আত্মায় আত্মায় ত গো কেহ পব নয় ।
সে আমি অভেদ যদি একই উভয় ।

১৭

কেহ যদি নাহি থাকে কারো অপেক্ষায়,
তবে কেন তার তরে,   নিশি দিশি আঁখি ঝরে,
উদাসী বিদেশী বেশে সদা ফিরি হায়,
কেহ যদি নাহি থাকে কারো অপেক্ষায় ।

১৮

কেহ যদি নাহি থাকে কারো অপেক্ষায়,
বুক ভেঙ্গে নিরবধি,   হাজার ডাকিলে যদি,
সে পাষাণী একটুকু ফিরে নাহি চায় ।

একটু শোনে না কথা,   নিদারুণ নির্দ্দয়তা !—
জনমের মত যদি একেবারে যায় ।
কেহ যদি নাহি থাকে কারো অপেক্ষায় !

১৯

কেহ যদি নাহি থাকে কারো অপেক্ষায়,
অনন্ত কালের স্রোতে,   চলে অনন্তের পথে,
অনন্ত আত্মীয় মিলে সে যেখানে যায় ।
চির আত্মীয়তা যদি আত্মায় আত্মায় ।

২০

আমি কেন কাঁদি তবে তাহার আশায় ?
এ জগতে তার মত,   কেহ কি মেলে না তত
একজন গেলে নাকি পৃথিবী ফুরায় ?
সায়াহ্নে শ্মশানভূমে,   দেখিয়াছি যে কুসুমে’,
ফুলবনে পরী যেন খেলিয়া বেড়ায় ।
কি যেন সে আসে নিতে,   কি যেন সে হাসে দিতে
কি যে রীতি নিতি নিতি ফিরে ফিরে যায় ।
তরল নয়নে তার,   সেধে যায় শতবার,
পার্ব্বতী পর্ব্বতে যেন প্রীতির পূজায় ।
সে তপস্যা সে সাধনা,   ঠে’লে ফেলে কয়জনা ?
যোগেন্দ্র ভাঙ্গিয়া যোগ আঁখি মে’লে চায়
ভোলে পুরাতন স্মৃতি,   বিধির নিয়তি-নীতি,—
একি পুণ্য—একি পাপ, কহ না আমায় ?

২১

কেহ যদি নাহি থাকে কারো অপেক্ষায় !
সহস্র শোকাশ্রু জলে,   তৃণটুকু নাহি টলে,
এমনি নিয়ম যদি নিখিল ধরায় ।
কেহ না কাহারে খোঁজে,   সবাই আপনা বোঝে,
সৃষ্টির নিগূঢ় অর্থ এই যদি হায়,

তবে ও শ্মশানে এসে, সন্ধ্যার কিরণে ভেসে,
যে নব লাবণ্য জ্যোতি জমিয়া দাঁড়ায়,
লাজুক নয়নে তার, নিমন্ত্রণ শতবার,
অজানা হৃদয় যদি হাত পে'তে চায়,
একি পুণ্য—একি পাপ, কহ না আমায় ?

১লা শ্রাবণ, ১২৯৭ সাল
জয়দেবপুর, ঢাকা

কুসুম

১

নয়নে নয়নে,
সেই যে করেছি খেলা, বসন্তে বিকাল বেলা,
দেবপুরবাসী এক বালিকার সনে।
চলাইর শ্যামতটে, সেই সে মন্দিরে—মঠে,
মনোহর শ্মশানের শ্যাম তপোবনে,
সেই যে করেছি খেলা বালিকার সনে।

২

সেই যে করেছি খেলা বালিকার সনে,
কলসী লইয়া কাঁকে, আনে আর চেয়ে থাকে,
হাসে আর চলে যায় দুই তিন জনে !
এক পা—দুই পা, আর পা চলে না,
বকুলের ফুলে লাগে উছট চরণে।
সে পথ দীঘল কত, যোজন যোজন শত
অবিরত বেড়ে যায় তাহার গমনে।
আর যত বালিকারা, বকুল বিধে না তারা,
সবারি ফুরায় পথ যায় যত জনে !

সকলেরি আঁখি আগে, তাহারি পশ্চাদ্ ভাগে,
চলে যেতে সন্ধ্যা চাহে ফিরে পিছপানে !
সেই যে করেছি খেলা বালিকার সনে !

৩

সেই যে করেছি খেলা নয়নে নয়নে
দেবপুরবাসী এক বালিকার সনে !
মৃদুল মলয় বায়, অঞ্চল উড়িয়া যায়,
উলটি পালটি যেন চাঁপা ফুল বনে !
খুলিয়া গিয়াছে খোঁপা, অপরাজিতার খোপা,
মদন বিধুরে দেয় অঞ্জলি বদনে !
সংকোচে লজ্জায় হায়, ঠেকেছে বিষম দায়,
বেহায়া বেল্লিক সেই বাতাসের সনে !
কোকিল বকুল শাখে সে যেন তারে ডাকে,
আপদ লেগেছে যত পিছনে পিছনে !
এ বিষম গণ্ডগোলে, কার নাহি পথ ভোলে ?
থমকি দাঁড়ায় বালা চমকি চরণে,
বসন্তে বিকাল বেলা বকুলের বনে !

৪

সকলে কলসী ভরে আনিয়াছে জল,
সে নিছে কলসী ভরি, প্রাণ হর মন হর,
হেসে মায় বেদে মন হরষে [illegible] গেল।
ফিরিয়ে চলেছে ঘরে, আধা পথে গিয়ে পরে,
হাসিয়া উঠেছে সব বালিকার দল !
দেখিয়া কলসী খালি, কেহ দেয় করতালি,
কেহ বলে “ও কুসুমি ! কোথা তোর জল,
বোঝেনি সে বালিকারা, আমি যে আপনা হারা,
কুসুমেরি জলে মোর আঁখি ছল ছল !
তারা পড়ে হেসে গলে এ উহার গায় ঢলে,
কেহ বলে “মাকে বলি বাড়ী চল চল।”

'কুসু'ত ঠেকেছে দায়, তা কি আর যাওয়া যায়?
পিছনেও আছে সেই পথে ফুলদল।
উভয় সংকট মাঝে, কি শোভা সংকোচে লাজে,
কমলে শেহালা মাখা আননে আঁচল।
সেই যে করিছি খেলা আঁখিভরাজল।

৫

আননে আঁচল কুসু' মহা ভাবনায়!
অর্দ্ধেক কপোল রাগে, পশ্চিমের অর্দ্ধভাগে,
লেগেছে গোলাপী আভা আকাশের গায়।
বালিকারা আশেপাশে, তেমনি আনন্দে হাসে,
ঢেউ খাইয়া তপোবন সোনালী সন্ধ্যায়।
তারি যেন লেগে ছটা তারা জ্বলে মিঠা মিঠা,
পূরবের অর্দ্ধাকাশে অর্দ্ধ নীলিমায়।
মন্দিরে আরাতি করে, দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে,
দীদী ডাকে, "ও কুসুম, বাড়ী আয় আয়।"
বুলবুল ভাবে মনে, বুড বুঝি এ জনমে,
কখনো বকুল ফুল বিঁধে নাই পায়।
বুডী যে হয়েছে বুড কাছাকাছি তিন কুড়ি,
তবুও দাদার হাওয়া লাগে নাই গায়!
শ্যামা ভাবে ঘরে গিয়া, এ শূন্য কলসী নিয়া,
কি করিয়া কি বলিবে শুধাইলে মায়?
দাদা ডাকে, "ও কুসুম, বাড়ী আয় আয়!"

প্রসন্ন বসন্ত সন্ধ্যা প্রসন্ন গগন,
জয় জয় দেবপুরে পুণ্য তপোবন।
প্রসন্ন—প্রসন্নত সুপ্রসন্ন ভাগ্য মম,
ততোধিক সুপ্রসন্ন কুসুমের মন!
স্নেহে মাখা—লাজে ঢাকা, প্রাণে রাখা—দূরে থাকা,
আপনারে ঢেলে দেওয়া দয়ার্দ্র নয়ন,

আবার তুলিয়া বালা, শত জন্ম করি আলা,
সরাইয়া হৃদয়ের ভস্ম আচ্ছাদন,
চাহিলা মধুরে হাসি, প্রথম সুধাংশু রাশি,
সীমাশূন্য নীলসিন্ধু করিয়া চুম্বন।
সে ভুলিল আমি ছাড়া, তারে ছাড়া আমি হার
কি যেন আবেশময় বিবশ স্বপন
নয়নে নয়নে সেই আত্ম-সমর্পণ।

৭

জ্বলিছে অমৃত দীপ চন্দ্র-তারকায়,
নীল চন্দ্রাতপতলে গগনের গায়
কোকিলা দিতেছে হুলু, 'চলাইব' কুলু কুলু
ললিত পঞ্চমে গায় শ্যামা পাপিয়ায়।
সে পবিত্র মহোৎসবে, জগৎবাসী যে সবে
আতর গোলাপ বায়ু আপনি বিলায়।
কামিনী চামেলী বেলী, এয়ো তারা [illegible] মেলি
মন্দিরে মঙ্গল শংখ বাজে উভরায়,
প্রেমের দেবতা হর, মহাদেব মহেশ্বর,
বিশ্বরূপে বিরাজিত প্রেমের সভায়।
জানি না বুঝি না ঠিক, কি আনন্দে দশদিক্
জগৎ ভাসিয়া গেল প্রেমের সুধায়।
হায় সে মাহেন্দ্রক্ষণ, এ জীবনে অতুলন,
সে অমৃতযোগ দৈবযোগে পাওয়া যায়।
নয়নে নয়ন দিয়া, দু'জনে করিনু বিয়া,
সেই সন্ধ্যাকালে সেই কদম্ব তলায়,
দীদী ডাকে, "ও কুসুম, বাড়ী আয় আয়।"

৮

সেই—
কুসুমের বনে পাওয়া কুসুম আমার,
শত জনমের যেন কত পুরস্কার!

কেরে তারে কেড়ে নিয়া, কারে দিল পরাইয়া,
সেকি গো রাক্ষস এত দয়া নাই তার ?
প্রেমের নন্দনবন, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মন,
শ্মশান করিয়া দিল শ্মশান আবার !
কার পাকা ধানে মই কবে আমি দিছি কই ?
আমি ত আগুন বুকে দেই নাই কার !
তবে জোরে বলে ছিঁড়ে, সে পুণ্য কুসুমটিরে,
লুঠে নিয়া দিল কারে পাপী দুরাচার ?
আমি ত আগুন বুকে দেই নাই কার !

হায় হায় একি স্বপ্ন—একি জাগরণ ?
আমার কুসুম হায়, সে নাকি হইল কার,
কল্পনা করিতে যেন পুড়ে যায় মন !
একি লজ্জা একি লাজ, আমারি কুসুম আজ,
সে নাকি হইল কার কণ্ঠের ভূষণ !
পারি না পারি না আর, অসহ্য যন্ত্রণা তার
হিংসায় জ্বলিয়া যায় ভূতলে গগন !
দংশে যেন বিষধরে, হৃদয়ের স্তরে স্তরে,
কি যেন গরল প্রাণে করে উদ্গারণ !
অসাধ্য সে ঘৃণা লজ্জা ক্রোধ নিবারণ !

১০

ভুলিবে বালিকা সেই ভুলিবে কুসুম,
ভুলিবে সে ছেলেখেলা, বসন্তে বিকালবেলা,
দু'দিনে হইবে তার স্মৃতি সমভূম !
অনায়াসে ভুলিবে সেই, নারীর স্বভাব এই,
অবলার আঁখিভরা বারমেসে ঘুম !
আরে যে দেখেছি নারী, হা, আমি চিনি তারি,
রমণীর যত কিছু দিন চারি ধূম্ !
ভুলিবে বালিকা সেই ভুলিবে কুসুম !

১১

বালিকা কুসুম বটে ভুলিবে সকল,
শত জাগরণ দিয়া, আমারি জ্বলিবে হিয়া,
বিঁধিয়া রহিবে বুকে পথে ফুলদল!
স্বপনে শুনিবে খালি, বালিকার করতালি,
চমকি দেখিব সেই আননে আঁচল।
সে রক্ত কপোলছবি, অর্দ্ধ অস্তগত রবি,
হৃদয়ে ঢালিবে সদা রাঙা হলাহল!
জ্বলিবে জীবন ব্যাপি শ্মশান কেবল!

১২

ছাড়িয়া সুরভি ফুল বায়ু যদি যায়,
যদিও বিরহী বেশে, কেঁদে ফিরে দেশে দেশে,
আতর অমৃত গন্ধ তবু থাকে গায়!
তেমনি তাহারে ত্যজি, যদিও এসেছি আজি,
তবু সে অমর জ্যোতি উছলে হিয়ায়!
দেখি সে কামিনী গাছে, তারি হাসি ফুটে আছে,
চাঁদের জ্যোছনা মাখা ঝরে মলয়ায়!
দেখি সেই দেবপুরে, দাঁড়াইয়া দূরে দূরে,
নয়নে নয়নে 'কুসু' আজো চুমো খায়!
মৃদুল মলয়ানিলে, আলিঙ্গন ঢেলে দিলে,
কাঁকাল ভাঙ্গিয়া পড়ে কদম্বতলায়!
নাতিনীর পথে ফের, কেমনে পাইবে টের?
বুড়ী ত বোঝে না ছুঁড়ী সে'ধে চুরি যায়!
দীদী ডাকে, "ও কুসুম, বাড়ী আয় আয়।"

২০শে ফাল্গুন, ১২৯৭ সাল
শেরপুর, ময়মনসিংহ

ভুল হয়েছিল

১

ভুল হয়েছিল এ কি ফুল পানে চেয়ে,
দেবপুরে শ্মশানের তপোবনে যেয়ে।
সরসীর শ্যামকূলে   দাঁড়ায়ে বকুল মূলে,
মালা গাঁথে ওপাড়ার রাঙ্গা রাঙ্গা মেয়ে।
ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে!

২

ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে
বসন্তে বিকালবেলা তপোবনে যেয়ে!
কোকিলের কুহুরবে,   হাসিয়া ভেঙ্গায় সবে
কিবা সে বদন ভঙ্গি   গান গেয়ে গেয়ে।
ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে।

৩

ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে,
শ্মশানের তপোবনে বেড়াইতে যেয়ে!
আমারে দেখিয়া লাজে,   পলাইল বন মাঝে,
ফুলের ঢেউয়ের মত সবে ধেয়ে ধেয়ে!
ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে।

ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে।
পূবপাড় সন্ধ্যাকালে বেড়াইতে যেয়ে।
মায়ে ঝিয়ে এক কাঠে,   দাঁড়া'য়ে পুকুরঘাটে,
মায়ের আঁচল টানে চাঁদপানা মেয়ে!
ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে!

৫

ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে,
পূর্বপাড়া সন্ধ্যাকালে বেড়াইতে যেয়ে।

'রাণী' ডাকে মেও মেও, আরো দেও, আরো দেও,
আদরে বিড়ালছানা চুমো খেয়ে খেয়ে !
ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে !

৬

ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে,
বসন্তে বিকাল বেলা পূবপাড়া যেয়ে
গলাগলি দুই বোনে, কেহ যেন নাহি শোনে,
জিব কাটে আধা কথা কবে লাজ পেয়ে
ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে।

ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে।
পূবপাড়া সন্ধ্যাকালে বেড়াইতে যেয়ে।
কানে করঞ্জার ফুল, গালভরা এলোচুল
মেঘ উড়ে শরতের চাঁদ মুখ ছেয়ে !
ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে !

৮

ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে.
শরতের সন্ধ্যাকালে বেড়াইতে যেয়ে !
কার নাম শুনিয়া সে কিল ওছাইয়া হাসে
দাঁতে কেটে লাল ঠোঁট—পান খেয়ে খেয়ে !
ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে !

৯

ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে,
শরতের সন্ধ্যাকালে পূবপাড়া যেয়ে
তারা ওঠে, চাঁদ ওঠে ঝিঙ্গা ফুল চালে ফোটে,
সুধা ঝরে শুধু তার চাঁদ মুখ বেয়ে।
ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে !

১৩

ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে,
সন্ধ্যাকালে পূবপাড়া বেড়াইতে যেয়ে !
দেখিয়ে পলায় ঘরে, দেখিতেও সাধ করে,
থাকে সে বেড়ার ফাঁকে চুপে চুপে চেয়ে।
কাল শুনিয়াছি তার হয়ে গেছে বিয়ে !

৭ই চৈত্র, ১২৯০ সাল
শেরপুর, ময়মনসিংহ

এও কি স্বপন ?

এও কি স্বপন ?
বৈশাখে বিকালবেলা, মেঘে মেঘে করে খেলা,
বহিতেছে মৃদু মৃদু শীত সমীরণ !
দয়েল বসিয়া আছে,
পশ্চিমে 'কাফিলা' গাছে,
ঝুলিছে বাঁশের আগে মুমূর্ষু কিরণ।
'উলুছন' ফুলগুলা,
কাঠির আগায় আগায় তুলা,
কে যেন করিয়ে গেছে দীপ আয়োজন !
সবুজ 'নিলজ্জা' বনে,
উড়িছে ফড়িঙ্‌গণে,
যোড়া যোড়া পিঠে পিঠে করি আরোহণ !
আমতলে ডাকে গাই,
নিকটে বাছুর নাই,
বুড়ী করে "ড'ড" করি বৎস অন্বেষণ।
একাকী রূপসী বালা,
কুটীর করিয়া আলা,
"ওশোরায়" মাছ কুটে—সুন্দর কেমন !

বঁটির উপরে বসা,
বাতাসে আঁচল খসা,—
ঢেউয়ে ঢেউয়ে—ঢেউয়ে ঢেউয়ে হয় উদ্ঘাটন
অর্দ্ধ নিশি অর্দ্ধ দিবা,
একত্রে সে দেশে কিবা,
একত্রে উদয় অস্ত— লাবণ্য নূতন !
সে শোভা দেখিয়া হায়,
কে না ভোলে মোহ যায় ?
উদাসী বিদেশী গেছে হারাইয়া মন !
কি সুন্দর গাল পে'তে,
'কুসু' দিছে চুমো খে'তে,
হেলা'য়ে ঈষৎ বামে কমল-আনন।
দুই হাত দুই পাশে,
মাখা সে মাছের আঁসে,
ধরে না ছোঁয না বালা করে না বারণ !
রাঙ্গা হাতে মাখা ছাই,
তাহার তুলনা নাই,
আবেশে অবশে আছে মুদিয়া নয়ন !
আবার ডাকিছে গাই,
বাছুর ত আসে নাই,
"ড'ড" কবি কবে বুড়ী বাড়ী আগমন,
চমকি ভাঙ্গিল ঘুম,
হা কুসুম ! হা কুসুম !
একটু যে দিলি দেখা, এও কি স্বপন ?

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৮ সাল
শেরপুর, ময়মনসিংহ

দেখিবে কি আর ?

১

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
ত্রিদিবে তোমারে দেবে, আনন্দে নন্দনে সেবে,
অর্পিয়া চরণে শত সোণার মন্দার,
কেন সে ফেলিয়া পূজা প্রাণমণি শ্বেতভুজা,
মর্ত্ত্যের মানবে দয়া আবার তোমার ?
দেবি ! দেখিবে কি আর ?

২

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
অনলে শিখার মত, তব প্রেম অবিরত,
জ্বালা যে পোড়া'বে প্রাণ করি ছারখার,
নিবিয়া গিয়াছে কবে, বল না প্রেয়সি তবে,
সেই ভস্ম—সেই ছাই—সে দগ্ধ অঙ্গার,
দেখিতে বাসনা কেন—কি দেখিবে আর ?

৩

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
দেখিতে আছে কি বাকি, এতদিন বুকে রাখি,
দেখিয়া দেখার আশা মিটেনি তোমার ?
উলটি পালটি কত, দেখিয়াছ অবিরত,
পেষিয়া ঘষিয়া বুকে ভেঙ্গেচু'রে হাড়,
দেখিয়াছ রেণুকণা,—কি দেখিবে আর ?

৪

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
লাগাইয়া জিবে জিবে, অমৃত দ্রাবকে কিবে,
গলা'য়ে চুষিয়ে নিলে হৃদয় আমার !
আশ্বাসে দিছিনু এনে, নিশ্বাসে নিয়েছ টেনে,
হায় হায় বিশ্বাসের এই পুরস্কার !
দেবি ! কি দেখিবে আর ?

৫

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
বিচূর্ণ বালুকা সম, যে চূর্ণ হৃদয়ে মম,
আলিঙ্গনে পড়েছিল যে দাগ তোমার,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ঝড়ে, তাই নিয়ে খেলা করে
ব্যাপিয়া মরম-মরু ঘোর অন্ধকার !
দেবি । দেখিবে কি আর ?

৬

দেবি । দেখিবে কি আর ?
কোন যুগে নিয়েছিলে, কোন্ যুগে দিয়েছিলে,
আর্দ্র অলক্তক-চিহ্ন চুম্বনে তোমার !
রমণী ছুঁইলে ঠোটে, ধুইলে কি নাহি ওঠে ?
দেখিবে কি ধু'য়েছে কি আঁখি জলধার,
সে বীরত্বজ চিহ্ন গৌরব তোমার ?

৭

দেবি ! কি দেখিবে আর ?
শুনেছি বাঘিনী বনে, খেলে হরিণের সনে,
ভাঙ্গিয়ে কোমল গ্রীবা করিয়ে সংহার,
বুঝিতে নাহি যে পারি, তেমনি তুমি কি নারী,
খেলিতে এসেছ সেই খেলা অবলার।
দেবি ! দেখিবে কি আর ?

৮

দেবি । দেখিবে কি আর ?
একি সে স্নেহের দেখা, আঁখিজলে চিঠি লেখা ?
এ শুধু মুখের কথা মুখে বলিবার !
এ নহে ধরিয়া গলে, এ নহে সে আমতলে,
এত শুধু দূরে দূরে ঘৃণা উপেক্ষার !
দেবি ! দেখিবে কি আর ?

৯

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
যে দেখা নয়ন কোণে, কেহ নাহি দেখে শোনে,
এ দেখা কি দেখা সেই প্রীতি মমতার ?
একি সে প্রাণের টান ? একি নহে অপমান ?
একি নহে উপহাস শুধু হাসিবার ?
দেবি ! দেখিবে কি আর ?

১০

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
যদি গো আগের মত, দেখিতে বাসনা তত,
সত্যই সরলা প্রিয়ে থাকিত তোমার,
তবে কি "ভেরণ" গাছে, অত পাতা উঠিয়াছে ?
দেখিতাম পথে আগে পাতা ভাঙ্গা তার !
দেবি ! দেখিবে কি আর ?

১১

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
সেদিন গিয়েছে কবে, আর কি সেদিন হবে,
দু'জনে দুপুরবেলা বুকে ও জনার !
আঙ্গিনা ভাঙ্গিয়া মেয়ে না আসিতে ঘরে ধেয়ে,
আগে গিয়ে কোলে নিয়ে চুমো খেতে তার,
বুঝিত না সে বালিকা চাতুরী তোমার !

১২

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
তোমার বিরহানলে, কেমনে হৃদয় জ্বলে,
কেমনে নয়নে আজ বহে শত ধার,
তাই কি দেখিয়া সুখী, হ'তে চাও বিধুমুখি ?
কাটা ঘায়ে নুন দিয়ে তামাসা তোমার !
দেবি ! দেখিবে কি আর ?

১৩

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
নয়ন করিয়ে খালি, সকলি দিয়েছি ঢালি,
দিয়েছি সে শ্যামালতা ভিজা'য়ে তোমার !
দেখ গিয়ে পাতে পাতে, শুকা'য়ে রয়েছে তা'তে,
আঁখিজলে মাখা অ'হা কত হাহাকার !
দেবি ! দেখিবে কি আর ?

১৪

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
কোথায় দাড়িমগাছে, দেখ গিয়ে রহিয়াছে,
আলিঙ্গন ফিরে দিছি সকলি তোমার।
রাখিয়াছি ফুলে ফলে, তোমারি চুম্বন তু'লে,
ভাঙ্গা বুকে রাঙ্গা চুমা নহে রাখিবার !
দেবি ! দেখিবে কি আর ?

১৫

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
আমি যে পাপিষ্ঠ অতি, তুমি অতি পুণ্যবতী,
চাহিলে লাগিবে পাপ নয়নে তোমার !
শত গঙ্গাজল দিয়া, দেও যদি ধোওয়াইয়া,
তবু এ পাপের দাগ নহে যাইবার !
দেবি ! দেখিবে কি আর !

১৬

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
কেন সে নিষ্ঠুর খেলা, ভাঙ্গাবুক ভেঙ্গে ফেলা,
কেন সে স্বপন পুনঃ দেখাও আবার ?
লইয়ে শ্মশান বুকে, মহা নিদ্রা যাই সুখে,
দয়া ক'রে ক্ষমা কর জাগায়ো না আর !
রমণি, তোমার নামে শত নমস্কার !

১৩ই ভাদ্র, ১২৯৮ সাল
শেরপুর, ময়মনসিংহ

পরীক্ষা

১

সরলা ! সরোজ-আঁখি সুধা নাকি ভরা,
অথবা কি কালকূট বিষমাখা বাণ ?
তুমি লো চাহিলে নাকি বেঁচে উঠে মরা,
অথবা আঁখির ঠারে বাহিরায় প্রাণ ?
দু'জনে দু'কথা বলে, ঠিক কথা কার,
চাও না সরলা ! চেয়ে দেখি একবার ?

২

সরলা ! কি রাখিয়াছ সুন্দর অধরে,
ফুলের পুটলি বেঁধে আদরে এমন ?
কেহ বলে বিষ উহা খে'লে লোক মরে,
কেহ বলে মরা বাঁচে—সুধা অতুলন !
দু'জনে দু'কথা বলে, ঠিক কথা কার,
দেও না সরলা ! খেয়ে দেখি একবার ?

* * *

শোক তাপ ভরা এই দরিদ্র জীবন,
যদি গো সৌভাগ্যবশে সুধা পাওয়া যায়,
জনমের মত ক্লেশ হবে নিবারণ,
কিংবা যদি থাকে বিষ ক্ষতি কি তাহার ?
দুই তুল্য মহামূল্য নিকটে আমার,
দেও না সরলা ! বুঝে দেখি একবার ?
কবি কহে সুধা বিষ দুই আছে ভরা,
জীবিত মরিয়া যায়, বেঁচে উঠে মরা !

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ সাল
কলিকাতা

নববর্ষ

১

এস বর্ষ ! অনিবার্য্য বিধির আদেশে,
অবনত শিরে লই তোমার শাসন,
এত দুঃখ—এত কষ্ট—আছি এত ক্লেশে,
তথাপিও অশ্রু-মুখে করি সম্ভাষণ !

২

এস বর্ষ ! আমি ক্ষুদ্র—আমি নরাধম,
ফিরিবে না গতি তব আমার ইচ্ছায়,
জীবন জলধি স্রোত ভীম পরাক্রম,
রোধিতে চাহে কি তারে ক্ষুদ্র বালুকায় ?

৩

এস বর্ষ ! দেখ এসে হৃদয় আমার
বুক ভরা মরুভূমি, কভু কি দেখেছ তুমি,
মরমের মর্ম্মভরা হেন মৃদঙ্গার ?
নিবিড় নিভৃত স্থলে, শিরায় শ্মশান জ্বলে,
শোণিতে তরঙ্গশিখা উছলে তাহার ?
মরা প্রাণ, বাঁচা দেহ, কভু কি দেখেছ কেহ,
আছে কি জগতে বল প্রাণী এ প্রকার ?
দেখেছ কি প্রাণভরা হেন অন্ধকার ?

৪

এ হৃদয় মরুভূমি দেখহ চাহিয়া,
ছোট বড় কত আশা, কত স্নেহ ভালবাসা,
যৌবনে অঙ্কুরে বীজে গিয়াছে পুড়িয়া !
উদ্যম উৎসাহ শূন্য, নাহি পাপ, নাহি পুণ্য,
কেবল অনন্ত শূন্য হৃদয় জুড়িয়া !
এ হৃদয় মরুভূমি দেখহ চাহিয়া !

৫

দেখ চেয়ে এ হৃদয়,
সুখ নাই, শান্তি নাই, শুধু ছাই ! শুধু ছাই !
নিরাশা সে ছাইগুলি, মুঠা মুঠা করি,
প্রাণে উড়াইয়া দেয় দিবস শর্ব্বরী !

৬

প্রাণের নিরশ্রু সেই নিত্য অশ্রুপাত,
সে নীরব হাহাকার, সে রাক্ষস ব্যবহার,
আত্মার করুণ কণ্ঠে ছুরিকা আঘাত !
তব পূর্ব্ব বর্ষ কত, করিয়াছে অবিরত,
অম্বরে অনন্ত হেন আগ্নেয় উৎপাত,
ভস্মশেষ দগ্ধবক্ষ দেখহ সাক্ষাৎ !

এস বর্ষ !
আমি হে ভারতবর্ষ অধিবাসী নব,
বল হে ভবিষ্য ভাগ্য বজেট্ আমার,
বল মাস বর্ষ ফল, বল কত অশ্রুজল,
কত পদাঘাত বক্ষে, কত হাহাকার,
প্লীহাফাটা মৃত্যু কত, হত বন্য পশু হত. —
নিরস্ত্র দুর্ব্বল প্রজা সোদর আমার,—
লইয়া আসিলে কত হেন অত্যাচার ?
কত শালগ্রাম শিলা, হারাইবে দেবলীলা.
কত সুরেন্দ্রের ভোগ হবে কারাগার ?
ভারতের কত ছাত্র, বেত্রাঘাতে ছিন্নগাত্র,
সহিবে শৈশবপ্রাণে কত অবিচার ?
বল ইল্‌বার্ট বিলে, 'এণ্ড্রু' 'পেড্রু' সবে মিলে,
করিবে দায়াদসূত্রে কত অত্যাচার ?
আত্মশাসনের ছলে, শুষ্ক প্রাণে মরুস্থলে,
কত ভ্রমাইবে রূপে মৃগতৃষ্ণিকার ?
কাতরে কাঁদিবে কত জননী আমার ?

৮

এস বর্ষ ! দুর্ভাগ্যের বল ভাগ্যফল,
কত আর অসহায়া, জননী ভগিনী জায়া,
কলঙ্কিত করিবেক সেনানীধবল ?
কত আর চক্ষু খেয়ে, সে দৃশ্য দেখিব চেয়ে,
কুক্কুরে চিবাতে দিয়ে হৃন্মর্ম্মস্থল ?
হা কি লজ্জা ! হা কি ঘৃণা, বাঁচি না মরণ বিনা।
বরাহের ভোগচিহ্নে অঙ্কিত কমল ।

৯

বল বর্ষ !
কত কহিনুর আর হবে অপহৃত ?
বল কত বরদার, দুর্ভাগ্য গাইকবাড,
চাতুরী—"হীরক চূর্ণে' হবে নির্ব্বাসিত ?
অযোধ্যা সেতারা কত, অনুতাপে অবিরত
কাঁদিবেক মিত্রতায় হইয়া বঞ্চিত ?
কত বা নিজাম খেদে, সুস্থ অঙ্গ ব্যবচ্ছেদে,
বেরার বিয়োগ শোকে হবে জর্জ্জরিত ?
কত রাজ্য রক্তচিহ্নে হইবে বঞ্জিত ?

নববর্ষ ।
তব আগমন ফল বলহ বিশেষ,
সে দিন নাহিক আর, তেজবীর্য্য গরিমার,
আগে ছিনু সিংহরাশি, আজি মোরা মেষ ।
হায় রে ত্রিদিব দেবে, নির্ম্মূলা নক্ষত্র এবে,
কলঙ্কিত শশধর, পতিত দীনেশ ।
কারে সিংহাসন দিয়া, কহিনুর পরাইয়া,
কোন্ চণ্ডালেরে তুমি করিলে নরেশ ?
কারে বা করিলে মন্ত্রী, কোন্ শনি ষড়যন্ত্রী,
আরো কি নূতন ট্যাক্সে প্রজা হবে শেষ ?

কোন্ অমঙ্গল গ্রহ,　　শস্যাধিপ হ'ল কহ,
আরো কি দুর্ভিক্ষে তুমি পোড়াইবে দেশ ?
বল হে বৈদ্যের ফল,　　কাঁপিতেছে বক্ষস্থল,
'রোমাণ্ট্' 'রৌটন্' বেশে হ'ল কি প্রবেশ ?
আরো কি চাষার প্রাণ,　　নিত্য করি বলিদান,
তুষিবে হে জমিদার রাক্ষস বিশেষ ?
আরো কি ভারতবর্ষ হবে ভস্মশেষ ?

১১

বল বর্ষ !
পিশাচী রাক্ষসী সুরা ব্যাদিত বদনে,
শৌণ্ডিকের মুক্তগৃহে,　　পল্লীতে পল্লীতে কিহে,
গ্রাসিবে গৃহস্থ দীন বালবৃদ্ধগণে ?
অস্থিচর্ম্ম করি শেষ,　　আফিঙ্গে নাশিবে দেশ,
কাঁদিবে জননী জায়া—ধারা দু'নয়নে ?
আরো কি গঞ্জিকা সিদ্ধি,　　পশুত্ব করিয়া বৃদ্ধি,
সাহায্য করিবে বল নিরয় পতনে ?
কারে দিলে আবকারী দয়াহীন মনে ?

১২

এস বর্ষ !
দুর্ব্বল বাঙ্গালী আমি, দুর্ব্বল হৃদয়,
তোমার এ আগমনে,　　সুখ না হইল মনে,
সতত শঙ্কিত আছি কিসে যে কি হয়।
বঞ্চনার নিত্য নিত্য,　　বিশ্বাস করে না চিত্ত,
চুনে গেছে মুখ তে'তে দধি দেখে ভয়।
যদি হে কুশলে রাখ,　　যদি শুভ এনে থাক,
দিব ধন্যবাদ তোমা যাবার সময়।

১৭ই চৈত্র, ১২৯০ সাল
দেবনিবাস, ময়মনসিংহ

সাগরের উক্তি

১

যারে যা কুটিলা নদি, কেন আর নিরবধি,
মিছে কুল্ কুল্ স্বরে জ্বালাস্ আমায় ?
ও কপট প্রেমগানে,
পরাণে সাঁড়াশী টানে,
কলিজা ধমনী শিরা ছিড়ে যায় যায় !
পারি না সহিতে আর,
এ পাষাণ ব্যবহার,
বাড়ব অনলে বুক জ্বলিছে সদায়,
মিছে তোর ও সোহাগে,
নিদারুণ মহারাগে,
ঝটিকা তুফানে বুক ভেঙ্গেচুরে যায়,
অবিরাম অবিশ্রাম আছাড়ি বেলায় !

২

জন্ম তোর উচ্চ কুলে, বৃথাই গিয়েছি ভু'লে,
তোর মত নীচগামী দেখি নাই আর,
শুধু তোর সঙ্গ-দোষে,
জগতে এ নিন্দা ঘোষে—
নীচতর নীচতম নীচ পারাবার !
ভাঙ্গিয়া পাষাণ কারা,
হয়েছিস্ দেশ ছাড়া,
কত দেশে বেড়াইলি সংখ্যা নাহি তাঁর !
কোথাও পা'লি না কূল,
খেয়েছিস দুই কূল,
তোরে কূল দিয়ে শেষে অকূল আমার !

৩

বড় আশা ছিল মনে, তোর সনে সম্মিলনে,
নির্ম্মল জীবনে প্রাণ হইবে নির্ম্মল,
এনে দিবি স্বর্ণকণা,
কিন্তু একি বিড়ম্বনা,
ঢেলে দিলি তা পাষাণি কাঁদামাখা জল।
বিধাতা হয়েছে বাম,
গেল রত্নাকর নাম,
কর্দ্দমে মর্দ্দিলি মণিমাণিক্য সকল !
আরো দেখ বুকভরা,
কত যে জন্মেছে চরা,
অপার বালুকারাশি ব্যাপি নীল জল।

৪

কত দুঃখ কত ক্লেশ, ভীম ভয়ঙ্কর বেশ,
মকর হাঙ্গর নক্র কত জলচর,
অতল জীবন মম, মথিতেছে অবিরাম,
মুহূর্ত্ত বিশ্রাম নাই তিল অবসর !
যদি কেহ সেঁচে জল,
দেখিত এ বক্ষস্থল,
দেখিতে সে কি যে কাণ্ড—কি যে ভয়ঙ্কর-
হৃদয়ে লুকানো মোর,
কি যে সে বিপ্লব ঘোর,
প্রলয়ের ধ্বংসমূর্ত্তি গ্রাসে চরাচর।

৫

এ হৃদয়ে একদিন ছিল শশধর,
দেবেরে দিয়েছি যাহা,
এ হৃদয়ে ছিল তাহা,
আমারি অমৃত দিয়া দেবতা অমর !
দিছি পারিজাত ফুল,

কৌস্তভ—মণি অতুল,
দিছি সর্ব্বফলপ্রদ কল্পতরুবর,
দিছি সর্ব্ব অবশেষে,
ঐশ্বর্য্য ঈশ্বরী বেশে,
রাজশক্তি রাজলক্ষ্মী চাহিলে অমর !
কিন্তু আজি হায় হায়,
কে বিশ্বাস করে তায়,
সহস্র মন্দরে দেখি মথে নিরন্তর,
সে সকল রত্ন আর,
না উঠিবে পুনর্ব্বার,
অতল কর্দ্দমরাশি বালুকার স্তর,
গ্রাসিয়াছে পারিজাত, শশী—সুধাকর !

৬

এখনো চাহিলে আহা শশধরপানে,
হৃদয় উছলে উঠে,
বিশাল তরঙ্গ ছুটে,
কি যেন ভাবের উৎস খু'লে যায় প্রাণে !
পারি না থাকিতে স্থির,
ভাসাইয়া যায় তীর,
সজোরে জোয়ারে তোরে ঠেলিয়া উজানে !
কিন্তু রে বেহায়া এত,
তোর মত দেখিনে ত,
আবার আসিস্ কি রে কুল্ কুল্ গানে,
দিনে রেতে ঠেলে দেই যাস্ না উজানে !

৭

আহা !
এ বিষাক্ত চিন্তা প্রাণে সহে না যে আর,
নিত্য অশ্রুজলে সিক্ত,
জীবন হইল তিক্ত,
রটিল ক্ষীরোদ নামে কলঙ্ক আমার !

শরীর হইল কালা,
প্রাণ করে ঝালাপালা,
আগুন লাগায় জলে নারী এ প্রকার !
কোথা হে, অগস্ত্য আজ
কর বান্ধবের কাজ,
বিশাল গণ্ডূষে আজি শোষ পারাবার,
নিবে যাক্ জীবনের যন্ত্রণা অপার !

১৮ই শ্রাবণ, ১২৯৪ সাল
শীতলপুর বাগানবাটী, শেরপুর

৺কৃষ্ণদাস পাল

১

কোথা আজি কৃষ্ণদাস গেলে অকস্মাৎ ?
না বলিয়া না কহিয়া, পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া,
মারিয়া মায়ের বুকে অশনি নির্ঘাত !
হায় কি নিষ্ঠুর তুমি, জননী ভারতভূমি
কোটি নেত্রে করে আজি কত অশ্রুপাত,
করিয়া ললাটে বক্ষে ভীম করাঘাত !

তুমি বিনে কৃষ্ণদাস সব অন্ধকার,
জ্বলন্ত প্রতিভাবলে, আলোকিয়া ভূমণ্ডলে,
জ্যোতির্ম্ময় গ্রহ তুমি খসিলে তাহার !
উদ্যম উৎসাহ ধন্য. একাগ্রতা অগ্রগণ্য,
প্রাণপণ যত্ন চেষ্টা উগ্র আকাঙ্ক্ষার
করুণা মমতা স্নেহ, দয়াধর্ম্মে দ্রব দেহ,
সত্যের সহায় চিত্ত আছিল তোমার !
তুমি বিনে কৃষ্ণদাস ভারত আঁধার !

৩

রাজনীতি শাস্ত্রে ছিলে পণ্ডিত প্রধান,
স্বদেশের হিত-রত,   স্বজাতি-বাৎসল্য ব্রত,
আছিলে ধর্ম্মের সখা কৃষ্ণ মতিমান্!
আজি কুরুক্ষেত্ররণে,   তোমার আশ্রিতজনে,
অকূলে ফেলিয়া কোথা করিলে প্রস্থান?
তোমারে সারথি করি,   কোদণ্ড গাণ্ডীব ধরি,
পুনরায় বর্ম্ম চর্ম্ম করি পরিধান,
লভিতে সে হৃতস্বত্ব,   দেবতার সে দেবত্ব,
সে আত্মশাসন-শক্তি—রাজত্ব মহান্।
ত্যজিয়া অজ্ঞাতবাস,   করি এত অভিলাষ,
জ্বালিনু সমর অগ্নি-শিখা লেলিহান্!
না হ'তে সফলকাম,   হা কৃষ্ণ হইয়ে বাম,
সঁপিয়া শত্রুর হাতে করিলে প্রস্থান।
অকূলে যায় যে ভাই ভারতের প্রাণ।

৪

দুর্দ্দান্ত কৌরবগণ সদা অত্যাচারী,
ধৃতরাষ্ট্র রাজা অন্ধ,   নাহি দেখে ভাল মন্দ,
দিল রাজ্য রসাতলে তনয় গান্ধারী!
লুঠে নিল ইন্দ্রপ্রস্থ,   ধনরত্ন যে সমস্ত,
হায় রে ভারত আজ কড়ার ভিখারী।
ওয়েব, ক্রান্সিস্ হায়,   দুষ্ট দুঃশাসনপ্রায়,
হরে দ্রৌপদীর বস্ত্র পাপী দুরাচারী!
তোমারি সে ভ্রাতৃজায়া,   দানবে লুঠিল কায়া,
নাহি দিয়া প্রতিশোধ দৈত্যদর্পহারি,
কি বলিব হায় হায়,   কুকুরে কলিজা খায়,
শত বজ্রে ভাঙ্গে বুক বলিতে না পারি;
কোথা গেলে ধর্ম্মসখা কাঙ্গাল-কাণ্ডারি?

৫

কোথা গেলে প্রিয় সখা ভারত-বান্ধব ?
জ্ঞান সবিশেষ তুমি, দিল না সূচ্যগ্রভূমি,
অযোধ্যা সেতারা সিন্ধু করে হাহারব ।
নিজাম - হায়দরাবাদ, বরদার আর্ত্তনাদ
কাশ্মীর কুণ্ঠিত-কণ্ঠে সশঙ্কে নীরব ।
ত্রিবাঙ্কোর মহীশূর, সকলেরি দর্প চূর,
আরো যে সমস্ত ব্যতিব্যস্ত সব ।
সদা কুমন্ত্রণা দেয়, ছলেবলে রাজ্য নেয়,
শকুনি 'ইংলিশম্যান' তুলিয়া গুজব ।
তুমি ভিন্ন কেবা অন্য, ভারতের রক্ষা জন্য,
করিবে হে আন্দোলন—বিশাল ভৈরব ?
কোথা গেলে প্রিয় সখা ভারত-বান্ধব ?

৬

শকুনি 'ইংলিশম্যান' কুমন্ত্রণা দিয়া,
সামান্য ইল্‌বার্ট বিলে, যেটুকু ক্ষমতা দিলে,
ছলেবলে কৌশলে তা লইল হরিয়া ।
কে আর তোমার মত, কুরুসভা-সমাগত,
পাপিষ্ঠ কৌরবগণে ধীরে সম্বোধিয়া
জলদগম্ভীর স্বরে, উভয়ের হিততরে,
দিবে ন্যায্য উপদেশ ধীরে বুঝাইয়া ?

৭

তুমি বিনে কৃষ্ণদাস আর কোন্ জন,
ত্যজিয়া বিপুল অর্থ, হইবেক সুসমর্থ,
করিতে দেশের হিত চিন্তা অনুক্ষণ ?
জনক জননী জ্ঞানে, স্নেহ ভক্তি মাখা প্রাণে,
কে আর ভারতে ভালবাসিবে তেমন ?
কে আর প্রতিজ্ঞা করি, সজোরে লেখনী ধরি,
ভারতের হিতে প্রাণ করিবে অর্পণ ?

৮

কৃষ্ণদাস !
তব এ দানের কি হে আছে বিনিময় ?
পৃথিবীর দ্রব্যগুলা, কেবলই মাটি ধূলা,
নাহি কোন ভাল বস্তু চিরসুখময় !
নয়নের জলটুকু, হৃদয়ের রক্তটুকু,
নিঃশেষ করিয়ে যদি দেই সমুদয়.—
ধরার মানব ছার, সাধ্য কিহে দিবে আর ?
তব এ দানের নহে যোগ্য বিনিময় !
তবে—
যাও সেই দিব্যধামে, সেখানে ত্রিদিব নামে,
বিরাজে বিনোদ বেশে চারু ইন্দ্রালয় ।
বস গে' দেবের সঙ্গে, সে সুরসভার রঙ্গে,
আছে সিংহাসন পাতা রত্নমণিময় !
উদ্যম উৎসাহে দেবে, জাতীয় সম্মানে সেবে,
নাহি জানে দ্বেষ হিংসা দেবের হৃদয় !
অমরের উপভোগ্য, আছে তথা তব যোগ্য,
নিত্য সুখপূর্ণ সুর সম্পদনিচয় !
কলপ পাদপ আছে, চতুর্ব্বর্গ ফলে গাছে,
কাছে মৃতসঞ্জীবনী সুধা সুধাময় !
নন্দনে মন্দার ফুলে, শোভে মন্দাকিনী কূলে,
অমৃত প্রবাহে মন্দাকিনী মন্দ বয় ।
মায়ের সুপুত্র-ধন্য এ স্বর্গ তাদেরি জন্য,
এখানে বাসের যোগ্য আর কেহ নয় !
যাও সখা পাবে তথা যোগ্য বিনিময় !

১৬ই শ্রাবণ, ১২৯১ সাল
ময়মনসিংহ

দেব-নিবাস *

১

বন্ধুবর !
কত কষ্ট কত ক্লেশ, যন্ত্রণার একশেষ,
সহিয়াছ এ জীবনে কত যে বৎসর,
রাক্ষস মানব নামে, রাখিয়া দক্ষিণে বামে,
করিয়াছ আত্মরক্ষা যুঝি নিরন্তর !
না ছিল সহায় আর, আপনিই আপনার,—
একাকী করিলে ঘোর সংসার-সমর,
যথা অভিমন্যু বীর, অটল প্রতিজ্ঞা স্থির,
সপ্ত সারথির যুদ্ধে শিশু অকাতর !
তেমনি তুমিও হায়, আবিচল প্রতিজ্ঞায়,
ততোধিক বীর বীর্য্যে পূর্ণিত অন্তর,
করিয়াছ ব্যূহ ভেদ প্রিয় বন্ধুবর !

২

প্রিয়তম !
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড এই অনন্ত মহান্,
তথাপি তোমার তরে, স্বর্গমর্ত্ত্য ত্রিসংসারে,
নাহি ছিল এতদিন তিল-অর্দ্ধ স্থান !
সমীরণে বালুকণা, সমুদ্রে সলিল ফেনা,
কোথায় ভাসিয়া যেতে কে নিত সন্ধান !
কে ভাবিত হায় হায়, জলবিম্ব কোথা যায়,
কোথায় পতন তার কোথা অবসান !
এখন সম্ভাষে যারা, ভ্রূক্ষেপে চাহেনি তারা.
পাপময়ী পৃথিবীর এই ত বিধান !

---

* কোন সম্ভ্রান্ত বান্ধবের বাস-ভবন

দেখিয়া সম্মুখে সিন্ধু, ভাব নাই এক বিন্দু,
বজ্রনাদ বারিধির বিকট তুফান !
আজ সে অকূল সিন্ধু, দিছে এই মৃদ্বিন্দু,
এই সেই তব পুরী নব বাসস্থান !
সংসার যুদ্ধের হায়, অই দ্বারে শোভা পায়,
অহ প্রিয়বর তব বিজয় নিশান।
বীরত্বে বারিধি দিছে বুকে বাসস্থান।

৩

প্রিয়তম !
ভাবিও না সুখ স্বপ্ন—গত কথা আর,
কোথায় আছিলে তুমি, কোথা তব জন্মভূমি,
কোথায় কিরূপে হল কি নাম তোমার।
কোথা বা সে উচ্চ আশা, অগস্ত্যের সে পিপাসা,
কাহ ক্ষুদ্র হিমবিন্দু কোথা পারাবার।
ভাবিও না সুখ-স্বপ্ন - গত কথা আর।
কিন্তু—
হৌক মা সাবিত্রী সীতা, যুধিষ্ঠির হৌক পিতা,
প্রাণের লক্ষ্মণ ভাই হৌক আগেবার।
তথাপি নিষ্ঠুর কর্ম্ম, জননী জনক ধর্ম্ম,
ভুলিয়া কোলের শিশু করা পরিহার !
তারাই তোমারে হায়, তপ্ত মরু বালুকায়,
নিক্ষেপিয়া করিয়াছে—এ দশা তোমার,
মরীচিকা দেখাইয়া, পিপাসা বাড়ায়ে দিয়া,—
যাক্ সে ঘৃণিত কথা নহে বলিবার !
গৃহস্থের ক্ষুদ্র ঘরে, যে আনন্দ শোভা করে,
যে নিত্য উৎসবপূর্ণ ক্ষুদ্র সে সংসার,
থাকিলে সে ক্ষুদ্র ঘরে, শত যুগ যুগান্তরে,
স্বপনেও জানিতে না এ কষ্ট তোমার !
দূর হউক—

কেন তুলি গত কথা, বিস্মৃত প্রাণের ব্যথা,
শুষ্ক ক্ষতে কেন করি ক্ষত পুনর্ব্বার?
ভোল সে নিশীথ স্বপ্ন, স্মরিও না আর।

৪

ভোল সে কুহকী স্বপ্ন দেখ বর্ত্তমান,
দেখ সে গন্তব্য পথ, দেখ দূরে ভবিষ্যৎ,
দেখ কি সংকীর্ণ সেতু করিছে নির্ম্মাণ।
বন্ধুতার বেশ ধরি, সম্মুখে সাজিছে অরি,
ভূত হ'তে ভবিষ্যৎ পরীক্ষা মহান।
সে উদ্যম সে উৎসাহ, সে প্রতাপ বিশ্বদাহ,
এখনো হইতে চাহ সেই সাবধান।
ত্যজিও না যুদ্ধবেশ, হয় নি সমর শেষ,
আবার জ্বলিবে সেই শিক্ষা লেলিহান্।
বাঁধ কটি, পর বর্ম্ম, কর জীবনের কর্ম্ম,
মনের মহত্ত্ব রাখ আত্মার সম্মান।
যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ, তোমার কাহারে ভয়?
দূর হ'তে পলাইবে পাপ মূর্তিমান!
আবার উড়িবে তব ধর্ম্মের নিশান।

৫

আবার উড়িবে তব ধর্ম্মের নিশান,
আবার এমনি সুখে, প্রণয় প্রসন্ন মুখে,
আকাশ ভেদিয়া গা'ব তব যশোগান।
এমনি আমরা সবে, মাতি হেন মহোৎসবে,
চাহিব বিভুর কাছে তোমার কল্যাণ!
পুণ্যময় সেই দিন, সুখময় সর্ব্বাঙ্গীণ,
কল্পনার কল্পনেত্রে দেখি বিদ্যমান!
তোমারি নিকটে হায়, মৃত শত্রু সমুদায়,
চাহিবে ভিক্ষুক বেশে কৃপাকণা দান!

খুঁজিলে অনন্ত বিশ্ব, না মিলে এমন দৃশ্য,
দেখিবে ভূতলে স্বর্গ তুমি ভাগ্যবান্।
আবার উড়িবে তব ধর্ম্মের নিশান!

৬

সমাগত ভ্রাতৃগণ।
দয়াবান জগদীশে দেও ধন্যবাদ,
তাঁরি স্নেহ করুণায়, অনাথে আশ্রয় পায়,
তাঁহারি কৃপায় ভুঞ্জি সকলে আহ্লাদ।
ভুলি মুহূর্ত্তের তরে, দ্বেষ হিংসা পরস্পরে
এস হে সকলে চাই তাঁর আশীর্ব্বাদ,
আর যেন পুনর্ব্বার, স্বজন সুহৃদে হায়,
না ঘেরে এ পৃথিবীর বিষাক্ত বিষাদ।
সুখ যেন শান্তি সনে, নিত্য তার বহে মনে,
দূরাকাঙ্ক্ষা দূরে যেন করে আর্ত্তনাদ!
এস হে সকলে চাই তাঁর আশীর্ব্বাদ!

২৪শে অগ্রহায়ণ, ১২৯০ সাল
ময়মনসিংহ

পরিমল দত্ত *

১

কোথা হ'তে এলি তুই নব পরিমল?
কোথা হতে এলি ছুটে, স্বর্গীয় প্রভাতে উঠে
ধরে যেন ধীরে ধীরে ঊষার আঁচল।
অমৃত পরশ দিয়া, মৃত ধরা বাঁচাইয়া,
খুলিয়া উদয়াচলে সোনার অর্গল!
কোথা হ'তে এলি তুই নব পরিমল?

---

* নামকরণোপলক্ষে

২

কোথা হ'তে এলি তুই নব পরিমল ?
কোমল নয়নে ভোর, এখনো সে ঘুমঘোর,
স্বর্গীয় স্বপনে ভোর নীল উৎপল !
আবেশে অবশ কায়, ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়,
চলিতে থাকে না থির চরণকমল !
কোথা হ'তে এলি তুই নব পরিমল ?

৩

কোথা হ'তে এলি তুই নব পরিমল ?
বাতাসে হেলায়ে গা ফুলে ফুলে দিয়ে পা,
মাখিয়া কৌমুদী গায়—কিরণ কোমল ।
অধরে লইয়ে হাসি, অজানা আনন্দরাশি,
লইয়া নয়নকোণে শিশিরের জল,
কোথা হ'তে এলি তুই শিশু পরিমল ?

৪

কোথা হ'তে এলি তুই শিশু পরিমল ?
আসিলি অতিথি হয়ে কার অন্বেষণ লয়ে,
অজানা করিলি প্রাণ পাগল পাগল !
কচি হাতে জড়াইয়া, কাড়িয়া লইলি হিয়া,
সমস্ত পৃথিবী দিয় ক্ষুদ্র করতল,
ভরিতে পারি না তোর শিশু পরিমল !

৫

কোথা হ'তে এলি তুই নব পরিমল ?
কি জানি আনন্দ ভরা, কি জানি কি যাদু করা,
কি জানি কি পথে পথে ঢেলে কুতূহল,
কোন্ পথে কোন্খানে, কেমনে পশিলি প্রাণে,
কোন্ কুসুমের তুই সুবাস পাগল !
কোথা হ'তে এলি তুই প্রিয় পরিমল ?

৬

কোথা হ'তে এলি তুই প্রিয় পরিমল ?
এদেশে যে ফুল ফোটে, সমীরে সুরভি ছোটে,
সে তো রে করে না এত বেহুঁশ বিভল।
কোন্ কুসুমের বুকে, ঘুমায়ে আছিলি সুখে,
কার রে প্রেমের গন্ধ তুই পরিমল,
আত্মার অমৃত অংশ—পবিত্র উজ্জ্বল ?

৭

কোথা হ'তে এলি তুই নব পরিমল
পাপের পঙ্কিলধরা [illegible]
নারী নহে, নর নহে নরক কেবল।
একটি এ ম্লান ফুলে, স্বর্গীয় সুবাস দিলে,
করিতে পারিস্ যদি পবিত্র নির্মল,
পরিমল নাম তোর হইবে সফল।

২২শে আশ্বিন, ১২৯৮ সাল।
ময়মনসিংহ

মগের মুলুক

(১৮৯৩)

মগের মুলুক

বঙ্গদেশে আছে একটি স্বর্গপুর গ্রাম,
গাছগাছড়ায় ভরা তাহা নবীন ঘনশ্যাম।
রাঙ্গামাটি পলাকাঠি খাঁটি সোনার মত,
টিলায় টিলায় ভুল হয়ে যায় মৈনাক শত শত।
উত্তরেতে রূপার রেখা ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী,
মন্দাকিনীর মত তাহার মন্দ মন্দ গতি।
দেবপুরনিবাসী কত দেবের দেহ ছাই,
মাখি বুকে মনের সুখে যখন দেখা যাই।
পূবের ধারে গাছের পাড়ে শ্যামল তপোবন
চাপ বনে পা[illegible]কে ডাকে চমকে উঠে মন।
কলস কাঁখে আচল মুখে মেয়েগুলি আসে,
পাতাঢাকা ফুলের মত [illegible] হয়ে হাসে।
কেউ বা পড়ে কেউ বা ধরে উঠে ভিজা পায়,
পিছল ঘাটে আছাড় খায়ে কলসী ভেঙ্গে যায়
পূবের ধারে [illegible] [illegible] সীমা নাই
[illegible] [illegible] কাছে ডাকে [illegible] কত গাই
উত্তরেতে হাজার হাজার শাল গজার বন
বাঘ ভালুক [illegible] সুখে, খেলায় হরিণগণ।
গাছে গাছে ময়ূর নাচে পেখম ধরে কত।
পুচ্ছে তার তুচ্ছ করে ইন্দ্রধনু শত।
বারো মাসই ফুলের হাসি হয় না বাসি তায়,
ছায়াঢাকা স্নেহমাখা মায়ের মতন প্রা
নানান্ ছন্দে নানান গন্ধে শীতল বায়ু বয়,
নন্দনে চন্দনবনে মলয় মনে লয়।
টিলার পাশে ঝরণা বহে ঢালগড়ানে ভুঁই
দুধ খাইতে মায়ের বুকে কাপড় ঠেলে থুই।

ফাল্গুন মাসে আগুন হাসে সারা কানন ভরা
ধূঁয়ায় ধরায় দিক ছেয়ে যায় আকাশ আঁধার করা।
চৈত্র মাসে জোরবাতাসে উড়ে তুলারাশি,
পোড়া বনের পোড়া মনের শুষ্ক শ্বেত হাসি।

গ্রামের মাঝে রাজার বাড়ী ঘোড়াগাড়ী কত
ঠিক যেন সে রাবণরাজার লঙ্কাপুরীর মত।
কিবা বাহার দক্ষিণে তার কোমল ঘাসের মাঠ
মখমলের মছলন্দ পাতা বড়মানষি ঠাট
উত্তরে তার বড় দালান ধবলগিরি প্রায়
মাথার উপর বসে আকাশ ঠেলে উঠিতে চায়
বর্ব্বরতার বিরাট ভবন অত্যাচারের ঠাঁই
ধর্ম্মনাশের কর্ম্মভূমি উহার মত নাই।
কোঠায় কোঠায় ভরা ইহার সতীর হাহাকার
পালঙ্কে পালঙ্কে কত কলঙ্ক তাহার।
গ্রামের ভিতর জোয়ান বৌ যাহার ঘরে রয়,
রাত আসিলে ভাবে মনে কার না কেড়ে লয়।
যমের মত আছে কত রাজার সেপাইয়েরা,
দিনের বেলা খবর করে রেতে ভাঙ্গে বেড়া।
কিংবা যখন ঘরের ছঁচে ফেন ফেলিতে যায়,
বাঘে যেমন গরু ধরে তেমনি ধরে তায়।
মুখের ভিতর কাপড় ঠেসে দৌড়ে নিয়ে আসে,
এই দালানে একলা স্থানে ধর্ম্ম তাহার নাশে!
পাপের এটা পাহাড়-খাড়া প্রেতের প্রিয়ভূমি,
কোন্ পাপে বা বক্ষে ধর স্বর্গপুর তুমি!
পশ্চিমেতে বিশাল দীঘি নীল আরসির মত,
কাল জলে আকাশ ডোবা মরাল ভাসে কত!
তীরে তীরে খেজুরগাছের কাঁঠালগাছের সারি,
শানের বাঁধা ঘাটলা শোভে পূবে রাজার বাড়ী।

অন্দরেতে ফুলের বাগান বন্দরের প্রায়,
গন্ধমধুর ব্যবসায় করে ভ্রমর বণিক তায়।
কাল জলে ঝরে তাহার কেলী কদম ফুল
বৃন্দাবনের নিন্দা করে কালিন্দীর কূল
দিবানিশি খেলে জলে লহর শত শত,
ঠিক যেন সে বরুণরাণীর নীল আঁচলের মত।
রাজার বাড়ীর মেয়ে ছেলে বাঁধা ঘাটে নায়,
সদ্য ফোটা ভাদ্র মাসের পদ্মফুলের প্রায়।
অন্য তীরে গৃহস্থবৌ ঘোমটা মাথায় দিয়ে,
ভিজাবাসে বাড়ী যায় কলসী কাঁকে নিয়ে।
কিবা তাহার রূপের বাহার মরি হায় হায়।
লণ্ঠনের ভিতরে যেন আলোক দেখা যায়।
কোণা ঘাটে সোনা-বৌ কলসী ভাসে জলে,
মন ভাসে তার আরেক ঘাটে নিমগাছের তলে।
বামের দিকে দামের উপর বক রয়েছে খাড়া
সন্ধ্যা করে বামুনঠাকুর কোমর-জলে দাঁড়
দুজনেই চুপ করিয়ে মিটি মিটি যায়,
দুজনেরই ধর্ম্ম সমান কর্ম্ম সমান প্রায়।

পশ্চিমের পাড়ে রাজার ম্যানেজারের বাসা,
বেলবনে বকুলবনে কলাবনে ঠাসা।
বেড়ার উপর বেড়া তাতে দৃষ্টি নাহি চলে,
আছে একটি গুপ্ত পথ (সে) গভীর বনের তলে!
সুন্দরের সুরঙ্গের মত আর এক মাথা তার,
ম্যানেজারের মাথামুণ্ড বলব কিবা আর'
পশ্চিমেতে গৃহস্থবাড়ী লাগিয়াছে গিয়া,
পুবদিকের পুকুর পাড়ের কাঁঠালতলা দিয়া।
সে বাড়ীর বিধবা নারী সেই বিদ্যাবতী,
মৎস্য মাংসে একাদশী নিত্য করেন সতী।

কোমরে তার চাবির শিকল গলায় সোনার হার,
অঙ্গুরীটি "মনে রেখো" স্মরণ চিহ্ন কার।
মিশিমাখা বাঁকা দাঁত হাসে যখন তায়,
পাতিলের তলায় যেন আগুন লেগে যায়!
ম্যানেজারের চাকর একটি গয়লা ঘোষের পো,
খবর্দ্দারি কর্ত্তে গিয়ে নিজেও মারেন ছোঁ।

মালিনীর মালঞ্চখানি ম্যানেজারের বাসা,
সুন্দর সুরঙ্গপথে করেন যাওয়া আসা।
নাহি দিবা নাহি রাত্রি সকাল সন্ধ্যাবেলা,
ইচ্ছামত করেন তাঁরা রঙ্গরসের খেলা!
নাহি লজ্জা নাহি ভয় নাহি ধর্ম্ম বাধা,
রাজার উপরে রাজা সেজে নিজে গাধা।
বুদ্ধি মোটা সরু বোঁটা ছিঁড়ে গেছে তাই
কাজে কাজেই এখন ওটা একেবারে নাই।
ভাল কথা বলতে গেলে মন্দ বলে রাগে,
এমন একটা অন্ধ বলদ কলুর গাছেই লাগে।
মায়ের কথা মেয়ের কথা স্ত্রীর কথা বিষ,
পরের কথায় ক্ষেপা কুকুর মত অহর্নিশ।
নিজের নাইক বুদ্ধিশুদ্ধি পরের হাতে খায়,
পরের নাকে গন্ধ শোঁকে পরের চোখে চায়।
খসে গেছে চক্ষু কর্ণ জিহ্বা চরণ হাত,
কুড়ের যেন গুরুঠাকুর পুরীর জগন্নাথ।
বোধোদয়ের পুত্তলিকা জড়ের চেয়ে জড়,
পরের কথায় রামছাগলটা নষ্ট কল্লে ঘর।
রাজার নাম 'গদ্দভেন্দ্র' মন্ত্রী 'অঙ্গারক,'
দুজনারই নামের অর্থ কামেতে সার্থক।
দুজনারই রূপ গুণ বুদ্ধি বিদ্যা যত,
রাজ্যশাসন প্রজাশাসন বজব ক্রমাগত।

অত্যাচার অবিচার ব্যভিচারগুলি
একে একে যত কথা লিখব সবি খুলি।
ফাঁকে যাবে না অনুচর সহচরের দল,
কর্ম্মচারীর ষড়যন্ত্র চাতুরী কৌশল !

ওয়ারেণ্টের আসামী এক রাজার অনুচর,
ক'বার তারে পাঠায়েছে কলকাতা সহর।
টাকা দিয়ে ঢাকা দিবে সম্পাদকের মুখ
কে কোথা দেখেছ বল এমন আহাম্মুখ।
দু'একজনা থাকে যদি টাকার পরবশ
কিন্তু অনেকেরই আছে সৎসাহস !
তাহাদের বাধ্য করা সহজ কথা নয়,
তারা নহে জুয়া জোচ্চোর অত ক্ষুদ্রাশয় !
লিখব এ রহস্যকথা নানান কথা আর,
ভুলব নাকো "ভেড়া বানানো" "কণিক-সূত্র তার"।
গ্রামের মাঝে নানান দিকে সড়ক বেড়া যত,
ঠিক যেন কুণ্ডলিত শেষ নাগের মত।
পূবের দিকে [illegible] উকালতি [illegible] চেয়ে [illegible],
দীপ্তিমন্ত ছায়াপথটি আকাশে যেন চেরা।
পূবে তাহার বামনপাড়া [illegible] দেওয়া ঘর,
বড় মেয়ে [illegible] জামাই দিগম্বর
রাজার মেয়ে প্রাণেশ্বরী স্বামী [illegible] পর.
স্বর্গপুরের অপদেবতা সবাই বাবে ভর।

বাড়ীর পূবে নূতন পুকুর জল থই থই করে,
পাড়ার লোকে যায় না তাতে রাজার তাড়ার ডরে।
তাহার উপর বনজঙ্গল আর এক উচ্চ টিলা,
ম্যালেরিয়ার রোগীর যেন পেটটা ভরা পিলা।
পশ্চিমে তার ভেরণ বেড়া বাগান শোভা পায়;
সন্ধ্যাবেলা ফুলের সনে মানুষ ফোটে তায় !

লাল টুক্‌টুক্‌ লাল টুক্‌টুক্‌ ঠোঁট দুখানি তার
অপবিত্র পাপের উহা জ্বলন্ত অঙ্গার !
বডি-জ্যাকেট্ পরা মাথা অডিকোলন তায়
গন্ধ পেয়ে ফুল ফেলিয়ে ফড়িং পোকা ধায় !
বক্ষে নাই যে আঁচলখানি লক্ষ্য নাইক তার,
চক্ষে শুধু লক্ষ লক্ষ কোণা-কাটা ঠার।
সন্ধ্যাকালের মন্দবায় উড়ায়ে নেয় চুল,
পাপের তরী পাইল পেয়েছে জোয়ার অনুকূল
পদ্মমুখে মুচকি হাসি বাগান ভেসে যায়
জাকাল গাছের রূপটি বটে মাকাল গাছের প্রায়
সর্ব্ব অঙ্গ ভরা তাহার [illegible] অলঙ্কার,
বাজার বাতাস গায় লেগেছে রক্ষা নাইক আর।
মনে মনে ভাবেন তিনি স্বর্গপুরের রাণী
পদাঘাতে চূর্ণ করেন ভারতবর্ষখানি।
জজ মাজিস্টর লাটবাহাদুর সবাই গোলাম তার
তার হুকুমে সূর্য্য উঠে নইলে অন্ধকার।
বাস্তবিকই স্বর্গপুরের এমনি দশা হায়
খাজা যেন তাহার হাতে বানর নাচন প্রায়।
দক্ষিণে তার বাহির-বাড়ি ঠাকুরঘর সব কাছে,
গাড়ী যাওয়ার হাতী যাওয়ার দিব্য সড়ক আছে
দিবারাত্র যখন ইচ্ছা বল হুইস্কি পিয়া,
হাতীতে আসেন নন্দদুলাল চুরুট মুখে দিয়া।
বাঁশীর বদল বন্দুক হাতে চূড়ার বদল হেট,
সখা তাহার শশী সিং আর হাতীর মাহুত মেট
হাতী যখন পৌঁছে গিয়া বাহির আঙ্গিনা,
আগবাড়া সে বৃন্দাদূতী ব্রজেশ্বরীর মা।
বাড়ীর ভিতর সবাই খাড়া বউ-ঝি বুড়ো ছেলে,
আদর যতন কচ্ছে যেন ইষ্টঠাকুর এসে!
এই খাতিরে নায়েবগিরি পেয়েছে বাপ ভাই,
লুটে খেলে দেশটা তারা হিসাব কিতাব নাই!

কে দেখেছে এমন পিশাচ এমন লক্ষ্মীছাড়া,
মেয়ে দিয়ে ভগ্নী দিয়ে ব্যবসায় করেন যারা।
পচা গোবর পচা গু পচা নরক খেয়ে,
গুবরে পোকা গুয়ের পোকা ধন্য এদের চেয়ে।
ঝাঁটাখেগো পাঁঠার বংশ কল্লে কদা কাজ,
স্বর্গপুরের এ কলঙ্ক লিখতে লাগে লাজ।
বাহিরবাড়ি রাজার এখন কাণ্ড দেখে [illegible]
পক্ষী ভয়ে চারিদিকে চমকে উড়ে পা[illegible]।
ঘরের ভিতর সবাই চোখে দেখতে না [illegible]
শত কার্য নষ্ট হলে কি [illegible]
বাঘ ভালুকও দেখলে অত কেউ না করে ভয়,
পশুর চেয়ে পশু [illegible] এমন [illegible]।
দুষ্ট ছেলে ঘুম না গেলে ডেকে [illegible]
চোক বুজে থাকে বাবার হাতে [illegible]
কি দুর্ভাগ্য হতভাগ্য প্রজেশ্বর [illegible]
ভাবতে গেলে পাষাণ গলে [illegible]
থাকতে তাহার এমন নারী [illegible]
দুষ্ট [illegible] চক্ষে [illegible]!
শ্বশুরবাড়ী আসতে সে যে দূরের কথা তার,
স্বর্গপুরে প্রবেশেরই নাইক অধিকার!
রাজার প্যাদা রাজার সেপাই রাজার মানুষজন
সীমান্তরে দেখতে পেলে করে আক্রমণ।
অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে ঘাড়ে বিদায় করে দেয়,
সাধ্য কি তার পূর্ণচন্দ্র আর যে ফিরে নেয়।
ধরিয়াছে এলোকেশী মাধবগিরির মত,
পাগল হয়ে দিগম্বর তাই কেঁদে বেড়ায় কত!
নাই কি দেশে এমন কেহ সাধু পুণ্যবান্?
কথা ছেড়ে কাজে করেন ভারত পরিত্রাণ?
কোথা রে ভাই দেশহিতৈষী সম্পাদকের দল!
বঙ্গবাসী, ভলাণ্টিয়ার মুক্তিসেনাবল!

অনেক দূরে রুশ আফগান ভয় কি এখন তার,
থামাও আগে স্বর্গপুরের দারুণ অত্যাচার!
বাঁচাও আগে গরীব প্রজা প্রজার কুলমান,
জাতি গেল ধর্ম্ম গেল রক্ষা কর প্রাণ!
নষ্ট দুষ্ট ধূর্ত ক্রূব রাজার ম্যানেজার,
সোণার লঙ্কা স্বর্গপুরী কল্লে ছারখার!
নাইক তাহার পাপপুণ্য দয়া ধর্ম্ম জ্ঞান,
পুরাণ পাপী ব্রহ্মদৈত্যি বেজাত কেরেস্তান!
মদমুর্গী নিত্য চলে পঞ্চমকার সব,
দেখলে পরে পাঁঠা ছাড় হয় না অনুভব।
নিরেট বোকা গর্দ্দভেন্দ্র বুঝতে নাহি পারে,
আচ্ছা করে মদ খাইয়ে বশ করলে তারে।
ইয়ার দিল বেছে বেছে আপনা মানুষজন,
এনে দিল মদের পিপা লাগুক যত মণ!
বেশ্যা দিল ঘুষাকি দিল আসর গেল জুটে,
আপনি এখন স্বর্গপুরী খাচ্ছে লুটেপুটে।

দল করেছে অঙ্গারক পাজি ক'জন মিলে,
দৈত্যাধম আর গড়ুর নেপো পোড়ামুখো হাডগিলে।
ছাইমুখো আর দৈত্যদাস আর বিষ্ঠাখেকোর শেষ
নষ্ট এই পাজি কয়টা উজ্জাড কল্লে দেশ।
বোকা চন্দ্র গর্দ্দভেন্দ্র বুঝায় তারে সবে,
আপনি যদি কার্য্য করবেন আমরা কেন তবে?
লম্বা লম্বা মাইনে পাব বসে খাব ছি!
আপনি করবেন পরিশ্রম তো লোকে বলবে কি!
এত বিভব এত দৌলত, পেয়ে এত ধন,
খেটে মরলে এসব দিয়ে কোন্ বা প্রয়োজন?
মজা করুন দিবানিশি লাগুক উপভোগে,
কেন বৃথা ভেবে মর্বেন মিথ্যা গোলযোগে!

সুখের সময় যাচ্ছে বয়ে এই তো সুখের দিন,
কলির মানুষ কদিন বাঁচে মজা করে নিন্ ।
বোকাচন্দ্র ধোকা খেয়ে পড়ে গেছেন ফাঁদে,
আটকে গেছে ব্যভিচার আর বিলাসিতার বাঁধে !
তাইতে করেন বদমায়েশী নানান দেশে ছুটে,
এদিকে তারা স্বর্গপুরী খাচ্ছে লুটেপুটে !
ছিল যারা হিতকারী প্রাচীন কর্ম্মচারী,
অঙ্গারকের ষড়যন্ত্রে তারা গেল হারি ।
কেউ বা আছে হতভম্বা সাক্ষীগোপাল হয়ে,
'এত' মত ডবল খাটনী পৃষ্ঠে বোঝা লয়ে ।
গুমরে মরে কোন কথা বলতে নারে ফুটে,
এদিকে তারা স্বর্গপুরী খাচ্ছে লুটেপুটে !

নিরেট বোকা গর্দ্দভেন্দ্র ব্যভিচারে মন,
নাহি শোনে প্রজার কান্না প্রজার আবেদন !
তবু যদি দুঃখী প্রজা তাহার কাছে যায়,
প্যাদা দিয়ে পাইক দিয়ে খেদায়ে দেয় তায় ।
অত্যাচারের উৎপীড়নে অঙ্গারকের দল,
টাকার লোভে স্বর্গপুরী দিচ্ছে রসাতল !
পথে পথে গরীব প্রজা কচ্ছে হাহাকার,
পাপিষ্ঠদের পাষাণমনে দয়া নাইক আর ।
শিয়াল শকুন যতগুলা সকল গেছে জুটে,
শবের মত স্বর্গপুরী খাচ্ছে লুটেপুটে ।
অঙ্গারকের শালার শালা তস্য শালা যারা,
রাজার বাড়ীর কর্ম্মচারী এখন সবে তারা ।
দেশীয়দের ন্যায্য দাবী গ্রাহ্য নহে আর,
তুঙ্গদ্বীপের পঙ্গপালে কচ্ছে অধিকার !
তবিল ভেঙ্গে টাকা খেয়ে কেউ পলায়ে যায়,
বোকাচন্দ্র গর্দ্দভেন্দ্র নাহি জানেন তায় !

হাজার হাজার কাঁঠালগাছ আর গজার শত শত,
বছর বছর চোরের দলে নিয়ে যাচ্ছে কত।
রাজার নামে জোড় জুলুমে করে বেদখল,
নিজের নামে তালুক কিনছে জুয়াচোরের দল।
বনের জমা জলের জমা নজর জমা যত,
ভাগ করিয়ে বাটপাড়েরা খাচ্ছে অবিরত।
গজমূর্খ গর্দ্দভেন্দ্র মদে মুহ্যমান,
হুঁশ হইলে কেবল বোতল গেলাস আন্।
একটুক যদি দেরি হয় কি পানের খলে চুন,
খেঙ্গরামুখো খানসামাদের মেরে করে খুন।
কারে মারে এনে দিতে বুড়ার জোয়ান মাগ,
কে কোথা দেখেছ হেন আস্তবল ছাগ।
বাস্তবিকই এটা যেন কুকুর কামাতুর,
সদা আছে কামে মত্ত পাপিষ্ঠ অসুর।
শীত গ্রীষ্ম নাইক তাহার এমনি বারো মাস,
চোখ তুলে না চেয়ে দেখে নিজের সর্ব্বনাশ।
অন্য দেশে যে সবগুলির অন্ন নাহি জোটে,
তারাই এখন স্বর্গপুরী খাচ্ছে লুটেপুটে।

স্বর্গপুর শান্তিপুর অধিবাসী তার,
শিষ্টশান্ত রাজভক্ত প্রজা তালুকদার।
অংশীদার জমিদার আছে যতজন,
সত্যব্রত ধর্ম্মেরত উদার প্রাণমন।
তাদের সঙ্গে দুষ্টমতি রাজার ম্যানেজার.
মিছামিছি মোকদ্দমা লাগায় অনিবার।
খাজনাখানা খালি কল্লে নানা মামলার ছলে,
মহাসাগর শুকিয়ে যায় ফুটা কল্লে তলে!
নিরেট বোকা গর্দ্দভেন্দ্র বিরাট বুদ্ধিমান,
দস্তখতই করেন শুধু চোখ তুলে না চান।

বড়মানুষ হয়ে গেল যত মজুর মুটে,
মজা করে স্বর্গপুরী খাচ্ছে লুটেপুটে !
অজচন্দ্র অঙ্গারকের বন্ধু অতিশয়,
জালজালিয়াত জুয়াচোরের গুরুমহাশয়।
তারি নামে অঙ্গারক তার চুরির টাকা সব,
কর্জ্জ লাগায় রাজার কাছে রাজা কি গর্দ্দভ !
হাত বদলে নিজের টাকা নিজে করে ঋণ,
গাধার গাধা তস্য গাধা এমনি বুদ্ধিহীন !
মাথায় বুঝি মগজ নাইক কেবল ভরা গু,
পায়খানার গামলাটার মত বিষ্ঠাভরা থু !
জালজালিয়াত চোরচোট্টা সকল গেছে জুটে,
সোনার পুরী স্বর্গপুরী খাচ্ছে লুটেপুটে !

গাধার গায়ে তাত লেগেছে মগের মুলুক পড়ে,
লেখকেরে মারতে চাহেন পথে-ঘাটে ধরে।
বিনাদোষে কারে কারে ঘর জ্বালায়ে দিয়া,
স্বর্গপুর হতে চাহে দিতে খেদাইয়া।
খুলে দেখে পোস্টাপিসে চিঠিপত্র যত,
পয়সা খেয়ে পোষ্টমাষ্টার হচ্ছে অনুগত।
কারো কারো চিঠিপত্র নষ্ট করে ফেলে,
সাবধান হে পোস্টমাস্টার, যাবে কিন্তু জেলে।
কেহ কেহ পত্র নাহি লেখে রাজার ভয়ে,
চোরের মতন আছেন তাঁরা জড়সড় হয়ে।
এসব বুদ্ধি অঙ্গারকের, বেজায় বুদ্ধিমান.
কাপড় দিয়ে দীপ্ত আগুন ঢেকে রাখতে চান।
বেশী নাকি লজ্জা হয় তার জানলে দেশী লোকে,
কেটোর মত লম্বা গলা পেটের ভিতর ঢোকে।
দম্ভ করে স্বর্গপুরে হামবড়া পণ্ডিত,
খোঁয়াড় খুঁজলে এমনি চোয়াড় মিলবে কদাচিৎ।

চন্দ্রনাথ আর বঙ্কিমচন্দ্র নবীন হেম অক্ষয়,
বলে বেড়ান তাহার কাছে সবাই পরাজয়।
এমন করে বুঝায়েছে গাধা রাজাটাকে
কাজেই সেটা এ সকলকে তুচ্ছ করে থাকে।
এমনি খোঁচা খোঁচাইব বুঝবে প্রাণে প্রাণে,
দেখাইব আর কেহ কি কলম ধরতে জানে।
মরণকালে ঘটে না কি বুদ্ধি বিপরীত,
গর্দ্দভেন্দ্রের সেই দশা ঘটেছে নিশ্চিত!
তরু গ্রামে খুন করিয়ে সাহস গেছে বেড়ে,
তাইতে এখন বনমেড়াটা যারে তারে তেড়ে।
হাতী দিয়ে ঘর ভাঙ্গিয়ে ঘর জ্বালাইয়া দিয়া,
কত লোককে দেশ থেকে দিলে তাড়াইয়া।
নিরুদ্বেগে নিষ্কণ্টকে এত বুদ্ধি তাই,
জানে না যে শিমুলগাছে পোঁদ ঘষিতে নাই।
দে দেখিয়ে ঘর জ্বালায়ে সাধ্য যদি থাকে,
দেখব তোর ও বড় লালান কার বা বাপে রাখে,
ইট হইতে ইট খসাবে চুন হইতে চুন,
বৃটিশ রাজা রাখতে প্রজা এমন সুনিপুণ।
হাতে দিবে লোহার কড়া পায়ে দিবে বেড়া,
কোথা রবে বুল হুইস্কি কোথা রবে সেরী।
জুড়ে দিবে ঘানিগাছে বলদ পঞ্চানন,
গাধা রাজার তেল বেচিবে পঁচিশ টাকা মণ!
ভরিছে তোর পাপের ভরা আর তো বাকী নাই-
এখন বাকী সোনার লঙ্কা পুড়ে হবে ছাই।
দিকে দিকে জ্বলছে আগুন সতীর অভিশাপ,
বজ্রনাদে গর্জ্জিছে তোর মাথার উপর পাপ!
কোটি মৃত্যু উৎপীড়িত প্রজার পাছে পাছে,
কোটি হস্ত ধর্ত্তে তোরে হাত বাড়ায়ে আছে।
কোটি নরক রক্তপুঁজে ভরছে কোটি গুণ,
ব্রজেশ্বরীর গর্ভে যেসব হত্যা কল্লি ভ্রূণ।

কোটি সর্পে উর্দ্ধে ফণা গর্জ্জে বলাৎকার,
রক্ষা নাই রে কলির মেড়া কলির কুলাঙ্গার।

জ্ঞানবন্ত বুড়ো রাজা কর্ম্মে মতিস্থির,
রামের মত প্রজাপ্রিয়, ধর্ম্মে যুধিষ্ঠির।
দেশের হিতে প্রজার হিতে আকুল ছিল প্রাণ,
অকাতরে অর্থরাশি করিয়াছে দান।
কৃষি শিল্প ব্যবসায় আদি আসল যাহা কাজ,
তাহার তরে কত যত্ন কর্ত্ত মহারাজ।
জ্ঞানধর্ম্ম শিক্ষা দিত সমাজ সংস্কার,
সন্তাপণ ভ্রূণহত্যা প্রজা বহুদার :
জলকষ্ট অন্নকষ্ট রোগের উৎপীড়ন
অর্থব্যয়ে শরীরকষ্টে কর্ত্ত নিবারণ।
ডাক্তারখানা স্কুল সত্র পুকুর শত শত
স্বর্গপুরে করেছিল সড়ক সেতু কত।
নিত্য যজ্ঞ অন্নকূট বিশাল অতিথিশাল,
দেবদেশের কণ্ঠশোভা কীর্ত্তি-কুসুমমাল।
জীবভেদে অবারিত ছিল দয়া দান,
মাতৃভাষায় ছিল তাহার যত্ন সুমহান!
অন্নবস্ত্র পেত কত অনাথ পরিবার,
স্বর্গপুরের কল্পতরু নাই সে এখন আর।
কূটবুদ্ধি ধূর্ত্ত বেটা মন্ত্রী ভয়ঙ্কর,
পাপপুণ্য জ্ঞানশূন্য যমের অনুচর।
বুড়ো রাজায় বিষ খাওয়ায়ে কল্লে তারে হত,
সেসব তত্ত্ব গোপন সত্য লিখব ক্রমাগত।
আপনি এখন স্বর্গপুরের রাজা মহারাজ,
শতহস্তে স্বর্গরাজ্য লুটে নিচ্ছে আজ!
গজভুক্ত কপিত্থ বা শোথ রোগীর প্রায়,
ভেড়াকান্ত গর্দ্দভেন্দ্র সর্ব্বস্বান্ত হয়।

স্বর্গপুরে ছিল আগে উচ্চ বিদ্যালয়,
খেতে পেত পরতে পেত ছাত্র সমুদয় ।
হারামজাদা অঙ্গারক সে স্বর্গপুরে গিয়া,
মূলসুদ্ধ বিদ্যালয়টি দিচ্ছে উঠাইয়া ।
নাইক এখন পাঠশালাটি ক-খ শিখতে ঠাঁই,
ছেলেপিলের তরে কাঁদে দেশের লোকে তাই !
লেখাপড়া শিখলে লোকের চোখ ফুটিয়ে যাবে
অবিচারের অত্যাচারের দোষ ধর্ত্তে চাবে ।
পারবে নাকো করিবারে যখন খুশি যা,
জোরজুলুমে চাঁদা মাথট আদায় হবে না ।
রাজোপাধি মেয়ের বিয়া বাইখেমটা নাচে,
জজ-ম্যাজিস্ট্রেট্ সাহেব লোকের শিকারখানা আছে ।
হবে নাকো আদায় এতে নানান্ আবুয়াব,
পাবলিক ওয়ার্ক রোডসেসে দেড়াদুনা লাভ ।
হাতী দিয়ে ঘর ভাঙ্গিয়ে ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া,
জোরজুলুমে পরের তালুক দখল করে নেওয়া ।
ধোপা নাপিত বন্ধ করা সভা সমাজ আর,
কয়েদ করে জরিমানা আদায় হবে ভার !
কঠিন হবে স্বেচ্ছাচার ইচ্ছা পুরাইতে,
প্রজার ঘরে নিত্য নূতন বৌ-ঝি কেড়ে নিতে !
বুঝতে পেলে আপন স্বত্ব আপন সাহস বল,
ভেঙ্গে দিবে বদমায়েসী-বঞ্চনা কৌশল !
ফুঁয়ে ছিঁড়ে যাবে তখন কোথায় কণিক সূতা,
পোড়া মুখে মারবে উহার পটাস্ পটাস্ জুতা !
এই ভয়ে অঙ্গারক সে স্কুল উঠায়ে দিছে,
সঙ্গে সঙ্গে আরেক ভয় দূর হয়ে গেছে ।
মাষ্টার পণ্ডিত শিক্ষিত লোক থাকলে দেবদেশে,
গর্দ্দভেন্দ্র যদি গিয়া তাদের সঙ্গে মেশে !
ভয় ছিল তার মনে মনে তারা দিবে খুলি,
ভেদা মুখো বনবলদের চক্ষে বাঁধা ঠুলি ।

চোক থাকিলে মুখের গরাস কেড়ে নেওয়া ভার,
তাই করেছে স্বর্গপুরে দারুণ অন্ধকার।
    কৃষি শিল্প বাণিজ্যাদি প্রজাহিতের তরে,
স্বর্গপুরে বুড়ো রাজা যত্নে সভা করে।
ব্যয় করিত তাতে কত অর্থ রাশি রাশি,
অঙ্গারক তা তুলে দিল স্বর্গপুরে আসি।
কর্ল্লে বেটা আরেক সভা কুশলকারী নাম,
কৌশল করে সিদ্ধ কল্লে নিজের মনস্কাম।
নিজের দেশের কুটুম যাদের জলকষ্ট ছিল,
হাজার কয়েক টাকা নিয়ে পুকুর কেটে দিল।
স্বর্গপুরের ভিটায় পুকুর নাই হস্ত গাধা,
জলকষ্টে প্রজা মরে মন্ত্রী হারামজাদা।
নাই সে এখন কৌশল করা কুশলকারী আর,
স্বার্থসিদ্ধি হয়ে গেছে দরকার কি তার ?
    পরিষ্কৃত সড়কগুলি লোহার কাঁকর ঢালা,
স্বর্গপুরের কণ্ঠে ছিল মরকতের মালা।
সাদা সাদা সেতুগুলি দেখা যেত হায়,
মধ্যমণি মুক্তা যেন যুক্ত ছিল তায়।
নাই সে এখন বাহার তাহার বনজঙ্গলে ঢাকা,
বর্ষাকালের বিতিকিচ্ছি দারুণ কাদামাখা !
কত জা'গা ভেঙে গেছে নাই সে শোভা আর,
যত্ন বিনা ছিন্ন আহা রত্ন মণিহার !
যাদের বাড়ী দেখতে ভাল নূতন বৌ ঝি আছে,
কুট্নী না ঘেঁষিতে পারে যাদের বাড়ীর কাছে,
তাদের বাড়ীর ঘরের ছেচে কোণার পেছন দিয়ে,
বিনা কাজে নূতন সড়ক নিচ্ছে বাঁধাইয়ে।
হাতী চড়ে দেখবে গাধা হারামজাদা আর,
ভদ্রলোকের শুদ্ধ ঘরের শুদ্ধ পরিবার।
আঁখির ঠারে যদি পারে ধর্ত্তে তারে হায়,
পাহাড় ভেঙ্গে মণি নিবেএমনি অভিপ্রায় !

দুষ্টবুদ্ধি অঙ্গারক সে পাজির বাহাত্তর,
দৈত্যদানব হতে অতি অত্যাচারী ক্রূর।
তিনশো গাঁয়ের রায়তগুলি ছিন্নভিন্ন করি,
অন্নাভাবে মরিছে সবে হরি হরি হরি!
জমার জমি নাইকো কারো প্রজার হাহারব,
যাদের জমি তাদের কাছে বর্গা দিবে সব।
অধিক ফসল উসল করে কুশল চোরের দল,
ভাগ করিয়ে যাচ্ছে নিয়ে চাষার আশার ফল!
গণ্ডমূর্খ রাজাও না খাজনা তাহার পায়,
চোক বুজিয়ে অন্ধ বলদ সজ্‌না খাড়া খায়!
স্বর্গপুরে বঙ্গভাষার করতে আলোচনা,
বিজ্ঞাপনে সভা আছে কার্যেতে কল্পনা!
জন্মে কভু হয় নাইক অধিবেশন তার,
সভ্য বলে নাম দিয়েছে অনেক মহাত্মার।
ইহা কেবল দুষ্ট ফন্দি অভিসন্ধি ভরা,
গাধার মাথায় হাত বুলায়ে টাকা চুরি করা।
খরচ লিখে হাজার টাকা অমুক গ্রন্থকার,
অমুক গ্রন্থ খরিদ হল হাজার কপি তার।
একশো টাকার বই কিনিয়ে নয়শো টাকা নিল,
পঁচিশ টাকা পুরস্কারে একশো টাকা দিল!
কোন গ্রন্থকারের সঙ্গে চুক্তি করে নেয়,
দশটি হাজার খরচ লিখে দুইটি হাজার দেয়!
চোক ভুলে না চেয়ে দেখে গণ্ডমূর্খ গাধা,
রাজার ভাণ্ডার লুটে নিল মন্ত্রী হারামজাদা!
  বঙ্গদেশে অঙ্গারকের নাইক যুড়ি মিল,
আত্মীয় পত্রিকা লিখে লেখক চিন্তাশীল!
কবিতা প্রসঙ্গ আদি সমালোচন আর,
রঙ্গরসে উপন্যাসে অঙ্গভরা তার!
আলোচনা করবে এতে উক্ত সভার বই,
চারিছত্রে বিজ্ঞাপন তার মুখপত্র হই!

এই ফাঁকিতে একশো টাকা মাসিক খরচ নিলে,
অথচ তার একটি মাত্র আলোচনা দিলে !
সেটি কিন্তু আত্মীয়ের আপনা আলোচনা,
কুলুর গাছের অন্ধ বলদ বুঝতে পেল না।
তাতে আবার বছর দুইয়ে দুই এক সংখ্যা তার,
বার করিয়া ধূম্রকেতুর লাঙ্গুল অবতার ,
গাধার চক্ষে বুলাইয়া এমনি ধাঁধা দেয়,
বার মাসের সকল টাকা উসল করে নেয় !
খাজনাখানার হারামজাদা ডবল খাতা রাখে.
মিথ্যা কথা বুঝায় তাতে গাধা রাজাটাকে !
পাঁচ হাজারে পঁচিশ হাজার খরচ লিখে নেয়,
চৌদ্দ বছর হয়ে গেল নিকাশ নাহি দেয় !
গজমূখ গর্দ্দভেন্দ্র বুঝতে পারে ছাই,
এগ্রিমেণ্ট লিখে দিচ্ছে নিকাশ দাবী নাই।
এমন ছাগল এমন পাগল কোথা আছে আর,
ধন্য ধন্য বুদ্ধিটি ঐ বন্য বলদটার !!
বদের হাড়ি চালাক ভারী দুষ্ট ম্যানেজার,
বদ্‌নাম ঢাকিতে দেখ ফন্দি কেমন তার।
খোস্‌নাম লেখায়ে বেটা আপন মানুষ দিয়া,
পত্রিকাতে মিথ্যা কথা দিচ্ছে ছাপাইয়া।
টাকা দিয়া কচ্ছে আবার কারে কারে বশ,
লিখছে তারা অঙ্গারক আর গাধার কত যশ !
স্বর্গপুরে যারা আসল গুহ্য কথা জানে,
তুচ্ছ করে তারা ওসব নাহি তুলে কানে !
ঘুস খাইয়া ছাপায় এসব সম্পাদক যারা,
পশু বলে তাদিগকে নিন্দা করে তারা।
শিয়াল কুকুর হতে ভাবে ক্ষুদ্র মহাশয়,
দেশের শত্রু জাতির শত্রু সমাজ করে ক্ষয়।
পাপের করে সহায়তা পাপীর বাড়ায় বল,
ধর্ম্মনাশা কর্ম্ম ওদের ধরায় অমঙ্গল।

চক্ষু টেরা কার্য্যে মেডা বুদ্ধি বিপরীত,
স্বর্গপুরে ছিলেন আগে মগাই পণ্ডিত।
ভাগ্যদোষে হতভাগ্যের কুবুদ্ধি ঘটিল,
গাধাটাকে বুদ্ধি দিয়া অঙ্গারকে নিল।
দুষ্ট অঙ্গারক কিন্তু স্বর্গপুরে গিয়া,
তাবেই আগে তাডাইল রম্ভা মুখে দিয়া।
পাণ্ডাহীন পণ্ডিতটাব নাইক মানামান,
ঘৃণা পিত্তি নাইক কিছু অশ্ব অণ্ড জ্ঞান!
আবাব এখন অঙ্গাবকেব চরণ লেহন কবে,
ভিক্ষা মেগে নিচ্ছে ছেলেব উপনযন তরে।
প্রকৃতিতে লিখছে পত্র প্রমাণ দিতে তাই,
অঙ্গারক আর গাধাব মত বঙ্গদেশে নাই।
গর্দ্দভেন্দ্র অতি বুদ্ধি বিচার বিলক্ষণ,
প্রমাণ—বেছে আনছে এখন চোরা মন্ত্রীগণ!
গর্দ্দভেন্দ্র স্থিবমতি বুদ্ধি অচঞ্চল,
প্রমাণ—জেনে জবাব দেয় না জুযাচোরের দল।
গর্দ্দভেন্দ্র কার্য্যদক্ষ কার্য্যপটু ভাবি,
প্রমাণ—নিজে নাহি দেখে নিজেব জমিদাবী।
গর্দ্দভেন্দ্র সুবিচাবী প্রজার প্রিয অতি,
প্রমাণ—তাদের গৃহ জ্বালায়, হরে কুলবতী।
গর্দ্দভেন্দ্র ধর্ম্মবন্ত সাধুসদাশয,
প্রমাণ—পঞ্চ ম-কাব বিনা মুহূর্ত্ত না বয়।
গর্দ্দভেন্দ্র দাতা লোকে নিন্দা করে মিছে,
প্রমাণ—প্রতিবাদ লিখতে পাঁচশো টাকা দিছে!
কারে দিছে টাকার তোড়া লিখতে ইতিহাস,
নিজের খ্যাতি লিখবে তাতে আসল অভিলাষ।
বদনামীতে দেশ ছেয়েছে মুখ দেখানি দায়,
তাইতে বিড়াল মাটি দিয়া গু ঢাকিতে চায়!
পায়খানাতে আতর মাখলে পবিত্র না হয়,
নামাবলী গায় দিলে চোর তো সাধু নয়!

শুদ্ধ হয় না কুকুর যদি গঙ্গাজলে নায়,
আজন্ম যে এঁটোকাঁটা শুক্‌না বিষ্ঠা খায়!
শূকর হয় না সন্ন্যাসী তো কুশের গোড়া খেলে,
বানর হয় না ভোলামহেশ বিল্বতলে গেলে!
হবিষ্যান্ন খেলে বেশ্যা সাধ্বী সতী নয়,
চন্দনে মাখিলে নোড়া শালগ্রাম না হয়।
গিল্টি কল্লে টিনের উপর যেমন থাকে টিন,
তেম্‌নি গাধা হারামজাদা আছে চিরদিন।
টাকা দিয়ে কেবল ওর কীর্ত্তি কিনতে চায়,
ভাড়া দিয়ে লোক রাখিয়ে খোস্‌নামী গাওয়ায়!
এদের যদি জীবনচরিত লিখতে কেহ চাও,
ছদ্মবেশে আগে তবে স্বর্গপুরে যাও!
সঙ্গে নিয়ো মগের মুলুক দেখো মিলাইয়া,
প্রতি ছত্র প্রতি শব্দ প্রতি অক্ষর দিয়া।
একটি চুলও ফাঁক যাবে না মিলবে অবিকল,
গজমূর্খ গর্দ্দভেন্দ্র অঙ্গারকের দল।
কিন্তু যদি ঘুস খাইয়ে বেহুঁশ হয়ে যাবে,
ভদ্রলোকের কাছে তবে উচিত শিক্ষা পাবে!
অঙ্গারকের জামাই একটা নীলের দোসর.
বিষ্ঠাখেকোর গুষ্টি সেটা মর্কটপাড়া ঘর।
পাগড়িপরা পরামাণিক সিংহনগর থাকে,
দিনের বেলায় বটতলাতে ফিরে পাকে পাকে!
কার্য্যে সেটা অষ্টরম্ভা হতভম্বা অতি,
পায় ধরিয়া সঙ্গে থাকে ঢাকের বাঁয়ার গতি।
গাধার আনছে সুপারিশ যাহার তাহার কাছে,
কারো বাড়ীতে চুল দাড়ি কি বৃদ্ধি হয়ে আছে।
নূতন নাপিত যশোব্যাপিত সবাই জানে যে,
বঙ্গদেশী চিন্তাশীলের জামাই বটে এ!
কিন্তু বেটার ভাগ্যদোষে অজ্ঞ জেলাবাসী,
যোগ্য জেনে কেউ কোনদিন ক্ষৌর হয় না আসি!

বিনাকাজে বানর কভু স্থির থাকিতে নারে,
তাইতে নানা বদমায়েশী চাহে খেলিবারে !
উকিল দেখলে বলে যদি প্রকৃতিটা ছাড়,
গাধার উকিল করব টাকা যত নিতে পার।
মগের মুলুক লেখে যে তার নিন্দা করা চাই,
টাউন্ হলে বক্তৃতা দিবে গাধার তুল্য নাই।
মোক্তারকে অঙ্গারকের মোক্তারনামা দিয়া,
বেল্লিকি বক্তৃতা করে বটতলাতে গিয়া !
ডাক্তারকে বলে যদি দেবধাম না যাও,
গাধার বাড়ীর ডাক্তার দেখে কেমন টাকা পাও।
শ্বশুর আমার গর্দ্দভেন্দ্রের মন্ত্রী জাম্বুবান,
দিতে পারেন তিনি যারে দিতে যাহা চান।
গাধাটা তো সাক্ষীগোপাল কোন শক্তি নাই,
কেউ না বোঝে ওটা আসল ষাড কি বলদ গাই।
নীলবানরের বুদ্ধি দেখে লোকে হেসে মরে,
তবু বানর পাড়ায় পাড়ায় কিচিরমিচির করে।
সিংহনগর হতে দূরে নহে স্বরগপুর,
সবাই চিনে গর্দ্দভেন্দ্র রাজা বাহাদুর।
অঙ্গারমুখো অঙ্গারককে সকল লোকেই চিনে,
বুদ্ধিকৃশ বনবৃষ গর্দ্দভেন্দ্র বিনে।
স্বর্গপুরের কুপুত্র এক পিশাচ দৈত্যাধম,
মাতৃঘাতী ভ্রাতৃদ্রোহী প্রেতের নহে কম !
স্বর্গপুরের পশ্চিমে তার চন্দ্রনগর বাড়ী,
হারামজাদা অঙ্গারকের প্রধান সহকারী !
জাতির শত্রু জাতির শত্রু সবার শত্রু সেই,
জন্মভূমির মহাশত্রু তাহার তুল্য নেই !
পাজি বানর অঙ্গারকের সঙ্গে গিয়া মিলে,
আপনা ঘরে হতভাগা আপনি আগুন দিলে !
আপনা হাতে পল্লে মূর্খ আপনা গলে ফাঁস,
আপনা হাতে কল্লে পাজি আপনা সর্ব্বনাশ !

এই তো বেশী দুষ্টবুদ্ধি বদমায়েশের গোড়া,
ওর কপালে নাগড়া জুতা ভাঙ্গছে পঁচিশ জোড়া!
নিত্য নিত্য স্বর্গরাজ্যের অধিবাসিগণ,
গৃহভেদী বংশনাশা ভীষণ বিভীষণ!
ওই শিখায়ে মন্দ ফন্দি, ওই শিখায়ে কল,
টাকার লোভে স্বর্গরাজ্য পুড়ছে অবিরল।
গরীব প্রজা জেরবার হয়ে কাঁদছে ঘরে ঘরে
গোষ্ঠীর উহার কাষ্ঠী খুলব অনেক হপ্তা পরে!
অঙ্গারকের মেয়ে একটা ডাগর ডাগর চোখ,
চাইলে পরে তাহার পানে সবাই গেলে ঢোক!
আধা খোলা আধা আলগা চুলের আগে বাঁধ,
বৈশাখের মেঘজড়ানো একাদশীর চাঁদ।
কখনো বা খসে গিয়ে ফর্‌ফুরায়ে উড়ে,
রাহু যেন বাহু তুলে মুখের কাছে ঘুরে!
এই থাকে তার মাথার কাপড় এই টেনে নেয়,
শারদ মেঘে আতকা যেমন চাঁদ খুলে দেয়!
চলন তাহার বাতাস পেলে বাস উড়ে যায়,
শূন্য লতা আলগা যথা গাছের আগে ধায়!
কত কথা বলে কপট কটাক্ষ বাণ ঠার,
টেলিগ্রাফের অফিস যেন চক্ষু দুইটি তার
দাড়িম ফাটা মুচকি হাসি ঠোঁটে আছে লেগে,
আপনি বিলায় যারে তারে নিতে হয় না মেগে!
গালভরা তার সে লালগাঁদা মুখভরা তার মধু,
বুকভরা তার বদান্যতা তাই পাগলা বঁধু!
বোপদেবের মুগ্ধবোধ উপদেবতার তরে,
সাগরপানা ডাগর চোখে নাগর ঢাকা পড়ে!
গন্ধভেন্দ্র যায় যখন সে অঙ্গারকের বাসে,
মেয়ে নিয়ে পত্নী নিয়ে নিজে তখন আসে!
কিবা বাহার শোভা তাহার মুনির মন ভোলে,
বসন্ত যেন বসেন এসে ফুলের দোকান খুলে!

কেউ মালতী কেউ সেঁউতী কেউ বা যূথী ফুল,
কেউ বা ফোটা কেউ ঘোম্‌টা কেউ নবমুকুল !
দেখলে এমন ফুলের বাজার গাধা রাজার থাক,
মদন রাজার তাকে পড়ে, সবার লাগে তাক্ !
কিবা তাদের কথার ভঙ্গী, কিবা তাদের ভাব,
গর্দ্দভেন্দ্র মনে করেন উপরি এটা লাভ !
মেয়েগুলি কখন কখন এদিক ওদিক চায়,
ফাল্গুন মাসে নীলআকাশে উল্কালতার প্রায় !
দু'চার কথা কয়ে মন্ত্রী আপনি দূরে ভাগে,
গাধার গায়ে তখন ধীরে ফুলের বাতাস লাগে !
রূপার বাটায় ছাঁচিপানের আতরমাখা খিলি,
দুই বোনেতে ঝগড়া করে দুই কেন লো দিলি ?
গাধা রাজার হাতে তুলে সবাই দিতে চায়,
গাধা চাহে রাজ্যটা দেয় ঢেলে ওদের পায় !
কপট রাগে ফেলতে বাগে কেউ বা করে মান,
ঝড় লেগে লড়ছে যেন রসের সরাখান !
ধীরে ধীরে মন্ত্রী নিয়ে ষড়যন্ত্র করে,
কে ডাকিল,বলে পড়ে অন্য ঘরে সরে !
লজ্জা গেল লজ্জা পেয়ে পাছে পাছে তার,
পরিবর্তে বোতল গেলাস্ আসল দুজনার !
মুখ ঢাকিল মলিন রবি অস্তাচলে পশি,
হারামজাদার ঘরে গাধার মদন চতুর্দ্দশী !
কেবা ক্ষুদ্র বণিকপুত্র দেখছ এমন ভাই,
পুরীষমূত্র অঙ্গারকের বিষয়বোধ নাই ।
মেয়ে দিয়ে গাধাটাকে কচ্ছে কেমন বশ,
চারদণ্ডে আদায় করে চৌদ্দ হাজার দশ !
গাধা ভাবে স্পর্শ মাত্র পূর্ণ মনস্কাম,
স্বর্গরাজ্য নহে ইহার এক মিনিটের দাম
অতিক্ষুদ্র একটা রাজ্য লুটেপুটে নেয়,
শত স্বর্গ অঙ্গারক তো হাতে হাতে দেয় !

ছদ্মবেশী হৃদ্দপাজি বিষম নচ্ছার,
বেহায়া বেল্লিক বেটা ভণ্ড ম্যানেজার!
বদমায়েশ বজ্জাত ধূর্ত্ত দারুণ লঙ্কাপোড়া,
বকের মত ঠকের ধর্ম্ম দুষ্ট নারী-চোরা।
মায়ের শ্রাদ্ধে শতে শতে দধি ক্ষীর নিল,
একটা পয়সা গোয়ালাদের মূল্য নাহি দিল!
স্বর্গনরক কোথায় গেল অঙ্গারকের মা,
অনেক ভেবে দেশের লোকে বুঝতে পেল না!
বাস্তবিকই পাজি কেবল কামের দ্বারের ষাড়,
নাই তার অসাধ্য কিছু এমনি জানোয়ার!
— বিনে ভাব যোটে না চিন্তা নাহি ফুটে,
— বাতাস নইলে ভাষার তরঙ্গ নাহি উঠে!
ভাবের সঙ্গে জোয়ার আসে মাগী-আঁখি ঠারে,
মাগীর গন্ধে অন্ধ পাঁঠা মত্ত একেবারে।
মাগীর জন্য চিন্তাশীলের সদা চিন্তা তাই,
আত্মীয় পত্রিকা লিখবে নূতন মাগী চাই!
কুটনী আছে মাইনে করা মাগীর যোগান দেয়,
দল করিয়ে বল করিয়ে বৌ-ঝি কেড়ে নেয়!
রাজা নাহি নালিশ শোনে গণ্ডমূর্খ গাধা,
ষণ্ডামিতে দেশ নাশিল মন্ত্রী হারামজাদা
বাসার কাছের মাগী কেবল অসময়ের সাথী,
শরীর ফুলা ধূল তোলা বরম দেশী হাতী!
মিছে তারে বয়ে মরে সদাসর্ব্বক্ষণ,
বিলাতি ঢাকের মত বাজায় আরেকজন।
ব্যভিচারের বিতিকিচ্ছি বিশাল মহাঝড়ে,
স্বর্গপুরে স্বর্গ নরক উথল পাথল করে!
মগের মুলুক পড়ে গাধার জেদ গিয়েছে বেড়ে,
আবার নাকি বৌ-ঝি পাড়ার আনছে কেড়ে কেড়ে!
হাতীর উপর হস্তীমূর্খ যদি দেখা দিল,
জোড় হাত পড়ে পাড়ায় ঐ নিল নিল!

দৌড়ে সবে ঘরে উঠে কাপড়চোপড় ফেলে,
পাগলা শিয়াল পাগলা কুকুর দেখতে যেমন পেলে!
সর্ব্বদাই শশব্যস্ত স্বর্গপুরবাসী,
ভেবে মরে কার বা ঘরে কখন ঢোকে আসি!
যোয়ান মেয়ে যোয়ান বৌ সবার গলগ্রহ,
অমৃতকে বিষ ভাবিয়া কোথায় থাকে কেহ!
যাহার ঘরে ফোটে যখন রূপের পদ্মফুল,
বুকের রক্ত শুকায় তাহার মাথায় কাঁপে চুল!
স্বর্গপুরে ভিন্নদেশী কুটুম্বদের নারী,
বিয়া সাদী হ'লে দেয় না আসতে কারো বাড়ী!
ইহার চেয়ে লজ্জা কিবা স্বর্গপুরে আর,
মরণ নাই কি সে জঘন্য বন্য বলদটার!
পুণ্যভূমি জন্মভূমি গেল অধঃপাতে,
গঙ্গাপূজার ধলা পাঁঠা অঙ্গারকের হাতে!
স্বর্গপুরে অনেক ঘরে মানের গোড়ে ছাই,
অসুরগুলির হাতে পড়ে কসুর কারো নাই!
দেবত্ব দূরের কথা মনুষ্যত্বহীন,
স্বর্গরাজ্যের দেবতাগুলি হচ্ছে দানের দীন!
জাগ স্বর্গরাজ্যবাসী জাগ জাগ সবে,
কতকাল আর মরার মত পাষাণ হয়ে রবে!
জাতি গেল ধর্ম্ম গেল গেল তালুকদারী,
অন্যদেশী বন্য ব'লে দিচ্ছে টিটকারী!
চৌদ্দ বছর পাপিষ্ঠদের লাথি ঝাঁটা খেলে,
সতীত্ব হারাল কত কুলের মেয়েছেলে!
পিতৃ-পিতামহের নাম ডুব্‌ল সবাকার,
দেবকুলে কালি দিল কুল কুলাঙ্গার!
ইজ্জত হুর্ম্মত হীন সব কড়ার কিম্মত নাই,
কালমুখে কাপুরুষদের মুখে পড়ুক ছাই!
দেববীর্য্যে দেবশৌর্য্যে দেশের সুসন্তান,
কে কে আছ স্বর্গরাজ্যে হও না আগুয়ান্।

দেখ না কি জন্মভূমির কি দুর্দ্দশা হায়,
কত মাতা কত ভগ্নী পাপে ভেসে যায় !
সর্ব্বস্বান্ত হচ্ছে কত অনাথ পরিবার,
হারায়ে মাটি কান্নাকাটি কচ্ছে তালুকদার !
কোমল কাঁচা কুলের বাছা তাড়ায় দেশ থেকে,
পতিকে দেয় পাগল করে পত্নী কেড়ে রাখে !
ঘর বাড়ী পোড়ায়ে কেহ হনুমানের দল,
নাইক শঙ্কা সোনার লঙ্কা লুটছে অবিরল !
জাগ জাগ দেবদেশের পুত্র পুণ্যবান,
কি ফিরিঙ্গী ইঙ্গবঙ্গী যত মুসলমান !
চেয়ে দেখ চারিদিকে কোন দেশে বা আর,
এত প্রজা উৎপীড়ন এত অত্যাচার !
হারায়ে সতীত্ব রত্ন কাঁদছে কোথা নারী,
অভাগী জননী যারা তোমারি তোমারি !

কস্তুরী

(কাব্য)

কিমপ্যস্তি স্বভাবেন সুন্দরং বাপ্যসুন্দরং ।
যদেব রোচতে যস্মৈ ভবেত্তত্তস্য সুন্দরং ।।
[হিতোপদেশ]

উপহার

শ্মশান ধুইয়া তীরে, চিলাই বহিছে ধীরে,
কলতানে মৃদুগানে বনে বনে ঘুরি,
অকস্মাৎ পাশে তার, বহে মন্দাকিনী ধার—
ভীষণ গর্জ্জনে পদ্মা ব্যোম ভাঙ্গচূরি !
চড়িয়া কুসুম-ভেলা, করিতে সলিল-খেলা
অমর বালিকা এক—অপূর্ব্ব মাধুরী—
ভুলে মরতের পথে, ভাসিয়া আলস্য স্রোতে,
লাগিল শ্মশানঘাটে—রূপে দেশ পূরি !

‘কুঙ্কুম’ দিয়েছি আগে সরলারে, সেই রাগে
অভিমানে মুখ ভার ক’রে থাকে ছুঁড়ী,
কখনো বা মোটা মোটা, আঁখি হ’তে পড়ে ফোঁটা
কেলিকদমের মত দুই-দশ-কুড়ি !
মলিন ছায়ার মত, ম্রিয়মাণ অনুগত,
কভু সাজে ‘কলাবউ’ সেকালের বুড়ী,
তাই গো করিনু দান, ভাঙ্গিতে সে অভিমান,
প্রেমদার পাদপদ্মে প্রেমের কস্তুরী !

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২ সন
কলিকাতা

কস্তুরী

মধুপুর

১

সুন্দর পর্ব্বতপূর্ণ শোভে মধুপুর,
আদি লাবণ্যের লীলা, যে সময়ে উছলিয়া,
হঠাৎ জমিলা যেন মধুর মধুর !
গিরি পরে উঠে গিরি, স্বর্গের শ্যামল সিঁড়ি,
উপরে নন্দন বন নহে বেশী দূর,
অই শোন বাজে বটে, অমরীর কটিতটে,
ভাঙ্গিয়া কামের ঘুম ঘুঙ্গু'র ঘুঙ্গুর !
তাই তারা নাচে গায়, পিকবধূ পাপিয়ায়,
শজারু বাজায় পায় কাঞ্চন নূপুর !
আলিঙ্গনে সুরবালা, ছিঁড়েছে মুকুতা মালা,
নির্ঝরে সে নিরমল ঝরে মতিচুর !
তারাই চুম্বন দিতে, ফোটা পড়ে অবনীতে,
ফুটিলা 'মহুয়া' ফুল মধুর মধুর !
সুন্দর পর্ব্বতপূর্ণ শোভে মধুপুর ।

২

শৈলে শৈলে মধুপুর শোভে মনোহর,
যেন এ প্রকৃতিরাণী, রচিয়াছে রাজধানী
অরণ্য প্রদেশে মরি হিরণ্য নগর !
উঁচু থাম তাল গাছে, শিরে শিরে ধরিয়াছে,
আকাশের নীল ছাদ—অনন্ত সুন্দর !
কিবা রাজ অট্টালিকা, উপরে উঠেছে শিখা,
জ্যোতির্ম্ময় হেমকুম্ভ দেব দিবাকর !

আরণ্য কুসুমে গাঁথা, রত্নসিংহাসন পাতা,
উপরে ‘চাম্বল’ ছাতা ‘সুরঙ্গী’ শিখর ।*
পদতলে পাদ্য অর্ঘ্য, ‘জয়ন্তী’ ‡ ও তৃণবর্গ,
অর্পিছে অনন্ত কাল—যুগ-যুগান্তর !
শৈলময় মধুপুর বড়ই সুন্দর !

৩

শৈলে শৈলে মধুপুর কত শোভা ধরে,
সুনীল তাম্বুর মত, গিরিশ্রেণী শোভে কত,
সৈন্যের শিবির যেন দিক্‌দিগন্তরে !
চারিদিকে শালবন, যেন শিখ সৈন্যগণ,
শ্যামল সাঁজোয়া পরি শ্যাম কলেবরে,
নিশ্চল নির্ভীক দেহ, সংগ্রামে ডরে না কেহ,
বরষে অশনি যদি শত জলধরে,
কিংবা যদি প্রভঞ্জন, একসঙ্গে করে রণ,
তেমনি কঠিন পণ—পদ নাহি সরে,
অথচ হানে না বাণ, লয় না পরের প্রাণ,
কেমন স্নেহের যুদ্ধ ! নিজে যদি মরে—
নীরবে সকলি সয়, যথা রাম দয়াময়,
বাল্মীকির তপোবনে সন্তান-সমরে !
শৈলে শৈলে মধুপুর কত শোভা ধরে !

৪

কত শৈলে কত শোভা রয়েছে ভরিয়া,
কোল হ’তে নামে কা’র, স্নেহের তরল হার,
নির্ঝরিণী খুকীরাণী হামাগুড়ি দিয়া,
বসুধা তাহার কাছে, বুক পেতে নিতে আছে,
পুলকে যেতেছে তার পরাণ প্লাবিয়া !

---

* সুরঙ্গী—পর্ব্বত। ইহার শিখরে চাম্বল জাতীয় একটি ঘনপত্র বৃহৎ বৃক্ষ ছত্রাকারে শোভা পাইতেছে।

‡ জয়ন্তী—নদী।

চন্দ্রমা দিতেছে 'চিক্', হাসাইয়া চারিদিক,
পাখীরা গাইছে গান 'ঘুম পাড়ানিয়া'।
স্নেহময়ী মাসী পিসী, প্রতিবেশী 'দিবানিশি',
প্রভাতে সন্ধ্যায় করে সোহাগ আসিয়া!
জনমিলে বড ঘরে, কে নাহি আদর করে,
কে না দেয় করতালি কুতূহলে গিয়া?
দীন বালকের দেহ, ঘৃণায় ছোঁয় না কেহ,
পড়িলে পায়ের কাছে গড়াগড়ি দিয়া!
অনন্ত শোভায় শৈল রয়েছে প্লাবিয়া!

৫

নানা শৈলে নানা বেশে শোভে মধুপুর,
কোথাও আরক্ত দেহ, মৃন্ময় পর্ব্বত কেহ,
পড়িয়া রয়েছে যেন প্রকাণ্ড অসুর!
বরষার শত ধারে, বিদীর্ণ করেছে তারে,
অমর অসির ঘায় মরিয়াছে ক্রুর!
কোথা সে বিদার হতে, কোথা সে বিশাল ক্ষতে,
গলিতেছে রসরক্ত গৈরিক প্রচুর!
কোথাও কেটেছে হাড, পাষাণ পঞ্জর তার,
কত অস্থি গদাঘাতে হইয়াছে চূর!
যুগান্ত-যুগান্ত কিবা, খাইতেছে নিশিদিবা,
ফুরাইতে পারে নাই শিয়াল কুক্কুর।
বিশাল অসুর দেহে ভরা মধুপুর।

৬

উষায় পাষাণ-শৈল হয় অনুমান,
অস্থির অঙ্গার স্তূপ, জ্বলিতেছে অপরূপ,
পূরব গগনে যেন দৈত্যের শ্মশান!
কে জানে এ মহানলে, কত যে যুগান্ত জ্বলে,
আরো যে জ্বলিবে কত নাহি পরিমাণ,

সন্ধ্যায় সহস্র তারা, চেয়ে দেখে দেবতারা,
হইল কি না হইল ভস্ম-অবসান,
দানবের দৃঢ় অস্থি পর্ব্বত-পাষাণ !

৭

সায়াহ্নে পর্ব্বত শোভা বড মনোহর !
দিবাকর ধীরে ধীরে, নামে যবে গিরিশিরে,
কাঞ্চন চুচুক শোভে স্তনের উপর !
তেমনি পূরব ভাগে, আরেক পর্ব্বতে জাগে,
পূর্ণিমার সুধাপূর্ণ রাঙ্গা শশধর ।
নভ তাহে নীল বুকে, পড়ে যেন অধোমুখে,
ধরণী ঘরণী টানে ছায়ার কাপড ।
সাযাহ্নে পর্ব্বত শোভা বড মনোহর ।

৮

বড শোভা মধুপুরে সুখ মধুমাসে,
মধুর 'মহুয়া' ফুলে, বধূর ঘোমটা খুলে,
পাহাড পর্ব্বত ভাসে মধুর উচ্ছ্বাসে ।
চ্যুত মুকুলের গন্ধে, কি উদাস কি আনন্দে,
কার যেন আব্‌ছায়া ছায়া মনে আসে,
যেন কোন প'ড়ো বাড়ী, গৃহস্থ গিয়েছে ছাড়ি,
মুড়া ঝাঁটা ভাঙ্গা হাঁড়ি রেখে ইতিহাসে ।
আরো যেন আম গাছে, এমনি মুকুল আছে,
দেখিয়াছি কোন্ দেশে দিক্ ভরে বাসে,
তাহারি একটু ঝাঁজ, নাকে লেগে আছে আজ,
এখনি উড়িয়া যাবে, আরেক নিশ্বাসে ।
কত মধু প্রাণে জাগে সুখ মধুমাসে ।

৯

বড় শোভা মধুপুরে সুখ মধুমাসে,
লইয়া উৎসাহ আশা, সুখশান্তি ভালবাসা,
ত্রিদিবের দেবতারা বেড়াইতে আসে !

কেবলি উল্লাস ফূর্ত্তি, সকলি সজীব মূর্ত্তি,
স্বর্গের আরোগ্য আনে বসন্ত-বাতাসে !
নবীন জলদ হর্ষে, অমৃতের ধারা বর্ষে,
কঙ্করে অঙ্কুর মেলে তরুলতা ঘাসে !
যেন রেণু বালুকায়, সবাই জীবন পায়,
মরণ ভুলিয়া যায় ধরণী উল্লাসে,
মধুময় মধুপুরে সুখ মধুমাসে !

১০

বড় শোভা মধুপুরে সুখ মধুমাসে,
চঞ্চলা বালিকা পরী, চকোরীর গলাধরি,
খেলায় জোছনা রেতে রজত-আকাশে ।
কেহ 'জহরুল' ফুলে * চুমা খায় সখী ভুলে,
ফোটে অধরের দাগ গোলাপী উচ্ছ্বাসে !
আতর তাহারি গন্ধ, তারি রস মকরন্দ,
উড়ে প্রভাতের অলি তারি অভিলাষে !
পরীর প্রসাদ হায় কে না ভালবাসে ?

১১

বড় শোভা মধুপুরে সুখ মধুমাসে ।
উড়িছে বলাকা-শ্রেণী, বিশুভ্র বরফ-বেণী,
বিমল আকাশ-গঙ্গা নেমে যেন আসে ।
কিবা দিক্ বালিকার, রজতের চন্দ্রহার,
নিবিড় নিতম্বে মরি থল থল ভাসে !
সন্ধ্যার শীতল বায়, নীল মেঘ সরে যায়,
বসন্ত আঁচল তার টানিছে উল্লাসে !
লজ্জায় ডুবিছে রবি, সুরুচির চারু ছবি,
নিলাজ বেহায়া কবি তাই দেখে হাসে ।
এত 'ছি ছি !' মধুপুরে সুখ মধুমাসে !

১৩০১ সন, মধুপুর, E. I. R.

---

* গোলাপী রঙ্গের ছোট ছোট ফুল ।

আমার পুতুল*

১

আমার পুতুল,
এ নহে মোমের গড়া, পোড়া মাটি রং করা,
এ যে মমতায় ভরা স্নেহের মুকুল,
এ নহে বিলাতী চীনা, এ নহে এ দেশে কিনা.
নন্দনের আমদানী পারিজাত ফুল,
আমাব পুতুল !

২

আমার পুতুল,
সে কহে স্বর্গের কথা, সুখশান্তি পবিত্রতা,
অধরে অমৃত-গঙ্গা বহে কুল্ কুল্,
ব্রহ্মা কমণ্ডলু পাতে, শঙ্কর ধরেন মাথে,
বাঁচায় সহস্র আশা নিবাশ-নির্ম্মূল,
আমার পুতুল !

৩

আমার পুতুল,
কলপ লতার সম, ধমনী শিরায় মম,
শত শাখা প্রশাখায় স্থাপিয়াছে মূল,
যাহা চাই তার কাছে, সকলি তাহাতে আছে,
অন্নদার ঝাঁপি যেন অক্ষয় অতুল,
আমার পুতুল !

৪

আমার পুতুল,
আনন্দ উল্লাসে ধায়, নাচিয়া আছাড় খায়,
কাঁদিতে হাসিয়া ফেলে, কি সুন্দর ভুল !

---

* শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর কন্যা—সান্ত্বনা।

তাহারি মধুর গীতে, আসে যেন পৃথিবীতে,
নব-বসন্তের কোলে বন-বুল্‌বুল্‌,
আমার পুতুল !

৫

আমার পুতুল,
ধরিয়া সে সোনাহাতে, বিকালে বেড়ায় সাথে,
উজলিয়া ‘মধুপুরে’ নিঝরের কূল,
কনক চরণে তার, করে যেন নমস্কার,
নোয়া’য়ে রজতশির সখে ‘লুসীফুল’*
আমার পুতুল ।

৬

আমার পুতুল,
কভু সে রজত সোতে, পাথরের নুড়ি পোতে,
পলাইয়া যায় জল করি কুল্‌কুল্‌
সেও ছোটে পাছে তার, আরেক শোভার ধার,
আনন্দ উল্লাসে আমি অবশ আকুল !
আমার পুতুল !

৭

আমার পুতুল,
সে যখন কাঁদে রাগে, লাবণ্যে পূর্ণিমা লাগে,
হৃদয়ে উছলে রক্ত—তরঙ্গ তুমুল,
সত্যই তাহার মুখে, দেখি বিশ্ব মহাসুখে,
ঠিক্ বুঝি যশোদার হয় নাই ভুল ।
আমার পুতুল !

৮

আমার পুতুল,
হাসিভরা রাঙ্গাঠোঁটে, অরুণ ভাঙ্গিয়া ওঠে,
এ পারে পলাশ ফোটে ওপারে পারুল,

---

* তৃণ জাতীয়

ললাটে সুন্দর সাদা, শরতের শশী আধা,
মিশিয়া ফুটেছে গালে যূথী 'জহরুল'।
আমার পুতুল।

৯

আমার পুতুল,
যদি অলি তুই দলে, দেখে থাক শতদলে,
তবেই বুঝিবে তার সীঁতিকাটা চুল,
থাকে না চামেলী বেলী, দৌড়াইতে দেয় ফেলি,
কানের খসিয়া পড়ে 'ধুতকীর' ‡ ফুল।
আমার পুতুল।

১০

আমার পুতুল,
কখনো ঘোমটা মুখে বালিসের ছেলে বুকে,
খাওয়ায় তাহারে বুনী—বেহুশ - বেকুল,
বুঝে না চেতনা জড়, নাহি বুঝে আত্মপর,
জগতে জননী কই তার সমতুল?
আমার পুতুল!

আমার পুতুল,
সে বলে আমারে তার, আমি বলি সে আমার,
আমাদের দু'জনের বিবাদের মূল,
গলা ধরে চুমা খাই, দু'জনারে দুজনাই,
কে কার দখলে ভাই ভেঙ্গে দেও ভুল!
আমার পুতুল।

১৩০১ সন, মধুপুর, E. I. R.

---

‡ রক্তবর্ণ পুষ্প।

পুরাতন প্রেম

পুরাতন প্রেম, পুরাতন ঘৃত
দুর্গন্ধ বিস্বাদময়,
বেদনার স্থানে হৃদয়ে মাখিলে
অথচ অমৃত হয়!
ফুলের সুরভি, পরিমল সুধা,
গেলে বসন্তের স্নেহ,
পুরাতন কাঠ— শুকনা চন্দন,
নিদাঘে জুড়ায় দেহ!
বড় আদরের বাক্সের আঙ্গুর,
দু'দিনে পচিয়া জল,
চিরদিন সম পবিত্র অমৃত
শুষ্ক হরীতকী ফল!
দু'দিনে শুকায় সবুজ ঘাসের
সুকোমল অম্বর,
রহে চিরশুষ্ক ঋষির আরাম
শুষ্ক তৃণ-কুশাসন!
শাওনের ধারা বরষে সতত,
বিরামের না হয় শেষ,
অযাচিত জলে অবনী ভাসায়,
জলময় করে দেশ!
শীতের বিশুষ্ক বিদারিত ধরা,
মরে যবে পিপাসায়,
মৃত জলদের এক ফোঁটা জল
বিনা কে বাঁচায় তায়?
অতি আনন্দের— অতি আহ্লাদের—
অতি পুলকের পরে,
বিষাদের ছায়া যেখানে আছে সে,
সেখানে অপেক্ষা করে!

চন্দ্র অস্ত গেলে,   ঘোর অন্ধকারে,
নক্ষত্র-নয়নে চায়,
বাদলের দিনে,   ঝটিকা তুফানে
চপলা চমকি যায়।
দুপুরের রোদে,   তরুতলে এসে,
ছায়া হয়ে থাকে খাড়া,
শীতল বাতাস,   বহে কি কখন,
তাহার অঞ্চল ছাড়া?
দ্বিধা বা সন্দেহে   ভরিলে হৃদয়,
বিবেচনা হয়ে নাশে,
পাপের কলঙ্ক   ধুইতে আমার,
অশ্রুরূপে চখে আসে।
যৌবনের জ্বালা   জুড়া'বার তরে,
সেই যেন আসে জরা,
দূর হ'তে হাত   বাড়াইছে যেন
শান্তির শিশির ভরা।
একবিন্দু অশ্রু,   একটি নিশ্বাস,
একবার হাহাকর,—
অকৃতজ্ঞ আমি,   এখন তাহারে,
নাহি দেই পুরস্কার।
অযতনে আছে   কোথায় পড়িয়া
বিশুষ্ক বীণার মূল,
এক ফোঁটা জল   যদি পাই সেই,
কে তাহার সমতুল?

১৩০১ সন, মধুপুর, E. I. R.

মধুকর

১

যাও মধুকর !
যেখানে বালিকা মেয়ে, হাসে কাঁদে গান গেয়ে,
শোভে শরতের চাঁদ, মুখের উপর,
প্রভাতের পদ্ম ঠোঁটে, চুমা খে'তে মধু ওঠে,
যাও সে বালিকা মুখে মুগধ ভ্রমর !

২

যেখানে বিনোদী বালা, পরিয়ে বকুল মালা,
খোঁপায় গুঁজিয়া দিয়া গোলাপ সুন্দর,
বসি আরসির পাশে, মুচকি মুচকি হাসে,
কিবা সে কৌমুদী-মাখা মুখ মনোহর !
বিলাস বাসনা ভরে, দশনে টিপিয়া ধরে,
কখন কখন বালা আরক্ত অধর,
গাত্র হয় রাঙ্গা রাঙ্গা, লাজ হয় ভাঙ্গা ভাঙ্গা,
এমনি সময়ে তুমি যাও মধুকর !

৩

যাও হে যেখানে বউ, কাঁকালে তুলিয়া ঢেউ,
জলের কলসী কক্ষে—গমন মন্থর
ঢক্ ঢক্ শব্দ তায়, কলসী চুবান খায়,
আন্দোলিত অঙ্গে তার রূপের সাগর !
এলা'য়ে পড়ে'ছে চুল, ঝাঁক বাঁধা অলিকুল,
মধুভরা বধূমুখ ঘোমটা ভিতর,
ঈষৎ ঘেমেছে গাল, হয়েছে গোলাপী লাল,
এই বেলা সন্ধ্যাবেলা যাও মধুকর !

৪

দেখিয়া বনের ফুল, করিও না পথে ভুল,
কি ছার কুমুদ কুন্দ কমল কেশর,
কার মুখে এত হাস, ফুটে আছে বারো মাস,
শরত বসন্তে খু'লে সুধার নির্ঝর ?

চামেলী বেলীর কাছে, তেমন কি মধু আছে,
বিনে সেই বিলাসিনী কামিনী-অধর ?
বিভল বাসনা বশে, আবেশে কাঁচুলী খসে,
এই বেলা সন্ধ্যাবেলা যাও মধুকর !

৫ই ফাল্গুন, ১২৯১ সন
ময়মনসিংহ

সারদা ও প্রেমদা

১

সারদা পশ্চিমে ডুবে, প্রেমদা উঠিছে পূবে,
জীবন-গগন মধ্যে আমি দাঁড়াইয়া,
অপূর্ব্ব সুন্দরী উষা, অপূর্ব্ব সন্ধ্যার ভূষা,
পৃথিবীর দুই প্রান্ত উঠেছে প্লাবিয়া !

২

প্রেমদা বাঁ হাত টানে সারদা ধরেছে ডানে,
বুঝিতে পারি না আমি কোন্ দিকে যাই,
দোঁহারি সমান স্নেহ, বেশ কম নহে কেহ,
দু'জনে ওজনে তুল চুক ভুল নাই ।

৩

দোঁহারি সমান জোর, প্রাণ ছিঁড়ে যায় মোর,
দু'জনেই চাহে তারা পুরাপুরি নেয়,
দু'জনেই করে আশা, পরিপূর্ণ ভালবাসা,
তিলমাত্রা নাহি চাহে কেহ কারে দেয় ।

৪

সারদা যাইতে ডাকে, প্রেমদা ধরিয়া রাখে,
ঠেকেছি বিষম দায়—বিষম সঙ্কটে,
কে হয় বেজায় খুশি, কারে রুষি কারে তুষি,
এমন দারুণ দায় কারো নাহি ঘটে ?

৫

চেতে প্রেমদার পানে, সারদাও মরে প্রাণে,
বুঝি না কেমন হিংসা—এ কেমন আড়ি,
দু'জনেই বলে তারা, কেবল তোমারে ছাড়া,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চে'লে তাও দিতে পারি !

৬

প্রেমদা পদ্মার কূলে, কোমল শেফালী ফুলে,
করিয়া বাসর শয্যা ডাকিছে আমায়,
সারদা চিলাই-তীরে, আম কাঠ দিয়ে শিরে,
আঁচল বিছায়ে ডাকে চিতা-বিছানায় !

৭

নাহি নিশ নাহি দিন দু'জনেই নিদ্রাহীন,
দুই দিকে দুই সিন্ধু গর্জ্জিছে সমানে,
পাষাণ-হৃদয়-স্বামী, পানামা যোজক আমি,
ধীরে ধীরে ভেঙ্গে নামি দু'জনার বানে !

৮

যদি কভু ভুলে-চুকে, কারো নাম আনি মুখে,
অমনি আরেকজন অভিমানে ভোর,
না নড়িতে চুলকণা, সাপিনীরা ধরে ফণা,
ভয়ে ভয়ে সদা আছি হয়ে গরুচোর !

৯

কিবা ঘুম কিবা জাগা, দু'জনে পিছনে লাগা,
পারি না তিষ্ঠিতে বড় পড়েছি ফাঁপরে,
একটু নাহিক স্বস্তি, জ্বালায়ে ফেলিল অস্থি,
হায় ! হায় ! লোকে কেন দুই বিয়া করে ?

৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩০১ সন
কলিকাতা

দেবতা

১

আমি যারে ভালবাসি সে ত গো দেবতা,
সে ত গো মানুষ নয়, সে ত নহে ক্ষুদ্রাশয়,
মানুষের সনে সে ত নাহি কহে কথা।
অনন্ত গগনবৎ, মহতের সে মহৎ,
সে জানে না নতভাবে সে শুধু উচ্চতা !
আমি যারে ভালবাসি সে ত গো দেবতা !

২

আমি যারে ভালবাসি দেবতা সে জন,
আমি ত দেখিনি তারে, কে কবে দেখিতে পারে,
মানবের আঁখি দিয়া দেবতা কেমন ?
মানুষে মানুষ দেখে, কাব্যে কবিতায় লেখে,
সে শুধু ধ্যানের বস্তু, ধ্যান করে মন।
আমি যারে ভালবাসি দেবতা সে জন !

৩

সে ত গো দেবতা আমি যারে ভালবাসি,
শরত শশীর আলো, পদ্মবনে যদি চালো,
হইলে হইতে পারে মানবী রূপসী !
বিজলী আঁখির ঠার, তারি বটে অহঙ্কার,
তুলনা মিলে না সেই দেব রূপরাশি !
সে ত গো দেবতা আমি যারে ভালবাসি !

৪

সে ত গো দেবতা আমি ভালবাসি যারে,
সে নহে সামান্য নারী, তারে কি ছুঁইতে পারি,
সে যে পূর্ণ দেবত্বের স্পর্দ্ধা-অহঙ্কারে !
আলিঙ্গন চুমাচুমি, সে ত করি আমি তুমি,
ধিক্ সে দেবত্বে যদি ছোঁয়া যেত তারে !
সে ত গো দেবতা আমি ভালবাসি যারে !

৫

আমি যারে ভালবাসি দেবতা সে জন,
সে নহে সায়াহ্ন উষা, সে পরে না বেশভূষা,
সে উলঙ্গ মহাকালী, নাহি আবরণ!
অকল্প অরূপ-রূপ, কে জানে সে কোন্ রূপ,
আমি ত জানি না তার আছে প্রাণমন।
আমি যারে ভালবাসি দেবতা সে জন!

৬

আমি যারে ভালবাসি সে ত গো দেবতা,
তার নাই প্রেম স্নেহ, সে নহে মানুষ কেহ,
মানুষে বুঝিবে কিসে দেবতার কথা?
তোমরা কণার কণা, অতি ক্ষুদ্র একজনা,
তোমরা কেবল জান আদর মমতা।
আমি যারে ভালবাসি সে ত গো দেবতা?

৭

সে ত গো দেবতা আমি যারে ভালবাসি,
চির-আলিঙ্গন তার, চিরকাল হাহাকার,
আছে তার অশ্রুজল রাশি রাশি রাশি।
মানুষ চাহে না তাহা, পবিত্র পুণ্যের যাহা,
সে চায় বিলাস-ভোগ শুধু হাসাহাসি।
সে ত গো দেবতা আমি যারে ভালবাসি।

৮

আমি যারে ভালবাসি দেবতা সে জন,
সে জানে না মনে-রাখা, সে জানে না কাছে-থাকা,
সে যে করে আগে আগে দূরে পলায়ন।
প্রাণ দিলে মন দিলে, তোমাদের প্রেম মিলে,
সে চাহে না বিনিময়—কেনা-কাটা মন।
আমি যারে ভালবাসি দেবতা সে জন।

৯

সে ত গো দেবতা আমি ভালবাসি যারে,
আমি শুধু চাহি তার, ঘৃণা গালি তিরস্কার,
সে যে করে অবহেলা উপেক্ষা আমারে।
আমি চাহি বারো মাস, হা-হুতাশ দীর্ঘশ্বাস,
অপমান অনাদর যত দিতে পারে!
সে ত গো দেবতা আমি ভালবাসি যারে!

১০

আমি যারে ভালবাসি দেবতা সে জন,
আমি চাহি তার তরে, হৃদয়ের স্তরে স্তরে,
কালকূটে জ্বলে যেন কালান্ত দহন!
আমি চাহি কণ্ঠভরা, শোণিত শোষণ-করা
তাহার নিরাশ-চিন্তা—নিশি-জাগরণ!
আমি যারে ভালবাসি দেবতা সে-জন!

১১

আমি যারে ভালবাসি সে ত গো দেবতা,
উদ্বেগ উৎকণ্ঠা তার, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আর
প্রাপ্তিহীন চির-ভিক্ষা—চির-দরিদ্রতা,
আমি বড় ভালবাসি, তার বিদ্রূপের হাসি—
দ্রব-মরণের সেই মহা মধুরতা!
আমি যারে ভালবাসি সে ত গো দেবতা!

১৩ই চৈত্র, ১২৯৮ সন
কলিকাতা

পদ্মফুল

১

কি খেণে দেখিনু তোরে পদ্ম মনোহর,
পরাণ পাগল করা,
কি আছে ও মুখে ভরা।
কি মধু মাখানো তোর কোমল অধর ?
বল্ না রে কি যে দিয়া,
পাগল করিলি হিয়া,
এত ‘গুণ’ গায় তোর কেন মধুকর ?
কি দিয়ে করিলি পদ্ম পাগল অন্তর ?

২

কি সুধা মাখানো তোর হাসি মনোহর
অমরা করিয়া খালি,
এত সুধা কোথা পা’লি,
কলঙ্কে লজ্জায় দেখ্‌ ম্লান সুধাকর !
দেখিলে রে তোর হাসি,
অস্তাচলে যায় শশী,
পারে না দেখাতে মুখ দিনে শশধর !
এত সুধা পা’লি কোথা কুসুম সুন্দর ?

৩

এমন রূপের রাশি পা’লি কোথা ফুল ?
আরো কত ফুল আছে,
ফুটে থাকে গাছে গাছে,
কেহ ত করে না প্রাণ এমন আকুল !
এমন মধুর বাস,
এমন মধুর হাস,
দেখিনি এমন কোন মঞ্জরী মুকুল !
এমন রূপের রাশি পা’লি কোথা ফুল ?

৪

কেন রে দেখিনু তোরে পদ্ম মনোহর ?
ঘেঁষিতে পারি না কাছে,
গায়ে তোর কাঁটা আছে,
বেড়িয়া রয়েছে তোরে কাল-বিষধর ;
যদিও সাহস করি,
তবু ভয়ে ডুবে মরি,
হায়, কি বিপদে আজ ফেলিল ঈশ্বর !
কি খেণে দেখিনু তোবে পদ্ম মনোহর !

১লা চৈত্র, ১২৯৩ সন
শীতলপুব বাগানবাটী—শেরপুর,
ময়মনসিংহ

পাহাড়িয়া নদী

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী !
মিশিয়া দু'ফোটা জল, সুনির্ম্মল সুশীতল,
লুকাইয়া চুপে চুপে বহে নিরবধি ।
সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী !

২

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী,
না আছে তরঙ্গ-ভঙ্গ, নাহি জানে রসরঙ্গ
নীরবে খুঁজিয়া ফিরে কোথায় নীরধি !
সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী !

৩

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী,
বাহিরে কঙ্কর ভরা, যেন মরুভূমি মরা,
অন্তরে অগাধ জল—নাহিক অবধি !
সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী ।

৪

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী,
অভিমানে ওঠে ফু'লে ফেনায়ে উচ্ছ্বাস তু'লে,
পদাঘাতে গিরি ভাঙ্গে পথ রোধে ।
সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী !

৫

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী,
উষার আল্‌তা পায়, জ্যোস্না চন্দন গায়,
লাবণ্যে ভুবন ভাসে আকাশ অবধি !
সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী ।

৬

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী !
একগুঁয়ে—তেজীয়ান্‌, অথচ তরল প্রাণ,
নীরবে সে নতমুখে বহে নিরবধি !
সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী !

৭

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী,
নাহি সভ্যতার লেশ, আরণ্য অসভ্য বেশ,
ঠেলে ফেলে হীরা মণি সেধে দেও যদি !
সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী ।

৮

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী !
ফুলময়ী লতা হে'লে গলা ধরে বুক মেলে,
কি জানি তাহারে আহা ফেলে যায় যদি !
সরলা তাহার যেন স্নেহের ননদী !

৯

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী।
করিণী সে গতি রাখে, হরিণী চাহিয়া থাকে,
আকুলা কোকিলা ডাকে কূলে নিরবধি।
সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী।

১০

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী!
তাহারি দয়াব দানে, তারি স্নেহ-বারি পানে,
বাঁচে বন-পশুপাখী কীটাণু অবধি।
সরলা আম'র যেন করুণাব নদী।

১১

সরলা আমাব যেন পাহাড়িয়া নদী।
ছয় ঋতু ফলে ফুলে, ও পূত চরণ মূলে,
অর্পিয়া অঞ্জলি তাবে পূজে নিরবধি।
সবলা আমাব যেন মহিমার নদী।

১২

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী!
কোন্ দেশে—কত দূরে, আজ সে যে ফিরে ঘুরে,
কোথা বা হৃদয় পেতে রয়েছে জলধি।
সরলা প্রেমদা মোর প্রেমময়ী নদী!

৮ই মাঘ, ১৩০১ সন
মধুপুর

বিদায়

১

চলিলাম প্রাণময়ি! চলিলাম আজি,
পরাণে পাষাণ চেপে ছাড়িয়া তোমায়,
এই ভাসাইনু তরী, জানি না বাঁচি কি মরি,
জানি না দৈবের বশে যাইব কোথায়!
অনন্ত সলিল রাশি, গর্জ্জিতেছে অট্টহাসি,
প্রলয়-পয়োধি যেন উছলিয়া যায়!
এই ব্রহ্মপুত্র-জলে, এই শূন্য বক্ষস্থলে,
এই যে অনন্ত শূন্য ধূ ধূ দেখা যায়,—
চলিলাম প্রাণময়ি ছাড়িয়া তোমায়!

২

যাই যে নাহি সে খেদ—নাহি দুঃখ তায়,
ভুলিয়াও সে ভাবনা নাই করি মনে,
কেবল রহিল দুখ, অই পূর্ণচন্দ্রমুখ—
পূরেনি আকাঙ্ক্ষা যারে নিরখি নয়নে;
এত কষ্টে এত ক্লেশে, এত যারে ভালবেসে,
ছাড়িয়া যাহারে যাই বিধি-বিড়ম্বনে,—
একটি মুহূর্ত হায়, দেখিতে নারিনু তায়,
এই বিদায়ের কালে, চারু-চন্দ্রাননে,
ভরিল না চিত্ত তার একটি চুম্বনে!

৩

এই দুঃখ প্রাণময়ি, রহিল অন্তরে,
অই মণিময়ীমূর্ত্তি বুকে বসাইয়া,
অন্তিম বিদায়ে হায়, ও কম-কমল পায়,
নয়নের শেষ-অশ্রু উপহার দিয়া,
এই চিরদগ্ধপ্রাণ, করিব যে বলিদান,
প্রেম-যজ্ঞে স্বাহা-স্বধা মন্ত্র উচ্চারিয়া,

সে আকাঙ্ক্ষা, সে বাসনা, পরিপূর্ণ হইল না,
প্রাণের আগুন আজি প্রাণে লুকাইয়া,
যাই, প্রাণময়ি, প্রাণ পাষাণে বাঁধিয়া।

৪

কোথা যাই প্রাণময়ি, ছাড়িয়া তোমায় ?
তোমারে ছাড়িয়া যাই, হৃদয়ে বিশ্বাস নাই,
অথচ তরণীখানি দ্রুত ভেসে যায়,
দুর্নিবার স্রোতজলে, এই ব্রহ্মপুত্র চলে,
দেখিতে দেখিতে এই আসিনু কোথায়।
যাই তবে চন্দ্রাননে, রাখিও রাখিও মনে,
কেমনে ভুলিব তোরে হায় হায় হায়!
যাই প্রিয়ে প্রাণময়ি—বিদায়। বিদায়!

৮ই ভাদ্র, ১২৮৯ সন
ব্রহ্মপুত্র নদ

গুন গুন গুন

গুন গুন গুন।
নব বসন্তের বনে, মধুতপ্ত সমীরণে,
আবির উড়ায়ে হাসে ঊষার অরুণ।
এমন সময়ে অলি, এসে চাহে গলাগলি,
কুসুমের কানে কহে শুন্ সই শুন্,
গুন গুন গুন!
মালতী মাধবী কয়, দূর হও দুরাশয়,
জানি তুমি জাতিকুলনাশে সুনিপুণ
গুন গুন গুন!
কহিছে যুথিকাজাতী, জানি তুমি নারীঘাতী,
হৃদয় শুষিয়া হায় শেষে কর খুন!
গুন গুন গুন!

হেসে বলে সূর্য্যমুখী, কাহারে করেছ সুখী ?
চিনি হে তোমারে তুমি ডাকাত দারুণ!
গুন গুন গুন !
গোলাপ কহিছে তারে, কেন সাধ বারে বারে,
বেহায়া বেল্লিক তোর মুখে কালিচুন !
গুন গুন গুন !
কামিনী লজ্জায় মরে, হেসে গ'লে খসে পড়ে,
বলে পোড়ামুখ তোর ও মুখে আগুন !
গুন গুন গুন ।
পরাণে পাষাণ চাপা, শরমে বলিছে চাঁপা,
আজ যে আদর বড় কাতর করুণ ?
গুন গুন গুন !
বলিছে মতিয়া বেলী, পদাঘাতে গেলে ঠেলি,
ফিরে কি এসেছ দিতে কাটা ঘায়ে লুণ ?
গুন গুন গুন !
চতুরা চামেলী কয়, মনে মুখে এক নয়,
মুখে বাঁশী, হাতে ফাঁসি, পিঠে ধনুতূণ ।
গুন গুন গুন !
হেসে বলে গন্ধরাজ, আতরেতে কিবা কাজ
বাড়ী গিয়ে মাখ আজ পিঁয়াজ রসুন ।
গুন গুন গুন !
আদরে শিমূল কয়, এস অলি মহাশয়,
সকলই আছে শুধু মধুটুকু উন !
গুন গুন গুন !
সন্ন্যাসী বলিছে হেসে, তোমারেও বুঝি শেষে,
বিভূতি মাখিয়া দেয় কেতকী প্রসূন !
গুন গুন গুন !

২রা কার্ত্তিক, ১৩০১ সন
কলিকাতা

হেলা

১

আমারে সকলি করে হেলা।
সোনার রেণুটি পেলে, রত্নাকরো হাত মেলে,
তরঙ্গে তৃণেরে মারে ঠেলা।
আমারে সকলি করে হেলা।

২

সকলেই করে অনাদর।
মেঘের আসন পাতে, হিমাদ্রি আপন মাথে,
ধূলা ফিরে দেশ দেশান্তর।
সকলেই করে অনাদর।

৩

সকলেই করে অযতন।
কুসুম অঞ্জলি দানে, বসন্ত এগুয়ে আনে,
শীত এলে মলিন কানন।
সকলেই করে অযতন।

৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩০১ সন
কলিকাতা

আমার ভালবাসা

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ,
অমৃত সকলি তার—মিলন বিরহ।
বুঝি না আধ্যাত্মিকতা,
দেহ ছাড়া প্রেম-কথা,
কামুক লম্পট ভাই যা কহ তা কহ!
কোথায় স্থাপিয়ে মূল,
ফোটে প্রেম-পদ্মফুল ?

আকাশ-কুসুম সে যে কল্পনা-কলহ।
আত্মায় আত্মায় যোগ,
বুঝি না সে উপভোগ,
অদেহী আত্মারে আগে কিসে ছুঁয়ে লহ?
তোমাদের রীতি নীতি,
বুঝি না পবিত্র প্রীতি,
তোমরা কি পৃথিবীর নরলোক নহ?
আমি ভাই ভালবাসি অস্থিমাংস সহ!

২

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।
আমি ও নারীর রূপে,
আমি ও মাংসের স্তূপে,
কামনার কমনীয় কেলি-কালীদহ—
ও কর্দ্দমে—অই পঙ্কে,
অই ক্লেদে—ও কলঙ্কে,
কালীয় নাগের মত সুখী অহরহ।
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ!

৩

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।
ধরায় মানুষ আমি,
আমি ভাই মহাকামী,
আমার আকাঙ্ক্ষা সে যে মহা ভয়াবহ।
আলিঙ্গনে ভাঙ্গেচুরে,
শ্বাসে হিমালয় উড়ে,
চুম্বনে চূর্ণিত হয় গ্রহ উপগ্রহ!
আমাদেরি কেলি ভরে,
পৃথিবী উলটি পড়ে,
ও নহে সাগরে বান তোমরা যা কহ!

মর্দ্দনে মন্থনে বুকে,
অগ্নি উঠে গিরিমুখে,
ভূমিকম্পে কাঁপে বিশ্ব ভয়ে অহরহ !
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ !

৪

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ !
আমি মহাকাম—পতি,
সবলা সে মহারতি,
মরিলে মরণ নাই নাহিক বিরহ !
অনঙ্গ অনঙ্গ রঙ্গে,
সদা থাকে একসঙ্গে,
সে আমার আমি তার মহা গলগ্রহ !
ইহকালে পরকালে,
জীবনের অন্তরালে,
প্রীতির প্রসন্নমূর্ত্তি জাগে অহরহ !
মোদের নির্বাণ নাই,
আমরা না মুক্তি চাই,
অনন্ত ধ্বংসের বর তোমরাই লহ !
আমাদের ভালবাসা অস্থিমাংস সহ !

৫

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ,
জানি না নিষ্কাম কর্ম্ম,
বুঝি না নিষ্কাম ধর্ম্ম,
বুঝি না "ঘোড়ার ডিম" তোমরা কি কহ !
আমি শুধু চাই—চাই,
চাহিতে বিরক্তি নাই,
না পেলে অনন্ত-ভিক্ষা জীবন দুর্ব্বহ !
হায় হায় কেবা জানে,
কি মহা গহ্বর প্রাণে,
কোটি বিশ্বে নাহি ভরে সে যে পোড়াদহ !

এস ভাই মহাসুখে,
তোমাদেরে (ও) লই বুকে
শত্রুমিত্র অবিভেদে যে যেখানে রহ !
এস সুধা, এস বিষ,
এস পুষ্প কি কুলিশ,
এস অগ্নি, এস জল, এস গন্ধবহ !
আমার স্বার্থের আশা,
মহাস্বার্থ ভালবাসা,
এস হে আমার বুকে করি অনুগ্রহ !
অরূপ আত্মায় ভাই,
ভরে না এ গড়খাই,
আমি ভালবাসি তাই অস্থিমাংস সহ,
এস হে আমার বুকে করি অনুগ্রহ ।

৬

আমি ভালবাসি তারে অস্থিমাংস সহ
আমি নাহি বুঝি পাপ,
নাহি বুঝি অভিশাপ,
কনকের গৃহে কিসে নরক সংগ্রহ ।
জড় কিসে নীচ—তুচ্ছ,
আত্মা কিসে মহা উচ্চ,
আমি ত বুঝি না ভেদ, তোমরাই কহ ।
সে কি গো সোহহং নয় ?
'আমি' পূর্ণ বিশ্বময়,
অনন্ত পুরুষ আমি আদি পিতামহ !
প্রকৃতি দেহার্দ্ধ মম,
প্রাণাধিক প্রিয়তম
মহাকাল দেখে নাই তাহার বিরহ !
তাহারে করিতে ঘৃণা,
অধিকার আছে কিনা,
তোমরা 'দিগ্‌গজ জ্ঞানী' তোমরাই কহ !

চখে চখে চখ বোজা,
হাতা'য়ে পীরিতি খোজা,
তার চেয়ে এ যে সোজা, চখে দেখে লহ!
সে আমার আমি তার,
নাহিক বাকল সার,
এক আত্মা দুজনার অনাদি আবহ।
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ!

৭

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ!
সুন্দর কুৎসিত হোক,
উলঙ্গ আবৃত রৌক,
কুরুচি বলিয়া কর কলঙ্ক-নিগ্রহ।
থাক্ তার মহাকুষ্ঠ,
আমি যে তাতেই তুষ্ট,
তোমরা দেখ' না নয় ভয়ে দূরে রহ।
চন্দন আতর সম,
তার পূয প্রিয় মম,
শরীরে মাখিলে হায় যাতনা দুঃসহ!
থাক্ তার শত পাপ,
থাক্ শত অভিশাপ,
সে আমার বিধাতার মহা অনুগ্রহ!
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।

৮

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ!
আজো তার ভস্মছাই,
বুকে রেখে চুমা খাই,
আজো সে গায়ের গন্ধ বহে গন্ধবহ!
আনন্দ উল্লাসে খুলি,
আজো তার চুলগুলি,
গলায় বাঁধিয়া আহা জুড়াই বিরহ!

আজো তার প্রতিচ্ছায়া,
ধরিয়া নূতন কায়া,
স্বপনে আসিয়া করে সপত্নী-কলহ !
আজো সে লাবণ্য তার,
সুধা-মন্দাকিনী ধার,
ভরে ব্রহ্ম কমণ্ডলু, আদি পিতামহ !
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ !

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১ সন
কলিকাতা

আমি দিব ভালবাসা

১

তোরা, কে নিবি আয়
আমি দিব ভালবাসা যে যত চায় !
কার বুকে কত বল, কার চখে কত জল,
দেখি কার প্রাণে কত 'হায় হায়' !
পারিবি কে র নিতে আয় আয় !

২

আমি দিব ভালবাসা, কে নিবি আয় !
দিয়েছি এক বিন্দু, উথ'লে পড়ে সিন্ধু,
বালুতে বেলাভূমে আছাড় খায় !
তটিনী দেশে দেশে, ফিরে উদাসী বেশে,
জনমে আর নাহি ঘরে সে যায় !
কে নিবি ভালবাসা, আয় আয় !

৩

আমি দিব ভালবাসা, কে নিবি আয়,
দিয়াছি নব মেঘে, তড়িতে জ্বলে বেগে,
রাখিতে নারে বুকে জলদ তায় !
পড়িছে ভয়ঙ্কর, কাঁপায়ে চরাচর,

ভাঙ্গে সে ধরাধর অশনি ঘায়!
আমার এ ভালবাসা, কে নিবি আয়!

৪

আমি দিব ভালবাসা, কে নিবি আয়!
দিয়াছি ফোটা ফুলে, তাই সে বিনা মূলে,
কাতরে আতর মধু বিলায়!
ঘৃণায় অপমানে, নীরবে মরে প্রাণে,
করে সে পতঙ্গের চরণ খায়।
আমি দিব ভালবাসা কে নিবি আয়!

৫

আমি দিব ভালবাসা, কে নিবি আয়!
দিয়েছি শশধরে, তাই সে বাঁচে মরে,
পুষ্পিত পৌর্ণমাসী—অমানিশায়!
পশারি স্নেহে বাহু, আহ্লাদে ধরে রাহু,
সুজন কুজন বুঝে না হায়!
আমি দিব ভালবাসা, কে নিবি আয়!

৬

আমি দিব ভালবাসা, কে নিবি আয়!
পাষাণে বেঁধে বুক, নিয়েছে জ্বালামুখ,
পারে না সামালিতে উগারে তায়!
তরল সে অনলে, পীরিতি সোতে চলে,
মরণ-ভগীরথ আগে সে যায়!
আমার এ ভালবাসা, কে নিবি আয়!

৭

আমার এ ভালবাসা, কে নিবি আয়!
চাতক পাখীগুলি, নিয়েছে ঠোঁটে তুলি,
ভিজে না পারাবারে সে ঠোঁট, হায়,
অনন্ত সে পিপাসা, অনন্ত মহা আশা,
অনন্ত আকাশে সে আকাশ চায়!
আমার এ ভালবাসা, কে নিবি আয়!

বিরহ-সংগীত

মিলন হইতে দেখি বরঞ্চ বিরহ ভাল,
দেখিব বলিয়া আশা মনে থাকে চিরকাল।
নিরাশা নাহিক জানি,
সদা শুনি দৈববাণী,
মৃত-সঞ্জীবনী ভাষা—‘বাসিভাল ! বাসিভাল !”

যে দিকে—যে দিকে চাই,
তোমারে দেখিতে পাই,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব বিশ্বরূপে কর আল’ ?
মিলনে বিরহ ভয়,
আকুল করে হৃদয়,
চুম্বিতে চমকি উঠি নিশি যে পোহায়ে গেল !

৬ই আশ্বিন, ১২৯৪
শেরপুর, ময়মনসিংহ

সামান্য নারী

সামান্য নারীটা তার কত পরিমাণ ?
শূন্য ক’রে গেছে যেন সমস্তটা প্রাণ !
একটু গিয়াছে হাসি,
একটু গিয়াছে কান্না,
একটু আঁখির জলে মাখা অভিমান ?

একটু চুম্বন গেছে,
একটু নিশ্বাস দীর্ঘ,
একটুকু আলিঙ্গন তৃণের সমান !

যা গেছে, সে শুধু গেছে,
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড আছে,
তবে যে ভরে না কেন তার শূন্য স্থান ?
সামান্য নারীটা তার কত পরিমাণ ?

২৫শে ভাদ্র, ১২৯৬ সন
শীতলপুর বাগানবাটি, শেরপুর,
ময়মনসিংহ

চাহি না

১

চাহি না—ঘৃণিত প্রেমে নাহি প্রয়োজন,
জীবনের যত সাধ হয়েছে পূরণ।
নাহি আর উচ্চ আশা, চাহি নারে ভালবাসা,
চাহি না দেখিতে তোর চারুচন্দ্রানন।
বুঝিয়াছি মিছামিছি, পাষাণে পরাণ দিছি,
বিনিময়ে চিরদিন করিব রোদন।
বুঝেছি বুঝেছি হায়, কোটি যুগ তপস্যায়,
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না কখন,
এমনি—এমনি ভাবে, জীবন বহিয়া যাবে,
তীরে তীরে চিতাচিহ্ন করি প্রক্ষালন।
ধ্বনিয়া দিগন্ত সব, নিরাশার হাহারব,
এমনি হৃদয়ে নিত্য করিবে গর্জ্জন।
চাহি না—ঘৃণিত প্রেমে নাহি প্রয়োজন!

২

আহা—
কত কাল পাষাণি রে এই ভবে আর,
গনিব রজনী দিবা তিথি মাস বার ?
চাহিয়া চাহিয়া হায়, রবিশশী অস্ত যায়,

তথাপি দুঃখের দিন যায় না আমার ;
আকাঙ্ক্ষা বাসনা যত, গিয়াছে জন্মের মত,
হৃদয়ে দগ্ধ-চিহ্ন শুধু আছে তার !
এত ধ্বংসরাশি বুকে, প্রাণপূর্ণ এত দুখে,
প্রেমের নন্দন বন এত ছারখার,
তথাপি—তথাপি হায়, জীবন নাহিক যায়,
সেই ভস্মরাশি পানে চাহি বারবার,
কাতরে করুণা ভিক্ষা করি হে তোমার !

চোখের একটু দেখা বেশী কিছু না রে,
দূরে দাঁড়াইয়া থেক', চেয়ে দেখ' বা না দেখ'
আমিই দেখিয়া নিব পাষাণি তোমারে !
ক'য়ো না একটি কথা, দেখিব সে নীরবতা,
এত যত্নে এত দিন পূজিয়াছি কারে ,
দেখিব পাষাণময়ী প্রেম কই—প্রাণ কই,
এতদিন প্রাণময়ী ডাকিয়াছি যারে !
দেখিব অমৃত লতা কোথা গেল বরম্নতা,
বিষাক্ত হৃদয় নিয়ে পর খর তারে ।
দেখে চিনি কি না চিনি, দেখিব সে সরোজিনী,
মানিনী মানসসরে উষার তুষারে !—
চোখের একটু দেখা বেশী কিছু না রে !

৪

সামান্য দেখাটি সেই শুধু প্রাণ চায়,
দেখিব চোখের দেখা দাঁড়াইয়া থেকো একা,
প্রেমের সুবর্ণরেখা বিরহ বেলায় !
ও শরীর কদাচিত, করিব না কলঙ্কিত,
নরের মলিন করে ছোঁব না তোমায় !
গায়ের বাতাস মোর, গায়ে না লাগিবে তোর
দাঁড়াব যে দিক্ দিয়া বায়ু বয়ে যায় !

অতি যত্নে—সাবধানে, অতিদূর ব্যবধানে,
ত্রিদিব স্বপন সম দেখিব তোমায় !
চোখের একটু দেখা শুধু প্রাণ চায় ।

৫

জানি না—
এই বাসনাটি ভরা কত রত্ন ধন,
সকলি লভিব যেন হইলে পূরণ ।
যাহা জগতের প্রিয়, যাহা কিছু অদ্বিতীয়,
যাহা মানবের ভাগ্যে ঘটে না কখন,
যে সুখ-সম্পদ রাশি, রবিশশী অভিলাষী,
গগনে গগনে যাব করে অন্বেষণ !
এ বাসনা ভরা তাই, যত চাই তত পাই,
দেবের সৌভাগ্যে ইহা পূরে কদাচন !
ধরার দরিদ্র হায়, আজি এ সম্পদ পায়,
পাষাণি করুণা যদি কর বিতরণ ।
অই বাসনাটি ভরা কত রত্ন ধন ।

৬

যাক্—
কি কাজ স্মৃতির জ্বালা বাড়াইয়া আর ?
উপরে পড়ুক ছাই, যাতনা ভুলিয়া যাই,
দেখিয়াছি এই রূপে নিভিতে অঙ্গার !
হায় রে জানি না আগে, যে আগুন প্রাণে লাগে,
কিরূপে কেমনে নিবে যাতনা তাহার,
কিরূপে কেমনে নিবে, কিসে প্রাণ জুড়াইবে,
কে দিবে বলিয়া হায়, এত দয়া কার ?
সত্যই কি অন্বেষিলে, ধরায় করুণা মিলে,
তা হলে কি হ'ত হায় দহিতে আমার ?
জানে না নিঃস্বার্থ দয়া স্বার্থের সংসার

৭

থাকুক নিঃস্বার্থ দয়া,—বিনিময় করি,
নাহি মিলে প্রতিদান, কোথা এ বিচার স্থান ?
পুণ্যের পৃথিবী এই ? হরি ! হরি ! হরি !
সুধা ব'লে বিষ দেয়, দিবে ব'লে প্রাণ নেয়,
আর না ফিরায়ে দেয় যদি প্রাণে মরি !
প্রেমে এত প্রবঞ্চনা, আত্মদানে বিডম্বনা,
রুধির প্রার্থনা করে প্রীতি ভয়ঙ্করী ।
দেখিয়া পরের দুখ, চিরিয়া না দেয় বুক,
আত্মহত্যা নাহি করে করুণা সুন্দরী !
ছিন্নমস্তা রূপে হায়, বিনাশিছে আপনায়
বিশ্বাস বিশ্বাসঘাতী আপনা পাসরি !
সকলি—সকলি কি রে, ছুঁইলে এ পৃথিবীরে,
শিখে প্রবঞ্চনা পাপ ছলনা চাতুরী ?
নাহি মিলে প্রতিদান বিনিময় করি ?

১২৯০.—ময়মনসিংহ

এই এক নূতন খেলা

১

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা ।
রেখে দে তোর টোপাঠালি,
সারা দিনই খেলিস্ খালি,
মাটির বেগুন মাটির ভাত,—হাত ধুইযে ফেলা ।
পুতুল-টুতুল রেখে দিয়ে,
চল বকুলের বনে গিয়ে,
"বৌ বৌ বৌ" খেলি মোরা ফুলল-সন্ধ্যা বেলা !
আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা !

২

আয় বালিকা খেলবি যদি, এই এক নূতন খেলা!
"না ভাই! তুমি দুষ্টু বড়,
আঁচল টেনে আকুল কর,
তোমার কেবল ঘোম্‌টা খুলে উদ্‌লা করে ফেলা।"
চুপ্ চুপ্ চুপ্, কস্‌নে কারে, এই এক নূতন খেলা।

৩

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা।
"না না, আমি তোমার সনে,
যাব না আর বকুল বনে,
চখে মুখে বুকে তুমি ফুল্ দে' মার' ঢেলা।"
চুপ্ চুপ্ চুপ্, কস্‌নে কারে, এই এক নূতন খেলা।

৪

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা।
"তোমার কেবল কুসুম খোঁজ,
কানে গোঁজ, খোঁপায় গোঁজ,
আমি অমন বইতে নারি ফুলের বোঝা মেলা।"
চুপ্ চুপ্ চুপ্, কস্‌নে কারে, এই এক নূতন খেলা।

৫

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা।
"তোমার সনে গেলে ছাই,
সকাল আস্‌তে ভুলে যাই,
ভয়ে মরি একলা যেতে সবুজ সন্ধ্যা বেলা।"
চুপ্ চুপ্ চুপ্, কস্‌নে কারে, এই এক নূতন খেলা!

৬

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা।
"তুমি কেবল বনে যেয়ে,
মুখের পানে থাক' চেয়ে,
লজ্জা করে! আর যাব না নিত্যি সন্ধ্যা বেলা!"
চুপ্ চুপ্ চুপ্, কস্‌নে কারে—এই এক নূতন খেলা!

৭

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা !
"তুমি বড় লক্ষ্মীছাড়া,
ছেড়ে দেও না খাড়াকৃখাড়া,
আকুল করে বকুল গাছে কোকিল ডাকে মেলা !"
চুপ্‌ চুপ্‌ চুপ্‌, কস্‌নে কারে—এই এক নূতন খেলা !

৮

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা !
"না ভাই তুমি দুষ্টু বড়,
একটি বলে আরটি কর,
ফাঁকি দিয়ে কোলে নিয়ে চুমো খেয়ে গেলা !"
চুপ্‌ চুপ্‌ চুপ্‌, কস্‌নে কারে—এই এক নূতন খেলা !

২৫শে চৈত্র, ১২৯৭ সন
শেরপুর, ময়মনসিংহ

আজ কারে মনে হয় ?

১

আজ কারে মনে হয় ?
মেঘাচ্ছন্ন দশদিশি, ভেদ নাই দিবা নিশি,
অবিরল ঝরে জল অন্ধকারময়
আজ কারে মনে হয় ?

২

চপলা চমকে ঘন, ঘন ঘন গরজন,
কে জানে আমার কেন আঁখি জলময় !
আজ কারে মনে হয় ?

৩

ভিজিতেছে তরুলতা, কাঁপিতেছে ফুল পাতা,
নীরব নিঝুম এই উপবনময় !
আজ কারে মনে হয় ?

৪

পিছনে ধানের খেত, বেঙ্ ডাকে 'গেঁত্ গেঁত্'
ভাসিয়া যেতেছে মাঠ জলে জলময় !
আজ কারে মনে হয় ?

৫

সম্মুখে মুকুরে জল, কমুদ কহ্লার দল
ভাসিয়া রয়েছে তাহে রক্ত কুবলয় !
আজ কারে মনে হয় ?

৬

বাগানের এক পাশে, কেতকী কুসুম হাসে,
ভাদরে বিদেশী বলে বিদরে হৃদয় !
আজ কারে মনে হয় ?

৭

মেউয়া ডাকে পিপী ডাকে, বক উড়ে ঝাকে ঝাঁকে,—
দিক্‌বালা পরিয়াছে রজত-বলয় !
আজ কারে মনে হয় ?

৮

একটু দেখি না আলো, আকাশ তরল কালো,
অনন্ত গলিয়া যেন গেল সমুদয় !
আজ কারে মনে হয় ?

৯

ভিজা বুক ভিজা মন, ভিজা গেছে দু'নয়ন,
সমস্ত পৃথিবী সুদ্ধ ভিজা সমুদয় !
আজ কারে মনে হয় ?

১০

পরবাসে—বনবাসে, এ ভরা ভাদর মাসে,
কে থাকে বরষা দিনে একা এ সময় ?
আজ কারে মনে হয় ?

২৭শে ভাদ্র, ১২৯৬ সন
শীতলপুর বাগানবাটী, শেরপুর,
ময়মনসিংহ

দিনান্তে

১

একবার,
দিনান্তে দেখিতে দিও চারু চন্দ্রানন,
প্রীতির প্রতিমা প্রিয়ে করুণার মন !
সংসারের শত দুখে,
যে যাতনা জ্বলে বুকে,
ভুলিব প্রাণের সেই তীব্র জ্বালাতন !
দেখিব নয়ন ভরি,
দাঁড়াইও প্রাণেশ্বরি,
দেখিব লো কি করিয়া চুরি কর মন !
ইন্দ্রজাল রূপরাশি,
দেখায়ে ফুলের হাসি
দেখিব কেমনে কর পরেরে আপন !
দিনান্তে দেখিব তব চারু চন্দ্রানন !

২

জীবনের এ দুর্দ্দিনে ঘোর অন্ধকারে,
কে বলিবে কত পুণ্যে,
দেখিলাম দূর শূন্যে,
দয়াময়ী ধ্রুবতারা হাসিতে তোমারে !
দেখিনু স্বর্গীয় রূপে,
হৃদয়ের অন্ধকূপে,
ঢালিতে কৌমুদী শুভ্র প্রীতি পারাবারে
নিরাশার বজ্ররবে,
যে বুক বিদীর্ণ হবে,
কোকিল-কোমল কণ্ঠে জাগাইলে তারে,
দিনান্তে দেখিব প্রিয়ে সরলা তোমারে !

৩

প্রাণমন দগ্ধ এই ঘোর মরুভূমি,
এই মরু পিপাসায়,
বিশুষ্ক কণ্ঠের হায়,

একটি সলিল বিন্দু সুশীতল তুমি,
এ পাপ সংসার হায় ঘোর মরুভূমি !
প্রফুল্ল কুসুমভার,
প্রাণে ঢালো অনিবার,
সঞ্জীবনী আশালতা ছায়াময়ী তুমি,
এ পাপ সংসার হায় ঘোর মরুভূমি !

৪

দিনান্তে দেখিতে দিও চারু চন্দ্রানন,
ভরিবে এ শূন্য বুক শূন্য প্রাণমন !
আরো যে বাসনা আছে,
বলিব আসিলে কাছে,
কি কাজ আগেই তাহা বলিয়া এখন ?
না, না, না, ও তীক্ষ্ণধার,
বুকে ঢাকা তলোয়ার,
পারি না যে না বলিয়া ফেটে যায় মন !
প্রাণের লুকান কথা—'একটি চুম্বন'

শ্রাবণ, ১২৮৯ সন
ময়মনসিংহ

মেঘ

১

অই মেঘ আসে !
আমি যে দেখিগো খালি, ও যেন মনের কালী,
উড়িয়া বেড়ায় কার সুদীর্ঘ নিশ্বাসে !
আমি যেন শুনি কার, বুক-ভাঙ্গা হাহাকার,
জগতের অবহেলা ঘৃণা উপহাসে !
অই মেঘ আসে !

২

অই মেঘ আসে !
যেন সে প্রাণের জ্বালা, জ্বলিছে তড়িত মালা,
রহিয়া রহিয়া হায় নব নীলাকাশে,
জমিয়া জমিয়া তারি, যেন সে আঁখির বারি,
না পেয়ে করুণা কার দেশে দেশে ভাসে !
অই মেঘ আসে !

৩

অই মেঘ আসে !
আমি যেন দেখি কার, দুর্ব্বহ জীবন ভার,
শ্লথ মন্দ অবসন্ন হতাশে নিরাশে,
উন্মাদের মত ছুটে, পাহাড়ে সে মাথা কুটে,
মৃত্যুর অপেক্ষা করে, মহা অভিলাষে !
অই মেঘ আসে !

অই মেঘ আসে !
ও যেন মর্ম্মের কথা, ও যেন মর্ম্মের ব্যথা,
বলিবে বলিয়া কারে রেখেছিল আশে,
সে যেন দিল না কান, আহত সে অভিমান,
করিতেছে আত্মহত্যা মহা অবিশ্বাসে !
অই মেঘ আসে !

৫

অই মেঘ আসে !
ও যেন অন্তিম-হিক্কা, ও চাহে না দয়াভিক্ষা,
নাহি চাহে অনুগ্রহ কৃপা করুণা সে,
আপনা ফিরায়ে লওয়া, তেজে লাজে ভস্ম হওয়া,
আপনার চেয়ে যেন বেশি ভালবাসে !
অই মেঘ আসে !

৬

অই মেঘ আসে।
পরাণে বিষাদ এত, কাহারে বলে না সে ত,
গোপনে রাখিতে চায় ঘোর অট্টহাসে,
নীচতার মহাকূপ, যেন উচ্চ অপরূপ
সমুদ্র হইয়া উড়ে উপর আকাশে !
অই মেঘ আসে !

৭

অই মেঘ আসে !
সে চাহে আঁধারে থাকে, আপনা লুকায়ে রাখে,
জগতের দূরতম-দূরে এক পাশে,
সে দেয় শশাঙ্ক রবি, নিবায়ে আলোক সবি,
নয়নের অন্তরালে লুকায় উদাসে।
অই মেঘ আসে !

৮

অই মেঘ আসে।
জগতে নাহি যে আর, আপনি ও আপনার,
নিষ্ঠুর সংসারে কেহ ভুলে না সম্ভাষে,
পরদুখে সুখী যারা, ময়ুর ময়ূরী তারা,
দেখিয়া উহারে দেখ নাচিছে উল্লাসে।
অই মেঘ আসে।

৯

অই মেঘ আসে !
যদি সে বরষে তার, করুণ নয়নাসার,
ভুলিয়া কখনো আহা অদম্য উচ্ছ্বাসে,
বিশ্বাসঘাতক জাতি, চাতক উল্লাসে মাতি,
রহিয়াছে উর্দ্ধমুখে তারি পান আশে।
অই মেঘ আসে।

১০

অই মেঘ আসে !
পাঁজর ভাঙ্গিয়া তার, বাহিরিলে হাহাকার,
করুণায় রবিশশী চমকে তরাসে,
কর্দ্দমে ভেকের দল, করে ঘোর কোলাহল,
কুরুচি বলিয়া হায় ক্রোধে উপহাসে !
অই মেঘ আসে !

৭ই চৈত্র, ১৩০১ সন
মধুপুর

বৈশাখে

বৈশাখে বহে ঝড়,
শব্দ ভয়ঙ্কর,
ভাঙ্গিছে বাড়ী ঘর,
যেতেছে খড় উড়ি,
কাচা ও পাকা আম,
আপাকা কাল জাম,
সকলি ডালে মূলে
ফেলিছে ভাঙ্গি চুরি
দু'হাতে টেনে ছিঁড়ে,
পল্লব তরুশিরে,
বাছে না লতাপাতা,
বাছে না ফুল কুঁড়ি
আঁধার শূন্য মাঠ,
আঁধার পথ ঘাট,
পড়েছে জামরুল
তলাতে ঝুরি ঝুরি !
প্রলয় মেলে পাখা,
গভীর কালী মাখা,

গরজে নীল মেঘে,
আকাশে ঘুরি ঘুরি,
অথবা দৈত্যগণ,
করিয়ে প্রাণপণ,
করেছে অবরোধ
সোনার সুরপুরী !
তাই সে দেবপুরে,
তাই সে দেবাসুরে
সুধার লাগি যেন
করিছে হুড়াহুড়ি,
চপলা সুরবালা,
লইলে জয়মালা,
ভীষণ রণমাঝে
খেলিছে লুকোচুরি ।
বসিয়ে 'ওশোরায়',
আঁধার দেখে তায়,
জৈমিনি বলে ডাকে
সভয়ে বুড়াবুড়ী.
মেয়েরা দলে দলে,
ছুটেছে আমতলে
লইয়া সাজি ডালা—
কি শোভা কি মাধুরী ।
কেতন ফুল-রথে,
আঁচল উড়ে পথে,
ঠমকে আগে আগে
দৌড়িছে এক ছুঁড়ী,
ত্রিদিব জয় করা
গৌরব বুক ভরা,
পুরেনি এখনও
উনিশ কিবা কুড়ি !

কি জানি কাখে কাখে,
গোপনে চেপে রাখে,
হাসিয়া কুট্‌পাট্‌
দিলে যে সুড়সুড়ি,
বাহিরে না না, না না,
ভিতরে ষোল আনা,
বাজে সে তানা, নানা,
মধুর তানপুরা!
আরেক 'ওশোরায়'
বসিয়ে মোহ গায়,
দেখিয়ে বুড়ো পতি
সে রূপ সে মাধুরী,
তুফানে লজ্জা লাজ
উড়িয়া গেছে আজ,
লেগেছে সুষমার
পূর্ণিমা পুরাপূরি।
শিরায় মরা গাঙ্গে
জোয়ারে পাড় ভাঙ্গে,
যৌবন দিতে চাহে
ফিরিয়ে হামাগুড়ি,
জরার পদতলে,
ঠেলিয়া নববলে,
উঠিতে চাহে তার
বাসনা-গন্ধাসুরা!
নিশীথ চিতাভূমে,
আনন্দ ছিল ঘুমে,
জাগিয়া সেও দিছে
হৃদয়ে মোড়ামুড়ি,
বাহিরে ভাঙ্গা সব,
ভিতরে অভিনব,

কেমন মধুময়
প্রেমের সে চাতুরী !
ছিঁড়িয়ে পড়ে বোঁটা,
মুকুতা ফোটা ফোটা,
কেমন সাদা সাদা
মেঘের শিল নুড়ি,
দেবতা করে পূজা,
যেন সে শ্বেতভুজা,
রাখিয়ে পারিজাতে
কুঙ্কুম ও কস্তুরী ।
লইয়ে কাখে ডালা,
হেলিয়ে আসে বালা,
যেন সে ফুলধনু
মদন আসে ঘুড়ি,
চাহিল, চাহিলাম,
হাসিল, হাসিলাম,
ফেলিয়ে গেল আম,
পরাণ করি চুরি ।
আকুল লাজে হায়,
দুকুল নাহি পায়,
কেমন মনোহর
সে মুচড়ামুচুড়ি
ঢাকিতে এক পাশ,
আরেক পরকাশ,
ব্যাকুল-মেঘবাস—
ভূধরে কি মাধুরী ।
থামিল জল ঝড়,
প্রশান্ত চরাচর,
অশান্ত আমি শুধু
আজিও জলি পুড়ি,

দেখিনে তারে আর,
সরলা সে আমার,
বছর হ'ল গত,
ধিক্ ধিক্ চাকুরি !

২৫শে চৈত্র, ১৩০১ সন
মধুপুর

পরনারী

আজ, সে যে পরনারী !
কেন তবে [illegible] চাঁদ, দেখাও সে মুখ ছাঁদ,
সে নব-লাবণ্য-আভা—সুষমা তাহারি ?
কেন নিতি নিতি আসি, দেখাও তাহার হাসি,
হৃদয়-সমুদ্র সে কি সামালিতে পারি ?
সে যে পরনারী !

২

সে যে পরনারী !
তোমরা কুসুমগণ, কেন সাধ অকারণ,
মধুর অধর-সুধা লইয়া তাহারি ?
কেন হে গোলাপ লাল, পেতে দেও তারি গাল,
আমি কি তাহারে আর চুমো খেতে পারি ?
সে যে পরনারী !

৩

সে যে পরনারী !
তারি আলিঙ্গন দিয়া, ধরিও না জড়াইয়া
যদিও—যদিও 'কুসু' আছিল আমারি,

ছুঁয়ো না লতিকা কেহ, আমার এ পাপ-দেহ,
জনমের মত আজ দোঁহে ছাড়াছাড়ি !
সে যে পরনারী !

৪

সে যে পরনারী !
তোমরা জলদ কুল, রাখিও না তার চুল,
ও নবীন নীলিমায় গগনে বিথারি,
নিরালা একেলা পেয়ে, চুপে চুপে পাছে যেয়ে,
আর কি সে ঝিঙ্গাফুল গুঁজে দিতে পারি ?
সে যে পরনারী !

৫

সে যে পরনারী !
তাহার ললিত গানে, আধা সাধা আধা মানে,
বরষিয়া স্বর-সুধা মুনিমনোহারী,
নিশীথে কোকিলগণ, কেন কর সম্ভাষণ ?
কানাকানি করিবে যে লোক—পাপাচারী !
সে যে পরনারী !

৬

সে যে পরনারী !
কেন গো চপলা তার, চপল আঁখির ঠার,
হানিতেছে বার বার দিকদাহকারী ?
জ্বলিছে পুড়িছে মন, কেন কর জ্বালাতন ?
আর ত তাহার পানে চাহিতে না পারি,
সে যে পরনারী !

৭

সে যে পরনারী !
তাহারি সুরভি শ্বাস, মলয়ায় কর বাস,
তুমি কি হে সমীরণ ফুলবনচারী ?
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না তবে, ছুঁইলে যে পাপ হবে,
আর কি তাহার হাওয়া পরশিতে পারি ?
সে যে পরনারী !

৮

সে যে পরনারী।
মধুময় পুষ্পদোল তাহারি পুষ্পিত কোল,
জম্বীর কুসুমে ফোটা যৌবন তাহারি,
বসন্ত কি মধুমাসে, আমারেই দিতে আসে?
সে অঙ্কে কলঙ্ক ভরা আজি দু'জনারি।
সে যে পরনারী।

সে যে পরনারী।
তোমরা কি হে নক্ষত্র জ্যোতিন্ময় প্রেমপত্র,
অন্ধকারে সন্ধ্যাদূতী দিয়ে গেছে তার
আর সে প্রণয়-কথা, সে আদর সে মমতা,
চুপে চুপে চুরি ক'রে পড়িতে না পারি,
সে যে পরনারী

১০

সে যে পরনারী।
কেন সে আমার তরে, সারানিশ কেঁদে মরে
সজল সরোজ-আঁখি ঊষা বলে তারি।
দেখিয়া যন্ত্রণা সার, দুর্ভাগা আমি কি আর,
চুমিয়া ও চারু-চখ মোছাইতে পারি?
সে যে পরনারী।

১১

সে যে পরনারী।
প্রাণভরা প্রিয়ধন, বুকভরা আভরণ,
যদিও সে একদিন আছিল আমার,
তবুও হয়েছে পর, শতজন্ম অগোচর,
দু'জনার নামে আজ কলঙ্ক দোঁহারি!
সে যে পরনারী!

১২

সে যে পরনারী !
যত কিছু উপহার, সব অপবিত্র তার,
মিলনের স্বর্গ সেও নরক আমারি,
কেবল পবিত্রতম, তার সে বিরহ মম,
যজ্ঞীয় অনল সম প্রাণদাহকারী।
পুড়িয়া হইতে ছাই, আদরে নিয়েছি তাই,
হেন প্রেম-উপহার ভুলিতে কি পারি ?
কহিও সে 'কুসুমেরে' সে যে পরনারী !

১২ই চৈত্র, ১২৯৭ সন
শেরপুর, ময়মনসিংহ

কবি-বৈজ্ঞানিক

ক্ষিতি অপ্ তেজ বায়ু ব্যোমের অধিক,
না জানিত পূর্ব্বতন আর্য্য-বৈজ্ঞানিক।
কিন্তু এবে উহা ছাড়া নব উপাদান,
অনেক চেষ্টার পরে হয়েছে সন্ধান।
কামিনীর কমনীয় মুখ মনোহর,
সুপবিত্র শান্তি শোভা লাবণ্য সুন্দর,
পার্থিব পদার্থ দিয়া কভু কদাচিত,
অতুল এ রূপরাশি হয় নি সৃজিত
পুষ্পবাস শশীসুধা—শারদ জ্যোৎস্নায়,
খুঁজে ও মোহিনীশক্তি নাহি পাওয়া যায়।
ভিন্ন উপাদানে উহা হয়েছে নির্ম্মাণ,
দেখিতেই উছলিয়া উঠে মনপ্রাণ।
অদ্ভুত এ ভূত যাহা স্ত্রীমুখে অধিক,
আবিষ্কার করেছেন কবি-বৈজ্ঞানিক।

৮ই শ্রাবণ, ১২৯০ সন
কলিকাতা

কে বেশি সুন্দর ?

১

কে বেশি সুন্দর ?
বালিকা যুবতী — দুই, কারে দেখি কারে থুই,
আমার নিকটে লাগে দুই মনোহর।
লাবণ্যে সৌন্দর্য্যে দোঁহে, প্রাণ মোহে — মন মোহে,
'বাঁশবনে ডোম কানা' তেমনি ফাঁপর।
কারে বেশি ভালবাসি, কে বেশি সুন্দর ?

২

কে বেশি সুন্দর ?
যুবতীর ভরা গায়, লাবণ্য উছলে যায়,
নয়নে নলিন নীল, মুখে শশধর !
বালিকা তারকা হাসে, নিষ্কলঙ্ক নীলাকাশে,
সদা শুক্লপক্ষপূর্ণ ক্ষুদ্র কলেবর।
কারে রাখি কারে দেখি, কে বেশি সুন্দর ?

৩

কে বেশি সুন্দর ?
শতদলে ভালবাসে, তরঙ্গে মাতঙ্গ ভাসে,
যুবতী পদ্মার মত বহে খরতর।
ফুলবনে করে খেলা, প্রদোষে প্রভাত বেলা,
অনাবিল প্রেমধারা বালিকা নির্ঝর।
কারে থুয়ে কারে দেখি, কে বেশি সুন্দর ?

৪

কে বেশি সুন্দর ?
প্রভাতের শতদলে, পরিপূর্ণ পরিমলে,
যুবতী সহস্রকরে ফোটে মনোহর।
শিশিরের শেফালিকা, নিশি-শেষে সে বালিকা,
খসে পড়ে ছোঁয় পাছে একটি ভ্রমর !
কারে থুয়ে কারে দেখি, কে বেশি সুন্দর ?

৫

কে বেশি সুন্দর ?
যুবতী বিজলী বালা, ত্রিভুবন করে আলা,
সগর্ব্বে চরণাঘাতে ভাঙ্গে ধরাধর !
বালিকা জোনাকী হাসে, স্নেহের কিরণে ভাসে,
শিখেনি অশনি-লীলা আঁখি-ইন্দিবর !
কারে বেশি ভালবাসি, কে বেশি সুন্দর ?

৬

কে বেশি সুন্দব ?
পদ্মবন পায় ঠেলি, রাজহংসী করে কেলি,
যুবতীর ঢেউয়ে কাঁপে মানসের সর !
লাজুক বালিকা টুনী, চুরি করে গান শুনি,
ত্রিদিবের এক ফোঁটা দ্রব-সুধাকর !
কারে বেশি ভালবাসি, কে বেশি সুন্দর ?

৭

কে বেশি সুন্দর ?
আরক্ত সন্ধ্যার রবি, যুবতীর মুখ-ছবি,
অভিমানে হয় ম্লান বিষাদে কাতর,
বালিকা ঊষার মত, ফোটে যত শোভা তত,
রাঙ্গা মুখে দেখা যায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা ডর !
কারে বেশি ভালবাসি, কে বেশি সুন্দর ?

৮

কে বেশি সুন্দর ?
রাহু যেন উর্দ্ধশ্বাসে, দু'বাহু তুলিয়া আসে,
রমণী তেমনি আসে বুকের উপর !
দূরে যদি শব্দ শোনে, বালিকা লুকায় কোণে,
খনির মণির মত ম্লান মনোহর !
কারে বেশি ভালবাসি, কে বেশি সুন্দর ?

৯

কে বেশি সুন্দর ?

চুমার রাক্ষসী নারী, শতজন্ম অনাহারী,
দিনে রেতে খেয়ে চুমা ভরে না উদর !
বালিকা অত না বোঝে, চুমা খেতে চ'খ বোজে,
ছুঁইতে শিহরি উঠে কদম্ব-কেশর !
কারে বেশি ভালবাসি, কে বেশি সুন্দর ?

১০

কে বেশি সুন্দর ?

যুবতী আসিতে ঘরে, গৃহ কাঁপে পদভরে,
বিজয়ী বীরের মত নির্ভয় অন্তর ।
বালিকা বলে না কথা, কোলের বালিস যথা,
পিছ দিয়া ফিরে থাকে লাজে জড়সড় ।
কারে বেশি ভালবাসি, কে বেশি সুন্দর ?

২৬শে চৈত্র, ১২৯৮ সন
শেরপুর, ময়মনসিংহ

বিধাতার অনুগ্রহ

কেন মূর্খ হায় হায়, বৃথা নিন্দ বিধাতায়
কমল গোলাপ গায় কাঁটা দিছে বলিয়া ?
লইয়া কুসুম-শোভা, জগজন মনোলোভা,
দু'মাসে বসন্ত কাল যায় যাক্ চলিয়া ।
প্রকৃতির শ্যামবুকে, কোমল কুসুমমুখে,
নিদাঘে অনল রবি দিছে দিক্ জ্বালিয়া,
শরতের সুধাকরে, শীত-শুভ্র কলেবরে,
দিয়েছে কলঙ্ক-কালি, আরো দি'ক্ ঢালিয়া !
বল না কি ক্ষতি তায়, ওতে বা কি আসে যায়,

কেন নিন্দ বিধাতায় ছল ছুতা ধরিয়া ?
দেও ধন্যবাদ সুখে, নারীর কমলমুখে,
দেয়নি যে দাড়িগোঁফ অনুগ্রহ করিয়া !

১২৮৮-১২৮৯ সন

ময়মনসিংহ

আমারি কি দোষ ?

১

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?
তুমি যে দিয়েছ দেখা,
দাঁড়াইয়া একা একা,
হৃদয়ে ঢালিয়া দিয়া সহস্র সন্তোষ ?
তুমি যে রয়েছ চেয়ে,
নিরালা একেলা পেয়ে,
ফুটিয়া পদ্মের মত প্রভাত-প্রদোষ ?
আমারি কি দোষ খালি ?
মিছে দেও গালাগালি,
ঠাকুরাণি, ঠেকাইয়া বৃথা কর রোষ !
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?

২

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?
তুমি যে এলায়ে চুল,
হেলাইয়া বকফুল,
দাঁড়ালে নিকটে আসি—বিভল বেহোস্—
আদরে লইলে আনি,
হাতে টেনে হাতখানি,
বল না কেমনে জানি শেষে আপসোস ?
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?

৩

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?
তুমি যে লিখিলে ছাই,
সে কি আর মনে নাই ?
তোমারি তোমারি আমি—কথা দেলখোস !
সে ত গো ফেলিনি ছিঁড়ে,
তোমারে দিয়েছি ফিরে,
এখনো পরাণে বাজে নীরব-নির্ঘোষ !
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?

৪

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?
তুমি যে চুমিলে ঠোঁটে,
আজো শিরা বেয়ে ওঠে,
আজিও তেমনি প্রাণ করে পরিতোষ ।
তুমি যে দিয়েছ স্পর্শ,
শত সুখ শত হর্ষ,
আজিও উছলে তাহা উঠে হৃদ্‌কোষ ।
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?

৫

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?
তুমি যা করেছ—পুণ্য,
সবগুলি দোষশূন্য,
আমার সকল পাপ,—এত কি আক্রোশ ?
আগে ত বলনি পাপ,
আজ কর অভিশাপ,
দংশিয়া ফণীর মত শেষে ফোঁস ফোঁস ।
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?

৬

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?
এ বুদ্ধি কোথায় থুয়ে,
চুমা খে'লে বুকে শুয়ে ?
এখন বিবাদ বটে, তখন আপোষ !
রমণীর মত আর,
দেখি নাই জানোয়ার,
কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতী—নাহি মানে পোষ !
আমি যে বেসেছি ভাল. আমারি কি দোষ ?

৭

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?
আমি ত বাসিতে পারি,
তুমি যে—তুমি যে নারী,
তুমিই কি এত দিন আছিলে উপোষ ?
আজি বা হয়েছ পর,
শতমৃত্যু-দূরতর,
গেছে সে উৎকণ্ঠা নয় গেছে কণ্ঠশোষ !
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?

৮

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?
তুমি যে রয়েছ চেয়ে,
নিরালা একেলা পেয়ে,
অমন আঁখির ঠারে কার থাকে হোঁস্ ?
অমন চাঁদের হাসি,
অধরে অমৃত রাশি,
কে না বল বাসে ভাল, কে না পরিতোষ ?
গোলাপী দুইটি গালে,
কে না ভোলে ? লালে লালে
একত্র শোভিছে যেন প্রভাতপ্রদোষ !

আমারি কি দোষ খালি ?
মিছে দেও গালাগালি,
ঠাকুরাণি, ঠেকাইয়া বৃথা কর রোষ !
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭ সন
জয়দেবপুর, ঢাকা

আমারি যে দোষ

১

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায় !
সে যে কুরুচির হাঁড়ী,
বাঙ্গালী কুলের নারী,
নিরালা একা না পেলে ফিরে নাহি চায় !
নয়নে নয়নে কথা,
সে বোঝে না অশ্লীলতা,
বাঙ্গালীর বোকা বউ—বুঝানো কি যায় ?
আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায় !

২

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায় !
সে যে পড়ে শাড়ী-ধুতি,
ফুটিয়া বেরোয় জ্যোতি,
এলোমেলো চুল তার বাতাসে উড়ায় !
পান খায়—রাঙ্গা ঠোঁটে,
মুখ ভ'রে রক্ত ওঠে,
ঘাড় ভেঙ্গে খায় ভয়ে সুরুচি পলায় ।
আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায় !

* 'আমারি কি দোষ ?' কবিতাটি পড়িয়া কেহ কেহ 'আমারি যে দোষ' বুঝিয়াছেন, তাহাই ইহাতে লিখিত হইয়াছে ।

৩

আমারি যে দোষ ভালবেসেছি তাহায়।
শোনে না অপরে যথা,
কানে কানে কয় কথা,
সে বোঝে না অশ্লীলতা আছে ইশারায়।
ঘোমটার তলে হাসি,
চুরি করা জ্যোৎস্নারাশি,
অপবিত্র এর সম নাহি এ ধরায়,
আমারি যে দোষ ভালবেসেছি তাহায়।

৪

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়।
মনে মনে ভালবাসে,
লুকায়ে নিকটে আসে,
চুপে চুপে কাঁদে হাসে, পাছে শোনা যায়।
আদরে ধ[illegible] বঁ[illegible] গল[illegible]।
থাকে ঠ[illegible] টে [illegible] ক[illegible] বঃ[illegible],
চুম্বনে সুরুচি তার চূর্ণ হয়ে যায়।
বোঝে না যে হতভাগী এত বড দায়!

৫

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়।
দিনে নাহি দেখি ঘরে,
রেতে আসে দু'পহরে,
সে বেরুলে তারি শোভা ঊষা পরে গায়!
সেকালে বিদায় দিতে,
একটুকু বুকে নিতে,
শীলতা পড়িয়া সেই চাপে মারা যায়!
বোঝে না যে হতভাগী এত বড দায়!

৬

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায় !
ঘোমটা লজ্জার লেপ,
খুলে সে না পরে 'কেপ্'
করুণ আঁখিতে সে যে অরুণ ভুলায় !
কচি খুকী —কাঁচা হেম,
সংকোচে রাখে সে প্রেম,
বডিভরা ভালবাসা লেডী সে না হায় !
আমারি যে দোষ ভালবেসেছি তাহায়।

৭

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায় !
সে আননে—সে কুসুমে,
কাম জাগা—রতি ঘুমে,
ছি ছি ছি ! তারে কি আর চখে দেখা যায় ?
সে পরে না 'ব্লুম রোজ্'
রাখে না রুচির খোঁজ,
বদনে মদন-ভস্ম পাউডার শোভায়,
সে করে না কামজয় দিগ্বিজয় হায় !

৮

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায় !
সে জানে না ভ্রাতৃভাব,
সে জানে না, 'ফিরি লাভ্'
পরপুরুষের ছায়া দেখে ভয় পায় !
যায় না বাগান পার্টি,
ভেরি আগ্রি—ভেরি ডার্টি,
ইয়ারের ডিয়ারের চীয়ারে ডরায় !
কোণে ব'সে ভালবাসে, শীলতা কোথায় ?

৯

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায় !
জোরে সে জানে না কথা,
লাজে গলে ননী যথা,
সার্ম্মন লেক্‌চার দিতে পারে না সভায়
সে জানে না সাম্যনীতি,
প্রেমে ধর্ম্মে মাখা গীতি ,
ধর্ম্মে 'এক' প্রণয়েতে 'অনন্ত' যথায়,
দীপ্ত যথা গ্যাসালোকে,
পাপ অনুতাপ শোকে,
পবিত্র প্রণয়ী যথা শত চখে চায়,
গেল না সে হতভাগী সমাজে তথায় ।
নিবাকাব নাহি বুঝে,
ইতর 'ক্ষেতর' পূজে,
উপবাসে পিপাসায় সারাদিন যায় ।
একটু মাখন রুটি,
চা কি কফি—ডিম দু'টি,
অভাগিনী একটু না ব্রেক্‌ফাস্ট্‌ খায় !
কি মজা সমাজে গেলে বুঝিল না হায় ।
সে ত অতি দূরে দূরে,
স্বপনের মত ঘুরে,
নিজের চরণ-শব্দে নিজেই ডরায় !
অতি আস্তে চুপে চুপে,
যদি আসে কোনরূপে
চুরি করে শুধু সে যে চুমো খেতে চায় !
বোঝে না যে হতভাগী, এত বড় দায় !

১০

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায় !
সে করেনি বি-এ পাশ,
বেথুন-কেতনে বাস,

করেছে বাসর-বাস বিয়ে ফাঁসে হায়!
সে জানে না ক্লিওপেট্রা,
মেরীরাণী এট্রসেট্রা,
পবিত্র প্রণয় তবে শিখিবে কোথায়?
সে লেখে 'তোমারি আমি,
প্রাণময় প্রিয় স্বামি!'
রোদ বান নাহি খেলে তার কবিতায়!
দেয় নি সে কোর্টশিপে,
বেছে নিতে টিপে টিপে
ফাটন্ত যৌবন—ভরা জাকেটে জামায়।
সে বলে না সাদাসিদে,
মুখে লাজ পেটে খিদে,
দূরে দূরে চুরি ক'রে দেখিতে সে চায়।
আঁধারে জোনাকী কিবে,
মনোহর জ্বলে নিবে,
কনকের কণা যেন ক্ষণেকে হারায়,
বোঝে না যে হতভাগী পাপ কত তায়!

১১

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়!
কিনে দিনু উল সূতা,
না বুনিল মোজা জুতা,
যত করে ছলছুতা কত কব তায়!
না পাইল পুরস্কার,
না করিল থিয়েটার,
না গেল সে একদিন অবলা-মেলায়।
এত উন্নতির দিনে,
নাহি দেখি তারে বিনে,
ফিটেনে চড়িয়া যে না ইডেনে বেড়ায়!

যত লেডী যত মিস্,
কার না রয়েছে কিস্—
মুখভ্রষ্ট—ফুলে ফুলে পাতায় পাতায় ?
সে আছে আঁধার কোণে,
কারো কথা নাহি শোনে,
ভয়ে মরে রবি শশী দেখে পাছে তায়।
কে জানে যে কত কুড়ি,
সে করেছে চুমো চুরি,
দিন নাই রাত নাই—প্রদোষ ঊষায়।
আমারো কুরুচি বেশি,
তারি সনে মেশামেশি,
শুনিয়া সুরুচিদের সূচ বিঁধে গায়!
বোঝে না যে হতভাগা এত বড় দায়।

১২

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়।
এবে সে যে দেশে আছে,
কয়ে দিব কার কাছে,
থাকিলে সমাজ তথা সেথা যেন যায়।
এম-এ বি-এ, পাশ হবে,
বেশেও জাগিয়ে রবে,
***মিথুন-মেলা—কোর্টশিপ তায়।
স্বর্গ মন্দাকিনী পাশে,
চৌরঙ্গীর শ্যাম ঘাসে,
আনন্দে নন্দনে যেন বেড়িয়া বেড়ায়।
মেনকার নাচঘরে,
থিয়েটার যেন করে,
যৌবন-জুবিলি দেয় দেবের সভায়।

আর যেন দেবপুরী,
করে না সে চুমো চুরি,
কুরুচি ভাসিয়া যেন আসে না পদ্মায়!
যেন অশ্লীলতা দোষে,
আর নিন্দা নাহি ঘোষে,
ঠাকুরাণী না ঠেকায় ফিরে পুনরায়!
কয়ে দিব দেবদেশে যদি কেহ যায়!

৩০শে শ্রাবণ, ১২৯৭ সন
জয়দেবপুর, ঢাকা

বেশি পুণ্য কার?

চরণনূপুর, মল, পাদপদ্ম—সুবিমল,
নিতম্ব-বিলম্বী হৈম চারু চন্দ্রহার,
কটিতে কিঙ্কিণী সাজে রুনু রুনু রুনু বাজে,
কে জানে ও হাসি কিম্বা রোদন তাহার!
শ্রবণে কুণ্ডল, দুল, নাসায় নোলক, ফুল,
সীমন্তের সিঁথি যেন গাঁথা তারকার,
হাতে চুরি, বাজু, বালা হৃদয়ে মুক্তামালা,
কমলে শোভিছে যেন নিশির নীহার!
বেড়িয়া জলদ চুল, শোভে প্রজাপতিকুল,
যুবতীর অষ্ট অঙ্গে অষ্ট অলঙ্কার,
নীলাম্বরে প্রশ্ন করে 'বেশি পুণ্য কার?'

৫ই আষাঢ়, ১২৯০ সন
কলিকাতা

নববর্ষ—১২৯১

১

এস বর্ষ ! আশাপূর্ণ হৃদয়ে তোমায়
প্রীতিপূর্ণ প্রাণে করি শুভ আবাহন,
কাতরে কাকুতি করি, করুণা কৃপায়
প্রাণের একটি আশা করিও, পূরণ !

২

চাহি না বিলাস-ভোগ নিকটে তোমার,
নাহি চাহি সুখশান্তি কিংবা রাজ্যধন,
দুর্ভিক্ষে ভারতবাসী করি হাহাকার,
ক্ষুব্ধ নহি শত শত ত্যজিলে জীবন !

৩

ক্ষুব্ধ নহি সূর্যবংশ গেছে অস্তাচলে,
চন্দ্রবংশ হইয়াছে রাহু কবলিত,
সরযূ যমুনা দোঁহে সুপবিত্র জলে,
ভালই করেছে পাপ করি প্রক্ষালিত !

৪

কে চাহে সে গত পাপ ফিরে পুনর্ব্বার,
কে আছে ভারতে আজি নির্ব্বোধ এমন ?
সে অসাম্য সে অশান্তি—শেষ যাহা আর—
গেলে বাঁচি ভারতের যত রাজগণ !

৫

সমগ্র ভারতে সাম্য করুক বিরাজ,
না থাকুক পরস্পরে উচ্চনীচ ভেদ,
নয়ন সফল হয় দেখি যদি আজ,
না আছে ভারতবর্ষে জাতীয় বিচ্ছেদ !

৬

বিন্ধ্যাচল হিমাচল হোক সমভূমি,
মিশুক ধূলির সনে কিরীট কাঞ্চন ,

সে বৈষম্য দূর করি পার যদি তুমি,
দেখাইও সাম্যভাব পবিত্র কেমন !

৭

এক স্বার্থে পরস্পর না হ'লে জড়িত,
এক দুঃখে না করিলে ব্যথা অনুভব,
এক কার্য্যে না হইলে চিত্ত উৎসাহিত,
অমর-অদৃষ্টে ঘটে অনন্ত রৌরব ।

৮

মূর্খ সেই যেই করে বৃথা পরিতাপ,
ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের পতনে,
অত্যাচার অবিচার—প্রজার বিলাপ
শোনেনি বধির—অন্ধ দেখেনি নয়নে !

৯

কিন্তু দূরদর্শী দূরে দেখে ভবিষ্যৎ
এ পতনে কি উত্থান বিরাট বিশাল,
অনিবার্য্য অভিলাষ পবিত্র মহৎ
কি যে সে জাতীয় শক্তি সঞ্চারিছে কাল

১০

ক্ষুব্ধ নহি—
না পেয়েছি যদ্যাপিও স্বতন্ত্র-শাসন,
হইয়াছে শ্বেতকৃষ্ণে সহস্র প্রভেদ,
সহিছে ভারতবাসী শত উৎপীড়ন
তথাপি মুহূর্ত্ত মাত্র নাহি করি খেদ ।
এই কষ্ট, এই লজ্জা, এই উৎপীড়ন,
করিছে ভারতবর্ষে সাম্য আনয়ন ?

১১

দেও বর্ষ ভক্তি শিক্ষা জন্মভূমি প্রতি ;
ভ্রাতৃভাবে সকলেরে কর সম্মিলিত,
দ্বেষ হিংসা পরস্পর ঈর্ষা পাপমতি,
মনের মালিন্য যত কর প্রক্ষালিত ।

১২

এই ভিক্ষা, এই আশা, এই আকিঞ্চন—
এই সাম্য চাহি বর্ষ নিকটে তোমার,
নরকের রাজ শব্দ করি প্রক্ষালন,
পতিত ভারতবর্ষ করহে উদ্ধার।

২৬শে চৈত্র, ১২৯০ সন
ময়মনসিংহ

আকাশের খুকী

আকাশের খুকী,
এ মেঘের কোল থেকে, ও মেঘের কোলে যায়,
লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া হইয়ে কৌতুকী,
কোলে কোলে করে খেলা, শাওণে সায়াহ্ন-বেলা,
এই দেখি এই নাই এই মারে উঁকি !
হাসিয়া ভৈরব রবে, বাখানে জলদ সবে,
করতালি শুনে উঠে ধরণী চমকি,
আমি ও চপলা মেয়ে, বড় সাধে দেখি চেয়ে,
জলদের 'বাহবায়' আমি বড় সুখী !
আমারো পরাণ নাচে, যাইতে ওদের কাছে,
আমারো অমনি ছিল মেয়ে সোনামুখী,
আমি বড় ভালবাসি আকাশের খুকী !

১০ই আশ্বিন, ১৩০০ সন
কলিকাতা

মণিকুন্তলা

মৃত্যু—রাত্রি প্রায় ৩॥ ঘটিকা, ১৪ই কার্ত্তিক, ১৩০০ সন।
২১০।৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সারদা! নেও কোলে,
এই যে যেতেছে মেয়ে, তোমার নিকটে ধেয়ে,
এখানে কিছুতে ও রহিল না আর,
পৃথিবীর ধূলাখেলা, দিয়েছিনু সারাবেলা,
ভুলিল না ক্ষুদ্র মন ক্ষুদ্র বালিকার।
আদর যতন কত, করিয়াছি অবিরত,
ও যেন ভেবেছে উহা কত বোঝা ভার,
রাখিয়াছি কোলে কাখে, কারো কোলে নাহি থাকে,
কেবল আকুল কোলে যাইতে তোমার,
এখানে কিছুতে ও যে রহিল না আর।

২

এখানে কিছুতে ও যে রহিল না আর!
জ্বলে মরে পিপাসায়, তথাপি কিছু না খায়,
পৃথিবীর কিছু ভাল লাগে না উহার!
কেবল ‘আখট্’ শুধু খাইবে তোমার ‘দুদু’
সারদা! এত কি মেয়ে চাতকী তোমার?
কত আছে ছেলেপিলে, ভোলে তারা যা তা দিলে,
একটি পেয়ারা পেলে আনন্দ অপার,
সুরসাল নানা ফল, পবিত্র গঙ্গার জল,
কিছুতে ভোলেনি মন মণিকুন্তলার।
এমন দারুণ মেয়ে দেখি নাই আর।

৩

এমন দারুণ মেয়ে কোথা আছে কার?
সরল চাঁদের হাসি, তরল জোছনারাশি
দেখিলে ভোলে না আহা প্রাণমন যার?

সুনীল সায়াহ্নকালে, আকাশের নীল চালে,
ফুটিলে ঝিঙ্গার ফুল নব তারকার,
কোথায় এমন মেয়ে, আনন্দে দেখে না চেয়ে,
দেখিয়ে ভোলে না আহা প্রাণমন যার ?
এমন দারুণ মেয়ে কোথা আছে কার ?

৪

এমন দারুণ মেয়ে দেখি নাই আর,
উষার সিঁদুর ডিবা, প্রভাতে খুলিতে কিবা,
ছড়িয়ে পড়িয়ে গেলে সিঁদুর তাহার,
দিক্‌বালা হেসে উঠে, হেসে কুবলয় ফুটে,
বদনে ফুটে না হাসি কোন্ বালিকার ?
দিয়েছি মাথার কিরা, তথাপি চাহেনি ফিরা,
এমন দারুণ মেয়ে সারদা তোমার !
এদেশে কিছুতে ও যে রহিল না আর !

৫

কে জানে কেমন মেয়ে সারদা তোমার,
বসন্তের ফুলবন, দেখিয়া ভোলেনি মন,
এমন মোহন রূপ কোথা আছে আর !
অধরে আতর হাসি, অন্তরে অমিয়রাশি,
লাবণ্যে ভুবন ভাসে ফুল-বালিকার,
বনের পতঙ্গ পোকা, নিরেট নির্ব্বোধ বোকা,
তারাও বাসিয়া ভাল চুমো খায় তার,
তারাও দেখিয়া হায়, শতমুখে গুণ গায়,
সুবর্ণ-সোহাগে সন্ধ্যা তোষে অনিবার,
কেবল ভোলে না মেয়ে সারদা তোমার !

৬

এমন দারুণ মেয়ে দেখি নাই আর,
শীতল মলয়ানিলে, গায়ে হাত বুলাইলে,
পুলকে শিহরে নাহি তনুমন কার ?

শ্যামা পাপিয়ার ডাকে, কার না থমকি থাকে,
ধমনীর আধা পথে রুধিরের ধার ?
কার না আঁখির হায়, নিমেষ ভুলিয়া যায়,
জ্বলন্ত জোনাকী দেখে অনন্ত বাহার ?
এর চেয়ে কি খেলানা কোথা পাব আর ?

৭

এর চেয়ে কি খেলানা কোথা আছে আর ?
নিদাঘের খর রবি, বরষার জলছবি—
নীল নীরদের বুকে তড়িতের হার !
শরতে গরদ পরা, মনোহরা বসুন্ধরা—
কাশ কুসুমের বনে—কানে কর্ণিকার !
হেমন্ত রাজার মেয়ে, সুন্দরী সন্ধ্যার চেয়ে,
কোন্ পুতুলের গায় এত অলঙ্কার ?
শীতের হরিণ যূথ, প্রকৃতির প্রিয় সুত,
প্রভাতে শ্যামল ঘাসে মুকুতা তুষার,
এর চেয়ে কি খেলানা কোথা আছে আর ?

৮

কে জানে কেমন মেয়ে সারদা তোমার,
কিছুতে ভোলে না মন, বৃথা যত্ন আকিঞ্চন,
একমাত্র তুমি আহা সব যেন তার !
একটু বোঝে না হাবা, কত ভালবাসে বাবা,
কত ভালবাসে মামা মামী অনিবার,
কত ভালবাসে 'টুকী' ছোট বোন সোনামুখী,
কত ভালবাসে দাদা স্নেহের আধার,
কত ভালবাসে দীদী, যার ও নয়ননিধি,
যার ও প্রাণের প্রাণ জীবন যাহার !
কি বিস্ময় ! ভয়ঙ্কর ! সকলেরে ভাবে পর,
একেবারে লেশ নাই স্নেহমমতার,
মা-আদুরে হেন মেয়ে দেখি নাই আর !

৯

নেও কোলে নেও মেয়ে সারদা তোমার,
সৃষ্টির আদিম সাম্য, পবিত্র মুহূর্ত্ত ব্রাহ্ম,
অপবিত্র হয় নাই জাগরণে কার,
কু চিন্তার কু বাতাসে, পাপের প্রতপ্ত শ্বাসে,
জন্মেনি কলঙ্ক সেই শান্তি সুষমার।
উচ্ছিষ্ট করেনি কেহ, অভোগ্য এ কাল্‌দেহ,
শুভ্র শশধর ঢালে শুভ্র জ্যোতি তার।
গগন তারকাপূর্ণ, ঢালিছে কিরণচূর্ণ,
রজনী খুলেছে তার নীল রত্নাগার।
অমলিন অনাঘ্রাত, স্বর্গীয় শিশিরে স্নাত,
বহিছে মলয়ানিল সুরভি-সম্ভার।
শান্তিময় ঋষিভোগ্য, সুধাময় দেবযোগ্য,
পুণ্যময় মহাকাল মহা তপস্যার,
পূর্ব্বাচল কণ্ঠচ্ছেদি, ব্রহ্মবন্ধ্র নভ ভেদি,
ছুটিছে অরুণজ্যোতি মহা সহস্রার।
অব্যয় সচ্চিদানন্দ, অনন্ত অমৃতকন্দ,
স্বপ্রকাশ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোকদ্বার!
তপস্বীর তপোরথে, জ্ঞানময় মহাপথে,
যায় ব্রহ্মময়ী মেয়ে সারদা তোমার।
লও সে স্নেহের বুকে, থাক্ মেয়ে চিরসুখে,
এ জীবনে তার তরে ভাবিব না আর,
ছিন্নমুণ্ড ছিন্নবাহু, আমি চিরদগ্ধ রাহু,
একাকী ভ্রমিতে থাকি জগৎ-সংসার।
নেও কোলে নেও মেয়ে সারদা তোমার।

১৭ই কার্ত্তিক, ১৩০০ সন
কলিকাতা

জননী আমার

[মণিকুন্তলার রচিত]

মণির ৬।৭ বৎসর বয়সের সময় মণির মা'র মৃত্যু হয়। শিশুশিক্ষা তৃতীয়ভাগ এবং বোধোদয়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত মণি পড়িয়াছিল। এই কবিতাটি কোন্ সময়ে লিখিয়াছে জানি না, মণির মৃত্যুর পরে ইহা দেখিয়াছি। শুনিয়াছি তাহার স্বামীর নিকটে তাহার রচিত আরো কবিতা আছে। মণি জীবিত থাকিতে, সে পদ্য লিখিতে পারে, জানিতাম না। যাহা হউক, এই কবিতাটি তাহার পদ্য লিখিবার স্মৃতিচিহ্নরূপে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া রাখিলাম!

কোথা রহিলে গো জননী আমার
আমার দুঃখেতে দুঃখী কে হবে গো আর
স্নেহমাখা বোলে, কে করিবে কোলে।
এমন এ পৃথিবীতে কে আছে আমার।
কোথা রহিলে গো জননী আমার।

২

কোথা রহিলে গো জননী আমার
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে মাগো কে আছে আমার ?
আমি যদি মরি প্রাণে
কে কাঁদিবে আমার জন্য
স্নেহময় জননী ভিন্ন দেখি অন্ধকার।
কোথা রহিলে গো জননী আমার।।

৩

কোথা রহিলে গো জননী আমার।
বড়ই পাষাণ মাগো হৃদয় তোমার!
আমাকে একাকী ফেলে।
মা তুমি কোথায় গেলে
একটু হল না দয়া হৃদয়ে তোমার।
কোথায় রহিলে গো জননী আমার।

৪

কোথা রহিলে গো জননী আমার ।
তুমি ভিন্ন এ সংসারে কে আছে আমার ।
যেদিকে ফিরাই আঁখি
কেবলি নিষ্ঠুর দেখি ।
আমার দুঃখেতে দয়া হয় না গো কার ।
কোথা রহিলে গো জননী আমার ।

৫

কোথা রহিলে গো জননী আমার ।
আমার দুর্দ্দশা মাগো দেখো একবার ।
দেখ একবার চেয়ে,
দেখ গো পাষাণি মেয়ে,
জ্বলিয়া পুড়িয়া হৃদয় হতেছে অঙ্গার ।
কোথা রহিলে গো জননী আমার ।

৬

কোথা রহিলে গো জননী আমার ।
এ দুঃখিনী বলে মনে হয় নাকি আর ?
কেমনে রহিলে গিয়ে
পাষাণের মত হয়ে
তোমার স্নেহের মণি ভাসিছে অকূল পাথার।
কোথা রহিলে গো জননী আমার ।

৭

কোথা রহিলে গো জননী আমার ।
গেলে কি জন্মের মত আসিবে না আর ।
গেলে ফেলে দুঃখিনীরে
আর না আসিবে ফিরে
আর ত সহে না মাগো এ দুঃখ-ভার ।
কোথা রহিলে গো জননী আমার ।

৮

কোথা রহিলে গো জননী আমার।
মাগো যদি না আসিবে আর।
এস তবে এস হেথা
কহি গো দুঃখের কথা
জনমের মত মাগো ডাকি একবার।
কোথা রহিলে গো জননী আমার।

অতুল *

'যাব না মা যাব না' —
দশ বছরের আহা বালক অতুল,
মায়ের বুকের ধন মমতা'র ফুল,
কত পুণ্য কত ধর্ম্ম তপস্যার ফল,
বিধাতা দিয়েছে বর ভরিয়ে অঞ্চল।
চিরদুঃখ বৈধব্যের স্বর্গীয় সান্ত্বনা,
সশরীরে দৈববাণী ক্ষুদ্র এক কণা।
বুকেতে রাখিতে গেলে শ্বাসে গলে যায়,
পিঠেতে রাখিতে লাগে দূরদেশ তায়!
স্বপনে হারায়ে যায়, জাগ্রতে সংশয়,
আপনারে অবিশ্বাস আপনারে ভয়!
এ হেন প্রাণের ধন—এ হেন অতুল,
সলিলে ভাসায়ে আঁখি নীল সুঁদি ফুল,
'যাব না' বলিয়ে মা'র ধরিল আঁচল,
সাজিয়া মামারা ডাকে "চল, ঢাকা চল,

---

* বিক্রমপুর—ব্রাহ্মণগ্রাম-নিবাসী ৺মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের একমাত্র পুত্র। মৃত্যু—২৫শে আশ্বিন, ১৩১০ সন।

ছুটি ফুরাইয়া গেছে, আজ যাওয়া চাই,
পরীক্ষায় ফেল্ হ'বি করিলে কামাই।"
শুনিয়া মায়ের হিয়া স্নেহ-করুণায়,
গলিয়া নয়নপথে বের হ'তে চায়।

২

ভাদর—তেরশ সন—চারিদিকে জল,
বিশাল বরুণ-রাজ্য হাসিছে কেবল
বিরাট তরঙ্গভঙ্গ, শুভ্র ফেনময়
ফুৎকারে উড়িছে থুথু ভীষণ—বিস্ময়।
নদীনদে শত জিহ্বা করিয়ে প্রসার,
গ্রাসিয়াছে সারাদেশ, চিহ্ন নাহি আর।
অনন্ত অতলস্পর্শ অগাধ গহ্বর,
ব্যাদিত কেবল এক মহাদামোদর।
তৃতীয় প্রহর গত শরতের বেলা,
কৃষ্ণকায় মহাসিংহ মেঘে করে খেল !
রবির পরিধি লাল মাংস পিণ্ড প্রায়,
এ উহার মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে খায়।
কি বিশাল লম্ফঝম্প বিশাল গর্জ্জন,
বিকট ভ্রূকুটিভঙ্গে করে আক্রমণ।
পড়ি তার প্রতিচ্ছায়া সলিল ধবলে,
জাগিযাছে জলসিংহ পাতালের তলে।
একখানি ছোট নাও বেয়ে যায় ধীরে,
আকুলা জননী দেখে দাঁড়াইয়া তীরে !
স্নেহময় সে চাহনি—সে বন্ধন হায়,
দাঁড়ের আঘাতে যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায় !
দুরাশা তথাপি তারে গাঁট দিয়া দিয়া,
যতবার ছিঁড়ে যায় জোড়া দেয় গিয়া !
মমতার পুরুভুজ সে কি কভু মরে ?
এক ভুজ কাট যদি শত ভুজ ধরে !

ছৈয়ের ভিতর থেকে বালক অতুল,
কূলপানে চেয়ে চেয়ে নাহি দেখে কূল।
সলিলে হয়েছে অন্ধ নয়নের পথ,
তরাসে হয়েছে অন্ধ দূর ভবিষ্যৎ!
উপরে আকাশ অন্ধ, নীচে অন্ধ জল,
বুকের ভিতরে অন্ধ তমস কেবল!
এত অন্ধকারে ভয়ে বাড়াইলা হাত,
যোজন যোজন দূরে দু'জনে তফাৎ!
মায়ে পোয়ে হায় সেই শেষের বিদায়,
গোধূলির কোল থেকে রবি অস্ত যায়!
চলে গেল রেলগাড়ী রেখে গেল ধূম,
মলিন করিয়া মার জাগরণ ঘুম।

৩

শরতের শুক্লা ষষ্ঠী—যামিনী সুন্দর
লইয়া পাথালি কোলে শিশু শশধর,
ছাড়িয়া সূতিকাগার—তমো সুগভীর,
গগন-অঙ্গনে যেন হয়েছে বাহির।
এসেছে পাড়ার মেয়ে তারা সমুদয়,
দেখিতে বিধুর মুখ সুধার নিলয়!
আনন্দ-সলিলে ভাসে কুমুদ বিমল,
পুলকে পাগল যেন চকোরের দল,
উপবনে হাসে যত কুসুম বালিকা,
সুগন্ধা রজনীগন্ধা স্বর্ণ-শেফালিকা!
ব্যাপিয়া বিশাল বঙ্গ কেবল উল্লাস,
জননী-স্নেহের আজ বিল্ব-অধিবাস!
বাজে শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে ঢাক ঢোল,
পাড়া পাড়া বাড়ী বাড়ী মহা গণ্ডগোল,
এসেছে প্রবাসী পিতা পতি পুত্র ভাই,
আনন্দ-সাগরে যেন ভাসিছে সবাই।

নূতন বসন আর নূতন ভূষায়,
সুখের সজীব-বিম্ব শিশু শোভা পায় !
খেলিতেছে নব বেশে বালক বালিকা,
স্বস্তিক মঙ্গল মুখে পারিজাতে লিখা !
ব্যাপিয়া বিশাল বঙ্গ কেবল মিলন,
জননী-স্নেহের আজ মহা উদ্বোধন !

৪

একখানি গ্রাম ভাসে জলময় মাঠে,
গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা সাগর-ললাটে !
একখানি বাড়ী তায় আঁধার কেবল,
কলঙ্কী শশাঙ্ক তার পরিচয়-স্থল !
জগৎ উজ্জ্বল যার রজতাবরণে,
সে নহে সমর্থ তার তমো নিবারণে !
জড়ের জীবন জাগে অমৃতে যাহার,
শত মৃত্যু ঢালে তাহে সুধাকর তার !
কোমল শীতল আলো তারার হীরক,
অযুত অঙ্গারখণ্ড জ্বলে ধ্বক্ ধ্বক্ !
জগৎ-জীবন স্নিগ্ধ শীত সমীরণ,
সেও যেন বহে বুকে বাষ্পীয় মরণ !
ডাকিছে নিশার কাক সেও অমঙ্গল,
উপরে আকাশ কাঁপে নীচে কাঁপে জল !
পেচক কর্কশ কণ্ঠে দেয় রূঢ় তালি,
একটি মায়ের বুক রহিয়াছে খালি !
দুই হাতে অভাগিনী টেনে ছিঁড়ে চুল,
চীৎকারে আকাশ ভাঙ্গে 'অতুল অতুল !'

৫

অস্ত গেছে দশমীর দীপ্ত শশধর,
আচ্ছাদিয়া অন্ধকারে আকাশ গহ্বর ;
যেন কার ভবিষ্যের ভীষণ উদরে,
তারকার স্বপ্নগুলি হাবুডুবু করে !

তৃতীয় প্রহর গত—নিখিল ভুবন,
একই শয্যায় শুয়ে ঘুমে অচেতন।
তরুলতা ঘুম যায়, ঘুম যায় ফুল,
পল্লবের কোলে কোলে ঘুমায় মুকুল !
আকাশে হেলান দিয়া ঘুমায় পর্ব্বত,
সম্মুখে সমুদ্র পাতা মহাশয্যাবৎ।
নিরাশার নিষ্পেষিত মহা মরুভূমে,
কত বক্ষ অস্থিচূর্ণ আছে ঘোর ঘুমে।
ঘাসে-ঘাসে ঘুম যায় কত অশ্রুজল
সৈকতে শোকের শ্বাস ঘুমেতে বিহ্বল !
দিকবদ্ধ শ্যামমাঠ অনিবদ্ধ নীবি,
স্খলিত অঞ্চল অঙ্গে ঘুমায় পৃথিবী।
অনন্ত শান্তির সুধা ভুগিছে সবাই,
একটি মায়ের চখে শুধু ঘুম নাই !
চিরদাহ জাগরণ তার বুকে দিয়া,
ঘুম যায় চিতাচুল্লী নিবিয়া নিবিয়া !
দাঁড়ায়ে বাহির বাড়ী অভাগী জননী,
ভাবিতেছে শূন্যপানে চেয়ে একাকিনী,
আসিয়াছে বাড়ী বাড়ী ছেলেপিলে সব,
বিজয়ার বিসর্জ্জন উৎসব নীরব !
কোলে নিয়া জননীরা আপন সন্তান,
কপোলে দিয়েছে চুম্ব শিরে দূর্ব্বাধান !
সকলে পেয়েছে বুকে বুকভরা ধন,
আমার অতুল দেরি করে কি কারণ ?
অরুণের অগ্র জ্যোতি মৃদু পরকাশ,
প্লাবিয়া রজতস্বর্ণে পূরব আকাশ !
অভাগিনী পাগলিনী আনন্দে ভাসিয়া,
দুই ভুজ মেলে যায় কোলে নিতে গিয়া !
চীৎকারে অতুল মোর আসিতেছে অই,
খুঁজিতে উড়িল কাক 'ক-ই, ক-ই, ক-ই ?'

মুরছিয়া ধরাতলে পড়িলা জননী,
তুলিতে সহস্র কর মেলে দিনমণি!
শেফালী ঝরিল আগে তারকা নিবিল,
রজনী সজনী তার শোকে প্রাণ দিল!
দেখিল পাড়ার শেষে লোকজন জমি,
জননী স্নেহের সেই বিজয়া দশমী!

৭ই কার্ত্তিক, ১৩০০ সন
কলিকাতা

বঙ্কিমচন্দ্র

১

সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র—তের শত সন,
এক পায়—দুই পায়, বসন্ত চলিয়া যায়,
শ্যাম মমতায় মেখে বন উপবন!
তার সে বিদায়-ভোজ, মধু খায় রোজ-রোজ,
ফুলের গেলাস ভরি মধুকরগণ!
তরুণ তমাল গাছে, কি জানি কি লেখা আছে,
কোকিল করিছে পাঠ সে অভিনন্দন!
উড়ায়ে রুমাল ছাতা, নূতন পল্লবপাতা
আনন্দ জানায় যেন নীরবে কানন!
বসন্ত বিদায় আজ, সভাপতি দ্বিজরাজ,
সুধাকরে করে তার শেষ সম্ভাষণ,
সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র—তের শত সন!

২

সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র—হায় হায় হায়,
বঙ্কিম বসন্ত কবি আগে তার যায়!
লইয়ে নবীন হেম, অক্ষয় অক্ষয় প্রেম
চন্দ্রনাথ প্রিয়বন্ধু দীনবন্ধু রায়,

ধ'রে সবে হাতে হাতে, লইয়ে আসিলে সাথে,
পারিজাত বন থেকে শ্যামা পাপিয়ায় !
ছিন্ন আশা ছিন্নবাসা সাজাইলে বঙ্গভাষা,
শীতের শিশির মুছে মলয় হাওয়ায় !
এখনো পুরেনি তার, সময়ের অধিকার,—
সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র, হায় হায় হায় !
বঙ্কিম বসন্ত-কবি আগে তার যায় !

বাঙ্গালার মহাকবি ভারতভূষণ,
সাজাইলে কত সাজে কাব্য উপবন !
কমল কমলমণি, পবিত্র প্রেমের খনি,
'কানা কড়ি' দিয়ে সে যে কিনে রাখে মন !
সতুরে সারথি করি, আরক্ত কপোলে মরি,
আপনি সমরে ধরে ফুলশরাসন !
'সূর্য্যমুখী' সূর্য্যমুখী, স্বামীর সুখেই সুখী,
স্নেহে প্রেমে মমতায় কোথায় এমন ?
কোমল 'কুন্দের' মালা, প্রীতির নৈবেদ্যথালা,
কি সুন্দর করিয়াছে আত্ম নিবেদন !
বিষ নহে সুধাবৃক্ষ, পরশিছে অন্তরীক্ষ,
তারকা হীরার ফুলে ভীষণ কিরণ,
জগতের একধারে, সুদূর সাগরপারে,
আলো করিয়াছে সে যে বৃহৎ বৃটন,
কত ফুলে সাজাইলে ভাষা-ফুলবন !
পূজনীয় প্রিয়কবি, ফুটাইলে যে মাধবী,
বিমল 'বিমলা'রূপে গড়মন্দারণ !
হৃদয়ে লুকায়ে শূল, হাসে কাঁদে চাঁপাফুল,
আকুল আয়েষা চির আনত আনন !
রজনী রজনীগন্ধা, আলো করে দিবাসন্ধ্যা,
প্রেম-পূর্ণিমায় তার বেলফুলবন !
ফুল দিয়ে সিঁদ কাটে রমণী কেমন !

৪

বঙ্গের বসন্তকবি ভারতভূষণ,
কত ফুলে সাজাইলে ভাষা ফুলবন।
রোহিণীর সমতুল, বিধবা বকুল ফুল,
কোন্ দেশে ফোটে হেন মধুমাখা মন?
কি শোভা পুকুরপারে, গোবিন্দ তুলিয়া তারে,
ইন্দিরা লভিলা যেন নিজে নারায়ণ!
অভিমানে উচ্ছ্বসিতা, অপূর্ব্ব অপরাজিতা,
কি সুন্দর 'ভ্রমরের' মধুর মরণ,
না উঠিতে রাঙ্গা রবি, নির্ম্মল সরল ছবি,
ফুলদলে শিশিরের ধীরে পলায়ন!
কত সাজে সাজাইলে ভাষা-ফুলবন।

৫

তুমিই আনিয়া দিলে সুষমা শ্যামল,
আগে ছিল রুখু রুখু, না ছিল লাবণ্যটুকু,
মরাগাঙ্গে ছুটাইলে জোয়ারের জল?
দুইজনে চুবাচুবি দুইজনে ডুবাডুবি,
প্রতাপ শৈবালে যুদ্ধ—কাঁপে দেবদল!
এমন আদর্শ বীর, কোথা আছে পৃথিবীর,
পিনাকীর চেয়ে এ যে প্রতাপ প্রবল!
তুমি ফুটাইলে এই অনল-কমল!

৬

তুমিই সাজালে ভাষা শ্যাম সুষমায়,
বালিকা প্রফুল্ল আনি, গড়াইলে দেবীরাণী,
বিদ্যুতে মাখিয়া ফুল দেব-প্রতিভায়!
কল্পনা-কালিন্দী-তটে গড়িলে আনন্দমঠে,
ভারত ভবিষ্য স্বর্গ সুমেরু ছায়ায়!
শিখালে সন্তানধর্ম্ম, জননীর প্রিয়কর্ম্ম,
মহাবীর সত্যানন্দ মহাপ্রাণতায়!
তুমি সাজাইলে ভাষা অনন্ত শোভায়!

৭

তুমি সাজাইলে ভাষা নানা আভরণে,
কত রঙ্গ কত রস, কমলাকান্তের বশ,
লিখিলে রহস্য কত বিজ্ঞানে দর্শনে !
বুঝাইলে যোগভক্তি, কৃষ্ণের অসীম শক্তি,
দেখালে আদর্শ নর দেবনারায়ণে !
ঝেড়ে পুছে ধূলামাটি, হিন্দুর আসল—খাঁটি,
বুঝাইলে দয়াধর্ম্ম দেশবাসীগণে !
তোমার স্বাধীন মত, শরতের রৌদ্রবৎ,
জ্বলিতেছে ভারতের গগনে গগনে ;
প্রতিভার দীপ্ত রবি, বাঙ্গালীর মহাকবি,
কেন অস্ত যাও আজ অগস্ত্য গমনে,
ঢালিয়া আঁধার ঘন ভাষা-ফুলবনে ?

৮

যাবে তুমি ? এ জগতে কে না বল যায় ?
কেহ গেলে হাসে লোকে, কেহ গেলে কাঁদে লোকে,
পরাণ বিদরে কারে করিতে বিদায় !
বসন্ত বাঁচিয়ে থাক্, নিদাঘ শিশির যাক্,
ফুলাব বাতাসে আর তুষের ধুঁয়ায় !
বারো মাস নিতি নিতি, থাকুক পূর্ণিমা তিথি,
চলে যাক্ অমা-রাহু ক্ষতি নাহি তায় !
তুমি থাক' মোরা যাই, আমরা যে ভস্ম ছাই,
কি হবে এ কোটি কোটি রেণু-কণিকায় ?
আমরা পথের ধূলি, কর্দ্দম কঙ্করগুলি,
আমরা নীচের নীচ পড়ে থাকি পায় !
বিধির অপূর্ব্ব দান, দেশের গৌরব মান,
তুমি কবি-কোহিনূর কিরীট চূড়ায় !
মোরা যাই, তুমি থাক', সুখী কর মায় !

৯

গভীর বসন্ত নিশি—গভীর গগন,
কলিকাতা নিম্নতলে, দিতেছে গঙ্গার জলে,
ধোয়াইয়া ভারতের বুকভরা ধন !
পাতিয়ে অঞ্চল ঢেউ—আঁধারে দেখিনি কেউ,—
মহা যত্নে মন্দাকিনী করিছে গ্রহণ।
পাইয়া কবির ছাই, আনন্দের সীমা নাই.
চলেছে পতিরে দিতে ডগমগ মন।
কত যুগ-যুগান্তর. হৃতরত্ন রত্নাকর,
দেবতা লুটিয়া নিছে করিয়ে মন্থন.
পরশে কবির ছাই. ফিরিয়ে পাইবে তাই,
লবণাক্ত জলে হবে সুধা অতুলন।
ইন্দিরা জন্মিবে শঙ্খে. পারিজাত হবে পঙ্কে,
শুকুতি পরশে হবে মুকুতা সৃজন।
শৈবাল প্রবাল হবে, সুধাকর ফেন হবে,
হইবে কল্পতরু তৃণতরুগণ।
পাষাণে পড়িলে দাগ, হবে মণি পদ্মরাগ,
অঙ্গারে হইবে হীরা কৌস্তুভ রতন,
সত্যই কবি কি মরে ? বোঝে না অবোধ নরে,
কবি করে ত্রিদিবের নব আয়োজন,
আনন্দে অমর বন্দে কবির চরণ !

২৭শে চৈত্র, ১৩০০ সন
কলিকাতা

কার্ত্তিকপূজা

১

কার্ত্তিক ! তুমি কি সেই দেবসেনাপতি ?
তুমি সে উমার ছেলে, ময়ূরে চড়িয়া এলে,
পারীন্দ্রে বেড়ায় যেই পাহাড়ে পার্ব্বতী ?

তোমারি মা গিরিকন্যা, জগতে রমণী ধন্যা,
দশভুজে দশ অস্ত্র ধরে ভগবতী ?
চরণে অসুর দলে, যে রমণী মহাবলে,
সে মহিষ-মর্দ্দিনীর তুমি কি সন্ততি ?
কার্ত্তিক ! তুমি কি সেই দেবসেনাপতি ?

২

কার্ত্তিক, তুমি কি সেই দেবসেনাপতি ?
প্রলয় বিষাণধারী, তুমি কি সংহারকারী
ত্রিপুরারি ত্রিশূলী সে শিবের সন্ততি ?
যোগীন্দ্র তোমারি পিতা, যোগাসন করে চিতা,
গলে পরে হাড়মালা ভূষণ বিভূতি ?
সর্পের বলয় হাতে, রুদ্রাক্ষ শোভিত সাথে,
সদা ছিন্ন বাঘছাল পরিধান ধৃত ?
প্রচণ্ড নয়নানলে, কীট সম কাম জ্বলে,
ললাটে জ্বলিছে সদা শশিদিনপতি ?
মস্তকে বিশাল জটা, গঙ্গার তরঙ্গ ঘটা,
আতঙ্কে মাতঙ্গ ভাসে—মহা বেগবতী !
অমৃত ঠেলিয়া পায়, গরল সমুদ্র খায়,
তোমারি কি মৃত্যুঞ্জয় পিতা পশুপতি ?
কার্ত্তিক ! তুমি কি সেই শিবের সন্ততি ?

৩

কার্ত্তিক ! তুমি কি সেই দেবসেনাপতি ?
তুমি কি সে মহাশূর, বধিয়া তারকাসুর,
উদ্ধারিলা দেবতার সে অমরাবতী ?
তুমিই কি ভুজবলে, পুনরায় দেবদলে,
দানব-দাসত্ব হ'তে করিলে মুকতি ?
তোমারি কি সুরপুরে, জয় বৈজয়ন্তী উড়ে
সুবর্ণ সুমেরুচূড়ে ওহে সুররথি ?
তুমি কি সে ষড়ানন সুরসেনাপতি ?

৪

তুমি কি কুমার সেই দেবসেনাপতি ?
তোমারে পূজিলে মেলে, তব সম বীর ছেলে,
সে নাশে তোমারি মত দেশের দুর্গতি ?
সে ফেলে সজোরে ছিঁড়ি, জননীর দাসীগিরি,
তাহারো কি পদভরে কাঁপে বসুমতী ?
তারো কি হিমাদ্রি লঙ্ঘা, বাজে সে বিজয়ডঙ্কা,
তাহারো চরণে বিন্ধ্য করে কি প্রণতি ?
হায় সে ছেলের লাগি, সারারাত জাগি জাগি,
করে কি তোমার পূজা যত কুলবতী ?
তুমি কি কার্ত্তিক, সেই দেবসেনাপতি ?

৫

কার্ত্তিক ! তুমি কি সেই দেবসেনাপতি ?
কোথা তবে কর্ম্ম চর্ম্ম, এই কি বীরের কর্ম্ম ?
এ দেখি বিষম কৃপা 'কেরেপের' প্রতি !
কোথা বা সে মালকচ্ছ, সে বুঝি গযংগচ্ছ,
আগচ্ছ ঢাকাই ধুতি ত্রিকচ্ছে বসতি ।
বিজয়কিরীট খুলে, এলবার্ট এলে তুলে,
পায়ে মেন্‌ফিল্ড্ জুতা—ফুলবাবু অতি !
কোথা সে পিঠের তূণ, কোথা সে ধনুকগুণ,
কার্ম্মুক বহিতে হাতে, নাহি কি শকতি ?
কার্ত্তিক ! তুমি কি সেই সুরসেনাপতি ?

৬

কার্ত্তিক ! তুমি কি সেই দেব-যোদ্ধাপতি ?
ছাড়িয়া বীরের সাজ, আসিতে হল না লাজ,
তোমারো এখানে এসে ফিরে গেল মতি ?
বাঙ্গালার জলবায়ু, বিনাশে আরোগ্য আয়ু,
দেবতারো এমনি কি ঘটায় দুর্গতি ?

সত্য এ মাটির দোষে, হৃদয়ের বল শোষে,
শোণিতে থাকে না তেজ মোটে এক রতি ?
এ মৃদু মলয় বায়, উদ্যম উড়িয়া যায়,
অবশ শিথিল হয় ধমনীর গতি ?
সত্যই পিকের ডাকে, হাতে না ধনুক থাকে,
কুহুরবে পক্ষাঘাত করে কি বসতি ?
মর্ম্মর-অস্থির করে মোমে পরিণতি ?

৭

কার্ত্তিক তুমি কি সেই দেবসেনাপতি ?
এ বেশে তোমারে পূজি, কি ফল আমি না বুঝি,
জন্মে শুধু কতগুলি জড পাপমতি !
পরিচ্ছদ ফুলকোঁচা, ব্যবসা পেনের খোঁচা,
পদাঘাত পীলা-ফাট —এই শেষ গতি !
যাহা কিছু উচ্চ শিক্ষা, উদ্দেশ্য দাসত্ব ভিক্ষা,
ছোট বড সকলের একই পদ্ধতি !
সকলি কবন্ধাকার, মুখ আর পেট সার,
বায়ুভরা বেলুনের কথারি উন্নতি !
কেবলি রুচির পুচ্ছ, জ্বালাইতে করে উচ্চ,
কাব্যের কনক লঙ্কা—মহা রূপবতী !
কেবলি সমাজ শোধে, কুরুচির গোডা খোদে,
নাশিতে অশোক বনে বসন্ত-ব্রততী !
এ হেন 'বেবুন' বংশ, একদিনে হল ধ্বংস,
জগতের লাভ বই নাহি কোন ক্ষতি !
দুর্ভিক্ষ আকাল যায়, 'হাহাকার, হায়, হায়,'
কুটীরে কৃষক করে আনন্দে বসতি !
আলসে শূয়র পালে, কাজ নাই কোন কালে
বৃথা আরো অপবিত্র করে বসুমতী !
একটি সিংহের ছানা, অরণ্যে বসায় থানা,

রচে শৈল-সিংহাসন—সাজে পশুপতি !
বাবুভরা বাঙ্গলার কি হবে হে গতি ?

১৬ই কার্ত্তিক, ১৩০১ সন
কলিকাতা

আমার বাড়ী

১

কোথা বাড়ী—কোথা ঘর, কি শুধাও ভাই ?
হায় সে দুঃখের কথা, মলিন মরম-ব্যথা,
প্রাণপণে আমি যে তা ভুলে যেতে চাই !
স্মরণে পরাণ পোড়ে, বুক যেন ভাঙ্গেচোরে,
হায় সে দারুণ জ্বালা আজো কমে নাই !
কলিজা ধমনী শিরা, মনে লয় ফেলি চিঁড়া,
নিজের শরীর নিজে কামড়াইয়া খাই !
সে অগ্নি-কাহিনী যাহা, কেমনে বলিব তাহা,
মনে না-হইতে আগে পুড়ে হই ছাই !
বল না বলিব কিসে, মরি যে দারুণ বিষে,
আমি যে দেখিছি এর দেশে ওঝা নাই !
কোথা বাড়ী—কোথা ঘর, কি শুধাও ভাই ?

২

কোথায় বসতি মোর, কি শুধাও ভাই ?
যে দেশে আছিল বাড়ী, চিহ্নমাত্র নাহি তারি,
সে দেশ পুড়িয়া গেছে, হয়ে গেছে ছাই !
রাবণের চিতা সম, জ্বলে জন্মভূমি মম,
ধুইয়া শ্মশান সেই বহিছে চিলাই !
সে দেশ থাকিত যদি, তবে কিহে নিরবধি,
দেশে দেশে ঘুরি আর কাঁদিয়া বেড়াই,
কোথায় বসতি মোর,কি শুধাও ভাই ?

৩

কোথায় বসতি মোর কি শুধাও ভাই ?
যে দেশে আছিল ঘর, আমি সে দেশের পর,
সে দেশে যাইতে মোর অধিকার নাই !
আমারি—আমারি দেশে, আমারে খেদায় এসে,
আমারি মায়ের কোলে নাহি মোর ঠাঁই !
ইংরাজের রাজনীতি, দেয় না সে বজ্রগীতি,
জ্বলন্ত দীপক রাগে প্রাণ খুলে গাই !
ছিন্নজিহ্বা সিংহ সম, জীমূত গর্জ্জন মম,
হৃদয়-কন্দরে নিত্য নীরবে লুকাই !
কোথা বাড়ী কোথা ঘর, কি শুধাও ভাই ?

৪

কোথায় বসতি মোর কি শুধাও ভাই ?
কেহই শোনে না যাহা, তুমি কি শুনিবে তাহা,
এ দুঃখ বলিতে নাহি ত্রিভুবনে ঠাঁই !
এ জগতে আছে যারা, সকলি পিশাচ তারা,
প্রকৃত মানুষ কারে দেখিতে না পাই !
সব বেটা ঘুষখোর, সব বেটা জুয়াচোর,
'ধ্বজাধারী' 'আর্কফলা' যার দিকে চাই !
'তু' করিতে মেলে হাত, হেন পায়ধরা জাত,
এমন বিবেকশূন্য দেশের বালাই !
কুকুরের চেয়ে নীচু, যদি আর থাকে কিছু,
আমি যে এদেরি বলি ঘৃণা করি তাই !
বলিব কাহার কাছে, কে বল মানুষ আছে,
দয়াল ধার্ম্মিক বীর কোথা গেলে পাই ?
করিতে আর্ত্তের ত্রাণ, কার বল কাঁদে প্রাণ ?
তেমন মানুষ বুঝি ত্রিভুবনে নাই !
কোথায় বসতি মোর কি শুধাও ভাই ?

৫

কোথায় বসতি মোর শুনিয়া কি ফল ?
তুমি কি পারিবে তার, ঘুচাইতে হাহাকার,
মুছাইতে আঁখিভরা শোক-অশ্রুজল ?
তুমি কি দেখেছ বু'ঝে, এত বল আছে ভুজে,
ছিঁড়িতে পারিবে তার লোহার শৃঙ্খল ?
হৃৎপিণ্ড বিদারিয়া, বুকের শোণিত দিয়া,
পারিবে নিবা'তে তার দাহ-দাবানল ?
কোথায় বসতি তবে শুনিয়া কি ফল ?

৬

কি হবে শুনিয়া ভাই কোথা বাড়ী ঘর ?
যে দেশে আছিল বাড়ী, সে দেশের নরনারী,
স্বর্গের শিশুর মত সরল অন্তর !
দ্বেষ নাই হিংসা নাই. যেন সব ভাই ভাই,
কেবলি স্নেহেতে ছিল মাখা পরস্পর !
ছিল সবে শান্তিসুখে, সতত প্রসন্নমুখে,
শতদলে গাঁথা যেন শতদল থর !
কত ছিল খেত খোলা, শস্যপূর্ণ ছিল গোলা,
ইন্দিরার যেন সব মন্দির সুন্দর !
সবারি আছিল হাল, গোয়ালে গরুর পাল,
দুধেভাতে সকলেই পূরিত উদর !
আছিল নিঃশঙ্ক মনে, প্রিয় পরিবার সনে.
মা বোন্ সুন্দরী হ'লে নাহি ছিল ডর !
নিশীথে পতির বুকে, সতী ঘুমাইত সুখে,
কাড়িয়া নিত না কোন দানব পামর !
সে দেশে আছিল ভাই সুখে নারীনর !

৭

সে দেশ আছিল ভাই দেবনিকেতন,
ধার্ম্মিক প্রজার প্রিয়, দেবোপম পূজনীয়,

সে দেশে আছিল রাজা কালীনারায়ণ !
জননী সমান জানি, সত্যভামা ছিল রাণী,
মমতার মন্দাকিনী স্নেহ-প্রস্রবণ !
রাজবালা কৃপাময়ী, কৃপার তুলনা কই ?
রাজেন্দ্র নামেতে ছিলা রাজার নন্দন !
নাহি ছিল অবিচার, নাহি ছিল ব্যভিচার,
নাহি ছিল অনাথার করুণ ক্রন্দন !
যার খেত সে অবশ্য, পাইত তাহার শস্য,
পারিত না লুঠে নিতে চোর মন্ত্রিগণ !
সে যায়নি অধঃপাতে, সে খেত' আপন হাতে,
নিজেই নিজের রাজ্য করিত শাসন,
প্রজার কল্যাণে হিতে, সে চাহিত প্রাণ দিতে
দেশের মঙ্গলে সদা আছিল যতন !
কৃষি শিল্প ব্যবসায়, রাজ্যের উন্নতি যায়,
তাহাতে অজস্র অর্থ করিত বর্ষণ,
প্রজার শিক্ষার তরে, কত যত্নে সমাদরে,
গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় করিত স্থাপন ;
নাহি ছিল জলকষ্ট ; রোগে না হইত নষ্ট,
দেশে কভু নাহি ছিল অকাল মরণ,
কাটাইয়া জলাশয়, স্থাপিয়া চিকিৎসালয়,
প্রজার অভাব দুঃখ করিত মোচন !
ছিল 'প্রজাহিতৈষিণী' প্রজা-হিতসংসাধিনী,
রাজার সে অদ্বিতীয় কীর্ত্তি অতুলন ,
কিন্তু তা কোথায় আজ, কোথা সেই মহারাজ
ডুবেছে সূর্য্যের সহ সহস্র কিরণ !
সে যে ছিল দেবপুর দেবনিকেতন !

৮

যে দেশে আছিল বাড়ী, সে যে দেবপুর,
সেখানে ছিল না পাপ, নাহি ছিল পরিতাপ,
সে দেশে ছিল না ভাই দানব অসুর !

ক্ষুধা তৃষ্ণা অনাহারে, মরিতে হ'ত না কারে,
দরিদ্র ভিখারী অন্ধ অনাথ আতুর,
রাজার দয়ার দানে, সকলে বাঁচিত প্রাণে,—
শ্রাবণের ধারা সম প্রভূত প্রচুর !
বিনা দোষে নির্বাসিত, কারে না করিয়া দিত,
হাতী দিয়ে ভেঙ্গে ঘর করিত না চুর !
কিম্বা গৃহ পোড়াইয়া, সে দিত না খেদাইয়া,
সে ছিল না আততায়ী পাপিষ্ঠ নিষ্ঠুর ।
সে ছিল ভগিনীভ্রাতা, সে যে ছিল পিতামাতা,
সে যে ছিল সকলের মাথার ঠাকুর !
হায়, কোথা গেলা আজ, দেবপুর-দেবরাজ,
হৃদয়ে হানিয়ে বাজ রাজাবাহাদুর !
যে দেশে আছিল বাড়ী, সে যে দেবপুর !

৯

যে দেশে আছিল ভাই বসতি আমার,
সে দেশে চিলাই তীরে, বিধৌত রজত নীরে,
আজিও শ্মশানশয্যা আছে সারদার !
কুমুদ কমলে হায়, শরৎ সাজায় তায়,
সায়াহ্ন জ্বালায়ে দেয় দীপ তারকার,
কুয়াসা ধূমের রূপ, শিশির দিতেছে ধূপ,
বাজায় মঙ্গল-শঙ্খ হংস অনিবার !
প্রভাত পাখীর স্বরে, বসন্ত বন্দনা করে,
পবিত্র প্রণয়গীতি গাইয়া তাহার !
স্নেহের নয়নাসারে, বরষা ধোয়ায় তারে,
ঢালিয়া নবীন মেঘে নব জলধার !
দেবদেশে ছিল ভাই বসতি আমার !

১০

দেবদেশে ছিল ভাই দেবনিকেতন,
যত তরু যত লতা, সবি কল্পতরু তথা,
সে দেশের যত বন সকলি নন্দন !

সে দেশের স্রোতস্বিনী, সকলেই মন্দাকিনী,
সকলি অমৃতগঙ্গা সুধাপ্রস্রবণ !
সে দেশের স্বর্ণভূমি, হায় কি বুঝিবে তুমি,
তরঙ্গিয়া উঠিয়াছে সুমেরু কেমন !
সে দেশে 'মাণিক বিলে' মাণিক-কমল মিলে,
কি ছার সে মানসের হেম পদ্মবন !
আন্দোলিয়া নীল বারি, জল নিতে কুলনারী,
সলিলে গলিয়া পড়ে তরল কাঞ্চন !
সে দেশে নারীর ঠোঁটে, পারিজাত ফুল ফোটে,
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে বহে সুধা সমীরণ,
তাদেরি আননে হয়, সে দেশের চন্দ্রোদয়,
তাদেরি চরণে ডুবে কনক তপন !
তাদেরি করুণা স্নেহে, নব বল আসে দেহে,
জরামৃত্যু কবে যেন দূরে পলায়ন
অমৃত তাদেরি কথা, সে আদর সে মমতা,
জুড়ায় বুকের ব্যথা জ্বালাপোড়া মন !
সে দেশে রমণী দেবী, আমি তারে নিত্য সেবি,
জননী ভগিনী রূপে পূজি শ্রীচরণ,
সে দেশে ত পর নাই, সবি পিতা সবি ভাই,
প্রাণের অধিক মোর সকলি আপন !
সে যে ছিল দেবপুর দেবনিকেতন !

১১

কি হবে শুনিয়া ভাই কোথা বাড়ী ঘর ?
যে দেশে আছিল বাড়ী, আজি তার নরনারী,
শোকে দুখে বিষাদিত ব্যথিত কাতর !
শয়তান লাগিয়া পিছে, কলম কাড়িয়া নিছে,
তাহারা হয়েছে আজ পশু বনচর,
তাহারা ভূতেরে পূজে, জুতা খায় মাথা গুঁজে,
পিঠে খায় কীল কুনি, গালে খায় চড় !

নীরবে সকলি সহে, মরার মতন রহে,
মা বোন্ সতীত্বহারা করে ধড়ফড় !
ভাবিছে অদৃষ্ট সার, এই লিপি বিধাতার
এত কাপুরুষ করে দৈবের নির্ভর,
এত গেছে অধঃপাতে, পিশাচের পদাঘাতে,
স্মরণে নয়নে অশ্রু বহে দরদর !
হায় সে দেশের কথা, দুঃখময় সে বারতা,
আমি যে রেখেছি বুকে চাপিয়া পাথর !
কি হবে শুনিয়া ভাই কোথা বাড়ী ঘর ?

২৪শে বৈশাখ, ১৩০২ সন
মধুপুর

উলঙ্গ রমণী

১

বড় ভালবাসি তোরে উলঙ্গ রমণি !
উদলা উজ্জ্বল বেশ, সৌন্দর্য্যের একশেষ,
চৌদিকে চাঁদের শোভা উছলে যেমনি !
নাহি বিঘ্ন নাহি বাধা, অতি শুভ্র—অতি সাদা,
অতি জ্যোতির্ম্ময় দীপ্ত দেবদেহখানি !
যে অঙ্গে যেখানে চাই, কোন আবরণ নাই,
বিতরে অনন্ত তৃপ্তি দিবস রজনী !
বিমল রূপের ডালি, বদান্যতাভরা থালি,
কারে বলে কৃপণতা জানে না কখনি,
ক্ষীরোদ সিন্ধুর মত, সীমাশূন্য শোভা কত,
চেয়ে চেয়ে, চেয়ে চেয়ে অবশ চাহনি !
বড় ভালবাসি তোরে উলঙ্গ রমণি !

২

বড় ভালবাসি তোরে উলঙ্গ রমণি !
গিয়াছে সঙ্কোচ ভয়, লাজলজ্জা সমুদয়,
সরল শোভার তুই শত প্রস্রবণী !
নাহি শঙ্কা নাহি ত্রাস, নাহি গুপ্ত অভিলাষ,
নির্ম্মল জ্বলন্ত রূপ যথা সৌদামিনী,
ছলনা বঞ্চনা নাই, স্বপ্রকাশ সর্ব্বদাই,
নাহি কোন লোক-নিন্দা, নাহি কোন গ্লানি !
সরলা আপনা ভোলা, সর্ব্ব আবরণ খোলা,
কুরুচি বলিয়া লোকে করে কানাকানি !
তবু তোরে ভালবাসি উলঙ্গ রমণি !

৩

আমি বড় ভালবাসি উলঙ্গ রমণী,
উলঙ্গ গোপিনীকুলে, কাল কদম্বের মূলে,
কালিন্দীর কাল জলে কমলের শ্রেণী !
কেহ ভাসে কেহ ডুবে, যেন চন্দ্র থুবে থুবে,
নীলসিন্ধু ভেদি আহা উঠিছে এখনি !
সে লাবণ্য মুক্তবক্ষে, কে পারে সহিতে চক্ষে,
নগন জঘনে কাম মগন আপনি !
যমুনার মত বয়ে, কে না যায় জল হয়ে,
দেখিলে সে মোহময় নয়নে চাহনি !
আমি বড় ভালবাসি উলঙ্গ রমণী !

৪

আরো ভালবাসিতাম তোমারে গোপিনি !
সামান্য লজ্জার লাগি, যদি না লইতে মাগি,
চুরি ক'রে যে বসন নিল নীলমণি !
দু'দিকে দু'হাত দিয়ে, দুকূল রাখিতে গিয়ে,
অকূলে ডুবিলি বৃথা কাঞ্চন তরণি !

ক্ষুদ্র ও কমলপাতে, পর্ব্বত ঢাকে কি তাতে ?
বৃথা যত্ন, বৃথা চেষ্টা, ওরে অবোধিনি !
ঘৃণালজ্জা মানপ্রাণ, প্রেমের দক্ষিণা দান,
কেন না পারিলি দিতে, কুণ্ঠিতা এমনি ?
যে যাহারে ভালবাসে, সে ত বুকে যায় আসে,
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে তার ওরে গোয়ালিনি,
অন্তরে বাহিরে তার, কোথা থাকে অন্ধকার ?
আপনি সাধিয়া সে যে সাজে উলঙ্গিনী !
হিয়ার ভিতরে তোর, নিয়া যদি মনোচোর,
দেখাতি উলঙ্গ করি হৃদয়ধমনী,
আরো ভালবাসিতাম তোরে গোয়ালিনি !

৫

আমি বড় ভালবাসি উলঙ্গ রমণী,
অসুর-শোণিত-নদে, নাচে শ্যামা রণমদে,
গৈরিক-প্রবাহে যেন মত্ত মাতঙ্গিনী !
কিংবা রক্ত-সিন্ধু জলে, নীল বাড়বাগ্নি জ্বলে,
নিবায়ে গগন নীলে শত দিনমণি !
অধরে সে অট্টহাসি, মাখা দৈত্য-রক্তরাশি,
সুরক্ত চন্দনে রক্ত জবাফুল জিনি !
ত্রিবলী স্বর্গের সিঁড়ি, বুকভরা নীলগিরি
আরক্ত উষায়, রক্তে ভাসিছে তেমনি !
অসুরের মুণ্ডমালা, নীলবক্ষ করে আলা,
শোভে যেন নভনীলে জ্যোতিষ্কের শ্রেণী !
নয়নে শয়নে আছে, ফুলধনু রেখে কাছে—
কে বলে মরেছে কাম, কেবলি কাহিনী !
সুন্দরী নারীর রাগে, ফুল ফোটে আগে আগে,
শরত বসন্তে জাগে পূর্ণিমা রজনী !
এত রূপে হায় হায়, কে না ভোলে মোহ যায়,
আপনি লুটায়ে পায়, পড়ে শূলপাণি !
আমি বড় ভালবাসি উলঙ্গ রমণী !

৬

আরো ভালবাসিতাম শিব-সীমন্তিনি !
যদিও আপনাহারা, বিশ্ব-প্রেমে মাতোয়ারা,
যদিও নাশিতে পাপ রণে উন্মাদিনী,
যদিও ধরার ভার, হরিতে এ অবতার,
পুণ্যের প্রতিষ্ঠা হোক, তবু ত জননী,
ভগিনী, দুহিতা নারী, সৃজন পালন তারি,
মমতার মোম সে যে স্নেহের নবনী !
তার হাতে অসি খাড়া, দুধের ঝিনুক ছাড়া ?
দু'হাতে অভয় বর থাকে থাক্ জানি,
প্রেমময়ী রমণীর, করে শোভে ছিন্নশির,
কার গো পারিতে রাঙ্গা অবনী এমনি ?
শরীর শিহরে ত্রাসে, সৌন্দর্য্য-রাক্ষস গ্রাসে,
নতুবা শিবের মত ভাঙ্গা বুকখানি,
ও রূপের পদতলে, ঢালিতাম কুতূহলে,
দেখিতাম প্রাণভরি দিবস রজনী,
আমি বড ভালবাসি উলঙ্গ রমণী ।

৭

সব চেয়ে ভালবাসি শ্মশানে রমণী ।
সে লাবণ্য অতিমুক্ত, পুণ্যযুক্ত জয়যুক্ত,
চৌদিক বেড়িয়া তার উঠে হরিধ্বনি !
নাহি হিংসা নাহি দ্বেষ, নাহি সুখ দুঃখ ক্লেশ,
নির্ব্বাপিত প্রবৃত্তির প্রতিমা যেমনি !
অথবা তাহারি কাছে, ব্রহ্মাণ্ড নিবিয়া আছে,
জাগ্রত অনন্ত শক্তি আছে একাকিনী,
তপস্যা সমাধি ধ্যানে, প্রবুদ্ধ মুনির প্রাণে,
অতিমুক্ত স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপিণী !
অর্দ্ধেন্দু ললাটে তার, শত জ্যোতি পূর্ণিমার,
শান্তির নিলয় যেন নয়নের মণি !

প্রভাতের পদ্মগালে, সুধা বাড়া পুষ্প থালে,
অমৃত-চুম্বন চিহ্ন রয়েছে তেমনি !
কি সুন্দর রাঙ্গা ঠোঁঠে, ঊষার তরঙ্গ ওঠে,
প্লাবিয়া কুসুম কুন্দ দশনের শ্রেণী !
বুক ভরা অপরূপ, যেন আলিঙ্গন স্তূপ,
বিরাট বিশাল উচ্চ—স্পর্শে দিনমণি !
যেন দিয়ে ক্ষুদ্র ধরা, সে বুক গেল না ভরা,
আরো চাহে কোটি বিশ্ব এমনি এমনি !
নিষ্কলঙ্ক নির্ব্বিকার, যৌবনের জ্যোৎস্না তার,
নিত্যবুদ্ধ সত্যশুদ্ধ আনন্দরূপিণী !
সে মুক্ত রূপের কাছে, সৌন্দর্য্য কোথায় আছে ?
লাবণ্যে ভাসিয়া গেছে আকাশ অবনী ।
শ্যামের বাঁশীর গান, শিবের শিঙ্গার তান,
ডুবায়ে উঠিছে আরো উচ্চে হরিধ্বনি !
'বল হরি হরি বল', কাঁপিতেছে দিঙ্মণ্ডল,
চমকি চিলাই চায় ক্ষুদ্র প্রবাহিণী !
তাহার শিয়রে আসি, উলঙ্গ রূপের রাশি,
শ্মশানে শুইয়া আছে ; দিগন্তব্যাপিনী
জ্বলিছে প্রতিভা তার, কি সুন্দর মহিমার
নিষ্প্রভ করিয়া যেন চিতার অগিনি ।
সেই যে চিলাইর চিতা, আজো প্রাণে প্রজ্বলিতা,
ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া সেই উঠে হরিধ্বনি ।
আমি বড ভালবাসি উলঙ্গ রমণী !

৫ অগ্রহায়ণ, ১২৯৭ সন
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ

চীনজাপান যুদ্ধ

১

যা হয়েছে এই ঢের, থাম্ রে জাপান,
বুঝেছি বুঝেছি তোর, আছে বেশ্ গায়ে জোর,
উদ্ধত যুবক তুই বীর বলবান্!
নববীর্য্যে নবোৎসাহে,—নিত্য নব জয় তাহে—
মারিতে পারিস্ বেশ, বন্দুক কামান!
নিত্য তোর নবস্ফূর্ত্তি, গর্ব্বিত মার্ত্তণ্ড মূর্ত্তি,
জ্বলিয়া উঠিছে পূবে বিরাট বিমান্!
তোর ও গর্ব্বিত সেনা, প্রশান্তে অশান্ত ফেনা,
'উইলো' ঠেলিয়া জোরে উঠিছে উজান!
'কিউরণ' ভাসাইয়া, 'উইজি' ধরিলি গিয়া,
ফুৎকারে উড়ায়ে 'চিফু' রেণুর সমান!
'মান্‌চুরিয়া' মান চূরিয়া 'মোক্‌দেন' মুখে নিয়া,
'প্রাচীর' ভাঙিতে চাস্ করি খান্ খান্!
'কোরিয়া' কাড়িয়া নিলি, 'পিগাঙ্' ফেলিলি গিলি,
বিরাট বিশাল চীন ভয়ে কম্পমান!
যা হয়েছে এই ঢের, থাম্ রে জাপান!

২

যা হয়েছে এই ঢের, থাম্ রে জাপান!
আর রণে কাজ নাই, তোরা যে আপন ভাই,
এসিয়া মায়ের তোরা স্বাধীন সন্তান!
তোরাই ভরসা তার, তোরা তার অহঙ্কার,
তোরাই জগতে তার রেখেছিস্ প্রাণ!
আশা তার জলে স্থলে, মহাশক্তি মহাবলে,
আবার করিবি ভোর নব দিনমান!
লঙ্ঘিয়া 'অমর নদ', লঙ্ঘিয়া 'বৈকাল হ্রদ',
'ইউরেলে' উড়াইবি বিজয় নিশান!
ভাসাইবি রণতরী, 'কাস্পীয় সাগর' 'পরি,

রাখিবি সে 'ককেসস্' দ্বারে দ্বারবান্!
তোরা যে রে এসিয়ার স্বাধীন সন্তান।

৩

যা হয়েছে এই ঢের, থাম্ রে জাপান,
তোরা যে রে ভাই ভাই, ভুলেছিস্, মনে নাই ?
তোরা যে রে সহোদর একই সমান !
এক রক্ত এক মাংস, এক বংশ দুই অংশ,
তোরা যে রে এক দেহে হাত দুই খান !
এক জল এক বায়ু, একই জীবন আয়ু,
তোরা যে করিস্ মার এক স্তন পান !
এক কোলে এক বুকে, একত্র আছিস্ সুখে,
তাহাতে বিবাদ কেন—রণে আগুয়ান্ ?
যা হয়েছে এই ঢের, থাম্ রে জাপান !

৪

যা হয়েছে এই ঢের, থাম্ রে জাপান,
ক্ষমা কর ভাই বলে, কাজ নাই আয় চলে,
ভেঙেছিস্ চীনের ত বড় অভিমান !
ছিল যে বিশ্বাস অন্ধ, তার চেয়ে সব মন্দ,
জগতের গুরু সেই জ্ঞানে গরীয়ান্,
অসীম বিশাল বিশ্ব, আজিও তাহার শিষ্য,
তাহারি চরণতলে সকলের স্থান !
তার চেয়ে মহোন্নতি, আরো আছে উর্দ্ধগতি,
আরো যে জগতে জাতি আছে বুদ্ধিমান্,—
তার নদী তার হ্রদ, তার দেশ জনপদ
তাহার সামর্থ্য শক্তি শিল্প বিজ্ঞান,
রাজনীতি যুদ্ধনীতি, স্বজাতি স্বদেশপ্রীতি,
তাহার হইতে শ্রেষ্ঠ আছে সুমহান্,
ছিল না বিশ্বাস তার, ছিল বড় অহঙ্কার,

ভেঙেছিস্ সে বড়াই স্পর্দ্ধা অভিমান,
যা হয়েছে এই ঢের, থাম্ রে জাপান!

৫

যা হয়েছে এই ঢের, থাম্ রে জাপান,
আয় আয় আয় ফিরে, মায়ের মাথার কিরে,
আয় ভবিষ্যৎ-অন্ধ উদ্ধত অজ্ঞান!
কেন আর আত্মদ্রোহে, মাতিয়া মরিস্ মোহে,
করিস্ আপন রক্ত আপনিই পান?
হা রে এসিয়ার জাতি, অবিবেকী আত্মঘাতী,
এমনি করিয়া নাকি লভিবি নির্ব্বাণ?
শুধু তোরা দু'টি ভাই, এ ছাড়া জীবিত নাই,
আর যে সকলি মৃত তাতার তুরাণ,
ককেসিয়া কি পারস্য, সবারি মৃতের হাস্য,
আরব নীরব, মৃত বেলুচি আফগান!
মালয় লেয়স লয়, আনাম আনাম নয়,
আব্রহ্ম-ভারত ভস্ম—নেপাল ভুটান!
পশ্চিমের মহাঝড়ে, পৃথিবী ভাঙিয়া পড়ে,
এসিয়া পেষিয়া যাবে হয় অনুমান!
কেবল তোরাই বাকি, তাও বুঝি যাস্ নাকি
হা অদৃষ্ট, হা কপাল, হায় ভগবান,
এসিয়া আফ্রিকা হবে—অহল্যা পাষাণ?

৬

এখনও সময় আছে, থাম্ রে জাপান,
অই যে সাগর পীতে, রুশ আর ফরাসীতে,
হরষিতে আছে চেয়ে খাড়া করে কান!
বৃটনের রণতরী, পূরব সাগর পরি,
খুঁজিছে কোথায় ছিদ্র কোথায় সন্ধান!
তোরা হ'লে বলহীন, আঘাতে আঘাতে ক্ষীণ,

হইলে অবশ অঙ্গ প্রায় ম্রিয়মাণ,
সিংহ ও ভল্লুকে বাঘে, ছিঁড়ে খাবে চীনা ছাগে,
পাবি না প্রসাদ তুই কণিকা সমান!
এখনও সময় আছে, থাম্ রে জাপান!

৭

এখনও সময় আছে, থাম্ রে জাপান,
এ তো শুধু নহে জয়, নহে শুধু অভ্যুদয়,
ভিতরে বিষম ক্ষয়—মহা অবসান!
চাহিয়া দেখ্ রে পাছে, মহামৃত্যু চেয়ে আছে
বাড়াইছে ভবিষ্যৎ জিহ্বা লেলিহান!
আগে এক—পরে দুই, চীনের পরেই তুই,
গরাসিবে তোরে মূর্খ গোঁয়ার অজ্ঞান!
ঐ দেখ ইউরোপ, ওছাইয়া আছে কোপ্,
যায় বুঝি এসিয়ার এবার গর্দ্দান!
এখনো সময় আছে, থাম্ রে জাপান!

৮

এখনো সময় আছে, থাম্ রে জাপান,
ধিক্ ও উন্নতি শিক্ষা, ধিক্ ও সভ্যতা দীক্ষা,
দেখে না যে ভবিষ্যৎ, দেখে বর্ত্তমান!
কি করিবে রেলগাড়ী, কি করে জাহাজ তারি,
যদি তা অদৃষ্ট রাজ্যে না পৌঁছায় জ্ঞান!
কি করে সে তার-পথে, যদি সেই রাজ্য হ'তে,
না পায় সংবাদ সত্য ধ্রুব বর্ত্তমান!
এ কি রে উন্নতি তবে, অধোগতি কারে কবে?
মরিবার আগে তোর নাড়ী বলবান্,
এখনো সময় আছে, থাম্ রে জাপান!

৯

এখনো সময় আছে, থাম্ রে জাপান,
এক শৃঙ্গে করি ভর, ওঠে নাই নিরন্তর.
অনন্ত উন্নত অই গিরি হিমবান !
যদি থাকে বন ছাড়া, প্রকাণ্ড ন্যগ্রোধ খাড়া,
উড়াইয়া ফেলে তারে ভীষণ তুফান !
মিলে মিশে দুই ভাই, থাক্ তোরা এক ঠাঁই,
এক আত্মা, এক দেহ, এক মনপ্রাণ !
তাহ'লে ও ভীমদেহ, সাধ্য কি ছুঁইবে কেহ,
ভাঙিতে পারিবি 'আল্প' ধরে দিলে টান !
পশ্চিমের শশিরবি, আবার কাড়িয়া লবি,
দাপটে করিবি ধরা পুনঃ কম্পমান,
প্রশান্তের মহা ঢেউ, সাধ্য কি সহিবে কেউ,
'আণ্ডিস' উড়িয়া যাবে ভাসিবে 'সুদান' !
যা হয়েছে এই ঢের, থাম রে জাপান !

১৯শে কার্ত্তিক, ১৩০১ সন
কলিকাতা

চন্দন

কিমপ্যস্তি স্বভাবেন সুন্দরং বাপ্যসুন্দরং
যদেব রোচতে যস্মৈ ভবেত্তত্তস্য সুন্দরং ॥

[হিতোপদেশ]

উপহার

সুহৃদ্বর
শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী
মহাশয়ের করকমলে

সাপের গরলশ্বাসে, পাষাণের সহবাসে,
একে ত বিষাক্ততিক্ত কঠিন চন্দন,
তাহে আরো আস্ত কাঠ, নাহি রুচি নাহি ঠাট,
জমাট কুরুচি যেন বিকটদর্শন !
নাহিক আধার পাত্র, উলঙ্গ উন্মুক্ত গাত্র,
শিখেছে পশুর কাছে পশু-আচরণ,
এ সুসভ্য দেশে ভাই, কারে ইহা দিতে যাই,
শুনিলে সুরুচি দূরে করে পলায়ন !

তুমি হে শিবেব মত, কালকূট কণ্ঠগত,
নির্ভীক নির্ম্মুক্তচিত্ত মহামৃত্যুঞ্জয়,
নিঃসহায়, নির্ব্বাসিত, উৎপীড়িত, উপেক্ষিত,
সকলে উদার বক্ষে দিতেছ আশ্রয় !
তাই হে তোমারে ভাই, এ চন্দন দিতে চাই,
তুমি না করিবে ঘৃণা নিশ্চয়—নিশ্চয় ;
স্নেহের নয়নজলে, ঘষিও হৃদয়তলে,
কুরুচি-কামলা রোগ এতে দূর হয় !

২৪শে শ্রাবণ, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

ভাওয়াল

১

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ,
আমি তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান !
তার সে মধুর প্রীতি, মনে জাগে নিতি নিতি,
লগে লগে রগে রগে লাগে যেন টান !
নিশিদিন নিরবধি, উছলে নয়ন-নদী,
তাহারি মমতা দয়া বুকে ডাকে বান !
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !

২

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !
জননী দুহিতা নারী, যত কিছু সে আমারি,
সে আমার যাগ যজ্ঞ সে আমার ধ্যান !
তাহারে ভুলিব কিসে, সে আছে শোণিতে মিশে,
স্বপনেও দেখি তার সে চারু বয়ান !
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !

৩

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !
কি তার মোহন রূপ, লাবণ্যের শত স্তূপ,
রহিয়াছে টেকে টেকে হয় অনুমান !
উজ্জল কিরণময়, গ্রহতারা সমুদয়,
কনক কিরীট তার শিরে পরিধান !
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !

৪

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ।
আমি তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান!
কণ্ঠেতে শোভিছে তার, 'চিলাই'-মুক্তাহার,
রজত ধবল ধার সদা বহমান,
তারি তীরে হায় হায়, শোভে মধ্যমণিপ্রায়,
সারদার প্রমদার প্রেমের শ্মশান!
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ!

৫

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ!
তাহার শ্যামল বন, মরকত-নিকেতন,
চরে কত পশুপাখী নি'শ দিনমান,
মহিষ ভল্লুক বাঘ, প্রজ্বলিত হিংসা রাগ,
কন্দরে নখর শৃঙ্গ ক্ষুরে দেয় শাণ!
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ!

৬

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ;
আমি তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান!
তার সে পিকের ডাকে, জোস্না জমিয়া থাকে,
যামিনী মুরছা যায় শ্যামা ধরে তান!
খঞ্জন খঞ্জনী নাচে, বনদেবতার কাছে,
পাপিয়া দয়েল করে মধুমাখা গান।
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ!

৭

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !
আমি তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান !
তার সে মলয় বায়, হরিণী চমকি চায়,
অচলে উছলে পড়ে গলিয়ে পাষাণ ;
তাহারি মধুর শ্বাসে, সুধা-সোমরস-বাসে,
দেবতা ছাড়িয়া আসে নন্দন উদ্যান !
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !

৮

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !
আমি তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান !
তাহারি হরিণে চড়ি, লতার লাগাম ধরি,
ফুলের ধনুক পিঠে আসে ফুলবাণ ।
মনে হয় ভুলে ভুলে, মঞ্জরী মুকুলে ফুলে,
শোভে তারি শিলীমুখ স্থির-সন্ধান ।
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !

৯

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !
ছয়ঋতু মালাকার, চরণে চাকর তার,
বিবিধ কুসুম-ভূষা তারা করে দান,
ফুলের প্রতিমাখানি, চিরশোভা ফুলরাণী,
নিতি সে নূতন ফুল নাহি হয় ম্লান ।
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !

১০

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !
আমি তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান !
তার সে 'বেলাই' বিলে, নব মেঘ বরষিলে,
নায়রীর শত নাও হয় ভাসমান,
তাদেরি ছায়ায় জলে, ফুটে উঠে কুতূহলে,
নিশিতে কুমুদ, দিনে কমল উদ্যান !
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !

১১

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ ;—
আশ্বিন এসে সে বিলে, সমাদরে সাধ দিলে,
কোড়ার কোমল-কণ্ঠে থোর মেলে ধান !
হেমন্তে কার্ত্তিক মাসে, নবগর্ভ পরকাশে,
ইন্দিরা আসিয়া করে কনকে কল্যাণ !
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !

১২

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ ;
আহা, তার নরনারী, ফেলে যে আঁখির বারি,
অবিচারে ব্যভিচারে হ'য়ে ম্রিয়মাণ,
বারো মাস তের কাতি, দিনে রেতে সে ডাকাতি,
বুকে বিঁধে সদা মোর শেলের সমান !
তাদের কলিজা-ভাঙা-যাতনা-আগুন-রাঙা,
শিরায় শিরায় জলে শিখা লেলিহান্ !
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !

১৩

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !
আমি তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান !
বুকের শোণিত দিলে, যদি তার শুভ মিলে,
যদি তার দুখনিশি হয় অবসান,
আপনি ধরিয়া ছুরি, আকণ্ঠ হৃদয়ে পুরি,
কলিজা কাটিয়া দেই করি শতখান !
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !

১৪

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !
আমি তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান !
তাহার মঙ্গলে হিতে, যদি আসে বাধা দিতে,
লইয়া ভীষণ অস্ত্র বাসব ঈশান,
পদাঘাতে পদাঘাতে, দেই তারে অধঃপাতে,
চরণধূলির সম নাহি করি জ্ঞান !
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !

১৫

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !
পাঁচটি বছর যায়, যদিও দেখি না তায়,
যদিও অনেক দূর আছি ব্যবধান,
তথাপি করেছি পণ, এই রক্ত এ জীবন,
সাধিতে তাহারি হিত—তাহারি কল্যাণ,
আমি তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান !

১৬

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !
যদিও ভাওয়ালবাসী, সহায় হ'ল না আসি,
আজ তারা মহামূর্খ অবোধ অজ্ঞান,
বুঝিল না আত্মহিত, তবু ঠিক্—সুনিশ্চিত,
একদিন অবশ্যই করিবে উত্থান,
একদিন ভবিষ্যতে, এই মন্ত্রে শতে শতে,
করিবে ভাওয়ালবাসী আত্ম-বলিদান,—
সে ভীষণ কোচবংশী, অরণ্যে বাঘের অংশী,
প্রকৃতির প্রিয় পুত্র বীর বলবান,
পাপিষ্ঠ অসুরবংশ, অবশ্য করিবে ধ্বংস,
শুল্‌পীতে শূয়র সম বিঁধিয়া পরাণ !
স্নেহের প্রতিমাখানি, অরণ্যের মহারাণী,
শস্যের কনক-হাস্যে চিরশোভমান,
পরিয়া স্বর্গীয় বেশ, উজলিবে দিক্ দেশ ;
আমার মায়ের পূজা হবে সমাধান !
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !

২৫শে আষাঢ়, ১৩০৩ সন
লন্তপ্‌দি, ঢাকা

বাসন্তী পূজা

১

মিলনে সৃজন, অমিলনে লয়,
বিজ্ঞানের এই মহামন্ত্রদ্বয়,
গাইতেছে বিশ্ব সকল সময় সৃজন লয়ে,
শকতি সৌন্দর্য্য মিলনে বিকাশ,
অমিলনে মহাঘোর সর্ব্বনাশ,
উন্মত্ত প্রকৃতি করে হাহুতাশ বিনাশভয়ে !

২

যামিনী মিলনে হাসে শশধর,
শশীর মিলনে তারকা সুন্দর,
তেমনি আবার মিশে চারুতর তারকা নভে।
দূরে অতিদূরে —দিক্‌দিগন্তরে,
যেখানে যে আছে বিশ্বচরাচরে,
কেমন সুন্দর মিশি পরস্পরে হাসিছে সবে!

৩

অরুণ উদয়ে—উষা আগমনে
নবজীবনের মৃদু আন্দোলনে,
পরশ-কোমল প্রভাত-পবনে সুরভি শ্বাসে,
তরুলতিকার শ্যামল শোভায়,
কুসুমের মধুমাখা সুষমায়,
কোমল অলক্ত অরুণ আভায় প্রকৃতি হাসে!

৪

আবার—
মিশি বাষ্পরাশি জলদে গর্জ্জিয়া,
কালান্ত অনলে বিশ্ব পোড়াইয়া,
গ্রহ উপগ্রহ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া তুফানে ঝড়ে,
কি মহান্ এক করি হুলস্থূল
নাচে ধ্বংসমূর্ত্তি—উলঙ্গ বাতুল,
ভয়ে আশঙ্কায় ব্রহ্মাণ্ড ব্যাকুল—ত্রাসে শিহরে!

৫

প্রকৃতির যেন মহান্ শ্মশান
পাতাল পৃথিবী ব্যাপিয়া বিমান,
অর্দ্ধদগ্ধ অঙ্গ পূর্ণ চিতাস্থান ক'রিছে ধূ ধূ।
শকুনি গৃধিনী টানে না শব,
শৃগাল কুকুরে করে না রব,
সকলেই মৃত সকলি নীরব,
ঘোর অট্টহাসে হাসিছে ভৈরব প্রলয় শুধু!

৬

দেবগণ
বুঝেছিল এই শকতির বল,
বুঝেছিল সুধা কেবল বিফল,
বুঝেছিল বজ্র নিতান্ত দুর্ব্বল অসুর নাশে,
ঐরাবত হাতী, উচ্চৈঃশ্রবা হয়,
মিছে কল্পতরু, কেহ কিছু নয়,
বৃথাই নন্দনে মন্দারনিচয় ফুটিয়া হাসে।

৭

বুঝেছিল ইহা সকল দেবতা,
কিসে অমরের রবে অমরতা,
কিসে কি করিয়া মরমের ব্যথা হইবে দূর
বরুণের পাশ—বৃথা অহঙ্কার,
কৃতান্তের দণ্ড নিতান্ত অসার,
চক্র সুদর্শনে কখন নাহিক মরে অসুর।

৮

অলঙ্কার ধন তেমনি বিফল,
তেমনি কৌস্তভমণি সুবিমল
দৈত্য-দানবের পদক উজ্জ্বল দেবের গলে,
পারিল না আর সহিতে অমর,
যে যেখানে ছিল মিশিল সত্বর,
ইন্দ্র চন্দ্র যম বায়ু বৈশ্বানর সুর সকলে।

সুপ্ত মহাশক্তি করিল বোধন,
কোটি হস্ত ঊর্দ্ধে করি উত্তোলন,
কোটি কণ্ঠে করি গভীর গর্জ্জন বিদারি ব্যোম.
হাসিল চণ্ডিকা ঘোর অট্টহাস,
তীব্র জ্যোতিঃপুঞ্জ হইল বিকাশ,
নিখিল অনল বিজলীবিভাস তপন সোম।

১০

আগ্নেয় অচল গগন পরশি
দাঁড়াইলা যেন শক্তি মহীয়সী,
গদা শেল শূল ভিন্দিপাল অসি শোভিল করে,
ক্রোধে রক্তাধর করিলা দংশন,
নয়নে কালাগ্নি কৈলা উদ্গীরণ,
প্রতি রোমকূপে বিদ্যুৎ যেমন উছলে পড়ে !

১১

ভয়ে ধরা যেন হ'ল টলমল,
ভয়ে উথলিল সপ্তসিন্ধু জল,
সভয়ে কাঁপিল অষ্ট মহাচল চরণভরে,
ঊর্দ্ধ যোড়করে মুনিঋষিগণ
কেহ ধ্যানে রত মুদিয়া নয়ন,
কেহ যোগাসনে করিলা স্তবন কাঁপিয়া ডরে।

১২

ভারত !
ভাই ভাই তুমি মিলিয়ে যেমন,
পার না কি কভু করিলে যতন,
সুপ্ত মহাশক্তি করিতে বোধন পার না তুমি ?
পার না কি তুমি আর্য্যকুলাঙ্গার
নিবারিতে হায় দৈত্য অত্যাচার,
পার না কি তুমি করিতে উদ্ধার ত্রিদিব-ভূমি ?

১৩

দেবতার মত হয়ে এক প্রাণ,
নিজ নিজ তেজ করিয়ে প্রদান,
কর মহীয়সী শকতি নির্ম্মাণ মিলি সকলে,
সিংহের গরাসে মহিষ অসুর
হীনবীর্য্য আজ পাপিষ্ঠ নিষ্ঠুর,
দেখিবে উভয়ে লুঠিতে তাহার চরণতলে !

১৪

নিরখি সে মূর্ত্তি ভীমা ভয়ঙ্করী,
উদ্দাম আগ্নেয় আনন্দলহরী,
জয়দা যশোদা রাজরাজেশ্বরী সহস্রভুজা,
আরব ইরাণ চীন ম্যাঙ্গোলিয়া,
মিশর জর্ম্মণ ইটালি রুষিয়া,
আতঙ্কে কাঁপিয়া ত্রাসে শিহরিয়া করিবে পূজা !

১৫

ভারত !
ভাই ভাই তুমি মিলিয়ে তেমন,
পার না কি কভু করিলে যতন
সুপ্ত মহাশক্তি করিতে বোধন, পার না তুমি ?
পার না কি তুমি আর্য্যকুলাঙ্গার,
নিবারিতে হায় দৈত্য অত্যাচার,
পার না কি তুমি করিতে উদ্ধার ত্রিদিব-ভূম ?

১২৮৯ সন, ময়মনসিংহ

নিমন্ত্রণ

১

এস ভ্রাতৃগণ ।
এস আজ প্রাণ খু'লে, এস ভিন্ন ভাব ভু'লে,
এ দগ্ধ হৃদয়ে এস করি হে গ্রহণ,
এস এক শোকে দুখে, এস এক ভাঙ্গাবুকে,
একই বিষণ্ণ প্রাণে করি আলিঙ্গন !
এস এক হাহাকারে, ভাসি এক অশ্রুধারে,
মিশাই হে উভয়ের রোদনে রোদন,
এস আজ প্রাণ খু'লে, এস ভিন্ন ভাব ভু'লে,
এস হে কাঁদিতে ভাই করি নিমন্ত্রণ,
এ দগ্ধ হৃদয়ে এস করি হে গ্রহণ !

২

এস এই ভাই ভিন্ন ভাব করি পরিহার,
শুধু এই মহাপাপে, জননীর অভিশাপে,
নয়নের অশ্রুজল ঘোচে না কাহার,
শুধু এই ভ্রাতৃভেদে, দুখিনী জননী খেদে
জীবনে পড়িয়ে আছে মৃতের আকার,
শুধু এ পাপের জন্য, অঙ্গ বঙ্গ অচৈতন্য,
বীরজাতি বীরভূমি রাজপুতনার,
শুধু এ পাপের জন্য দুর্দ্দশা সবার !

৩

এস ভাই ভিন্ন ভাব করি পরিহার,
এস ভাই এক প্রাণে, এক ধ্যানে এক জ্ঞানে,
অনন্ত জীবনে করি এক অঙ্গীকার !
রাখি এ অনন্ত হস্ত, সে কার্য্য সাধনে ন্যস্ত,
পবিত্র মহান্ সত্য করিতে উদ্ধার,
অথবা করিতে ব্যয়, যদি আবশ্যক হয়,
রাখি এই রক্তপূর্ণ কোটি রক্তাধার.
(এস) অনন্ত জীবনে করি এক অঙ্গীকার !

৪

ভাই !
এক হস্তে মুছিবে না এত অশ্রুজল,
এক হস্তে ছিঁড়িবে না এ পাপ শৃঙ্খল !
রক্তের সাগর চাই, এত রক্ত কোথা পাই,
এক বক্ষে নাহি তত শোণিত তরল,
অগস্ত্য-আগ্নেয়-আশা, সীমাশূন্য সে পিপাসা,
ব্যাদিত গগনময় গ্রাসে গ্রহদল ;
রক্তের সাগর চাই—কোটি ভুজবল

৫

এস ভ্রাতৃগণ
এস এক শোকে দুখে, এস এক ভাঙ্গা বুকে,
একই বিষণ্ণ প্রাণে করি আলিঙ্গন,
এস আজ প্রাণ খু'লে এস ভিন্ন ভাব ভুলে,
নাশিতে দেশের শত্রু করি নিমন্ত্রণ,
এ দগ্ধ-হৃদয়ে এস করিছে গ্রহণ !

১২৯২-৯৩ সন
ময়মনসিংহ

গুরু গোবিন্দ সিংহ

১

সায়াহ্ন পবন ধীরে ধীরে বয়,
দুলাইয়া লতা নব কিশলয়,
ফুলাইয়া নীল যমুনা হৃদয়
ললিত ললিত লহরী তুলি,
সোনার তপন সোনার কিরণে,
সোনার জলদ সাজায় গগনে,
নীল নিরমল যমুনা-জীবনে
ভাসিছে সুন্দর সে ছবিগুলি।

২

ধীরে দিবাকর গেল অস্তাচলে,
ধীরে অন্ধকার পশিল ভূতলে,
ধীরে যমুনার চারু নীল জলে
ফুটিতে লাগিল তারার ফুল,
একটি ফুটিল, দুইটি ফুটিল,

সহস্রে সহস্রে ফুটিতে লাগিল,
অনন্ত অম্বর ভরিয়া উঠিল,
তবু নহে এক চাঁদের তুল !

৩

পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্ক বালক,
তীব্র উগ্র জ্যোতি নয়ন তারক,
আকাশের পানে দৃষ্টি অপলক,
দাঁড়ায়ে উন্নত ভূধর শিরে,
আকাশের তারা, হৃদয়, নয়ন,
সরল রেখায় করিয়ে স্থাপন,
কি যে মহামন্ত্র করিছে সাধন,
নিকলে অনল পাষাণ চিরে !

৪

সুচারু আয়ত ললাট কুঞ্চিত,
দীপ্ত জ্যোতিপুঞ্জঃ তাহে বিভাসিত,
তরল তড়িত যেন তরঙ্গিত,
অনন্ত আলোক ছুটিছে তায়,
ভবিষ্য আঁধারে সাধনার ফল
ভেদিয়ে পাষাণপ্রাচীর অচল—
বেষ্টিত শোণিত সাগর অতল—
দেখিছে অনন্ত আকাশ গায় !

৫

শাণিত অনন্ত উলঙ্গ কৃপাণ—
শমন-রসনা রক্ত করে পান,
অজস্র অনল উদ্গারে কামান,
জলদ গম্ভীরে গরজে ঘন !
সঙ্গীন—শমন সুতীক্ষ্ণ দশন,
রণরঙ্গভূমি—খর্পর ভীষণ,
নাচে ছিন্নমস্তা—কাঁপে ত্রিভুবন,
তবুও টলে না বালক মন !

৬

বাড়িছে হৃদয়ে সাধনার বল,
খেলিছে শোণিত তরঙ্গ তরল.
কাঁপিতেছে ঘন স্ফীত বক্ষস্থল
বহ্নি-বিস্রাবক গিরির মত
পাপ যবনের অত্যাচার স্মরি,
পিতৃদত্ত অসি কোষমুক্ত করি.
তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ রাখি বক্ষোপরি,
যেমন মৃগেন্দ্র শিশু আহত !

৭

রাগে বক্রাধর করিয়ে দংশন,
ঘুরায়ে নয়ন জ্বলন্ত তপন,
বাম জানু করি নত আকুঞ্চন,
পশ্চাতে সরায়ে দক্ষিণ পদ,
মুষ্টিবদ্ধ বাম বাহু বিলম্বিত,
গরজি গম্ভীরে—ভীষণ বৃংহিত.
পদতলে গিরি ভয়ে বিকম্পিত,
কহিছে—বহিছে তড়িত নদ !

৮

সহস্র নক্ষত্র করি একত্রিত
হয় না কি এক শশাঙ্ক গঠিত ?
করে না সে চন্দ্র নভ আলোকিত ?
অবশ্য করিবে তমস দূর ;
কোটিশঃ ইষ্টকে হয়েছে গ্রথিত
উচ্চ পিরামিড্—জলদ চুম্বিত,
অনন্ত অণুতে নগেন্দ্র নির্ম্মিত,
বোঝে না যে হেন আছে কি মূঢ় ?

৯

কোটি খণ্ডে কাট শশাঙ্ক মণ্ডল,
নাহি উজলিবে নীল নভতল :

এক এক করি ইষ্টক সকল
খসায়ে দেখ না পিরামিড কই ?
পর্ব্বতকুলের গৌরবের স্থল
অনন্ত অণুতে ভাঙ্গ হিমাচল,
রেণু রেণু হয়ে লোটাবে ভূতল,
কে বলে তখন ধূলিকণা বই ?

১০

একতায় আজি দিল্লীর ঈশ্বর
নক্ষত্রে গঠিত চন্দ্রমা সুন্দর,
ইষ্টকের পিরামিড্ উচ্চতর,
অনন্ত অণুতে ভূধররাজ,
নক্ষত্রে হয়েছে শশী পরিণত,
কোটিশঃ ইষ্টকে পিরামিড্ গত,
অনন্ত অণুতে হিমালয় নত,
একতা-বিহীন ভারত আজ !

১১

দেখি পারি কিনা, অবশ্য পারিব,
অনন্ত নক্ষত্র একত্রে বাঁধিব
ভারত চন্দ্রমা আবার গড়িব,
অবশ্য আঁধার করিব দূর,
আপ্রাণচেষ্টায় এক এক করি,
বসাইব অণু অণুর উপরি,
গড়িব নগেন্দ্র নিজ হাতে ধরি,
পূজিবে ভারত ত্রিদিবে সুর !

১২

একতায় অস্থি মাংস জোড়া দিব,
সহানুভূতিতে প্রাণ সঞ্চারিব,
জ্বলন্ত বিদ্যুৎ হৃদয়ে ঢালিব,
চেতাইব পুনঃ অবশ প্রাণ,

অনন্ত শরীরে এক মহাকায়,
অনন্ত জীবনে এক মহা প্রাণ,
অনন্ত কৃপাণে এক মহাবজ্র
গড়িব দেখিব কে ধরে টান !

১৩

উত্তরে হিমাদ্রি, দক্ষিণে কুমারী,
পূরব পশ্চিম সব এক করি,
ছত্রিশ হাঁড়িতে এক মহা হাঁড়ি
গড়িয়ে মহান্ন করিব পাক,
জীবন্মৃত এই ভারত আমার,
সেই মহা অন্ন করিবে আহার,
সেই মহা শক্তি লভিবে আবার,
দেখিয়ে জগৎ হবে অবাক্ !

১৪

দিব তবে টান সুমেরু ধরিয়া,
উপাড়িব ক্ষিতি বক্ষ বিদারিয়া,
চূর্ণিব যবন অদ্রি আছাড়িয়া,
পদরজ হবে যবন শির ।
এই তরবারি জনকদেবের,
আমুষ্টি প্রবেশি—ঔরঙ্গজেবের
বহাবে শোণিত—ম্লেচ্ছ হৃদয়ের—
ভারত-চরণ-বিধৌত-নীর !

১৫

এক এক করি নক্ষত্র মণ্ডল
আছাড় ভাঙ্গিব 'মমতাজমহল'
যবন প্রীতির স্মৃতির সম্বল
ডুবাইব কাল-যমুনা জলে,
তরঙ্গে যমুনা নাচিয়া নাচিয়া,
সে চিহ্ন সাগরে নিবে ভাসাইয়া,

উঠিবে জলধি হর্ষে উছলিয়া
উলটি পালটি তরঙ্গদলে!

১৬

ইন্দ্রপ্রস্থে যেই আর্য্য সিংহাসন
করিয়াছে দুষ্ট পাপিষ্ঠ-যবন,
যবন শোণিতে করিব ক্ষালন
ভারতের সেই কলঙ্ক দাগ!
সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র যমুনা জাহ্নবী
বিন্ধ্য হিমালয় সবি রক্তছবি,
উঠিবে ভারতে নব রক্তরবি,
পরিবে ভারত লোহিত বাগ!

১৭

নিশ্চয় সাধিব এই মহাব্রত,
সৌরশিররক্ষী লৌহদণ্ড মত
লইব অশনি শির করি নত,
যা থাকে কপালে হবে আমার।
তরবার! যদি অভীষ্ট পূরণ—
নাহি হয় এই মন্ত্র সংসাধন,
করিও হৃদয় শোণিত শোষণ,
প্রতিজ্ঞাভঙ্গের প্রতিফল তার!

.২৮৪-৮৬ সং
জয়দেবপুর. ঢাকা

নির্ব্বাসিতের আবেদন

১

তোমরা বিচার কর সবে!
আমি যদি হই দুষী, যাহা ইচ্ছা—যাহা খুশী,
যে শাস্তি করিবে ভাই সহিব নীরবে।
মার' যদি জুতা লাথি,

লইব তা শির পাতি,
দেও যদি ফাঁসি শূলে—বিচারে যা হবে—
কখনো হব না ভীত,
অথবা বিষণ্ণচিত,
পোড়াইলে তুষানলে, ডুবালে রৌরবে।
পবিত্র ঈশ্বর স্মরি,
বলিনু প্রতিজ্ঞা করি,
ছুঁইয়া তুলসী-তামা ঠাকুর মাধবে।
তোমরা বিচার কর সবে!

২

তোমরা বিচার কর ভাই!
কেন আমি দেশ ছাড়া, আত্মীয়স্বজন হারা,
কেন সে জনমভূমি দেখিতে না পাই?
তোমরা যেখানে যেয়ে,
আদর সান্ত্বনা পেয়ে,
যাদেরে দেখিয়া হও সুখী সর্ব্বদাই,
আমারো ত পিতামাতা,
আছে সে ভগিনীভ্রাতা,
আছে সে দুহিতা নারী সেখানে সবাই?
আমারো ত লয় মনে,
মিশিতে তাদের সনে,
মাখিতে এ পোড়া বুকে তাহাদের ছাই?
আমারো ত হয় আশা,
শুনিয়া তাদের ভাষা,
চিলাইর কলকলে পরাণ জুড়াই!
তোমরা বিচার কর ভাই!

৩

তোমরা বিচার কর ভাই!
কোন্ দোষে কোন্ পাপে, বল কার অভিশাপে,
হইয়াছি নির্ব্বাসিত, বল দেখি তাই?

করিনি ডাকাতি চুরি,
মারিনি ত বুকে ছুরি,
স্বপনে দেশের কোন ক্ষতি করি নাই !
শুধু তার হিতকামী,
তারে ভালবাসি আমি,
বুকের শোণিত দিয়া শুভ তার চাই !
কোন্ পাপে বল তবে,
এ শাস্তি আমার হবে,
জগতে ইহার কি সুবিচার নাই ?
শোন হিন্দু মোসল্‌মান,
শোন ভাই খিরিষ্টান,
উড়িয়া আসামী গারো বেহারী লুসাই,
ধর্ম্মশাস্ত্র যাহা যার,
জনক জননী আর,
পবিত্র ঈশ্বর নামে দোহাই দোহাই !
তোমরা বিচার কর ভাই !

৪

তোমরা বিচার কর, কর প্রতিকার,
কেন সে মায়ের বুকে,
মরিতে দিবে না সুখে,
ছুইতে দিবে না মোরে ধূলা মাটি তার ?
ছাই হ'ব—ভস্ম হ'ব,
তারি বুকে মিশে র'ব,
কেন সে দিবে না, তার কোন্ অধিকার ?
শত স্বর্গ, শত কাশী,
তার চেয়ে ভালবাসি,
অই যে অরণ্যপূর্ণা জননী আমার,
শত গঙ্গা হ'তে ভাই,
পুণ্যতোয়া ও চিলাই,
কত ঘাট ওর তীরে মণিকর্ণিকার !

ওর তীরে শ্যাম মাঠে,
পড়ে আছে কত ঘাটে,
কত যে কণ্ঠের আহা হীরামণিহার!
বড় সাধ মনে মনে,
মিশিতে তাদের সনে,
হইতে সে চিলাইর চিতার অঙ্গার!
কেন সে দিবে না, তার কোন্ অধিকার?

৫

তোমরা বিচার কর—জনসাধারণ,
এ নহে সামান্য শাস্তি,
এ ভাই যৎপরোনাস্তি,
ফাঁসির পরেই এই চিরনির্ব্বাসন!
বিনা দোষে কেন তবে,
এ শাস্তি আমার হবে?
দরিদ্র দুর্ব্বল আমি, এই কি কারণ?
সংসারে আমার ভাই,
যদিও কেহই নাই,
তবু ত তোমরা আছ দেশবাসিগণ?
নহ ত একটি দুটি,
বঙ্গবাসী আট কোটি,
সকলি কি কাপুরুষ অধম এমন?
সবারি কি শূন্য বুক,
রক্ত নাই একটুক,
হৃদয়ে গলিত বিষ্ঠা করে সঞ্চরণ?
এই ষোল কোটি হাতে,
বল নাই একটাতে,
নাহি কি অভয় দান, আর্ত্তের রক্ষণ?
ষোল কোটি চক্ষু হায়,
জলবিন্দু নাহি তায়
সকলি কি চিরশুষ্ক মরুর মতন?

নাহি দয়া কারো প্রাণে,
কেহ ধর্ম্ম নাহি জানে,
কেহই বুঝে না হায় পরের বেদন ?
সত্যই কি বঙ্গদেশ,
ভরা শুধু ছাগমেষ,
এখানে মানুষ নাহি জন্মে কদাচন ?
তোমরা বিচার কর জনসাধারণ !

৬

তোমরা বিচার কর, আমারে যাহারা,
করিয়াছে নির্ব্বাসিত,
করিয়াছে বিড়ম্বিত,
করিয়াছে জন্মশোধ প্রিয়দেশ ছাড়া,
পথের ভিখারী করি,
করিয়াছে দেশান্তরী,
প্রবঞ্চিত করিয়াছে পিতৃধনে যারা !
গোষ্ঠিগোত্রে যারা জুটে,
জন্মভূমি নেয় লুটে,
ভয়ে নাহি কথা কহে দেশী অভাগারা,
যারা ভাই বন্ধু হরে,
দিনে রেতে ঘরে ঘরে,
আকুলা জননী বোন কেঁদে হয় সারা !
তোমরা বিচার কর—কে হয় তাহারা !

৭

তোমরা বিচার কর, তাহারা কে হয়,
তারা নহে দস্যু চোর,
দুর্দ্দান্ত দানব ঘোর ?
পিশাচ রাক্ষস ভাই, তাহারা কি নয় ?
আমি সে দেশের অরি,
চরণে বিচূর্ণ করি,
যদি পাই, দিবানিশি এই মনে লয় !

সরল স্বদেশী মম,
বিদলিছে পশু সম !
আহাহা, সে দুঃখ ভাই, প্রাণে না কি সয় ?
স্বপনে শিহরি উঠি,
জাগরণে মাথা কুটি,
মনে পড়ে ম্লান মুখ সকল সময় !
পিশাচ রাক্ষস ভাই, তাহারা কি নয় ?

৮

তোমরা বিচার কর—তোমাদের দ্বারে,
দরিদ্র ভাওয়ালবাসী,
কাতরে কাঁদিছে আসি,
পিশাচের রাক্ষসের শত অত্যাচারে !
সহায় সম্পদ হীন,
দরিদ্র দুর্ব্বল ক্ষীণ,
কেমনে যাইব বল রাজার দুয়ারে ?
দেখ ভাই দেখ চেয়ে,
দেখ কি যাতনা পেয়ে,
দিন নাই রাত্রি নাই ভাসি অশ্রুধারে,
দেখ কি বিষের জ্বালা,
শোণিত করিছে কালা,
দেখ কি নরকানল জ্বলে হাড়ে হাড়ে !
কে আছ দুঃখীর জন্য,
মানবে দেবতা ধন্য,
বাড়াও দয়ার হস্ত দীন-অভাগারে !
সত্যনিষ্ঠ ন্যায়বান্,
কে আছ বীরের প্রাণ,
বাড়াও সবল হস্ত পাপের সংহারে !
দুর্ব্বল বিচার চায় তোমাদের দ্বারে !

৯

তোমরা বিচার কর —কর প্রতিকার,
সবার চরণে ভাই,
কাতরে এ ভিক্ষা চাই,
জীবনে আকাঙ্ক্ষা নাই ইহা ছাড়া আর।
এই জীবনের কর্ম্ম,
এই জীবনের ধর্ম্ম,
এই জীবনের ব্রত করিয়াছি সার!
যাবৎ বাঁচিয়া আছি,
এ সাধনা লইয়াছি,
মুছাইব অশ্রুজল অভাগিনী মা'র!
বাঙ্গলার নরনারী,
অই শোন, শোন তারি,
কি যে সে গগনভেদী গভীর চীৎকার,
দানবে লুঠিছে তারে,
কাঁদে মাতা হাহাকারে,
পারি না সহিতে ভাই পারি না যে আর।
হও শীঘ্র অগ্রসর,
সবে মিলে পরস্পর,
সকলে সহায় হও দীন অবলার!
যে জাতি যেখানে থাক',
সতীর সতীত্ব রাখ',
আপনার মা বোনেরে স্মর একবার,
পেয়েছ যে প্রাণ, হস্ত,
পুণ্যকার্য্যে কর ন্যস্ত,
কর সমুচিত তার সাধু ব্যবহার,
উৎপীড়িত প্রপীড়িত ভাওয়াল উদ্ধার!

১৮ই আশ্বিন, ১৩০২ সন
কলিকাতা

বাঙ্গালী

১

বাঙ্গালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?
এমন অধম জাতি,
বুকে মার' শত লাথি,
মুখে মার' শত ঝাঁটা, অনায়াসে সয়!
না দেখিতে লে'য়ে পু'ছে,
সে ফেলে সে দাগ মু'ছে.
যাহারে মেরেছ এ যে সে যেন সে নয়।
তার নাই স্পর্শবোধ,
ঘৃণা পিত্তি হর্ষ ক্রোধ,
শূয়রের চেয়ে চর্ম্ম স্থূল অতিশয়!
মেড়ার ডলিলে কান,
সে-ও করে অভিমান,
সে-ও এসে মারে ঢুস্, নাহি করে ভয়।
এগুলা মেড়ার মেড়া,
ছাগলের লোমছেঁড়া,
কুকুরের চেয়ে বেশি পদাঘাত সয়!
বাঙ্গালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?

২

বাঙ্গালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?
মানুষের মত নহে,
এদের শোণিত বহে,
নরক-নর্দ্দমা শিরা পচাগন্ধময়।
কেবলে হৃৎপিণ্ড উহা,
নীচতার অন্ধগুহা,
পাণ্ডিত্যের প্রস্রবণ প্রাণ উহা নয়!
অস্থিতে ও নহে মজ্জা,
ভরা শুধু ঘৃণা লজ্জা,
কলঙ্কের গাঢ় ক্লেদ হয়েছে সঞ্চয়!

প্রতি লোমকূপে-কূপে,
অপমান অণুরূপে,
করেছে অনন্ত ছিদ্র নাহিক সংশয় !
বাঙ্গালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয় ?

৩

বাঙ্গালী মানুষ যদি. প্রেত কারে কয় ?
কি আছে মানবধর্ম্ম,
কি করে মানবকর্ম্ম,
কি দিয়ে চিনিব বল পশু এরা নয় ?
এরি মত খায় হাগে,
আর কাজে নাহি লাগে,
এদের জীবন শুধু বিষ্ঠামূত্রময় !
নাহি বীর্য্য নাহি তেজ,
উদরে গুণ্ঠিত লেজ,
বিলুণ্ঠিত পরপদে সকল সময় !
অলস শিথিল অতি,
স্খলিত জীবনগতি,
আঁখিভরা অশ্রুজল বুকভরা ভয়
বিচারবিতর্কহীন,
আত্মজ্ঞানে উদাসীন,
অবিচারে পরবাক্য করিবে প্রত্যয় !
এমন পশ্চাদ্‌গামী,
সদা ঘৃণা করি আমি,
গু মাখিয়া মারি ঝাঁটা যত মনে লয় !
বাঙ্গালী মানুষ যদি প্রেত কারে কয় ?

৪

বাঙ্গালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয় ?
যত মোসল্‌মান হিন্দু,
পতনের মহাসিন্ধু,
নাহি ধর্ম্ম এক বিন্দু অতি নীচাশয় !

বৃথা ও তিলক-কোটা,
পাঁচ ওক্ত মাথা-কোটা,
ধূর্ত্তামি ভণ্ডামী ওটা নিশ্চয় নিশ্চয় ।
একমেবাদ্বিতীয়ং,
সে-ও থিয়েটারি সং,
কলেজি নলেজি ঢং আর কিছু নয় ;
শত ভাল কীটকৃমি,
এরা নরকের তিমি,
ইহাদের আদি অন্ত অনন্ত নিরয় ।
অধম পিশাচগুলি,
গর্দ্দভের পদধূলি
মাথায় মাখিয়া ছি ছি, বড়লোক হয়,
বাঙ্গালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয় ?

৫

বাঙ্গালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয় ?
হেন ঘোর মিথ্যাভাষী,
অনুগ্রহ অভিলাষী,
জগতে ধনীর দাস আর কেহ নয় ।
হ'তে তার কৃপাপাত্র,
কি শিক্ষক কিবা ছাত্র,
উকীল ডাক্তার আদি সম্পাদকচয়,
যারা বড় মান্যগণ্য,
দেশের উদ্ধার জন্য,
"বঙ্গের উজ্জ্বল আশা" যাহাদেরে কয় ;
যত তার অবিচার,
যত তার ব্যভিচার,
যত তার ভয়ঙ্কর কার্য্য পাপময়,
জানিয়া নাহিক জানে,
শুনিয়া শোনে না কানে,
তাহারি প্রশংসাগানে করে জয় জয় !

এমন সাহসহীন,
ভীরু কাপুরুষ ক্ষীণ,
বলিতে উচিত কথা সংকুচিত হয়,
পাপেরেও বলে পুণ্য,
হেন মনুষ্যত্বশূন্য,
এমন করিয়া করে বিবেক-বিক্রয় !
এ নীচ নিরয়গামী,
সদা ঘৃণা করি আমি,
দেখিলে এদের মুখ মহাপাপ হয়,
বাঙ্গালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয় ?

৬

বাঙ্গালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয় ?
বৃথা ও ইংরাজী শিক্ষা,
বৃথা ও পাশ্চাত্ত্য দীক্ষা ;
প্রসবে যে বি-এ , এম্-এ ; বিশ্ববিদ্যালয়,
কি বলিব শেম্ শেম্,
রাস্কেল্ ফুল্ ডেম্,
গোল্ড্ পাম্প্কিন্ সব আর কিছু নয় !
বৃথা অই হেট্ কোট,
বিজাতী কথার চোট্,
হৃদয়ে নাহিক মোট জ্ঞানের উদয় ;
আপনার প্রতিবেশী,
আত্মীয়স্বজন দেশী,
দরিদ্র দীনের দুঃখে গলে না হৃদয়,
করে না জীবনপণ
উদ্ধারে বিপন্নজন,
অত্যাচারে যদি দেশ ছারখার হয় !
বাঙ্গালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয় ?

৭

বাঙ্গালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয় ?
এই যে ভাওয়ালবাসী,
নিত্য অশ্রুজলে ভাসি,
অবিচারে ব্যভিচারে ভস্মীভূত হয়,
কে করে তাহার খোঁজ,
অসুরেরা রোজ রোজ,
কত যে কুলের বধূ চুলে ধরি লয় !
দিবালোকে দ্বিপ্রহরে,
পতিরে বাঁধিয়া ঘরে,
কোলের কাড়িয়া লয় কত কুবলয়,
কত যে জননী বোন্,
কাটিয়া ঘরের কোণ,
চুরি করে পিশাচেরা নিশীথ সময় !
কি ব্রাহ্মণ কিবা শূদ্র,
কিবা বড় কিবা ক্ষুদ্র,
কি কৈবর্ত্ত মোসল্মান চণ্ডাল নিচয়,
কি নাপিত, কিবা ধোবা,
রসুলেল্লা ! তোবা ! তোবা !
কর্ম্মকার চর্ম্মকার কেহ বাদ নয় !
কত ভ্রাতা পতি পিতা,
শোণিতে জ্বালায়ে চিতা
তিলে তিলে পলে পলে পুড়িছে হৃদয়,
এরা আহা চক্ষু খেয়ে,
একটু দেখে না চেয়ে,
ইহাদেরি একদেশী প্রতিবেশী হয় !
ও উচ্চ শিক্ষায় ধিক্,
আমি যা দিয়েছি—ঠিক্,
জগতে জঘন্য হেন নাহি নীচাশয়,
বাঙ্গালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয় ?

৮

বাঙ্গালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয় ?
কোথায় সাগরপারে,
তুরুকি আর্ম্মাণি মারে,
ইংরেজ রুশের তারা কেহই ত নয়,
এক গোষ্ঠী এক জাতি,
নহে তারা এক জাতি,
কেবল খৃষ্টের সনে এক পরিচয় !
তবু যে আর্ম্মাণি-নারী,
ত্যজিল আঁখির বারি,
তাহাতে ডুবিল 'আল্প' অল্প কি বিস্ময় ?
অবিচারে ব্যভিচারে,
তাহাদেরি হাহাকারে,
বিলাতী আকাশ ভেঙে চুরমার হয় !
তাদেরি—তাদেরি জন্য,
কি হৃদয়, ধন্য, ধন্য,
ক্ষেপিয়াছে খৃষ্টানের জাতি সমুদয়,
শিক্ষিত বীরের প্রাণ,
কি মহান্ ! কি মহান্ !
করুণার যেন এক কালান্ত প্রলয় !
নাহি বুঝে আত্মপর,
নাহি বুঝে দেশান্তর,
বিপন্ন উদ্ধারে তারা প্রাণ করে ব্যয়,
না ছাড়ে সম্রাট্ রাজা,
পাপীরে প্রদানি সাজা,
উৎপীড়িত নারীনরে দিতেছে অভয় !
স্বাধীন তুরুস্ক—রুম্,
সুল্তানের সিংহভূম,
এসলামের প্রিয় পূজ্য স্থান পুণ্যময়,

আশী বছরের বুড়া*,
তাহারে করিতে গুঁড়া
করিয়াছে পদাঘাত—সাহস দুর্জ্জয় !
মোদের শিক্ষাভিমানী,
নব্যবাবু সভ্য জ্ঞানী,
থাক্ তার পর দুঃখে গলিবে হৃদয়,
রেলে কি জাহাজে গেলে,
কেহ তারে ঠে'লে ফেলে,
নিলে তার মা বোনেরে চুপ্ ক'রে রয় !
জুতা, লাথি, ঝাঁটা, বেতে,
এরা না কিছুতে চেতে,
অচেতন জড়ে কবে ব্যথা বোধ হয় ?
দেও তারে শত গালি,
দেও গালে চুনকালি,
বেহায়ার তাতে কিবা লোকলাজভয় !
বাঙ্গালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয় ?

৭ই আষাঢ়, ১৩০৩ সন
লতপ্‌দি, ঢাকা

কালীয়দমন

১

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
কেন আজি কি অসুখে,
বল না কি মনোদুখে,
মা তোমার সোনামুখ মলিন এমন ?

---

*গ্লাডষ্টোন—ইংলণ্ডের মন্ত্রী

করুণামমতামাখা,
কল্প-তুলিকায় আঁকা,
কেন গো শিশিরে ঢাকা কমলনয়ন ?
বল না কি অবসাদে,
বল না মা কি বিষাদে,
অমন অমরমূর্ত্তি ম্লান কি কারণ ?
কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?

২

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
তোমার স্বভাবশোভা,
জগতের মনোলোভা,
কেন সে মলিন আজ শ্যামল কানন ?
পশুপাখী তরুলতা,
কি জানি পেয়েছে ব্যথা,
কি এত গভীর শোকে সবে নিমগন ?
কুসুম ফোটে না ডরে,
আতঙ্কে ঝরিয়া পড়ে,
মরিয়া রয়েছে যেন মলয় পবন !
কোকিল ডাকে না কুহু,
সদা করে উহু উহু,
কি বেদনা, কি সে ব্যথা, কিবা জ্বালাতন ?
শুনি না শিখীর কেকা,
শিখিনী কাঁদিছে একা,
শোকে করে কোকবধূ নিশি জাগরণ !
হরিণী হারা'য়ে হায়,
আকুল হরিণ ধায়,
বনে বনে খোঁজে যেন কেবলি মরণ !
কিবা ভয়ে কিবা ডরে,
অলি গুন্ গুন্ স্বরে,
শরমে মরম কথা করে আলাপন !

বসন্ত গিয়েছে চ'লে,
আর আসিবে না ব'লে,
কি এত মনের ক্ষোভে করি পলায়ন !
কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?

৩

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
আনন্দউল্লাসহীন,
কেন তুমি দিন দিন,
ঘরে ঘরে শুনি কেন কেবলি ক্রন্দন ?
কেন বল ব্রজবাসি,
অধরে নাহি সে হাসি,
কি বিষাদে কিবা খেদে বিমলিন মন ?
কি আতঙ্কে কিবা ত্রাসে,
বল না কি সর্ব্বনাশে,
অবসন্ন অপ্রসন্ন ব্রজনারীগণ ?
কেন সে সুন্দর রূপে,
ভেবে মরে চুপে চুপে,
অনলে ঢালিতে চায় কমল-যৌবন ?
কেন সে সোনার ফুল,
রাঙ্গা মেয়ে—কালো চুল,
উজলি নদীর কূল—চারু চাঁপাবন,
কলসী লইয়া কাঁকে,
আসে না চাতক ডাকে,
কি ভয়ে করেছে তারা দূরে পলায়ন ?
কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?

৪

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
শ্রীদাম সুদাম ভাই,
কেন সে আনন্দ নাই,
সাজিয়া রাখাল বেশে গোঠে গোচারণ ?

বাজায়ে প্রেমের বেণু,
লইয়ে আসে না ধেনু,
কেন মম দেশবাসী সখাসাথীগণ ?
ব্রজের জননী যারা,
হায় কি আতঙ্কে তারা,
দেয় না যাইতে বনে প্রাণের নন্দন ?
সকলি মৃতের মত,
জীবন করিছে গত,
কেন এত মানহত পশুর মতন ?
কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?

৫

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
কেন ভীত ব্রজবাসি,
নিরাশায় যাও ভাসি,
জগৎ করে যে ঘৃণা দেখ না কখন ?
তোমরা কি পা'র ধূলি,
অসংখ্য সন্তানগুলি,
একটি মানুষ এতে নাহি কদাচন ?
সকলি কি ভস্ম ছাই,
একটি স্ফুলিঙ্গ নাই,
কালান্তক দ্যুতিমান মহা হুতাশন ?
সবি কি শৃগালরাশি,
আত্মবলে অবিশ্বাসী,
সিংহের সন্তান হায় নাহি একজন ?
বলিতে যে প্রাণ ফাটে,
জননী যাইতে ঘাটে,
দুষ্ট ইন্দ্র ঐরাবতে করে আগমন,
তোমরা দেখিয়া তাহা,
শুনে তার আহা ! আহা !

আকুলা জননী টানে দুকূল বসন !—
কাননে পশুর মত কর পলায়ন !

৬

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
দাদা বলরাম সবে,
বল আর কত সবে,
জীবিত থাকিয়া হেন মৃতের মতন ?
লুঠে নিল সরবস্ব,
ক্ষেতের সুপক্ক শস্য,
দেখ না ঐ হে লাঙ্গলী কৃষীবলগণ ?
দেশ নাশে দস্যুচোর,
কারো নাই গায়ে জোর,
সবাই মূষিকগর্ত্ত কর অন্বেষণ !
পৃথিবী বিদার' যাতে,
সে লাঙ্গল আছে হাতে,
পার না শত্রুর বক্ষ করিতে কর্ষণ ?
বিদেশীরা নানা ছলে,
ভীরু কাপুরুষ বলে,
কেমনে সহিছ বল এত কুবচন ?
কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?

৭

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
মোহনিদ্রা পরিহরি,
উঠ ভাই ত্বরা করি,
অই যে উদয়াচলে উঠেছে তপন !
দিগন্ত আলোকে ভাসে,
মহোৎসাহে মহোল্লাসে,
কি মহত্ব কি দেবত্ব কি নবজীবন !

জড়তা ঠেলিয়া পায়,
সকলেই আগে যায়,
উদ্দাম উদ্যমে যেন পূর্ণ প্রতিজন !
এস হই অগ্রসর ,
আমরাও পরস্পর,
করিয়া নীচতা স্বার্থ চরণে মর্দ্দন,
করিগে প্রেমের খেলা,
পবিত্র প্রভাতবেলা,
কৃষিজীবনের সুখ গোঠে গোচারণ !
এস আমি যাই আগে,
প্রাণ রক্ত যদি লাগে,
আমিই তা কণ্ঠ হ'তে করিব অর্পণ,
তোমরা আমার শবে,
দাঁড়ায়ে উঠিও তবে,
স্বর্গের আরেক সিঁড়ি উপরে তখন ;
কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?

৮

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
কেন গো মা ব্রজভূমি,
মলিন ব্যথিত তুমি,
থাকিতে তোমার আমি নন্দের নন্দন ?
সাধ্য কি রাক্ষস ক্রূর,
কি দানব কি অসুর,
ও পবিত্র দেবদেহ ছোঁয় কদাচন ;
গৃহদাহ, নারীচুরি,
নির্ব্বাসন, বুকে ছুরি,
ঘুচাইব অসুরের যত উৎপীড়ন !
আমি দৈত্যদর্পহারী,
আমি দৈত্যধ্বংসকারী,

আমি যে তোমারি কৃষ্ণ দানবদলন !
কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?

৯

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
আমার জীবন আয়ু,
তোমারি মা জলবায়ু,
তোমারি স্নেহের সর মমতা-মাখন !
তোমারি মা শস্য ফল,
আমার বাহুর বল,
হৃদয়ে শোণিতরূপে করে সঞ্চরণ !
এ দেহ নিশ্চিত খাঁটি,
তোমারি মা ধূলামাটি ;
তোমারি স্নেহের অঙ্কে করেছ পালন ।
যদি মা তোমারি হিতে,
পারি এ জীবন দিতে,
এই রক্ত এই মাংসে হয় প্রয়োজন,
কি আছে সৌভাগ্য আর,
এর চেয়ে মা আমার ?
আমি যে তোমারি কৃষ্ণ প্রাণের নন্দন !
কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?

১০

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
কি ছার সে অঘাসুর,
নারীচোরা শঙ্খচূড়,
কালীয় নাগের দুষ্ট অনুচরগণ ;
দীর্ঘচঞ্চু দীর্ঘনাসা,
কঠোর কর্কশ ভাষা,
ক্ষীণজঙ্ঘা বকাসুর বিকট-দর্শন,
দেবাসুর বৎসাসুর,
সকলি করিব চূর,

না রবে অসুরকুলে আর একজন ;
খোঁড়া দৈত্য তৃণাবর্ত্তে,
পূরিব পুরীষ-গর্ত্তে,
কেশে ধরি বধিব সে কেশীর জীবন !
কালীয়ের কালমায়া
পূতনা—পাপের ছায়া,
আর যত পাপিষ্ঠের দূতদূতীগণ ;
আঘাতি চরণমূল,
বধিব সে দৈত্যকুল,
আমি যে তোমারি কৃষ্ণ অসুরদলন !
কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?

১১

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
পুণ্যদা যশোদা তুমি,
মা আমার জন্মভূমি,
আবার তোমার যশে ভরিবে ভুবন !
ছার ইন্দ্র দেবরাজে,
কি ভয় তাহার বাজে ?
ধরিব গোবিন্দ আমি গিরি-গোবর্দ্ধন,
ঝাঁপায়ে কালিন্দীজলে,
বিষহ্রদে কুতূহলে,
মহাবলে কালীয়েরে করি আকর্ষণ,
চরণে চূর্ণিব শির,
ক্রূর সর্প সে পাপীর,
নাকেমুখে ফেনরক্ত করিবে বমন !
জগৎ বিস্ময়ে ভয়ে,
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি লয়ে,
আদরে করিবে পূজা তব শ্রীচরণ !

আবার হাসিবে তুমি,
ব্রজভূমি জন্মভূমি,
সোনামুখে করিবে মা সুধাবরষণ।
আমি যে তোমারি কৃষ্ণ কালীয়দমন।

২৩শে ভাদ্র, ১৩০২ সন
কলিকাতা

মণিকুন্তলা

চির দরিদ্রের তুই অভাগিনী বালিকা,
দু'বছর ভরপুর,
হয়নি বয়স তোর,
পবিত্র ত্রিদিববাসে মাখা তুই মালিকা,
ভূতলে আসিলি কেন পারিজাতকলিকা?

২

আসিলি জ্বলিতে কেন এ পাপের মহীতে?
কোন্ নিদারুণ বিধি,
এমন পাষাণহৃদি,
জানিয়া শুনিয়া দিল চিরদিন দহিতে,
অনলে কুসুম তোরে এত জ্বালা সহিতে?

৩

পারিবি কি ফুলশিশু সহিতে কি পারিবি?
ঝটিকার ঝঞ্ঝাঘাতে,
নিদাঘের তপ্তবাতে,
মুরছি পল্লব-কোলে ঢলিয়া যে পড়িবি।
পারিবি কি ফুলশিশু সহিতে কি পারিবি?

৪

থাকে না স্বর্গের শোভা ধরাতল ছুঁইলে
এখানের আব্‌হাওয়া,
ভাল যা ভুলিয়া যাওয়া,
কি হইবে ফুলশিশু পারিজাত হইলে ?
থাকে না স্বর্গের শোভা ধরাতল ছুঁইলে !

৫

এই যে ত্রিদিব ভাতি, বিমলিন হইবে,
এই চারু রূপরাশি,
অধরে মধুর হাসি,
এত যে সুবাস তোর কিছুই না রহিবে ?
শোক দুঃখ নিরন্তর
জর্জ্জরিয়া কলেবর,
অবনীর বিষবাষ্প অবিরত বহিবে !
দারিদ্র্য-কণ্টকে হায়,
কত দুঃখযন্ত্রণায়,
মন্দার কুসুমরূপে ধরাতলে রহিবে,
অবনীর শোকতাপে অবিরত দহিবে !

৬

জ্বলিবি ?—জ্বলিতে তোরে বিধাতাই দিয়েছে,
দিয়াছে জ্বলিতে যদি,
জ্বল্‌ তবে নিরবধি,
হায়রে ফুলের তনু উনাইয়ে গিয়েছে !
অনলে কুসুম তোরে বিধাতাই দিয়েছে !

৭

সাধে কি রে ফুলশিশু আছি তোরে ভুলিয়া ?
কোলে কোলে, বুকে বুকে,
রাখিতাম কত সুখে,

গলাধরা হাত তোর কি করিয়া খুলিয়া,
কি পোড়া অদৃষ্টফলে,
ঠেলে ফেলে ভূমিতলে,
হৃদয়ের মণি তোরে, আসিয়াছি চলিয়া,
কি করিয়া ফুলশিশু আছি তোরে ভুলিয়া !

৮

দুখের কাহিনী সেই বলিলে কে শুনিবে ?
স্বার্থের এ ধরাতলে,
স্বার্থের এ কোলাহলে,
করুণায় ক্ষীণকণ্ঠ না ভাসিতে ডুবিবে,
অযতনে সমীরণে,
মিশিবে শূন্যের সনে,
পর্ব্বত পাষাণ থাক্—পাতাটি না টলিবে,
ততোধিক সুকঠিন,
করুণামমতাহীন,
মানুষের বজ্রমন সে কি আর দুলিবে ?
দুখের কাহিনী সেই বলিলে কে শুনিবে ?

৯

(তাই) বিদেশে এমনি করি থাকিব রে পড়িয়া,
চিরকাল এই ভাবে,
দুঃখযন্ত্রণায় যাবে,
কি হবে সুখের আশা মিছামিছি করিয়া ?
উদর-অন্নের তরে,
চিররুগ্ন কলেবরে,
চাকরি করিব তবু যদি যাই মরিয়া,
আজ্ খেলে কাল্ নাই,
ঘরে গে' কি খাব ছাই,
চাকরি প্রাণের প্রাণ আছি তাই ধরিয়া,
বিদেশে এমনি করি থাকিব রে পড়িয়া !

১০

আমি ত লিয়াছি রে,—তুই (ও) ভোল্ এমনি,
আমি ভুলি কোলে রাখা,
তুই ভোল্ 'বাবা' ডাকা—
দুজনে দুজন ভুলি,—আমি ভুলি যেমনি।
আমি ভুলি চাঁদ চাওয়া,
তুই ভোল্ চুমা খাওয়া,
দুজনে দুজন ভুলি—মুছে ফেলি ধমনী।
আর না হইবে মনে, আয় ভুলি এমনি!

১১

(আমি) ভুলিনু যদিও—তবু ওরে মণিকুন্তলা,
অধিক যতনে তোরে,
রাখিবেক বুকে ক'রে,
আদরে জননী তোর অভাগিনী অবলা,
তুই (ও) ছোট হাতে তার,
মুছাইবি আঁখিধার,
তুই বিনে কেহ নাই, অনাথিনী সরলা।
পামর পাষণ্ড অতি
ছাড়িয়া গিয়াছে পতি,
দিবানিশি বিষাদিনী অশ্রুমুখী সরলা,
মা বলে ডাকিস্ আহা বাঁচাইতে সরলা।

১২৮৭-৮৮ সন
ময়মনসিংহ

নববর্ষ

সেই রবি শশী আছে, সেই ফুল ফোটে গাছে,
তেমনি প্রভাতসন্ধ্যা করে আগমন,
সেই নিশ সেই দিবা, নতুন হয়েছে কিবা?
সেই আলো অন্ধকার আগের মতন।

বসন্তের পিছে পিছে, কোকিল ডাকিছে মিছে.
পুরানো সেকেলে সেই অলির গুঞ্জন,
সেই আমি সেই তুমি, সেই তো আকাশভূমি,
সেই জন্ম সেই মৃত্যু — সব পুরাতন।
পুরানো পথের ধূলি, অণুপরমাণুগুলি,
পুরাতন এ জীবন দেহ আত্মা মন.
পুরাতন সেই আঁখি, অশ্রুজলে মাখামাখি,
পুরাতন হাহাকারে বিদীর্ণ গগন!
কি বিপুল কি বিশাল, অনাদি এ মহাকাল,
অতি পুরাতন সৃষ্টি করিছে বহন.
পুরাতন এই রাজ্যে, প্রতি কথা প্রতি কার্য্যে,
সে তো গো হইয়ে গেছে শত পুরাতন।
সকলে ভুলেছে তারে. মনে নেই একেবারে,
সে যে গো এদেশে আহা ছিল একজন,
লইয়া দুখিনী মেয়ে, গেছে কত দুঃখ পেয়ে,
ভাবিতে তাহার কথা কার প্রয়োজন?
আছে—প্রয়োজন আছে, নহিলে কি প্রাণ-বাঁচে,
নহিলে কি তার কথা করি আন্দোলন?
পুরানো চিতার ছাই, বটে প্রয়োজন নাই,
পুরানো হইয়ে গেছে চুম্বন আলিঙ্গন!
রক্তমাংসের মাখামাখি. সে আকাঙ্ক্ষা নাহি রাখি,
করে না কামের ক্লেদে কুটুকুটু মন,
পবিত্র তাহার স্মৃতি, পবিত্র উজ্জ্বল নিতি,
পবিত্র করিয়ে দেয় প্রাণ পুরাতন!
সেই মম নববর্ষ, আনন্দ আহ্লাদ হর্ষ,
বিনোদ বৈশাখে নব চম্পক-চন্দন,
উষার কদম্ব-কেলি. সাঁঝের ফুটন্ত বেলি,
সিক্ত-বেণামূলগন্ধী শীতসমীরণ!
সেই মম প্রিয় নারী, নবীন মেঘের বারি,
অবনীতে শ্যামশোভা করে আনয়ন,

শিখী নাচে পাখী গায়, আনন্দে চাতক চায়,
উল্লাসে ভরিয়া যায় সমস্ত ভুবন !
মর্দ্দিত বরাহপদে, বিশুষ্ক পল্বলে হ্রদে,
শাপলা শালুক শুঁদী জাগে পদ্মবন,
নদনদী খালেবিলে, সেই নিমন্ত্রণ দিলে,
জলচর পাখীগণ করে আগমন !
ক্ষুদ্র ও খলিশা পুঁটি, খেলে ছোট বোন দুটি,
সে দেয় নূতন শাটী পরায়ে যখন,
পোনামাছ দলে দলে, ভাসে এ নূতন জলে,
তাহারি স্নেহের কণা হেন লয় মন।
রক্তপীত ঘনশ্যাম, কাচা কড়া পাকা আম,
কাঁঠাল গোলাপজাম ফল অগণন,
তারি কাছে কোলভরা, অজস্র পেয়েছে ধরা,
তাহারি দয়ার ভারে নামিত কানন !
বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি, তারি প্রেম—তারি প্রীতি,
পবিত্র কিরণে আহা ভাসায় ভুবন ;
নিদাঘতপনতপ্ত, অবনীর অভিশপ্ত
জীবের যন্ত্রণাময় জুড়ায় জীবন !
সেই মম নববর্ষ, আনন্দ আহ্লাদ হর্ষ,
শুভ চন্দ্র মম তার শুভ চন্দ্রানন,
কি পুণ্য অমৃতযোগ, প্রাণে করি উপভোগ,
একটি মুহূর্ত্ত তারে করিলে স্মরণ !

১লা বৈশাখ, ১২৯২ সন
কলিকাতা

ধর্ম্মান্দোলন

১

আজ—
নির্জ্জীব ভারতে শুনি কেন কোলাহল,
মরা কি বাঁচিল ফিরা, নাচিল ধমনী শিরা,
বহিল জোয়ারে রক্ত সংযত শীতল ?
নিঃশ্বাসে বহিল বায়ু, ফিরে এল পরমায়ু,
অসার অবশ অঙ্গে আসিল কি বল ?
নির্জ্জীব ভারতে শুনি কেন কোলাহল ?

২

সত্যই কি মৃত প্রাণ পাইল আবার ?
সত্যই জাতীয় ধর্ম্মে, চৈতন্য জন্মিল মর্ম্মে,
জাগিল কি মৃত সিংহ ফিরে পুনর্ব্বার ?
উত্তম উৎসাহ আশা, শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা,
পুনঃ সে মহত্ত্ব প্রাণে হইল সঞ্চার ?
আপনা করিয়া ভর, উঠাইল কলেবর,
বুঝিল কি সুপ্তসিংহ শক্তি আপনার ?
জাগিল জাতীয় ধর্ম্মে ভারত আবার ?

৩

সত্যই কি পুনরায় আর্য্যের সন্তান.
সনাতন আর্য্যধর্ম্মে হ'ল আস্থাবান ?
বুঝিল জমজম্' কুপে, শান্তি নাই কোনরূপে.
জর্ডনের জলে কভু নাহি পরিত্রাণ,
ইজার চাপ্‌কানে হায়, মোক্ষ নাহি পাওয়া যায়,
শুধু বিড়ম্বনা ভোগ কোট-পেণ্ট্‌লান !
মস্‌জিদে গির্জ্জায় গেলে, কভু নাহি মুক্তি মেলে,
নাহি মুক্তি বাইবেল পড়িলে কোরাণ ;
অন্ধকার নাহি নাশে, প্রাণে না আলোক আসে,
গোমাংসকুক্কুটমাংসে মিলে না নির্ব্বাণ

বুঝিল কি এতদিনে, কভু আর্য্যধর্ম্ম বিনে,
পতিত আর্য্যের আর নাহি পরিত্রাণ ?
এত দিনে বুঝিল কি আর্য্যের সন্তান ?

৪

তাই কি আনন্দ এত, এত কোলাহল ?
মাতিয়াছে জাতিধর্ম্মে আর্য্যেরা সকল ?
সত্যই সেদিন হায়, দেখিব কি পুনরায়,
দেখিয়া নয়ন নাকি হইবে শীতল ?
পবিত্র ধর্ম্মের নামে, আবার অবনীধামে,
উড়িবে ভারতে জয়কেতু সমুজ্জ্বল ?
দেখিব কি আর্য্যধর্ম্মে রত আর্য্যদল ?

৫

দেখিব কি আর্য্যসুত, আগেকার মত,
প্রাণ দিয়ে প্রিয়ধর্ম্ম পালিছে সতত ?
সেই যজ্ঞ সেই যাগ, তপস্যায় অনুরাগ,
সেই শান্তি-স্বস্ত্যয়ন সমাধি নিরত,
অন্ধখঞ্জ দীনজনে, করুণা কাঙ্গালগণে,
ক্ষুধিতেরে অন্নদান নিত্য সদাব্রত !
আশ্রিতজনের প্রতি, সতত সদয়মতি,
অতিথির প্রতি ভক্তি দেবতার মত ;
দেখিব কি আর্যসুত আর্য্যধর্ম্মে রত ?

৬

জাগ্রতে দেখিব সেই স্বর্গীয় স্বপন ?
নদনদীহ্রদতীরে, প্রভাতে সন্ধ্যায় কি রে
দেখিব সে ধ্যানরত মুদিতনয়ন
ভক্তিভাবে পাদ্যঅর্ঘ্য, অর্পিছেন ঋষিবর্গ,
'ভূবুর্বঃ স্বঃ তৎ সবিতুঃ' কার উচ্চারণ !
সে উদাত্ত সামগানে, সত্যই পতিত প্রাণে,
স্বর্গীয় শান্তির সুধা করিবে বর্ষণ ?
দেখিয়া জুড়াবে না কি দগ্ধ প্রাণমন ?

৭

দেখিব আশ্বিনে সেই মহামহোৎসব ?
মহাশক্তি দশভুজা, ভক্তেরা করিছে পূজা,
ঘোর শঙ্খঘণ্টারোলে মোদিত মণ্ডপ !
দেখিব সে পদতলে, দলিত অসুর বলে,
আর্য্য কল্পনার সেই জলন্ত গৌরব !
সহ লক্ষ্মী সরস্বতী, ষড়ানন গণপতি,
যোগমগ্ন মহাযোগী বিশাল ভৈরব !
দেখিব আশ্বিনে সেই মহামহোৎসব ?

৮

দেখিব সে আর্য্যনারী ধর্ম্মপরায়ণা ?
আঙ্ক ফলা করি সাঙ্গ. না শিখে নভেল রঙ্গ,
কোর্টশিপে নাহি করে অঙ্গুরী গণনা !
লইয়া শখের প্রাণ, বেড়াইতে নাহি যান
ইডেনগার্ডেনে একা আর্য্যের ললনা !
গাউনে সাজিয়া মেম, বজিয়া নিগার ডেম্,
দরিদ্র স্বামীরে নাহি করে বিড়ম্বনা !
দানধর্ম্মে সদারত, নিত্য উপবাস ব্রত,
পতিপুত্রহিত নিত্য-নিয়ত কামনা !
দেবের অধিক ভক্তি, স্বামীপদে লভে মুক্তি,
সে পূতপবিত্র প্রেমে মিলে না তুলনা ,
দেখিব সামান্য বেশে, সত্যই মানবদেশে,
ধরণীর দুঃখে কাঁদে দেবের ললনা !
দেখিব সে আর্য্যনারী ধর্ম্মপরায়ণা ?

৯

দেখিব সে আর্য্যকুল-বিধবা রমণী,
মৃত পতি লয়ে বুকে, জলন্ত শ্মশানে সুখে
দেখিব কেমনে দহে অঙ্গলতাখানি ?

কিংবা যৌবনের ঊষা, না পরিতে বেশভূষা,
আগে যদি অস্ত যায় পতি-দিনমণি,
ললিত লাবণ্যদেহে, সৌন্দর্য্যের রত্নগেহে,
দেখিব কেমনে সহে ভীষণ অশনি!
দেখিব জন্মের মত, ধরি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত,
কিসে করে উপবাস দিবসরজনী?
দেখিব সে পুণ্যশীলা আর্য্যের রমণী?

১০

সত্যই সে পুণ্যদিন আজি উপস্থিত?
তাই কি আর্য্যেরা আজি এত আনন্দিত?
আবার আর্য্যের নামে, আবার ধর্ম্মের নামে,
আবার ধরণী নাকি হইবে কম্পিত?
সত্যই সে পুণ্যদিন আজি উপস্থিত?

১১

কর তবে জয়ধ্বনি মিলে আর্য্যদল,
উড়ুক হিমাদ্রিশিরে, দেখাইয়া পৃথিবীরে,
আর্য্যের ধর্ম্মের কেতু, 'কাঞ্চন' 'ধবল'!
কর সবে সামগান, চেতুক মাতুক প্রাণ,
বিদগ্ধ ভারতবক্ষ হউক শীতল,
আবার যজ্ঞীয় ধূমে, আচ্ছাদিয়া বনভূমে,
করুক প্রণবপূজা ঋত্বিক্ মণ্ডল,
গাও আর্য্যধর্ম্মজয় মিলে আর্য্যদল!

১৪ই ভাদ্র, ১২৯১ সন
ময়মনসিংহ

পূজা

শরতে আশ্বিন মাসে,   আনন্দে প্রকৃতি হাসে,
দিগন্ত নির্ম্মল অতিশয়,
নাহিক মেঘের মলা,   নিরমলা শশিকলা,
নিরমল গ্রহতারাচয় !
নদীর নির্ম্মল জল,   বয়ে যায় কলকল,
কূলে কূলে রেখে যায় দাগ,
ভাটা যৌবনের আশা,   অভিমান ভালবাসা,
পরিমাণ করিয়া সোহাগ !
কোথাও বা চরে চরে,   জলচর পাখী চরে,
আনন্দে করিয়া কোলাহল,
তরঙ্গের পাছে পাছে,   কেহ গায় কেহ নাচে,
কি অতুল পুলকে বিহ্বল !
কুসুমিত কাশবনে,   উচ্ছ্বসিত সমীরণে,
ধবল রজত ঢেউ উঠে,
অনুমান হয় হেন,   ক্ষীরোদসাগর যেন,
ফেনাইয়া ফোঁপাইয়া ছুটে !
অরুণের থালা হাতে,   আকাশের আঙ্গিনাতে,
কনকচন্দন ছড়া দিতে,
পূবের দুয়ার খু'লে,   গোলাপী ঘোমটা তু'লে,
ঊষা যেন আসে পৃথিবীতে !
বিলে ফোটে কালো জলে,   কমল কহ্লার দলে,
কলমী শালুক সুঁদী ফুল,
তাহাদের আশেপাশে,   দামদলে ঝরা ঘাসে,
বেড়ায় কালেম পীপীকুল !
নূতন ধানের থোরে,   শরতের সোনা ভোরে,
শোভে কিবা শিশিরের জল,
মনে লয় গলে তার,   নিশি দিছে উপহার,
মুকুতার হার সুবিমল !

বাগানে মালতী জাতি,   হাসে ফুল নানা জাতি,
কুরুবক মল্লিকা টগর,
খসিয়া কোমল বোঁটা,   পড়েছে ফুলের ফোঁটা,
শেফালিকা ধরণী উপর ?
শ্বেত রক্ত নীল জবা,   বিবিধ কুসুমপ্রভা,
রূপে যেন ক'রিয়াছে আলো,
অতুল শোভার হ্রদ,   ফুটিয়াছে স্থলপদ্ম,
অপরাজিতার পাশে ভালো !
গোলাপ বান্ধুলী বক,   কি কদম্ব কি চম্পক,
ভক্তের হৃদয়সহ সব,
মায়ের চরণ আশে,   ফুটিয়াছে মহোল্লাসে,
কি আনন্দ কি মহা উৎসব !
কি নবজীবন দিয়া,   বায়ু যায় প্রবাহিয়া,
শরীর শিহরে উঠে সুখে,
ভক্তের হৃদয়সহ,   যেন অই অহরহ,
চাতক ডাকিছে ঊর্দ্ধমুখে !
জননী আসিছে রঙ্গে,   সবাই মাতিছে রঙ্গে,
নাহি কারো রোগশোকভয়,
কিবা দীন কিবা দুখী,   সবাই পরম সুখী,
সকলেই প্রফুল্লহৃদয় !
পিতামাতা মহাসুখে,   সন্তান পাইবে বুকে,
সতী পাবে পতি আলিঙ্গন,
ভগিনী পাইবে ভাই,   আনন্দের সীমা নাই,
হাসিমুখ যত পুরজন !
বিদেশী প্রবাসী যারা,   কেহ বা কিনিছে তারা,
বিবিধ পূজার আয়োজন,
কেহ বা আদরে কিনে,   ঢাকার সে ফিন্‌ফিনে,
অতি সরু চিকণ বসন !
কেহ কিনে পরিপাটী,   বোম্বাই রেশমী শাটী,
বারাণসী বিপুল বাহার,

যার বেশি প্রেমস্নেহ, নূতন প্রেমিক কেহ,
সেমিজে কামিজে রুচি তার !
কেহ কিনে পুষ্পসার, চেরি ব্লসম্ ওয়াটার,
লেভেণ্ডার, ইউডিকলন,
সাজাইতে বউ বিবি, পাউডার ডিবি ডিবি,
আদরে কিনিছে কোন জন !
কেহ কিনে লাল ফিতে, কারে উপহার দিতে,
কেহ কিনে গ্লিসারিন্ সোপ্,
কেহ কিনে উল সূতা, বোনাইতে মোজা জুতা,
নূতন প্রেমের ইহা টোপ !
বড়লোক ধনী যারা, গহনা গড়ায় তারা,
সোনা রূপা হীরা মণি দিয়া,
যাহারা শৌখিন ভাই, কিন্তু হাতে পয়সা নাই,
তারা নেয় গিলটি কিনিয়া !
কেহ কিনে উপন্যাস, কেহ কিনে নবন্যাস,
নূতন শিক্ষিত বাবু যত,
মনে আশা গিয়ে বাড়ী, বানাইবে নিজ নারী,
প্রেমিকা 'কমল' 'কুন্দ' মত !
লেগেছে পূজার ধুম, কারো চোখে নাহি ঘুম,
গাইতে নাইক অবসর,
কেহ নৌকা রেলগাড়ী, তাড়াতাড়ি যায় বাড়ী,
তোলপাড় করিয়া শহর !
টিক্‌টিকি যদি নড়ে, বিড়াল লাফায়ে পড়ে,
দিনে কিবা দু'পহর রেতে,
বাড়ীর মানুষ যারা, আসিল ভাবিয়ে তারা,
আঁচল বাধিয়া পড়ে যেতে !
কি আনন্দ কি আগ্রহে, পথ তারা চেয়ে রহে,
কি বলিব হায়, হয়ে, হায়,
একদিন ছিল মম, তৃষিত উহারি সম,
দুটি আঁখি স্নেহকরুণায় !

আজ যারা যায় বাড়ী,   তারা বোঝে মোহ তারি,
বোঝে তার কতদূর টান,
শরীর থাকিতে পথে,   মন গেছে মনোরথে,
কল্পনার আগে গেছে প্রাণ!
চেয়ে দেখ দেখ আজ,   ষষ্ঠীর সোনার সাজ,
সাজে কিবা রজনীর গায়,
রজত হাঁসুলিসম,   বাঁকাশশী মনোরম,
শোভিয়াছে সুনীল গলায়!
কৈলাস পর্ব্বত হ'তে,   মণিময় ছায়াপথে,
আসবেন জগৎজননী,
তাই সে আকাশ গায়,   রত্নদীপ তারকায়
জ্বালিয়াছে শরৎরজনী!
ভকতেরা বিল্বমূলে,   আনন্দে দু'বাহু তু'লে
মহামন্ত্রে করে আবাহন,
কৈলাসে নমেরুতলে,   শিবেরে শিবানী বলে,
যাই দেব বিদায় এখন!

অন্নদা ঘোষ*

১

তোমরা যাহারে কর ঘৃণা অনাদর,
কখনো নয়ন তুলে, যাহারে চাহ না ভুলে,
যারে বল মহাশত্রু—যারে বল পর,
ভুলিয়া মমতা মায়া, ছোঁও না যাহার ছায়া,
যারে বল অপবিত্র পাপিষ্ঠ মানব,
আমার তাহারি তরে, পরাণ আকুল করে,

---

*কলিকাতা কুমারটুলির বাবু যদুনাথ মল্লিকের জামাতা। ইহার ভীষণ হত্যাকাণ্ডের কথা সকলেই জ্ঞাত আছেন, সুতরাং বিশেষ বিবরণ অনাবশ্যক।

আমি যে তাহারি লাগি ব্যথিত কাতর,
তোমরা যাহারে কর ঘৃণা অনাদর !

২

তোমরা যাহারে কর অবহেলা ভাই,
যারে দেও পায় ঠেলে, সমাজের দূরে ফেলে,
যারে বল অমঙ্গল আপদ বালাই ;
সশঙ্কে আতঙ্কে থেকে, যমেরে দিতেছ ডেকে,
যে জন মরিলে, বাঁচ' তোমরা সবাই ;
আমার তাহারি তরে, হৃদয় আকুল করে,
আমি যে তাহারি লাগি প্রাণে ব্যথা পাই,
তোমরা যাহারে কর অবহেলা ভাই !

৩

তোমরা যাহারে কর ঘৃণা অযতন,
আমি যে তাহারে চাই, ভুলিতে পারি না ভাই,
জানি না আমার এই স্বভাব কেমন !
কর যবে দূর দূর, বলিয়া পিশাচ ক্রুর,
শুনিয়া সে তোমাদের নিঠুর বচন,
পারি না থাকিতে স্থির, দয়া দেখে পৃথিবীর,
অজানা কেমন জানি ভিজে দু'নয়ন ;
জানি না আমার এই স্বভাব কেমন !

৪

অবজ্ঞা উপেক্ষা হেলা সবে কর যারে,
যারে বল দস্যু চোর, দুর্দ্দান্ত দানব ঘোর,
যারে চাহ 'গিলটিনে' গলা কাটিবারে ;
কিম্বা দিতে ফাঁসি শূলে, মানবমহত্ত্ব ভু'লে,
নখে তু'লে টিপে মার' পাইলে যাহারে ;
যে অতি ঘৃণার পাত্র, যার নাই কেহ মাত্র,
আমারি পরাণ কাঁদে বুকে নিতে তারে,
অবজ্ঞা উপেক্ষা হেলা সবে কর যারে !

৫

পাপীর লাগিয়া মোর সদা কাঁদে মন,
কিন্তু তার পাপ যাহা, সামান্য হ'লেও তাহা,
আমিও তাহারে ক্ষমা করি না কখন,
দয়া ও ক্ষমার পাত্র, কেবল পাপীই মাত্র,
জগতে পাপীই মোর মমতা-ভাজন,
পুত্র হ'তে প্রিয়তম, কেবল পাপীই মম,
বাসনা পাপীর হিতে দিতে এ জীবন,
পাপীর লাগিয়া মোর সদা কাঁদে মন।

৬

পতিত পাপীরে আমি বড় ভালবাসি,
এই যে কুমারটুলি কাটিল সন্তানগুলি
নির্দ্দয় অন্নদা — পুত্রশোণিতপিপাসী,
তোমরা পুণ্যাত্মা খালি, যারে দেও গালাগালি,
উপদেশে বক্তৃশর্ম্মা যত বঙ্গবাসী—
গোপালভাঁড়ের গোষ্ঠী, যাহার কাটিছ কাষ্ঠি.
পথে ঘাটে ট্রামকারে—কর হাসাহাসি,
বাঙ্গালার মেয়েমদ্দ করিছ শ্রাদ্ধের ফদ্দ,
বিচারের আগে যারে দিতে চাও ফাঁসি,
এই অন্নদার লাগি, বিধাতার দয়া মাগি,
ইহারে করুন কৃপা কলুষবিনাশী,
অনন্ত অপার সেই স্নেহদয়ারাশি!

৭

তোমার গম্ভীর জ্ঞানী [illegible]পুণ্যবান,
আজ ওর অধঃপাতে, আসিয়াছ পদাঘাতে
সে বুদ্ধি সে মহাপুণ্য করিতে প্রমাণ!
আজি এসে গালি দিতে, অকার্য্যটা বুঝাইতে
[illegible] ওর যত মুরুব্বী-প্রধান!

কেহ পত্রিকায় লেখ' কেহ মনোরঙ্গে দেখ,
'রঙ্গবঙ্গে' 'রক্তগঙ্গা' ডাকিয়াছে বান !
কেহ ওর দস্যুবেশে, ছবি তুলে দেশে দেশে,
দেখাও জগতে এক পাপ মূর্ত্তিমান,
রবাহুত ওর যত মুরুব্বী-প্রধান !

৮

রবাহুত ওর যত মুরুব্বী-সকল,
যেদিন প্রথম পাপে, পড়িল ও অভিশাপে,
যেদিন প্রথম ওই খায় পাপফল,
যেদিন নরকহ্রদে, পড়িল স্খলিতপদে
প্রথম বিপদে হায় যুবক সরল,
তখন কোথায় ছিলে, কেবা হাত বাড়াইলে,
কে দিলে সাহায্য আর কেবা দিলে বল ?
ভ্রূক্ষেপে চাহিলে কে হে, একটু করুণাস্নেহে,
কে ভাবিলে ওর কথা এক অনুপল ?
নিঃসহায় অসহায়, অনন্তে ডুবিল হায়,
দেবের বালক এক চিররসাতল।
সেদিন কোথায় ছিলে মুরুব্বী-সকল ?

৯

একদিনে হতভাগা যায়নি নিপাতে,
একদিনে এত নীচে যায় নাই, ধীরে গিছে,
দশদিনে দশজনে নিয়ে গেছে সাথে !
তখন তোমরা ভাই, দেখিয়ে কি দেখ নাই ?
কে তখন ওর গিয়ে ধরেছিলে হাতে ?
কে তখন নিয়ে কোলে, বিনীত মধুর বোলে,
কয়েছিলে দুটো কথা স্নেহমমতাতে ?
আজ দাও মিছে দোষ, পাপিষ্ঠ অন্নদা ঘোষ,
বুঝাইলে বুঝে নাই পাপের মায়াতে !
মিছে কথা, একদিনে গেছে অধঃপাতে।

১০

তখন তোমরা ভাই দেখেছ তামাশা,
উদ্দাম চঞ্চল চিত্ত, হারায়ে সম্পদ বিত্ত,
পথের ভিখারী কিসে হয় বুদ্ধিনাশা,
কেমনে পতঙ্গ মরে, ঝাঁপায়ে অনলে পড়ে,
কেমন পাপের সেই আগ্নেয়-পিপাসা,
তোমরা দেখেছ খালি, সবে দিয়ে হাততালি,
বাঙ্গালী জাতির ধর্ম্ম—এই ভালবাসা !
কলসীর কানা খেয়ে, কোন্ নিত্যানন্দ যেয়ে,
ধরেছ উহারে বল, করিছে জিজ্ঞাসা !
তখন তোমরা ভাই দেখেছ তামাশা !

১১

তোমাদেরি দোষে দেশ অধঃপাতে যায় ;
দেখ দেখি কি অদ্ভুত, বিলাতি একটা ‘ভূত’
পৃথিবীর কত শত পাতকী তরায় !
নাহি বাছে জাতিধর্ম্ম, পাপীর উদ্ধার-কর্ম্ম,
জীবন সঁপিয়া দিছে পাপীর সেবায়,
জগাই মাধাই দেশ পুরিল—কষ্টের শেষ !--
আর সে গৌরাঙ্গ বঙ্গে নাহি দেখা যায় !
একটি থাকিত যদি, তবে কি রক্তের নদী,
কুমারটুলিতে আজ অন্নদা বহায় ?
শুধু তোমাদেরি দোষে, পাপে তাপে ক্রোধে রোষে,
হয় ধ্বংস যদুবংশ—হায়, হায়, হায়,
এমনি এমনি নিত্য শত অন্নদায় !

১২

জেন’ ইহা তোমাদেরি শুধু প্রতিফল,
অন্নদার কিছু নহে, তার প্রাণ নাহি দহে,
তোমাদেরি সমাজের চোখে দিছে জল !
তোমাদেরি নরনারী, প্রায়শ্চিত্ত করে ভারি,

হৃদয়ে জ্বালায়ে হায় চিরচিন্তানল !
তার এ পাপের লাগি, তোমরাই পাপভাগী,
তোমাদেরি সুখশান্তি পুড়িছে সকল !
পাপীরে না নিলে কোলে, পাপীরে যদি না তোলে,
তারাই পাপীর পাপী—পায় প্রতিফল,
প্রাণে জ্বলে চিরচিন্তা—চোখে চিরজল !

১৪ই ভাদ্র, ১৩০২ সন
কলিকাতা

বঙ্গেশ্বর সার চার্লস্ ইলিয়টের প্রতি ময়মনসিংহ

১

আসিয়াছ যদি প্রভু বঙ্গের ঈশ্বর,
সম্রাজ্ঞীর প্রতিনিধি,
দয়ায় এসেছ যদি,
দেখিতে দুঃখীর দুঃখ দূরদুরান্তর !
আমরা দরিদ্র প্রজা,
তুমি হে রাজার রাজা,
কি দিয়ে করিব তব যোগ্য সমাদর ?
দয়ায় এসেছ যদি বঙ্গের ঈশ্বর !

২

কি দিব তোমারে বল রাজ-উপহার ?
তুমি তার প্রতিনিধি,
যাহার নাহি অবধি,
ধনরত্ন,—রত্নাকর যার রত্নাগার !
ভূতলে পাতালে-জলে,
মরু মেরু বনস্থলে,
পৃথিবীতে যার রাজ্য নাহি আঁটে আর,
তুমি প্রভু বঙ্গেশ্বর প্রতিনিধি তার !

৩

ভারতের রাজভক্তি—যা আছে সম্বল
দিতেছি তোমারে তাই,
এ রত্ন কোথাও নাই,
কোটি কোহিনূর চেয়ে অতি সমুজ্জ্বল।
দিয়ো সে রাণীরে লয়ে,
ভারতের কথা কয়ে,
দিয়ো এই রাজভক্তি-মাখা অশ্রুজল।
কি দিবে ভারতবাসী দরিদ্র দুর্ব্বল?

৪

যখন—
দয়া করে আসিয়াছ বঙ্গের ঈশ্বর!
শোন তবে দুটি কথা,
প্রজার প্রাণের ব্যথা,
কি অভাবে আছি মোরা কাঙ্গাল কাতর
কি দুঃখে কি দুর্দ্দশায়,
নিত্য করি হায় হায়,
কেন এ নয়নে অশ্রু ঝরে নিরন্তর,
শোন সেই দুটি কথা বঙ্গের ঈশ্বর!

৫

শোন সেই শোকবার্ত্তা করি নিবেদন
শোন হে প্রজার সেই অকাল মরণ।
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি,
নিত্য এ শনির দৃষ্টি,
দুর্ভিক্ষে মিলে না ভিক্ষা—নিত্য অনশন
যে যাহা সম্মুখে পায়,
দু'হাতে তুলিয়া খায়,
আহা-কি উদরজ্বালা এমনি ভীষণ!

না পাইয়া অন্নমুঠা,
বিসূচিকা ওলাউঠা,
পূতিগন্ধে ম্যালেরিয়া করে আক্রমণ,
যম যেন শতপাশে,
শতমুখ মেলে আসে,
বৃথাই তোমার প্রভু স্বাস্থ্য কমিশন !
শোন হে প্রজার সেই অকাল-মরণ !

৬

শোন হে দুঃখের কথা বঙ্গের ঈশ্বর,
সামান্য একটা হালে,
সামান্য একটা ফালে,
যেই ভূমিটুকু চষে কৃষক বর্ব্বর—
অনভিজ্ঞ কৃষিকার্য্যে—
বিশাল ভারতরাজ্যে
পুরাইতে পঞ্চবিংশ কোটি শূন্যোদর—
পার যদি কর খালি,
সেঁচে ফেলে জল বালি,
দেখো তার নহে তুল্য সাতটা সাগর !
হায় সে মুখের গ্রাস,
রপ্তানিটা বারো মাস,
কি দিয়ে ভরিবে বল হেন দামোদর ?
কিসে বেশী জন্মে শস্য,
নাহি জানে ছাই ভস্ম
অনভিজ্ঞ তাহে অজ্ঞ চাষা নিরক্ষর !
নাহি শিখিবার স্থান—
বিদ্যালয় বর্ত্তমান,
ভারতে নাহিক এক সাইরেন্‌সেস্টর,
শোন হে দুঃখের কথা বঙ্গের ঈশ্বর !

৭

শোন প্রভু আয়ো দুঃখ করি নিবেদন,
নাহি দেশে শিল্পশিক্ষা,
কেবল দাসত্ব-ভিক্ষা,
ভারতে দাসের জাতি হইল গঠন।
তোমরা বৃটিশ জাতি,
পবিত্র উৎসাহে মাতি,
ধবার দাসত্ব প্রথা করিলে বারণ।
তোমাদেরি ছায়াতলে,
তোমাদেরি করতলে,
ভাবত দাসত্বে আজ হ'ল নিমগন!
কৃষিশিল্প বিনা হায়,
পডিল শৃঙ্খল পায়,
ছিঁড়িতে না পার যদি এ পাপ-বন্ধন,
বৃটনেরি নামে হবে কলঙ্কলেপন।

৮

বহুভাগ্যে আসিয়াছ বহুদিন পর,
আবো শোন দুটি কথা বঙ্গের ঈশ্বর!
দেখ বাণিজ্যের ক্ষতি,
নাহি দেশে স্রোতস্বতী,
একমাত্র ব্রহ্মপুত্র বুকে বালুচর।
চৈত্রে চডাইব ঠোঁটে,
আতঙ্কে শুকায়ে ওঠে,
বেহুলার ভেলা নাহি ভাসে এর পর।
লৌহপথ মাত্র গতি,
তাহাও ত ক্ষুদ্র অতি,
যায়নি পশ্চিমে পূবে—যায়নি উত্তর,
এ সামান্য ক্ষুদ্র স্থলে,
ব্যবসা নাহিক চলে,
গাবোদেশে কাঁদে তাই চাঁদ সদাগর!

কৃষি নাই শিল্প নাই,
উদরে কি দিবে ছাই,
সাধে কি দরিদ্র দেশ কাঙ্গাল কাতর ?
শোন হে দুঃখের কথা বঙ্গের ঈশ্বর ।

৯

আরো এক কথা প্রভু করি নিবেদন,
সংস্কৃত দেবভাষা,
মিটাইত জ্ঞানতৃষা,
দর্শনের বিজ্ঞানের রত্ন-নিকেতন ।
শব্দশাস্ত্র অলঙ্কার,
সাহিত্য সৌন্দর্য্যসার,
শরতের বসন্তের ফোটা ফুলবন ।
এক, সত্য, অদ্বিতীয়,
অনন্ত, আনন্দ প্রিয়,
উপনিষদের সেই উজ্জ্বল কিরণ
নিবিয়ে গিয়াছে হায়,
কত যুগ বয়ে যায়,
তাই এ ভারত আজ পাপে নিমগন
তাই সমাজের দশা,
শিথিল বন্ধন-খসা,
মানবের বুকে তাই দানবের মন ।
এ দরিদ্র দেশময়,
নাহি সেই বিদ্যালয় ,
যেখানে সে দেবভাষা করি অধ্যয়ন
করহ উপায় তার,
তোমারি এ অধিকার,
নতুবা তোমারি রাজ্য হইবে পতন !

১০

আজ—বহুভাগ্যে আসিয়াছ বহুদিন পর
এ দীনদরিদ্র দেশে বঙ্গের ঈশ্বর !

বলিতে মনের কথা,
বলিতে প্রাণের ব্যথা,
পাই না তোমারে প্রভু নিত্য নিরন্তর,
দয়ায় এসেছ যদি,
সম্রাজ্ঞীর প্রতিনিধি,
প্রজার প্রার্থনা পুর' দয়ার সাগর!
রাখ বৃটেনের মান,
বৃটেনের সুসম্মান,
রাখ' অমলিন তাঁর কীর্তি-সুধাকর,
পবিত্র ভারতধামে, [illegible] রাণীর নামে,
হৌক্ চির জয়ধ্বজা [illegible] অম্বর!

২২শে শ্রাবণ, ১২৯৮ সাল
শেরপুর, ময়মনসিংহ

বরণ

[কোন বন্ধুর বিবাহের কন্যাবরণে প্রদত্ত]

এই মালা, এই বস্ত্র, এ গন্ধ-চন্দন,
সব শুভে কনে' রূপে করিনু বরণ!
শোভে যথা উজ্জ্বলতা এই শুভ্র ফুলে,
আনিও সে পবিত্রতা প্রিয়পতিকুলে!
এক সূত্রে গাঁথা যথা এই ফুলহার,
এমনি আনিও স্নেহ বাঁধিতে সংসার!
কুঙ্কুম কস্তুরী এই মোহে যথা সুর,
এমনি স্বভাব এনো প্রসন্ন মধুর!
এ চুয়াচন্দনরস স্নিগ্ধকর যথা,
পরাণ-জুড়ানো এনো এমনি মমতা!

এই যে সিন্দূরবিন্দু দিনু তব ভালে,
চিরসঙ্গী এনো ইহা আসিবার কালে !
এই যে কৌষেয়বাস, ইহারি মতন
আনিও নারীর লজ্জা—পূত আচ্ছাদন !
অনন্ত অব্যয় যথা অই নীলাকাশ,
এনো সেই পতিভক্তি ঈশ্বরবিশ্বাস !

১৯শে পৌষ, ১৩০২ সন
কলিকাতা

প্রতিহিংসা

১

'আয় তোরা আয় !'
চিত্তপুর রাজপথে*, শ্যামল সন্ধ্যায় ছাতে,
মুক্ত বাতায়নে আর মুক্ত বারেন্দায়,
যেন কমলের ছাঁচে,
অমিয়া জমিয়া আছে,
গোলাপী আতর মাখা শত পূর্ণিমায় !
কিম্বা জোস্নার ফেনা,
কিছু নাহি যায় চেনা,
জোয়ারে এসেছে বুঝি ভেসে মলয়ায় !
চাঁপা-চতুর্দ্দশী বালা,
ভরা যৌবনের থালা,
বদনে বসন্ত জাগে মদনপূজায় !
লাবণ্য দিতেছে ঢেউ,
তোরা কি নিবি গো কেউ,
একেলা ভাসিয়া এই কূলে কূলে যায়,
নয়নে নয়নে ডাকে 'আয় তোরা আয়' !

---

* কলিকাতার চিৎপুর রোড্ ।

২

'আয় তোরা আয় !'
উপরে সুনীলাকাশে, সশঙ্কে শশাঙ্ক হাসে,
নিঃশঙ্কে তারকা চেতে পারে না লজ্জায় !
আকাশ পাতাল ব্যেপে,
ও-রূপ উঠেছে ফেঁপে,
রূপের সাগরে রূপ হাবুডুবু খায় !
'চাই—চাই বেলফুল ?'
ডেকে নেয় জাতিকুল,
ফুলের অঞ্জলি দিতে তার ফুলপায় !
বসন্ত রেখেছে আনি,
বুঝি অই বনরাণী,
কানে ফুল, চুলে ফুল, ফুল ফুল-গায় !
রুমালে ফুলের হাসি,
ছাপিয়া পড়িছে আসি,
কোমল কৌমুদীরাশি মৃদু আব্‌ছায় !
অঙ্গের আতরগন্ধ,
দিগন্ত করেছে অন্ধ,
ফুলের ফোয়ারা যেন খুলিয়াছে হায় !
কোকিলা ডাকিছে কু,
মলয়া দিতেছে ফু,
ফুলের তড়িতে উঠে শিহরিয়া কায়,
চমকি থমকি পথে পথিক দাঁড়ায় !

৩

'আয় তোরা আয় !'
রাজপথে সারি সারি, অসংখ্য চলেছে গাড়ী,
অজস্র পথিক অই ফুট্‌পাথে যায়,
কিবা বালবৃদ্ধযুবা,
সকলেরি আঁখি ডুবা,
ফুলময় ছাতে অই ফুলবারেন্দায় !

মুনি মৌলবীর শুচি,
পূত ও পবিত্র রুচি,
সকলি গিয়াছে মুছি ঘুচিয়া কোথায়,
মসজিদ্ মন্দিরশির,
উচ্চচূড়া পৃথিবীর,
তুচ্ছ করি ডুবায়েছে ফুলের বন্যায়।
সবে এক অদ্বিতীয়,
এখানে সকলি প্রিয়,
সকলি সুন্দর হেথা দেহ-মহিমায়,
সবারি অনন্ত জ্ঞান,
হারে শত বুদ্ধিমান,
সবাই অমৃত রাখে অধর-সুধায়!
সবাই অপাপবিদ্ধ
সকলেই স্বতঃসিদ্ধ ;
এখানে সকলি শুদ্ধ, অশুদ্ধ কোথায় ?
সকলি আনন্দরূপ,
সকলি মঙ্গলস্তূপ,
সকলেই অন্ধকারে আলোক দেখায়।
'আয় তোরা আয়!'

৪

'আয় তোরা আয়!'
অই যে উপর ছাতে, গোলাপের তোড়া হাতে,
ডাকিছে কমলমুখী আঁখি-ইশারায়,—
'আমি রে বিধবা মেয়ে,
দি'ছ মোর মাথা খেয়ে,
পাপিষ্ঠ সমাজ তুমি পাপ-ছলনায়!
তুমিই করেছ নষ্ট,
করিয়া ত্রিদিব ভ্রষ্ট,
হা কি লজ্জা, হা কি কষ্ট, সে কি বলা যায় ?

তুমি কিন্তু সাধু হ'লে,
আমি দোষী পাপী বলে'
আমি মরি দিবানিশি কলঙ্কে লজ্জায়!
তুমিই নরকে নিলে,
নারকী করিয়া দিলে,
তুমিই আমারে শেষে ছোঁও না ঘৃণায়!
হা নির্দ্দয়! হা পাষাণ!
দিলে না একটু স্থান,
ভাবিলে না অভাগিনী কোথায় দাড়ায়?
কুকুর বিড়াল হায়,
সেও তো আশ্রয় পায়,
সেও ত তোমার ঘরে এঁটোকাঁটা খায়?

হায় এই অবলারে,
অত্যাচারে অবিচারে,
কি দুঃখ না দিয়ে তুমি করেছ বিদায়?
সেই প্রতিহিংসা-বিষ,
প্রাণে জ্বলে অহর্নিশ,
এ ত নহে ভালবাসা প্রেমী প্রেমিকায়,
এ অধরে বক্রহাসি,
নহে এ অমৃতরাশি,
তব রক্ত অভিলাষা জানিও ইহায়।

এ মৃত্যু মৃণাল ভূজে,
শুধু প্রতিহিংসা বুঝে,
এ বন্ধন নাগপাশ বাঁধিতে তোমায়,
এ নয়নে সেই টান,
সেই প্রতিহিংসাবাণ,
কালকূট বিষ তব বিঁধি কলিজায়।
কালান্ত মেঘের সম,
সেই প্রতিহিংসা মম,
মাখিয়া রেখেছি কেশে মহাতমসায়,

সেই প্রতিহিংসাস্তুপ,
আগ্নেয়-অচল রূপ,
রে মূর্খ ভেব না কুচ কাম-অন্ধতায় ।
এ নহে বিলাস-কেলি,
মরণের খেলা খেলি,
লইয়াছি মরণের মহা ব্যবসায়,
অভিমানে কাঁদি হাসি,
সে তীক্ষ্ণ মরণরাশি,
মরণ রেখেছি পেতে ফুল-বিছানায় ।
মজাইতে ডুবাইতে,
তোমারে নরকে দিতে,
রমণীর প্রতিহিংসা ফুল-পূর্ণিমায়,
রেখেছি ফুলের ঠোঁটে,
চুম্বনে মরণ ওঠে,
আয় রে খাইয়া চুমা কে ঘুমাবি আয়,
ফুলবাণে ফুলবিষে ফুলমদিরায় ।

৫

'আয় তোরা আয় !'
অই যে এলায়ে চুল, হেলায়ে কানের দুল,
দাঁড়াইয়া বিধুমুখী হাসে বারেন্দায়,
যেন ও রজতরূপে,
ডাকে সবে চুপে চুপে,—
নারীর নীরব ভাষা চোখে শুনা যায়,—
'আয় তোরা আয় !'
আমি রে দুখিনী দীনা,
পতিপুত্র ভ্রাতাহীনা;
কেহ কূলে রাখিলি না ঠেলিলি দু'পায়,
এক মুঠা অন্নতরে,
ফিরিয়াছি ঘরে ঘরে,
পাই নাই ক্ষুদকণা ক্ষুধাপিপাসায় !

৬

বদলে পেয়েছি খালি,
গলাধাক্কা গালাগালি,
ঘৃণিত কুৎসিত ব্যঙ্গ বীভৎস ভাষায়
একাহার উপবাস,
হাহুতাশ দীর্ঘশ্বাস,
আঁখি ছিল বারমাস ভরা বরষায় !
দিলে না একটু তেনা,
লাজলজ্জা রাখিলে না,
শরমে মরিব আর কত অবলায় ?
হা শৃগাল, হা কুকুর,
রাজা রায় বাহাদুর,
কেহই নয়ন তুলে চাহিলে না হায় !

৭

চর্ব্বচূষ্যলেহ্যপেয়
তব ভোজ্য অপ্রমেয়,
বহিছে মদের নদী তব নর্দ্দমায়,
উপবাসী অনাহারী,
কাঙ্গালিনী নরনারী,
উলঙ্গ সন্ন্যাসী বেশে ঘুরিয়া বেড়ায় !
পাপিষ্ঠ রাক্ষস কেহ,
একটু করনি স্নেহ,
উপাধি-ব্যাধির লোভে ব্যস্ত সমুদায়,
নিষ্ঠুর 'কীর্ত্তির স্তম্ভ',
না দিলি হস্তাবলম্ব,
মায়ের অশ্মরীপিণ্ড পাষাণের কায় !
হা নির্ব্বোধ। হা নির্ব্বোধ !
এই তার প্রতিশোধ,
এ যৌবন, এ বসন্ত, এই মলয়ায়,
ক্ষুধায় বধিবে নারী, কে তোরে বাঁচায় ?

৮

'আ' তোরা আয়!
আমি রে কুলের কন্যা, শরীরে ফুলের বন্যা,
ঢালিল যৌবন যবে প্রথম উষায়,
উজলি উজান মাঠ,
উজলিয়া পথঘাট,
চলিতে যখন ফুল ফুটে পায় পায়।
কি যে সে স্বর্গীয় রীতি,
ত্রিদিব হইল ক্ষিতি,
হৃদয় ছাপাইয়া গেল কি যে পূর্ণতায়,
এত যে বিশ্বের ঘর
দেখিনু অমৃতভর
পর না দেখিনু কারে আপন সবায়।
না বুঝিনু পুণ্যপাপ,
আশীর্ব্বাদ অভিশাপ,
কি যে সেই সরলতা হায় হায় হায়,
কে জানে শোণিত বেয়ে
বিষ উঠে [illegible] বেয়ে,
মাণিক-প্রদীপ জ্বলে কালসাপে খায়।
কত যে বঞ্চনা ছলে,
কতই বা জোরে বলে,
লুঠিলি ফেলিয়া ফাঁদে নারী অসহায়,
পবিত্র যজ্ঞের ঘি,
কুকুরে ছুঁইলি, ছি।
আর কি লাগিতে পারি সে দেব-সেবায়?
ঘরের বাহির করি
ঘৃণায় লজ্জায় মরি, —
অকূলে ভাসাল শেষে কুল-অবলায়,
অনাহারে উপবাসে,
এ পাপ নরকবাসে,

অনুতাপে হাহুতাশে আজি প্রাণ যায়!
নহি দগ্ধ কামানলে,
ক্ষুধায় জঠর জ্বলে,
বসেছি তোদের মুণ্ড খাইব আশায়,
ঢালিলে সাগরজল,
না নিবে এ তৃষানল.
বিনে তোর মা বোনের আঁখিনীর হায়!
জন্ম জন্ম যদি জ্বলি,
কুম্ভ পাকে পচি গলি,
সে তো শ্লাঘা! সে তো সুখ! স্বর্গ কেবা চায়!
সে বিষ্ঠ অমৃতসম,
সে নরক স্বর্গোপম,
রমণী আনন্দ নাচে তাহারি আশায়
'আয় তোরা আয়!'

২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১২২৯ সন
কলিকাতা

মৃত্যু-শয্যায়

১

মা!

এই বড় দুঃখ মনে রহিল আমার—
এই কাঙ্গালিনী বেশে,
এত কষ্টে এত ক্লেশে,
এই বিমলিন মুখ—এই অশ্রুধার,
দেখিয়া যাইতে হল জননী আমার!

২

দেখিয়া যাইতে হ'ল জননী তোমায়,
অন্নপূর্ণা উপবাসী,
আত্মগৃহে পরদাসী,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মর মর্ম্ম-বেদনায়,
দেখিয়া মরিতে হ'ল জননী তোমায় !

৩

উহুহু !
এখনো মুমূর্ষু রক্ত উঠে উছলিয়া,
শত পুত্রে অভাগিনী,
শত রাজ্যে ভিখারিণী,
স্মরিতে মুমূর্ষু প্রাণ উঠে হুঙ্কারিয়া,
বিকারে শিরায় রক্ত উঠিছে গর্জ্জিয়া !

৪

নিস্তব্ধ হৃদয়ে হয় আবার স্পন্দন,
মৃত্যু যেন দূরে যায়,
মৃত্যু যেন ভয় পায়,
ঈর্ষাদগ্ধ চিত্তের এ তীব্র উত্তেজন
থাকিতে মৃত্যুও প্রাণ করে না গ্রহণ

৫

নাহি শান্তি জননী রে এ মৃত্যুশয্যায়,
সুখ তুমি শান্তি তুমি,
স্বর্গ তুমি জন্মভূমি,
জননী ভগিনী জায়া তুমি সমুদায়,
মরণে সুখ মা কোথা তব দুর্দ্দশায় ?

৬

কুটীর নিবাসী আমি দরিদ্র ভিখারী,
জনমে পুরেনি আশা,
পাই নাই ভালবাসা
নাহি মোর পুত্র কন্যা ভাই বন্ধু নারী,
পথের কাঙ্গাল আমি দরিদ্র ভিখারী !

৭

তথাপি জনমভূমি আছিলে আমার,
ভার্য্যাসমা অতি প্রিয়,
মাতৃসমা অদ্বিতীয়,
পূজনীয় সমতুল্য পিতৃদেবতার,
স্নেহের পবিত্রমূর্ত্তি কন্যা করুণার।

৮

তোমাকেই প্রাণ ভরে' বাসিয়াছি ভাল,
তুমিই সকল ছিলে,
শান্তি দিলে সুখ দিলে,
তোমার সন্তান বলে' সুখে দিন গেল ;
তোমাকেই প্রাণ ভরে' বাসিয়াছি ভাল !

৯

যদিও—
প্রাণের গভীর এই ভক্তিপ্রেমস্নেহ,
সামান্য পল্লীতে বাস
করিয়াছি বারো মাস,
গোপনে বেসেছি ভাল নাহি জানে কেহ,
শতমুখে বাগ্মীবেশে,
বলি নাই দেশে দেশে,
তোমারে করেছি যত ভক্তিপ্রেমস্নেহ,
স্বদেশহিতৈষী বলি নাহি জানে কেহ।

১০

তবু মা তুমি তো জান হৃদয় আমার ?
এ প্রাণে যন্ত্রণা কত,
এ হৃদয়ে জ্বালা যত,
নিত্য যে তোমার তরে কত অশ্রুধার
ফেলিয়াছি, জান তা' তো জননী আমার ?

১১

কিন্তু মা এ বড় দুঃখ রহিল অন্তরে,
বৃথাই সে অশ্রুজল
বর্ষিয়াছি অবিরল,
যে তুমি সে তুমি আছ যুগযুগান্তরে,
হ'ল না সার্থক চক্ষু দেখি তোমারে !

১২

এক বিন্দু রক্ত এই অশ্রুর বদলে
যদি পারিত মা দিতে,
অভাগিনী তোর হিতে,
যে রক্ত পচিয়া গেল দাসত্ব-গরলে, —
হয়তো সার্থক চক্ষু হ'ত পুণ্যফলে !

১৩

থাক্, যাহা হয় নাই, হ'ল না এখন,
মরিতে বসিয়া আর,
বৃথা সে ভাবনা তার,
বৃথা এ মুমূর্ষু প্রাণে মোহের স্বপন,
এ জনমে এ জীবনে বৃথা আকিঞ্চন।

১৪

কিন্তু মা,
যদিও বাসনা মম হ'ল না সফল
তথাপি আশার নেত্রে,
জাতীয় মিলনক্ষেত্রে
দেখিতেছি ভবিষ্যৎ শক্তিমহাবল,
সজ্জিত করিছে তব প্রতিমা উজ্জ্বল !

১৫

পুনঃ যেন কোহিনূর করি আহরণ,
শত সূর্য্যরাগবিভা—
কিরীট গড়িছে কিবা
জননি তোমার শিরে করিতে অর্পণ ;
চমকি ত্রিলোক যেন করে নিরীক্ষণ !

১৬

আবার শোভিবে তুমি রাজরাজেশ্বরী,
আগেকার হস্তন্যস্ত
ম্লান অস্ত্র যে সমস্ত—
কলঙ্কিত শেল শূল অসি ভয়ঙ্করী,
মার্জ্জিত করিছে শত্রু-শোণিতে শঙ্করি !

১৭

মা !
এই বড় দুঃখ মনে রহিল আমার,
সে রূপ নয়ন ভরি
সম্রাজ্ঞী—ভুবনেশ্বরী—
দেখিতে নারিনু, দগ্ধ চিত্ত অভাগার,
'এম্প্রেস্ ইণ্ডিয়া' আজ কপালে আমার !

১৮

কেন না জন্মিনু আরো শতবর্ষ পরে,
তখন জন্মিবে যারা
কত পুণ্যবান্ তারা,
স্বর্গের দেবতা তারা মানবের ঘরে,
জন্মিবে ভবিষ্য বংশ তোমার উদরে !

১৯

যাই মা!
যদিও ব্যাকুল প্রাণ ব্যাধি-যন্ত্রণায়,
তোমার ভবিষ্য বেশ
করে চিত্তে মোহাবেশ,
মিশিব তোমারি বুকে তব মৃত্তিকায়,
ভয় কি, যাই মা তবে,—বিদায়! বিদায়!

৮ই শ্রাবণ, ১২৯০ সন
কলিকাতা

মদনের দিগ্বিজয়

১

একদা বসন্তে সায়াহ্ন-সময়,
অমর উদ্যানে তুলি ফুলচয়,
পরিছে খোঁপায় অনঙ্গরাণী,
হেনকালে তথা আসিল মদন,
দেখি রতিরাণী সলাজে তখন,
বসনে ঢাকিয়া বদনখানি।

২

কহে, "কেন হাতে ফুলধনু খান,
ফুলের তূণীরে দেখি ফুলবাণ,
কোথা যাও নাথ হেন সময়?"
চুম্বিয়ে রতির অধরকমল
কহে হেসে কামপুলকে পাগল,—
"চলেছি করিতে ভুবন জয়!"
শুনিয়া হাসিয়া গ্রীবা হেলাইয়া,

৩

বাম করতলে কাঁকালি ধরিয়া,
বদনে অঞ্চল হাসিছে রতি,

দ্বিতীয়ার চাঁদ হাসিতে জানে না,
পূর্ণিমার চাঁদে সে হাসি ফোটে না,
কুসুম-হইতে সুষমা অতি !

৪

দুলিতেছে কানে কর্ণিকার ফুল,
আবেশে অনঙ্গে করিছে আকুল,
কমলপলাশে নয়ন টানা !
জোস্‌নাতরল দেহমহিমায়,
কুসুমসৌরভ উছলিয়া যায়,
হলো না—হলো না !—হয়েছে !—না—না !

৫

একতানে করে কোকিল কূজন,
একতানে করে ভ্রমর গুঞ্জন,
বাজে একতানে বাঁশরী বীণা !
চতুরা রতির নয়নের বাণ,
বুঝিয়া সময় বিঁধিল পরাণ,
দেখ দেখি কাম বাঁচিবে কি না ।

৬

খসিল চাপের পাঁচ ফুলবাণ,
খসিল হাতের ফুলধনু খান,
আবেশে অবশ মদনরাজ ;
আবার হাসিয়া গ্রীবা হেলাইয়া,
কহে রতিরাণী করতালি দিয়া,
"ছি ছি ছি, প্রাণেশ মরি কি লাজ !
প্রিয়তম ! তব এই বীরপণা ?

আপনার বল আপনি জান না।
কেমনে করিবে ভুবন জয়?
তাই বলি নাথ যেও নাকো আর,
বাঁচিবে না নারী দিলে আঁখি ধার,
এ কাজ প্রাণেশ তোমার নয়।"

১২৮৫-৮৬ সন
জয়দেবপুর, ঢাকা

সতিনী

একদিন খেয়েদেয়ে,
প্রেয়সীর আগে গিয়ে,
কোলের বালিস নিয়ে ফিরে শুয়ে রয়েছি।
ঘুমেতে অবশ প্রাণ,
আগেকার নাহি জ্ঞান,
জানি না কেমনে জানি দিশাহারা হয়েছি।
তাহার ক্ষণেক পরে,
প্রিয়তমা গিয়ে ঘরে,
কোলের বালিস রাগে টেনে দিল ফেলিয়া,
হেলাইয়া গ্রীবাদেশ,
এলাইয়া কালো কেশ,
জ্বলন্ত প্রদীপশিখা দেখি চোখ মেলিয়া!
দাঁতে কেটে লাল ঠোঁট,
প্রেয়সী করিছে চোট,
সুনীল নয়ন দুটি রাঙা রাঙ্গা করিয়া,
নীল সরসীর জলে,
নবনীল উপতলে,
তরুণ অরুণরাগ পঙ্কে যেন গড়িয়া!

অঞ্চল চঞ্চল হয়ে,
কাঁপিতেছে র'য়ে র'য়ে,
ভয়ে না এগোয় কাছে আছে পিছে সরিয়া,
প্রেয়সীর রাগে রাগে,
সকলের আগেভাগে,
কপোলে গোলাপ ফুল পড়িতেছে ঝরিয়া !
সাহসে বাঁধিয়া বুক,
চাহিয়া প্রিয়ার মুখ,
কহিলাম কি হয়েছে ? কহিল সে মানিনী—
প্রবাসে যখন থাক'
ওরেই ত বুকে রাখ'
ও-ই ত আমার পোড়া কালামুখী সতিনী !

১২৮৫-৮৬ সন
জয়দেবপুর, ঢাকা

তিনটি

একটি বছর বার' একটি উপরে আর'
একটি তাহারো গাঢ় সুধা-সুরসাল,
একটি কমলে মাপা, একটি সে দুধে চাঁপা,
একটি সুঁদীর ফুলে নীলিমা মিশাল !
ছোট্টটি গোলাপজাম, মেজো কাঁচামিঠা আম,
বড়টি সে আষাঢ়ের যেন কচি তাল,
দাঁড়াইয়া মুখামুখি, করিতেছে যোঝাযুঝী,
কে কাহার চেয়ে কত সুন্দর বিশাল !
সিলেট পুস্তক হাতে, আঁচল উড়িছে বাতে,
সুন্দর খেলিছে পিঠে কালকেশজাল,
মুচকি মুচকি হাসে, সুধার জোয়ারে ভাসে,
ফুলিয়া ফুলিয়া যেন মাখনের গাল !

সবাই খেয়েছে পান, মুখে রাঙ্গা অভিমান,
সবাই মেলিয়া নিজ অধর-প্রবাল,
মিলাইয়া জিবে জিবে—মধুর ভঙ্গিমা কিবে—
নতচ'খে চেয়ে দেখে কার বেশি লাল।

২২শে আষাঢ়, ১৩০২ সন
কলিকাতা

সরলা

১

ও সরলা! এ বাজনা শিখেছিস্ কই?
ও হার্ম্মোনিয়মে তোর,
প্রাণ বেজে ওঠে মোর,
আমি যে লো একেবারে দিশাহারা হই!
অচল ধমনী শিরা,
পুনঃ যেন চলে ফিরা,
আঙ্গুলের টিপে টিপে নেচে ওঠে অই!
ও সরলা! এ বাজনা শিখেছিস্ কই!

২

ও সরলা! এ বাজনা শিখেছিস্ কই?
ও কমল-পদাঘাতে,
যেন লো উহারি সাথে,
আমারো বুকের শ্বাস বহে প্রাণসই।
আমারো হিয়ার মাঝে,
তেমনি মধুরে বাজে,
সেই তাল সেই মান রাগিণী একই।
ও সরলা! এ বাজনা শিখেছিস্ কই?

৩

ও সরলা ! এ বাজনা শিখেছিস কই ?
কোথা রে সরলাবালা,
শিখেছিস্ এ বেহালা,
অমিয়া উছলে প্রাণে মধুর বড়ই,
টানে টানে উঠে হিয়া,
সধমনী শিহরিয়া,
আমি যে লো দুই হাতে বুক চেপে রই ।
ও সরলা । এ বাজনা শিখেছিস কই ?

ও সরলা ! এ বাজনা শিখেছিস কই ?
নীচে দিয়া বাম বাহু,
সাপটি ধরিয়া রাহু,
সোনামুখে চাঁদমুখে হাসিস কতই !
ফুলের আঙ্গুলে টিপে,
ধরেছিস গলা চিপে,
নাকে মুখে সুধা বুঝি বের হয় অই ।
ও সরলা ! এ বাজনা শিখেছিস কই ?

৫

ও সরলা ! এ বাজনা শিখেছিস কই ?
নাহিক সকাল সাঁঝ,
নাহি আর কোন কাজ,
পেঁপোঁ আর পেঁন্‌পেঁন্ সারাটা দিনই ।
আমি তাই ভালবাসি,
নিতিই দেখিতে আসি,
তেতলার ঘরে গিয়ে চুপি দিয়ে রই ।
ও সরলা । এ বাজনা শিখেছিস্ কই ?

৬

ও সরলা! এ বাজনা শিখেছিস কই?
মিলাইয়া সুরতান,
গাস কি মধুর গান,
আমাতে থাকি না আমি, আমি যেন নই!
গোলাপের ও অধরে,
যেন মধু উছলে পড়ে,
মনে লয় কাছে গিয়ে হাত পেতে লই।
ও সরলা! এ বাজনা শিখেছিস কই?

৭

ও সরলা! এ বাজনা শিখেছিস কই?
তোরি লো মোহন সুরে,
রবিশশীতারা ঘুরে,
অমল কিরণ ফুটে নভ নীলে অই।
তোরি লো ধ্রুপদ তাল
বাজায় জলদ জাল,
অচলে নির্ঝর নাচে—জল থই থই।
ও সরলা! এ বাজনা শিখেছিস কই?

৮

ও সরলা! এ বাজনা শিখেছিস কই?
তুই কিলো বীণাপাণি,
তুই কি রাগিণীরাণী,
গীতগড়া দেহখানি যেন গীত বই।
নয়নে দীপক জ্বলে,
মেঘ খেলে কেশদলে,
বসন্তবাহার তোর বুক-ভরা অই!
ও সরলা! এ বাজনা শিখেছিস কই?

৭

ও সরলা ! এ বাজনা শিখেছিস কই ?
তোর ও মোহন স্বরে,
পদাঘাতে ভেঙ্গেচুরে,
প্রাণমন যায় উড়ে' ওলো প্রাণসই !
আয় তোরে বুকে ভরি,
সে ক্ষতি পূরণ করি,
আয় দেখি সোনামুখি ! আয় কোলে লই !
ও সরলা ! এ বাজনা শিখেছিস কই ?

৪ঠা আশ্বিন, ১৩০২ সন
কলিকাতা

চন্দনতরুতলে

দাঁড়ায়ে চন্দনলতা, চন্দনচর্চ্চিত যথা
শরতের চারুচন্দ্র হাসে কুতূহলে,
উজ্জলিয়া উপবন, উজলি কুসুমগণ,
চন্দনী চান্দনী তার চৌদিকে উছলে !
চুম্বনে চন্দনরস, পড়ে বুঝি টস্ টস্,
রাঙ্গা চন্দনের বীচি অধরকমলে !
সুন্দর বরণ তার, সুপীত চন্দনসার,
শরীরে চন্দনগন্ধ বহে পরিমলে,
উন্নত বিশাল স্তনে, শ্বেতচন্দনের বনে,
মদন করিছে বাস মলয় অচলে !
সে কৃষ্ণ-চন্দনচুলে, সে গুরু নিতম্বমূলে
ঝরিছে চন্দনফুল মৃদু বায়ুবলে,
হৃদয় নন্দনে জানি, কেবা এ চন্দনরাণী,
বসন্তে বন্দনা আজ করে কুতূহলে !

এক পাশে আছে যুবা, তারি যেন স্নেহে ডুবা,
অর্পিয়া চন্দনপ্রেম ও পদকমলে,
চন্দনতরুতলে।

১৭ই ভাদ্র, ১২৯৮ সন
শেরপুর, ময়মনসিংহ

তারে আসিতে বৈল

পথেঘাটে একা একা, কত যে পেতাম দেখা,
একটি লোকের সই বহুদিন হৈল,
তারি মত নাকমুখ. চখে জল একটুক,
কে আজ আমার পানে চাহিয়ে রৈল ?
সে কিগো আমার কাছে, চে'তে কিছু আসিয়াছে,
কেমনে বুঝিব সে ত বলে না সৈ ল !
আমি ত পারি না আর, না দিয়ে সে ভিক্ষা তার,
সায়াহ্নে কদমতলে আসিতে বৈল!

১৫ই মাঘ, ১২৯৫ সন
জয়দেবপুর, ঢাকা

দুটি বুল্‌বুল্‌

১

এক ডালে বসে আছে দুটি বুল্‌বুল্‌,
পশ্চিমে ডুবিছে রবি,
রাঙ্গা শামগ্রাম ছবি,
লোহিতচন্দনে মাখা মনে হয় ভুল,
কিম্বা যথা দেবদোলে,
রত্নসিংহাসনকোলে,
আরক্ত আবিরে মাখা বরণ হিঙ্গুল!
এক ডালে বসে' ডাকে দুটি বুল্‌বুল্‌!

২

এক ডালে বসে আছে দুটি বুল্‌বুল্‌!
সন্ধ্যার শ্যামল ছায়া,
তরুলতা শ্যামকায়া,
শ্যামবনে ফুটিয়াছে চারিদিকে ফুল!
কি সুন্দর শ্যামলতা,
মনে জাগে কত কথা,
মলয় অনিলে হেলে মঞ্জরী মুকুল।
এক ডালে বসে' আছে দুটি বুল্‌বুল্‌!

৩

এক ডালে বসে আছে দুটি বুল্‌বুল্‌
চারিদিকে আম জাম,
কত কি জানি না নাম,
কদম্ব কমলা কলা কাঁটাল তেঁতুল!
বাঁশ খেত—কাঁটাবন,
নিবিড় 'বৈঞ্চর', 'মন'
শোভিতেছে, 'শিলাদহ' শ্যাম উপকূল!
এক ডালে বসে' আছে দুটি বুল্‌বুল্‌!

৪

এক ডালে বসে আছে দুটি বুল্‌বুল্‌।
সুনীল আকাশ গায়,
লাল মেঘ ভেসে যায়,
বিয়াবাড়ী নায়রীর রঞ্জিত দুকূল!
কালো মেঘ তার পাশে,
হঠাৎ ছুটিয়া আসে,
সে রাঙ্গা আঁচলে উড়ে এলোমেলো চুল!
এক ডালে বসে আছে দুটি বুল্‌বুল্‌!

৫

এক ডালে বসে আছে দুটি বুল্‌বুল্‌!
নেমেছে স্বর্গের রথ,
গাঁথা মণি মরকত
শোভে দুটি "গারো হিল" শিখর অতুল।
যেন কাম যেন রতি,
আসিয়াছে জায়াপতি,
ধরণীর বুকে তাই স্তন ঘনস্থূল!
এক ডালে বসে আছে দুটি বুল্‌বুল্‌।

৬

এক ডালে বসে ডাকে দুটি বুল্‌বুল্‌।
ওদিকে বহিছে শেরী,
ঘাটে ঘাটে করে দেরি,
আঁচল টানিয়া নেয়—কারো নেয় কুল,
ভাসে পদ্ম-অন্তরীপ,
প্রেমের গোলাপদ্বীপ।
পরে কি ভুলিবে? নারী আপনি আকুল!
এক ডালে বসে ডাকে দুটি বুল্‌বুল্‌!

৭

এক ডালে বসে ডাকে দুটি বুল্‌বুল্‌।
অদূরে উদ্যান মম*,
ত্রিদিব নন্দন সম,
শোভে সরোবরতীরে অশোক বকুল,
যবনযুবতী জলে,
গা ধুইছে কুতূহলে,
মৈনাক মগন-গিরি মনে হয় ভুল!
এক ডালে বসে ডাকে দুটি বুল্‌বুল্‌!

---

* শীতলপুর বাগানবাটী

৮

এক ডালে বসে ডাকে দুটি বুল্‌বুল্‌!
এ চাহে উহার পানে ;
নয়নের টানে টানে
সৃষ্টির ছিঁড়িয়া আনে আগাগোড়া মূল,
যেখানে অতীত গেছে,
পলে পলে পেঁচে পেঁচে,
সেখানে ছুঁয়েছে সেই অসীম অকূল !
এক ডালে বসে ডাকে দুটি বুল্‌বুল্‌ !

৯

এক ডালে বসে ডাকে দুটি বুল্‌বুল্‌ !
কি যে সে প্রেমের কথা,
কিবা মধুমাদকতা,
মুগধ গাছের পাতা, মুগধ শার্দ্দূল,
মুরছিয়া রবি পড়ে,
ও অস্তশিখর পরে,
জগতে উহার নাকি নাহি সমতুল ?
এক ডালে বসে ডাকে দুটি বুল্‌বুল্‌ !

১০

এক ডালে বসে ডাকে দুটি বুল্‌বুল্‌,
লাগাইয়া গায় গায়,
এ উহার চুমা খায়,
আমার দেখিতে কেন বুকে বিঁধে শূল ?
হায় রে নারীর ঠোঁটে,
বিষ কি অমৃত ওঠে,
হয়েছে অনেক দিন, আজি তাই ভুল !
এক ডালে বসে ডাকে দুটি বুল্‌বুল্‌ !

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৮ সন
শেরপুর, ময়মনসিংহ

বালিকার প্রেম

কাচের বাসন দিয়ে বালিকার হাতে,
পীরিতি করিতে যাও তবে তার সাথে!
খেলার পুতুল মত,
ভাঙ্গেচোরে অবিরত,
হৃদয় ফাটিয়া যায় দারুণ আঘাতে!
দয়া মায়া সব ভুলি,
বিনাশিয়ে পাখীগুলি
নিঠুর বালক সুখী দেখেছ সাক্ষাতে!
পরের প্রাণের দুখ,
বোঝেনাকো একটুক;
তেমনি চপলা বালা সুখী আপনাতে!
প্রলয়ে নাশুক সৃষ্টি,
তবু না করিবে দৃষ্টি,
চপলা বালার কিবা আসে যায় তা'তে?

১২৮৫-৮৬ সন
জয়দেবপুর, ঢাকা

ফুল

১

কি সুন্দর ফুল!
নূতন বসন্তে ভেসে, কোথা হ'তে কোথা এসে,
কোথায় চলেছে হায় বায়ু অনুকূল;
কত শত শিরা দিয়া,
কত প্রাণে প্রবাহিয়া,
কত হৃদয়ের রক্ত করিছে আকুল!
কি সুন্দর ফুল!

২

কি সুন্দর ফুল !
কি জানি সৌরভ মাখা, কি অমৃত প্রাণে ঢাকা,
কি এক আনন্দ মোহ অসীম অতুল ;
তাহার গায়ের হাওয়া,
বহুভাগ্যে যায় পাওয়া,
দেবতা প্রসন্ন হলে, বিধি অনুকূল !
কি সুন্দর ফুল !

৩

কি সুন্দর ফুল !
সে যখন পুবে ফুটে, চরণে তপন লুঠে,
রবি যেন রাঙা, তারি মেখে পদধূল !
তাহারি রূপের ভাতি,
জ্বলে অই সারারাতি,
চিলাইর সাদা জলে শশীতারাকুল !
কি সুন্দর ফুল !

৪

কি সুন্দর ফুল !
কদম্ব ফুটেছে বুকে, শ্বেতপদ্ম শশিমুখে,
ফুটেছে অপরাজিতা কালোনীল চুল,
কে জানে সে কারে তোষে,
চুম্বনে কে মধু শোষে,
কে জানে ভ্রমরে কোন্ করেছে আকুল !
কি সুন্দর ফুল !

৫

কি সুন্দর ফুল !
নবীন যৌবন গায়, বান ডাকিয়াছে হায়,
নিবিড় নিতম্ব কিবা পীনঘনস্থূল,

দেখিয়াছি খেলাইতে,
এক পায় লাফাইতে,
দলমল থলথল দুকূল দুকূল !
কি সুন্দর ফুল !

৬

কি সুন্দর ফুল !
সে যখন চলে যায় বাতাস বিনাও হায়,
মনে লয় ভেঙে পড়ে ক্ষীণ কটিমূল,
বিশাল বুকের ভারে,
যেন সে চলিতে নারে,
বিধাতা গড়িতে তারে করিয়াছে ভুল !
কি সুন্দর ফুল !

৭

কি সুন্দর ফুল !
যখন সে কাছে আসে, অমৃত আতরে হাসে,
আমারে হারাই আমি অধীর আকুল,
মনে করি সোজাসুজি,
স্বীকার করে না বুঝি,
কয়েদ করিলে কোলে হইবে কবুল !
কি সুন্দর ফুল !

১১ই আশ্বিন, ১৩০২ সন
কলিকাতা

দেখিলে তারে

মুখে ত সরে না কথা, কি জড়তা মাদকতা,
রসনা অবশ যেন হয় একেবারে,
শুকাইয়া যায় মুখ,
থরথর কাঁপে বুক,
কি জানি তড়িৎ এক পশে গিয়া হাড়ে !

এগুতে নাহিক পারি ;
পিছনে সরিতে নারি,
চরণে শিকল দিয়া কে বাঁধে আমারে ?
যে দিকে যে দিকে চাই,
কিছু না দেখিতে পাই,
দিবসে তারকা দেখি ঘোর অন্ধকারে !
বড়ই বিষম জ্বালা,
কানে এসে লাগে তালা,
হাজার ডাকিলে নাহি পাই শুনিবারে,
কি আর বলিব তোরে,
ব্রহ্মাণ্ড মাথায় ঘোরে,
সহস্র সাগর যেন গর্জ্জে চারিধারে !
কি জানি কি বিষে বিষে,
আগুনের শীষে শীষে,
কি গিয়ে শোণিতে মিশে কহিব তা কারে,
কি ভীষণ দুপ্‌দাপ,
কুদে' কুদে' মারে লাফ্‌,
বুক ভাঙে ধমনীর আছাড়ে আছাড়ে !
ও ছুঁড়ী কি ডাইন তবে,
পিশাচী পেত্নী হবে,
অথবা স্বর্গের পরী মানবী আকারে,
কিম্বা কোন ব্রহ্মদৈত্যি,
বল্‌ তোরা বল্‌ সত্যি,
ও যে রে আমার ভাই চাপিয়াছে ঘাড়ে !

২২শে শ্রাবণ, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

বুঝিতে নাহি চায়

১

সে যে বুঝিয়ে বুঝিতে নাহি চায় !
সে ত বোঝে স্বর্গমর্ত্ত্য,
সৃষ্টির নিগূঢ় অর্থ,
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড বোঝে আঁখি-ইশারায় ;
কত ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতম,
তা হ'তে হৃৎপিণ্ড মম,
তুলিয়া দিয়াছি তার পায় ,
সে যে বুঝিয়ে বুঝিতে নাহি চায় !

২

সে যে বুঝিয়ে বুঝিতে নাহি চায় ।
সে ত বোঝে মহাঝড়ে,
পর্ব্বত ভাঙিয়া পড়ে,
পৃথিবী আছাড়ে যদি গ্রহতারকায় ;
কত ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতম,
তা হ'তে নিঃশ্বাস মম,
ফেলি যে নিশীথে নিরাশায়,
সে যে বুঝিয়ে বুঝিতে নাহি চায় !

৩

সে যে বুঝিয়ে বুঝিতে নাহি চায় !
সে ত বোঝে মহোদধি,
প্রলয়ে উথলে যদি,
বিপুল বিশাল বিশ্ব গ্রাসে সমুদায় ;
কত ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতম
তার চেয়ে অশ্রু মম,
উপাধানে শুকাইয়া যায়,
সে যে বুঝিয়ে বুঝিতে নাহি চায় !

৪

সে যে বুঝিয়ে বুঝিতে নাহি চায় !
সে বোঝে ভৈরব রবে,
মেঘ গরজিলে নভে,
কাঁপিলে বাসুকি নাগ—পৃথিবী মাথায় ;
কত ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতম,
তা হতে ক্রন্দন মম,
নীরবে করি যে হায় হায়,
সে যে বুঝিয়ে বুঝিতে নাহি চায় !

৫

সে যে বুঝিয়ে বুঝিতে নাহি চায় ;
ব্রহ্মাণ্ডে তাহার কাছে,
কি বল অজ্ঞেয় আছে,
বিজ্ঞান দর্শন কাব্য বোঝে সমুদায় ,
কত ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতম,
তাব কাছে প্রাণ মম,
একটা অক্ষর ভাঙা প্রায়,
সে যে বুঝিয়ে বুঝিতে নাহি চায় !

৬

সে যে বুঝিয়ে বুঝিতে নাহি চায় !
কি শুষ্ক আকাঙ্ক্ষা শুধু,
মরুভূমে করে ধূ ধূ,—
বোঝে সে ত—নিদাঘের তপ্ত বালুকায় ;
কত ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতম,
তা হ'তে পিপাসা মম,
একটি চুম্বনে নিবে যায়,
সে যে বুঝিয়ে বুঝিতে নাহি চায় !

৭

সে যে বুঝিয়ে বুঝিতে নাহি চায় !
সে বোঝে আমারে ছাড়া,
আর আর আছে যারা,
কি চেতন অচেতন—কে কি তারা চায়,
কেবল আমার বেলা,
করে ঘৃণা অবহেলা,
কি দোষ করেছি তার পায়,
সে যে বুঝিয়ে বুঝিতে নাহি চায়।

২৬শে শ্রাবণ, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

সে করেছে রাগ

১

সে করেছে রাগ,
নহে কি কখন হয়, হেন বর্ণ-বিনিময়,
সে নীল নয়ন রাঙ্গা, ঠোঁটে নীল দাগ ?
না ডাকিতে পাছে পাছে, সে ত আগে আসিয়াছে,
কেন যে ডেকেছি বলে' করিত সোহাগ,
আজ যদি শত ডাকি, শোনে না সে কাছে থাকি,
কি জানি কি অপরাধে সে করেছে রাগ !
দিনেরেতে কত যারে, দেখিয়াছি বারে বারে,
কত ছলে দেখাইত কত অনুরাগ,
আজ তারে মরি খুঁজে' সে ত যায় চোখ বুজে,'
সারাদিনে একবার নাহি পাই লাগ !

আমি গেলে পূবদিক, সে যায় পশ্চিমে ঠিক,
এমনি বিরক্ত আজ, এমনি বিরাগ,
আমি চে'লে দিবা আলো, সে চাহে রজনী কালো,
পৃথিবীটা মোর সাথে ক'রে নিছে ভাগ !

২৯শে শ্রাবণ, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

সে বুঝেছে ভুল

১

আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল !
ও নহে নয়ন রাঙ্গা,
নূতন আঁধার-ভাঙা
সে বুঝি দেখেছে ফোটা নীল শুঁদী ফুল ।
আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল ।

২

আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল ।
ও নহে অধর মম,
নীলাক্ত প্রবাল সম
সে দেখেছে নিসিন্দার নবীন মুকুল !
আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল !

৩

আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল !
সে বুঝি দেখেছে হায়,
নীল মেঘ উড়ে' যায়,
সে ত গো দেখেনি মোর খোঁপাখোলা চুল !
আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল !

৪

আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল !
আমি গেছি তার কাছে,
তাও ভুল বুঝিয়াছে,
উড়ায়ে গিয়াছে উষা কনক দুকূল !
আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল !

৫

আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল !
আমি ত বিরহবাণে,
তাহারে মারিনি প্রাণে,
অতনু তাহারে বুঝি মারিয়াছে ফুল !
আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল !

৩০শে শ্রাবণ, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

খামাখা

খামাখা সে ভালবাসে, আমি কি বাসিতে কই ?
আমি ত চাহি না নিতে,
সেধে আসে প্রাণ দিতে,
প্রেমের প্রাণের তার আমি ত কাঙ্গাল নই !
চেয়ে থাকে শুধু শুধু,
চ'খে জলে মরু ধূ ধূ,
পাছে বা শুষিয়া নেয়, ভয়ে আঁখি মুদে' রই !
জগতে আমার মত,
রমণী ত আছে কত,
কেহ কি রূপসী নহে, আমিই রূপসী হই ?

বাতাসে মাখিয়ে হায়,
সে ত প্রেম দিয়ে যায়,
কি দিয়ে ছাকিয়ে, বুকে শোয়াস টানিয়া লই !
পড়েছি বিষম পেঁচে,
স্বপনে কি আয়ো দেছে,
প্রাণে যে লাগিল দাগ, কি দিয়ে মুছিব সই ?
কবি কহে লো সরলে,
যাবে না এ অশ্রুজলে,
বদলিয়া নেও প্রাণ, চারা নাহি ইহা বই !

৪ঠা ভাদ্র, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

বালিকার খেলা

১

আয় লো খেলাই,
অই যে গগন গায়, শরতের মেঘ বায়,
আয় লো ওদের সনে ভেসে ভেসে যাই,
উজ্জল শশাঙ্ক রবি, গ্রহ উপগ্রহ সবি,
আয় লো ওদেরি মত ফুঁ দিয়ে নিবাই !
আয় আয় সহচরী, আয় ইন্দ্রধনু ধরি,
আমরাও বনে বনে ময়ূরে নাচাই,
হানিয়া আঁখির ঠার, গিরি করি চুরমার,
করতালি দিয়া দিয়া ছুটিয়া পলাই !
শুষ্ককণ্ঠে পিছে পিছে, চাতক ডাকিবে নীচি,
আমরা সেদিকে নাহি ফিরে চাব ভাই !
আয় লো খেলাই !

২

আয় লো খেলাই !
আয় মোরা প্রতিজনা, হইগে বালুর কণা,
নিদাঘ তপন তাপে মরুভূমে যাই
এ চারু মোহন বেশে, এ রাঙ্গা অধরে হেসে,
মরণের মরীচিকা আয় লো সাজাই !
আশায় হইয়ে ভ্রান্ত, ছুটিয়ে আসিবে পান্থ,
দিব লো অনলকোল পাতিয়ে সবাই,
নির্জ্জল শোণিতবক্ষে, সে নির্জ্জল অশ্রুচক্ষে,
এমন নির্জ্জল মৃত্যু কোন দেশে নাই !
আয় লো খেলাই !

৩

আয় লো খেলাই !
আয় লো সবে ও বালিকা, হইগে অনল শিখা,
রজনীর অন্ধকারে জগৎ হাসাই,
কত যে পতঙ্গ পোকা, নাহি তার লেখাজোখা,
আমাদের বুকে এসে পুড়ে হবে ছাই !
আয় লো খেলাই !

৪

আয় লো খেলাই !
আয় লো বাড়বানলে, আয় সবে কুতুহলে,
সাগর সলিলবুক আয় লো পোড়াই,
আয় লো তরঙ্গভঙ্গে, পদাঘাতে মহারঙ্গে,
ভাঙিয়া তাহার বুক লাফাইয়া যাই !
আছাড়ি অর্ণবযান, ভেঙে করি শতখান,
অনন্ত আরোহী তার অতলে ডুবাই,
চাঁদের কিরণ মেখে, আয় যাই বান ডেকে,
শত জনপদ গ্রাম গিলে গিলে খাই !

আয় হাসি অট্টহাসি, ফেনিল মরণরাশি,
গভীর কল্লোলে সেই জয়গীত গাই,
আয় লো খেলাই।

৫

আয় লো খেলাই।
জ্বালায়ে রূপের মণি, আয় লো হইব ফণী,
দংশিব তাহারি বুকে যাবে কাছে পাই,
ছুঁইলে অধরপুটে, এ বিষ মস্তকে উঠে
কোথায় বাঁধিবে তাগা জা'গা তার নাই।
আয় লো খেলাই!

৭ই ভাদ্র, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

অপূর্ণ অধ্যায়

একটু পেনের খোঁচা, কাটা লেখা—কালী মোছা,
কি লিখিতে চেয়েছিল বোঝা নাহি যায়,
দোয়াতের যত কালী, সমস্ত তাহাতে ঢালি,
চপলা বালিকা গেছে পলাইয়া হায়!
জীবনের বান্ধা খাতা, আসল প্রাণের পাতা,
এটারে যে মাঝ থেকে ছিঁড়ে ফেলা দায়,
অথচ রহিল মাঝে, লাগিবে না কোন কাজে,
ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এক অপূর্ণ অধ্যায়!

১০ই ভাদ্র, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

সর্‌ সর্‌ সর্‌

১

সর্‌ সর্‌ সর্‌ !
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড জুড়ি, তুই কি থাকিবি ছুঁড়ী,
দিবি না আমারে স্থান—তিল অবসর,
কোথা কি পাব না খালি, এক কণা ধূলাবালি,
রাখিতে জ্বলন্ত প্রাণ তাহার উপর ?
সর্‌ সর্‌ সর্‌ !

২

সর্‌ সর্‌ সর্‌ !
তোরি লো নিঃশ্বাসে লু', তপ্ত মরণের ফুঁ,
পরাণে পরিল ফোস্কা মহা ভয়ঙ্কর,
একটু সরিয়ে দাঁড়া, আসুক্‌ লো তোরে ছাড়া,
লইয়া মলয়ানিল, শীতল শীকর,
সর্‌ সর্‌ সর্‌ !

৩

সর্‌ সর্‌ সর্‌ !
দাঁড়াবে আঁধার ছেড়ে, জোস্না আসিতে দে রে,
পরাণে ঢালুক সুধা পূর্ণ সুধাকর,
তুই যে—তুই যে বালা, কালান্তক মহাজ্বালা,
প্রতি রোমকূপে তোর সহস্র ভাস্কর !
সর্‌ সর্‌ সর্‌ !

৪

সর্‌ সর্‌ সর্‌ !
তুই ছুঁড়ী এক বিন্দু. ব্যাপিলি বিশাল সিন্ধু,
তোরে কি কুলায় না! লো সাতটা সাগর ?

পাইলে শিশিরকণা, ঘোচে মোর এ যন্ত্রণা,
তাহাও কি দিতে তুই কুণ্ঠিত কাতর ?
সর্ সর্ সর্ !

৫
সর্ সর্ সর্ !
মোর সনে কি যে আড়ি, কিছুই বুঝিতে নারি,
আছে ত জগতে আরো কত নারীনর,
তাদেরে কি দিস্ ঠেলে, ব্রহ্মাণ্ড হইতে ফেলে,
তারা কি আপন তোর আমিই কি পর ?
সর্ সর্ সর্ !

৬
সর্ সর্ সর্ !
মর ছুঁড়ী লক্ষ্মীছাড়া, একটু সরিয়ে দাঁড়া,
কোথায় রাখিব প্রাণ কিসের উপর ?
তুই যে বামন সম, আবৃত করিলি মম
ও ক্ষুদ্র চরণতলে বিশ্বচরাচর !
সর্ সর্ সর্ !

১১ই ভাদ্র, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

ফিরে যাই

ফিরে যাই, ফিরে যাই।
দরিদ্র ভিখারী বেশে, ঘুরিলাম কত দেশে,
কোথাও করুণা নাই, কোথাও করুণা নাই,
ফিরে যাই, ফিরে যাই !

জুড়াইতে দগ্ধবুক, মুছাইতে অশ্রুমুখ,
কারে না খুঁজিয়া পাই, কারে না খুঁজিয়া পাই ;
ফিরে যাই, ফিরে যাই !
প্রাণের এ হাহাকার, কেহ না শুনিল আর,
আর না শুনাতে চাই, আর না শুনাতে চাই ;
ফিরে যাই, ফিরে যাই !
লোহায় মানুষ গড়া, ভিতরে পাথর ভরা,
আগে ত জানিনে ছাই, আগে ত জানিনে ছাই ;
ফিরে যাই, ফিরে যাই !
পথ ভুলে' আসিয়াছি, কিছুই নাহিক যাচি,
কর' না মলিন মুখ, কাজ নাই, কাজ নাই ;
ফিরে যাই, ফিরে যাই !

১৫ই ভাদ্র, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

ফুলরেণু

কিমপ্যস্তি স্বভাবেন সুন্দরং বাপ্যসুন্দরং ।
যদেব রোচতে যস্মৈ ভবেত্তত্তস্য সুন্দরং ॥
[হিতোপদেশ]

বালিকা

ওঠেনি এখনো রবি ফোটেনি কিরণ,
সাদা সাদা ছায়াময় জ্যোতি সুকোমল,
হাসিমাখা আধ স্বপ্ন আধ জাগরণ,
উজলি উঠিছে যেন নীল নভতল।

জাগে জাগে হইয়াছে বন-উপবন,
পবনে বহিছে ধীরে নব পরিমল,
বালিকার দেহে ছিল ঘুমায়ে যৌবন,
এখনি খুলিবে যেন নয়ন-কমল ?

সোনার শৈশবস্বপ্ন করে পলায়ন,
চুপে চুপে লাজভয়ে তারকার মত,
বালিকা রূপের উষা করে আগমন,
পশ্চাতে লইয়া যেন স্বর্গ শত শত।

হৃদয়ে সুমেরু-শিশু জাগিতেছে কিবা,
অই বুঝি ভোর হয় ত্রিদিবের দিবা !

৩রা ভাদ্র, ১২৯৬
শীতলপুর বাগানবাটী, শেরপুর, ময়মনসিংহ

যুবতী

কত যে সৌন্দর্য্যরাশি লয়ে জগদীশ,
সরলা রচিলা তোরে বুঝিতে না পারি,
না নড়ে আঁখির পাতা, না পড়ে নিমিষ,
নয়নে উছলে রূপ নহে অশ্রুবারি !

কত পূর্ব্বজন্মপুণ্য, কত পুণ্যফল,
কত পূজা কত অর্ঘ্য কত আত্মদান,
কত যে দেবত্বে দিলা মেখে পদতল,
চরণের রক্তকণা করিয়া নির্ম্মাণ !

রচিয়া সকল অঙ্গ তবু না ফুরায়,
সে নব রূপের রাশি শোভা অতুলন,
আনন্দ-অমৃতমাখা শত পূর্ণিমায়
শত পরিমলপূর্ণ কৌমুদীকিরণ !

স্তূপীকৃত সে লাবণ্য রহিয়াছে বেশী,
উন্নত বিশাল স্তন—গায় ঠেসাঠেসি !

২৬শে শ্রাবণ, ১২৯৬ সন
শীতলপুর বাগানবাটী, শেরপুর
ময়মনসিংহ

প্রৌঢ়া

থামিয়াছে পূর্ণিমার বাড়ন্ত জোয়ার,
পায় পায় চুপে চুপে চলে যায় জল,
যুবতীর ভরা গাঙ্গে তেজ নাই আর,
সারেক সুষমা যেন শিথিল সকল !

নাহি একাকার ভাব পূর্ণতা প্লাবন,
জাগিয়া উঠিছে অস্থি শিরা উপশিরা,
কুটিল কঠিন তার আছিল যে মন,
দেখা যায় পেঁচগোঁচ বাঁধাছাঁদা গিরা !

গিয়াছে গোলাপী গালে চুপ্‌সিয়া চুম্বন,
বিনোদ বদনে হাসি বাসি বেলফুল,
ধনুটি ফেলায়ে গেছে পলায়ে মদন,
আর ও আঁখির ঠারে কার হয় ভুল ?
যৌবন-অগস্ত্য গেছে করিয়া কৌশল,
নুইয়া রয়েছে বুকে তাই বিন্ধ্যাচল !

২৮শে শ্রাবণ, ১২৯৬ সন
শীতলপুর বাগানবাটী, শেরপুর
ময়মনসিংহ

বৃদ্ধা

শীতে যথা শোভাহীন বন উপবন,
ঝরে' পড়ে ফুলপাতা, খাড়া থাকে ডাল,
জরায় পড়েছে ঝরে' লাবণ্য তেমন,
শুকায়ে রয়েছে শুধু প্রেমের কঙ্কাল !
থামিয়াছে কোকিলের সুকোমল ধ্বনি,
শোনা যায় শুধু যেন প্রহরে প্রহরে,
ত্রাসিত করিয়া ঘোর স্তবধ রজনী,
কাতরে কুররকণ্ঠ হাহাকার করে !
এ যেন সে যেন নয়, এ যে শুধু কথা,
এ যে ঘৃষ্ট পিষ্ট পুষ্প—নহে পরিমল,
সে ছিল উল্লাস হর্ষ—এ যে শুধু ব্যথা,
সে যে চুম্ব আলিঙ্গন, এ যে অশ্রুজল !
সে ছিল গৌরবে উচ্চ গিরিপরাক্রম,
এ যে বিদলিতবক্ষ গলিত কন্দঃ !

৫ই ভাদ্র, ১২৯৬ সন
শীতলপুর বাগানবাটী, শেরপুর
ময়মনসিংহ

আমার ঈশ্বর

ক্ষুদ্র প্রাণ ক্ষুদ্র মন ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়া,
কত চিন্তা করিয়াছি কত অন্বেষণ,
কত ভাবিয়াছি তারে বিরলে বসিয়া,
আছে নাকি অদ্বিতীয় বিশ্বে একজন ?

দেখাইতে পারে নাই গিরি হিমালয়,
বুঝাইতে পারে নাই গর্জ্জিয়া অশনি,
বৃথা জ্যোতি ঢালিয়াছে গ্রহ সমুদয়,
অন্ধকারে রহিয়াছে খনিতে সে মণি !

ভালবাসিয়াছি তোরে সরলা যে দিন,
সে দিন হইতে এই বিশ্বচরাচরে
কি যেন অনন্ত শক্তি মহান নবীন
জাগিয়া উঠিল আহা এতদিন পরে !

তুই সে অনন্ত শক্তি পূর্ণ পরাৎপর,
ব্যাপিয়া বিশাল বিশ্ব—আমার ঈশ্বর

১৯শে চৈত্র, ১২৯৫ সন
ময়মনসিংহ

প্রশংসাপত্র

সরলা রে । কিবা তোর মনোহর রূপ,
জ্যোৎস্নার তবক যেন সারা গায় মোড়া,
অরুণিম আসবের বিম্বের স্বরূপ
গোলাপী নেশায় পূর্ণ রাঙ্গা ঠোঁট জোড়া ।

সুপ্রসন্ন শ্বেতপদ্ম বদন বিমল,
কালীয়দহের ঢেউ আঁখি মনোচোরা,
পুষ্পিত ললাটে ভুরু বঙ্কিম উজ্জ্বল,
ভুজঙ্গ বেষ্টিত যেন কুসুমের তোড়া !

কি মহিমা কি দেবত্ব কি মহান্ জ্ঞান,
অনন্ত সৌন্দর্য্যশক্তি তোর দেহে ভরা,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিশ্বে না হয় সমান,
সৃষ্টির পরীক্ষা বুঝি তোরে গেছে করা!

বিধাতা যে বিশ্বকর্ম্মা মহাশিল্পকার,
সরলা প্রশংসাপত্র এই যেন তার।

১২ই অগ্রহায়ণ, ১২৯৮ সন
শেরপুর, ময়মনসিংহ

কার শক্তি

যে অঙ্গে যেখানে চাই সরলা তোমার,
কি জানি কি লাবণ্যের শুভ সুপ্রভাত,
কি জানি কি মোহমূর্চ্ছা কি জানি কি আর,
আনন্দে আবেশে কারে করি প্রাণপাত!

চেতনা থাকে না দেহে তবু থাকে জ্ঞান,
তন্ময় হইয়ে শুধু বুঝিতে না পারি,
আছে ও সৌন্দর্য্যে যেই শক্তি বিদ্যমান,
পুষ্পিত যৌবনে জ্যোতি তোমারি কি তারি!

মহত্ত্ব সৌন্দর্য্য আর সারল্য বিনয়,
একত্রে করিছে কিবা স্পর্দ্ধা মনোহর,
কার অই স্নেহ দয়া মমতা প্রণয়,
ঢেলে দেয় নীলনেত্র রক্তওষ্ঠাধর?

রূপে গুণে এত মুগ্ধ করিয়াছ নারী,
এ কি ঈশ্বরের শক্তি অথবা তোমারি?

১লা অগ্রহায়ণ, ১২৯৮ সন
শেরপুর, ময়মনসিংহ

আমার দেবতা

হয়েছি সংসার ত্যাগী উদাসী সন্ন্যাসী,
সকলে আমারে ভাবে সাধু মহাজন,
কেহই জানে না আমি কারে ভালবাসি,
আমার প্রাণের প্রিয় দেবতা কেমন !

কি রূপ তাহার পূজা কি যে উপাসনা,
কেমনে কোথায় তার করি আবাহন,
কি যে দেই পাদ্যঅর্ঘ্য চরণ-বন্দনা,
কেমনে কোথায় তার করি বিসর্জ্জন !

বিশুভ্র রমণীমূর্ত্তি অতি শুভ্রবাস,
এলানো কুন্তলরাশি নবমেঘময়,
নয়নে জাগিয়ে আছে শত সর্ব্বনাশ,
নিত্য পূজি দিয়ে তারে সরক্ত হৃদয় !

অশ্রুজল পাদ্যঅর্ঘ্য, মন্ত্র হাহাকার,
জীবনের সঙ্গে চিরবিসর্জ্জন তার !

৬ই মাঘ, ১২৯৬ সন
জয়দেবপুর, ঢাকা

ভূতের ভয়

কে তুই সরলা ! এসে পশিলি পরাণে,
আঁধারে ভূতের ভয় না ছাড়ে যেমন ;
দৌড়িয়া পলাতে চাই শত সাবধানে,
কে যেন পশ্চাতে ছোটে,— ভয়ে কাঁপে মন !

বিশাল দীঘল হস্ত দিগন্ত প্রসারি
সহস্র যোজন দূরে ধরে সাপটিয়া,
গেলে ও নক্ষত্রলোকে ধরাতল ছাড়ি,
আনে যেন চন্দ্রসূর্য্য সহিত ছিঁড়িয়া !

তোর চিন্তা—তোর স্বপ্ন আছে চিরকাল,
ভুলিতে পারি না তোরে শত অনাদরে,
কি জানি কি জয়যুক্ত মাখা ইন্দ্রজাল
গর্ব্বিত উরসে তোর অরুণ-অধরে !

ছাড়িয়া জনম-মৃত্যু কোথ যাব আর,
ইহকালে পরকালে তোরি অধিকার !

৪ঠা বৈশাখ, ১২৯৬ সন
ময়মনসিংহ

চুল শুকানো

ধুইয়া দিয়াছে চুল খৈল-গিলা দিয়া,
পেছন দুয়ারে বসি রউদে শুকায়,
পউষের ‘নীলা নীলা’ বাতাস আসিয়া
এলাইয়া মেলাইয়া পলাইয়া যায় !

হইয়ে বন্ধনমুক্ত পেয়ে স্বাধীনতা,
খেলা করে কেশরাশি হেন মনে লয়,
কন্দরের কারাবদ্ধ মেঘ উড়ে যথা,
শীতের শৃঙ্খল ছিঁড়ি বসন্ত সময় ।

চোখে মুখে বুকে পিঠে মাখা কালো চুল,
যেন অমা-অন্ধকার রেখেছে ঢাকিয়া
অতি শুভ্র এক বন কুমুদের ফুল,
প্রতি কেশে প্রতি আশা-অভিলাষ দিয়া !

কিম্বা যে পথিক অই খাড়া আমতলা,
তারি কি চাহনি নীলে ছাইল সরলা ?

২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩০১ সন
কলিকাতা

আর’

দিলে যদি আর’ দেও, যত দিতে পার’
এখনো পুরেনি প্রাণ, ভরে নাই বুক,
আর’ চাই আর’ চাই—আর’—আর’—আর’—
শীৎকারে ছিঁড়িছে শিরা—সাংঘাতি কৌতুক !

দেও প্রেম দেও প্রাণ আর’ একটুক ;
নিষ্ঠুর, বল না দিয়ে দিতে কেন ছাড়’ ?
জীবনে জানিনি যেই অগ্নিময় সুখ
জানায়ে এখন কেন দেরি করে’ যার’ ?

এ করুণা মমতা এই ভালবাসা,
কেন তুমি সেধে দিলে এ অপূর্ব দান ?
আমার বামন-ভিক্ষা—ত্রিভুবন আশা,
কৃপণ ! কুণ্ঠিত দিতে তৃণ আধখান !

পিপাসায় মজাইলে চাতকিনা নারী,
শরদ-নীরদ-ছল পুরুষ তোমারি !

২২শে বৈশাখ, ১৩০১ সন
কলিকাতা

ক্ষতি নাই

শরতের সুবিমল পূর্ণিমার শশী,
জনমের মত যদি চিরঅস্ত যায়,
বল না আমায় তাহে ক্ষতি কি প্রেয়সি ?
শত চন্দ্র হ’তে তব মুখ শোভা পায় !

শরত বসন্তে মম নাহি প্রয়োজন,
যৌবনকুসুমে তব কুসুমিত কায়,
হিমপাতে চিরনষ্ট হোক পদ্মবন,
তোমারি অধর আছে ভরিয়া সুধায় !

হয় হৌক মেঘশূন্য আষাঢ়ে আকাশ,
আছে নব মেঘে ছেয়ে তোমারি কুন্তল,
নীলনেত্রে নীলসিন্ধু ক্ষিপ্ত বারো মাস,
তুচ্ছ সে সাগরশোভা তুচ্ছ নীল জল।

যদি এ বিশাল বিশ্ব হয় ভস্ম-ছাই,
তুমিই আমার আছ' কিছু ক্ষতি নাই!

৬ই অগ্রহায়ণ, ১২৯৮ সন
শেরপুর, ময়মনসিংহ

আমরা

আমরা দু'জনে করি প্রাণ বিনিময়,
হিংসায় পাড়ার লোকে তারে বলে চুরি!
চুরি কি এমনতর বলে' কয়ে' হয়?
দিতে গেলে চুরি বলে বিষম চাতুরী!

আমার বুকের প্রাণ, বুকের হৃদয়,
আমার বুকের রক্ত প্রেম ভালবাসা,
আমি কি পারি না দিতে? আমার কি নয়?
আমি দিতে কার কাছে করিব জিজ্ঞাসা?

চাহিব তাহার পানে যারে ভালবাসি,
বাসিব তাহারে ভাল যারে প্রাণ চায়;
আমার নয়নে মনে আমি কাঁদি হাসি,
বল না কি হবে প্রিয়ে পরের কথায়?

দেবতা আনন্দে ভোগে সুধা সুমধুর
পারে না দেখিতে তাহা দানব অসুর!

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ সন
কলিকাতা

ভয়

কেন মিছে কর ভয় 'পাছে কেহ জানে',
কি হবে বল না প্রিয়ে পরের কথায় ?
কসিতে বসিবে বাঁধ আরো টানে টানে,
প্রেম কি ফুলের মত 'ফুঁ'তে' ছিঁড়ে যায় ?

বহ' জাহ্নবীর মত পর্ব্বত পাষাণে,
তরঙ্গে তরঙ্গে তারে দেও ভেঙেচুরে,
কি হবে বলিলে লোকে শুধু কানে কানে,
আসে যদি ঐরাবত ভেসে যাবে দূরে !

প্রেমের বিজয়শঙ্খ অই শোন বাজে,
অই দেখ আগে আগে আসে মনমথ,
কেন মর' বিধুমুখি বৃথা লোকলাজে,
অকূলে ভাসায়ে কূল করে' এস পথ !

সম্মুখে শ্মশান বুকে কাঁদিতেছে কবি,
বহ' শতমুখে তার হৃদয়ে জাহ্নবী !

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ সন
কলিকাতা

দেখা

একটু দেখিব শুধু আর কিছু নয়,
দাঁড়াইয়া দুইজনে দূরে দূরে দূরে,
আমি ধরাতলে আর তুমি দেবপুরে,
দেও গো একটু দেখা যদি দয়া হয় !

ও পবিত্র দেবদেহ ছোঁবে না অসুরে,
নয়নে করিব শুধু প্রেম-আলিঙ্গন,
দৃষ্টির আঘাতে কিগো যাবে ভেঙেচুরে,
সত্যই ও দেবদেহ কোমল এমন ?

বচনে অমৃত তব, অমৃত অধরে,
স্বর্গীয় অমৃত গন্ধে দেহ সুবাসিত,
সকল ইন্দ্রিয় আজ একত্রিত করে'
নয়নে করিব ভোগ, কর' না বঞ্চিত !

শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, স্পর্শ, আস্বাদন,
এস দেবি, স্বর্গে মর্ত্ত্যে করি দুই জন !

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ সন
কলিকাতা

কলঙ্ক

কলঙ্ক কি—নহে নিন্দা, নহে লোকলাজ,—
তোমারে পাওয়ার নাম ! যদি তাই হয়,
তাহলে সার্থক প্রিয়ে এ জীবন আজ,
হোক্ এ লোকের কথা অনন্ত অক্ষয় !

করুক্ জগৎসুদ্ধ কলঙ্ক-ঘোষণা,
কি আছে ইহার চেয়ে সৌভাগ্য আমার ?
যদি সত্য হয় এক বিন্দু—এক কণা,
বুঝিব এ পুণ্যফল বহু তপস্যার !

কিন্তু প্রিয়ে এতে হবে তোমার তো ক্ষতি,
স্বর্গের দেবতা তুমি আমি যে মানব,
মানবে দেবের দয়া অসম্ভব অতি,
তোমার কলঙ্ক এতে আমার গৌরব !

তথাপি তুমি কি এতে দিয়াছ সম্মতি,
প্রাণের সরলা প্রিয়ে দেবি দয়াবতি ?

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ সন
কলিকাতা

তুমি আর আমি

তুমি আর আমি দেখি তুমি আর আমি,
প্রবল পদ্মার স্রোতে ভাসি দুই ফুল,
তুমি আর আমি দেখি তুমি আর আমি,
মুহূর্ত্ত মিশিয়াছিনু—বিধাতার ভুল !

তুমি আর আমি দেখি তুমি আর আমি,
আবার ভাসিয়া দূরে গেছি দুইজন,
তুমি আর আমি দেখি তুমি আর আমি,
তরঙ্গে ভাসিয়া ফিরি দুইটি স্বপন !

তুমি আর আমি দেখি তুমি আর আমি,
এ জীবনে এ জনমে মিলিব না আর,
তুমি আর আমি দেখি তুমি আর আমি,
করেছি আঁখির জলে প্রেম দু'জনার !

চল তবে তুমি আমি ভেসে যাই ধীরে,
অবশ্য মিশিব গিয়া প্রেমসিন্ধু-নীরে !

২রা ফাল্গুন, ১২৯৫ সন
ময়মনসিংহ

চিলাই

চিলাই, তোমার জলে গিয়াছে ভাসিয়া,
সেদিন যে তরীখানি হায় হায় হায়,
অলকার যত ধন যত রত্ন নিয়া
শরতের স্বর্ণ-ঊষা হয়েছে বিদায় !

লয়ে চল অভাগিনি ! লয়ে চল মোরে,
যে দেশে ভাসিয়া গেছে সে দেব-প্রভাত,
যাহা চাস্, তাহা দিব বিনিময়ে তোরে,
পাই যদি প্রাণের সে প্রিয় পারিজাত !

অথবা জীবন যদি যায় তোর জলে,
তবু এই শবদেহ দিস্ ভাসাইয়া,
পুণ্যময় সেই ঘটে—শ্যামতরুতলে,
তরল তরঙ্গে তোর ঠেলিয়া ফেলিয়া !

তাহার চরণ-রেণু—তাহার হাওয়ায়,
মরণ মরিয়া যায় কহে দেবতায় !

২২শে আশ্বিন, ১২৯৫ সন
জয়দেবপুর, ঢাকা

সংবাদ

যাও তুমি ব্রহ্মপুত্র যাও দ্রুতগতি,
কহ গিয়া সমাচার 'শীতল-লক্ষায়'
যে দেশে বিরাজে সেই দেবী সরস্বতী,
বলে যেন কলনাদে কেঁদে তার পায় !

শূন্য সে কুটীরখানি শূন্য আম্রতল,
অযতনে ঝরে জুঁই শূন্য উপবনে,
কোথাকার আসি এক সন্ন্যাসী পাগল,
কি জানি কাহারে খুঁজে' গেল শূন্যমনে !

কি জানি কাহার কথা করিল জিজ্ঞাসা,
দয়েল বসিয়াছিল দাড়িমের ডালে,
আর তো কেহই তার বুঝে নাই ভাষা ,
চুমা খেয়ে গেল শেষে গোলাপের গালে !

কারে খুঁজে' গেল, কেহ বুঝে নাই ঠিক্,
গিয়াছে উত্তরমুখে সন্ন্যাসী পথিক !

২৯শে আশ্বিন, ১২৯৫ সন
শেরপুর, ময়মনসিংহ

অনাদি অব্যয়

····· নামে আছে নাকি নারী,
তারে যে বেসেছি ভাল সে কিগো স্বপন ?
মুহূর্ত্ত তাহার কথা ভুলিতে না পারি,
অথচ আপনা ভুলি,—এ কি জাগরণ ?

····· নামে আছে নাকি নারী,
দেখেছি তাহারে নাকি প্রিয় দেবপুরে,
কলসী লইয়া যায় 'হাজারি' পুকুরে,
সত্য কি সে ইন্দ্রজাল—বুঝিতে না পারি।

····· নামে আছে নাকি নারী,
থুইয়া গিয়াছে চন্দ্রে অমৃত-চুম্বন
আদরে লিখিত পত্র · তোমারি
এই যে সে পত্রগুলি,—এও কি স্বপন ?

বিশাল ব্রহ্মাণ্ড হয় হৌক স্বপ্নময়,
সে আমি অনন্ত সত্য অনাদি অব্যয় !

২৩শে আষাঢ, ১২৯৬ সন.
ময়মনসিংহ

দুই দুই

এক চন্দ্র এক সূর্য্য—তবু মনে লয়,
এ দেশে সে দেশে বুঝি দুই রবি শশী,
এ দেশে অরুণ উষা যে রূপে উদয়,
সে দেশে মাধুরী বুঝি এর চেয়ে বেশী !

সে দেশের তরুলতা এ দেশেরি মত,
সেই মধু সেই গন্ধ সেই বন-জুঁই,
এ কি মত আম পাতা আম গাছে যত,
তবু যেন কেন মনে লাগে দুই দুই !

সে দেশ যাহার সৃষ্টি—সেই পরমেশ,
সেই উপাদানে যেন করেনি গঠন,
এ যেন কোন ও এক রাক্ষসের দেশ,
ধূলা ভরা মাটি ভরা—ধূ ধূ করে মন !

সকলি—সকলি যেন লাগে দুই দুই,
সরলা এ দেশে আমি, সেই দেশে তুই !

১৯শে চৈত্র, ১২৯৫ সন
ময়মনসিংহ

বিদায়

আছে সেই ঘরবাড়ি আছে লোকজন,
সকলি তেমনি আছে আগেকার মত,
তবু যেন লাগে সব বিজন বিজন,
নিরখি নয়নে জল ঝরে অবিরত ।

কমলা ছাড়িয়া যেন গেছে দেবপুর,
শোভাহীন নিরানন্দ আনন্দকানন,
প্রকৃতির মুখে নাই হাসি সুমধুর,
কে যেন লইয়ে গেছে শশীর কিরণ ।

নিরানন্দে মন্দাকিনী বহিছে 'চিলাই'
কুমুদকমলে বুকে রয়েছে সজাগ,—
কে যেন চলিয়া গেছে,—এ দেশে সে নাই,
ও যেন সে দেবতার চরণের দাগ ।

সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ি 'কটি সন্ন্যাসী,
কাঁদিয়া বিদায় হ'ল দেবপুরে আসি !

১৯শে আশ্বিন, ১২৯৫ সন
জয়দেবপুব, ঢাকা

মিলন

যেদিন প্রথম দেখা—প্রথম মিলন,
কত কথা বলেছিলে ধরিয়া গলায়,
একটুকু অবশিষ্ট না রাখিয়া মন,
সমস্ত ঢালিয়া দিলে স্নেহমমতায়!

কত যে সুদীর্ঘ শ্বাস, কত যে চুম্বন,
বুক ভাসাইয়া দিলে কত অশ্রুজল,
হৃদয় ভরিয়া দিলে তপ্ত আলিঙ্গন,
এখনো প্রাণের জ্বালা হয়নি শীতল!

তুমি তা ভুলিয়া গেছ' কবে—কোন্ দিন,
কারে দিতে কারে দিছ'—হয়েছিল ভুল,
আমারো বুঝিতে ভুল হয়েছে সেদিন,
এখন বুঝিয়া প্রাণ হতেছে আকুল!

দু'জনে করেছি ভুল, শুধু কি আমার
সরলা! প্রাণের জ্বালা নাহি যাবে আর?

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ সন
কলিকাতা

পত্র

প্রতিদিন বসে' থাকি পথপানে চেয়ে,
পাইব তোমার পত্র আশার আশায়;
ডোবে কত রবি শশী অস্তাচলে যেয়ে,
একদিনো সরলারে নাহি পাওয়া যায়!

দিনান্তে নাহি কি পাও তিল অবসর,
মাসান্তে নাহি কি পাও মুহূর্ত্ত সময়?
লিখিতে একটি ছত্র—একটি অক্ষর,
মনে কর সময়ের এত অপব্যয়?

ছিল দিন এক দিন—যেদিন তোমার,
সংসারের শত কার্য্য—শত ব্যস্ততায়,
কত চুম্ব আলিঙ্গন কত অশ্রুধার,
কত পত্রে কত ছত্রে পাইয়াছি হায় !

সেই তুমি সেই আমি সেই দুইজন,
তেমনি সময় আছে, নাই শুধু মন।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭ সন
কলিকাতা

তবে কেন ?

আর তো লাগে না ভাল এত জ্বালাতন,
এমন করিয়া আর পারি না সাধিতে,
জানি না বুঝি না তার কেমন যে মন,
একটু হয় না দয়া পাষাণের চিতে !

একটু দেখিতে দূরে করে পলায়ন,
আমারে দেখিলে যেন কত হবে পাপ,
আমি কি দানব দস্যু রাক্ষস এমন,
শুনিতে আমার নাম করে অভিশাপ !

শত মুখে করে লোকে প্রশংসা আমার,
সে কেবল করে নিন্দা শুনিবারে পাই ;
আমি তো কখনো মন্দ করি নাই তার,
আমি তো তাহারে ভালবাসিবারে চাই !

শত্রু ভাবে—পর ভাবে তবু সে আমারে,
প্রাণ দিয়ে প্রাণে মরি তবে কেন তারে ?

৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ সন
কলিকাতা

আজি

সূচীভেদ্য ঘন ঘোর স্তব্ধ অন্ধকার,
পড়িছে মুষলধারে সারানিশি জল,
মাঝে মাঝে ভীমরবে করিয়া চীৎকার,
দিকে দিকে জ্বলিতেছে অশনি-অনল !

বুকে বুকে মুখে মুখে সুখেদুখে কথা,
গভীর নিশির অঙ্কে জেগে দুইজন,
যুবকের বুকে অই তড়িতের লতা,
ভূতলে নেমেছে ভুলে' স্বর্গের স্বপন !

সত্যই কি রক্তমাংসে এত নাকি সয়,
মুহুর্মুহু এত চুম্ব এত আলিঙ্গন,
গুঁড়া হয়ে যেত হ'লে গিরি হিমালয়,
সাগর হইলে যেত শুকায়ে দু'জন।

আজি সে দুইটি বুকে এতই তফাৎ,
শত বৎসরের পাড়ি—শত দিন রাত !

২২শে আশ্বিন, ১২৯৫ সন
জয়দেবপুর, ঢাকা

আমি আছি তারি

সে দিন ছাড়িয়া যারে গেছি অভিমানে,
যাহারে করিলে মনে চোখে আসে জল,
শুনিলে যাহার নাম হাত দেই কানে,
ক্ষোভে রোষে করে প্রাণ পাগল-পাগল !

আপনি যাহার নিন্দা করিয়াছি কত,
কত মন্দ বলিয়াছি কহা নাহি যায়,
অনুতাপে অভিশাপ দিছি শত শত
তার স্নেহে তা'র প্রেমে ঘৃণায় লজ্জায় !

কিন্তু তারে পরে নিন্দা করে যে সময়,
কেন গো শুনিতে যেন বুকে বিঁধে বাণ ?
সে তো গো আমার আর আপনার নয়,
তবে কেন চুপে চুপে কেঁদে উঠে প্রাণ ?

কি জানি করেছে সে যে বুঝিতে না পারি,
সে গেল ছাড়িয়া তবু আমি আছি তারি !

২রা কাত্তিক, ১২৯৫ সন
শেরপুর, ময়মনসিংহ

পাপেপুণ্যে

চারিটি বছরে আজ চারি চক্ষে দেখা,
কোথা হবে চারি ওষ্ঠে মধুর মিলন,
তা না হয়ে দুইজনে দূরে একা একা,
দাঁড়ায়ে রয়েছে যেন বিকট স্বপন !

পুরুষের আঁখি দুটি ডাকে আয় আয়,
রমণীর আঁখি দুটি করে না উত্তর,
পুরুষের হাত দুটি ধরিবারে চায়,
রমণীর হাত দুটি বলে সর সর !

জলধি আস্ফালি যেন পুরুষের প্রাণে,
চাহে নারী-শশধর করে আলিঙ্গন,
রমণী পলায়ে যায় দ্রুত সাবধানে,
নারীর প্রেমের অন্ত কে জানে কেমন !

আমি এ পুরুষ আর সরলা এ নারী,
পাপেপুণ্যে আছি পথে দেখা দু'জনারি !

২৫শে কার্ত্তিক, ১২৯৮ সন
শেরপুর, ময়মনসিংহ

বিরক্ত নারী

চারিটি বছর পরে—নহে দিন চারি—
দুইজনে দেখা আজ নয়নে নয়নে,
শঙ্কায় শিহরে' যেন উঠিয়াছে নারী
থমকি চমকি পথে ভুজঙ্গ দর্শনে!

কে জানে নারীর আজ কি যে কুপ্রভাত,
কার মুখ চেয়ে তার ঘুম ভেঙেছিল,
দিবসে দেখিল বুঝি কত উল্কাপাত,
কত অমঙ্গলে জানি আমারে দেখিল।

মলিন হইয়া গেল মুখভরা হাসি,
উদ্যম উৎসাহ গেল, ভেঙে গেল মন,
সুন্দর বদন-বিধু ফেলিল গরাসি,
কোথাকার কালো মেঘ তিক্ত-আচ্ছাদন!

আকাশে চাঁদ মেঘে ক্ষণকাল ঢাকে,
বিরক্ত নারীর মুখে চিরমেঘ থাকে!

২৭শে কার্ত্তিক, ১২৯৮ সন
শেরপুর, ময়মনসিংহ

যার প্রাণ তারি

মিছে কথা নিছে সে যে পরাণ আমার,
কেমনে এমন কথা করিব প্রত্যয়?
মিছে কথা দিছে সে যে প্রাণমন তার,
সকলি কথার কথা, কিছু কিছু নয়!

দারুণ যন্ত্রণাভরা আমার হৃদয়,
কতই উদ্বেগ তাহে কতই নিঃশ্বাস,
সে জানে না ফিরে চেতে আগে চেয়ে রয়,
নারীর সুখের এই শুভ-ইতিহাস!

সে যদি আমার প্রাণ বাস্তবিক নিত,
তার চক্ষে দেখিতাম মোর অশ্রুজল,
সে যদি তাহার প্রাণ বাস্তবিক দিত,
তাহার হাসিতে হাসিতাম অবিরল।

দেয় নি' নেয় নি' প্রাণ সে চতুরা নারী,
কাঁদাইয়ে কয়ে গেছে যার প্রাণ তারি।

২৪শে কাত্তিক, ১২৯৮ সন
শেরপুর, ময়মনসিংহ

প্রেতযোনি

পাঁচটি বছর আজ, দীপ্ত দিবালোকে,
দেখেছি প্রথম দিন—কভু স্বপ্ন নয়,
শারদ সন্ধ্যার শোভা উষার আলোকে,
দেখেছি সে দেবতার নব অভ্যুদয়।

পাঁচটি বছর আজ, আজো দেখি তারে,
অবিকৃত সেই মূর্ত্তি—সেই রূপরাশি,
অধর দু'খানি ঢেউ লোহিত সাগরে,
সুধার জোয়ারে তার প্রাণ যায় ভাসি!

কিন্তু সে কেন যে আজ কাছে নাহি আসে,
এ কি তবে সে কি নহে আর কোন জন?
অথবা আরেক আমি দেখিয়া তরাসে,
সরলা সভয়ে দূরে করে পলায়ন?

কি জানি কেমন মনে লাগিছে সন্দেহ,
আমরা কি আগেকার প্রেতযোনি কেহ?

২রা চৈত্র, ১২৯৬ সন
জয়দেবপুর, ঢাকা

আগে ছিল মন

মানুষের মিছা দোষ মানুষে কি করে,
সামান্য একটু শুধু করে কানাকানি,
সামান্য একটু হাসি হাসে পরস্পরে,
তাহাদের অপরাধ এইমাত্র জানি !

আগেও আছিল এই বাধা সমুদয়,
তখন হইত জ্ঞান তৃণের সমান,
এখন হয়েছে তারা উচ্চ হিমালয়
করিয়া দুইটি বুকে দূর ব্যবধান ।

কেন যে এমন হ'ল, ইহাও কি আর
বুঝায়ে বলিতে হবে ? আগে ছিল মন,
আগে ছিল স্নেহ দয়া মমতা তাহার,
নোয়াইয়া দিত বিন্ধ্য শিখর আপন ।

এখন পথের ধূলি উঠে' ঊর্দ্ধমুখে,
খাড়া হয় হিমাচল দু'জনার বুকে ।

৭ই অগ্রহায়ণ, ১২৯৮ সন
শেরপুর, ময়মনসিংহ

পত্র

নেও পত্র ফিরে নেও, নাহি চাহি আর,
অগ্নিময় উপেক্ষায় পূর্ণ প্রতি কথা
পদাঘাতে করিয়াছ প্রেম প্রত্যাহার,
ফিরে নেও ফিরে নেও দগ্ধ-আত্মীয়তা !

সরে যাই—চলে যাই দূর পরবাসে,
আর না করিব তব দৃষ্টি কলুষিত,
আর না করিব বায়ু বিষাক্ত নিঃশ্বাসে
অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসী পাপী কদাচিত !

জীবন আমার চিরদগ্ধচিতাভূমি,
আমার সম্বল আহা চিরঅশ্রুজল,
আবার দু'ফোঁটা অশ্রু বাড়াইলে তুমি,
ঝরিবে যাবৎ বাঁচি—নিত্য অবিরল !

বেঁচে থাক'—সুখে থাক' এই শেষ কথা,
ফিরে নেও ফিরে নেও দগ্ধ-আত্মীয়তা !

৭ই কার্ত্তিক, ১২৯৬ সন
জয়দেবপুর, ঢাকা

অবশিষ্ট

যেই জ্যোতি যে লাবণ্য যে অমৃত দিয়া,
রচিলা বিধাতা তব চারু চন্দ্রানন,
অবশিষ্ট তার অই রয়েছে পড়িয়া,
নিশিতে তারকা চন্দ্রে উজলে গগন !

অধরের অবশিষ্ট অই বিম্বফল,
রয়েছে হাসির শেষ মেঘে সৌদামিনী,
নয়নের অবশিষ্ট নীলিমা তরল,
রয়েছে ভুজঙ্গদণ্ডে বিষাক্ত চাহনি !

রয়েছে কথার শেষ কোকিলের গলে,
অবশিষ্ট দেহগন্ধ আছে ফুল থরে,
আছে হৃদয়ের শেষ কদম্ব-কমলে,
আছে প্রাণ-পরিশিষ্ট পাষাণের স্তরে !

কেবল প্রেমের শেষ দেখিতে না পাই,
ও অনন্তশূন্য নভ—সে কি তবে তাই ?

৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ সন
কলিকাতা

এই দুঃখ বিনা

ভাঙে না আমার মন শত বজ্রাঘাতে,
সহস্র শ্মশানে নাহি জ্বলে প্রাণমন,
ছিঁড়ে না ধমনীশিরা শত পদাঘাতে,
নাহি জানি এ জীবনে বিষাদ কেমন !

অতি তুচ্ছ কালকূট মহাহলাহল,
ভ্রূক্ষেপে শুষিতে পারি শত সিন্ধু তার,
একবিন্দু মুখে দিয়া বিবশ—বিহ্বল—
নীলকণ্ঠ কণ্ঠতল করেনি যা আর !

নরকের কীট আমি, জনম আমার
অনন্ত অতল স্পর্শ দুঃখের সাগরে,
জীবনের প্রতি অংশ হেলা অত্যাচার,
কি দুঃখ সহে না মম পাষাণ অন্তরে ?

গর্ব্বিতা রমণি ! তোর উপহাস, ঘৃণা,—
সকলি সহিতে পারি—এই দুঃখ বিনা !

৩১শে আষাঢ়, ১২৯৬ সন
ময়মনসিংহ

শাঁখের করাত

গিয়েছিল ভাল ছিল আপদ বালাই,
জনমের মত তার গিয়েছিল আশা,
হাত ধুয়ে বসেছিনু, শোক দুঃখ নাই,
বিদীর্ণ পরাণে থাকে কিসের পিপাসা ?

এ যে কেন পায়ে ঠেলে আবার আদর,
পুনরায় পদাঘাত—দূর দূর দূর !

নারীর কৌতুকক্রীড়া এত ভয়ঙ্কর,
কে জানে রমণী আহা এমনি নিষ্ঠুর !

পায় ধরে' কয়েছিনু আসিবার কালে,
সরলা, লিখিও পত্র শপথ আমার,
দিল সম্মতির চুম্ব বিষভরা গালে,
আজো একখানি পত্র লিখিল না আর !

বুক চিরে আসে যায় শাঁখের করাত,
রমণী তেমনি আহা পেটভরা দাঁত !

৩০শে কার্ত্তিক, ১২৯৮ সন
শেরপুর, ময়মনসিংহ

অনুরোধ

লিখো একখানি পত্র প্রাণের সরলা,
পাব না তোমারে আমি সে আশা বিফল,
অতি উচ্চে অতি উর্দ্ধে তুমি চন্দ্রকলা,
অতি নিম্নে অধে আমি চকোর চঞ্চল !

পাব না তোমারে আমি শুধু করুণায়
লিখো একখানি পত্র হৃদয়ের রাণি,
জীবন রাখিব দেবি এই সান্ত্বনায়'—
লিখিল না এক ছত্র তবুও পাষাণী !

হৃদয়ে হৃদয়ে নারী এক কথা কয়,
নয়নে নয়নে কহে আর এক ভাষা
আঁখির অদেখা হলে সে যেন সে নয়,
নাম শুনে' পরিচয় সে করে জিজ্ঞাসা !
রমণী এমনি ভোলে ভালবাসে যাকে,
মেঘ গেলে আকাশে কি আবছায়া থাকে ?

৩০শে কার্ত্তিক, ১২৯৮ সন
শেরপুর, ময়মনসিংহ

অকৃতজ্ঞ

চারিটি বছর আজ দেখি না তোমারে,
সরলা! স্বর্গের স্বপ্ন; তবু স্বপ্নপ্রায়,
বর্ষমাণ আঁখি-মেঘে অশ্রু শত ধারে,
ইন্দ্রধনুরূপ ছায়া পড়ে কল্পনায়।

ভুলিয়াছ তুমি বটে, তুমি গিরিনদী,
নিত্য বহ' নব স্রোতে নব স্থান দিয়া,
বালুতে আঁকিয়া তব তরঙ্গ অবধি,
আমি শুষ্ক স্রোতচিহ্ন রয়েছে পড়িয়া।

শত্রুও ভোলেনি মোরে শত শত্রুতায়,
হৃদয়ে জ্বলন্ত স্মৃতি রেখেছে জাগ্রত,
কৃতজ্ঞ অন্তরে করি নমস্কার তায়,
সে-ও নহে অকৃতজ্ঞ রমণীর মত!

শত্রুর অধিক শত্রু তুমি লো ললনে,
একখানি পত্র দিয়া করিলে না মনে!

১১ই বৈশাখ, ১৩০২ সন
মধুপুর,

নাই কি ?

সহস্র চিন্তার মধ্যে ক্ষুদ্র অবসরে,
সরলা! ফুটিয়া উঠে তোমার আনন,
শ্রাবণের বর্ষা ঘন নীলমেঘস্তরে,
সহসা শশীর আলো তোষে লো নয়ন!

সময়ের এতদূরে এসেছি ভাসিয়া,
ছাড়িয়া তোমার সেই পুষ্প-উপকূল,
তথাপি চিলাই যেন বহে শিরা দিয়া,
কহিয়া তোমারি কথা কুল কুল কুল ॥

এগার বছরে তব পুষ্প-উপহার
হয়নি মলিন আজো, তেমনি উজ্জ্বল,
সেই পরিমলপূর্ণ প্রণয়ে তোমার
রয়েছে অমৃতসিক্ত গোলাপের দল !

যা কিছু তোমার প্রিয়ে আছে দেখি তাই,
কেবল তোমার সেই আশাটুকু নাই !

১২ই বৈশাখ, ১৩০২ সন
মধুপুর

কুশপুত্তলিকা

সরলা ? কি বেঁচে আছ' কিম্বা গেছ মরে,
বুঝিতে পারি না, এ যে বুঝা বড় দায়,
দেখি না তোমারে আজ ক'বছর ধরে'
একখানি পত্র আর নাহি পাওয়া যায় !

যে বলে জীবিত তুমি, সে ত বলে ভুল,
সে তোমার প্রেতমূর্ত্তি দেখেছে নিশ্চয়,
আমতলে সন্ধ্যাকালে এলাইয়া চুল,
অমাবস্যা শনিবারে দাঁড়াইয়া রয় !

তুমি যে মানুষ ছিলে, ছিল তব প্রাণ,
বক্ষভরা স্নেহ ছিল করুণা প্রণয় ,
সে ত পিশাচীর তৃষা—শুধু রক্তপান,
হৃদয়ে নরককুণ্ড পুঁতিগন্ধময় !

অনিশ্চিত মৃত্যু তব সরলা-সুন্দরি,
কুশপুত্তলিকা প্রাণে তাই দাহ করি !

১৩ই বৈশাখ, ১৩০২ সন
মধুপুর

শ্রাদ্ধ

সরলা মরিয়া ভূত হয়েছে নিশ্চয়
যেখানে সেখানে তারে দেখিবারে পাই,
উঠিলে সোনার শশী চিরসুধাময়,
নিরখি তাহার মুখ আতঙ্কে ডরাই !

প্রভাত-পলাশে দেখি তাহারি অধর,
শরৎ-প্রভাত-পদ্মে সেই যেন হাসে,
শিহরিয়া উঠে মোর শ্লথ কলেবর,
সে যখন গায় পড়ে বসন্ত-বাতাসে !

বন থেকে সে-আমারে কুহুরবে ডাকে,
তাহারি গায়ের গন্ধ পাই বেলি ঘাসে,
করিয়া বিজলীভঙ্গি ইশারা আমাকে,
উড়ায়ে জলদ-চুল ধরে খেতে আসে !

তাই তার শ্রাদ্ধ করি প্রেমের গয়ায়,
দিছি হৃৎপিণ্ড দান গদাধর পায় !

১৫ই বৈশাখ, ১৩০২ সন
মধুপুর

অবলা ও অনল

অবলা অনল প্রায় একই সমান,
অনলের তৃপ্তি নাই যত কাঠ পায়,
অবলাও আকাঙ্ক্ষার শিখা লেলিহান,
নূতনের পরে শুধু নূতন সে চায় !

একটি অনল-কণা পারে দহিবারে,
কত জনপদগ্রাম সংখ্যা নাহি তার,
অতি ক্ষুদ্র অবলার এক আঁখি ঠারে,
কত ট্রয় কত লঙ্কা হয় ছারখার !

জল দিলে নিবে যায় প্রচণ্ড অনল,
কিন্তু সে হৃদয়-জ্বালা নহে নিবারণ,
জীবন ভরিয়া যদি বহে অশ্রুজল,
অনির্বাণ অবলার আঁখি-হুতাশন !

আগুনে পুড়িলে কাঠ শেষে থাকে ছাই,
রমণী পুড়িলে প্রাণ কিছু থাকে নাই !

১০ই অগ্রহায়ণ, ১২৯৮ সন
শেরপুর, ময়মনসিংহ

নারী ও শকুনি

শকুনি গৃধিনী সব শবদেহ খায়
তীক্ষ্ণ নখর ঠোঁটে টানিয়া ছিঁড়িয়া,
নাহি আত্মা নাহি মন চৈতন্য তাহার
সুখদুঃখ অনুভব করিবে কি দিয়া ?

জাগ্রত জীবনে নারী, নহে সে স্বপন,
নহে মোহ নহে মূর্চ্ছা, মুখ দিয়ে মুখে,
খেয়েছে অধরমাংস করিয়া দংশন,
খেয়েছে হৃদয়রক্ত চুমুকে চুমুকে !

কি তীক্ষ্ণ নারীর ঠোঁট, কি শোষণ তার,
কি পিপাসা কণ্ঠভরা অগস্ত্যের মত,
চুম্বনে চুম্বনে যেন শুষে' নেয় হাড়,
ব্যাপিয়া দিবস নিশি মাস বর্ষ কত !

শকুনি খাইলে মরা তখনি ফুরায়,
রমণী জীবিত রেখে দিনে দিনে খায় ।

১১ই অগ্রহায়ণ, ১২৯৮ সন
শেরপুর, ময়মনসিংহ

নারীর হৃদয়

নারীর হৃদয়খানি বিমল দর্পণ,
তারি ছায়া ভাসে প্রাণে যে থাকে সম্মুখে,
একটু সরিলে দূরে নাহি কাঁদে মন,
আরেক নূতন ছায়া পড়ে তার বুকে !

শূন্যবক্ষে নারী যেন পারে না তিষ্ঠিতে,
রমণী-রাক্ষসী যে ক্ষিপ্ত-আলিঙ্গন,
পরে নব মুণ্ডমালা নিত্য হরষিতে,
কপোল বহিয়া পড়ে সরক্ত-চুম্বন !

নহে অশ্রু বাষ্পবিন্দু তোমারি নিঃশ্বাস,
মমতা জানে না নারী শুধু মৃত্যু জানে,

দয়া নাই, দুর্ব্বিনীতা, স্নেহে উপহাস,
গর্ব্বিতা গৃধিনী মত্ত ক্রোধে অভিমানে !

রমণী-জীবনে ধর্ম্ম নাহি এক কণা,
পাপিষ্ঠা নারীর প্রেম মহাপ্রতারণা ।

৪ঠা পৌষ, ১২৯৬ সন
জয়দেবপুর, ঢাকা

অলি

কেন অলি ঘুরে' মরে' মিছে ফুলে ফুলে,
কেন কর 'গুন গুন' গুণ কেবা চায় ?
তুমি কি জান না নারী গুণে নাহি ভুলে,
রমণী জ্বলিয়া মরে তপ্ত আকাঙ্ক্ষায় ?

কালো বলি কত নিন্দা কত করে হেলা,
রমণী পুড়িয়া মরে রূপের তৃষ্ণায়,
নির্লজ্জ ! বেহায়া ! তবু যাও দুই বেলা,
ভ্রূক্ষেপে চাহে না নারী ঘৃণা-উপেক্ষায় ।

একটু সৌরভ পেয়ে গৌরবে পাগল,
অতি ক্ষুদ্র—অতি বিন্দু এক কণা প্রাণ,
যৌবনের এক কণা—এক অনুপল
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসে এত অভিমান !

তারি কাছে 'গুন গুন' [illegible]ছি মধুকর,
রমণী জানে না কভু গুণের আদর !

১৬ অগ্রহায়ণ, ১২৯৬ সন
শেরপুর, ময়মনসিংহ

চন্দ্র

বল চন্দ্র কার লাগি এমন মলিন,
এত কৃশ এত ক্ষীণ শরীর তোমার,
কার ঘৃণা অবহেলা বল প্রতিদিন,
গ্রাসে রাহু কৃষ্ণপক্ষ—ঘোর অন্ধকার ?

কার চিন্তা কার ভাব কাহার উল্লাস,
তোমার শ্মশানে করে জীবন সঞ্চার,
কার প্রেম ষোলকলা শুক্ল-ইতিহাস-
স্মৃতি-সঞ্জীবন মন্ত্রে জাগে৷ পুনর্ব্বার ?

জান কি সে কুমুদিনী রমণী কেমন,
কার প্রেমে পাগলিনী কার অনুরাগে ?
তোমার অমৃত-প্রেমে ভুলে নাই মন,
আঁধারে সে ফোটে জান' কাহার সোহাগে ?

কার লাগি ও কলঙ্ক ধর সুধাকর,
রমণী জানে না কভু প্রেমের আদর !

অগ্রহায়ণ, ১২৯৬ সন
ময়মনসিংহ

জলধর

কার ও উন্মত্ত-ধ্যান ঝটিকা-তুফান,
উড়ায়ে তোমারে আজ নিয়ে যায় মেঘ,
পর্ব্বতে আছাড়ি প্রাণ করে খান খান,
কার হেন উচ্ছৃঙ্খল উপেক্ষা-উদ্বেগ ?

কার বিদ্রূপের হাসি জ্বলিছে চপলা
বিদারি সলিল-বক্ষ শত বজ্রদাপে ?
ও যে অগ্নিময় বিষভরা গলাগলা,
নিত্য করে ভস্মীভূত সহস্র সন্তাপে !

কার তরে বৃথা অশ্রু কর বরিষণ ?
বিরক্ত নারীর প্রেম বড ভয়ানক ,
বিনিক্ষিপ্ত আলিঙ্গন বুকে সম্বরণ,
তার চেয়ে শত ভাল সহস্র নরক ।

কার তরে কেঁদে মরে বৃথা জলধর,
রমণী জানে না কভু প্রেমের আদর ।

অগ্রহায়ণ, ১২৯৬ সন
ময়মনসিংহ

ধূমকেতু

কত চন্দ্র কত তারা কত গ্রহগণ,
অনন্ত আকাশে আছে স্নেহের বন্ধনে,
সকলেই সকলের সুহৃৎ স্বজন,
হাসে কাঁদে আনন্দের মহা আকর্ষণে !

নিঃসহায় ধূমকেতু কেহ ত নাই,
অনন্ত ঘুরিয়া মরে একা একা একা,
পায় না একটু শান্তি কোথা কোন ঠাঁই,
জনমে সুখের সনে নাহি তার দেখা !

সে যেন এ জগতের যত অমঙ্গল,
শস্যনাশ প্রজাহানি তাহার উদয়ে,
কলঙ্কী শশাঙ্ক ভাল—সে-ও ত উজ্জ্বল,
কানাকানি করে শুধু তার কথা কয়ে'!

পথেঘাটে রাহু চাঁদে হয় যে মিলন,
সে-ও নাকি সুরুচির শুভ সম্ভাষণ!

২৮শে আশ্বিন, ১৩০১ সন
কলিকাতা

আলেয়া

নদীতীরে বিলে ঝিলে পুকুরের পারে,
সন্ধ্যা রেতে অন্ধকারে অথবা নিশীথে,
জ্বলে যে অনল-শিখা আঁখি পাল্‌টিতে,
আলেয়ার আলো কভু ভেব না তাহারে!

যে অভাগ্য বুদ্ধিহীন মরে পৃথিবীতে,
রমণীর অবহেলা ঘৃণা উপেক্ষায়,
তার কি প্রাণের জ্বালা পারে পোড়াইতে,
এ পার্থিব চিতানল সহস্র শিখায়?

যদিও সে চিতাচিহ্ন বিলুপ্ত এখন,
উপরে পড়েছে শত মৃত্তিকার স্তর,
যদিও সে হৃদয়ের দগ্ধ-নিদর্শন,
আছে বিস্মৃতির গর্ভে হইয়ে ফাঁফর।

তবু তাহে কভু অগ্নি-পর্ব্বতের মত,
আবদ্ধ প্রাণের জ্বালা হতেছে নির্গত!

২০শে বৈশাখ, ১৩০২ সন
মধুপুর

রমণীর প্রেম

এই ছুটে' যায় নারী এই ছুটে' যায়,
এই হাসি এই কান্না এই আলিঙ্গন,
এই অভিমানপূর্ণ ম্লান বরষায়,
এই শরতের চন্দ্র জুড়ায় নয়ন !

অনন্ত অসীম নীল গগনের গায়,
কত জলদের বক্ষ করি বিদারণ,
চঞ্চলা চপলা বালা ছুটিয়া পলায়,
কত অশ্রু হাহাকার অশনি পতন !

কাঁদাইয়া চিরদিন রমণীর খেলা,
কত অন্ধকার বুকে দিয়ে যায় ঢেলে,
জীবন করিয়া যায় "একেলা-একেলা"
উদ্যম উৎসাহ আশা ভেঙেচুরে ফেলে !

রমণী পীরিতি করে তেল মেখে গায়,
ছুঁইতে কি না ছুঁইতে পিছলিয়া যায় !

২২শে কার্ত্তিক, ১২৯৬ সাল
জয়দেবপুর, ঢাকা

এক পদাঘাতে

এই মম বজ্রবক্ষে সহিয়াছি কত,
কত দুঃখ কত শোক কহা নাহি যায়,
শ্মশানের পোড়া হাড় বিঁধিয়াছে কত,
প্রতি শিরা প্রতি পেশী হৃদি-কলিজায় !

সহিয়াছি এ জীবনে কত যে যন্ত্রণা,
অদাহ্য অদ্রব প্রাণ অক্ষত এমন,
খসাইতে পারে নাই ক্ষুদ্র এক কণা,
সংসারের শত ঘৃণা শত উৎপীড়ন !

ক্ষুদ্র ও কটাক্ষে আজ অই ক্ষুদ্র নারী,
ক্ষুদ্র অনাদরে তার ক্ষুদ্র উপহাসে,
সমুদ্র সমান প্রাণ ভাঙিবে আমারি,
উড়ায়ে ফেলিবে না কি একটা নিঃশ্বাসে?

সত্যই আমি কি এত গেছি অধঃপাতে,
রমণী করিবে চূর্ণ এক পদাঘাতে?

৩রা শ্রাবণ, ১২৯৬ সন
শীতলপুর বাগানবাটি, শেরপুর
ময়মনসিংহ

খই ভাজা

শারদ পূর্ণিমা কাল পুণ্য কোজাগর,
গৃহস্থবধূরা তাই ব্যস্ত আজ কাজে,
শ্বেতপদ্মসম এক নারী মনোহর
জ্বলন্ত চুলার পারে বসে' খই ভাজে।

চাপিয়া বিশাল উরু সুবিশাল বুকে
ঢাকিতে পারেনি বামা, কক্ষতল দিয়া
অনাবৃত লাবণ্যের আবর্ত্ত অর্দ্ধেকে,
আরক্ত অনল ছটা পড়িছে আসিয়া!

অগ্নিময় তপ্ত খোলা তপ্ত বালু তায়,
রমণী দিতেছে তাহে মুঠা মুঠা ধান,
ফুটিয়া উঠিয়া খই লুঠে' পড়ে পায়,
তাহাদের কতগুলা বিদীর্ণ পরাণ!

দেখে' সে অপূর্ব্ব রূপ আমি মরি লাজে,
রমণীর ভালবাসা বুঝিলাম কাজে!

২রা ভাদ্র, ১২৯৮ সন
শেরপুর, ময়মনসিংহ

নারীর প্রাণ

সকলের চেয়ে বেশী সুন্দর করিয়া,
আদরে যতনে বিধি রচিলা তোমায়,
সমস্ত বিশ্বের শোভা সারভাগ নিয়া,
যৌবন ফুটায়ে দিলা পুষ্প-পূর্ণিমায় !

নীলনেত্র, রক্তওষ্ঠ, চারুচন্দ্রানন,
ও পীন উন্নত বক্ষ কতই বিশাল,
ব্যাপিয়া রয়েছে কত স্বপ্ন জাগরণ,
কত যে জীবন মৃত্যু – ইহ পরকাল !

কিন্তু রে রচিতে তোর তনু অতুলন,
ফুরাইয়া ছিল বুঝি শোভার ভাণ্ডার,
তাই কি দেহের মত হয় নাই মন,
কোমল সৌন্দর্য্য বুঝি নাহি ছিল আর ?

দিয়েছে অপূর্ণ প্রাণ পুরিয়া পাষাণে,
শত অশ্রুপাতে তাই গলিতে না জানে !

২৪শে শ্রাবণ, ১২৯৬ সন
শীতলপুর বাগানবাটি, শেরপুর
ময়মনসিংহ

আত্মঘাতী

কে তুমি হে আত্মঘাতী হতভাগ্য নর,
অবলার বঞ্চনার বধমঞ্চে খাড়া,
চুম্বিয়া ও বিষবিম্ব আরক্ত অধর,
কপট আঁখির ঠারে কে গিয়েছে মারা ?

নারীর নরককুণ্ড পিশাচের ভোগ,
কে ডুবেছে বল তাহে প্রেম-পিপাসায় ?

ত্বরিত কামের ক্লেদে মহা কুষ্ঠরোগ,
কে দিলে তাহারে স্থান হৃদি কলিজায় ?

নিতি নিতি ফেলিতেছ তপ্ত অশ্রুজল,
নীরবে নিশীথে ফেল প্রতপ্ত নিঃশ্বাস,
অণু অণু আত্মহত্যা জমিয়া কেবল,
অনন্ত মরণ রচে বর্ষ—বারো মাস !

প্রেম নহে ও যে এক লৌহময় দড়ি,
গলায় পরেছ মূর্খ নিজ হাতে ধরি !

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০ সন
শেরপুর, ময়মনসিংহ

স্ত্রীপুরুষের প্রেম

পুরুষের প্রেম আর পুরুষের প্রাণ,
দিক্‌দর্শনের কাঁটা এক মুখে থাকে,
না নড়ে পশ্চিম পূর্ব্ব নৈঋ'ত ঈশান,
চিরলক্ষ্য একজন—ভালবাসে যাকে !

রমণীর মুখে শুধু সুধা ঢালাঢালি,
নিন্দিত চণ্ডাল চন্দ্রে সদা চুমা খায়,
কত কৃষ্ণপক্ষপূর্ণ, কত মাখা কালী,
কত প্রতিপদপূর্ণ কত দ্বিতীয়ায় !

বুকভরা কত নিশি কত অন্ধকার,
রমণী রাখিয়া যায়, বলিবার নয় ;
চঞ্চল কিরণে তৃপ্তি কবে হয় কার,
শত অমাবস্যাপূর্ণ অপূর্ণ হৃদয় !

রমণী প্রেমের ঘড়ি সতত চঞ্চল,
প্রাণে যায় দাগ রেখে' পল অনুপল !

১৫ই কার্ত্তিক, ১২৯৬ সন
জয়দেবপুর, ঢাকা

একটি কথা

কোন্ কালে নিবে গেছে চিতার অনল,
ভুলিয়া গিয়াছি কবে তার সেই কথা,
মুছিয়া ফেলেছি কবে নয়নের জল,
মনে নাই সেকেলে সে আদর মমতা।

সে যে গো আমার কেহ ছিল কোন দিন,
এ কথা এখন আর হয় না স্মরণ,
ধুয়ে গেছে—মুছে' গেছে—হয়ে গেছে লীন
তার যেন নাম, গন্ধ, চুম্ব, আলিঙ্গন!

কেহ আজ তার কথা কহিলে জিজ্ঞাসা,
উপকথা বলি যেন হেন লয় মন;
ছুঁইতে ছিঁড়িয়া যায় মান, কাঁদা, হাসা
কীটদষ্ট সর্ব্বনষ্ট জীর্ণ পুরাতন;

কেবল একটি কথা মনে বড় জাগে,
রাগ করে' লিখেছিল মরিবার আগে।

১৪ই কার্ত্তিক, ১২৯৫ সন
শীতলপুর বাগানবাটি, শেরপুর
ময়মনসিংহ

দাহ

পুড়েছি পুরুষগুলা কাঠ-কাঠ মরা,
লাবণ্যের নাহি লেশ নীরস শরীর,
লোলিতগলিত চর্ম্ম শিরাজাল ভরা,
করিয়াছি দেহ দাহ কত রমণীর!

পরিপূর্ণ ষোলকলা হেন রূপরাশি,
উলঙ্গ শ্মশানে শোয়া দেখিনি কখন,
অনলে মিশিয়া যায় অধরের হাসি,
অনন্ত ধরিয়া দেয় মত্ত আলিঙ্গন!

কি যে সে বিশাল ভাব ভীষণ গম্ভীর,
পুলকে বিস্ময়ে উঠে শিহরিয়া মন,
ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া উঠে তনু তরুণীর,
প্রাণে উঠে প্রেমমূর্ত্তি জাগিয়া তখন !

ও নহে শ্মশানে তার পোড়া ভস্ম-ছাই,
আমরা যা দিছি সে যে রেখে গেছে তাই !

১৫ই কার্ত্তিক, ১২৯৫ সন
শীতলপুর বাগানবাটি, শেরপুর
ময়মনসিংহ

কোকিল

উঠিছে অমৃত-জ্যোৎস্না ধীরে ধীরে ধীরে,
ডুবায়ে বিশাল বিশ্ব স্নেহ-পারাবারে,
লুঠিয়া লহরী পড়ে দূরে – নদীনীরে,
বুক ভেঙে প্রাণ যেন দিয়ে যায় তারে

শ্যামল বাসন্তী সন্ধ্যা—বন উপবনে
হাসিতেছে শত শত কুসুম সুন্দর,
বহিছে মধুর বাস মেদুর পবনে,
আনন্দে ভাসিছে যেন দিক্ দিগন্তর !

কি দেখিয়া তুমি ইহা নিন্দা কর পিক
'কু-উ' 'কু-উ' কোলাহলে ভরিয়া আকাশ,
কোথায় দেখিলে শোভা ইহার অধিক,
আতর-অমৃতমাখা অধরের হাস ?

'কালরূপে মনে লয় শ্মশানের ছাই
মাখিয়া এসেছ, তাই এমন বড়াই !

১৪ই চৈত্র, ১২৯৫ সন
ময়মনসিংহ

সারদার প্রেম

অনন্ত বসন্তাকাশ রয়েছে ব্যাপিয়া,
নীলে নীলে মিলে মিলে জ্যোতি সমুদায়,
ও কি গো তারকাদাম এত মোহ দিয়া,
মারাত্মক মমতায় মৃদু মৃদু চায় ?

না না না সে দেবরানী দেবদেশে গিয়া,
আজিও সারদা বুঝি ভোলেনি আমায়,
শত চক্ষে শত স্নেহে দেখিছে চাহিয়া,
স্বর্গমর্ত্ত্যব্যাপী তার দীর্ঘ পিপাসায় ।

তাহারি মমতামাখা মিঠামিঠা চাওয়া,
নিশির শিশিরভরা তাহারি নয়ন,
তাহারি সলাজ-আঁখি দিনে নিবে যাওরা,
তারি মান-নবঘন চুরি করে মন ।

এত প্রেম এত দয়া আছে আর কার,
সারারাত্‌ জেগে থাকে শিয়রে আমার !

২রা ফাল্গুন, ১২৯৭ সন
শেরপুর, ময়মনসিংহ

নবজলকণা

কোথা হতে আসিয়াছ নবজলকণা.
বড় স্বচ্ছ পরিষ্কার বড়ই শীতল,
কার গো আঁখির নীর তোমরা বল না,
জুড়াইলে একেবারে দগ্ধ ধরাতল !

কোথা সে সরোজ-আঁখি কোথা সেই জনা,
কত দিন হ'ল সে যে গেছে বরষিয়া,
সংসার ভুলেছে সেই দুখিনী ললনা,
গেছে তার ভস্ম-ছাই মাটিতে মিশিয়া !

যার আসিবার দিন করিত গণনা,
বিষাদে উত্তরমুখে চেয়ে পথপানে,
সে আছে, কেবল সেই নাই চন্দ্রাননা,
কোথায় গিয়েছে আহা কেহ নাহি জানে !

তবে কি তাহারি খোঁজে গিয়েছে ললনা.
সে নীল আঁখির নীর নবজলকণা।

১৭ই শ্রাবণ, ১২৯৬ সন
শীতলপুর বাগানবাটি, শেরপুর
ময়মনসিংহ

অভিশাপ

আমারি মতন ঠিক সেই নাক কান,
হাত পা তেমনিতর দেহের গঠন,
এক ইচ্ছা এক আশা হয় অনুমান,
এক আত্মা এক কার্য্য যেন এক মন !

আমি যা করিতে চাই সে-ও করে তাই,
একচুল বেশ-কম দেখি না কখন,
সে-ও চলে সাথে সাথে আমি যদি যাই,
তাহার আমার যেন এক প্রয়োজন !

কি এক বিষম ব্যঙ্গ উগ্র উপহাস,
কে বলে ইহারে ছায়া. ছায়া কভু নয়,
এ যে হৃদয়ের তপ্ত বীভৎস উচ্ছ্বাস,
প্রাণের কঠোর তীক্ষ্ণ সত্য পরিচয় !

এ যে জীবনের সেই মূর্ত্তিমান পাপ,
সারদার অবিশ্বাস অন্ধ অভিশাপ !

১৪ই চৈত্র, ১৩০১ সন
মধুপুর

সমীরণ

সমীরণ কি লাগিয়া ভ্রম' ভূমণ্ডল,
কোথাও থাম না তুমি অবিরাম গতি ?
কোথা মরু, কোথা বন, সাগর, অচল—
নাহি শ্রান্তি, নাহি ক্লান্তি, বিশ্রাম বিরতি !

কি খুঁজিছ' বুকে বুকে ভ্রমি ভূমণ্ডল,
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে নিত্য করি যাওয়া আসা ?
প্রাণ কি সে, মন কি সে হৃদয় সরল,
হারাযে গিয়াছ নাকি কারো ভালবাসা ?

মিলে না কি কত যত্নে এত অন্বেষণে,
মিলে না ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব খুঁজিযা কোথায় ?
এত বুকে এত প্রাণে এত মনে মনে,
মনোমত মন এক নাহি পাওয়া যায় ?

অবশ্য তা' আছে, আমি জানি সমীরণ,
পাইবে, শ্মশানে গিয়া কর অন্বেষণ ।

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ সন
কলিকাতা

অন্ধকার

হৃদয়ের একমাত্র তুমি প্রতিকৃতি,
দুঃখীর কেবলমাত্র তুমিই সম্বল,
অতীতের একমাত্র তুমি আছ স্মৃতি,
লইয়া সে সুখদুঃখ হাসি অশ্রুজল

সেই মান অভিমান [illegible]হার পীরিতি,
তোমারি—তোমারি চেয়ে গাঢ় অন্ধকার,
নিবিয়াছে চন্দ্রসূর্য্য, ডুবিয়াছে ক্ষিতি,
গ্রাসিয়াছে একেবারে সমস্ত সংসার !

করেছে তোমারি চেয়ে এত আত্মসাৎ,
করেছে তোমারি চেয়ে এত আপনার,
চিনি না আমারে আমি তার কি আমার,
পারি না আমারে আমি করিতে তফাৎ!

কে ছিলাম আমি আগে, কেবা ছিল সেই,
জীবিত দু'জনে আজ কেবা আমি এই!

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ সন
কলিকাতা

যা দিয়েছি

সে নাকি ফেলিয়া গেছে যা দিয়েছি তারে,
যাহারা দেখেছে যেতে, তারা সবে কয়,
সেই ছাই সেই ভস্মে চিলাইব পারে,
মাটিতে মিশিয়ে নাকি আছে সমুদয়!

আমি কিন্তু এ কথায় করি না প্রত্যয়,
আমি'যে দেখেছি খুঁজে' প্রতি রেণু তার,
চুল, নখ, বসা, মাংস, অস্থির অঙ্গার,
প্রতি উষা প্রতি সন্ধ্যা নিশীথ সময়!

আছে শুধু হাহাকার সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস,
আছে কৃষ্ণশোকশিলা তামস কেবল,
দিগন্ত ব্যাপিয়া আছে শুধু সর্ব্বনাশ,—
দেইনি তাহারে আমি কভু যে সকল!

যা দিয়েছি সে যদি গো রেখে যেত তাই,
কেন তবে প্রাণমন ফিরে নাহি পাই?

২০শে বৈশাখ, ১৩০১ সন
কলিকাতা

ব্যবধান

তৃতীয় প্রহর গত হেমন্তের নিশি,
অচেতন অন্ধকারে স্তব্ধ কলিকাতা,
জীবন যেতেছে যেন মরণেতে মিশি,
উলটিয়া পৃথিবীর ক্ষুদ্র এক পাতা !

শায়িতা দ্বিতল গৃহে 'আনন্দ-আশ্রমে',
বিদেশে বিভূমে, নাই আত্মীয় স্বজন,
একাকী বালিকা মেয়ে মহা পরাক্রমে,
ভীষণ মৃত্যুর সনে করিতেছে রণ !

এই উঠে এই বসে—এ কাত্‌ ও কাত ,
'এস কাছে, মরি বাবা ! বিলম্ব না সয়'—
অবশে রাখিয়া শেষে দুইখানি হাত,—
'অসহ্য যন্ত্রণা এ যে মরণ নিশ্চয় !

নিশ্চয় মরণ - নিশ্চয়—বাহিরিল প্রাণ,
না চিনিনু পৃথিবীর কোথা ব্যবধান !

১৩ই চৈত্র, ১৩০১ সন
মধুপুর

দরিদ্রের কপাল

মৃদঙ্গারে পরিপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষার
অবসন্ন অন্ধকার খনির ভিতরে,
জনমিলে হীরা-কণা বহুভাগ্যে তার,
পাপিষ্ঠ নিষ্ঠুর নর তাই চুরি করে !

সুরভিঅমৃতপূর্ণ কুসুম সুন্দর,
ফুটে যদি কাননের সামান্য পাতায়,
মহালোভী নরনারী মহাস্বার্থপর,
ছিঁড়িয়া লইবে বৃন্ত হায় হায় হায় !

অধিক কি দেবতাও মথিয়া সাগর,
লুঠিয়ে নিয়েছে তার যত রত্নধন,
বিধির বিধান হায় এত ভয়ঙ্কর,
রহে না অযোগ্য স্থানে কেহ কদাচন !

নিয়েছে তারেও মণি তারি লাগি কাল,
হতভাগ্য দরিদ্রের ইহাই কপাল !

৩রা কার্ত্তিক, ১৩০১ সন
কলিকাতা

মোক্ষদা (১)

শীতান্ত সায়াহ্ন –সূর্য ডুবুডুবু প্রায়,
জ্বলিছে শ্মশানে শব চিলাইর তীরে,
কত সুখ কত শান্তি ভস্ম হয়ে যায়,—
নূতন সাহারা যায় দিয়ে পৃথিবীরে।

নয়নে গলিত ধারা মুখে হাহাকার,
এলোমেলো বেশে বালা শোকে ম্রিয়মাণ,
হইয়াছে লাজলজ্জা পুড়ে ছারখার,
অন্তরে বাহিরে জ্বলে দু'দিকে শ্মশান।

ক্রমশঃ ডুবিল সূর্য্য হয়ে ঘোর লাল,
মুছে' নিয়া অভাগীর সিঁতার সিন্দূর,
সন্ধ্যায় করিয়া ম্লান সুন্দর কপাল,
গেল আজ অস্তাচলে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর !

নিবিল চিলাইর চিতা—জ্বলিতে সর্ব্বদা,
ঘরে গেল মহাচিতা—বিধবা মোক্ষদা !

৩রা ফাল্গুন, ১২৯৫ সন
ঢাকা

মোক্ষদা (২)

শ্রাবণ-পূর্ণিমাতিথি পূর্ণ বরষায়,
বহিছে ‘শীতলক্ষ্যা’ কলকলকলে,
একটি আগ্নেয়বক্ষা নারী অসহায়,
ধুইয়া দিতেছে চিতা নয়নের জলে !

ভাসিয়া যেতেছে তার ভূতভবিষ্যৎ,
অই ছাই অই ভস্ম অঙ্গারের সনে,
শোকময় জীবনের অতি দীর্ঘপথ,
বহিছে এ অশ্রুবারি অনন্ত গমনে !

যে চন্দ্র গিয়াছে আজ চির-অস্তাচলে,
পূর্ণিমা পুড়িয়া গেছে হয়ে ছারখার,
পৃথিবীর ঘোরতর অন্ধকার তলে,
ছিন্ন ও যুবতী জ্যোৎস্না ডুবিল তাহার ।

ভাঙিতে হাতের শাঁখা ভাঙিল কপাল,
বিধবা-মোক্ষদা মেয়ে মা'র বক্ষে শাল !

১২ই ভাদ্র, ১২৯৬ সন
শীতলপুর বাগানবাটি, শেরপুর
ময়মনসিংহ

মোক্ষদা (৩)

আর্দ্র কেশ আর্দ্র বেশ, ঝরিতেছে জল,
ভূষণবিহীনতনু তবু শোভা পায়,
মথিয়া অতল সিন্ধু যেন দেবদল
এখনি তুলেছে লক্ষ্মী আছে ভিজা গায় !

সম্মুখে কলার খোলে কাকে ভাত খায়,
অর্দ্ধ-উর্দ্ধদৃষ্টি আর্দ্র নয়ন-কমল,
পশ্চিমে ঢলিয়া সূর্য্য শোকে মূর্চ্ছা যায়,
দেখে' যেন অভাগীর শোক-অশ্রুজল !

ফাটিছে কোমল বক্ষ ঘোর পিপাসায়,
কাঁপিছে কোমল দেহ নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে,
পারে না তিষ্ঠিতে প্রাণ বাহিরিয়া যায়,
মনে লয় পথ ভুলে' ফিরে ঘরে আসে।

দাঁড়ায়ে তপস্যা যেন পবিত্র মূরতি,
বিধবা মোক্ষদা তুই—তুই সরস্বতী!

১৪ই ভাদ্র, ১২৯৬ সন
শীতলপুর বাগানবাটি, শেরপুর
ময়মনসিংহ

পুতুল খেলা

সে খেলে আপন মনে আপনার খেলা,
ইট কাঠ মোম মাটি—পুতুল তাহার—
খেতালে' আছাড়ে' সব ভেঙেচুরে ফেলা,
নাই শোক নাই দুঃখ নাই হাহাকার!

সে তো গো ব্যথিত জন দেখেনি কখন,
কেমনে বুঝিবে তবে ব্যথা কারে কয়?
জড়ের মিলনে তার জড়ের জীবন,
ইট কাঠ পোড়ামাটি তাহারো হৃদয়!

আপনি সাধিয়া নিয়া দিয়াছ পরাণ
খেলিতে তাহারে, সে তো চাহেনি কখন?
অনাদরে কেন তবে ভাব' অপমান?
প্রাণ কি পুতুল বড় জানে না সে জন!

হৃদয় কি, বেদনা কি, সে বোঝে না হায়,
সে যে গো সকলি দিয়া পুতুল খেলায়!

৩০শে ভাদ্র, ১৩০০ সন
কলিকাতা

কিশোরী (১)

কিশোরী আকাশে আঁকা মহানীলিমায়,
অনন্তের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে তা'তে,
শরতের রৌদ্র জ্বলে হেমন্ত সন্ধ্যায়,
বসন্ত রয়েছে পথে শীতের পশ্চাতে !

কি সুন্দর শ্যামসন্ধ্যা মহাসন্ধিস্থল,
এক পারে রাগরক্ত ডুবে রোষমান,
ছড়ায়ে অপর তীরে কিরণ উজ্জ্বল,
প্রেমপূর্ণ চন্দ্রমার উদয় —উত্থান !

মাহেন্দ্র-মুহূর্ত্তে হেন মহাসন্ধিপূজা,
আত্মবলি মহাদেবী করেন গ্রহণ,
মানবীয় রক্তমাংসে গায়ত্রী দ্বিভুজা
বিদারিয়ে ব্রহ্মরন্ধ্র আবির্ভূতা হন !

মহাভক্ত ! মহাকামি ! হে মহাসুরথ !
প্রণয়-প্রণবে পূর্ণ কর মনোরথ !

৩০শে ভাদ্র, ১৩০০ সন
কলিকাতা

কিশোরী (২)

বুকভরা দ্রববহ্নি করে আস্ফালন,
আপনার তেজে ধরা আপনি চঞ্চল,
সে তীব্র আগ্নেয়-দম্ভে জাগিছে যৌবন,
কিশোরী কোমল চিত্ত ‘শহরে কেবল !

নিরুদ্ধবাসনা দগ্ধ-ধাতবনিঃস্রাবে,
প্রধূমিয়া নেত্রে করে শকতি সঞ্চয়,
অপাঙ্গে ধ্বংসের দীপ্ত ধারা বয়ে যাবে,
ইঙ্গিতে মুমূর্ষু লজ্জা দেয় পরিচয় !

মুহুর্মুহু ভূমিকম্প —পর্ব্বত উত্থান,
অগ্নিময় মহাযুগ করে নিমন্ত্রণ,
অনাদরে ঢেলে দেয় এক কণা প্রাণ
স্নেহে ফুটে সীতাকুণ্ড—উষ্ণ প্রস্রবণ।

বহিলে বিমলা গঙ্গা আবিল প্রবাহে,
ত্রিদিবের পবিত্রতা তবু আসে তাহে।

১৮ই ভাদ্র, ১৩০০ সন
কলিকাতা

ভগ্নমনোরথ

দুই পাশে উষা সন্ধ্যা হেম-স্বপ্নবৎ
আশার অলকাপূর্ণ মোহ-ইন্দ্রজালে,
মধ্যাহ্ন চলেছে পথে ভগ্নমনোরথ
জ্বলন্ত জীবন নিয়ে দগ্ধ-অন্তরালে।

দুই পাশে প্রস্ফুটিত গিরি-কুঞ্জবন,
পাষাণে আছাড়ে মাঝে নিরাশ নির্ঝর,
অনাদরে উড়ে তার চূর্ণ প্রাণমন,
অরণ্য-পবনে আহা দিক্‌-দিগন্তর।

হাসে ধরা শস্যপূর্ণ শ্যাম-মমতায়,
হতাশে জ্বলিয়া মরে মধ্যে মরুভূমি,
এই স্নেহ এই দয়া এই করুণায়,
সংসার! জগতে ধন্য হইয়াছ তুমি!

এ পারে বসন্ত হাসে ও পারে শরৎ,
মধ্যে মরে শীতগ্রীষ্ম ভগ্নমনোরথ!

২৭শে পৌষ, ১৩০১ সন
কলিকাতা

কাঁথা সেলাই

পশ্চিমে বৈশাখী বেলা অবসন্ন প্রায়,
আকাশ-কটাহে মেঘ দ্রবরক্তময়,
বিশ্ব রচিবারে যেন বিশ্বকর্ম্মা তায়,
জ্বাল দেয় মহাভূত উপাদানচয় !

পশ্চিমের ঘরে তিন যুবতী সুন্দরী,
উষা, নিশা, সন্ধ্যা যেন মিশি পরস্পর,
প্রেম, পুণ্য, লাবণ্যের অনন্ত-লহরী
ত্রিদিব ভাসায়ে বহে ত্রিবেণী সুন্দর !

সূচি যাতে কাঁথা সবে করিছে সেলাই,
বাজে বালা শাঁখা চুড়ি টুন্ টুন্ টুন্,
বসিয়া কাঁথার কোণে নাতিনী-জামাই,
শুনিয়া ব্যাধের বাঁশী একেবারে খুন !

এক সূচি বিঁধে তায় শতছিদ্র কাঁথা,
শত সূচে বিঁধে বুক পদতলে পাতা !

২৯শে বৈশাখ, ১৩০০ সন
লতপ্‌দি, ঢাকা

আম মাখা

বৈশাখে বিকাল বেলা বিনোদ বিমল,
কচি হাতে কাঁচা আম কাটে এক বালা,
এলায়ে পড়েছে গায় সুনীল কুন্তল,
মাণিক-মৈনাকে যেন নীলমেঘ ঢালা !

বসোরা-গোলাপ-গাল বসন্ত-প্রভাতে,
গলে তার হেমময় মোহনিয়া মালা,
কাসন্দ ও কাঁচালঙ্কা আর লেবুপাতে,
সম্মুখে রাখিয়া কালো পাথরের থালা—

চম্পক-আঙ্গুলে আম মাখে কচালিয়া,
গোলাপ রঙ্গিয়া উঠে অরুণ আভায়,
লুকায়ে বিদেশী দেখে দূরে দাঁড়াইয়া,
আকুল আগ্রহে আর লোভে লালসায় !

আমমাখা থালা আর অধরকমল,
কি দেখিয়া জিবে ওর আসিয়াছে জল ?

২০শে বৈশাখ, ১৩০০ সন
লতপ্‌দি, ঢাকা

পাঠ

'অজ, অগ, আম, আর' পড়ে দশ দিন,
কিছুই থাকে না মনে, হাতে থাকে বই,
সে পড়ে কি আমি পড়ি বুঝা সুকঠিন,
কে জানে ভূতের মন্ত্র কার কানে কই !

এ বিরক্তি-বিড়ম্বনা সহিতে না পারি,
টিপিয়া গোলাপ-গাল পিঠে দিনু কিল,
দারুণ আঘাত বুকে বাজিল আমারি,
ভিজিল কেবল তার আঁখি নবনীল !

বালিকা বলে না কথা গুরু মানভরে,
কত গুরু অপরাধ হইল আমার,
আজি শিখিলাম ভাল এত দিন পরে,
এ জীবনে এ জনমে শিখিনি যা আর !

ক্ষোভে লাজে 'বাল্যশিক্ষা' ফেলিলাম ছিঁড়ি,
নাকে খত—হেন গুরুমহাশয়গিরি !

৩১শে বৈশাখ, ১২৯৫ সন
ময়মনসিংহ

পুষ্পসজ্জা

বিশুভ্র বৈশাখী নিশা, শুভ্র চন্দ্রালোকে
প্লাবিয়াছে নীলাকাশ, শ্যাম ধরাতল,
যেন জ্যোতির্ম্ময় এক জলীয় আলোকে
রজত বার্ণিস্ মাখা —অমৃত-শীতল !

পালঙ্কে বসিয়া বালা শুভ্র শয্যাতলে,
দুধে ভাসে শ্বেতপদ্ম – শোভা মনোহর !
এলায়ে পড়েছে বেণী ক্ষীণকটিতলে,
অঙ্গলতা বেড়া যেন কৃষ্ণ অজগর !

আদরে যতনে কানে পরাইনু তার,
সুগন্ধী শীতল স্নিগ্ধ শুভ্র বেলফুল,
সীমন্তে রচিয়া দিনু পত্র-অলঙ্কার,
বনজাত কুসুমের মঞ্জরী মুকুল !

ঈষৎ হাসিয়া বালা তুলিতে নয়ন,
ফুটিয়া ভুজঙ্গডিম্ব দংশিয়াছে মন !

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০ সন
ময়মনসিংহ

ফুলদানী

জ্যৈষ্ঠ মাসে মিষ্ট বেশি শুক্লা ষষ্ঠী নিশি,
সে নিশি শ্বশুরালয়ে আরো মধুময়,
কত চন্দ্রোদয়ে যেন হাসে দশদিশি,
সে নিশি এ পৃথিবীর নিশি নয় নয় !

শয্যাপার্শ্বে পুষ্পাধারে পুষ্পগুচ্ছ ভরা,
আনন্দে কহিছে বালা কিবা মনোহর,
জানে না সে পুষ্পময়ী নিজে পুষ্পে গড়া,
চোখে মুখে নানা পুষ্প – পবিত্র সুন্দর !

হাসিয়া কহিনু তারে এবা কোন্ ছার,
সামান্য বনের ফুল বাখানিলে যারে,
আছে এক বিধাতার সৃষ্টি চমৎকার।
এস সে কুসুমগুচ্ছ দেখাই তোমারে !

সমাদরে বুকে তারে লইলাম টানি,
সে-ই সে ফুলের তোড়া, আমি ফুলদানী !

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০ সন
ময়মনসিংহ

দেববালিকা

এই দেয় এই দেয়, দেয় না আবার,
দিতে এসে ফিরে যায় এ কেমন খেলা,
এই কি পরাণপূর্ণ স্নেহ-দয়া তার,
দেখাইতে রোজ রোজ আসে দুই বেলা ?

কাছে আসে, কাছে বসে, হেসে কথা কয়,
দেয় দেয় নাহি দেয় অধরে অধর,
একবার হাতখানি হাতে টেনে লয়,
কিন্তু সে চমকি উঠি পুনঃ দেয় লড় !

সে যায় সন্ধ্যার মত নিতি নিতি নিতি,
ডুবায়ে আশার সূর্য্য আঁধার আকাশে,
দেববালিকার হায় এই নাকি রীতি,
এমনি কি মানবেরে কাঁদাইতে আসে ?

আমি তো জানি না ঘৃণা করে সে রূপসী,
কলঙ্ক হলেও মৃগ কোলে নেয় শশী !

২৫শে শ্রাবণ, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

ভগ্নমন্দির

আছি এক জীর্ণশীর্ণ ভগন-মন্দির,
মরণের দিন গণি নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে,
নাহি আর আশা ইচ্ছা এই পৃথিবীর,
খসিছে জীবন-গ্রন্থি ঘোর অবিশ্বাসে !

যাদেরে দেবতা বলি দিয়াছিনু স্থান,
তারা তো দেবতা নহে করিয়াছি ভুল,
তিষ্ঠেনি তিলেক কেহ করেছে প্রস্থান,
বিচূর্ণ করিয়া বুকে প্রেমবেদীমূল !

পিশাচী রাক্ষসী তারা মেদমজ্জা খায়,
তারা যায় ভালবাসা চরণে দলিযা,
তারা চোষে হৃৎপিণ্ড চিতায় চিতায়,
কামের আগুনে যথা জ্বলিতেছে হিয়া !

কে তুমি বালিকা পুনঃ পশিলে আসিয়া,
বাজিছে মঙ্গলশঙ্খ শিরায় শিরায় !

৩১শে শ্রাবণ, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

প্রেম-অরণ্যানী

উষার অরুণ বর্ণে অবগাহমান,
অথবা সন্ধ্যার স্বর্ণকুসুমিত নভে
উড়ে বটে বিহঙ্গম খুলিয়া পরাণ,
ডুবাইয়া সে অনন্ত মধুর সুরবে !

কিন্তু এ ধরার ক্ষুদ্র অরণ্য বিহঙ্গ,
কে তারে আশ্রয় দেয় বসিবারে স্থান,
দুর্ব্বল হইলে পক্ষ নভসন্তরণে,
কে তাহারে করে বল আকুল আহ্বান ?

দয়াময়ী স্নেহময়ী তুমি গো দেবতা,
তুমি না বুঝিলে এই প্রাণের বেদন,
কে বুঝিবে নয়নের নির্গলিত কথা,
কোথা পাব মমতার মঞ্জু কুঞ্জবন।

তুমি প্রেম-অরণ্যানী ফলপুষ্পে ভরা,
নন্দনের পারিজাতে পুষ্পিত অমরা!

২৬শে শ্রাবণ, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

উপহার

অচেতন জড়পিণ্ড নির্ম্মম পাষাণ,
ছিল যে সংসার ক্ষেত্রে বিফলে পড়িয়া,
কৃতার্থ করেনি পান্থ পদধূলি দিয়া,
ছিল তার অভিশপ্ত প্রতি উপাদান!

কে তুমি গো স্নেহময়ী বুঝিতে না পারি,
তোমার চরণস্পর্শে শিহরিল শিলা,
কে তুমি গো প্রাণময়ী প্রেমময়ী নারী,
কত প্রাণ কত শান্তি চরণে ঢালিলা!

মরণ লইয়া গেল শীতের জড়তা,
বসন্ত জাগায়ে দিল আশার কানন,
প্রতি-পুষ্পে দিল প্রেম স্নিগ্ধসজীবতা,
কিবা সে আনন্দ-মধু মুগ্ধ করে মন!

তাই গো আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা অভিলাষ তার,
তোমারে তোমারি প্রেম দেয় উপহার!

৩১শে শ্রাবণ, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

প্রণয়

হইলে তুষারশুভ্র কালো কেশরাশি,
খসিলে মুকুতাসম বিমল দশন,
নিমগ্ন অধর প্রান্তে ডুবে' মরে হাসি,
গ্রাসিল বিকট জরা জীবনযৌবন!

প্রবৃত্তি বাসনা যত ক্রমে দূরে যায়,
দূরে যায় সংসারের পাপপ্রলোভন,
উদ্যম উৎসাহ আশা ডুবিছে সন্ধ্যায়,
বিমল বৈরাগ্যে যেন ভেসে গেছে মন!

ভেবেছিনু প্রেম অন্য বাসনার মত,
জরায় হইয়া জীর্ণ ক্রমে হবে লীন,
কিন্তু এ বার্দ্ধক্যে দেখি বাড়ে ক্রমাগত,
আগেকার শতগুণ নেশায় নবীন!

হেরিয়া রমণী হাসে এ কিরে বালাই,
পোড়া প্রণয়ের বুঝি জরামৃত্যু নাই?

১৫ই কার্ত্তিক, ১২৯৫ সন
শীতলপুর বাগানবাটি, শেরপুর, ময়মনসিংহ

প্রেম

কোথায় বসতি প্রেম, কোথা বাড়ী ঘর—
কোন্ বসন্তের দেশে, মৃদু মলয়ায়
কোথা যাও ফুলপথে মত্ত মধুকর
মধুগন্ধে অন্ধ হয়ে খুঁজিছে তোমায়!

জনম আমার গেল তব অন্বেষণে,
খুঁজিলাম রমণীর কত চন্দ্রানন,
ব্যথিত হইল ওষ্ঠ চুম্বনে চুম্বনে,
বিদীর্ণ হইল বক্ষ দিয়া আলিঙ্গন!

যৌবনের পুষ্পবন্যা প্রতি অঙ্গভরা,
ভাসাইয়া নিয়ে গেল শুধু প্রাণমন,
কে জানে আঁখির ঠারে হাহাকার করা
জাগাইয়া দিয়ে গেল চিরজাগরণ !

রমণীর কাছে প্রেম কে তোমারে পায় ?
প্রাণ পোড়ে মন পোড়ে নারীর হাওয়ায় !

২৬শে মাঘ, ১২৯৫ সাল
ময়মনসিংহ

আলিঙ্গন

ও নহে গভীর ঘন মেঘে অন্ধকার,
ব্যাপিয়া গগন নীল আছে দিক্ ছেয়ে,
ও জানি প্রলয়পূর্ণ আলিঙ্গন কার,
কাহার উদ্দেশে জানি কোথা যায় ধেয়ে !

ভুলিয়া কখন চন্দ্র ধরে জড়াইয়া,
না পাইয়া সে অমৃত ছেড়ে দেয় তারে,
উঠিলে অরুণ রাঙ্গা ধরে তারে গিয়ে,
গ্রাসিয়া প্লাবিয়া ফেলে শত তারকারে !

ও বজ্রবিদ্যুৎভরা ধ্বংস-আলিঙ্গন,
উন্মত্ত ভৈরবমূর্ত্তি মহাভয়ঙ্কর,
বিশ্বের অসহ্য প্রেম কার গো এমন,
ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলে পর্ব্বত পাথর ?

সেও কি আমারি মত, বুঝিতে না পারি,
ত্রিদিববাসিনী কোন ভালবাসে নারী ?

১লা আশ্বিন, ১২৯৬ সন
শীতলপুর বাগানবাটি, শেরপুর
ময়মনসিংহ

চুম্বন

পড়েছে শারদসন্ধ্যা যেন ঝম্প দিয়া,
সিন্দূর-সিন্ধুর জলে সুদূর পশ্চিমে,
পূরব আকাশে ঢেউ লাগিয়াছে গিয়া,
উজলি বিশাল বিশ্ব অনন্ত অসীমে !

ধীরে ধীরে পূর্ণচন্দ্র হতেছে উদয়,
অমৃত কিরণে পূর্ণ করিয়া আকাশ,
কার গো জ্যোতির চুমা তারা সমুদয়,
বেড়েছে চাঁদেরে, দেখে সুধামাখা হাস ?

সুন্দর শীতলপুর শ্যামল উদ্যান,—
বসিয়া বিদেশী এক একা এ সময়,
ফুলের বাতাসে তার খুলে গেছে প্রাণ,
ফুলে হাসে ফুলে কাঁদে ফুলে কথা কয় !

সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে দেখিয়া বান্ধুলী,
ফুটিয়া রয়েছে কার রাঙ্গা চুমাগুলি !

৪ঠা আশ্বিন, ১২৯৬ সন
শীতলপুর বাগানবাটি, শেরপুর
ময়মনসিংহ

নারী

মাতিয়া প্রমত্ত ঝড়ে উন্মত্ত জলধি,
সহস্র তরঙ্গ-ভুজে চাহে যদি রণ,
অনন্ত অনন্ত যুগ পারি নিরবধি,
বিশাল সমুদ্র ধরি দিতে আলিঙ্গন !

বরষে অশনি যদি শত জলধর
দংশে যদি এক সাথে শত শত ফণী,
হৃদয় পাতিয়া দিতে হই না কাতর,
একটু পশ্চাৎপদ হই না কখনি।

কিন্তু যুবতীর কাছে যাইতে ডরাই,
শরীর অবশ করে তাহার হাওয়ায়,
গর্ব্বিত এ দৃপ্তভুজে বল নাহি পাই
পাষাণহৃদয় যেন দ্রব হয়ে যায় !

বজ্র হ'তে ভয়ঙ্কর, বিষ হ'তে বিষ,
সাগরের চেয়ে নারী ডাগর জিনিস !

১২ই চৈত্র, ১৩০১ সন
মধুপুর

কেতকী

কেতকি ! কুসুমরত্ন ! বননিবাসিনি !
পবিত্র প্রণয়রোগে মগ্ন অনুক্ষণ,
বিভূতিভূষিত কিবা দেব-তনুখানি,
কণ্টকে রেখেছ প্রাণ করি আবরণ !

এক ধ্যানে একমনে সেবিছ তাহায়,
সঁপিয়া তাহার পায় দেহআত্মা মন,
মনে মনে এত কি গো ভালবাসা যায় ?
আহ্লাদে ফুটিয়া পড়ে ফুলের যৌবন !

ঝর ঝর বহে বায়ু থর থর কায়,
ধর ধর দেবতা গো লহ উপহার,
ঢালিয়া দিতেছি প্রাণ হাওয়ায় হাওয়ায়,
মাখিয়া আঁখির জলে চরণে তোমার !

কেতকি ! আমিও তো রে উদাসী সন্ন্যাসী,
শিখারে কণ্টকে ভস্মে কিসে ভালবাসি !

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ সন
কলিকাতা

রমণী

লাবণ্যের পূর্ণচন্দ্র, বিলাসের খনি,
নবরসে পরিপূর্ণ বসন্তের ফুল,
কামনা-কালিন্দীজলে কাঞ্চন তরণী,

তুমি কি পাপের মূর্ত্তি কহ লো রমণি,
পরাণে পরশে পাপ চাহিলে তোমায় ?
ছি ছি ছি ! তুমি লো নাকি বিষধর ফণী
কি সে বলে পোড়া লোকে বুঝা নাহি যায়

কমলনয়নে তব কমল অধরে,
অপূর্ব্ব আনন্দজ্যোতি সদা ঝরে তাঁর,
তাঁহারি মহিমা ঘন পীন পয়োধরে,
রহিয়াছে পুঞ্জাকৃত পর্ব্বত আকার ।

তাঁহারি পবিত্ররূপে তুমি রূপবতী,
যারা দেখে অপবিত্র তারা পাপমতি !

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ সন
কলিকাতা

বার্দ্ধক্য

এস জরা নহি ক্ষুব্ধ তব আগমনে,
হবে ঠাণ্ডা তপ্তরক্ত হৃদয়-কটাহে,
যে আগুন জ্বলিয়াছে প্রথম যৌবনে,
তুমিই অমৃত সেই তীব্র দাবদাহে !

হোক্ শুভ্র কৃষ্ণকেশ তুলার মতন,
খসিবে খসুক্ দন্ত ক্ষতি কিবা তায়,
হউক গলিত চর্ম্ম স্খলিত গমন,
মিশুক্ আঁখির জ্যোতি গাঢ় কুয়াসায় ।

উদ্যমউৎসাহহীন অবসন্ন মন,
অসুবিধা অক্ষমতা ব্যথা বেদনায়,
রচিবে যে তীক্ষ্ণতর অলস শয়ন,
কখনো করি না মনে ভুলিয়া তাহায় !

কেবল যুবতী নারী করিবে যে ঘৃণা,
সেই দুঃখে হে বার্দ্ধক্য, বাঁচি না বাঁচি না !

১৩ই চৈত্র, ১৩০১ সন
মধুপুর

নিরাকার ঈশ্বর

এই যে বিচিত্র বিশ্ব শোভা অভিনব
ব্যাপিয়া অনন্ত কাল—নহে পুরাতন ;
অরূপ ঈশ্বর সৃষ্ট, এও কি সম্ভব—
নাহি চক্ষু নাহি হস্ত নাহি যার মন ?

অন্ধের সৃজিত নাকি শশাঙ্কতপন,
নাসাহীনে আশা কর সৃজিল সৌরভ ?
স্পর্শহীনে রচিয়াছে মলয়পবন,
বধিরের সৃষ্ট নাকি কোকিলের রব ?

তাহা নহে। দিব্য চক্ষু দিব্য নাক কান
সব ছিল আগে তার, দিব্য দেহধারী
যখন করিলা বজ্রবহ্নিৎ নির্ম্মাণ
তখনো আছিল তাহা, কিন্তু যেই নারী

রচিলা যৌবনে তার চোখে দিলা ঠার,
সে অবধি ভয়ে বিধি হৈলা নিরাকার !

৯ই ভাদ্র, ১২৯৮ সন
শেরপুর, ময়মনসিংহ

নারীপশু

হরিণের মত তার চঞ্চল নয়ন,
আরণ্যস্বভাবে বুঝি স্থির নাহি থাকে,
শুকের সমান তার নাসার গঠন,
গর্ব্বিতা মরালী যেন ঘাড় করে' রাখে !

কবরী আবরি আছে আধ ঘোমটায়,
বিবরে সে বিষধর করেছে কুণ্ডল,
কে জানে সে কালসাপ কার বুকে খায়,
জীবনে ঢালিয়া দিয়া দাহদাবানল ?

বচন তাহার যেন পিক-কোলাহল,
মন্থর গমনে যেন চলে ঐরাবতী,
কেশরীর মত ক্ষীণ কটিতট অতি,
রমণীর যত কিছু পশুরি সকল ।

অতি হিংস্র, অতি ক্ষুদ্র, নীচ অতিশয়,
পশুর প্রকৃতি তাই পশুর হৃদয় !

১লা বৈশাখ, ১২৯৮ সন
শেরপুর, ময়মনসিংহ

চিড়া কুটা

সুন্দর শীতলপুর—শ্যাম সন্ধ্যা বেলা,
প্রকৃতির শ্যামরাজ্য শ্যামবনদেশ,
বাঁশবনে ঢাকা পথ, একেলা একেলা ।
যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে করেছি প্রবেশ !

ক্লান্ত কমলের মত শ্রান্ত দেহভার,
রাখিয়া ঢেঁকির আড়ে যুবতী সুন্দরী,
রক্ত পাদপদ্মে ঘন করিছে প্রহার,
এলোমেলো বেশে বালা বন আলো করি !

মেঘাচ্ছন্ন গিরি যেন ঘোর ভূকম্পন,
বিপুল তরঙ্গ তুলি দেয় কাঁপাইয়া,
সে বিশাল স্ফীত বক্ষে মন্দ আন্দোলন,
দেখা যায় ছিন্নভিন্ন কেশদাম দিয়া !

পুণ্য পদাঘাতে তার ঢেঁকি স্বর্গে উঠে,
সরলা গৃহস্থবধূ অই চিঁড়া কুটে ।

৩০শে শ্রাবণ, ১২৯৮ সন
শেরপুর, ময়মনসিংহ

ধর্ম্মগ্রন্থ

বুঝি না পুরাণতন্ত্র মৃতমন্ত্র বেদ,
জাগ্রত সজীব মন্ত্রে আমি করি পূজা,
কলঙ্ক সংকোচ ভয় করেছি উচ্ছেদ,
ধর্ম্মগ্রন্থ মম এক নারী শ্বেতভুজা !

মন্ত্রময় অধরোষ্ঠ, মন্ত্রময় আঁখি,
সুন্দর গোলাপী মন্ত্র কপোলযুগল,
আরো কি যে মোহমন্ত্র স্তূপে স্তূপে রাখি,
হইয়াছে উচ্ছ্বসিত হৃদয়কমল ।

মূর্ত্তিমান এই মন্ত্রে দেবতা সাক্ষাৎ
চাহিতে নয়নকোণে মোহে প্রাণমন,
শ্রদ্ধাভরে ভক্তিভরে করি অশ্রুপাত,
সালোক্য সাযুজ্য মিলে চুম্ব আলিঙ্গন !

সম্মুখে লইয়া এই নারী বিবসনা,
প্রভাতে সন্ধ্যায় আমি করি উপাসনা !

৩১শে অগ্রহায়ণ, ১২৯৮ সন
শেরপুর, ময়মনসিংহ

শরৎ

নির্ম্মল শশাঙ্কসূর্য্য, নির্ম্মল গগন,
নির্ম্মল জ্যোৎস্নারৌদ্র রুদ্রতেজ ভরা,
মলিন মেঘের নাই ম্লান আবরণ,
পুণ্যময়ী প্রকৃতির জ্যোতি অঙ্গে পরা !

মহাশক্তি মহাশোভা মহামহিমায়,
দশদিকে দশহস্ত উঠিছে প্রসারি,
ভাঙিতেছে মহানিদ্রা মহাপ্রাণতায়
জাগিতেছে মহাদেবী, পদ্মবনে তারি ।

ফুটিয়াছে স্নেহচক্ষু, কাশকেয়াফুলে
অকলঙ্ক শুভ্র হাসি ভাসিছে উজ্জ্বল,
মরালমেখলা তার মন্দাকিনী কূলে,
নীলকণ্ঠে মণিমালা তারকার দল ।

দেবতার মহোল্লাস দানবের ভীতি,
শরতে অনন্ত শক্তি জাগায় প্রকৃতি !

৩রা ভাদ্র, ১২৯৯ সন
কলিকাতা

শ্রীপঞ্চমী

শ্রীহীনা ভারতভূমি বহুদিন হ'তে,
নাহি তার স্বাধীনতা-কিরীট উজ্জ্বল,
পূরব গৌরব আর নাহিক জগতে,
অনন্ত রৌরবে তাহা হইয়াছে তল !

নাহি সেই ব্রহ্মবিদ্যা বেদ পাতঞ্জল,
দর্শন জ্যোতিষতত্ত্ব কাব্য অলঙ্কার,
মালবের রত্নসভা কণ্ঠের কমল,
কালের কঠোর হস্তে ছিন্ন রত্নহার !

নাহি সে জাতীয় ভাব, নাহি সে একতা,
উদ্যম উৎসাহ বীর্য্য পুণ্য ধর্ম্ম বল ;
নাহি সে সাবিত্রী সীতা নারী পতিব্রতা,
পুলস্ত্য অঙ্গিরা অত্রি মহর্ষি সকল !

নাহি কর্ণ দাতা, ভীষ্ম নাহি সে সংযমী,
শ্রীহীনা ভারতে তবে কেন শ্রীপঞ্চমী ?

২২শে পৌষ, ১৩০১ সন
কলিকাতা

অপরাজিতা *

অমর অতল সিন্ধু করিয়া মন্থন,
লভিয়াছে কল্পতরু, পারিজাত ফুল,
ইন্দিরা, শশাঙ্ক, সুধা, কৌস্তুভ রতন,
ত্রিদিব সম্পদ যাহা ভুবনে অতুল !

তুই মেয়ে দম্পতির প্রেমের সাগরে,
উঠেছিস্ অনুপম রত্ন অভিনব,
শত পারিজাতফুল, শত সুধাকরে,
নাহি সেই স্নেহশোভা দেবের দুর্লভ !

কল্পতরু চেয়ে শ্রেষ্ঠ তুই কল্পলতা,
জুড়াইলি মর্ত্ত্যমরুমানব হৃদয়,
সুধার অধিক সুধা তোর সবলতা,
লক্ষ্মী হ'তে তুই মেয়ে লক্ষ্মী অতিশয় !

সকলেরে পরাজিত দেখে' তোর ঠাঁই,
নামটি অপরাজিতা রাখিয়াছে তাই !

৮ই মাঘ, ১২৯৬ সন
জয়দেবপুর, ঢাকা

শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর প্রথমা কন্যার নামকরণে লিখিত

খৃষ্টান বালিকা

উষার আলতামাখা শ্বেত শতদল
অতুল আননখানি তুলিয়া ঈষৎ,
চেয়ে আছে শূন্যপানে স্থির—অবিচল,
আর্দ্র আঁখি হিমসিক্ত শিশু অলিবৎ !

বুকে পিঠে কালো কেশ পড়িয়াছে বেয়ে,
নীল জাহ্নবীর মত প্রবাহ সুন্দর,
মদন পালায়ে গেছে মহাভয় পেয়ে,
ভেবে তোরে ধ্যানমগ্ন নারীগঙ্গাধর !

শিরে শোভে স্নিগ্ধমালা শুভ্র নববেল,
ভালে শোভে বিধু-অর্দ্ধ বিশ্বাসে উজ্জ্বল,
অচেতন বাহুতলে বদ্ধ বাইবেল,
প্রফুল্ল কমলসম যুক্ত করতল !

আমি দেখি ঈশ্বরের নিজ হস্তে লিখা,
জীবন্ত ও বাইবেল খৃষ্টান বালিকা ।

১লা বৈশাখ, ১৩০১ সন
কলিকাতা

চম্পামুড়া

সুন্দর শ্যামলবনভরা চম্পামুড়া,
বহে নীচে নির্ঝরিণী গিরি-প্রস্রবণ,
পুণ্যময় দেবদেশ স্বাধীন ত্রিপুরা,
প্রকৃতির পুণ্যময় নিকুঞ্জকানন !

সুন্দর সুবর্ণসন্ধ্যা হাসে বনে বনে,
ডুবিছে সুবর্ণরবি গিরিকটিমূলে,
চলিতে মেখলী-নারী চঞ্চল চরণে,
তপনে পড়েছে আভা রক্তিম হিঙ্গুলে !

সুন্দর সুবর্ণতনু আবক্ষ-বসন,
শোভে যথা শশিঅর্দ্ধ নিশি নীলিমায়,
সলিলে নলিনী অর্দ্ধ রহে নিমগন,
আনন্দে অলক-অলি গালে চুমা খায় !

কানে ফুল 'লাইছাবী'র বক্ষে নীলাম্বর,
পর্ব্বতে দেখিনু সন্ধ্যা দুইটি সুন্দর !

২৭শে পৌষ, ১২৯৫ সন
আগরতলা

রুচি-ফোবিয়া

কল্পনা-কমলবনে মানসের সরে
কৌতুকে কবিতাবালা খেলিছে বসিয়া,
কখনো পুতুল গড়ে যতনে আদরে,
পরীর বসন্তবক্ষে পারিজাত দিয়া।

প্রেমের প্রথম মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষিয়া,
হাতে তার দেয় শর লের জ্বালগরা,
বিদায়ের শেষসিক্তচুমো খেতে দিয়া,
বিরহীর অশ্রুজলে গেঁথে দেয় মালা !

কুরুচি-আতঙ্কে লিপ্ত সুরুচির শ্বান্,
দংশিবারে সদা তারে করে আস্ফালন,
গর্জ্জনে কাঁপায় বঙ্গকাব্যের উদ্যান,
সশঙ্কে কবিতাবালা সঙ্কুচিত মন !

কবি কহে কবিতা গো ভয় কর দূর,
রুচি-ফোবিয়ার আমি ফরাসী-পাস্তুর।

২৮শে ভাদ্র, ১৩০০ সন
কলিকাতা

'রাজরাজেশ্বরী' জলের কল *

পতিকোলে রাখি শির, লোকমুখে শুনি,
পরাণ ত্যজিলে রাণি ! মহাপিপাসায়,
তাই সে এ ভোগবতী প্রেমিক ফাল্গুনি,
বহাইলা তব চিরতৃপ্তির আশায় !

বিশ্বের বিশুষ্ক-কণ্ঠ সুধাসিক্ত করি,
তোমার অনন্ততৃপ্তি করিবে বিধান,
এ জীবন জীবগণে জীবন বিতরি,
অনন্ত জীবন শান্তি করিবে প্রদান !

তব এ স্নেহের শ্রাদ্ধ প্রেমের তর্পণ
সর্ব্বভূতময় মহা মহান্ মঙ্গল,
জগতের তুষ্টে তুষ্ট নিজে নারায়ণ,
রাখিবেন পুণ্যকীর্ত্তি চির সমুজ্জ্বল !

'আব্রহ্ম জগত্তৃপ্যতাম' মন্ত্র পড়ি,
প্রতিষ্ঠিলা 'জলযন্ত্র' 'রাজরাজেশ্বরী' ।

২রা শ্রাবণ, ১৩০০ সন
লতপ্‌দি, ঢাকা

বিক্রমপুর

বিস্তীর্ণ বিশাল পদ্মা বিনাশ-অক্ষরে
সৈকতে লিখিয়া যায় গত ইতিহাস,
হংস বক কাদাখোঁচা বালু চরে চরে,
পদচিহ্নে পরিশিষ্ট করিছে প্রকাশ !

আদিশূর যজ্ঞভূমি হবিঃনিক্তস্থল,
তরঙ্গে লেহিয়া লোভে আজিও ধোয়ায়,
কনোজী ব্রাহ্মণপঞ্চ-প্রতিভা অনল,
প্রজ্জ্বলিত বেদমন্ত্র সুপ্ত বালুকায় !

---

* মুক্তাগাছার বিখ্যাত রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর তাঁহার স্বর্গীয়া রাণীর নামে ময়মনসিংহ সহরে উক্ত জলের কল স্থাপন করিয়াছেন ।

বিলুণ্ঠিত রত্নাকর ছিল 'সমতটে,'
'রামপালে' পায় চাষা স্বপ্ন কত তার,
'রাজনগরের' কীর্ত্তি শত রত্নমঠে,
প্রগল্ভ স্পর্দ্ধিত ফেনে ভাসিছে তাহার !

বল্লালের দগ্ধ-অস্থি ভস্ম কোহিনুর,
তোমারি পথের ধূলি হে বিক্রমপুর !

১৬ই পৌষ, ১৩০০ সন
লতপ্‌দি, ঢাকা

হুকা (১)

কাষ্ঠময় ওষ্ঠে তোর কত মধু ভরা,
তাম্বূলাক্ত লালাক্লিন্ন পচাগন্ধময়,
বহুজন উপভোগ্য বঙ্গমনোহরা,
চুম্বনের চিতাচুল্লী—ওঠে ধূম্রচয় !

আবালবনিতাবৃদ্ধ যত বঙ্গবাসী,
তোর মুখে পান করে মৃত্যু-হলাহল,
কান্তিপুষ্টিলাজলজ্জা তেজোবীর্য্যরাশি,
কল্কির আগুনে তোর পুড়িস্ সকল !

কি নেশায় পিশাচিনি করিলি বিভোর,
কি কুহকে ভুলাইলি বুঝিতে না পারি,
ধূমায়িত মহামৃত্যু কণ্ঠে জাগে তোর,
তৃপ্তিহীন চিরতৃষ্ণা আকাঙ্ক্ষা তাহারি !

কে গড়িল মরণের হেন ইন্দ্রজাল,
আজন্ম-বেশ্যার দিয়ে কুহক-কঙ্কাল !

৩রা আষাঢ়, ১৩০০ সন
কলিকাতা

হুকা (২)

কি তপস্যা কোন্ ব্রত কোন্ পুণ্যফলে
পবিত্র ভারতবর্ষে লভিলি জনম ?
সমাদরে চুম্বে তোরে মানবমণ্ডলে,
জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে,—এ কি ভাগ্য কম !

তোর চেয়ে বহুভাগ্য নাহি দেখি কার,
যুবতী রমণী রক্তকমলঅধরে,
সাধিয়া করায় পান সুধা শতবার,
অসুর অমর যার পিপাসায় মরে !

সার্থক মস্তকে তোর প্রদীপ্ত দহন,
হায়রে কপালপোড়া মিছা মহেশ্বর,
যোগযাগ তন্ত্রমন্ত্র সব অকারণ,
তাই কি খাইল বিষ মরিতে শঙ্কর ?

আহা ও মুখের চুমা কে না পেতে চায়,
জ্বলে বুঝি জ্বালামুখ উহারি আশায় !

৪ঠা আষাঢ়, ১৩০০ সন
কলিকাতা

শরতের ঊষা

শরতের সোনা ঊষা ঘুম ভেঙে চায়,
জগৎ ভিজিয়ে আছে শিশিরের জলে,
সুন্দর সবুজ মাঠ কিবা শোভা পায়,
সাদা পুঁতি গাঁথা যেন শ্যামল আঁচলে !

ঝোপেঝাপে পাতা আছে মাকড়ের জাল,
তাহাতেও হিমকণা পড়িয়াছে কত,
মনে লয় তারা বুঝি বিহান-সকাল,
জাল ফেলে' তুলিয়াছে মতি শত শত !

বাগানে চাহিয়া দেখ ফুলে ফুলে ফুলে,
এর চেয়ে শোভা পায় নিশির নীহার,
রজনী চলিয়া গেছে তাই শোকাকুলে
আঁখি-নীরে ভাসে মুখ ফুল-বালিকার।

সত্যই স্নেহের অশ্রু এত মনোহর,
চুম্বনে শুষিছে উষা করিয়ে আদর।

৩১শে আশ্বিন, ১৩০১ সন
কলিকাতা

কলুঙ্গার যুদ্ধ

ইংরাজের বজ্রসম দুর্জ্জয় কামান,
উড়াইল যবে জীর্ণ দুর্গের প্রাচীর,
মুহূর্ত্তে তথায় পুনঃ হইল নির্ম্মাণ,
সুবর্ণ দেঁউল এক বীব রমণীর।

হিমাদ্রি-গহ্বরে সিংহ তত বলবান্,
নহে কভু বধিলেও মাতঙ্গ সকলে,
ততোধিক বীরবীর্য্যে গোরক্ষ-সন্তান,
তার অন্তরাল থেকে নাশে শত্রুদলে!

শমন করেছে যেন বদনব্যাদান,
বিপুল বৃটিশসৈন্য করিতে গরাস,
নারীর দেউল তার জিহ্বা লেলিহান
জ্বলন্ত শোণিততৃষ্ণা অগ্রে পরকাশ।

বিকট ভীষণ দংষ্ট্রা পাছে সৈন্যগণ,
করোটি কঙ্কাল অস্থি করিছে চর্ব্বণ!

২৩শে বৈশাখ, ১৩০২ সন
মধুপুর,

ট্রাফাল্গারের জলযুদ্ধ

উড়িতেছে শত শত ফরাসী নিশান,
মরণের যেন উড়ে মহা উত্তরীয়,
নীলাকাশে নীলদেহ নহে পরিমাণ,
অনন্তের অনন্ত ও পুনশ্চ দ্বিতীয় !

কামানে বন্দুকে করি শব্দ হুহুঙ্কার,
ডাকিছে গম্ভীরে দম্ভে আয় আয় আয়,
তরঙ্গে বিপুল জিহ্বা করেছে বিস্তার,
সদ্য-উষ্ণ শোণিতের মহা পিপাসায় !

অনন্ত অসীম সিন্ধু ব্যাদিত বদন —
রাখিতে দেশের মান দেশের গৌরব,
আনন্দে পশিল তাহে বীর নেল্‌সন,
সমস্ত পৃথিবী করে জয় জয় রব !

মরণ লইয়া মৃত্যু সুধা দিলা হাতে,
ইংলণ্ড জীবিত আজ রয়েছে তাহাতে !

২৭শে আশ্বিন, ১৩০১ সন
কলিকাতা

দুর্ভিক্ষে লক্ষ্মীপূজা

শারদ পূর্ণিমানিশি, ত্রিদিব হইতে
শশিপদ্ম-সিংহাসনে স্থাপিয়ে চরণ,
আসিছে ইন্দিরারানী আজি পৃথিবীতে,
বহিছে অমৃত-বার্ত্তা কৌমুদীকিরণ।

দগ্ধ ও ফরিদপুর দুর্ভিক্ষ অনলে,
অনাহারে মৃতদেহ করোটি-কলস
স্থাপিয়া, পল্লব দিয়া শব করতলে,
হাহাকারে পূরে শঙ্খ পূরি দিক্‌দশ !

শ্মশানে আসন দিয়ে, পাদ্য-অশ্রুজল,
চন্দন গুগ্‌গুলগন্ধ পূতিগন্ধ তায়,
মেদমজ্জামাংসে রচি নৈবেদ্য সকল,
হৃৎরক্তপদ্মে পূজে কমলার পায়।

নয়নে নাহিক নিদ্রা জাগে নারীনর,
শূন্যময় বঙ্গে আজি পুণ্য কোজাগর !

২৮শে আশ্বিন, ১৩০১ সন
কলিকাতা

ভাওয়াল (১)

পূর্ব্ববঙ্গ রাজধানী ঢাকার নিকটে,
মূর্খতা-আঁধারে ঢাকা ভাওয়ালের বন,
এদেশে বসতি বন-মানুষের বটে,
প্রকৃত মানুষ বাস করে না কখন !

ঘোর স্বার্থপর এরা নিতান্ত নির্ব্বোধ,
জঘন্য স্বজাতিশত্রু স্বজাতির চেয়ে,
নাহি জানে প্রতিকার কিংবা প্রতিশোধ,
কাপুরুষতায় আছে অস্থিমজ্জা ছেয়ে !

নাহি লজ্জা, নাহি মান, নাহি অপমান,
সদা থাকে অধোমুখে লাথিঝাঁটা খেয়ে,
না আছে আপন স্বত্ব-অধিকার জ্ঞান,
অকূলে ভাসিছে 'পানা' কূল নাহি পেয়ে !

পশুর অধিক এরা পশু বনচর,
আত্মবলে অবিশ্বাসী, অপরে নির্ভর !

১৮ই চৈত্র, ১৩০১ সন
মধুপুর

ভাওয়াল (২)

অতি ক্ষুদ্র তৃণজাতি শ্যাম দূর্ব্বাদল,
কি সুন্দর ধরণীর কৃতজ্ঞ সন্তান,
ঘুচাইতে মা'র দুঃখ মা'র অশ্রুজল,
কি সুন্দর ইহাদের আত্ম-বলিদান !

কত রৌদ্র কত বৃষ্টি কত পদাঘাত,
জননীর কত দুঃখ লয় শির পাতি,
মায়ের মঙ্গলে এরা দেহ করে পাত,
কোথা হেন মাতৃভক্ত সন্তানের জাতি ?

ইহারা জীবন ধরে মা'র প্রয়োজনে,
মায়ের দুর্দ্দশা দুঃখ করিবারে দূর,
নাহি করে মাতৃহত্যা শত প্রলোভনে,
তোমাদের মত নহে দানব অসুর !

তোমরা ভাওয়ালবাসী এর চেয়ে হীন,
মায়ের কৃতঘ্নপুত্র তৃণাদপি তৃণ !

১৫ই চৈত্র, ১৩০১ সন
মধুপুর

ভাওয়াল (৩)

উঠ হে ভাওয়ালবাসি প্রিয় ভ্রাতৃগণ.
উঠ শীঘ্র মোহনিদ্রা উঠ পরিহরি.
জড়তা আলস্য ত্যজ দৃঢ় কর মন.
উঠ নীচ, ভীরুতারে পদাঘাত করি !

যাদুমন্ত্রে অবসন্ন তোমরা সকল,
আত্মঘাতী ভ্রাতৃদ্রোহী মাতৃহত্যাকারী,
জান না সভ্যতা শিক্ষা একতার বল,
অসভ্য বর্ব্বর সব অরণ্যবিহারী !

বাঙ্গালার প্রতি দেশ—প্রতি জনপদ,
করিয়াছে অলঙ্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়,
তোমরা বঞ্চিত শুধু সে উচ্চ সম্পদ,
নাহি জান এ, বি, সি, ডি, ক, খ কারে কয় ?

হাসায় উদয়াচল নব দিবাকর,
তোমরা প্রোথিত ঘোর তামস-গহ্বর !

১৬ই চৈত্র, ১৩০১ সন
মধুপুর

ভাওয়াল (৪)

ইংরাজের ন্যায়দণ্ডে নাহি অবিচার,
রাজা প্রজা ধনী দীন সকলি সমান,
বিধির কৃপায় তাহা সহায় তোমার
নির্ভয়ে সত্যের পথে হও আগুয়ান্

নাহিক ইংরাজরাজ্যে চৌরদস্যুভয়,
জানে না ইংরাজপ্রজা প্রবল-পীড়ন,
ছাগে বাঘে জল খায় একত্র উভয়,
ইংরাজ প্রজার বন্ধু রাজা অতুলন !

ইংরাজের মত কেহ নাহি সদাশয়,
ধরার দাসত্ব প্রথা করেছে মোচন,
তোমরা তাহারি প্রজা—সরল হৃদয়,
তোমরা দাসের দাস কেন অকারণ ?

তোমরা ইংরাজরাজ্যে কর যে হে বাস,
কোন্ মূর্খ পারে হায় করিতে বিশ্বাস ?

১৮ই চৈত্র, ১৩০১ সন
মধুপুর

জাওয়াল (৫)

ইংরাজের মহিমার উজ্জ্বল কিরণ,
ছাইয়াছে গিরিগুহা-কাননকান্তার,
তমোমগ্ন সদানগ্ন গারোনাগাগণ
পরিয়াছে জ্ঞানবস্ত্র ধর্ম্ম-অলঙ্কার !

সে তীব্র তাড়িত ক্ষেপে জাগিয়াছে সব,
মৃত অঙ্গে জন্মিয়াছে অমৃত-চেতনা,
ধমনীর স্তব্ধ রক্ত নিদ্রিত নীরব,
প্রচণ্ড সংক্ষোভে আজ গর্জ্জে প্রতিকণা !

স্বর্গীয় জাতীয় ভাব বিশল্যকরণী,
দ্বেষহিংসাস্বার্থশল্য করিয়াছে দূর,
সঞ্চারিছে নব আত্মা মৃতসঞ্জীবনী,
পবিত্র স্বদেশপ্রীতি—অমৃত মধুর !

তোমরা নাগার নাগা, গারো চেয়ে গারো,
নাহি ধর্ম্ম নাহি জ্ঞান হৃদয়ে কাহারো !

১৭ই চৈত্র, ১৩০১ সন
মধুপুর

জাওয়াল (৬)

উঠ ভাই পরস্পর হাতে হাতে ধরি,
এমনি করিয়া হয় করিতে উত্থান,
দশ জনে ধর, যদি একজন পড়ি,
দেখিবে অমরবলে হবে বলীয়ান !

পতন-সমুদ্র হতে রেণু রেণু করি,
ওঠ ক্ষুদ্র বাষ্পরাশি মেঘের আকারে,
ধর সবে বজ্রশিখা মহাভয়ঙ্করী,
অনন্তমিলন বিনা কে ধরিতে পারে ?

যে দেশে এমনি ভাবে মিলে ভাই ভাই,
সে দেশে রহে না মৃত্যু, রহে না পতন,
সে দেশের মনে তাপ, চোখে জল নাই,
সে নহে মানবদেশ দেব-নিকেতন !

তোমরা এমনি নীচ—এমনি অধম,
সামান্য বাষ্পের চেয়ে মহিমায় কম !

১৭ই চৈত্র, ১৩০১ সন
মধুপুর

রাজা কালীনারায়ণ রায় (৭)

কোথা গেলে মহারাজ কালীনারায়ণ,
ছাড়িয়া ভাওয়াল তব প্রিয় জন্মভূমি ?
যাহার সেবায় আহা অর্পিলে জীবন,
দেখ আজ সে ভাওয়াল চিন কি না তুমি ।

নাহি তব মহাসভা প্রজাহিতৈষিণী,—
জ্ঞান বিদ্যা কৃষি শিল্প বাণিজ্য বিস্তার,
কন্যাপণ ভ্রূণহত্যা নিবারণ আর,—
শতমুখী গঙ্গা যথা শুভবিধায়িনী !

কে কাটে প্রজার তরে দীঘি-সরোবর,
ব্যারামে চিকিৎসালয় কে করে স্থাপন,
দিন দিন অশিক্ষিত মূর্খ নারীনর,
পরিপূর্ণ করিতেছে ভাওয়ালের বন !

তব জন্মভূমি যেই তার এই হাল,
হয়েছে গার্ডেন যেন জুওলজিকাল্ !

১৯শে চৈত্র, ১৩০১ সন
মধুপুর

ভাওয়ালে পূজা

সত্যই কি জাগাইতে পারিয়াছ ভাই,
সে অনন্ত মহাশক্তি প্রাণবিল্বমূলে ?
না ডাকিলে শতকণ্ঠে সে ত জাগে নাই,
চন্দ্রআঁখি সূর্য্যআঁখি অগ্নিআঁখি খুলে !

আত্মদ্রোহ-অন্ধকার হয়েছে কি গত,
স্নেহের শরৎজ্যোৎস্না জেগেছে কি দেশে,
ফুটেছে স্বদেশপ্রেমপদ্ম শত শত,
প্রতি হৃদয়ের রক্তসরোবরে হেসে ?

উদ্দাম উৎসাহ আশা অরুণ উজ্জ্বল,
সত্যই কি আনিয়াছে স্বর্গের প্রভাত ?
তেজোপূর্ণ সকলেরি আঁখি সুবিমল
ভীরুতার বরষার নাহি বারিপাত ?

আত্মবলি দিয়া ভাই করেছ কি পূজা,
অসুর-মর্দ্দিনী সেই দেবী দশভুজা ?

২রা কার্ত্তিক, ১৩০২ সন
কলিকাতা

ভাওয়ালে বিজয়া

কি উদ্দেশ্যে কিবা কার্য্যে কোন্ প্রয়োজনে,
জাগাইয়া সুপ্তশক্তি করিলে পূজন,
সে মহাসংকল্প ভাই আছে কি স্মরণে,
জীবনের সেই মহাব্রত উদ্‌যাপন ?

এস আজ বিজয়ার প্রেম-আলিঙ্গনে,
মহাপ্রেমে বদ্ধ হই এস পরস্পর,
যা ছিল নীচতা স্বার্থ দ্বেষ হিংসা মনে,
এস সে মালিন্যগ্লানি করিয়ে অন্তর !

কি শক্তি পেয়েছ মহাশক্তি-আরাধনে,
এস দেখি প্রাণে কত পাইয়াছ বল,
এস দেখি বক্ষ পাতি অসুরের রণে
কত মৃত্যু নিতে পার অশনি-অনল !

তোমাদের গৃহলক্ষ্মী শোকের কাননে,
শরত-শিশিরে দেখ মোছে অশ্রুজল !

২৩শে আশ্বিন, ১৩০২ সন
কলিকাতা

ভাওয়ালে কোজাগর-পূর্ণিমা

'কে জাগ জড়তানিদ্রাতন্দ্রা পরিহরি,
কর্ম্মময় জীবনের সুধাময় করে,
উজলি এ পুণ্যময় পূর্ণিমা শর্ব্বরী
কে জাগ ?' ডাকিছে লক্ষ্মী সুমধুর স্বরে।

অক্ষয় রতন ঝাঁপি কক্ষের উপরি ,—
'লহ রত্ন লহ ধন যাহা ইচ্ছা করে,
দিব আজি সকলেরে আশা পূর্ণ করি'—
অই শোন ডাকে লক্ষ্মী প্রতি ঘরে ঘরে !

কে জাগ ভাওয়ালবাসী শোনহ সত্বরে,
শিরায় শোণিত জাগে—কার জাগে প্রাণ ?
জীবনে কে নহ মৃত অসুরের ডরে,
আপনা নির্ভর করি করহ উত্থান !

হারায়ো না ওহে ভীরু অবহেলাভরে,
অমর ঐশ্বর্য্য আজ ইন্দিরার দান !

৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩০২ সন
কলিকাতা

ভাওয়ালে ভাইফোঁটা

জীবিত থাকিতে তুমি, তোমার সম্মুখে,
দানবে লুঠিল যেই ভগিনী তোমার,
হা পিশাচ ! নরপ্রেত ! বল কোন্ মুখে
নিলে নিমন্ত্রণ তার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ?

যাহার বীরের প্রাণ, বল আছে বুকে,
বিপদে ভগিনী পারে করিতে রক্ষণ,
যে পারে বোনের তরে প্রাণ দিতে সুখে,
তারি আজ পুরস্কার পূজা-আয়োজন !

ভগিনী তাহারি মাগে সুদীর্ঘ জীবন,
জয়মাল্য দেয় আজি তাহারি গলায়,
তোমাদের কাপুরুষে কোন্ প্রয়োজন,
তোমাদের গলে শুধু দড়ি শোভা পায় !

তোমাদের ভালে নাহি শোভে ভাইফোঁটা,
ও যেন গলিত বিষ্ঠা কলঙ্কের খোঁটা !

৩রা কার্ত্তিক, ১৩০২ সন
কলিকাতা

অনুরোধ

জয় জয় জন্মভূমি 'জয়দেবপুর'
জয় জয় পুণ্যনদী ধবলা 'চিলাই'
প্রকৃতির রত্নভাণ্ডে সুধা সুমধুর
বিধাতা রেখেছে, বুঝি আর কোথা নাই !

এই দেবপুরবাসী দেবতা আমার,
জননী 'আনন্দময়ী' পিতা 'রামনাথ'
'সারদা' প্রেয়সী পত্নী প্রেমপারাবার,
দুহিতা 'প্রমদা' 'মণি', তাহাদের সাথ।

হারাইয়া আর যত আত্মীয় স্বজন,
হারাইয়া সে দেবভূমি প্রিয় দেবপুর,
স্বর্গের দেবতা করি নরকে ভ্রমণ,
খেদাইয়া দিছে মোরে দানব অসুর !

যে দেশে যেখানে ভাই, যে ভাবেই মরি,
'জয়দেবপুর' বলি বলো হরি হরি !

১০ই বৈশাখ, ১৩০৩ সন
মতপ্‌দি, ঢাকা

বৈজয়ন্তী

কিমপ্যস্তি স্বভাবেন সুন্দরং বাপ্যসুন্দরং ।
যদেব রোচতে যস্মৈ ভবেত্তত্তস্য সুন্দরং ॥
(হিতোপদেশ)

উপহার

বিখ্যাত
দয়াবান্ ও দাতা
শ্রীল শ্রীযুক্তবাবু জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী
মহাশয়ের করকমলে

মুক্তাগাছার মুক্তা তুমি, বঙ্গভূমির হীরা,
রাজারাণীর মাথার মণি যশে জগৎ ঘিরা !
শশী রবি মলিন সবি মধুর পুণ্যালোকে,
সর্ব্বজয়া তোমার দয়া দুঃখে রোগে শোকে !
পিতৃহীনের পিতা তুমি মাতৃহীনের মাতা,
কাঙ্গাল গরীব আতুর অন্ধের অন্নবস্ত্র-দাতা !
হৃদয় ভরা স্নেহ দয়া, নয়ন ভরা জল,
জগৎ ভরা দানে কেবল শূন্য করতল !
ধন্য তুমি জন্মভূমির পুত্র পুণ্যবান,
বঙ্গভাষার ভরসা আশা সহায় সুমহান্ !
হে সন্ন্যাসী রাজঋষি তোমার মত কেবা,
জনক রাজার মত কর জগৎবাসীর সেবা ।
শ্রদ্ধাভরে ভক্তিভরে তোমায় নমস্কার,
কৃপা ক'রে গ্রহণ কর প্রীতির উপহার ।

১১ই ভাদ্র, ১৩১২ সন
ব্রাহ্মণগ্রাম, বিক্রমপুর, ঢাকা

আমরা হরিহর

১

আমরা হরিহর !
আমরা বঙ্গ আমরা আসাম,
হোক্ না মোদের সহস্র নাম,
আমরাই সদিয়া সিন্ধু সেতু—রামেশ্বর,
আমরা নাগা আমরা গারো,
কেহই তা পর নাহি কারো,
খড্গা বর্গী গুর্খা জাঠ্ আর পার্শী সওদাগর,
পণ্ডিচেরী ফরাসডাঙ্গা,
নামে কি যায় ভারত ভাঙ্গা ?
কেউ বা কালো কেউ বা রাঙ্গা একই কলেবর,
কেউ বা চরণ কেউ বা হস্ত,
বক্ষ চক্ষু ললাট মস্ত,
একই দেহের রক্ত-মাংস আমরা পরস্পর !

২

আমরা হরিহর !
একই সলিল একই বায়ু,
একই মৃত্যু পরমায়ু,
একই মোদের শীত বসন্ত একই দিবাকর !
একই মোদের ক্ষুৎপিপাসা,
একই ভরসা একই আশা,
এক আকালে এক পেলেগে মরি নিরন্তর !
পীলা ফাটে একই বুটে,
একই পিশাচ নারী লুঠে,
একই ঘৃণা একই লাজে সবাই জরজর ।
একই মোদের দণ্ডবিধি,
একই মোদের গুণের নিধি,
এক মরণে তিরিশ কোটি লুঠি নারীনর !

একই ক্ষোভে একই রোষে,
সবার বুকের রক্ত শোষে,
গর্জ্জে প্রাণে অপমানে বজ্র ভয়ঙ্কর !
এক মরণে আমরা মরি সবাই নারীনর !

৩

আমরা হরিহর,
পশুপক্ষী তরুলতা,
ভারতের যে আছে যথা,
অণু রেণু কীট পতঙ্গ জঙ্গম স্থাবর,
কামার কুমার জোলা তাঁতী,
হাডী মুচি সকল জাতি,
মুনি ঋষি গরীব দুঃখী রাজা রাজ্যেশ্বর,
নাইক নীচ নাইক উচ্চ,
নাইক প্রধান নাইক তুচ্ছ,
কোরাণ পুরাণ জেন্দাবেস্তা সবাই একত্তর,
ভাই ভগিনী ত্রিংশ কোটি,
আমরা যদি জেগে উঠি,
আমার তুমি জন্মভূমি কার বা রাখ ডর ?

৪

আমরা হরিহর,
আমাদের যে শক্তি মরা,
ছিল পড়ে ভারত ভরা,
ছিন্ন অঙ্গ পীঠে পীঠে ভিন্ন পরস্পর ।
যুগযুগান্ত হ'ল গত,
মরার চেয়ে মরার মত,
রুদ্র হয়ে ক্ষুদ্র ছিলাম মরার অনুচর !
আমাদের যে লক্ষ্মীরাণী,
কোন্ অভাগার পাপে জানি,

সাগর জলে ঝাঁপ দিয়েছে আজি ক বছর,
কোন্ বিদেশী বণিক নেয়ে
নিল তারে পথে পেয়ে,
যত্ন করে রত্ন ঝাঁপি—নেই নি সে খবর !
আয় রে আমরা তিরিশ কোটি,
ভাইভগিনী সবাই জুটি,
লভি আজ সে নূতন শক্তি—নূতন কলেবর,
আয় রে আমরা আগাগোড়া,
ভাঙা ভারত লাগি জোড়া,
আয় রে পূজি মায়ের চরণ, মায়ে দিবেন বর !
আয় রে অজগর দিয়া,
সপ্ত সিন্ধু মথি গিয়া,
ইন্দিরা সে বন্দী কোথায়—ধবল বালুচর !
ভয় কি রে ভাই, চুমুক দিয়া,
উঠ্‌লে গরল ফেল্‌ব পিয়া,
মাথায় যদি গর্জ্জে ফণী ভালে বৈশ্বানর,—
ভয় কি রে ভাই তিরিশ কোটি,
যম দেখিলে পলায় ছুটি,
মৃত্যুঞ্জয়ী হবি যদি মায়ের পূজা কর !
আয় রে পূজি মায়ের চরণ, মায়ে দিবেন বর !

৫

আমরা হরিহর,
বাজা রে ভাই বিজয়-শিঙ্গা,
ডুব্‌ল কোথায় সপ্ত ডিঙ্গা,
সাগর সেঁচে তুল্‌ব এবার 'চাঁদর' 'মধুকর' !
দেখ্‌ব মায়ের গজ গিলা,
দেখ্‌ব মায়ের শক্তিলীলা,
সাগর সেঁচে তুল্‌ব এবার 'শ্রীমন্তের টোপর' !
আয় রে পূজি মায়ের চরণ মায়ে দিবেন বর !

৬

আমরা হরিহর !
একটা পদ্ম-আঁখি দিয়া,
রাম পূজিল লঙ্কা গিয়া,
শঙ্কা কি রে, আমরা ত ভাই তারি বংশধর !
আয় রে আমরা সবাই জুটি,
পূজি মায়ের চরণ দুটি,
উড়াইয়া ষষ্টি কোটি নেত্র মনোহর !
হৃৎপিণ্ড মুণ্ড হস্ত,
আর যা লাগে সে সমস্ত,
আয় রে সবাই দেই রে মায়ের পদ্ম পায়ের পর,
অনেক দিন মা পায়নি পূজা
সাগর পরা শ্যামল ভুজা,
নলিন চরণ মলিন মায়ের রক্তে রাঙ্গা কর !
আয় রে পূজি মায়ের চরণ মায়ে দিবেন বর !

বৈজয়ন্তী

আমি ও সে

আমি । আয় রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয় ।
জীবনভরা যত্ন গেল রত্ন পিপাসায় !
নানান্ তীর্থ গয়া কাশী,
ঘুরে ফিরে ঘরে আসি,
পেলেম তোরে পুণ্যরাশি অনেক তপস্যায় !
আয়রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয় !
মোহন মধুর শীতল আলা,
তারা দিব আকাশ ঢালা,
চকোর-চুমো চন্দ্র দিব চুমকি চুনি গায় !

আয় রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!

সে। আয়রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!
আমার স্নেহে হাসে ধরা,
চাঁদের চেয়ে সুধা ভরা,
দগ্ধ জগৎ মুগ্ধ আমার স্নিগ্ধ মমতায়!
আয় রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!

আমি। আয় রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়।
বন ভরা বসন্ত দিব.
ফুলের মুকুট পরাইব,
দোলাইব দুহুল্ দুহুল্ মৃদুল মলয়ায়!
আয় রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!

সে। আয় রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলেআয়।
আমার প্রেমে বিশ্ব ভাসে,
নন্দনে মন্দার হাসে,
চিরপুণ্য মধুমাসে কল্প-করুণায়!
আয় রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!

আমি আয় রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!

নীল জলে বিলভরা ঘাসে
দেখ্‌বি কেমন মরাল ভাসে,
আশেপাশে মুচকি হাসে কমল কুমুদ চায়!
আয় রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!

সে। আয় রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!
মায়াসিন্ধু আমার বুকে,
মগ্ন বিশ্ব মহাসুখে,
মঙ্গল-জল শান্তি-কমল শোভা করে তায়!
আয় রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!

আমি। আয় রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!
আদর যতন কর্ব্ব কত,
চুমো দিব শত শত,
পর্শে তোর হর্ষে সুধা বর্ষে সারা গায়!
আয় রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!

সে। আয় রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!
রাঙ্গা চুমো যদি খাবি,
আমার কাছে কেবল পাবি,
এমন চুমো তুই থাক্ তোর বাবা পেলে খায়!
আয় রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!

আমি। আয় রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!
কুমুদ ফুলের রূপার বাটী,
রূপার ঝিনুক পরিপাটি,
চাঁদমুখে তোর চাঁদের সুধা ঢেলে দিব তায়!
আয় রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!

সে। আয় রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়।
সুধার সুধা আমার বুকে,
জগৎ বাঁচে খেয়ে সুখে,
এমন সুধা তুই থাক্ তোর বাবা পেলে খায়।
আয় রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!

৮ই বৈশাখ, ১৩০৭ সন
বেগুনবাড়ী, ময়মনসিংহ

দেব পুষ্পরথ *

১

ভূতলে নেমেছে নাকি দেব পুষ্পরথ।
নবগ্রহ তার চাকা, কনক ক্ত মাখা,
উজলিয়া উঠিয়াছে উদয় পর্ব্বত,
ভূতলে নেমেছে নাকি দেব পুষ্পরথ।

অরবিন্দের জন্মোপলক্ষে লিখিত

২

ভূতলে নেমেছে নাকি দেব পুষ্পরথ !
হেমন্তে আগুন মাসে,   মেঘে শীত জমে আসে,
মরকতে মোড়া যেন নভ নীল পথ !
ভূতলে নেমেছে নাকি দেব পুষ্পরথ

৩

ভূতলে নেমেছে নাকি দেব পুষ্পরথ !
কমল কলস চূড়ে,   পলাশ পতাকা উড়ে,
মরাল বাহনে তারে বহে মনমথ !
ভূতলে নেমেছে নাকি দেব পুষ্পরথ !

৪

ভূতলে নেমেছে নাকি দেব পুষ্পরথ !
চন্দ্র সূর্য্য গেছে নিবা,   সে রূপে মলিন দিবা,
চাকায় চাকায় ঘোরে বসন্ত শরৎ !
ভূতলে নেমেছে নাকি দেব পুষ্পরথ !

৫

ভূতলে নেমেছে নাকি দেব পুষ্পরথ !
যে দেশে সে ‘রাঙ্গা মেলা’   বটতলে করে খেলা,
উল্লাসে ‘ধবলেশ্বরী’ ঢালিছে রজত,
সে দেশে নেমেছে নাকি দেব পুষ্পরথ !

৬

ভূতলে নেমেছে নাকি দেব পুষ্পরথ !
প্রেমদা দেখেছে তারে,   নেমেছে কুটীর দ্বারে,
আলোকে হাসিল ঘর সুধা স্বপ্নবৎ !
ভূতলে নেমেছে নাকি দেব পুষ্পরথ !

৭

ভূতলে নেমেছে নাকি দেব পুষ্পরথ !
প্রেমদা দেখিল হেসে, কোলেতে জমিল এসে,
সে পুণ্য আনন্দ আলো সৌভাগ্য সম্পৎ !
ভূতলে নেমেছে নাকি দেব পুষ্পরথ !

৮

ভূতলে নেমেছে নাকি দেব পুষ্পরথ !
হুলু দেয় কুল নারী, আনন্দে ভাসিল বাড়ী,
আনন্দে ভাসিল যেন এ ক্ষুদ্র জগৎ !
ভূতলে নেমেছে নাকি দেব পুষ্পরথ !

৯

ভূতলে নেমেছে নাকি দেব পুষ্পরথ !
সে এক স্বর্গের শিশু, নহে বুদ্ধ নহে যীশু,
সে আরো পুণ্যের পুণ্য পবিত্র মহৎ !
ভূতলে নেমেছে নাকি দেব পুষ্পরথ !

১০

ভূতলে নেমেছে নাকি দেব পুষ্পরথ !
পিতৃগণ মহোল্লাসে, চপলা চমকে হাসে.
অশনি দুন্দুভি বাজে সুর নহবৎ !
ভূতলে নেমেছে নাকি দেব পুষ্পরথ !

২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

কান্না—অভিমান

১

আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান,
আমার, চাঁদের হাসি জ্যোৎস্নারাশি দেখতে জ্বলে প্রাণ!
কদম পাতার ফাঁকে ফাঁকে,
ফুচকি দিয়ে চেয়ে থাকে,
শিরায় যেন হীরায় কাটে আঁখির বাঁকা বাণ!
আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান!

২

আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান,
আমার, বনবিলাসী পুষ্পরাশি দেখতে জ্বলে প্রাণ!
ফোটা ফুলের মোটা হাসি,
আমার বুকে সয় না আসি,
রোমে রোমে লাগ্‌ছে যেন দোমে দোমে টান!
আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান!

৩

আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান,
আমার, কল্ কল্ কল্ খল্ খল্ খল্ হাস্যে ফাটে প্রাণ!
নদীর ঢেউয়ের হাস্যরঙ্গ,
বিলে বাজে জলতরঙ্গ,
রক্ত ফোটে টগ্‌বগিয়ে শিরায় দহ্যমান!
আমার, কল্ কল্ কল্ খল্ খল্ খল্ হাস্যে ফাটে কান!

৪

আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান,
তার, মলিন মুখে অশ্রুটুকে দেখ্‌তে জুড়ায় প্রাণ!
জলের ভারে চক্ষু নত,
বদ্ধ মুক্তা স্রোতের মত,
পদ্মভাঙা মন্থরাঙ্গা কাজল মাখা বান,

কখন পড়ে ফোঁটা ফোঁটা,
ছিঁড়ে ছিঁড়ে কোমল বোঁটা,
পউষ মাঘে পাতার আগে শিশির লম্বমান !
আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান !

৫

আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না– অভিমান,
যখন বসে গাল ফুলিয়ে,
শোভা আসে পাল তুলিয়ে,
স্বপ্নে যেন উজান বেয়ে, রত্নতরীখান !
চো'খে-মুখে চূর্ণ চুলে,—
দেখ্‌লে তারে জগৎ ভুলে,—
বক্ষে মণি রক্ষা করে যক্ষ সাবধান !
আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না- অভিমান !

৬

আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—আভমান.
যজ্ঞে দিলে সমিধ ঘৃত,
অগ্নি যেমন ধূমায়িত,
কখন জ্বলে কখন নিবে কখন লেলিহান্ !
বিস্ফারিত মুগ্ধনেত্রে,
চেয়ে দেখে যজ্ঞক্ষেত্রে,
অগ্নিহোত্রী প্রণয়গোত্রী আকুল যজমান।
আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান !

৭

আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান,
অরুণ উষার তরুণ শিখা,
ঢাক্‌লে শীতের কুহেলিকা,
কাতর করুণ ফুলের কাঁদে আতর মাখা প্রাণ !

কিন্তু তার ঊর্দ্ধগত,
জগজ্জ্বালা রৌদ্র যত,
রুদ্ধ বলে আকাশতলে ক্রুদ্ধ—বলবান !
আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান !

৮

আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না-অভিমান !
নীল নীরদের আঁচল পেতে,
শশাঙ্ক শোয় আঁধার রেতে,
তীব্র উগ্র তীক্ষ্ণ তড়িৎ চাউনি খরশান !
অচঞ্চল পদ্ম ফোঁটা,
পছন্দ নয় আমার ওটা,
বর্ষে যখন হবে তখন আমার ভাসে প্রাণ !
আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না-অভিমান !

৯

আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না-অভিমান,
তার, নলিন আঁখির মলিন ঠারে ঠাণ্ডা করে প্রাণ !
অভেদ নিশি অভেদ দিবা,
মেঘ-মোড়ানো শাওন কিবা,
শব্দহীন জব্দ জগৎ স্তব্ধ কলতান !
শাখীর জলে পাখী ভিজে
আঁখির জলে ভিজিয়ে নিজে,
পরকে ভিজায়, প্রেমের কি যে পুণ্য মৌনিস্নান !
আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না-অভিমান !

১০

আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না-অভিমান,
তার, নয়ন ডাগর কৃষ্ণসাগর দেখ্‌তে কাঁপে প্রাণ !

সাধ্‌তে গেলে বিষম লাগে,
না সাধলেও বিষম রাগে,
আস্‌তে কাটে যাইতে কাটে শাঁখের করাত খান!
শুন্‌ছি পদ্ম-পদাঘাতে,
মুক্তি মিলে হাতে হাতে,
লভে স্বর্গ চতুর্ব্বর্গ কত পুণ্যবান্‌।
আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না-অভিমান!

২৯শে শ্রাবণ, ১৩১০ সন
দেবনিবাস, ময়মনসিংহ

গান

তুমি, সাত রাজার ধন,
তোমার, বুকে পিঠে দু'দিক মিঠে কাচামিঠে মন।
তোমার, লিখ্‌তে গিয়ে হাস্যখানিক,
ফুরায়ে গেছে মুক্তা মাণিক,
ঊষা খানিক জ্যোস্‌না খানিক,
জ্বলছে না তেমন!
নীলসুন্দী নীল নিসিন্দে,
ও নীল আঁখি সবাই নিন্দে,
বুকে ফুটে' কোথে বিন্ধে
সিঁধেল দু'নয়ন।
তোমায় যদি দেখ্‌ত হরি,
কবে নিত চুরি করি,
কি ছার কৌস্তভ তার
কণ্ঠ-আভরণ!
তুমি, সাত রাজার ধন!

৩২শে শ্রাবণ, ১৩১০ সন
দেবনিবাস, ময়মনসিংহ

সে দেশে

১

সে দেশে বসন্ত নাই, নাহি এ মলয়,
সে দেশে সরলা আছে, তাই ফুল ফুটে গাছে,
তাহারি গায়ের গন্ধ পরিমলময়,
সে দেশে বসন্ত নাই, নাহি এ মলয় !

২

সে দেশে বসন্ত নাই, নাহি এ মলয়,
সে দেশে সরলা আছে, তাই শ্যামা ডাকে গাছে,
কোকিল কুহরি উঠে কথা যদি কয় !
সে দেশে বসন্ত নাই, নাহি এ মলয় !

৩

সে দেশে বরষা নাই, নাহি মেঘচয়,
সরলা আছে সে দেশে, তারি নীল কাল কেশে,
খেলে প্রেম-ইন্দ্রধনু চারু শোভাময় !
সে দেশে বরষা নাই, নাহি মেঘচয় !

৪

সে দেশে বরষা নাই, নাহি মেঘচয়,
সে দেশে সরলা চেলে, তরল বিদ্যুৎ খেলে,
অমৃত আলোকে হাসে দিক্ সমুদয় ।
সে দেশে বরষা নাই, নাহি মেঘচয় ।

৫

সে দেশে শরত নাই, নাহি শীতভয়,
সে দেশে সরলা হাসে, জ্যোৎস্না তা নীলাকাশে,
স্থলে তাহা স্থলপদ্ম, জলে কুবলয় !
সে দেশে শরত নাই, নাহি শীতভয় !

৬

সে দেশে শরৎ নাই, নাহি শীতভয়,
সে দেশে প্রভাত রেতে, সরলা বিদায় চেতে,
শিশির শিহরি পড়ে শেফালিকাচয় !
সে দেশে শরৎ নাই, নাহি শীতভয় !

৭

সে দেশে দিবস নাই, নিশা নাহি হয়,
সে দেশে সরলা আছে, রবি শশী তারি কাছে,
ঘোমটার তলে হাসে একত্র উভয়।
সে দেশে দিবস নাই, নিশা নাহি হয় !

৮

সে দেশে দিবস নাই, নিশা নাহি হয়,
সে দেশে সরলা আছে, উষা সন্ধ্যা তারি কাছে,
কেহ আগে কেহ পাছে এক সাথে রয় !
সে দেশে দিবস নাই, নিশা নাহি হয় !

৩২শে শ্রাবণ, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

দিগ্বিজয়ী বীর

১

এ নহে নাদির সা, এ নহে জঙ্গিস্ খাঁ,
এ নহে তৈমুরলঙ্গ চীন তাতারীর,
আসেনি হিমাদ্রি লঙ্ঘি, নাহি সৈন্য সাথী সঙ্গী,
নাহি হাতে তরবার নাহি ধনু তীর !
পথে পথে হাহাকারে, আসেনি কাঁদায়ে কারে,
আসে নাই দেশে দেশে বহা'য়ে রুধির,
আসিয়াছে পুষ্পরথে, সুমেরুর স্বর্ণপথে,
উড়ায়ে কনকরেণু কিরণে মিহির !

একাকী এসেছে 'ভোলা' মমতায় হাত খোলা,
করুণা গলিয়ে পড়ে আঁখি নীলে নীর !
এদেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর।

২

দিগ্বিজয়ী বীর,
কোথা হ'তে এসেছে সে, ঘরবাড়ী কোন্ দেশে,
নাহি জানি পরিচয় শিশু বিদেশীর,
নাহি বোঝে কপটতা, বোঝে না মোদের কথা,
বোঝে না কোনও ভাষা এই পৃথিবীর !
এসেছে উলঙ্গ বেশে, বস্ত্র নাই তার দেশে ?
কেমনে শরম তবে, রহে রমণীর ?
উলঙ্গ ভগিনী ভাই, কিসে থাকে এক ঠাঁই ?
থাকুক জ্যাকেট বডি, নাহি মিলে চীর ?
কুরুচি কবির ছেলে, এসেছে বসন ফেলে,
লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়ে রুচির মন্দির !
এদেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর !

৩

এদেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর,
এসেছে মোদের বাড়ী, নয় মাস—দিন চারি,
টলমল করিতেছে কাঙ্গাল কুটীর !
ত্রিদিব করিয়ে জয়, আসিয়াছে মনে লয়,
এনেছে মন্দার মধু অধরে মদির,
এনেছে পাদপদ্ম, প্রকৃতই, নহে গল্প,
ও ক্ষুদ্র হৃদয়ভরা স্নেহ সুগভীর !
লুটিয়া অলকা শত, আনিয়াছে রত্ন কত,
কে পারে করিতে তাহা গণনায় স্থির ?

আঙ্গিনার মাটিধূলা, তাও মণিরত্নগুলা !
অযত্নে পড়িয়ে আছে ঘরের বাহির !
এদেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর !

৪

এদেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর,
বিজয়লাবণ্যে তার, স্নেহ দয়া মমতার,
পরাভূত সর্ব্বভূত এই পৃথিবীর,
সে যাহার ধরে গলে, হিমাদ্রি হলেও গলে,
বহে নেত্রে শতধারা সুধা-জাহ্নবীর !
ও ক্ষুদ্র হাসির চোটে, সাগর ফোঁপায়ে ওঠে,
শিহরি নারীর বুক স্তনে ঝরে ক্ষীর !
কে জানে কিসের মোহ, নাহি যুদ্ধ নাহি দ্রোহ,
আত্মসমর্পণে সবে আনন্দে অধীর !
এদেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর !

৫

এদেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর,
তার হামাগুড়ি দিতে, কুলায় না পৃথিবীতে,
অতি ক্ষুদ্র আঙ্গিনা সে ক্ষুদ্র পরিধির,
তার সে চরণদাপে, বিশাল ব্রহ্মাণ্ড কাঁপে,
অতি ক্ষুদ্র ধরণী সে আকুল অস্থির !
বাছে না আগুন জল, বুকে তার এত বল,
তার কাছে সমতুল্য সমুদ্র শিশির,
বোঝে না সে সাপবাঘ, সে হার পায় লাগ,
অবহেলে সাপটিয়া ধরে গ্রীবাশির !
সে তো গো জানে না ভয়, মরণ কাহারে কয়,
সে বুঝি অধীন নয় নর-নিয়তির !
অমর্ত্ত্য দেশের সে যে মৃত্যুঞ্জয়ী বীর !

৬

এদেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর,
সে মানে না জাতিভেদ, মানে না কোরাণ বেদ,
মানে না আচার ধর্ম্ম মুনি মৌলবীর,
সে মানে না খাদ্যাখাদ্য, সে নহে কিছুরই বাধ্য,
খায় সুখে বিষ্ঠা মূত্র মাখন পনির !
সে মানে না পুণ্যপাপ, অশ্রুজল অনুতাপ,
সে মানে না আমাদের আলোক তিমির,
সে এক সম্রাট—প্রভু, সে নহে অধীন কভু,
সে করে চরণে চূর্ণ রীতি পৃথিবীর।
তাহার উলঙ্গ অঙ্গে, সুরুচি কুরুচি সঙ্গে,
গরু বাঘে পান করে এক ঘাটে নীর।
এদেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর !

৭

এদেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর,
প্রতাপ প্রভুত্ব তার, নাহি বিশ্বে তুলনার,
কি ছার লঙ্কার সেই রাজা দশশির।
জুড়াইতে তার হিয়া, শীতল পরশ দিয়া,
আসিয়া রয়েছে আগে মলয় সমীর।
তাহারি পানের তরে, নদী হ্রদ সরোবরে,
নীরদ রেখেছে ভরি সুশীতল নীর।
তারি অাসিবার তরে, রজত সুবর্ণ করে,
উজলিয়া আছে ধরা শশাঙ্ক মিহির !
তারি আগমন জন্য, ধরণী হয়েছে ধন্য,
আর কোন প্রয়োজন নাহি পৃথিবীর।
তুষিতে তাহারি মন, বসন্তের ফুলবন,
ফুটায়ে রেখেছে ফুল সুধাসুরভির।

ফল-শস্যে হয়ে নত,   তরুতৃণ আছে যত,
পোষিতে অমৃত খাদ্যে তাহারি শরীর !
তারি তরে আমি তুমি,   অনন্ত আকাশভূমি,
সৃষ্টির গভীর অর্থ হয়েছে গম্ভীর !
এদেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর !

৮

এদেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর,
প্রেমদা পাইয়া তারে,   কি আনন্দ অহঙ্কারে,
চুমিতেছে বার বার রোমাঞ্চ শরীর !
এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডগুলা,   আজি তার পদধূলা,
সে যেন রাণীর রাণী শত ইন্দ্রাণীর !

আজি তার ছিন্নবাসে,   কি লাবণ্য অট্টহাসে,
কে জানে কি ভাগ্যোদয় আজি অভাগীর,
দশহস্তে দশভুজা,   আজি তারে করে পূজা,
বাণী সে বন্দনা গায় গীতগায়ত্রীর !
লক্ষ্মী তার পদ সেবে,   প্রণমে অনন্ত দেবে,
ছেলে কোলে মহিমা কি এত জননীর ?

কবিতা কৃতার্থ হয়,   লেখনীর জয় জয়,
তাহারি বিজয়গাথা গাহিয়া কবির !
এদেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর !

৫ই আশ্বিন, ১৩০৪ সন
বাঁশাটি, ময়মনসিংহ

পূজা দেখা

১

কি দেখিতে এসেছিনু কি দেখিনু হায়,
এই কি সে মহাপূজা,   মহাশক্তি দশভুজা,
চরণে মহিষ সিংহ চাপিয়া বেড়ায় ?

এ যেন পাহাড়ে মেয়ে,   বনে ফিরে পশু চেয়ে,
কে জানে গারো কি নাগা চিনা নাহি যায়,
ছাড়ে না পাইলে কারে,   যারে পায় তারে মারে,
মারিয়া মহিষ মেষ কাঁচা মাস খায়।
দেহে তাই বল অতি,   পশুর হিংস্রক মতি,
পারে না থাকিতে স্থির তপ্ত তাড়নায়,
তাই সে পর্ব্বতে বনে,   অসুর দানবগণে,
খুঁজিয়া খুঁজিয়া বুঝি যুঝিয়া বেড়ায়।
কি দেখিতে এসেছিনু—কি দেখিনু হায়।

২

কি দেখিতে এসেছিনু—কিসের আশায়?
এই কি সে মহামায়া,   প্রেমের পুণ্যের ছায়া,
ভবরাণী ভবজায়া?   হায়, হায়, হায়।
এ হবে কিরাতরানী,   কৈলাসে সে রাজধানী,
নিবসে নমেরুতলে গিরির গুহায়,
পরিধানে রক্তবস্ত্র,   হাতভরা ভোঁতা অস্ত্র,
শিকার করিতে বুঝি গারো হিলে যায়?
সঙ্গে কটা ছোঁড়া ছুঁড়ি,   এসেছে পাখীতে উড়ি,
সিন্দূরে জন্তুটা অই ইন্দুরে বেড়ায়,
অর্দ্ধনর অর্দ্ধহাতী   কে চিনে ও কোন জাতি,
বিজ্ঞান অজ্ঞান তার তত্ত্বজিজ্ঞাসায়!
খাইয়া 'পচুই মদ'   ভাবে ভোলা গদগদ,
লেংটা,—বলদে চড়ি ডম্বরু বাজায়;
সঙ্গে তার দৈত্যদানা,   পেতিনী পিশাচ নানা,
গাছে গাছে লাফাইয়া আগে আগে ধায়,
পাছে ভোলা রণবাদ্য ডম্বরু বাজায়!

৩

এ মূর্ত্তি ভারতে পূজা শোভে না এখন,
পূজে যদি খারটুমে, কাবুলে কি ক্রীটে রুমে,
তীরায় যদি সে পূজে হাদা মোল্লাগণ,
অথবা জাপানে চীনে, সেণ্টিয়াগো মারকিনে,
ফাসোদায় যদি পূজে ফরাসী বুটন,
পূজিলে রুষিয়া পারে, আমীরের এক ধারে,
পামীরে—হীরক দুর্গে করিয়া বোধন ;
আপত্তি থাকে না কারো, তুরায় পূজিলে গারো,
কোহিমায় যদি পূজে কুকীনাগাগণ !
এ মূর্ত্তি ভারতে পূজা শোভে না এখন !

৪

তবে—
সে পারে পূজিতে যার মন্ত্রী জাম্বুবান্,
যার স্ত্রী রাক্ষসে হরে, অগ্নিতে পরীক্ষা করে,
অদ্ভুত ত্রেতার তত্ত্ব অদ্ভুত বিজ্ঞান !
শিল্পী যার নীল নল, সৈন্য বন্য পশুদল,
দূত যার দগ্ধমুখ বীর হনুমান,—
সাগরে খাইয়ে ফেন, লুপ্তজ্ঞান গুপ্ত সেন !—
আপনি সুষেণ যার ভিষক্ প্রধান,
বনের বানর মিত্র, কি বিচিত্র ! কি বিচিত্র !
সুগ্রীব গরিলা যার বন্ধু গরীয়ান্,
সে পারে সাগরপারে, পশুশক্তি পূজিবারে,
যে অজকুলের গজ মহা কীর্ত্তিমান !
সে পারে পূজিতে যার মন্ত্রী জাম্বুবান্ !

৫

এ নহে দ্বাপর ত্রেতা—আদি সত্য কাল,
এখন গাহে না ঋক্, মাতাইয়া দশদিক্,
আর্য্যাবর্ত্তে ব্রহ্মাবর্ত্তে বেদের রাখাল !

এখন সে যজ্ঞযূপে, যজমান পশুরূপে,
নাহি বান্ধে কুশধ্বজে হইয়ে মাতাল !
এখন সে সোমযাগে, মদমাংস নাহি লাগে,
রাজারাণী যজ্ঞভূমে নাহি চষে হাল !
নাহি সে সুরথ * আর, ব্যাধে নিল রাজ্য যার,
সে অসভ্য অশিক্ষিত বন্য নরপাল !
সে নিষ্ঠুর বর্ব্বরতা, নাহি সে বলির প্রথা,
ভারতে নাহি সে আর অন্ধ মোহজাল,
এ নহে দ্বাপর ত্রেতা- আদি সত্য কাল ।

৬

এ মূর্ত্তি ভারতে কেহ পূজেনি কখন,
পঞ্চালে কি পঞ্চনদে, ইন্দ্রপ্রস্থে কি মগধে,
বিদিশা কি বারাণসী গয়া বৃন্দাবন,
অবন্তী কি অযোধ্যায়, মথুরা কি মিথিলায়,
আর্য্যাবর্ত্তে ব্রহ্মাবর্ত্তে কর অন্বেষণ,
দেখ সে দ্বাপর ত্রেতা, দেখ কত জিত জেতা,
বলি বেণু পৃথু রঘু পাণ্ডু দুর্য্যোধন,
এ হেন বর্ব্বর বেশে, কোন্ দিন কোন্ দেশে,
বিল্বমূলে বিশ্বশক্তি করি আবাহন,
কোন রাজা কোন ভক্তে, পূজেনি পশুর রক্তে,
এ যে পিশাচের পূজা প্রেতের কীর্ত্তন,
এ মূর্ত্তি ভারতে কেহ পূজেনি কখন !

---

* স চ স্বারোচিষ মন্বন্তরে কোলাপূর্য্যধিপতিঃ। শব্দকল্পদ্রুম। সুরথ স্বারোচিষ মন্বন্তরে কোলাপুরের অধিপতি ছিলেন। এই কোলাপুর পশ্চিমঘাট-সান্নিধ্য রাজ্য। যমন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে বিদ্রোহী প্রজা ও কিরাতকর্ত্তৃক সুরথ রাজ্যচ্যুত হইয়া বনে বিতাড়িত হন এবং রাজ্যলাভের আশায় সরিত্তটে বাসন্তীপূজা করেন। সম্ভবতঃ এই বন পশ্চিমঘাট গিরির পশ্চিমোপকূল হইবে ও এই সরিৎ আরব সাগর হইবে। রাম পূর্ব্বোপকূলে সাগরবক্ষে সেতুবন্ধে ও সুরথ পশ্চিমোপকূলে সাগরতটে পূজা করেন। সুরথের পূজাও প্রায় ভারত ছাড়া।

৭

যে দেশে উজ্জ্বল চির জ্ঞানের কিরণে,
যে দেশে জন্মেছে বুদ্ধ, নিষ্কাম পুরুষ শুদ্ধ,
জীবন দিয়েছে জীব দুঃখ নিবারণে,
করুণা মমতা যার, সীমাশূন্য পারাবার,
পৃথিবী প্লাবিয়া আছে অমৃত প্লাবনে,
যে দেশে শচীর সুতে, আত্মবৎ সর্ব্বভূতে,
ধরণী করেছে ধন্য প্রেম বিতরণে,
অহিংসা পরম ধর্ম্ম, যে দেশের পুণ্যকর্ম্ম,
যে দেশে সে কর্ম্মফল অর্পে নারায়ণে,
যে দেশে সে নিশ্বরূপে, পূজা করে বিশ্ব রূপে,
'একং এব অদ্বিতীয়ং, মন্ত্র উচ্চারণে,
স্ফটিকের স্তম্ভে হরি, অটল বিশ্বাস করি,
যে দেশের দৈত্যশিশু ডরেনি মরণে,
সেই দেশে হায় হায়, এ মূর্ত্তি কি শোভা পায়,
এ যে রাক্ষসের পূজা রুধির তর্পণে,
ভারত উজ্জ্বল আজ জ্ঞানের কিরণে !

৮

এ মূর্ত্তি ভারতে পূজা শোভিবে না আর,
ভারত এ পশুবলে হবে না উদ্ধার !
গড় সে প্রতিমাখানি, মমতার মহারাণী,
বিশ্ববিজয়িনী শক্তি স্নেহ করুণার,
শান্তি পুষ্টি শ্রদ্ধাভক্তি, আত্মারূপা আদ্যাশক্তি
স্নেহ দয়া দশ অস্ত্র * দশ হাতে † তার,

---

* ধৃতি ক্ষমা দয়া স্নেহ শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ '
ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং ॥
ব্রহ্মচর্য্যেন সত্যেন তপসাচ প্রবর্ত্ততে ।
দানেন নিয়মেনাপি ক্ষমাশৌচেন বল্লভ ॥
অহিংসয়া সুশান্ত্যাচ অস্তেয়েনাপি বর্ত্ততে ।
এতৈর্দ্দশভি রঙ্গৈস্তু ধর্ম্মমেব প্রসূচয়েৎ ।

শঙ্কর তপস্যা সিদ্ধি,   লক্ষ্মীরূপা মহাঋদ্ধি,
জ্ঞানের বিমল জ্যোতি হাসাও বিস্তার,
কার্ত্তিকেয় কর্ম্মে কর,   উদ্যমে সে বিঘ্নহর,
সেবা দিয়ে গড় মূর্ত্তি জয়া বিজয়ার !
এক হবে সত্য ত্রেতা,   এক হবে জিত জেতা,
দেখিবে ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব বিশ্বরূপ তার ।
তারি শ্রদ্ধা দিয়ে তারে,   পূজ আত্ম-উপহারে,
পাইবে অভয় বর তবে অম্বিকার.
ভারত এ পশুবলে হবে না উদ্ধার !

৮ই কার্ত্তিক, ১৩০৫ সন
বাঁশাটি মুক্তাগাছা

ভোলাবাবু ঘুম যায়

ভোলাবাবু ঘুম যায়   ভোলাবাবু ঘুম যায় ।
প্রেমদার কোলে শোয়া,
প্রেমের সাগরে ধোয়া,
আরেক নূতন শশী উঠিয়াছে পুনরায় !
ভোলাবাবু ঘুম যায়,   ভোলাবাবু ঘুম যায় !
নীল জল নীলাকাশে,
তারি কিবা ছায়া ভাসে,
দিশাহারা চাতকেরা দ্যুলোকে ভূলোকে চায় !
ভোলাবাবু ঘুম যায়,   ভোলাবাবু ঘুম যায় ।
প্রেমদার এলোচুলে,
কোলে কাঁখে কটিমূলে,
ঝাঁপ দিছে নভনীলক্ষীরোদ সিন্ধুর গায় !
ভোলাবাবু ঘুম যায়,   ভোলাবাবু ঘুম যায় ।
কমল স্তনের বোঁটে,
দুধ খায় রাঙ্গা ঠোঁটে,
তরুণ কিরণে যেন অরুণ চুমিছে তায় ।
ভোলাবাবু ঘুম যায়,   ভোলাবাবু ঘুম যায় !

প্রেমদা আনত মুখে
দেখিতেছে মহাসুখে,
পুলকে পলকহীন চোখেমুখে চুমো খায়!
ভোলাবাবু ঘুম যায়, ভোলাবাবু ঘুম যায়!
কানন কুসুম আঁখি,
মেলিয়া দেখিছে না কি,
চাঁদের কোলেতে আহা চাঁদ কিবা শোভা পায়!
ভোলাবাবু ঘুম যায়, ভোলাবাবু ঘুম যায়!
ঘু-ঘু-ঘু-র তালে তালে,
বুলবুল নাচে ডালে,
কোকিল দয়েল শ্যামা, সহদেব গীত গায়!
ভোলাবাবু ঘুম যায়, ভোলাবাবু ঘুম যায়!
উড়ায়ে ফুলের রেণু,
বাজাইয়া বন-বেণু,
নিজনে বীজন করে কোমল মলয় বায়!
ভোলাবাবু ঘুম যায়, ভোলাবাবু ঘুম যায়!
আবার উল্লাসে কেঁপে,
সজোরে হৃদয় চেপে,
সোহাগে সে সোনামুখী সোনামুখে চুমা খায়
ভোলাবাবু ঘুম যায়, ভোলাবাবু ঘুম যায়!
এ দৃশ্য দেখিয়া সুখে,
কি হিংসা জাগিল বুকে,
চুমিল উন্মাদ কবি ভোলা ও ভোলার মায়:
ভোলাবাবু ঘুম যায়, ভোলাবাবু ঘুম যায়!

১৫ই বৈশাখ, ১৩০৫ সন
বাঁশাটি, মুক্তাগাছা

ভুলি নাই

ভুলি নাই, ভুলি নাই!
আজিও দেখিলে চাঁদ, মনে পড়ে মুখছাঁদ,
আকুলি বেকুলি তাই সে নীল অকূলে চাই।
ভুলি নাই, ভুলি নাই।
ভুলি নাই, ভুলি নাই।
যদিও শীতের হাওয়া, বুকে করে আসা যাওয়া,
তবু দূর মলয়ের শুভ সমাচার পাই!
ভুলি নাই, ভুলি নাই।
ভুলি নাই, ভুলি নাই।
সেই বন, সেই ফুল, সেই পুণ্য, সে মুকুল,
সেই সান্ত্বনার মুখে ঘুমঘোরে চুম খাই!
ভুলি নাই, ভুলি নাই।

২৩শে পৌষ, ১৩০৪ সন
বাঁশাটি, মুক্তাগাছা

জয় ভারতি! জয় ভারতি!
বিশ্বভুবন বন্দিছে তোমারে
অনন্তরূপিণী শকতি!
বরষা মেঘ-মল্লারে,
শরদ কুমুদকহ্লারে,
হেমন্ত হেমশস্য-কিরীট
নোয়ায়ে চরণে করে প্রণতি!
নিদাঘে দীপক তপন জ্বলে,
শীতের শিশিরে প্রেমাশ্রু গলে,
বসন্ত ঢালিছে পুষ্প-অঞ্জলি,
কোকিল কুহরে মধুরে অতি!

জ্ঞানবিজ্ঞান বাদ্য গীতে,
শিল্পনাট্য কাব্য-অমৃতে,
সুর নর সর্ব্ব মুগ্ধ গন্ধর্ব্ব—
অবনী অলকা অমরাবতী।

৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩০৯ সন
তারাটি, মুক্তাগাছা

থাক দুই দিন

অতিথি আসিলে ঘরে, গৃহী যায় দেশান্তরে,
দেখিনি তোমার মত মানুষ কঠিন!
অতি শ্রান্ত অতি ক্লান্ত, যুগান্তে এসেছে পান্থ,
দেখ না কি রোগে শোকে বিষণ্ণ মলিন?
তোমার দর্শনে তার, দূরে যাবে পাপভার,
পাবে স্বাস্থ্য সজীবতা আনন্দ নবীন,
এই আশা নিয়ে প্রাণে, এসেছে তোমার স্থানে,
বেশী নহে সবে মাত্র দিন দুই তিন।
তুমি তারে পায় ঠেলি কেমনে যাইবে ফেলি
মনে কি লাগে না কিছু, দয়ামায়াহীন?
থাক দুই দিন।

২৬শে মাঘ, ১৩০৯ সন
জয়দেবপুর, ঢাকা

বুঝেছ

জান না কেমনে কিসে নিভে যে আগুন?
যাহাতে অনল জ্বলে, পুড়ে তা অঙ্গার হলে,
অঙ্গার পুড়িয়া পুনঃ হলে ভস্ম চুণ,
তখন জ্বলিবে কিসে, কাজেই সে শূন্যে মিশে,
জ' মে যে তেমনি পুড়ে একেবারে খুন!

যেদিকে যেদিকে চাই,   আমার কিছুই নাই,
    আছে শুধু ভস্মরূপে ব্যথা নিদারুণ,—
সে নহে উজ্জ্বল-দীপ্ত,   আত্মগুপ্ত—আত্মলিপ্ত,
    সে নহে গর্ব্বিত দুঃখ, সে অতি করুণ !
তোমার এখনো জ্বলে,   মেদমজ্জা বক্ষস্থলে ;
    এখনো সে লেলিহান্ শিখা চতুগুণ,
হইতে আমার মত,   অবশিষ্ট আছে কত,
    এখনো আকাঙ্ক্ষা তব, তেমনি তরুণ !
    রমণি ! বুঝেছ কিসে নিবেছে আগুন ?

২৮শে মাঘ, ১৩০৯ সন
জয়দেবপুর, ঢাকা

নারী

নারীর অধর-সুধা নারী সদা খায়,
পুরুষ পাগল করে দেখিলে নেশায় !
নারী নহে মত্ত সেই অধর আসবে,
বোতল মাতাল হতে কে দেখেছে কবে ?
নারীর নয়নে থাকে তীক্ষ্ণ আঁখিঠার,
পুরুষ দেখিলে বিঁধে নয়নে তাহার !
তূণে থাকে বাণ আর কোষে থাকে অসি,
আঁখির অপাঙ্গে নাহি বিঁধে সে রূপসী !
নারীর হৃদয়ে প্রেম বিষাক্ত আগুন,
পুরুষ পতঙ্গ তাহে পুড়ে হয় খুন !
সাগরে বাড়বানল, দণ্ডে বিষফণী,
জলে না মরে না প্রেমে তেমনি রমণী !

নারীর পূর্ণিমা রূপে, যৌবন-বন্যায় !
পুরুষ ভাসিয়া গিয়া হাবুডুবু খায় !
চিরপূর্ণ সমুদ্র সে জোয়ারে কি ভাসে,
নদী নালা ডাঙ্গা ডোবা ফাঁফর উচ্ছ্বাসে !

৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩০৫ সন
বাঁশাটি, মুক্তাগাছা

আড়ি

আমার, ভোলার সাথে আড়ি !
আমি, ভয় করি না, তারে বিনা,
জগৎ জিততে পারি !
কেবল, ভোলার সাথে হারি !
আমি, এদ্দিন যার একলা ছিলাম
মালিক অধিকারী,
ভোলা এসে, এক নিমেষে.
দখল নিল তারি ।
তারে দেখে সুখে, হাস্যমুখে,
বুকে নিল নারী,
ভাই রে, সেই অবধি একটু যদি,—
শপথ কর্ত্তে পারি !
তারে, সাম্‌নে রেখে, পিঠে থেকে,
নিদ্রা যেতে নারি,
ভাই রে, আলোর পাছে, কালো বেশি,
মশার কামড় ভারি !

২

ভাই, বল্‌ব কি হায়, কদ্দিন যায়,
সেই যে ছাড়াছাড়ি,
এখন, দিনে রেতে, পাই না খেতে,
একটি চুমো তারি !
তার, হৃদয় জোড়া ভোলা ছোঁড়া।
স্নেহের জমিদারী,
কল্লে, জবর দখল হেসেই কেবল,
কেমন মজা মারি !
সে যে, পাহাড় ধরে, আহার করে,
বীর পালোয়ান ভারি,
তার মত কই দিগ্বিজয়ী,
আমি, তার সাথেই হারি !

এল, আবার বরুণ, আরো দারুণ,
আরেকটি ভাই তারি,
ভোলা গেল পাছে হটে,
সে, সাম্‌না নিল কাড়ি।
আগে, ছিলাম পাশে, গা'র বাতাসে,
তবু, বছর তিনেক চারি,
লজ্জা যে পাই, বল্‌ব কি ভাই
এখন, শয্যা ছাড়াছাড়ি !
এখন, ক্ষুধার বেলায়, শুধায় না সে,
থাক্‌লে বাহির বাড়ী,
আমি, আপনা ঘরে পর হয়েছি,
এম্‌নি দাগাদারি !
ডাক্‌লে, দেয় না জবাব, এম্‌নি নবাব,
এম্‌নি অহঙ্কারী,

আমার, ইচ্ছা করে, কপ্নী পরে,
হইগে দণ্ডধারী !
ভোলার মামী, থাক্‌লে আমি,
পায় ধরিতাম তারি,
সে যে, টোট্‌কাতে আট্‌কায়ে দিত,
কাজলা নয়ন ঠারি !

৪

আমার, ভোলার সাথে আড়ি !
ভোলার পরে, বরুণ এল
তবু ছিলাম বাড়ী,
আজ যে, পেলেম তত্ত্ব, কথা সত্য,
চিত্ত অবশকারী,
আমার, কাঁপছে দেহ, ধর কেহ,
স্থির থাকিতে নারি !
শুনলেম, আস্‌ছে পথে, পুষ্পরথে,
আরেক ধনুর্দ্ধারী,
আমার, শেষকালে ভাই দেশ ছাড়ালে,
লক্ষ্মীছাড়া নারী !
আমার, সবার সাথে আড়ি !

২৭শে আষাঢ়, ১৩০৯ সন
তারাটী, মুক্তাগাছা

প্রেম

হায়রে কেমন প্রেম বুঝিতে না পারি,
দিন রাত এ কেবল আঁখি ঠারাঠারি !
দিন রাত এ কেবল শুধু ফিরা ঘুরা,
মুচ্‌কি হাসিতে খালি প্রাণ ভাঙ্গা চুরা !

গোপনে লুকায়ে রেখে প্রাণের আগুন,
তিলে তিলে পলে পলে সারাদিন খুন!
কি যে ব্যথা কি যে বিষ কি যে বেদনায়,
প্রাণে কাঁদি মুখে হাসি, তা কি কওয়া যায়?
কে বুঝিবে বিধাতার কি যে ইন্দ্রজাল,
কাছে থাকি কাছে দেখি তথাপি কাঙ্গাল।
সম্মুখে সে পূর্ণচন্দ্র সুধা ষোলকলা,
তবু বুকে অন্ধকার ভরা গলা গলা!

১লা কার্ত্তিক, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

বিবাহোপহার

(কোন বন্ধুর অনুরোধে লিখিত)

শীতের সঙ্কোচ ভাব—শীতের শিশির,
কে যেন বাল্যের লাজ,
দ্রব মুকুতার কাজ,
মুছিয়া ফেলেছে আজ নব পৃথিবীর।
নয়নে পলাশ রাঙ্গা,
ফুটিয়াছে লাজ ভাঙ্গা,
চঞ্চল মলয়ে করে অঞ্চল অধীর,
চূত মুকুলের রসে,
আধ মধু আধ কষে,
আকুল ভ্রমরা বসে বুকে কিশোরীর!
আজি তার রোমে রোমে,
অমৃত অরুণ সোমে,

উছলে আনন্দ-জ্যোতি মধুর মদির ;
বনে বনে পুষ্পরাশি,
বদনে ফুটেছে হাসি
মদন গিয়েছে মোহ রেখে ধনু তীর !
শীতের সঙ্কোচ গেছে, শীতের শিশির !

২

শীতের সঙ্কোচ গেছে—শীতের শিশির,
বিয়োগীর ছিন্ন হৃৎ,
শাল্‌মলী রক্ত পীত,
কণ্টকে হইয়া বিদ্ধ ঝরিছে রুধির ;
হেরি এ ভীষণ দৃশ্য,
আতঙ্কে আকুল বিশ্ব.
জীবজন্তু প্রাণীকুল রোমাঞ্চ শরীর !
তাই মিলনের লাগি,
এ ব্রহ্মাণ্ড অনুরাগী
স্থাবর জঙ্গম আজ কেহ নহে স্থির,
শীতের সঙ্কোচ গেছে—শীতের শিশির !

৩

জগতে সকলি আজ খুঁজিছে মিলন,
শ্যামা পাপিয়ার তান,
সে-ও মিলনের গান,
বকুলে কোকিল করে কল কুহরণ ;
ললিতা লতিকা দোলে,
শ্যামল তরুর কোলে,
ফুলে ফুলে মধুকর করে গুঞ্জরণ,
আকাশে চাতক ডাকে,
প্রিয় জলদেবতাকে,

আদরে হরিণী করে হরিণে লেহন,
কেমন মধুরে অতি,
করিছেন প্রজাপতি,
নূতন সৃষ্টির পুনঃ নব আয়োজন,
মঞ্জরী মুকুলে ফুলে,
ব্রহ্মাণ্ড গিয়েছে ভুলে,
মিলনে করিছে সবে আত্মসমর্পণ,
কি বা প্রেম পরিণয়,
জয় প্রজাপতির জয়,
জয় তব ফুল বিধি ফুল শরাসন।
জগতে সকলি আজ খুঁজিছে মিলন!

জগতে সকলি আজ খুঁজিছে মিলন,
মধুর বসন্ত নিশি,
সৌরভে ভাসিছে দিশি,
হাসিছে গগন নীলে গ্রহতারাগণ
শশাঙ্ক-কিরণ-বালা,
নয়নে অমৃত জ্বালা,
হাতে পারিজাত মালা মাখা বিলেপন,
ভূতলে নামিছে ধীরে,
পবিত্র জাহ্নবী-তীরে,
যথা শোভে রাজপুরী—মণি-নিকেতন,
কুমার কুমার সম,
রূপে গুণে প্রিয়তম,
বিকশিত কমকায় কুমুদ-কানন,
মিশিতে তাহারি বুকে,
ইন্দিরা আনন্দ মুখে,
বরিতে আসিলা যেন নব নারায়ণ।
রাজপুরে আজি কিবা মধুর মিলন।

৫

রাজপুরে আজি কিবা মধুর মিলন,
কি আনন্দ কি আহ্লাদে,
হুলুধ্বনি শঙ্খনাদে,
অযুত অযুত কণ্ঠে জয় উচ্চারণ!
অনল আনন্দ হোমে,
দেবতা সন্তুষ্ট সোমে,
পিণ্ডদানে পরিতুষ্ট মৃত পিতৃগণ,
অনাহুত অভ্যাগত,
দানে তুষ্ট অবিরত,
দক্ষিণায় পরিতুষ্ট পণ্ডিত ব্রাহ্মণ,
অন্নবস্ত্রে দীন দুখী,
সকলে হইলা সুখী,
সমাদরে আমন্ত্রিত নিমন্ত্রিতগণ!
হেন অবারিত দ্বার,
বাঙ্গলায় আছে কার?
পূর্ণ আজি অন্নদার স্বর্ণ-সিংহাসন!
ধন্য মহারাজ মণি,
কৃপা করুণার খনি,
ধন্য তব সুপবিত্র চরিত্র জীবন,
দরিদ্র দেশের আশা,
তব দয়া ভালবাসা,
থাক্ চির রত্নে পূর্ণ তোমার ভবন,

হোক্ চির লক্ষ্মীমতী,
জগতে হাসুক তার করুণা কিরণ:
দম্পতি হউক তারা লক্ষ্মীনারায়ণ!

২রা ফাল্গুন, ১৩০৭ সন
বেগুনবাড়ী, ময়মনসিংহ

সে কি তুমি ?

১

আগেকার কথা নারি আছে কি স্মরণ ?
"কত জনে করিয়াছে কত আলাপন।
কত শোকে দুখে হর্ষে,   দিন দণ্ড মাস বর্ষে,
কার কি কথায় গেছে এ দীর্ঘ জীবন,
রাখিনি তাহার খোঁজ,   লিখে লিখে রোজ রোজ,
সে 'রোজনাম্‌চা' দিয়ে কোন্ প্রয়োজন ?
সে নহে পুরাণ বেদ, অলঙ্কার পরিচ্ছেদ,
নহে কাব্য ইতিহাস নহে সে দর্শন,
নহে সে বেদান্ত তন্ত্র,   কিংবা নহে ইষ্টমন্ত্র,
গায়ত্রী ত্রিসন্ধ্যা নহে নিত্য অধ্যয়ন।
আমি নহি ফনোগ্রাফ,   রাখি না কথার ছাপ.
যথেচ্ছা টিপিলে কল হবে উচ্চারণ।
কতজনে করিয়াছে কত আলাপন !"

২

মনে আছে রমণি সেই আমতল।
"কত গাছ সারি সারি,   বেড়িয়া রয়েছে বাড়ী,
একটি দুইটি সে কি—চিহ্নিত সকল ?
সে নহে টিকেট মারা.   নহে নাসারির চারা,
সে নহে ফজ্‌লী-লেংরা—পেটুক-বিহ্বল।
তুমি কি কুড়ায়ে আঁটি,   কখনো খেয়েছ চাটি,
মনে কি পড়িয়া আজ জিবে আসে জল ?
কত গাছ পথ পাশে,   কত লোক যায় আসে,
ছায়ায় জিরায় তার পথিক সকল,
কত বাল-বৃদ্ধ-যুবা,   কত বা পশ্চিমা পূবা,
কত বা বিদেশী দেশী করে চলাচল !
আমি ত সতত আঁখি,   সেখানে না পেতে রাখি,
আমার নয়ন নহে ছায়া-ধরা কল !

নহি চিত্রকর কবি,   আঁকি না লিখি না ছবি,
কার ঠোঁটে হাসি, কার চখে অশ্রুজল !
কেবা চেয়ে পিছে পিছে,   নিঃশ্বাস ফেলিয়া গিছে,
দেখিনি তা বায়ুমানে তপ্ত কি শীতল !
কার কি যত্নের ধন,   কোন্ রত্ন আভরণ,
কোথায় হারায়ে গেছে খুলিয়া অঞ্চল,
আমি ত কুড়াতে তাই,   কোন দিন নাহি যাই,
সে ত খোঁজে পথে পথে ভিখারীর দল !"

৩

মনে আছে সেই দিন সায়াহ্ন সময় ?
রাত গেলে দিন আসে,   প্রতি দিন উষা হাসে,
কোন্ দিন বেলাশেষে সন্ধ্যা নাহি হয় ?
কবে বা ডাকে না পাখী,   তরুর শাখায় থাকি,
সুশীতল সমীরণ কবে নাহি বয় ?
কবে বা ফোটে না ফুল,   নাহি জোটে অলিকুল,
গুঞ্জরিয়া মঞ্জরীর কানে কথা কয় ?
সে দিনের শশীতারা,   গেয়েছিল পাখী যারা,
স্বর্গের সকালতারা সমীর মলয় ?
তবে কোন্ প্রয়োজনে,   এসব রাখিব মনে,
কে করে এমন কাজে বৃথা আয়ুক্ষয় ?
সে দিন কি বুয়রযুদ্ধ,   ইংরেজেরা অবরুদ্ধ,
অবাক্ পৃথিবীশুদ্ধ কি হয় কি হয় !
ইস্কুলের ছেলেপিলে,   তারিখ তারাই গিলে,
রাজাদের রাজ্যলাভ জয়-পরাজয় !
কিম্বা অফিসের বাবু,   সারাদিন খেটে কাবু,
তারাও স্মরণে রাখে ছুটি সমুদয়,
কিম্বা গ্রাম্য চৌকিদার,   জন্মমৃত্যু কবে কার,
থানায় খবর দিতে তারা লিখে লয় !

করি না কেরানীগিরি,   নাহি করি চৌকিদারী,
পড়ি না বেথুনে, নাহি পরীক্ষার ভয়,
বল না কি হেতু তবে,   স্মরণে রাখিতে হবে,
এমন গরজ মোর কিছুই ত নয় !”

৪

মনে আছে সেই বিলে—বেলা অবসান,
‘কত দাঁড়ী কত মাঝি গেয়ে গেছে গান,
কেহ বা বাদাম তুলি,   তরণী গিয়েছে খুলি,
নঙ্গর করিয়ে তার ঘাটে রেখে প্রাণ।
জলজ কুসুম যত,   তা দেখে হেসেছে কত,
শরমে তোলেনি মাথা শ্যাম ঝরা ধান।
কত যে কালেম কোড়া,   হাঁস পিপী জোড়া জোড়া,
নাচিয়াছে গাইয়াছে পুলক-পরাণ,
প্রকৃতির খুকী খোকা,   কত যে পতঙ্গ পোকা,
খেলিয়াছে শ্যামঘাসে নাহি পরিমাণ ,
বেয়ে গেছে কত নাও গেয়ে গেছে গান !
সে শ্যাম সজল মাঠে,   কত নারী কত ঘাটে,
রাখিয়া গিয়াছে জলে আঁখি আর কান,
সেখানে তরঙ্গগুলি,   নাচিয়াছে বাহু তুলি,
বিদেশী মাঝির যেন উদাসী পরাণ।
গনে' সে জলের ঢেউ,   মনে নাকি রাখে কেউ,
কে দেখেছে কবে গেছে নাও কয় খান,
কি বা এনেছিল ভরি,   কি গেল বেপার করি,
কে খুঁজে দেখেছে তার হাসি অশ্রু মান,
সে আঁখির বেচা কেনা লাভ-লোকসান ?”

৫

সত্যই পাষাণি তোর নাহি কি স্মরণ ?
আজিও সে আমতলে,   কোকিলের কলকলে,
তোর হলাহলকণ্ঠ হয় উচ্চারণ !

সে অধর সোমযাগে, যে আহুতি দিলি আগে,
মুকুলে সে মধুগন্ধে উড়ে অলিগণ !
আজিও সে শ্যামবিলে, সে স্বচ্ছ লহরী নীলে,
ক্ষুব্ধ সে নিতম্বে নাচে লুব্ধ আলিঙ্গন !
আজিও তেমনি নেয়ে, যায় সে তরণী বেয়ে,
পাল ছিঁড়ে, হাল ফিরে, রোধে পদ্মবন !
“সে কি তুমি ? সে কি তুমি ? না, আরেকজন ?”

২৬শে বৈশাখ, ১৩০৯ সন
বেগুনবাড়ী, ময়মনসিংহ

দুয়া রাণী

১

তুমি নহ দুয়া রানী তুমি নহ দুয়া,
আদরে তোমারে আগে দেই পান গুয়া !
প্রণয়ের মহাযাগে,
তোমারি অর্চ্চনা আগে,
তোমারি চরণে দেই চন্দন চুয়া !
সর্ব্বাগ্রে হৃদয়েশ্বরি,
তোমারি আরতি করি,
সোহাগে প্রদীপ দেই, মানে ধূপ ধুয়া !
তুমি নহ দুয়া দেবি তুমি নহ দুয়া !

২

তুমি জ্যেষ্ঠা তুমি শ্রেষ্ঠা তুমিই প্রধান,
কেহ নহে তব সম,
প্রাণাধিক প্রিয় মম,
তব সিংহাসনতলে সকলের স্থান !

তব পদ স্পর্শ জন্য,
জীবন কৃতার্থ ধন্য,
দেবের অধিক দেবি আমি ভাগ্যবান্!
তোমারি চরণ রাগে,
প্রেমপদ্মবন জাগে,
শিরায় শারদ উষা হাসে অনুমান
তুমি পূর্ণিমার শশী,
মহাদেবী মহীয়সী,
অমৃত কিরণে তব ভাসে মৃত প্রাণ!
তোমার চরণরজঃ
শত বৃন্দাবন-ব্রজ,
গোলোক বৈকুণ্ঠ ভাবি আমি করি ধ্যান।
তুমি জ্যেষ্ঠা, তুমি শ্রেষ্ঠা, তুমিই প্রধান।

৩

জাহ্নবী—জীবনময়ী তুমিই কেবল,
সাগরে পড়েছে কত,
আরো নদী শত শত,
তারা শুধু দেশ ধোয়া কাদামাটি জল।
তাদের মলিন স্পর্শে,
জীবন জাগেনা হর্ষে,
জাগে না অযুত আশা মৃত যে সকল,
তোমারি পবিত্র বারি,
তোমারি প্রণয়ে নারি,
তোমারি পবিত্র স্পর্শ—আয়ুষ্য মঙ্গল,—
সাগরের ভস্ম বুকে,
জাগাইছে শত সুখে,
অনন্ত জীবন নিত্য দিয়ে নব বল!
হিমাদ্রির চূড়া উচ্চ,
শিব শির করি তুচ্ছ,

ত্যজি ব্রহ্ম কমণ্ডলু—দেবর্ষি মণ্ডল,
আসিলে প্রণয়োচ্ছ্বাসে,
আতঙ্কে মাতঙ্গ ভাসে,
পাপীরে করিয়ে দয়া আসিলে ভূতল,
নামিলে পঙ্কিল হ্রদে,
এত নিম্নে—এত অধে,
না ভাবিলে নীলাম্বুর তিক্ত লোনা জল,
কার এত প্রেম স্নেহ,
সাধিয়া যায় কি কেহ,
নিবাতে পরের বুকে বাড়ব অনল ?
তোমার স্মরণে পুণ্য
দেহ হয় পাপশূন্য,
কোটী তীর্থ হয় চিত্ত শিরা সন্ধিতল !
তোমার চরণ মাটি,
তাই লো তিলক কাটি,
লিখি ভালে হরি নাম শেষের সম্বল।
তুমি লো ধবলা গঙ্গে,
শত চন্দ্র হাসে অঙ্গে,
লাবণ্য-বন্যায় ভাসে দুকূল অঞ্চল,
ঢাল বুকে শত মুখে সুধা অবিরল !

৪

তুমি প্রিয়ে বৃন্দাদেবী—তুমি লো তুলসী,
রাধা নহে আধা তব, তুমি গরীয়সী !
প্রেম-বৃন্দাবন ধামে,
চির জয় তব নামে,
তোমার আরতি আগে করে কালোশশী,
প্রণয়-মঞ্জরী তব,
চিরফুল্ল চিরনব,
শালগ্রাম রূপে হরি ধরেন শিরসি !

এমন আদর আর,
চরণে চন্দন কার ?
তুমি লো তুলসী-হার আমার প্রেয়সি !
কি ছার বছর ষোল,
তিরিশে ত্রিদিবে তোল,
মন্দার-মন্দির খোল উজ্জ্বল উরসি !
রাধা নহে আধা তব, তুমি গরীয়সী ।

৫

তুমিই হৃদয়রাজ্যে রাজরাজেশ্বরী,
এ কণ্ঠের ক্ষীণ তান,
তোমারি বন্দনা গান,
বাজে হৃদয়ের যন্ত্রে দিবা বিভাবরী !
এই কাব্য এ কবিতা,
তোমারি লো প্রেম গীতা,
রচে দাস বেদব্যাস শ্রীচরণ স্মরি !
তোমারি লো তপস্যায়,
হোমগন্ধে ব্যোম ছায়,
পুণ্য তপোবন মোর আশ্রম বদরী !
বাক্য মন আত্মা দেহ,
শ্রদ্ধাভক্তি প্রেম স্নেহ,
প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আশা একত্র আহরি,—
স্বর্গমর্ত্ত করি দান,
তথাপি পূরেনি প্রাণ,
বামন কামনা হায় কিসে পূর্ণ করি ?
আয় ও চরণতলে,
রাখি শির কুতূহলে,—
ও অনন্ত যজ্ঞফল দূরে পরিহরি,—
পাতালে করিয়ে বাস,
পূজি পদ বারমাস,
লোকচক্ষু অন্তরালে দিবস শর্ব্বরী !

শত ইন্দ্র স্বর্গ সহ,
লয় হবে অহরহ,
হবে বিশ্ব মহাধ্বংস রেণু রেণু করি,
আমিই সে সর্ব্বগ্রাসে,
মহাপ্রেমে মহোল্লাসে,
প্রলয়ে রহিব স্থির শ্রীচরণ ধরি,
বলির পাতাল ভাল স্বর্গের উপরি !

১২ই আষাঢ়, ১৩০৯ সন
তারাটী, মুক্তাগাছা

ধ্বংসের পথে

সকলি ধ্বংসের পথে ! সকলি ধ্বংসের পথে !
কেহ অশ্ব কেহ গজে,
কেহ যায় পদব্রজে,
কেহ স্বর্ণ চতুর্দ্দোলে, কেহ যায় পুষ্পরথে ;
সকলি ধ্বংসের পথে ! সকলি ধ্বংসের পথে !
কেহ সুখে কেহ দুখে,
কেহ ফুল্ল হাস্যমুখে,
কেহ যায় দগ্ধ বুকে জ্বলিয়া মরম ক্ষতে,
সকলি ধ্বংসের পথে ! সকলি ধ্বংসের পথে !
কি বসন্ত কি বরষা,
সকলেরি এক দশা,
কেহ কোথা নহে বসা হেমন্তে শীতে শরতে,
গ্রহ উল্কা উপগ্রহ,
কত সূর্য্য শশী সহ,
চলেছে ব্রহ্মাণ্ড কত অনন্ত সৌরজগতে ;
কি অমর কি অপ্সর,
যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর,
নন্দনে ক্রন্দন শুন সুমেরু স্বর্ণ পর্ব্বতে !

সকলি ধ্বংসের পথে। সকলি ধ্বংসের পথে!
যাগ যজ্ঞ পুণ্য পাপে,
আশীর্ব্বাদ অভিশাপে,
অনিরুদ্ধ মহাগতি কি স্বরগে কি মরতে!

কি স্থাবর কি জঙ্গম,
নাহি কোন ব্যতিক্রম,
চলিয়াছে এ নিয়ম অনাদি অনন্ত হতে,
সকলি ধ্বংসের পথে। সকলি ধ্বংসের পথে!

এ ভীষণ ভীমাবর্ত্তে,
যায় যে গহ্বরে—গর্ত্তে,
তিলে তিলে এত যাত্রী অর্ব্বুদে অযুতে শতে,
কে কবে দেখেছে উহা,
সে কন্দর অন্ধগুহা,
কত গেছে কত আছে কত যাবে ভবিষ্যতে!
কত সত্য কত ত্রেতা,
কত ঋষি ঊর্দ্ধরেতা,
করিল তপস্যা কত এ বিশ্বে—পুণ্য ভারতে,
কে কবে জেনেছে সত্য,
কে পেয়েছে ধ্রুব তথ্য,
কোথা সে গতির গতি মিলন অসতে সতে!

জননী ভগিনী জায়া,
যাদের মমতা মায়া
হৃদয়ে রয়েছে ভরা হীরা মণি মরকতে,
এমন প্রকাণ্ড স্থূল,
সারাটা বিশ্বাস ভুল,
পারি না ভাবিতে ইহা কোন রূপে কোন মতে,
সকলি ধ্বংসের পথে! সকলি ধ্বংসের পথে!

আতঙ্কে কাঁপিছে হিয়া,
উঠে প্রাণ শিহরিয়া,

কি উদ্দেশ্যে কি সংকল্প এ অনন্ত মহাব্রতে,
এ রহস্য অতি গূঢ়,
এখানে সকলি মূঢ়,
অভেদ বেদান্ত বেদ বৈশেষিক ভাগবতে,
সকলি ধ্বংসের পথে ! সকলি ধ্বংসের পথে !
ওহে ভগবান হরি,
দেও হে করুণা করি,
তোমাতে বিশ্বাস ভক্তি অধম শরণাগতে,
দেও হে চরণ রাঙ্গা,
ভীতচিত-ভয়-ভাঙ্গা,
হে মুকুন্দ ! হে মুরারে ! হে কৃষ্ণ ! কমলাপতে !
জীবনের নাহি বাকি,
কাতরে সভয়ে ডাকি,
দেখা দেও কমলাখি যমুনা শ্যাম-সৈকতে !
তোমাতে দিলাম ঝাঁপ,
লহ পুণ্য লহ পাপ,
নম নারায়ণ হরি নম কৃষ্ণ ভগবতে !

১লা আশ্বিন, ১৩০৯ সন
তারাটী, মুক্তাগাছা

পাঁচ দিন

চাতক জ্বলিছে পিপাসায় !
দ্রব ঘন গাঢ়তম, আগুন আকাঙ্ক্ষা মম
বহিতেছে শিরায় শিরায় !
ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে আছি, শতবার মরি বাঁচি,
তিলে তিলে আশা নিরাশায় ;
তুমি লো হৃদয়রাণি, সোনামুখী মেঘখানি,
দূরে গেলে ভাসিয়া কোথায় !

কহ লো অগস্ত্যমুনি,   কহ সত্য কহ শুনি,
কবে লো আসিবে পুনরায়,
তব দিন পাঁচ ছয়,   কত দিনে গত হয়,
বুঝিতে পারি না হায় হায়,
কোটি চন্দ্র কোটি তারা,   গণিয়া করেছি সারা
পাঁচদিন তবু না ফুরায়।
সে দেশের দিন পাঁচে,   কত জন্ম মৃত্যু আছে,
কেমনে মানুষ বাঁচে তায়।

৭ই ফাল্গুন, ১৩০৯ সন
জয়দেবপুর, ঢাকা

কেমন মমতা

১

এ কেমন কথা ?
সেদিন গিয়েছ 'বলে,'   দুদিনে আসিবে বলে,'
আজিও যে আসিলে না কেমন মমতা ?
তোমার আসার পথে,   মখমল মরকতে,
ধরণী দিয়েছে ঘাসে নব কমলতা,
আসিবে বলিয়া তুমি,   সাজায়েছে দেবভূমি,
মঞ্জরী মুকুলে ফুলে যত তরুলতা !
পাপিয়া দয়েল গায়,   আনন্দে আকাশ ছায়,
কোকিল কূজিছে তব মঙ্গল বারতা,
মলয় চন্দন গন্ধে,   পরিমল মকরন্দে,
বহিছে আনন্দ বায়ু স্নিগ্ধ সজীবতা ?
রজনী অযুত নেত্রে,   চাহি শোণফুল ক্ষেত্রে,
প্রভাতে প্রেমাশ্রু ঢালে তরল মুকুতা,
অরুণ তোমার পানে,   চাহে লো করুণ প্রাণে,
সায়াহ্ন উষায় কিবা মধুর মত্ততা !

তোমার আসার আশে, সকলে আনন্দে ভাসে,
এস দেবি দেবপুরে আনন্দ-দেবতা,
ও চরণ হেরি সবে, ধন্য ও কৃতার্থ হবে,
হৃদয়ে বাসনা কারো নাহিক অন্যথা,
আজিও যে আসিলে না, কেমন মমতা ?

২

* * * *

চাহি না কৈলাস কাশী, দেবপুর ভালবাসি,
আমি সে দেশের দাস, তুমি সে দেবতা
তোমার দেশের সহ, প্রাণে পূজি অহরহ,
বুকে পাই নব বল, নবীন ক্ষমতা !
ভুলে যাই রোগ শোক, পাপপুণ্য পরলোক,
দূরে যায় ডর ভয় আলস্য জড়তা,
আসিলে এ দেবপুরে, জরা মৃত্যু যায় দূরে,
তোমার চরণ স্পর্শে লভি অমরতা !
কে যায় মগের দেশে, বৃথা কষ্ট বৃথা ক্লেশে,
শত পুণ্য শত তীর্থ তুমি আছ যথা,
তোমার নয়নানলে, সীতাকুণ্ড সদা জ্বলে,
হৃদয় আহুতি দিয়া হোম করি তথা !
এস দেবি লহ বুকে, বাঁচাও মরণমুখে,
জুড়াও প্রাণের জ্বালা, দূর কর ব্যথা,
কি মধু-মদিরা ঠোঁটে, আকণ্ঠ ভরিয়া ওঠে,
চুম্বনে ঢালিয়া দেও প্রাণের দেবতা !
এই এলে—এই বুঝি— এ-বাড়ী ও-বাড়ী খুঁজি,
চেয়ে চেয়ে পথ তব, আঁখি করে ব্যথা,
আজিও যে আসিলে না, কেমন মমতা ?

১২ই ফাল্গুন, ১৩০৯ সন
জয়দেবপুর, ঢাকা

৩৮

গল্প

১

এক যে আছিল দেশ, কিবা তার শ্যাম বেশ,
কিবা শোভা বনে বনে তার,
কি শোভা নদীর ঘাটে, সন্ধ্যার সোনার হাটে,
বসিয়াছে মণির বাজার !
চতুর পাপিয়া পিক, নীলাম ডাকিছে ঠিক,
এ ডাক কখনো নাহি নড়ে,
ক্রেতা ও বিক্রেতা যারা, গৃহেতে ফিরিয়া তারা,
দু'জনেই হায় হায় করে।
হরিণী হরিণ গায়, কি জানি চাটিয়া খায়,
কিবা সুধা চুয়াইয়া পড়ে,
"প্রতি রোম কূপে কূপে, প্রেম কি অমৃতরূপে,
রহিয়াছে পশু কলেবরে ?"
চঞ্চল শশক ধায়, মাঝে মাঝে ফিরে চায়,
সামান্য পাতায় পড়ে ঢাকা,
"প্রেম কি অমনি ডর, দেহে ছোট লাফে বড়,
তাই বুঝি চ'খে চ'খে রাখা ?"
অনন্ত ভেদিয়া হায়, আকাশে বিহঙ্গ ধায়,
কোথা হতে কোথা করে গতি,
"প্রেমের কোথায় বাসা, কোথা করে যাওয়া আসা,
কেবা জানে তাহার বসতি !"
গগনে সোনার হল্ ছায়াময় লৌহমল
হইতেছে ধীরে ধীরে ধীরে,
"প্রেম যে হিরণময়, সেও নাকি লোহা হয়,
দু'দিন না যাইতে অচিরে !"
এক যে আছিল যুবা, বেহদ্দ বাঙ্গাল পূবা,
অসভ্য সে অশিক্ষিত অতি,
কাননের যথা তথা, দেখিছে সে এই কথা,
দেখিছে সে প্রেমপরিণতি !

নির্জ্জন নির্ঝর তীর, নাহি নড়ে তরু শির,
নাহি নড়ে ঘাস লতা পাতা
বসিয়া গঙ্গার তলে, পা রাখিয়া স্থির জলে,
করতলে অবসন্ন মাথা,—
কে যেন আসিবে হায়, আছে কার প্রতীক্ষায়,
দিন যায় সে ত নাহি আসে,
না পেয়ে তাহার লাগ, খোঁজে তার পা'র দাগ,
চেয়ে ঘাটে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে !
সে গেছে ছ'মাস আগে, তার পরে কত বাঘে,
মহিষ ভল্লুকে জল খায়,
সে চিহ্ন গিয়াছে মুছে, সে দাগ গিয়েছে ঘুচে,
সে তীক্ষ্ণ নখরে ক্ষুরে হায় !
উদ্‌ভ্রান্ত বিশ্বাসে খালি, সে বোঝে গিয়াছে কালি,
আজো আসিয়া গেছে ফিরে,
না পেয়ে তাহার দেখা, খুঁজে গেছে একা একা,
কলসী ভরিয়া নদীনীরে !
তাই সে চমকি উঠি, ঘাটে যায় দ্রুত ছুটি,
অঞ্জলি ভরিয়া তুলি জল,
ধুইছে বাঘের পারা, মহিষের শিং মারা,
কোথা চিহ্ন চরণ-কমল ?
আবার উন্মত্তবৎ, খোঁজে গিয়া বনপথ,
কোথাও পড়েছে কিনা ফুল,
ভাবি নব মেঘ ভার, যদি বন বায়ু তার,
উড়াইয়া থাকে নীল চুল !
সেই যে পথের কাছে, দুটি 'গোদা জাম' গাছে,
বনজুঁই করেছে আঁধার,
সেই বন দেবালয়ে, সন্ধ্যায় জোনাকীচয়ে,
মাণিক প্রদীপ জলে তার !
সেই লতাকুঞ্জ ঘরে, কত দিন দু'পহরে,
বসেছিল তারা দুইজন,

সেখানের ধূলাবালি, মাটি মাখা আছে খালি,
তপ্ত অশ্রু তপ্ত আলিঙ্গন !
সেখানে খুঁজিতে গিয়া, ধরিল সে জড়াইয়া,
ক্ষিপ্ত যুবা অধীর আকুল—
শিলাসম বন মাটি, দাপটে উঠিল ফাটি,
গর্জ্জনে কাঁপিল তরুমূল !
অদূরে আছিল তারি, দুটি গৃহস্থের বাড়ী,
সে বিশাল কানন মাঝারে;
তারা করে হৈ হৈ, মেয়ে কই বউ কই ?
কুকুর ডাকিছে বারে বারে !
পর দিন ভোরে উঠি, সকলে আসিল ছুটি,
সে বিজন নির্ঝরের পার,
সাবধানে সরে যায়, ডান্ বাঁয় ফিরে চায়,
পথে দেখে কয়খানি হাড় !
আরো কিছু আগে যেয়ে, ডান্ দিকে দেখে চেয়ে,
সেই লতা ঘরের দুয়ারে,
অর্দ্ধভুক্ত নরদেহ, পড়িয়া রয়েছে কেহ,
চিনিতে না পারা যায় তারে !
হাত নাই পা আছে ছিন্ন মুণ্ড তারি কাছে,
মুখে তার নাহি মাংস লেশ,
নাহি গাল গ্রীবা ঠোঁট, দাঁতগুলি আছে মোট,
বিকট সে রাহুর বিশেষ !
বক্ষ ও উদর ছিন্ন, নাহিক মাংসের চিহ্ন,
নাড়ী ভুঁড়ি পড়ে আছে পাশে,
মাখা বিষ্ঠা ছিন্ন আঁতে, মক্ষিকা উড়িছে তাতে,
প্রভাতের বনের বাতাসে !
যত ছিল স্থূল পেশী, তাহাই খেয়েছে বেশি,
নিতম্ব উরুর আছে হাড়,
নাহিক রক্তাক্ত মাটি, সমস্ত খেয়েছে চাটি,
মোছা দাগ রয়েছে তাহার !

দূরে ম্লান ছিন্ন বাসে, কি যে বান্ধা এক পাশে,
মেদমজ্জা রুধিরে আপ্লুত,
খুলিয়া একটি নারী, চিনিল সে লেখা তারি,
ছিঁড়িয়া ফেলিল তাহা দ্রুত!
চাহিল সে ঘৃণাভরে, মৃতের মুখের পরে,
ছিন্ন ভুরু চিনিল সহসা,
আরো যেন অবজ্ঞায়, ঠেলিল সে বাম পায়,
চরণে লাগিল রক্ত বসা!
সে পদ চুম্বনে তুণ্ড. কৃতার্থ হইল মুণ্ড,
মরিয়া পূরিল মনস্কাম,
অরুণে পাতার ফাঁকে, স্বর্গগামী আত্মা তাকে,
রক্তাক্ত সহস্র করে করিল প্রণাম!

২৯শে কার্ত্তিক, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

শত্রু

১

রমণী আমার শত্রু, আমি শত্রু তার
পৃথিবীতে হেন শত্রু কেহ নহে কার!
শশাঙ্কের রাহু শত্রু সে ত গিলে ছাড়ে,
আমি করি চিরগ্রাস পাইলে তাহারে!
সে যদি সাগর হয় পৃথিবী প্লাবিয়া,
আমি সে অগস্ত্য ঋষি গিলি তারে গিয়া!
কঠিন পাষাণময় সে হ'লে পাহাড়,
আমি হ'য়ে মহাবজ্র শিরে পড়ি তার!
সে যদি জলদ হয় স্নিগ্ধ সুশীতল,
আমি হই বুকে তার অশনি অনল!
সে যদি পৃথিবী হয় লোকরক্ষা হেতু,
আমি তোর মহারিষ্টি হই ধূমকেতু!

২

যদি কেহ দিয়ে থাকে চ'খে চিরজল,
সে আমার মহাশত্রু রমণী কেবল !
যদি কেহ দিয়ে থাকে চির হাহাকার,
সে কেবল মহাশত্রু রমণী আমার !
যদি কেহ ক'রে থাকে মম সর্ব্বনাশ,
সে আমার মহাশত্রু রমণী নির্ঘ্যাস !
মুহূর্ত্ত তাহার কথা ভুলিতে না পারি,
সে আমার মহাশত্রু, আমি শত্রু তারি !

৩

পুরুষের তীক্ষ্ণ অসি, তীক্ষ্ণ তরবার,
অমৃত মরণে করে যাতনা উদ্ধার !
নারী করে গুপ্ত হত্যা আঁখির আঘাতে,
অনন্ত বিষাক্ত মৃত্যু ঢেলে দিযা তাতে !
জীবনের দিন দণ্ড পল অনুপল,
মরণ মরণ মম মরণ কেবল ,
মৃত্যুময় এ জীবন বহিতে না পারি,
রমণী আমার শত্রু, আমি শত্রু তারি !

১লা কার্ত্তিক, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

স্বপ্ন

শরত স্বর্ণ সন্ধ্যা—সুনীল আকাশ,
মিশিয়ে সে নীলে লালে, চখে মুখে বুকে গালে,
একটি বালিকা মূর্ত্তি পাইল প্রকাশ !
কি সে রূপ—নীল সোণা ! দেখা থাক্, নাহি শোনা,
সোনালী নয়ন কোণা কমল-পলাশ !

দেবতা মথিয়া সন্ধ্য, তুলেছে অমৃত মন্থ,
অধরে ভাসিছে তার মধুর সে হাস!
কি সুধা-ষোড়শী বালা, যৌবনের জয়মালা,
উরসে অমৃত জ্বালা বসন্ত-উচ্ছ্বাস!—
শরত সুবর্ণ সন্ধ্যা—সুনীল আকাশ!
ধীরে ধীরে অতি ধীরে নিকটে আসিয়া,
জগৎ করিয়া শূন্য, যেন সে অমৃত পুণ্য,—
আমি পাপী—আমারে সে করুণায় দিয়া,
কহিল সে কত কথা, বসন্ত কোকিল যথা,
করে মত্ত নীলাকাশ গাইয়া গাইয়া,
প্লাবিল মোহিল মন, চিত্তে চিত্তে সম্মিলন,
প্রাণে যেন সোনা সন্ধ্যা রহিল জমিয়া!
ছুটিয়া আসিনু নীচে, তুমি এলে পিছে পিছে,
নহে সে স্বপন মিছে দেখিনু চাহিয়া,
তুমিই ত সে বালিকা, শশীর অমৃত শিখা,
হাসিলে মাটির বুকে করুণা করিয়া,
পাপতাপ শোকভরা, বাঁচালে জীবিত মরা,
রোমে রোমে ও পরশ সোমরস দিয়া!

১০ই কার্ত্তিক, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

কাপুরুষ

হা রে ভীরু কাপুরুষ হা রে নরাধম,
দৈবে আমি মরি যদি,
তারি লাগি নিরবধি,
করেছিস্ কত নাকি মারণের ক্রম?
করেছিস্ তন্ত্র মন্ত্র,
কত নাকি ষড়যন্ত্র.
গোবরের শিব গড়ি পূজিস্ অধম?

নিয়েছিস্ চুল নখ,
হা রে মূর্খ আহাম্মক,
কে তোরে এমন বুদ্ধি দিয়েছে বিষম ?
নিয়েছিস্ বিষ্ঠা মূত্র,
রে বিষ্ঠাখেকোর পুত্র,
বিষ্ঠাই মাখিলি গায়—বৃথা পরিশ্রম !
যারে ভগবান রাখে,
কে পারে মারিতে তাকে,
আপনি তাহারে দেখে ভয় করে যম !
আমি যে বুঝিতে নারি,
কি ক'রে পাকালি দাড়ি,
এ বুড়া বয়সে তোর ঘুচিল না ভ্রম ?
হা রে ভীরু কাপুরুষ হা রে নরাধম !
হা রে ভীরু কাপুরুষ হা রে নরাধম,
এতেও সে পাপ আশা,
গেল না চণ্ডাল চাষা,
গেল না উন্মাদ তোর সে পাপ উদ্যম ?
আবার সে মোহে মাতি,
পাঠাইলি গুপ্তঘাতী,
গোপনে বধিতে মোরে, একি লজ্জা কম ?
মোর নামে হা রে পাপী,
সত্যই উঠিস্ কাঁপি,
হিরণ্যকশিপুসম দানব অধম ?
আমি যদি মরে যাই,
বলিবার কেহ নাই,
প্রাণের আতঙ্ক তোর হয় উপশম,
চারি দিকে ব্যঙ্গভাষী,
বাজাইবে ঢোল কাঁসী,
জামাতা বাহবা দিবে অজ অনুপম !
কিন্তু বল্ নারীচোরা,

এতে কি লাগিবে জোড়া,
সে যে রে কেটেছে নাক বড়ই বিষম !
কে ভুলিবে শূর্পনখা,
তার সে মদন-সখা,
অনন্ত রসের সেই কথা অনুপম ?
হা রে ভীরু কাপুরুষ হা রে নরাধম !

২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

ঔষধ

তপ্ত খোলা—তপ্ত বালু অনলের মত,
তথাপি তাহাতে ধান নৃত্য করে কত !
আনন্দ ধরিতে তার পারে না পরাণ,
শত খণ্ডে ফেটে হয় খই শতখান !
জ্বলন্ত অনল কুণ্ডে নিক্ষেপিলে নারী,
জ্ঞানহীন ধান্য যদি এত সুখ তারি ;
তবে বল জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন মানব,
আছে যার সুখ দুঃখ স্পর্শ অনুভব,
আলিঙ্গনে বাহুপাশে বাঁধিলে তাহাকে,
স্বর্গমর্ত্ত্য রসাতলে কোথায় সে থাকে ?
আনন্দে উড়িয়া যায় কর্পূরের মত,
ভুলিয়া বেদনা ব্যথা মৃত্যু শত শত !
দুঃখময় জীবনের এ বড় ঔষধি,
বাঁচি দিলে দয়াশীলে দেও দেবি যদি !

৬ই চৈত্র, ১৩০৯ সন
ব্রাহ্মণগ্রাম, বিক্রমপুর

মনে রেখো

এ নহে প্রেমের স্মৃতি মধুর অম্বল
বিরহের লবণাক্ত মাখা অশ্রুজল।
এ ত নহে শোক দুঃখে কষায় মরণ,
বৈরতার নহে কিম্বা তিক্ত আলাপন!
কিম্বা নহে অভিমানে ঘৃণা অবহেলা,
দলিত আহত ফণা ভুজঙ্গের খেলা!
নহে ইহা আশঙ্কার উৎকণ্ঠা উদ্বেগ,
ধমনীর রন্ধ্রে যাহে রোধে রক্ত বেগ!
কিম্বা নহে আকাঙ্ক্ষার আকুল আগ্রহ,
মজ্জা মেদে নিত্য যাহা জ্বলে অহরহ।
নহে ত্রাস উপহাস কলঙ্কের ভয়,
মানুষ জমিয়া যাতে লাজে শিলা হয়!
বিকারে প্রলাপ নহে ঘোর সান্নিপাতে,
ভীষণ মৃত্যুর ছায়া দেখিয়া সাক্ষাতে!
হীনবুদ্ধি উন্মাদের এ নহে মত্ততা,
অথচ প্রাণের এক ধ্রুব সত্য কথা।
ভাষার ভঙ্গিতে কিম্বা আকার ইঙ্গিতে,
পারি না তোমারে যাহা বুঝাইয়া দিতে;
অব্যক্ত সে, অচিন্ত্য সে, অপূর্ব্বসম্ভব,
অতি তীব্র অতি তীক্ষ্ণ উগ্র অনুভব!
শিরা ফাটে অস্থি ফাটে রক্ত হয় ছাই,
কোথা রেখে বুঝিবে যে ভাবিতেছি তাই।
দূর তীর্থযাত্রী এক রহি দূর পথে,
যাইতে অক্ষম যদি হয় কোন মতে,
কি যে শ্রদ্ধা, কি যে ভক্তি, কি যে প্রীতি নিয়া,
কি আশায় নিরাশায় সে থাকে পড়িয়া,
তার সেই হৃদয়ের সুখদুঃখ ভার,
ঢালিতে নারিল পদে প্রিয় দেবতার;

অনুৎসর্গ উপহার অনুৎসর্গ প্রাণ,
সংকল্প করিয়া যাহা হইল না দান,
কত জন্ম কত মৃত্যু এই উপহার,
কে জানে বহিবে যাত্রী হৃদয়ে তাহার !
অর্পিয়া যখন পায় অর্ঘ্য শত শত,
পূজিতে তোমারে ভক্ত আসিবে লো কত,
মনে রেখো, মনে রেখো, মনে রেখো নারি,
পথের অক্ষম যাত্রী তোমারি—তোমারি !

৫ই চৈত্র, ১৩০৮ সন
ব্রাহ্মণগ্রাম, বিক্রমপুর

গল্প

২

এক যে আছিল মেয়ে, সে খেলিত বনে যেয়ে,
সাজিত সে বনরাণী ফুলে ফুলে ফুলে,
তুলিয়া যূথিকা বেলী, তমালের গাছে হেলি,
গাঁথিত ফুলের মালা ফুলের আঙুলে !
এক যে আছিল ছেলে, এক দিন সেথা ল,
দেখিয়া সে ফুলমালা বালিকার হাতে,
হাসি মুখে হাত মেলে, আনন্দে চাহিল ছেলে,
দিল না বালিকা, মুখ ফিরাল পশ্চাতে !
তারপর সেই মেয়ে, তেমনি বাগানে যেয়ে,
রোজ মালা গাঁথে কিন্তু পরে না গলায়,
জড়াইয়া পাকে পাকে, তমালের ডালে রাখে,
এইরূপে কত মালা শুকাইয়া যায় !
এক যে আছিল বালা, চরণে উষার আলা,
আলয় আঙ্গিনা রূপে করিত উজ্জ্বল,
কমল-কুঞ্জিতে জমা গোলাপী বরফসমা,
শরত জ্যোৎস্না আর সুরা, পরিমল !

এক যে যুবক ছিল, এক দিন সে আসিল,
তৃষিত নয়নে বালা তার দিকে চায়,
সে দীন দৃষ্টির আগে, কত কৃপা ভিক্ষা জাগে,
আপনি মাতিল বালা আপন নেশায়!
যুবক দেখিয়া তারে, দেখিল না একেবারে,
সে যেন জনম অন্ধ, চেয়ে মাটি মুখে,
এক পায় দুই পায়, চলিয়া চলিয়া যায়,
ঢালিয়া সে অমাবস্যা পূর্ণিমার বুকে!
এক যে আছিল নারী, বিশাল পদ্মার পাড়ি,
চেয়ে চেয়ে সে রূপের না হইত সীমা,
তরঙ্গে সে ভাঙ্গি চুরি— আঠার উনিশ কুড়ি—
সাগর গ্রাসিতে চায় ভীষণ ভঙ্গিমা!
এক যে পুরুষ ছিল, নীলাকাশ সে হইল,
রবিশশী হাসে বুকে হীরামণি দিয়া,
সৌদামিনী স্বর্ণহার, কণ্ঠেতে পরায় তার,
কাদম্বিনী সমাদরে গাঁথিয়া গাঁথিয়া!
সে ত দূরে ঊর্দ্ধে অতি, বহুদূরে পদ্মাবতী,
দু'জনার বুকে তবু দু'জনার ছায়া,
দু'জনার হিংসা লোভে, দোঁহে মরে রোষে ক্ষোভে,
সে আজ পুরুষ পর, সে ত পরজায়া!

১৬ই কার্ত্তিক, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

শুনিয়া কি হবে?

১

কি হবে শুনিয়া বালা, এ দগ্ধ প্রাণের জ্বালা,
হাড়ের ভিতরে যাহা জ্বলিছে নীরবে,
দিনান্তে তুমি ত আহা, দেখিতে আস না তাহা,
মমতা দেখাতে আজ কেন এলে তবে?
শুনিয়া কি হবে?

২

কি হবে শুনিয়া,
হা নিঠুর, হা বালিকা, তুমি লো অনল শিখা,
পতঙ্গ পড়েছে তব বুকে ঝাঁপ দিয়া,
হইয়া সে ভস্ম ছাই, তোমাতে মিশাবে তাই,
রেখেছে যা এতদিন বুকে লুকাইয়া !
কি হবে শুনিয়া ?

৩

শুনিয়া কি ফল ?
তোমার আছে কি কান, তোমার আছে কি প্রাণ,
তোমার হৃদয়ে রক্ত আছে কি তরল ?
তোমার থাকিলে আঁখি, এ মরণ দেখ না কি,
দেখিলে নয়নে না কি আসিত না জল ?
শুনিয়া কি ফল ?

৪

শুনিয়া কি হবে ?
নীলাম্বু সিন্ধুর মত, আত্মসুখী অবিরত,
আপনি মাতিয়া আছ আপন গৌরবে,
আমি আহা বেলাভূমি, ডুবাও ভাসাও তুমি,
চিরমগ্ন না করিলে কেন আস তবে ?
শুনিয়া কি হবে ?

৫

কি শুনিবে হায়,
এতদিনে ও পাষাণে, দয়া কি হয়েছে প্রাণে.
সত্য কি ভিজিল আঁখি স্নেহ মমতায় ?
তোমারে যে নিত্য পূজি আজি তা বুঝিলে বুঝি
কি দিবসে জাগরণে নিশিতে নিদ্রায়,
তাই কি শুনিতে এলে, আমোদ আহ্লাদ ফেলে,
গাহি যে শোকের গান ব্যথা বেদনায় ?

৬

এস বলি তবে,
একবার এস বুকে,   সরল প্রসন্ন মুখে,
এল বন পারিজাত স্বর্গীয় সৌরভে,
একটি মুহূর্ত্তমাত্র,   ও রাঙ্গা অমৃতপাত্র,
দেও এ মরণমুখে বাঁচি বুঝি তবে !

২৭শে ভাদ্র, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

আসিব

আসিব ফাল্গুন চৈত্রে ঋতুরাজ রূপে,
দিও তব ভালবাসা কুসুম স্বরূপে !
আসিব বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে হইয়ে নিদাঘ,
ঢালিও বৈশাখী ঝড়ে নব অনুরাগ !
আসিব বরষা হয়ে আষাঢ় শ্রাবণে,
মোছাইও অশ্রুজল সকরুণ মনে !
আসিব আশ্বিন ভাদ্রে হইয়ে শরৎ,
দিও তব স্নেহকোল পদ্মবনবৎ !
আসিব হেমন্ত রূপে কার্ত্তিক আগুনে,
করুণা মমতা মায়া দিও শতগুণে !
আসিব পউষ মাঘে হয়ে ঘোর শীত,
নিও বুকে আবরিয়া স্নেহের সহিত !
আসিব বাতাস হয়ে, টেনে নিও বুকে,
আলোকে আসিব, চেয়ো পুলকে কৌতুকে !
সলিলে আসিব, তুমি সুখে করো পান,
ক্ষিতিতে আসিব, করো চরণে সম্মান !
আসিব আকাশ হয়ে,—বেড়িব তোমায়,
রেখে দিয়ে লাজ সজ্জা মেখে নিও গায় !

অন্তিমে আসিব আমি হয়ে নারায়ণ,
কণ্ঠেতে বৈকুণ্ঠ রচি দিও সিংহাসন !
সর্ব্বশেষে আসিব হইয়ে নির্ব্বিকার,
এক অদ্বিতীয় আত্মা তোমার আমার !

৩০শে চৈত্র, ১৩০৯ সন
জয়দেবপুর, ঢাকা

কি দিতে বাকি ?

শ্বেতপদ্মে পরিতুষ্টা দেবী সরস্বতী,
রক্তপদ্মে পদ্মালয়া সুখী হন অতি !
শচীরাণী সুখী বড় পারিজাত হারে,
অপ্সরী কিন্নরী সুখী বীণার ঝঙ্কারে !
কালিকা ভৈরবী খুশি রক্তজবা ফুলে,
মনসা আনন্দে ভাসে নেড়া শিজমূলে !
ভগবতী সুখী অতি আঁখিপদ্ম নীলে,
চামুণ্ডা বড়ই তুষ্ট নৃমুণ্ড পাইলে !
কিন্তু তুমি কিসে তুষ্ট বুঝিতে না পারি,
কি দিতে তোমারে বল বাকি আছে, নারি ?

২রা বৈশাখ, ১৩১০ সন
ব্রাহ্মণগ্রাম, বিক্রমপুর

মিছা প্রাণ দিছি

সোহাগায় সোনা গলে লোহা গলে তাতে,
পাথর গলিয়া যায় আগ্নেয়-উৎপাতে !
চকোরের অনুনয়ে গলে সুধাকর,
অরুণ করুণা গলে পদ্মের উপর !

গলে সে কালাস্ত মেঘ—ভরা বজ্রানল,
তৃষিত-চাতক-কণ্ঠ করিতে শীতল!
ভগীরথ অনুনয়ে গলে হিমালয়,
বহে সে জাহ্নবীরূপে পাষাণ হৃদয়!
যা আছে জগতে কিছু গলে সে সকল,
তোমার হৃদয়খানি গলে না কেবল!
হইলে লোহার ভীম, বজ্রের দধীচি,
তথাপি গলিত প্রাণ ; —মিছা প্রাণ দিছি!

২৭শে মাঘ, ১৩০৯ সন
জয়দেবপুর, ঢাকা

নৃসিংহ

১

দিলে যদি সব দেও যা আছে তোমার,
এক কণা এক বিন্দু রাখিব না আর!
আকণ্ঠ লইব চুষি, যত ইচ্ছা, যত খুশি,
চুষে নিব মেদ মজ্জা শুষে নিব হাড়,
ও বিশাল বক্ষ চিরা, হৃৎপিণ্ড লইব ছিঁড়া,
চুষিব ধমনী শিরা কৈশিকা অপার!
অণুতে অণুতে চুষি, সমস্ত লইব শুষি,
রাখিব না খোসা ভুষি ছাই ভস্ম ক্ষার,
দিলে যদি সব দেও, যা আছে তোমার!

২

দিলে যদি সব দেও যা আছে তোমার,
শত যত্নে রক্তবীজ, পারেনি রাখিতে নিজ
বৃথা যত্ন বৃথা চেষ্টা কেন কর আর?

স্বর্গমর্ত্ত্য ব্যাপী কিবা, দেখ না দীঘল জিহ্বা,
মেলিয়াছি ও ললনা আশা-আকাঙ্ক্ষার,
ত্রিজগতে তিলভূমি. নাহি যে পলাবে তুমি,
এ অনন্ত পিপাসায় পাবে না নিস্তার !
কেন তবে কাড়াকাড়ি, তিলার্দ্ধ দিব না ছাড়ি,
চুষে নিব রক্ত মাংস শুষে নিব হাড়,
দিলে যদি সব দেও যা আছে তোমার !

৩

দিলে যদি সব দেও যা আছে তোমার,
দেও রূপ রস গন্ধ, কি বিষাদ কি আনন্দ,
দেও তব হাসি অশ্রু রোগ শোক ভার ;
দেও কুল শীল মান, দেও আত্মা দেও প্রাণ,
দেও স্নেহ ভালবাসা ঘৃণা তিরস্কার,
যত নিন্দা যত গ্লানি, দেও লো সমস্ত আনি,
দেও লো কলঙ্ক কীর্ত্তি যা আছে তোমার !
দেও লো যৌবন জরা, শত কথা ব্যথা ভরা,
দেও পাপ অনুতাপ পুণ্য পুরস্কার ;
দেও লো নরক স্বর্গ, জন্ম মৃত্যু চতুর্ব্বর্গ,
দেও ভূত ভবিষ্যৎ আলো অন্ধকার ;
নীলাম্বু সিন্ধুর বুকে, দেও ঢেলে শত মুখে,
মিশে যাই সুখেদুখে বুকে দুজনার !
দিলে যদি সব দেও যা আছে তোমার ।

৪

দিলে যদি সব দেও যা আছে তোমার,
একটু রাখিলে বাকি, শত মৃত্যু দূরে থাকি
পদাঘাতে ফেলে দিব যা দিয়েছ আর !
আমি লো শিবের মত, আশুতোষ নহি তত,
চাহি না অর্দ্ধেক প্রাণ অর্দ্ধ অবলার !

চাতকের বিন্দু বারি, আমি ত চাহি না নারি,
চাহি অগস্ত্যের মত শত পারাবার।
অষ্টাদশ বর্ষ ব্যাপী, যে দীর্ঘ তৃষায় যাপি,
রমণী ধমনীহীন কি বুঝিবে তার ?
আমি চাহি পুরা পুরা, নাহি চাহি ক্ষুদকুড়া,
কেন কর আধাআধি সাধাসাধি আর ?
দিলে যদি সব দেও, যা আছে তোমার।

৫

দিলে যদি সব দেও যা আছে তোমার,
আগে দিয়ে পরে 'না, না,' আগে ত ছিল না জানা,
কে তোমার শোনে মানা বৃথা ছলনার।
শত জন্ম উপবাসী, খেয়েছি যে সুধারাশি,
আজ নাকি দেওয়া যায় উগারিয়া আর ?
সরলা, তোমারে কহি, জহ্নু মুনি আমি নহি,
আমি যে করেছি পান নহে ফিরিবার !
আমি রাহু যারে গ্রাসি, আমি যারে ভালবাসি,
জীবনে মরণে মুক্তি নাহিক তাহার !

* * *

প্রেমে পাপ হয় পুণ্য, কর্ম্ম সে কামনাশূন্য,
অধর্ম্ম হইয়ে ধর্ম্ম করে সে উদ্ধার,
রজকিনী চণ্ডীদাসে, যে প্রেমে বৈকুণ্ঠ ভাসে,
সে কি লো কুণ্ঠিত প্রেম পাপ কুলটার ?
লছমী ও বিদ্যাপতি, পুণ্যধর্ম্ম মূর্ত্তিমতী,
বহে স্বর্গ সরস্বতী প্রেমে দু'জনার !
প্রেমে নিবে দৃষ্টি আলো, করে অন্ধকার কালো,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড করে প্রেমে একাকার,
তাই শ্যাম শ্যামরূপ প্রেম দেবতার !

৬

দিলে যদি সব দেও, যা আছে তোমার,
যদি নাহি পার দিতে,   ফিরে যাও লো কুণ্ঠিতে,
বৈকুণ্ঠ লুণ্ঠিতে বুকে নাহি চাহি আর।
প্রেম-দয়া দানধর্ম্ম,   কৃপণের নহে কর্ম্ম,
কৃপণ আপন নিয়ে বাস্ত অনিবার,
সে চাহিয়া আশেপাশে,   যদিও বা দিতে আসে,
দিতে সে চাহিয়া বসে—স্বভাব তাহার,
যদি না পারিবে দিতে কেন আস আর ?
যাও নারি যাও ফিরা,   নতুবা ও বক্ষ চিরা,
চুষে নিব হৃৎপিণ্ড শুষে নিব হাড,
প্রেমের ভীষণ দৃশ্য,   নিরখিয়া কাঁপে বিশ্ব,
ভীষণ নৃসিংহ রূপ প্রেমে অবতার !
দিলে যদি সব দেও যা আছে তোমার !

২৫শে বৈশাখ, ১৩১০ সন
ঢাকা

কর্ত্তব্য

১

ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
শত দিকে শত দুঃখ আসুক—আসুক !
এ সংসার কর্ম্মশালা,
জ্বলন্ত কালান্তজ্বালা,
পুড়িতে হইবে গাদ থাকে যতটুক,
অযুত আঘাতে নিত্য,
গড়িতে হইবে চিত্ত,
যুদ্ধ জয়েচ্ছুক !

দিতে হবে বজ্রশাণ,
উজ্জ্বল করিতে প্রাণ,
তবে সে উজ্জ্বল হবে মুখ!

২

ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
অনন্ত বিপদ দেও আসিবে আসুক!
রুদ্ধ করি ব্যূহপথ,
থাক্ শত জয়দ্রথ,
অমরের প্রিয় সে যে সমর কৌতুক,
সে অনন্ত কুরুসৈন্য,
ভীরুর দৌর্ব্বল্য দৈন্য,
ডরে না জম্বুক!
সাগর তরঙ্গ ঠেলি,
তিমিঙ্গিল করে কেলি,
কূপে কাঁপে কূপের মণ্ডুক!

৩

ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
শিরোপরে শত বজ্র গর্জ্জিবে গর্জ্জুক!
রহ হিমাদ্রির মত,
হইও না অবনত,
পতঙ্গের পদাঘাতে তৃণ অধোমুখ!
হ'লে হও খণ্ড খণ্ড,
সৃষ্টি করি লণ্ডভণ্ড,
ব্রহ্মাণ্ড কাঁপুক!
গম্ভীর গৌরব ভরা,
মহাদম্ভে ভেঙ্গে পড়া,
কি আনন্দ! কি প্রচণ্ড সুখ!

৪

ধৈর্য্য ধর, ধৈষ্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
অনন্ত মরণ যদি আসিবে আসুক !
স্থাপ তুমি জয়স্তম্ভ,
কর আত্ম অবলম্ব,
দেও অস্থি মেদমজ্জা লাগে যত টুক,
শত সূর্য্য করি গুঁড়া,
গড় সে উজ্জ্বল চূড়া,
দেবতা দেখুক !
বাধা বিঘ্ন ঠেলি পদে,
সিংহ ফিরে বীরমদে,
আত্মগুপ্ত সভয়ে শম্বুক !

৫

ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
সংসারের শত দুঃখ আসিবে আসুক !
ক্ষুধাতুর শিশুবক্ষে,
উপবাসী নারীচক্ষে,
চাহিয়া দেখ না তার ম্লান অশ্রুটুক,
ফিরিয়ে শুন না তার,
অন্ন বিনা হাহাকার,
কাঁদিবে কাঁদুক !
বীরের সন্ন্যাস ধর্ম্ম,
ছিঁড়ে ফেলা হৃন্মর্ম্ম,
কর্ত্তব্য রাখিতে জাগরূক !

৪ঠা ভাদ্র, ১৩১০ সন
দেবনিবাস, ময়মনসিংহ

সে কেমন ?

১

কেন গো তাহারে হায়, পরাণ জানিতে চায়,
কি হবে তাহারে দিযে কোন্ প্রয়োজন ?
বুঝি না কি হবে লাভ. ঘুচাইবে কি অভাব,
করিবে প্রাণের কোন্ বাসনা পূরণ ?
বুঝিতে নাহি যে পারি, সে চির অচেনা নারী,
সে যে কি করিবে হায় করুণা এমন,
কি হবে জানিয়া তারে. কোন্ প্রযোজন ?

২

যা খুশি সে হোক তাই, কি হবে জানিযা ছাই,
খামাখা প্রাণের এই আশা আকিঞ্চন.
কল্পনায় হরি হরি কতবার ভাঙি গড়ি,
মনে হয় একবারো হয় না তেমন !
শুধু কুমারের চাক, পরাণে দিতেছি পাক,
দিবা রাতি এক তিল নহে নিবারণ,
পারি না গড়িতে তারে, হায় সে কেমন !

৩

এই পূর্ণিমার মত, তাহারো কি শোভা তত,
তাহারো এমনি নাকি চারুচন্দ্রানন ?
সে ও যদি হেসে উঠে, তবে কি চকোর ছুটে,
উল্লাসে উছলে সিন্ধু করিতে চুম্বন ?
তাহ'লে শশীরে দেখে, তার আলো প্রাণে মেখে,
তাহার পিপাসা যে গো হ'ত নিবারণ ;
তাহা ত হয় না সই, তার সে অমৃত কই,
সে যেন আরেক শশী কেমন কেমন !

৪

শ্যামল বসন পরা, বিবিধ কুসুম ভরা,
সে কি গো এমনি এক বসন্তের বন ?

তারো কি সুরভি শ্বাসে, এমনি ভ্রমর আসে
তাহারো অধরে কেন মধু-নিমন্ত্রণ ?
সে যদি হইবে তাই, তবে কি যাতনা পাই,
বনে বনে পাইতাম তার দরশন ;
দেখিতাম যথা তথা, সে কোমল বাহুলতা,
প্রসারিয়া রহিয়াছে পুষ্প-আলিঙ্গন !
কপোল কুসুম-কুম্ভ আতর অমৃত চুম্ব
পুরিয়া রাখিত তার বদান্য বদন,
শুনিতাম শাখে শাখে, কোকিলের কুহু ডাকে,
তারি সোহাগের হায় শুভ সম্ভাষণ !
সে যদিও ফুল হয়, এ ফুল সে ফুল নয়,
এ মধু সে মধু নয় কভু কদাচন,
সে আরেক ফুলবধূ, তাহারি আরেক মধু,
তাহারি আরেক শোভা কেমন কেমন !
না খাইয়া প্রাণে লাগে, না দেখিয়া প্রাণে জাগে,
না শুনিয়া অনুরাগে আগে মজে মন,
সে যেন গো কোথাকার আরেক নন্দন !

৫

সে কি ত্রিদিবের উষা, পরে পারিজাত ভূষা,
তরুণ অরুণ লেপে চরণে চন্দন ?
তারি কি পায়ের দাগে, হেম আভা মেঘে লাগে,
গগনের নীল পথে করিতে ভ্রমণ ?
প্রসন্ন প্রভাতে মরি, তাহারি কি ছায়া পড়ি,
নদী নদে হ্রদে বিলে ফোটে পদ্মবন ?
তারি কি স্বর্গীয় গন্ধে, পরিমল মকরন্দে,
আনন্দে ভুবন ভরে সুধা সমীরণ ?
এক পায় দুই পায়, সে যখন গেয়ে যায়,
তাহারি কি কুহুরবে শিহরে কানন ?

হায় সে অমৃত স্পর্শে, কে জাগে আনন্দে হর্ষে,
কে পায় এ মরদেহে অমর জীবন ?
কে জানে সে দেবউষা মধুর কেমন ?

৬

কপাল শঙ্খের মত, গোল শুভ্র সমুন্নত,
সে নাকি লাবণ্যশ্রীর রাজসিংহাসন ?
সুনীল বঙ্কিম ভুরু, অমৃতের রাজ্য শুরু,
অনঙ্গ করেছে নাকি সীমা নিরূপণ ?
লেখা নাকি দুই ছত্র, সুধাপূর্ণ প্রেমপত্র,
অপূর্ব্ব অমরকাব্যে কমল নয়ন ?
কার ভাগ্যে কেবা পড়ে, স্বর্গমর্ত্ত একস্তরে,
কে জানে সুখের সেই বিশ্ব অধ্যয়ন,—
সে এক অমর কাব্য অপূর্ব্ব কেমন !

৭

দয়া মায়া নাহি যারি, আমি জানি সেই নারী,
আমি জানি রমণীর ইহাই লক্ষণ
শোণিতে অনল জ্বলে, ধমনীর লৌহ নলে,
অগ্নিগিরি হৃৎপিণ্ড ধাতু প্রস্রবণ !
মুখে মধু হাতে ছুরি, আঁখি ভরা প্রাণ চুরি,
ভুরুর অসিতে সে যে বলি দেয় মন,
আলোক দিবসে খালি, নিশিতে সে মহাকালী,
বিশাল গরাসে তার গ্রাসে ত্রিভুবন।
বরষি শীতল বারি, জানি সে জলদ নারী,
অনায়াসে হানে বুকে অশনি ভীষণ,
ভিতরে সে শের আলী, ডাকাতি দস্যুতা খালি,
বাহিরে সে শুদ্ধ বুদ্ধ শুক সনাতন !
দিতে গেলে হাত পাতে, নিতে গেলে ধরে হাতে,
আপনার পাঁচ কড়া,—সরল কেমন !

বিধাতা নারীর বেশে, পাঠায়েছে নরদেশে,
দ্বেষ হিংসা কপটতা পাপ প্রলোভন,
মহাকুষ্ঠ মহারোগ, নরের নরক ভোগ,
পাঠায়েছে বুক ভরা সাধিয়া মরণ,
কামুক বোকারা খালি, সুখে দেয় করতালি,
ভাবি তারে ত্রিদিবের ইন্দ্রের নন্দন !
আমি দেখি রাঙ্গা ঠোঁটে, আগুন জ্বলিয়া ওঠে
ফুঁ দিলে প্রাণের মাঝে,—ও নহে চুম্বন,
আমি দেখি নাগপাশে, রমণী জীবননাশে,
আনন্দে বর্ব্বর ভাসে—বলে আলিঙ্গন !
আমি জানি রমণীর ইহাই লক্ষণ !

৮

সেও যদি নারী হবে, এমনি নিষ্ঠুর তবে,
নিশ্চয় তাহারো হেন পাষাণের মন,
আমি যে চিনিতে পারি, ধর্ম্মের লেফাফা নারী,
আমি চিনি 'হলওয়ে'র মহাবিজ্ঞাপন।
হায় সে বিজয় বড়ি, কত খাইয়াছি হরি,
কত সে অমৃতরস করেছি সেবন,
কত কড্‌লিবার তেল, খাইয়া জীবন গেল,
কেপ্‌লার স্কট্ আর মলাবৃস্‌ ডিজন !
রুমাল পয়মালকারী, বিলক্ষণ চিনি নারী,
চিনি সে অটো ডি রোজ ইউডিকলন,
একটু শুঁকিতে হায়, হাওয়ায় উড়িয়া যায়,
পকেটে রাখিলে তবু করে পলায়ন !
জানি তার হিন্দু আখ্যা, জানি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা,
জানি সে বাসর ঘরে আসর গ্রহণ,
জানি তার ব্রহ্মা ভাষা, নাকে কাঁদা, চখে হাসা,
বাছিতে বাছিতে খায় মাছিতে যৌবন !

প্রেমের আতর দান, সোহাগের সাচি পান,
চিনি সে সত্যের শূর্ম্মা জ্ঞানের অঞ্জন,
'ভূতে'র সে 'মুক্তিসেনা', পেত্তিনীরে যায় চেনা,
অপাঙ্গে পাপের সঙ্গে সদা করে রণ।
সেও যদি নারী হবে, সেও ত এমনি তবে,
ক্ষুধিতা রাক্ষসী কিম্বা বাঘিনী ভীষণ,
বুক চিরে হায় হায়, সেও ত শোণিত খায়,
সেও সে নারীর বংশে নারী একজন।

২১শে ফাল্গুন, ১৩০১ সন
মধুপুর

বালিকার বাণিজ্য

১

উঠিছে অরুণ তরুণ কিরণে,
কেমন সুন্দর লাল,
কুসুম তুলিতে উষা যেন আসে,
লইয়ে সোনার থাল!
ধীরে ধীরে ধীরে আকাশে আকাশে.
জলদ ভাসিয়া যায়,
গোলাপী বসন গোলাপী বাতাসে,
খেলিছে গোলাপী গায়!
ফুটেছে কদম, কিবা মনোরম,
কোমল মধুর বাস,
কনক বরণ ফুটিয়াছে চাঁপা,
অধরে মধুর হাস!
আরো কত গাছে, ফুটিয়াছে ফুল,
শ্যামল পল্লব দলে,
ছোঁয় না বালিকা শুধু শেফালিকা,
কুড়াইছে ভূমিতলে!

সে নহে সে ঊষা, রাঙ্গা বেশভূষা,
শ্যামল সন্ধ্যার ছবি,
খেলে ফুলবনে, একত্র দু'জনে,
পুলকে দেখিছে কবি।

২

আঁচল ভরিয়া কুসুম তুলিয়া
আনিয়া দেয় সে নিতি,
আজো পৃথিবীতে শিখে নাই নিতে,
মাটির মলিন রীতি।
লাভ লোকসান, বুঝে না বালিকা,
পরাণে পশেনি পাপ,
'গণিত' জানে না অগণিত সেই
অবনীর অভিশাপ।
তাই সে তাহার প্রফুল্ল আনন,
প্রফুল্ল নয়ন মন,
প্রফুল্ল বলিয়া সকলেই ডাকে,
পাড়া প্রতিবেশীগণ।
আজি মোর কাছে চেয়েছে প্র[illegible]
বিনিময়ে ফুল তার,
চিরদিন মম রহিবে স্মরণ,
এ বাণিজ্য বালিকার।

৫ই কার্ত্তিক, ১৩০২ সন
কলিকাতা

রাধিকার প্রতি মথুরা-প্রত্যাগতা বৃন্দার উক্তি

১

কি শুধাস্ মিছামিছি কি বলিব আর ?
যে কথা কয়েছে কালা, সে যেন বিষের জ্বালা,
শুনিলে সোনার অঙ্গ হইবে অঙ্গার।

বুঝিবা কালীয় নাগে   এ বিষ ছিল না আগে,
কালার কামড যত জ্বালা যাতনার !
কি বলিব ওলো সখি কি শুধাস্ আর ?

২

কি বলিব ওলো সখি কি বলিব আর ?
হানিত যে দেবরাজ,   দারুণ কঠিন বাজ,
তার চেয়ে এ যেন লো বেশি খরধার,
তার চেয়ে শৈলসম,   কঠিন—কঠিনতম,
নিঠুর কালার হায় ক্রুর ব্যবহার,
কি বলিব প্রাণসখি কি বলিব আর ?

৩

কি বলিব প্রাণসখি কি বলিব আর ?
সে নহে ব্রজের আজ,   মথুরার মহারাজ,
সে নহে রাধার কেহ সে যে কুব্জার,
চমকি রাধার নামে,   সে চাহে দক্ষিণে বামে,
পাছে বা শুনিল কেহ কলঙ্ক তাহার !
কি বলিব প্রাণসখি কি শুনিবি আর ?

৪

কি বলিব ওলো রাধা সে কি বলিবার ?
গোপনে সে বলে বৃন্দা,   মথুরায় হবে নিন্দা,
এখানে নিও না তুমি ও নাম তাহার,
শুনিলে মথুরাবাসী,   হাসিবে ঘৃণার হাসি,
সে জঘন্য ব্রজবন্য এ ত নহে আর ?
কি কব কালার কথা সে কি বলিবার ?

৫

কি বলিব প্রাণসখি কি বলিব আর ?
সে শিখেছে পুণ্যধর্ম্ম,   সে বলে এ অপকর্ম্ম,
সে বলে রাধার প্রেম—পাপ-পরদার !

সে বলে যে পরনারী, তারে কি ভাবিতে পারি,
কয়ো না তাহার কথা সে যে ব্যভিচার !
কি শুনিবি ওলো রাধা সে কি বলিবার ?

৬

কি বলিব ওলো সখি সে কি বলিবার ?
সে বলেছে বলো তারে, ভুলে যেন সে আমারে,
আমিও তাহার নহি সে নহে আমার !
আয়ান তাহার স্বামী, অপর পুরুষ আমি,
স্বামীর সেবাই ধর্ম্ম কুলললনার ;
সে কেন আমারে চাহে, আমি নহি তার !

৭

কি বলিব ওলো রাধা কি শুনিবি আর ?
সে নাকি আসিয়া ব্রজে, গিয়াছিল পাপে মজে,
পাপ সহবাসে নীতি ভাল থাকে কার ?
ব্রজ অসতীর দেশ, সতীত্বের নাহি লেশ,
অসভ্য কুলটা নারী যত গোয়ালার !
কি শুনিবি ওলো রাধা সে কি শুনিবার

৮

কালার কাহিনী রাধা কি শুনিবি আর ?
সে বলে ব্রজের মত, দেখেনি কুপথ গত,
রমণী পুরুষ খোঁজে—করে অভিসার !
সে বলে বসন ফেলি, অসভ্য নারীর কেলি,
স্মরণে এখন নাকি বমি আসে তার !
কালার সুরুচি রাধা কি শুনিবি আর ?

৯

কালার কাহিনী রাধা কি শুনিবি আর ?
সে বলে ব্রজের পাপে, দেবতার অভিশাপে,
হইয়াছে জল নাকি কাল যমুনার !

করিয়া পাপের সঙ্গ,   তারো নাকি কাল অঙ্গ,
এমনি কথার রঙ্গ ত্রিভঙ্গ বাঁকার !
নিলাজ কালার কথা কি শুনিবি আর ?

১০
কি বলিব ওলো রাধা সে কি বলিবার ?
সে নহে নন্দের সুত,   সে নাকি লো রাজপুত,
নহে যশোদার বাছা, দেবকীকুমার !
সে নাকি পূজিত আর্য্য,   গোপালন নহে কার্য্য,
পৃথিবী পালন নাকি রাজ-ধর্ম্ম তার !
কি বলিব ওলো রাধা সে কি বলিবার ?

১১
কি বলিব ওলো রাধা সে কি বলিবার ?
মিশিয়া কুসংসর্গে,   ব্রজের রাখালবর্গে,
লম্পট স্বভাব নাকি হয়েছিল তার,
শিখে নাই লেখাপড়া,   শিখেছিল চুরি করা,
পড়িয়া পীরিতি ফাঁদে যত কুলটার !
তাই সে পশুরবৎ,   দিয়েছিল দাসখত,
হারাইয়া মনুষ্যত্ব চরণে তোমার !
হায় সে কালার কথা কি বলিব আর ?

১২
কি বলিব ওলো রাধা কি বলিব আর ?
পিতামাতা কারাগারে,   কত যে ডেকেছে তারে,
বরষি দিবস নিশি আঁখিনীরধার,
কত দুখে শোকে তাপে,   বুকের পাষাণ চাপে,
হা পুত্র !   বলিয়ে কত করেছে চীৎকার ;
তোমার পীরিতে কালা,   অধীর বধির—কালা,
কখনো শুনেনি তাহা ভুলে একবার,
জননীর অশ্রুজলে,   জনকের শোকানলে,
হায় সে পাষাণ প্রাণ গলেনি তাহার !

রমণীর পদাঘাতে, যে যায় লো অধঃপাতে
সে নাকি এমনি হয় পশু নরাকার,—
যে নারীর প্রেমে অন্ধ, সে বুঝে না ভালমন্দ,
মানব জীবনে আছে করণীয় আর।
পশুর ঘৃণিত যেবা, সে করে নারীর সেবা,
মনের মহত্ত্ব যত করি পরিহার,
আজি তা বুঝিয়া কালা, ভোগে অনুতাপ জ্বালা,
আর সে যুমনা নদী হইবে না পার ;
নিঠুর কালার কথা কি শুনিবি আর ?

১৩

কি বলিব ওলো রাধা কি বলিব আর ?
সাপ মারা বক মারা, মাঠে গোচারণ ছাড়া,
আরো কি মহান্ কার্য্য আছে নাকি তার,
সে নাকি স্থাপিবে ধর্ম্ম, করাইবে পুণ্য কর্ম্ম
আমার যে হয় ঘর্ম্ম মর্ম্ম বুঝা ভার !
লম্বা লম্বা কয় কথা, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা,
একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নিরাকার !
ওলো রাধা আরো শোন, সবি নাকি ভাইবোন্,
সমস্ত মানব নাকি এক পরিবার,
এক পিতা এক স্বামী, এক আত্মা তুমি আমি,
নাহি কিছু বেশ কম সমান বিচার !
দ্বেষ হিংসা অসিঘাতে, গেছে দেশ অধঃপাতে
ভুলিয়া এ সত্য ধর্ম্ম সর্ব্ব ধর্ম্ম সার,
শতধা হয়েছে ছিন্ন, একতার নাহি চিহ্ন,
প্রবল দুর্ব্বলে করে ঘোর অত্যাচার !
সকলি প্রধান স্ব স্ব, কেহ নহে দীর্ঘহ্রস্ব,
মাথামুণ্ড ছাই ভস্ম কি বলিব আর,
পাপ তাপে পূরা ভরা, হইয়াছে বসুন্ধরা,
সে নাকি করিবে তাই ভারত উদ্ধার !

সে সাধনা বড উচ্চ, তার কাছে ব্রজ তুচ্ছ,
অতি তুচ্ছ ভালবাসা ব্রজ অবলার,
কালার কাহিনী রাধা কি শুনিবি আর ?

৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২ সন
মধুপুর

কংগ্রেস (কলিকাতায়)

কি বল হে ব্যাঙ্গভাষী একি কঙ্গরস ?
তুমি ত বোঝ না অজ্ঞ,
এ মহা জাতীয যজ্ঞ,
ধমনী চুয়ান নাহি চিন সোমরস !

এ যে মহা মাতৃপূজা,
নহে সর্ষে শবগুঞ্জা,
নহে রেডীনারিকেলতিসিতিলরস !
কানে তালা, চক্ষে ঠুলি,
একবার দেখ খুলি,
এ নহে সে ‘কেঁড কেঁড’ কঠোর কর্কশ
এ নহে * * * বডী,
* * * ফুল-পরী,
এ নহে সে ঘাণিগাছ তেলের কলস ।
চীনা সোম এ ত নহে,
যে গন্ধমাদনে রহে,
আবিষ্কার করেছ যা কৃষ্ণ কলম্বস !
কি বল হে ব্যাঙ্গভাষী এ কি কঙ্গরস ?

২

কি বল হে ব্যঙ্গভাষী একি কঙ্গরস ?
জান না জাতীয় যাগে,
অস্থির সমিধ লাগে,
হবির্মেদ, মহা চরু মজ্জার পায়স !
হিমাদ্রি এ মহাযূপ,
আত্মদ্রোহী পশুরূপ,
তোমার মতন লাগে গণ্ডা দুই দশ !
যজমান ভাই ভগ্নী,
হৃদয়ে জ্বালিয়া অগ্নি,
আনন্দে আহুতি দেয় রজনী দিবস !
কি বল হে ব্যঙ্গভাষী একি কঙ্গরস ?

৩

কি বল হে ব্যঙ্গভাষী একি কঙ্গরস ?
এ যে সঞ্জীবনী সুরা,
আগ্নেয় আনন্দ পূরা,
এ যে অমরের সেব্য অমৃত সরস !
এ জ্বলন্ত সুধাপানে,
দৈববল জাগে প্রাণে,
হুঙ্কারে ভুবন ভয়ে কাঁপে চতুর্দ্দশ !
ভগ্ন অস্থি লাগে জোড়া,
ভাল হয় কানা খোঁড়া,
উল্লাসে নাচিয়া উঠে ধমনী অবশ !
যারা খায় জুতা লাথি,
জাগে সেই মৃত জাতি,
তাদেরি বিজয় কেতু উড়ে দিক্ দশ !
কি বল হে ব্যঙ্গভাষী এ কি কঙ্গরস ?

৪

কি বল হে ব্যঙ্গভাষী একি কঙ্গরস ?
একবার দেখ খুলি,

গো-চর্ম্ম চক্ষের ঠুলি,
দেখ একবার খুলি মূর্খতা মুখোশ !
সহস্র যুগান্ত ফিরে,
পুণ্য ভাগীরথীতীরে,
দেখ কি অপূর্ব্ব যজ্ঞে মুগ্ধ দিক্ দশ ।
এক প্রাণে সবে মিশি,
হিন্দু মোসলমান ঋষি,
গায় শোন নবঋক্ গায়ত্রী ছন্দস্ ।
সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা,
এ মন্ত্রের এ দেবতা,
দেয় তারা সদ্য ফল সুখ মোক্ষ যশ !
বর্ণে বর্ণে অগ্নি জিহ্বা,
জ্বলিয়া উঠিছে কিবা,
দেবদৈত্যনরত্রাস অভয় সাহস !
বাধা বিঘ্ন যায় দূরে,
কোন্ রসাতল পুরে,
নিকটে আসে না ভয়ে পিশাচ রাক্ষস ।
এ মহান্ প্রজাহোমে
কবোষ্ণ শোণিত সোমে,
সদা প্রীত প্রজাপতি সহস্র শিরস্ !
কি বল হে ব্যঙ্গভাষী এ কি কঙ্গরস ?

১২ই পৌষ, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

জাতীয়া যুবতী

জাতীয়া যুবতী সুতা কাটে,—
ধরিয়া সন্ধ্যার গলে, মেঘের মশারি তলে,
তপন শুয়েছে স্বর্ণখাটে !

পূব দিকে দিছে উঁকি, রজনী পোড়ারমুখী,
লাথি মেরে কিরণ কপাটে !

জালীয়া যুবতী সূতা কাটে,
তুলিয়া দক্ষিণ উরু কনক কদলী গুরু,
টানিয়া বসন তার ঠাটে,
সূতায় দিতেছে পাক, কারো প্রাণ থাক্-যাক্,
পথিক জড়ায়ে পড়ে মাঠে।

জালীয়া যুবতী সূতা কাটে,
হাসিয়া শুধায় সই, "এ সূতা বিকায় কই,
কে কিনে কোথায় কোন্ হাটে ?"
"আঁধারে ঘরের কোণে, মাকড়ে এ জাল বোনে,
বেচা কিনা হয় পথে ঘাটে !"
বাঁকাইয়া নীল ভুরু, কোলে সে চাপিয়া উরু,
চুমে সখী কপোলে ললাটে !
নারীও বাধিল পেচে, পথিক আগেই গেছে,
শুচি গেল রুচির বিভ্রাটে !

২০শে কার্ত্তিক ১৩০৫ সন
বাঁশাটী, মুক্তাগাছা

বিক্রমপুরে বসন্ত

বউনা গাছে ফুল ফুটেছে. আগ্‌ড়া গাছে গোটা,
মান্দার গাছে আন্ধার বাড়ী – সারা উঠান ওটা !
সারি সারি গাছ শুপারি শিরে ক'খান ডাল,
শুষ্কদেহ সন্ন্যাসীদের মাথায় জটাজাল !
বিনা ফুলে ফল ধরেছে যজ্ঞ ডুমুর গাছে.
কুন্তী দেবীর কোল জুড়িয়া শত কর্ণ আছে !

কিম্বা গাছের কাল বসন্তে সুখ ধরেনি গায়,
সারা গায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচছে মলয় বায় !
অথবা সে 'ধনা মনার' গোদের যেন বীচি
ঠিক বুঝি না কোন্‌টা যেন বক্‌ছি মিছামিছি !
কোন্ নারী গিয়েছে বনে, বেত্রবনে তার,
পাণ্ডবের গাণ্ডীবের মত রেখে আঁখিঠার !
ডাঙ্গায় মরে খেজুর ভায়া গলায় কল্‌সী বেঁধে,
মান ভাঙে না প্রাণ-প্রেয়সী রাত পোহায সে কেঁদে !
ঝোপা ঝোপা থোপা থোপা ঝুল্‌চে কচি আম,
বিরহিণী নারীর যেন নূতন মনস্কাম !
গাবের গাছে নূতন পাতা সিঁদুর চেয়ে লাল,
প্রেমের যেমন শেষটা কাল, কষ্‌টে ভরে গাল !
মট্‌কিলা পিট্‌কিলা ছিট্‌কী সবার নূতন পাতা,
নূতন বছর আস্‌ছে বলে খুল্‌ছে নূতন খাতা !
তেঁতুল গাছে পাকা তেঁতুল ঝুল্‌ছে মন্দ বাতে,
তেলী শুঁড়ী বৈরাগীর যেন মালার থলি হাতে !
রোয়াইল গাছে রোয়াইল ঝোলে এক বোঁটাতে কত,
হিন্দুস্থানী রাজরাজাদের 'কেউচা রানী'র মত !
কাকের শব্দে কোকিল জব্দ, কাকের কাকা খালি,
ননদের যেন চির সনদ বউকে দিচ্ছে গালি !
চাল ধুইতে ভাত রাঁধিতে ঠাকুর ঘরে গেলে,
নৈবেদ্যের কলাটি আগে কাকে খেয়ে ফেলে !
হাডগিলে শকুন চিলে মাথার উপর উড়ে,
যেন, (ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিররা) যাচ্ছে স্বর্গপুরে !
তাই দেখিয়া কাতর হিয়া কুক্কুয়া সে ডাকে,
সমধর্ম্মী স্বর্গে যায় তাই নিন্দে বিধাতাকে ?
(হেথা) গীতের মালিক পেচা শালিখ তারে পেয়ে ভয়,
দেশ ছাড়িয়া দয়েল শ্যামা গেছে মনে লয় !
ডাহুক ডাকে 'আহুক আগে' আমার আছে কে,
,হাইরাকুত্তী' ঝাইড়া মাথা বল্‌ছে নে—নে—নে ?

পথের ধারে খালের পারে বিষ্ঠা বিক্ষেপণ,
প্রলয় ভেবে পলায়ে যায় মলয় সমীরণ !
অলি মাছি নাই এ দেশে, গুয়ের মাছি উড়ে,
ভ্রমর গিয়ে খেল্‌ছে প্রিয় অমর দেবপুরে !
কোথায় সে কুরঙ্গ রঙ্গ কোথায় কুরঙ্গিণী,
নারীর নয়নে শুধু একটু একটু চিনি !
পুষ্প বিনে পুষ্পশর কোথা পাবে আর,
(তাই) রমণী দিয়েছে কামে নিজের আঁখিঠার !
বাড়ীর পাশে খানা খন্দ অন্ধ দামদলে,
তাইতে বাঁধা পায়খানাটি পূর্ণ পচা মলে !
হেলে আছে হিজল গাছে বাঁশের সিঁড়ি লাগা,
মেয়ে বুড়ো বউঝিদের সে গাছের আগে হাগা !
নরকের শড়কের মত মাঝে তাহার আইল,
এই পথেই যাচ্ছি যাব আজকে আবার কাইল !

কল্‌মা শাকে হেলেঞ্চাতে পানায় পুকুর ভরা,
বিধবা রমণীর মত বেঁচে থেকে মরা !
পানিকাউর গউর প্রেমে ডুব্‌ছে তাহে বুঝি,
অহিংসা পরম ধর্ম্ম বেড়ায় খুঁজি খুঁজি !
মোটা মোটা তিলক ফোঁটা পিপীর শিরে শোভে,
বকে নিছে সখের ধর্ম্ম বাবুর মত লোভে !
‘গেঁতর গেঁতর’ সন্ধ্যাকালে কান পাতা না যায়,
অঙ্গ বঙ্গে কঙ্গরসের বেঙ্গ বক্তৃতায় !
জোড়ায় জোড়ায় চল্‌ছে টিয়া মঠের পানে ধায়,
নমাজ পড়তে সমাজ ঘরে সেমিজ পরে গায় !
পাতার তলে জোনাক্ জলে মধুর তত নয়,
বধূর অঞ্চলের দীপ সে মধুর অতিশয় !
ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যারতি শঙ্খঘণ্টা বাজে,
পতির ঘরে প্রদীপ জলে নীরব প্রেমে লাজে !

চাকুরে পুরুষ যারা, তাদের শূন্য খালি বাড়ী,
হাহা হুহুর রাজ্যে করে আহা উহু নারী !
পরদাহীনা মরদা মেয়ে পদ্মানদীর প্রায়,
ঠেরেণদিদি বেড়ান আশে বাবুর বাড়ী যায় !
বাড়ী বাড়ী বৈঠক তাহার, পাড়ায় পাড়ায় হাট,
এম্‌নি তিনি ‘রায়বাঘিনী’ দেখ্‌লে সবাই কাঠ্‌ !
কথার চোটে আগুন ওঠে ডিনামাইটের মত,
মানুষ সে ত দূরের কথা, পাহাড উড়ায় কত !
কিবা পুরুষ কিবা নারী সবাই করে ভয়,
ফেলে দাড়ি নারদ নারী এম্‌নি মনে লয় !
কন্দলে আনন্দ বড তা ছাড়া সে নাই,
মান্দার গাছে আন্ধার রেতে লড়াই করে তাই !
বউয়ের কথা ঝিকে বলে, ভাইয়ের কথা বোনে,
বাপের কথা মাকে বলে পুতে যাতে শোনে !
ঘরের কথা পরে বলে, পরের কথা হাটে,
হাটের কথা ঘাটে বলে, ঘাটের কথা মাঠে !
যাবৎ নাহি বলে, তাবৎ পেট ফাঁপিয়া মরে,
বিসূচিকা রোগীর মত ধড়ফড়ানি করে !
ভাল কথার মন্দ অর্থে বিষম মল্লিনাথ,
গন্ধে তাহার বন্ধ্যা নারীর হয় যে গর্ভপাত !
সত্য হোক্ আর মিথ্যা হোক্, তার কথায় দিলে সায়,
ষণ্ডামার্কা তাহার কাছে সার্টিফিকেট্ পায় !
বিপরীতে গণ্ডমূর্খ বাখানিয়া তারে,
ফিরি করে ফিরেন তিনি লোকের দ্বারে দ্বারে !
বঙ্গবাসীর বিজ্ঞাপনে কাজ কি আমার ভাই,
বিশ্ব-ঘোষা এমন ঘোষা ত্রিভুবনে নাই !
সকল দুখের মধ্যে দিছে এই সুবিধা বিধি,
বিনা পয়সায় বিজ্ঞাপন সে আমার ঠেরেণদিদি !
পেটটি ওচা নাকটি বোচা রূপের নাহি সীমা,
ঠাকুরদাদার প্রেমের আমার পুরাণ লোয়াজিমা !

ঠাকুরদাদা স্বর্গে গেছেন তারে বদল দিয়া,
আমার বুকের শান্তি, আমার চখের নিদ্রা নিয়া!
বিনিময় সূত্রে আমি পাইয়াছি তারে,
ব্রহ্মরন্ধ্র বিঁধে তিনি আছেন মজ্জা হাড়ে!
অই সে আসে ঊর্দ্ধশ্বাসে, আঁচল উড়ে বাতে,
ভয়ঙ্করী রণতরী পাইল পেয়েছে তাতে!
কিম্বা সতী ধূমাবতী দেখা যাচ্ছে দূরে,
মাথার উপর কাউয়াগুলা কাকা করে উড়ে!
কল্পনা সতিনী তাহার রূপ দেখিয়া ভাগে,
(যেমন) ইন্দূর ডরায় বিডাল দেখে গরু ডরায় বাঘে!
কম্প দিয়ে থাম্‌ছে কলম, ঝম্প দেখে ত্রাস,
(এখন) ঠেরেণ দিদির সঙ্গে করি বসন্ত-বিলাস!

২৩শে চৈত্র, ১৩১০ সন
ব্রাহ্মণগ্রাম, বিক্রমপুর, ঢাকা

কালিদাস

১

আমার কালিদাস,
একটা শব্দে পাঁচটা ভুল তার নাইক দীর্ঘ হ্রাস!
তাহার যত চিঠিপত্র,
আগাগোড়া সকল ছত্র,
মধ্যপদলোপী আর দ্বন্দ্ব দুই সমাস!
নিপাতনে সিদ্ধ সব, নাই ব্যাকরণের ফাঁস!

২

আমার কালিদাস,
অপূর্ণ সে বর্ণে বর্ণে
ছড়াইয়া মুক্তা স্বর্ণে,
অজস্র সে লিখে আমার প্রাণের ইতিহাস!

নহে গদ্য নহে পদ্য,
তবু কি অমৃত মদ্য,
শিরায় শিরায় ঢেলে দেয় কি আনন্দ উল্লাস,
আমার কালিদাস !

৩

আমার কালিদাস,
অগ্নিকোণে যদি লেখে,
বায়ুকোণে ছত্তর ঠেকে,
ছন্দে যেন মন্দাকিনীর মর্ত্ত্যে পরকাশ !
নাই কোন রহস্য কথা,
বুকের আগুন, কোখের ব্যথা,
গরল নাই তার সরল কথায় তরল প্রাণের হাস !
আমার কালিদাস !

৪

আমার কালিদাস,
আমি তাহার একটি বর্ণে,
চর্ম্ম চক্ষু নাসা কর্ণে—
অসমর্থ কর্ত্তে অর্থ পাই যে কি আভাস,
ঘুরে ফিরে মর্ম্মে মর্ম্মে,
বাহিরিছে শ্বাসে ঘর্ম্মে,
অজানা আনন্দ কেবল বুঝি বারো মাস !
আমার কালিদাস !

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০ সন
জয়দেবপুর, ঢাকা

কাছে আসিও না আর

১

দূরে রহ, দূরে রহ,   উহু উহু, কি দুঃসহ,
হা রমণি, অগ্নিময় দর্শন তোমার,
কি অগ্নি নয়নে জ্বলে   কি অগ্নি অধরে গলে,
কি যে তুমি অগ্নিময় প্রচণ্ড পাহাড়,
এত দূরে দূরে রই,   তবু ভস্ম ছাই হই,
রেণু রেণু করি তবু পুড়িতেছে হাড়,
এত তেজ এত জ্বালা,   শত বজ্রে নাহি বালা,
রোমে রোমে করে তব অনল উদ্‌গার,
তুমি এক অগ্নিময় প্রচণ্ড পাহাড় !

২

সংসারের এক প্রান্তে রয়েছি পড়িয়া,
আমি এক মৃত দেহ—   ঘৃণায় ছোঁয় না কেহ—
ভাঙাচোরা বুকখানি মৃত্তিকায় দিয়া,
কবে যে হইব মাটি,   যাবে দুঃখ কাঁদাকাটি,
মিশিবেক পরিতাপ রসাতলে গিয়া,
তাহারি অপেক্ষা করি,   আছি দিবা বিভাবরী,
গণি সে দুঃখের দিন অশ্রু দিয়া দিয়া,
সংসারের এক প্রান্তে রয়েছি পড়িয়া !

৩

দেও গো মরিতে দেও যদি শান্তি পাই,
এস না এস না কাছে,   যে অশান্তি প্রাণে আছে,
দেখি আগে পারি কিনা ইহাই জুড়াই !
আরো যে তোমার মত,   রমণী আসিয়া কত,
এমনি খেলিয়া গেল - তাই ত ডরাই !
এ বহ্নি-উৎসবে বালা,   বুঝিয়াছি কত জ্বালা,
নিশিদিন বারো মাস হইতেছি ছাই,

আমি পারসীর গোত্র,   বুকে করি অগ্নিহোত্র,
সারাটা জীবনে ইহা কভু নিবে নাই,
তবু কি অনন্ত প্রাণ,   নাহি শেষ—অবসান,
এক কণা এক বিন্দু তবু না ফুরাই !
দেও গো মরিতে দেও যদি শান্তি পাই।

৪

তুমি ত মুহূর্ত্ত মাত্র যাইবে খেলিয়া,
জনম জনম ভবি,   আমি হাহাকার করি,
থাকিব তোমার এই খেলা বুকে নিয়া !
এক তিল এক বিন্দু,   সে হবে অসীম সিন্ধু,
সে রাখিবে আজীবন মোরে ডুবাইয়া,
ও রাজা ঠোঁটের খেলা,   জীবনের সন্ধ্যাবেলা,
করিবে আমারে ভস্ম জ্বলিয়া জ্বলিয়া।
তুমি মুহূর্ত্তমাত্র যাইবে খেলিয়া !

৩২শে শ্রাবণ, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

শ্রাবণ

১

ঝুম্ ঝুম্ গুম গুম্ গুরু গরজন,
চল চল ছল ছল উছলে শ্রাবণ !
নাহি পথ নাহি ঘাট,
ডুবিয়ে গিয়েছে মাঠ,
অবিরল নবজল ঘন বরষণ।
নদনদী খালেবিলে
সকলে গিয়েছে মিলে,
দুকূল ভাসায়ে হবে আকূল প্লাবন !

অথাই অগাধ জল,
নাহি কূল নাই তল,
শশী রবি যত সবি তাহে নিমগন,
অতলে ডুবেছে আজ ভূতল গগন !

২

চল চল ছল ছল উছলে শ্রাবণ,
কাঁপায়ে শালুক সুন্দরী,
কোড়া সে ডাকিছে কুন্দি,
করিয়ে বঙ্কিম গ্রীবা গর্ব্বে আস্ফালন ;
চরণে ভাঙিছে ধান,
পদ্মপাতা খান খান,
ঘূর্ণিত চূর্ণিত জলে গ্রহতারাগণ !
কুমুদ কাননে কুঁড়ি,
ভ্রূক্ষেপে চাহে না ছুঁড়ী,
সে যেন আরেক রাজ্যে খোঁজে অন্য জন !
চল চল ছল ছল উছলে শ্রাবণ !

৩

চল চল ছল ছল উছলে শ্রাবণ,
চিলাইর নীল চেলি,
তরঙ্গে তরঙ্গে ঠেলি,
ছুটিয়া যাইতে লয় লুটিয়া পবন,
কল্মী কোমল হাতে,
ধরে' তাই কচি পাতে,
বাঁকাল কাকালে বালা করে সম্বরণ !
শৈবালে শিঙ্গারা পাতা,
চুলে সে চিরুনী গাঁথা,
উলটিয়া পালটিয়া খেলিছে কেমন !
এলো চুলে খোঁপা খুলে' যেন পলায়ন !

৪

চল চল ছল ছল উছলে শ্রাবণ,
শ্যামল গ্রামের গায়,
শ্যাম জলে বয়ে যায়,
ডুবাইয়া চুবাইয়া শ্যাম বীথাবন!
কয়ে যায় কত কথা,
লয়ে যায় কত ব্যথা,
ঘোমটার ঘামে মাখা কত আলাপন,
কদম কুসুম সহ,
ঝরে তাহে অহরহ,
কত আশা ভালবাসা বাসি—পুরাতন!
কাননে কেতকী ফুল,
কণ্টকে ঢাকিয়ে কুল,
বিরলে বসিয়ে আছে বিধবা যেমন,
তরঙ্গে তরঙ্গে ঘাটে,
তারি যেন প্রাণ ফাটে;
নিয়ে সে-অঞ্চল ঢাকা হৃদি-বিদারণ
চল চল ছল ছল উছলে শ্রাবণ!

৫

আসিতে বলিলে কেন—কি তোমার মন?
চল চল ছল ছল উছলে শ্রাবণ!
আমার নাহি যে তরী,
তাই যদি ডুবে মরি,
না পারি হইতে পার করি সন্তরণ,
যদি গো কুমুদ দলে,
জড়াইয়া ধরে গলে,
তব করুণায় হবে কোমল বন্ধন!
দ্রব মরকতে তবে
সলিল সমাধি হবে,

অতল স্নেহের তব শীতল শয়ন
আদর মমতা মেখে,
আমারে রাখিবে ঢেকে,
চঞ্চল অঞ্চল তব শ্যাম ধান বন !
তোমার অমৃত হাসি,
উপরে রহিবে ভাসি,
অমল বিমল বাসে কমল কানন,
সরালী মরালী গাবে,
দিগন্ত ভাসিয়ে যাবে,
সে হবে তোমার প্রেম কল আলাপন !
বিশুভ্র মুকুতা দ্রব,
বরষিবে মেঘ সব,
তোমারি সে লাজনত প্রেমার্দ্র নয়ন,
বহিবে তোমারি শ্বাস,
কমল কদম্ব বাস,
অমিয় আশ্বাস দিয়া চল সমীরণ !
চুম্বিবে প্রভাত রবি,
তোমারি অধর ছবি,
নিশিতে জাগিবে শিরে তব চন্দ্রানন,
ব্যাপিয়া আকাশ ভূমি,
ব্যাপিয়া আমারে তুমি,
ব্যাপিয়া রহিবে মম অনন্ত মরণ !
আসিব সাঁতার দিয়ে,
দেখো তুমি দাঁড়াইয়ে,
চিলাইর নীল বুকে সে নীল শয়ন,
দেখিও কদম্বে হেলি,
পদ্মবনে প্রেম কেলি ;
হেলাইয়া দোলাইয়া নীল সুন্দীবন,
তরঙ্গ আসিয়া কূলে,
তোমার চরণ মূলে,

শেষ নমস্কার মম করিবে অর্পণ !
চল চল ছল ছল উছলে শ্রাবণ !

১লা ভাদ্র, ১৩১০ সন
দেবনিবাস, ময়মনসিংহ

মাঘে

১

মাঘের মধ্যাহ্ন মেঘে শুভ্র অন্ধকার,
শীত যেন পাতিয়াছে শ্বেত সিংহাসন,
দাপটে দক্ষিণে সূর্য্য হেলিয়ে তাহার,
নমিয়া সহস্র করে বন্দিছে চরণ।

২

জড়সড় বিশ্বরাজ্য—আড়ষ্ট সকল,
জীবজন্তু পশুপাখী তরু গুল্মবন,
স্ফূর্ত্তিহীন মৌন মূর্ত্তি ম্লান অনুজ্জ্বল,
আলস্য জড়তা পূর্ণ অবশ জীবন !

৩

সুকোমল পরিষ্কার শ্বেত শয্যাতল,
আকণ্ঠ আরবি লেপে শুইয়াছে নারী,
ক্ষীরোদে ফুটেছে যেন হেম শতদল,
বিমল উজ্জ্বল গৃহ লাবণ্যে তাহারি !

৪

শীত ভীত মৃদুতাপ আনন্দ উল্লাস,
লুকায়ে তাহারি কোলে লয়েছে আশ্রয়,
অধরে অমৃত তপ্ত মধুর উচ্ছ্বাস,
চিরপূর্ণ অফুরন্ত চির মধুময় !

৫

লইয়া নূতন স্বাস্থ্য নূতন উদ্যম,
বিরলে বসন্ত বক্ষে আছে অপেক্ষায়,
প্রসন্ন নয়ন-পদ্ম নীল নিরুপম,
শত পদ্মবন-শোভা হেমপদ্ম গায় !

৬

মজ্জাগত লজ্জানত শয্যাগত নারী,
শশব্যস্ত রোধে হস্ত মৃদু কম্পমান ;
অলকার রত্নাগার যক্ষ রক্ষাকারী
যার জন্য সে ত ধন্য সে ত পুণ্যবান্ !

৭

দরিদ্রের চির আশা স্থির দৃষ্টি থাকে
যতনে রক্ষিত রাজ রতন মন্দিরে,
স্বপনে বাড়ায় হস্ত, কে রোধিবে তাকে,
রাক্ষসে সুবর্ণ লঙ্কা রাখে যদি ঘিরে !

৮

এই মোহ এই ভ্রান্তি এই শান্তি যার,
বিধির বিধানে যার এই কর্ম্মভোগ,
প্রেমের প্রয়াগে আজি কোন্ পুণ্যে তার,
কিসে লাগে পুণ্য মাঘে হেমকুম্ভযোগ ?

৯

পাপী যায় তীর্থে নাকি তীর্থ যদি টানে,
দেবতার এমনিই দয়া অনুগ্রহ,
সরল বিশ্বাস ভক্তি থাকে যদি প্রাণে,
দেবতা তাহাই চায় শত পাপ সহ !

১০

সে আমার পুণ্যময়ী প্রিয় ভাগীরথী,
সহস্র যোজনে থাকি নিলে তার নাম,
হৃদয় নির্ম্মল হয় শান্ত হয় মতি,
অনায়াসে জয় করি পাপের সংগ্রাম !

১১

স্মরণে অনন্ত পুণ্য, মরণে উল্লাস,
আমি পাপী—আমি আর কিছুই না জানি,
দগ্ধবুকে শত মুখে বহে বারো মাস,—
তোমরা বৈকুণ্ঠ লহ, আমি পা দু'খানি।

১২ই মাঘ, ১৩১১ সন
ব্রাহ্মণগ্রাম, বিক্রমপুর, ঢাকা

কেমন তোমার লীলা

কেমন তোমার লীলা প্রভো কেমন তোমার লীলা,
কেমন বোচা দিলা প্রভো, কেমন বোচা দিলা !
ছিলাম অতি দুঃখী দীন, চিরকাল (ই) ভাগ্যহীন,
এক নিমিষে ভিখারীরে বাদ্‌শা বানাইলা !
তুচ্ছ—তুচ্ছ—তুচ্ছ স্বর্গ, চাই না মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ,
তুচ্ছ সে অলকাপুরী কুবের যাহা নিলা !
কেমন বোচা দিলা প্রভো, কেমন বোচা দিলা !

২

কেমন তোমার লীলা প্রভো, কেমন তোমার লীলা,
কেমন বোচা দিলা প্রভো, কেমন বোচা দিলা !
এমন রত্ন-মাণিক্যের, ইন্দিরা কি পায়নি টের,
লক্ষ্মীর অলক্ষ্যে কিসে ত্রৈলোক্যে রাখিলা ?

আপন হাতে পদ্ম শঙ্খে, কৌস্তুভে কি কণ্ঠে অঙ্কে,
চক্র গদা নিয়ে সদা রক্ষা করেছিলা ?
দীনবন্ধু দয়াল হরি, তাই কি দিলে দয়া করি,
দীনে তোমার কত দয়া তাই কি দেখাইলা ?
কেমন তোমার লীলা প্রভো, কেমন তোমার লীলা !

৩

কেমন তোমার লীলা প্রভো, কেমন তোমার লীলা,
কেমন বোচা দিলা প্রভো, কেমন বোচা দিলা !
কাদায় মাখা ধূলায় মাখা, যত্নে তারে যায় না রাখা,
কোন্ সোনাতে এমন সোনা কোথায় গড়েছিলা ?
ধূলায় দেখি শত দীপ্ত, কর্দ্দমে কুঙ্কুম-লিপ্ত,
সুমেরু গালিয়ে নিলে তরল স্বর্ণ-শিলা ?
অথবা বৈকুণ্ঠপুরে, তোমারি বাঁশির সুরে,
পূর্ণিমাতে পারিজাতে চন্দ্র চুয়াইলা ?
এতদিন এ টুকুমণি কোথায় রেখেছিলা ?

৪

কেমন তোমার লীলা প্রভো, কেমন তোমার লীলা,
কেমন বোচা দিলা প্রভো, কেমন বোচা দিলা !
কোঁক্‌ড়া চুল কপালে বেড়া, সোনার কমল শেওলা ঘেরা,
সন্ধ্যাকালে স্বর্ণমেঘে চন্দ্র আছে গিলা !
দন্তপংক্তি মুক্তা চাছা, খল্‌খলায়ে হাসে বাছা,
ফোটে যেন গোলাপ কুন্দ একই সাথে মিলা।
কি অপূর্ব্ব নীল নেত্র, অপূর্ব্ব আনন্দ-ক্ষেত্র,
শোভে যেন 'বিল বেলায়ে' সুন্দ নীলা নীলা !
কোমল দু'টি ভুরু চিকণ, কেমন সুন্দর বাঁকা তীখণ,
দিগ্বিজয়ী কামের যেন ধনুর খোলা ছিলা !
কেমন বোচা দিলা প্রভো, কেমন বোচা দিলা !

৫

কেমন তোমার লীলা প্রভো কেমন তোমার লীলা,
কেমন বোচা দিলা প্রভো, কেমন বোঁচা দিলা !
সোনামুখে দুধের গন্ধ, কি আনন্দ ! কি আনন্দ !
আনন্দে আনন্দময় জগৎ ভাসাইলা !
তাহে পুরে ধূলাবালি, কি আনন্দের করতালি,
কি আনন্দে আনন্দের তুফান তুলিলা !
আনন্দময় তুমি হরি, রয়েছ ভুবন ভরি,
সকলি আনন্দময় আনন্দেরি লীলা ?
অবিশ্বাসী নিরানন্দে তাই কি বুঝাইলা ?

৬

কেমন তোমার লীলা প্রভো, কেমন তোমার লীলা,
কেমন বোচা দিলা প্রভো, কেমন বোচা দিলা !
ভবিষ্যতের শত আশা, ললাটে করেছে বাসা,
সোনার যেন উদয়াচল উষায় উজলিলা !
নবীন অমৃত পাত্র, কণ্ঠেতে খুলিতে মাত্র,
বক্ষভরা লক্ষ জন্মের জ্বালা জুড়াইলা !
কেমন তোমার লীলা প্রভো, কেমন তোমার লীলা !

৭

কেমন তোমার লীলা প্রভো, কেমন তোমার লীলা,
কেমন বোচা দিলা প্রভো, কেমন বোচা দিলা ।
জান ত অন্তরযামী, বজ্র হতে বজ্র আমি,
লোহার চেয়ে শক্ত লোহা পাপের পেরেত-শিলা !
কয়লার চেয়ে ময়লা মতি, নরক হতে অধোগতি,
রাক্ষসের জলন্ত আশা যজ্ঞ নিকুম্ভিলা !
তোমার দয়া তোমার স্নেহ, সাধ্য কি যে বুঝ্‌বে কেহ,
পতিতপাবন ঠাকুর কত পতিত তরাইলা,

এই যে শিশু —এই যে বোচা, কোঁক্‌ড়া কনক চুলের গোছা,
এই রূপেই আজ যে আবার পাষাণ গলাইলা !
চাঁদের মত পরের ছেলে, ঘৃণায় দিছি দূরে ফেলে,
আজ যে এমন বোচা ছেলের কিসে ভুলাইলা ?
হে সুন্দর, হে সুন্দর, কি সুন্দর ! কি সুন্দর !
তোমারি সৌন্দর্য্যে বুঝি এরে সাজাইলা ?
নইলে কি আনন্দভরে, পাথর ভেঙে কাতর করে,
বুঝ্‌তে নারি দয়াল হরি কেমন তোমার লীলা,
কেমন বোচা দিলা প্রভো, কেমন বোচা দিলা !

২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১ সন
ব্রাহ্মণগ্রাম, বিক্রমপুর, ঢাকা

কৌতুক

১

কেহ বলে সুখ বড়, কেহ বলে দুখ,
আমার হইল শুনে বড়ই কৌতুক !
মনে মনে হল হাসি, দেখি তবে ভালবাসি,
দেখি তবে সাচা মিছা আছে কতটুক !
আমার হইল শুনে বড়ই কৌতুক !

২

আমার হইল শুনে বড়ই কৌতুক,
বসিনু পথের ধারে, পছন্দ হয় না কারে,
কত করে আনাগোনা শত চাঁদ মুখ,
পছন্দ হয় না কারে এ বড় কৌতুক !

৩

পছন্দ হয় না কারে এ বড় কৌতুক.
দেখিলাম হেনকালে, যেন শুভ্র অভ্রজালে
স্বর্গের আনন্দ হাসে রাঙ্গা টুক্ টুক্ !
আমার হইল দেখে বড়ই কৌতুক !

৪

আমার হইল দেখে বড়ই কৌতুক,
ধমনী শিরায় লাফে.   পদমূল কেশ কাঁপে,
সুখের আঘাতে যেন ভেঙে যায় বুক।
আমার হইল দেখে বিষম কৌতুক!

৫

আমার হইল দেখে বড়ই কৌতুক,
সে নবনী রাঙ্গা আলা,   মধু-পারিজাত-জ্বালা,
নয়নে নয়নে ঢালা সমুখে সমুখ!
আমার হইল দেখে বিষম কৌতুক!

৬

আমার হইল দেখে বিষম কৌতুক,
আজ যে আসে না জলে,   রবি যায় অস্তাচলে,
আসিতে দেখিতে আজ কার ভুলচুক!
আজ যে আসে না জলে বিষম কৌতুক!

৭

আর যে আসে না জলে বিষম কৌতুক,
দিনে দিনে মাসে মাসে,   নয়া জল ঘাটে আসে,
শত শত ঘাটে হাসে সোনা চাঁদমুখ!
সে যায় আরেক ঘাটে,   অন্ত পথ দিয়া হাঁটে,
আমার ভাঙিয়া গেছে প্রেমের কৌতুক,
বুঝিলাম সুখ দুখ আছে কতটুক!

২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ সন
ব্রাহ্মণগ্রাম, বিক্রমপুর, ঢাকা

তুমি না থাকিলে

১

আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
প্রভাতে সোনার সূর্য্য হবে না উদয়,
আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
বুঝিবা আঁধার রাত্‌ চিরকাল রয় !

২

আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
বিজলী বৈশাখী মেঘে করিবে না খেলা,
আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
কাঁদিয়া মরিব আমি একেলা একেলা !

৩

আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
আসে না নূতন জল শ্যাম ধানখেতে,
আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
ডাকে না কালেম কোড়া বরষার রেতে !

৪

আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
বাতাসে ভাসে না জলে হিজলের ফুল,
আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
ফোটে না কদম্ব কেয়া কামিনী বকুল !

৫

আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
ফুলের থাকে না বুঝি মধু পরিমল,
আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
আসিবে না দক্ষিণের সমীর শীতল !

৬

আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
হাসিবে না পূর্ণিমার পূর্ণ শশধর,
আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
জগতের হেম হীরা হইবে কঙ্কর !

৭

আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
অনলের উজ্জ্বলতা থাকিবে না আর,
আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
হইবে সলিল শূন্য নদী পারাবার।

৮

আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
ফল-শস্যহীন হবে ধরা মরুভূমি,
আমি ভাবিতাম আগে, খেতে হাল দিলে,
আগুন উঠিবে কালে, না থাকিলে তুমি !

৯

আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
সৃষ্টির ছিঁড়িয়া যাবে নিয়ম-শৃঙ্খল,
আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
রবে না মনের সুখ শরীরের বল !

১০

এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে,
তেমনি অরুণ উঠে, নিশি হয় ভোর,
তেমনি পূর্ণিমা হেসে নব ঘন নীলে,
উল্লাসে উড়িয়া খেলে গগনে চকোর !

১১

এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে,
আগেকার মত জলে প্রদীপ উজ্জ্বল,
এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে,
ধান খেতে আসে নয়া জোয়ারের জল !

১২

এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে,
তেমনি কুসুম ফোটে তেমনি সুরভি,
এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে,
জগতের আগেকার থাকে সেই সবি !

১৩

এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে,
চখে দেখি, কানে শুনি, নাকে বাস পাই,
এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে,
আমিও বাঁচিয়া আছি, আজো মরি নাই !

১৪

এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে,
দীনের আশ্রয় শেষ আছে ভগবান্,
এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে,
অনন্ত করুণা প্রেম সেই করে দান !

২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ সন
ব্রাহ্মণগ্রাম, বিক্রমপুর, ঢাকা

কোন একটি স্থান

শিরোখালী খাল পারে তারাটি কাচারি
বহুকাল হ'তে এর লক্ষ্মী গেছে ছাড়ি !
কেবল রয়েছে তার বাহন পেচক,
দিবসে কর্কশ কণ্ঠে ডাকে ভয়ানক !
অদূরস্থ শ্মশানের শবদাহ গন্ধে,
বেলগাছে ভূতপ্রেত লাফায় আনন্দে !
উল্লাসে উড়িয়া আসে ভৈরব বেতাল,
ডিঙ্গায়ে কাওন ডাঙ্গা শিরোখালী খাল !
ক'যোজন দেহ তারা কে ওজন করে,
পাকুড়ের গাছ এসে আঁকড়িয়া ধরে !
আনন্দে কবন্ধ নাচে বাজায়ে বগল,
থুথুতে নিবায়ে দিয়া ধূ ধূ চিতানল !
গাছ পালা বাঁশ ঝাড় ভাঙে বিনা ঝড়ে,
দিনে রেতে ব্রহ্মদৈত্য জড়াজড়ি করে !
শকুনী গৃধিনী সব পাখা মেলে উড়ে,
ধ্বংসের পতাকা যেন শোভে নভ চূড়ে !
দুই দিকে শুষ্ক নদী মাঝখানে ডোবা,
উদরী রোগীর যেন উদরের শোভা !
ভেসে যায় শব তায় কাকে বসে খায়,
যমের তরণী যেন কৃষ্ণ পালে যায় !
কাছিমে টানিছে নীচে নাড়ীভুঁড়ি তার,
শিরোখালী গলে যেন শোভা পায় হার !
তীরে তীরে বসা তার কুকুর শিয়াল,
দেখে সে গলিত মরা জিবে ঝরে লাল !
পূতিগন্ধ আনে তার বহিয়া পবন,
আচ্ছাদিয়া কাচারি গৃহ নিরঞ্জন !

মহারাজা সূর্য্যকান্তের ডিহি কাচারী তারাটি গ্রামে ছিল। কবি সেখানে বদলী হন বেগুনবাড়ী কাচারী হইতে এবং বেশীদিন তারাটি কাচারীতে ছিলেন না।

ভন্ ভন্ উড়ে তাহে মাছি সমুদয়,
পিশাচের তানপুরা বাজে মনে লয় !
কোণা বেঙ্গ কোণে ডাকে কট্ কট্ করি,
মরার মাথায় ভূতে বাজায় খঞ্জরী !
চালে বসে ঘোর রবে ডাকিছে ঘুতুম,
মাদল বাজায় প্রেতে ডুম ডুম্ ডুম্ !
উপরে বাতাসে ধীরে দুলিতেছে ঝুল,
উঁকি মারে পেত্তিনীরা দেখা যায় চুল !
তারি পাশে ঝুলিতেছে বাদুড়ের দল,
যেন সব পিশাচীর কানের কুণ্ডল ।
খাটের উপরে দুটা ছেঁড়া পাটী পাতা,
শেহালার মত তায় পড়িয়াছে ছাতা !
একটা বালিশ ফাড়া তাহার উপর,
হিরণ্যকশিপু যেন বিদীর্ণ উদর !
এ যেন শ্মশান হ'তে কুড়াইয়া ভূতে,
যতনে আনিয়া হেথা পাতিয়াছে শু'তে ।
বাদুড়ে খেয়েছে রেতে ধরে ধরে বেঙ্গ,
পড়ে আছে তাতে কত নাড়ীভুঁড়ি ঠেঙ্গ !
হাগিয়াছে তার সাথে কাল গুড়ি গুড়ি,
বিকট দুর্গন্ধময় ভূতের খিচুড়ী !
কিলিবিলি করে তাহে ছারপোকা যত,
পেরেতের প্রিয়গন্ধ মসলার মত !
উঠিয়াছে পিপীলিকা সারি দিয়া তায়,
পিশাচে দীঘল জিবে চেটে যেন খায় !
চালের বাতায় কোথা সাপের ছলম,
কে যেন টেনেছে রেখা আঁকিবারে যম !
নানা খানে কোণে কোণে মাকড়ের জাল,
শত্রুর দুরভিসন্ধি গূঢ় চিরকাল !
ঘর-কুমীরের বাসা রুয়ায় বাসায়,
শতেক স্ফোটক যেন পাকিয়াছে তায় !

টুই দিয়া পড়িতেছে ‘উরশিলা’ জল,
বেদনা ব্যথায় ঘর কাঁদিছে কেবল!
ভাঙা ভিটা খসা ইটা ইতস্ততঃ সব,
স্খলিত গলিত কুষ্ঠ হয় অনুভব!
তামাকের গুল পোড়া বেণা পোড়া ছাই,
ছেপ থুথু্ কফ কাশে মিশে গিয়ে ভাই,
পায়ের কাদায় সহ মাখা সারা মেজে,
পচা অমাবস্যা লেপা বোধহয় সে যে!
উঠেছে বৃষ্টির জলে কেচুয়া তাহায়,
পিশাচেরা চর্বি পিঠা তাই চুষে খায়!
চারিদিকে জল কাদা করে থই থই,
জলকেলি করে যেন গৃহগজ অই!
কচু ঘেচু ভাদালিয়া তৃণ রাশি রাশি
আঙ্গিনা ঘরের পীড়া ফেলেছে গরাসি!
উঠিয়াছে কত লতা চাল বেয়ে বেয়ে,
দারুণ অকীর্ত্তি যেন অনাচার পেয়ে!
তার সাথে বেয়ে আসা চিনা জোঁক কত,
জীবন্ত শোণিত শোষী যেন পাপ শত!
উলু মাটি তুলিয়াছে বেড়ায় বেড়ায়,
দাদ্ যেন হইয়াছে কাচারির গায়!
উঠানে ঘরের ছেচে আর চারিপাশে,
জঙ্গলে জঙ্গলে শুধু অমঙ্গল হাসে!
কচুবন ভাটিবন নিবিড় পালই,
শিয়ালের সঙ্গোপন নিধুবন অই!
দিনে রেতে সদা তারা করে কোলাহল,
আতঙ্কে তরঙ্গ কাঁপে শিরোথালী জল!
আম গাছে যম-ঘুঘু ডাকে নিম্ নিম,
সে যেন দিতেছে সদা চিন্তার তালিম!
খড়ি পাতি টিক্‌টিকী বলে টিক্ টিক্,
এ নহে কল্পনা, ইহা ধ্রুব—সত্য—ঠিক!

এই বন অন্তরালে নৈশ অন্ধকারে,
আরো মহা অন্ধকার দেখা যায় কারে !
সে যেন ব্যাপিয়া আছে আকাশ-পাতাল,
ছিঁড়িয়া ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব গ্রাসে চিরকাল !
সে যেন সে অন্ধ চক্ষে দেখিছে সতত,
প্রজার সে অত্যাচার উৎপীড়ন যত ,
একাহার অনাহার উপবাস ক্লেশ,
নিদারুণ মর্ম্মভেদী যাতনা অশেষ ।
সে যেন বধির কর্ণে করিছে শ্রবণ,
ক্লিষ্ট পিষ্ট মুমূর্ষুর শেষ নিবেদন ।
সে যেন সহস্র বজ্রে করিয়ে নির্ঘোষ,
অন্তরে অন্তরে কহে অপরাধ—দোষ !
আতঙ্কে কাঁপিছে প্রাণ কোথায় পলাই,
সে ধরে অনন্ত ভুজে যেই দিকে যাই !

কি কঠিন

১

কি কঠিন, কি কঠিন !
এত যে করিনু 'না', কেমনে চলিল পা,
আজ যে বসিয়ে তাই ভাবি সারাদিন !
এত যে মেঘের ভার, পথ আগুলল তার,
মম হৃদি অন্ধকার জমাট মলিন,
নয়নের ধারা যত, পঙ্কিল করিল পথ,
পিছলিল নাহি পদ—এত দয়াহীন ;
সে যেন বিদ্যুৎ সম, হৃদি ভেদি মম,
পলকে পলায়ে কোথা হইল বিলীন !
গভীর মেঘের ডাকে, এত ডাকিলাম তাকে,
শুনে না শুনিল কানে এত উদাসীন !
সে যে গেল অবহেলে, অনা'সে চরণে ঠেলে,

মনে কি হল না আমি ভারি যে অধীন ?
আজ যে বসিয়ে তাই ভাবি সারাদিন।

২

ভাবিতেছি সারাদিন বসিয়ে কেবল,
কোথা হতে পাইল সে বুকে এত বল !
আমি জানিতাম হায়, বিধাতা গড়েছে তায়,
শুধু স্নেহ মমতায় দেহ সুকোমল,
নয়নে দিয়েছে ঢালি, তরল করুণা খালি,
হৃদয়ে বিশ্বাস ভক্তি কল্যাণ মঙ্গল।
পবিত্র চরিত্র তার, সুধাসিক্ত পূর্ণিমার,
তরুণ করুণ প্রীতি অরুণ-উজ্জ্বল,
তারে জানিতাম আমি, স্বর্গের সে অগ্রগামী,
পুষ্পকে পতাকা উড়ে চঞ্চল অঞ্চল !
সে যে লক্ষ্মী নিরুপমা, মূর্ত্তিমতী কীর্ত্তি ক্ষমা,
জগতের শুভ ইচ্ছা সত্যে সুশীতল,
সতত বিনয়ে লাজে, খাটে কাঙ্গালের কাজে,
দরিদ্র দীনের দুঃখে ব্যথিত বিকল,
সহে না পরাণে তার, ব্যথিতের হাহাকার,
শেল সম বিঁধে বুকে শোকঅশ্রুজল,
নিঃশ্বাসের তপ্ত বায়, সে হৃদি গলিয়া যায়,
অবনীর নবনী কি এত সুকোমল ?
সে পাইল কোথা হতে অসুরের বল ?

সে গেছে সত্যই গেছে সকলেই কয়,
আমিও দেখেছি যেতে মিছা কথা নয় !
তবু পদশব্দ তার, শুনি যেন বার বার,
ধমকিয়া চমকিয়া উঠিছে হৃদয়,
সে আমার আশেপাশে, সদা যেন যায় আসে,
কান পেতে শুনি যেন সেই কথা কয় !

যথা শুনে ভক্তজনে,   দেবতার আগমনে,
অমর সঙ্গীতে ভাসে পূত দেবালয়,
আমিও তাহারি কথা,   শুনি যেন যথাতথা,
আমারো হৃদয়ে তার দৈববাণী হয়,
যদিও দেখেছি যেতে, মিছা কথা নয় !

৪

বিস্ময়ে বিহ্বল আমি, গেল সে কেমনে ?
দু'দিন না হ'তে গত,   সে দিনের কথা যত.
একটু ছায়ার মত নাহি তার মনে ?
সায়াহ্নের মেঘমালা,   এই লাল এই কালা,
কত রূপে খেলা করে গগনে গগনে,
তবে কি তাহারো চিত্ত,   এমনি নূতন নিত্য,
রাখে না স্নেহের স্মৃতি প্রীতি পুরাতনে ?
"যাবৎ—যাবৎ বাঁচি,   তোমারি– তোমারি আছি,"
কত দিন কয়েছিল কত আলাপনে,
"প্রাণময় প্রিয়স্বামী,   তোমারি—তোমারি আমি,
ভুলিও না, ভুলিব না জীবনে মরণে !"
কয়েছিল আরো কত,   আকাশ কুসুম যত,
এখনো স্বপনে জাগে নিদ্রা জাগরণে,
রোমে রোমে শত কান,   পাতিয়া শুনিছে প্রাণ,
রক্তে রাঙ্গা শিরা ভাঙা স্পন্দনে স্পন্দনে !
বিস্ময়ে বিহ্বল আমি, গেল সে কেমনে !

৫

আগে যা বুঝেছি হায়, সে কি তবে ভুল ?
গোলোকে বৈকুণ্ঠে স্বর্গে,   পারিজাতে পাদ্য অর্ঘ্যে,
পূজে না কি ও চরণ হিরণ-হিঙ্গুল ?
মুনি ঋষি তারি ধ্যানে,   যাগযজ্ঞে যজমানে,
হোমধূমে করে নাকি ব্যোম বেয়াকুল ?

তারি দয়া অনুগ্রহে,   ব্রহ্মাণ্ড জীবিত নহে,
সে নহে বিশ্বের বীজ মমতার মূল ?
তাহার স্নেহের হাসি,   রেতে ফোটে ভোরে বাসি,
কামিনী শেফালি কিবা হিজল বকুল ?
তাহার মমতা মায়া,   আশ্বিনের আবছায়া,
শকুনের চিরবাস শ্মশানে শিমূল ?
সে তবে দধীচি হবে,   তারি অস্থি দিয়া তবে,
গড়িল ইন্দ্রের বজ্র শিবের ত্রিশূল !

সে তবে নহে সে দেবি,   আমি যারে নিত্য সেবি,
পৃথিবী পবিত্র যার পেয়ে পদধূল,
শত রত্নাকর সম,   অস্থিতে অস্থিতে মম,
ওঠে যার নামধ্বনি ভুবনে অতুল !
আগে যা বুঝেছি হায়. সে কি তবে ভুল ?

৬

তাই যদি ঠিক হয় তবে কেন আর,
প্রতিদিন দিন গণি তার আসিবার ?
প্রতিদিন সোনা সাঁঝে,   সহস্র বিশ্বের মাঝে—
যে পথে সন্ধ্যার সূর্য্য দিত নমস্কার,
ও হেম-কমল পায়,   দিনান্ত বিদায়ে হায়,
কেন তাহে বসে থাকি প্রতীক্ষায় তার ?

এখনো আসিয়া রবি,   খোঁজে সেই প্রিয় ছবি,
দু'জনে কাঁদিয়া ফিরি ঘরে যার যার,
দু'জনারি বুকে বুকে   শত কষ্ট শত দুখে,
লইয়া ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ঘোর অন্ধকার !

সে ত গো আসিবে কাল,   উল্লাসে হইয়ে লাল,
সহস্র সুবর্ণকর জুড়িয়া আবার,
বোঝেনি নির্ব্বোধ রবি,   সে যে রাক্ষসীর ছবি,
আজিও সে মোহস্বপ্ন ভাঙে নাই তার !

এ বঞ্চনা এ কুহকে,   স্বর্গের দেবতা ঠকে,
মানুষ দূরের কথা—সে ত অতি ছার,
মুহূর্ত্ত করেছি ভুল,   অতি সূক্ষ্ম —এক চুল
এখন জীবনব্যাপী এত হাহাকার !
যদিও বুঝিয়া আজ,   শুধু ঘৃণা, শুধু লাজ,
দিবানিশি অনুতাপ পরিতাপ সার,
তথাপি বীরের মত,   আনন্দে হইব হত,
লইব পাতিয়া বুক তাহাই আবার,
পবিত্র তাহার চেয়ে পরিতাপ তার !

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ সন
ব্রাহ্মণগ্রাম, বিক্রমপুর, ঢাকা

শোক ও সান্ত্বনা

শোক ও সান্ত্বনা

ভাওয়ালের মধ্যম রাজকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় গত ৬ই বৈশাখ বায়ুপরিবর্ত্তন জন্য জয়দেবপুর হইতে সস্ত্রীক দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন। হঠাৎ রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া সেই বন্ধুবান্ধবহীন বিদেশে বিভূমে ২৫শে বৈশাখ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার সেই শোচনীয় অকাল-মৃত্যুতে এই—

শোক

১

কি হইল হায়!
কে কবে বিশ্বাস করে, বিনা মেঘে বাজ পড়ে
ও ত শুধু লোকে বলে কথায় কথায়!
প্রভাত যখন হাসে, তখন কি নিশি আসে?
দিনে দু'পহরে কবে রবি অস্ত যায়?
সাগর পর্ব্বতে ভরা, এ বিপুলা বসুন্ধরা,
বিনা ভূমিকম্পে কাঁপে কে দেখেছে তায়?
ও ত শুধু লোকে বলে কথায় কথায়!

২

কি হইল হায়!
সত্যই পড়েছে আজ, ভাওয়ালের শিরে বাজ
বিনা ঝড়ে বিনা মেঘে আকাশের গায়,
ডুবেছে সোনার ছবি, ভাওয়ালের নব রবি,
বিনা রাহু, বিনা নিশি, বিনা কোয়াসায়!
সত্যই কি অভিশাপে, আজ যে ভাওয়াল কাঁপে
ভূমিকম্প বিনা এ যে রসাতল যায়!
এ কি শুধু লোকে বলে কথায় কথায়?

৩

এ নহে কথার কথা, হায়, হায়, হায়,
এই গেল রাজা রাণী, হৃদয়ে অশনি হানি,
এখনো কাতর প্রাণ শত বেদনায়,
এখনো তাদের তরে, ভাওয়াল কাঁদিয়া মরে,
এখনো চক্ষের জলে বুক ভেসে যায় !
তাদের কাহিনী যত, এখনো যে অবিরত,
কত বলে কত শোনে তবু না ফুরায়,
আজিও ভুলেনি লোকে, করে হায়, হায় !

৪

দু'দিন যায়নি, লোকে না ভুলিতে তাহা,
হায় কি শুনিবে আজ ফিরে পুনরায়,
তরুণ কোমল কাঁচা, সরল সোনার বাছা,
কুমার রমেন্দ্র নাকি নিয়াছে বিদায় !
কি যে সে মোহন রূপ, কি লাবণ্য অপরূপ,
সে যেন শোভিয়াছিল শত পূর্ণিমায়,
বিধাতা দিছিল খালি, করুণা মমতা ঢালি,
হৃদয়ের তলে তলে দ্রব সুধা তায় !
হায় সে সোনার শশী, ভাওয়াল করিয়ে মসী,
অকালে ডুবিল কই মহা তমসায়,
কুমার রমেন্দ্র নাকি নিয়াছে বিদায় !

৫

আজি অই রাজপুরী ঘোর অন্ধকার,
কাঁদিছে ভগিনী ভাই, ঘরে ঘরে—ঠাঁই ঠাঁই,
কাঁদিছে স্বজন যত দাস দাসী আর !
কাঁদে বৃদ্ধা রাজমাতা, হারে ভাগ্য হা বিধাতা,
এই কি নিয়তি আহা আছিল তাহার,
শুধু কাঁদিবার লাগি, বেঁচে আছে সে অভাগী,
জ্বালাবে তাহার বুকে কত চিন্তা আর ?

হায় রে বিধবা নব,   শতদল শোকে দ্রব,
নীরব চেতনা হীন মুক্তকেশ ভার,
যেন শোকে এলোমেলো   শৈবালে জড়ায়ে গেলো,
লুঠিছে জন্মের মত উঠিবে না আর !
আজি অই রাজপুরী শোকে অন্ধকার ।

৬

সমস্ত ভাওয়াল ভবা ঘোর হাহাকার,
কাঁদিছে ভাওয়ালবাসী,   সদা অশ্রুজলে ভাসি,
শোকের সাগরে যেন দিয়াছে সাঁতার ;
কিবা হাটে কিবা মাঠে,   যে শুনেছে পথেঘাটে,
আকাশ ভাঙিয়া শিরে পড়িয়াছে তার,
রমণী আনিতে জল,   শুনে হেন অমঙ্গল,
কাঁকের কলসী ভাঙে খাইয়া আছাড় !
কাঁদে মাতা ছেলে কোলে,   জননী সন্তান ভোলে ।—
শত পুত্র-শোক যেন হইয়াছে তার,
কাঁদে যত কানা খোঁড়া,   সমস্ত ভাওয়াল জোড়া,
কাঁদে যত দীনদুখী দীন পরিবার !
অনাথ হইল তারা,   গেল আজ অন্ন মারা
কোথা যাবে অভাগারা কে দিবে আহার,
করুণ কাতর স্বরে,   হাহাকার ঘরে ঘরে,
সমস্ত ভাওয়াল আজ শোকে অন্ধকার ।
কাঁদে তরু লতা বন,   হাহা করে সমীরণ,
শোকে শুষ্ক মেঘ নাহি বর্ষে বারিধার,
শোকে শুষ্ক হ'ল মাটি,   বিদীর্ণ শতধা ফাটি,
বিধাতা ভাওয়াল স'বে কত শোক আর ?

৭

হে কুমার, হে রমেন্দ্র, হে ভাওয়াল-রাজ ।
ছাড়ি প্রিয় পরিজন,   অতুল ঐশ্বর্য্য ধন,
ছাড়ি রাজ সিংহাসন ছাড়ি রাজ-কাজ,
ছাড়ি এই স্বর্ণভূমি,   কোথায় গিয়াছ তুমি,

কোথা সে অজ্ঞাত দেশে রহিয়াছ আজ,
কোথা সে দুর্জ্জয়লিঙ্গ,   হিমাদ্রির হিমশৃঙ্গ,
কোন্ সে কন্দর অন্ধ গিরিগুহা মাঝ,
কোথা সেই চিতাভূমি   রয়েছ একাকী তুমি,
কোন্ গিরি নদীতটে করিছ বিরাজ।
ফিরে না আসিলে দেশে,   বল কিবা মনোক্লেশে,
কিবা তব ছিল দুঃখ কিবা ক্ষোভ লাজ,
বিরত বিলাস ভোগে,   কি সাধনা মহাযোগে,
বাহিরিলা শাক্যসিংহ শাক্য যুবরাজ,
নির্জ্জনে সাধিতে কি হে,   সে তপস্যা দরীগৃহে
ছাড়িলে সংসার, পরি সন্ন্যাসীর সাজ?
তবে, দেখো উদ্ধারের পথ,   ভাওয়ালের ভবিষ্যৎ
ভাওয়াল কপিলবাস্তু শোকে ভাসে আজ!

৮

কিম্বা এত দিন পরে পড়িল কি মনে,
স্নেহ মমতার খনি,   জননী বিলাসমণি,
আননে আনন্দে হাসি করুণা নয়নে,
স্নেহের জনক মুখ,   স্নেহ পরিপূর্ণ বুক,
স্নেহের ক্ষীরোদসিন্ধু খেলে সমীরণে,
মনে কি পড়িল কহ,   সে রাজর্ষি পিতামহ,
ভাওয়ালের চিরপ্রিয় কালীনারায়ণে?
যাইতে তাদের কাছে,   হিমালয়ে পথ আছে,
যে পথে পাণ্ডব গেল অমর ভুবনে,
তুমিও সে পথে হায়,   গেলে নাকি অমরায়,
গেলে সে মায়ের কোলে স্নেহ-নিকেতনে,—
দেবতার প্রিয় দেশ ত্রিদিবে—নন্দনে?

৯

যাও তবে দুটি কথা বলো গিয়ে মায়,
বলো গিয়ে পিতামহে,   কি পাপে ভাওয়াল দহে,
হতভাগ্য ভাওয়ালের কি হবে উপায়!

কত আর আছে বাকি,   নাহি সীমা শেষ নাকি,
ভাওয়াল জ্বলিবে নাকি চির যাতনায়,
থাকিলে উপায় তার,   করে যেন প্রতিকার,
কয়ো ভাওয়ালের কথা তাহাদের পায়,
কহিও সকল কথা,   প্রজার পালন প্রথা,
যা দেখিয়া গেলে তাহা কয়ো সমুদায় !
আজিও তাদের তরে,   ভাওয়াল কাঁদিয়া মরে,
আজিও ভাওয়ালবাসী করে হায়, হায়,
কয়ো এ সোনার দেশ রসাতলে যায় !

কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পত্নী
শ্রীযুক্তা বিভাবতী দেবীর প্রতি

সান্ত্বনা

১

জন্মিলে মরিতে হয়,   অমর কেহই নয়,
অবনীর তাই মর্ত্ত্য নাম,
দুই দিন আগে পাছে,   যার যে নিয়তি আছে,
লভে শেষে অনন্তে বিশ্রাম !
আত্মার বিনাশ নাই,   দেহ শুধু হয় ছাই,
আত্মা চির অজর অমর,
পরম আত্মার সনে,   মিশে জীব-আত্মাগণে,
লভে শান্তি মরণের পর !
অতি ক্ষুদ্র নদ নদী,   সমুদ্রে মিশিল যদি,
নাহি থাকে ভিন্ন ভাব আর,
নাহি থাকে দ্বিধা দ্বিত্ব,   অভেদ অনন্ত নিত্য,
সে হয় বিশাল পারাবার !
অয়ি দেবী বিভাবতি,   তেমনি তোমার পতি,
ভাব তাঁরে জীবনে মরণে !

তুমি ত বিধবা নহ, কেন অমঙ্গল কহ,
কেন তুমি কর হাহাকার,
দেখ সে জগৎপতি, তোমার সে প্রিয় পতি,
হৃদয়েতে করেন বিহার!
সে তোমারে ছাড়া নাই, সে ত নহে ভিন্ন ঠাঁই,
কেন গো বিরহ ভাব মনে,
সে যে গো তোমার লাগি, আছে নিশিদিন জাগি
তোমার সে নিদ্রা জাগরণে!
চরণ-কমলে তাঁর, দেও প্রীতি উপহার,
নারীর জীবনে সাধ যত,
বিলাস বাসনা আশা, যত আছে ভালবাসা,
দেও তাঁরে প্রেমিকার মত!
দেহ আত্মা-প্রাণ মন, কর তাঁরে সমর্পণ,
নিষ্কাম সাধনা কর তাঁর,
পৃথিবী তোমার জন্য, হইবে কৃতার্থ ধন্য,
কোটি কুল হইতে উদ্ধার।

নহ তুমি পুত্রহীনা, অভাগা দুর্ভাগা দীনা,
কেন ভেবে শোকে ম্রিয়মাণ,
এই বিশ্ব এ সংসার, তোমারি মা পরিবার,
মোরা প্রজা তোমারি সন্তান!
লহ জননীর মত, জগজ্জননী ব্রত,
কর সদা পর উপকার,
যে থাকে বিপদগ্রস্ত, বাড়ায়ে দয়ার হস্ত,
কর তারে বিপদে উদ্ধার!
উজলি করুণা-বিভা, ভাওয়ালে নূতন দিবা—
কর মা নূতন দিনমান,
আমরা ভাওয়ালবাসী, নিত্য অশ্রুজলে ভাসি,
আমরা যে তোমারি সন্তান!

পিতৃহারা মাতৃহারা, অনাথ সন্তান যারা,
অর্থাভাবে শিক্ষায় বঞ্চিত,
তুমি মা করুণ-প্রাণে, তাহাদের অর্থদানে,
বিদ্যায় কর মা বিভূষিত !
উজলি জ্ঞানের বিভা, ভোর কর নব দিবা,
অজ্ঞানতা কর অবসান ;
আমরা ভাওয়ালবাসী, দুর্দ্দশা-সাগরে ভাসি,
আমরা যে তোমারি সন্তান !

৪

অন্নহীন বস্ত্রহীন, যাহারা দরিদ্র-দীন,
দুর্ভিক্ষে করিছে হাহাকার,
যাহারা আতুর অন্ধ, নিতান্ত অদৃষ্ট মন্দ,
সংসারে কেহই নাই যার,
তুমি মা দয়ার দানে, তাদেরে বাঁচাও প্রাণে,
অন্নপূর্ণা কর অন্নদান,
উজলি স্নেহের বিভা, হাসাও নূতন দিবা—
ভাওয়ালে নূতন দিনমান !

যেখানে মা অত্যাচারে, অবিচারে, ব্যভিচারে,
কাতরে কাঁদিছে প্রজাগণ,
শুনিবার কেহ নাই, বলিবার নাহি ঠাঁই,
রোধে ক্রোধে [illegible]ণের বেদন !
তুমি মা করুণ-প্রাণে, সে কথা শুনিও কানে,
পাপীরে করিও দণ্ডদান,
উজলি ন্যায়ের বিভা, ভাওয়ালে নূতন দিবা—
কর মা নূতন দিনমান !

৬

যাহারা মা শোকে রোগে, দারুণ যাতনা ভোগে,
জল ফোঁটা দিতে নাই কেহ,
তাদের লইয়ে তত্ত্ব, দেও মা ঔষধপথ্য,
মা হয়ে তাদেরে কর স্নেহ !
স্নেহমমতার বিভা, উজলি স্বর্গের দিবা,
কর মা নূতন দিনমান,
আমরা ভাওয়ালবাসী, আবার আনন্দে হাসি,
আমরা হে তোমারি সন্তান !

৭

বাণিজ্যে নাহি মা মতি, কৃষি শিল্প অধোগতি,
দুর্দ্দশার নাহি সীমা শেষ,
উপায় কর মা এর, তোমার এ ভাওয়ালের
তুমি লক্ষ্মী—তোমার এ দেশ !
উজলি ঐশ্বর্য্য-বিভা, হাসাও সুবর্ণ দিবা,
কর মা নূতন দিনমান,
আমরা ভাওয়ালবাসী, আবার আনন্দে হাসি,
আমরা যে তোমারি সন্তান !

৮

যে দেশে সাবিত্রী লীলা, দময়ন্তী জনমিলা,
জনমিলা সীতা অরুন্ধতী,
যাদের চরণস্পর্শে, পবিত্র ভারতবর্ষে,
শত তীর্থে পুণ্য বসুমতী !
যে দেশে জন্মিলা মীরা, রাজপুত-রাজ-ইন্দিরা,-
ব্রহ্মচর্য্যা তপস্যার বেশে,
পতি-পদে রাখি মতি, পতিরূপে বিশ্বপতি,
চিরপ্রেমে পূজিলা উদ্দেশে।
তুমিও তাদেরি মেয়ে, সে দেশে জনম পেয়ে,
তুমিও ত মহাপুণ্যবতী,

লহ মা তাদেরি মত, সে তপস্যা পুণ্যব্রত,
ভগবানে অনন্ত ভকতি !
যাবে দুঃখ যাবে শোক, পাবে সে বৈকুণ্ঠলোক,
চির সুখ চির শান্তিধাম,
বিশ্বের মঙ্গলে আশা, ঢাল বিশ্বে ভালবাসা,
ভজ বিশ্বপতি হরিনাম !

নব্যভারত, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬ বঙ্গাব্দ

[ভাওয়ালের এই রাজকুমারকে লইয়াই বিখ্যাত ভাওয়ালের মামলা হয়। সেই মামলায় এই কবিতাটি অন্যতম এক্‌জিবিটরূপে উপস্থিত করা হয়।]

গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা

চাকরি করিতে যাই

"যেও না যামিনি আজি"—হয়ো না প্রভাত,
কি বলিব মাথামুণ্ড ছাইভস্ম আর,
হৃদয়ে দারিদ্র্যদুঃখ শক্তি শেলাঘাত,
ক'রিতেছে প্রবাহিত রক্ত শতধার !
নীরবে নিঃশেষে রক্ত হতেছে পতন,
নীরবে অলক্ষ্যে এই হয় অশ্রুপাত,
নীরবে মরমমূল করি বিধূনন,
নীরবে নিঃশেষে এই প্রাণের প্রপাত !
উঠিলে ভাস্কর খুলি পূর্ব্বাশার দ্বার,
গ্রাসিবে জীবন "অন্নচিন্তা চমৎকার।"

১

দরিদ্র বাঙ্গালী যুবা অন্ন নাই ঘরে,
আছে পুত্র কন্যা তার বহু পরিবার,
ক্ষুধায় আকুল শিশু কাঁদিছে কাতরে,
নয়নের জলে বক্ষ ভাসিছে বামার !
বাম করতলে রাখি বিষণ্ণবদন,
অশ্রুমুখী বিষাদিনী প্রত্যেক নিঃশ্বাসে
হৃদয় শোণিত করে মহা আন্দোলন,
আতঙ্কে প্রাণের প্রাণ মরে হাহুতাশে !
নহে উগ্রচণ্ডা ধনী তবু ভীত মন,
প্রত্যেক নিশ্বাস উনপঞ্চাশ পবন !

২

প্রতি অশ্রুবিন্দু ওর সপ্ত পারাবার
প্রলয়ের মহামেঘ এলান কুন্তল,
বদন কালিমা ওই মহা অন্ধকার,
ঢাকিছে একত্রে স্বর্গমর্ত্ত্য রসাতল !

আজিও করুণকণ্ঠে 'নাথ' সম্বোধনে
অষ্ট বজ্র গর্জ্জে যেন হেন মনে লয়,
চিত্তের জড়তা জন্মে, ভয় হয় মনে—
সংযত হৃদয় রক্ত—আসন্ন প্রলয় !
কাঁদিল—'কি হবে নাথ !' ক্ষুদ্র বালুকণা
উড়িল প্রলয় ঝড়ে কে করে সান্ত্বনা ?

৩

"বল না কি হবে নাথ ! কেমনে সহিব,
ক্ষুধায় কাতর শিশু ধরিয়া গলায়
কাঁদিছে কাতরকণ্ঠে, বল না কি দিব
বাছার ও চাঁদমুখে,—কি হবে উপায় !"
অনশনে ক্ষীণতনু মলিন বসন,
নিস্তেজ নিমগ্ন দুটি নয়ন মলিন,
শোকে দুঃখে মূর্চ্ছাপন্ন অবসন্ন মন,
ঢলিয়া পড়িল ওই সোনার নলিন !
উঠিতে অশক্ত শিশু হামাগুড়ি দিয়া,
পড়িল জননীবক্ষে দ্রুত আছাড়িয়া !

৪

নীরব নিস্পন্দ নেত্র মূর্চ্ছিতা ললনা,
নীরব নিশ্চেষ্ট যুবা সম্মুখে তাহার,
নির্নিমেষ নেত্রে দেখে না করে সান্ত্বনা,
ভাবিতেছে ভবিষ্যৎ ভাগ্য আপনার !
নির্জ্জীব তরুর মূলে ছিন্নলতা প্রায়,
একটি কুসুম বক্ষে করিয়া ধারণ,
হায়রে কৃশাঙ্গী অই ধূলায় লুটায়
বিলুপ্ত অঙ্গের সেই লাবণ্য এখন !
অবরুদ্ধ কণ্ঠে বামা কহিল আবার
'কি হইবে নাথ !' এ যে জ্ঞানের বিকার

৫

'কি হইবে নাথ !'   মহা ভীম প্রভঞ্জনে
ক্ষীণ অঙ্গ যষ্টি এই বাঙ্গালী দুর্ব্বল,
এই ক্ষুদ্র বালুকণা উড়িল গগনে
একটু গুরুত্ব নাই—হৃদয়ের বল !

ঝরিল একটি অশ্রু যুবার নয়নে,
বিষাগ্নির সপ্ত শিখা জ্ঞানের সহিত
প্রবেশিল পুনরায় সংজ্ঞাহীন মনে
ধ্বনিল যুবক কণ্ঠে—ভগ্ন বিকম্পিত !
"জীবনসর্বস্ব মোর প্রিয় প্রাণেশ্বরী !
পারি না হেরিতে তোরে ধূলায় লুণ্ঠিত,
হৃদয় কণ্টকে বিদ্ধ শতবার করি,
কে দেখিতে পারে ওই পদ্ম কণ্টকিত ?
আয় বক্ষে এইবার, এই শেষবার
কনকের কম্পলতা প্রেয়সি আমার !"

৭

যুবতীর অর্দ্ধদেহ রাখি অঙ্কতলে
আবার সে ক্ষীণকণ্ঠ হইল নীরব
নীরবে ভাসায় যুবা নয়নের জলে
প্রীতির প্রতিমা তার প্রাণের পল্লব।
সেই অর্দ্ধ নিমীলিত বামার নয়নে,
সেই অর্দ্ধ নিমীলিত নব নীলোৎপলে,
বহিল দুইটি ধারা উষ্ণ প্রস্রবণে
বহিল দুইটি ধারা রজত তরলে !
চারি চক্ষে চারি ধারা চারি ওষ্ঠাধর
মিশিল সে দম্পতির যুগ্ম পরস্পর !

৮

সময়ের আবর্ত্তনে সরিল সত্বর
সে মুহূর্ত্ত দম্পতির দুঃখের জীবনে
একটি একটি করি খসি নিরন্তর
ভগ্নমান দ্বীপ হতে প্রবাহ প্লাবনে
সরিল ও বালুকণা নীল সিন্ধুজলে !
সরিল ও চারিচক্ষু চারি ওষ্ঠাধর,
ভরিল সে শূন্যস্থান তপ্ত হলাহলে,
আবার কহিল যুবা উন্মাদ অন্তর,—
“কতকাল সহিব এ লাঞ্ছনা গঞ্জনা,
নির্দ্দয় বিধির বিধি নিত্য বিড়ম্বনা !”

৯

কিম্বা—
বৃথা দোষি বিধাতায়—দেশের এ দোষ—
সমাজের দোষ এই, নহে বিধাতার,
হেন মূর্খ আছে কে হে যে হয় সন্তোষ
প্রতপ্ত গরল বক্ষে মাখি আপনার ?
নির্ব্যূঢ় অজ্ঞান সেই এ বঙ্গ সমাজ
তাহার (ই) প্রীতির কার্য্য বাল্যপরিণয়,
সেই পূর্ণ নির্ব্বোধের বিষময় কাজ
অচিরে প্রসবে এই ফল বিষময় ।
বক্ষে করি এই বিষ নরক অনল
প্রবেশে সংসার ক্ষেত্রে বাঙ্গালী দুর্ব্বল !

১০

অনভিজ্ঞ সংসারের জীবনসংগ্রামে
প্রতিকূলে দাঁড়াইতে একান্ত অক্ষম,
কত যে বেদনা পায় ফুটে যদি প্রাণে—
একটি দুঃখের অস্ত্র বিষাক্ত বিষম !

নৈতিক ব্যায়ামে নহে হৃদয় সবল,
জ্ঞান বিদ্যা মহত্ত্বের লৌহ আবরণে
নহে সুরক্ষিত প্রাণ নিতান্ত কোমল !
সংসারের আগ্নেয়াস্ত্র মৃদু প্রহরণে
সুখের কুসুম ফুল্ল বিলাসের প্রাণ
নিস্তেজ বাঙ্গালী যুবা মূর্চ্ছিত অজ্ঞান !”

১১

“না খুলিতে বালকের জ্ঞানের নয়ন,
রে পাপিষ্ঠ দুরাচার সমাজ নিষ্ঠুর,
সংসারের এ বিষাক্ত কণ্টক কানন,
প্রবেশ করাও তারে পিশাচ অসুর !
কি যন্ত্রণা কি যাতনা শরীর শিহরে,
কণ্টকে কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত শরীর,
উছলিছে হৃদয়ের প্রতি স্তরে স্তরে
কালীময় করি বিষ হৃদয় রুধির !
দেখেও দেখ না ফিরে, শিশু নিরাশ্রয়
পিশাচ আচারে তোর কত জ্বালা সয় ?”

১২

যাক সেই গত কথা কি বলিব আর,
ফিরাইয়া সময়ের অদৃষ্ট প্রস্তর
কে মুছিতে পারে, হেন আছে সাধ্য কার
বর্ত্তমান জীবনের আগ্নেয় অক্ষর ?”

* * *

* * *

১৩

সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যজি মুছি অশ্রুজল,
প্রীতির প্রতিমাখানি রাখি ভূশয্যায়,
সজোরে চাপিয়া চক্ষে মুক্ত করতল,

বলিল উন্মাদ যুবা—"প্রেয়সি বিদায়,
হৃদয়ের পুষ্পহার প্রীতি সুবাসিত,
প্রাণের জীবনী শক্তি সুধা-প্রবাহিণি !
হৃদয়-আতট পূর্ণ উজ্জ্বল শোণিত,
জীবনের মূলমন্ত্র—সিদ্ধি প্রদায়িনি !
চলিলাম প্রিয়তমে প্রেয়সি আমার,
অনলে কুসুমভস্ম দেখিব না আর।"

১৪

"যাই প্রিয়ে যদি স্বাধীনতা বিনিময়ে—
কি উপায় আছে আর ? বাঙ্গালী দুর্ব্বল
পরের পাদুকাঘাতে শুধু প্রাণ লয়ে
দাসত্ব করিব এই আশার সম্বল !
যাই প্রিয়ে যদি অর্থ পারি উপার্জ্জিতে
এ হেন দাসত্ব করি বেচিয়া পরাণ.
যাই যদি পারি তোর অশ্রু মুছাইতে
বদন সরোজ যাহে সদা ভাসমান !
যাই, যদি ইহাতেও বিধি সাধে বাদ
তবে
প্রীতির পবিত্র এই শেষ আশীর্ব্বাদ !"

১৫

আবার মোহান্ধযুবা যুবতীর পানে
স্থিরমনে স্থির নেত্রে স্থির দৃষ্টি করি,
চুম্বিল সে বিম্বাধর বজ্রাহত প্রাণে,
কহিল করুণকণ্ঠে—"প্রিয়ে প্রাণেশ্বরি !
যাই তবে বায়ুবিম্ব সাগরে ভাসিয়া
কালের তরঙ্গ শিরে, জানি না কোথায়
দ্বিতীয় তরঙ্গ পুন কবে আঘাতিয়া
প্রাণের এ বায়ুবিন্দু বায়ুতে মিশায় !

যাই যদি পোড়া বিধি সাধে হেন বাদ,
তবে—
প্রীতির পবিত্র এই শেষ আশীর্ব্বাদ।"

১৬

"কত কষ্ট দিয়াছি যে জীবনে তোমার,
যাই প্রিয়ে, সে সকল করিও না মনে,
জানি আমি এ জনমে ক্ষমা নাই তার
চাও একবার শেষ প্রীতির নয়নে!
যাই রে অবোধ শিশো!—হে করুণাময়,
দীনবন্ধো! বাঁচাইও এ দীন সন্তান,
স্বর্গের করুণা তব চির সুধাময়,
রাখে যেন অভাগিনী দুঃখিনীর প্রাণ!
এমন আত্মীয় নাই একজন আর
রক্ষিবে যে অভাগার দীন পরিবার।"

১৭

"কাঁদিলে করুণ কণ্ঠে শিশু নিরাশ্রয়
এমন বান্ধব নাই করিতে সান্ত্বনা,
কথার দোসর নাই বিপদ সময়,
তোমার আশ্রিতা এই দরিদ্র ললনা!
রাজা প্রজা ধনী দীন—সমস্ত সংসার,
জীবজন্তু তরুলতা শ্যামতৃণদল,
সকলে সমান পাত্র তব করুণার,
তুমিই করুণাময় ভরসা কেবল!
যাই তবে—চলিলাম প্রিয়ে প্রাণেশ্বরি,
পবিত্র প্রীতির শেষ আশীর্ব্বাদ করি!"

১৮

"যাই প্রিয় জন্মভূমি জননি আমার।
ভুলেছ কি গতকথা?—আছে কি মা মনে?

সহিয়াছি কত শত প্রেত অত্যাচার
জননি! তোমার তরে অকাতর মনে?
ন্যায়ের পবিত্র বক্ষে করি পদাঘাত
অকালে সেদিন হায় করি চূর চূর
পিশাচের প্রতিমূর্ত্তি মাগো অকস্মাৎ
ভেঙেছে সৌভাগ্য মোর সোনার মুকুর!
কিন্তু
এতেও সুখের নাহি ছিল পরিসীমা
মুছিত যদি মা তোর কলঙ্ক কালিমা।”

১৯

“কিন্তু তাহা হইল না—হবে একদিন,
অবশ্য জননি, কোন পুত্র পুণ্যবান
(ঘন অন্ধকারে শশী নহে চিরলীন)
মুছাইবে ও কালিমা কলঙ্কনিশান!
যাই তবে জননি গো বিদায় এখন,
যাই হে স্বদেশবাসি! মনে রে'খ ভাই,
তোমাদেরি তরে সহি এত নির্য্যাতন,
বিড়ম্বিত হইলাম বর্ব্বরের ঠাঁই।
যাক্ সে কথায় আর করি না বিষাদ,
পবিত্র প্রীতির কর শেষ আশীর্ব্বাদ!

(নব্যভারত, ভাদ্র, ১২৯২, পৃঃ ২০৪-২০৭)

শিকার

(সোনাখালী—মল্লিকবাড়ী পাহাড়—বসন্তকাল)

শ্যামল বাসন্তি বন্দ কানন নির্ঝরে,
ঢালিছে দয়ায় দ্রব হৃদয় তাহার,

লতায়ে শ্যামল লতা শ্যাম তরুবরে,
দেখিতেছে গভীরতা কত করুণার।
অস্ফুট ভাষায় যেন ফোটা ফুলরাশি
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা রয়েছে প্রকাশি !

২

বড়ই করুণাবতী অই স্রোতস্বতী,
জননীর মত স্নেহ সকলে সমান,
তৃণ হতে উচ্চতরু সকলের প্রতি
জীবনরূপিণী রূপে সদা বহমান।
এত স্নেহ এত দয়া আছে আর কার ?
ঠিক যেন দয়াময়ী—জননী আমার !

৩

বিছাইয়া আছে বন্দে শ্যাম তৃণদল,
লীলা নিকুঞ্জের মত, ঝোপঝাপ শত শত
খেলাইছে ছোট ছোট সবুজ অচল।
নিঝরের দুই কূল, শ্যামল হিজল মূল
বিলাসিনী হরিণীর কেলি লীলাস্থল।
গভীর গুঞ্জার বন, নল তারা অগণ্য,
যে দিকে ফিরাই আঁখি কানন শ্যামল,
নবতরু নবলতা নব ফুলদল !

৪

বসন্তের শ্যামরাজ্য রাজত্ব তোমার,
আপনি প্রকৃতি রাণী, পরাইছে যত্নে আনি
যেখানে যা সাজে ভাল রত্ন অলঙ্কার !
সজ্জিত গজাড় বন উচ্চ টেক সিংহাসন,
লতার ললিত কুঞ্জে শয়ন তোমার !

কোকিল কোমল গানে, শ্যামা সুললিত তানে,
শ্রবণে সঙ্গীত সুধা ঢালে অনিবার !
অনন্ত কানন রাজ্য রাজত্ব তোমার !

৫

প্রতিযোগী শূন্যরাজ্য অনন্ত কানন,
তোমার একাধিপত্য, অসীম শক্তি সামর্থ্য
কে আছে দ্বিতীয় হেন করিবে হেলন ?
তোমার বনের লতা, তোমার বনের পাতা
কাঁপা'তে আপনি ভয়ে কাঁপে সমীরণ !
পড়িতেছে দৌড়াইয়া, এগাছে ওগাছে গিয়া,
কেমনে পলা'য়ে যাবে ফাঁফর পবন !
দিনে দিবাকর ভাতি, শরতে চাঁদনী রাতি
সশঙ্কে প্রভাত সন্ধ্যা করে আগমন,
বারোমাস সাতবার ঋতু ছয়জন !

৬

অসীম বীরত্ব বীর্য্য বিক্রম দুর্ব্বার,
কোটি বজ্র পরাভব, গম্ভীর গর্জ্জন তব
কাননের মাটি ফাটে দাপটে তোমার !
ভীষণ নখরচয়, বজ্র দন্ত সমুদয়
যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র বাঁধা হাতিয়ার ।
অমিত সাহস বল, পরিপূর্ণ বক্ষস্থল
লোলজিহ্বা মহামূর্ত্তি রক্ত-পিপাসার !
মাত যবে রণরঙ্গে, কে আঁটে তোমার সঙ্গে
ভয়ঙ্কর দিক্‌দাহী অগ্নি-অবতার !
রাজাধিরাজেন্দ্র তুমি, তোমারি এ বনভূমি,
অনন্ত কানন রাজ্য রাজত্ব তোমার,
অসীম বীরত্ব তব বিক্রম দুর্ব্বার !

৭

এস দেখি আমি ক্ষুদ্র মানবসন্তান,
এস হে শার্দ্দূলরাজ, দু'জনে যুঝিব আজ,
বুঝিব তোমারে তুমি কত বলবান।
এস বজ্রনখ নিয়ে, বীর বেশে হুঙ্কারিয়ে,
পাল হে বীরের ধর্ম্ম বীরেন্দ্র প্রধান!
নতুবা চোরের মত, হও হে কুপথ গত,
পলাইয়ে রাখ তুচ্ছ ঘৃণিত পরাণ!
চাহি যুদ্ধ আমি ক্ষুদ্র মানবসন্তান!

৮

তোমার শান্তির রাজ্য কানন শ্যামল,
আমি হে বিদ্রোহী তার, চাহি তার অধিকার
রাখ দেখি নিজ রাজ্য থাকে যদি বল,
বরাহ ভল্লুক চয়, তব সেনা সমুদয়
বধেছি সঙ্গীনধারী মহিষ সকল।
নাহি অবশিষ্ট আর, এই দেখ এইবার,
মুহূর্ত্তে কাননরাজ্য করিব দখল।
ধরিয়াছি ব্রহ্ম অস্ত্র দেখ রাইফল!

৯

এই যে ছুটিল গোলা অগ্নি উগারিয়া,
ছুটিল নক্ষত্র বেগে, বিজলী জ্বলিল মেঘে,
লও দেখি কত শক্তি বক্ষ বিস্তারিয়া!
দেখি কণ্ঠে কত বল, কাঁপাইয়া বনস্থল
গোলার গর্জ্জন ঢাক বজ্রে গরজিয়া,
ছুটিল জ্বলন্ত গোলা আকাশ ভাঙিয়া!

১০

"ভেবেছ কি ওহে ক্ষুদ্র মানবসন্তান,
অই গোলা অগ্নিময়, দেখিয়া পাইব ভয়,
এতই ঘৃণিত কি হে পশুর পরাণ?

ও গোলা ত তুচ্ছ অতি,   যদি ক্ষেপে সুরপতি
একত্রে অযুত বজ্র তথাপি—সম্মান—
তথাপি জাতীয় মান,   প্রাণাপেক্ষা মূল্যবান
দিব না সে বজ্রমুখে না দিয়ে পরাণ।
ভেবেছ কি ওহে ক্ষুদ্র মানবসন্তান ?”

১১

“কি বলিব ঐরাবত পশুর অধম
হইয়ে তোমার দাস,   যদি না করিত নাশ
স্বজাতীয় স্বাধীনতা বীর্য্য পরাক্রম।
না আনিত পিঠে করি,   চার্জ্জামা হাওদা ধরি
পারিতে কে প্রবেশিতে কাননদুর্গম ?
আনিয়াছে গৃহে শত্রু পশুর অধম।”

১২

“আনিয়াছে গৃহে শত্রু নতুবা কি আর,
সাম্রাজ্য নিবিড় বন,   আজ তার সিংহাসন
চাহিতে মানব, প্রাণে,—কি সাধ্য তোমার ?
শশক শঙ্কায় তুমি,   ঘেঁষিতে না বনভূমি,
থাকুক অজেয় বীর্য্য বীরত্ব তোমার।
বংশনাশী বিভীষণ,   বধিল রাক্ষসগণ
সেইরূপ ঐরাবত পশু কুলাঙ্গার।
আনিয়াছে গৃহে শত্রু, কি বলিব আর ?”

১৩

“যাক পাপিষ্ঠের কথা বলিয়ে কি ফল,
জলন্ত উহার স্মৃতি তীব্র হলাহল।
ও দাস হয়েছে বলি,   ভাবিও না বনস্থলী
একেবারে বীরশূন্য বীরভু শ্যামল !

এই পাতিলাম বুক,   সরিব না একটুক
দেখ এই বজ্রবক্ষে ধরি কত বল,
ছাড় তব ব্রহ্ম অস্ত্র ছাড় রাইফল !

১৪

স্বাধীন হৃদয়ে আর,   বৃথা তব অহঙ্কার
সহে না হে, তুমি ক্ষুদ্র নর হীনবল।
এ বজ্র নখরাঘাতে,   এই ভীম বজ্র দাঁতে
বিদারি তোমার গর্ব্ব স্ফীত বক্ষস্থল,
আকণ্ঠ করিব পান শোণিত তরল।”
এই ছাড়িলাম গোলা রক্ষা নাই আর,—
গর্জ্জিল রাইফল “সেণ্ট্রাল ফায়ার !”
এ কি হে মুহূর্ত্তে হায়,   দেখি অচেতনপ্রায়,
পতিত বিদীর্ণবক্ষ মৃতের আকার,
বীরেন্দ্র শার্দ্দূল রাজ,   এত যে অযত্নে আজ
বনেই পতিত বনবীর অহঙ্কার ?
হা হৃদয় কি অজ্ঞান,   এই আত্মবলিদান,
এই আত্মবধ চিত্র দেখি পুনর্ব্বার,
সমাহিত স্মৃতিরোগ জাগালে আবার !

(নবজীবন, চৈত্র, ১২৯৪, পৃঃ ৫১৮-৫২৩)

তোমারে কেবল

প্রিয়ে তোমারে কেবল,—
জাগ্রতে নিদ্রায় হায়, কিছুতে না ভোলা যায়,
যখন যেভাবে থাকি, হৃদয় চঞ্চল।
কেবলি তোমার তরে, উদাস উদাস করে,
ধরে না ধৈরয চিত্ত কাঁদে অবিরল,
পারি না ভুলিতে প্রিয়ে তোমারে কেবল।

২

প্রিয়ে তোমারে কেবল,—
তোমারে ছাড়িয়া হায়, আর সব ভোলা যায়,
যে সকল অবস্থায় হৃদয় বিকল।
মোহ মূর্চ্ছা শোক দুখ যাহাতে বিদীর্ণ বুক,
মানব শরীর ধর্ম্মে ঘটে যে সকল।
অকপটে প্রাণ খুলি তখন সকলি ভুলি,
ভুলি স্বর্গ, ভুলি মর্ত্ত্য, ভুলি রসাতল,
পারি না ভুলিতে প্রিয়ে তোমারে কেবল।

৩

প্রিয়ে তোমারে কেবল—
এই যে বিদেশী বেশে, ঘুরিতেছি দেশে দেশে,
পোড়া দেশীয়ের মুখে প্রদানি অনল,
তথাপি বাসনা করে, একটি মুহূর্ত্ত তরে
লুকায়ে দেখিগে সেই মুখ শতদল ;
পারি না ভুলিতে প্রিয়ে তোমারে কেবল।

৪

একদিন শীতান্তে সায়াহ্নে সেই—
পশ্চিম অচল শিরে, লালরঙা রবিটিরে
প্রকৃতি বালিকা যেন ছুঁড়িয়াছে বল্,
পড়িতেছে গড়াইয়া, উল্লাসে ধরিয়ে গিয়া,
পশ্চাতে ছুটেছে বালা গোধূলি শ্যামল।
এদিকে পর্ব্বত অঙ্গে, ছুটিয়াছে নানা রঙ্গে,
নাচিয়া নির্ঝর ক্ষুদ্র করি কল কল।
কখনো কানন পায়, তরু কুঞ্জ লতিকায়,
লুকায়ে পলায়ে পুনঃ মিশিছে সকল।
হেনকালে সন্ধ্যাবেলা, প্রকৃতির রম্যখেলা,
দেখিতে না ছিল চিত্ত স্থির অবিচল ;

সংসারের তীব্র বিষে কপাল পুড়িল কিসে
কি যে সেই দুরদৃষ্ট, কি যে কর্ম্মফল,
কি যে তার দয়াধর্ম্ম, কি যে তার কর্ম্মাকর্ম্ম—
নরের নরক রাজ্যে পূর্ণ ধরাতল।
তাই শুধু একমনে বসি সে বিজন বনে
ভাবিতেছি ভাবনায় হৃদয় বিহ্বল।
কেহ নাই মনে আর দগ্ধ চিত্ত অভাগার
প্রবল প্রবাহে বহে নয়নের জল
ভুলিনি তখনো প্রিয়ে তোমারে কেবল

৫

একদিন—
যেখানে মেঘনা সঙ্গে বিকট তরঙ্গ-ভঙ্গে
মিশেছে পদ্মা গর্জ্জিয়া প্রবল,
চারিদিকে করে ধূ ধূ অনন্ত সলিল শুধু,
প্রবল বারিধি উঠে ঘোর কোলাহল।
বৈশাখে বিকালবেলা গগনে করিছে খেলা,
আঁধারিয়া দিক্ দশ জলদ শ্যামল,
বহিছে প্রবল ঝড়, ভাঙ্গি যেন বাড়ীঘর,
আতঙ্কে ধরণী ত্রাসে কাঁপিছে কেবল।
গভীর গরজে ঘন শিলাবৃষ্টি বরিষণ
আকাশ পুড়িয়া জলে গাঢ় বজ্রানল,
পড়ি এ প্রচণ্ড ঝড়ে পড়েছি জন্মের তরে,
তরঙ্গে জাহাজখানি করে টলমল!
অসাধ্য শকতি তার, প্রতিকূলে ঝটিকার,
ঠেলিয়া উঠিতে সেই ঘোর উর্ম্মিদল।
আতঙ্কে আরোহী যত কাঁদিতেছে অবিরত,
মরণ-সময়ে করি ঘোর কোলাহল!
সেই যে অন্তিমকালে, বেষ্টিত বিপদজালে,
চরণের তলে সিন্ধু অনন্ত অতল,
তখনো তোমারে প্রিয়ে ভুলিনি কেবল।

৬

একদিন—
যে দিন প্রথম যাই, আশায় ঢালিয়া ছাই
স্মরিতে এখনো প্রিয়ে আসে অশ্রুজল ;
প্রতিজ্ঞা সন্ন্যাসী বেশে, বেড়াইব দেশে দেশে
অসহ্য স্বদেশে প্রেত প্রভুত্ব প্রবল।
এক হাতে অভিমান, এক হাতে নিয়ে প্রাণ,
একাকী চলেছি পথ ঘোর বনস্থল ;
অৰ্দ্ধভুক্ত নরদেহ শার্দ্দূল ভল্লুকে কেহ,
খেয়েছে দেখিনু রক্ত তখনো উজ্জ্বল।
আতঙ্কে কাঁপিছে প্রাণ, ডাকিলাম ভগবান্
শিরায় জমিয়া গেল শোণিত তরল,
তখনো ভুলিনি প্রিয়ে তোমাকে কেবল!

৭

একদিন—
ঘোর সন্নিপাত জ্বরে, প্রাণ ছটফট করে,
কিছুতে প্রাণের জ্বালা হয় না শীতল,
শ্রাবণ মাসের শেষ পার্ব্বতীয় গারো দেশ,
ব্যাপিয়া বিংশতি দিন বর্ষিতেছে জল।
মৃদু মন্দ ক্ষীণ নাড়ী, মণিবন্ধ গেছে ছাড়ি,
ছেড়ে প্রাণের আশা চিকিৎসক দল ;
স্থির নয়নের তারা, নয়নের গলিত ধারা
অন্তিম হিক্কায় কণ্ঠ কাঁপিছে কেবল।
নিশ্চয় মরণ জেনে রাখিল বাহিরে এনে,
মুখেতে ঢালিয়া দেয় কেহ গঙ্গাজল।
কিন্তু পুনঃ প্রাণ দিল মৃতদেহ বাঁচাইল,
বরষি নবীন মেঘ সলিল শীতল।
ঘরের বাহিরে হায়, সেই সিক্ত বিছানায়,

সেই ঘোর হরিধ্বনি মুখে গঙ্গাজল,
পৃথিবীর সুখে দুখে, সেই যে অবাঙ্ মুখে,
প্রথম চৈতন্যে চক্ষে আঁধার প্রবল।
ইন্দ্রিয় অবশ প্রায়, অবসন্ন হিমকায়,
চিনিতে অশক্ত যেন নবীন ভূতল
তখনো তোমারে প্রিয়ে ভুলিনি কেবল!

৮

প্রিয়ে তোমারে কেবল—
একদা উদ্‌ভ্রান্ত মনে চলিয়াছি পর্যটনে
হৃদয়ে গর্জ্জিছে ঘোর অশান্তি গরল।
নাহি মিলে শান্তিছায়া, না জুড়ায় তপ্তকায়া,
শত সাহারায় যেন পূর্ণ ভূমণ্ডল।
জল রাক্ষসীর মত, তীব্রবেগে অবিরত,
চলেছে জাহাজখানি গর্জ্জি অবিরল।
যেন পলাইতে হায় এ পড়ে উহার গায়,
বৃটিশ তরণী ভয়ে ভারতের জল;
উছলিয়া কল্লোলিয়া, আছাড়িয়া পড়ে গিয়া,
আন্দোলিয়া বারিরাশি অনন্ত অতল।
একমনে দেখি তাই, কভু অন্যদিকে চাই,
কভু দেখি তীর তরু শ্যাম ভূমিতল।
অকস্মাৎ কলরবে, সে ধ্যান ভাঙিল যবে,
সম্মুখে চাহিয়া দেখি বিপদ প্রবল।
দ্বিতীয় জাহাজ আসে আরোহী কাঁদিছে ত্রাসে
অদম্য অক্লান্ত গতিপূর্ণ বেগ বল।
উপায় নাহিক আর, নাহি শক্তি যোধিবার,
কাপ্তেন সারেঙ্গ মাল্লা স্তম্ভিত সকল।
মহামৃত্যু গর্জ্জে মেঘ তীব্রগতি বজ্রবেগ,
এখনি জাহাজখানি দিবে রসাতল।

ঘেরি চারিপাশে যেন আস্ফালি তরঙ্গ ফেন,
সলিল সমাধি অট্ট হাসে খল্‌খল্‌।
তখনো তোমারে প্রিয়ে ভুলিনি কেবল।

৯

ভুলিনি তোমারে প্রিয়ে ভুলিনি কেবল,
উষার আলোক-মায়া আধফোটা, আধ ঢাকা,
আধভাঙা ঘুম-ঘোরে অমল কমল!
সেই যে অলস আঁখি, যতদিন বেঁচে থাকি,
ভুলিব না নবমধু নব পরিমল!
কণ্টকে আকীর্ণ কায় বেষ্টিত ভুজঙ্গ তায়,
জীবনমৃণাল মম যদিও দুর্ব্বল;
তথাপি তোমার ধ্যানে আজো বেঁচে আছি প্রাণে,
দেয় শক্তি প্রেমবারি,—অনন্ত অতল।
সরলা সে রাজরানী, সেই হাসি মুখখানি,
অধর বিদারে ব্যক্ত নবমুক্তাফল,
ভুলিব না এ জনমে তোমারে কেবল।

(১২৯৫)

তারা

অনন্ত বসন্তাকাশ রয়েছে ব্যাপিয়া,
নীলে নীলে মিলে মিলে জ্যোতি সমুদায়,
ও কি গো তারকাদাম এত মোহ দিয়া
মারাত্মক মমতায় মৃদু মৃদু চায়?
না না না, সে দেবরানী দেব দেশে গিয়া
আজিও সারদা বুঝি ভোলেনি আমায়,
শত চক্ষে শত স্নেহে দেখিছে চাহিয়া,
স্বর্গমর্ত্তব্যাপী তার দীর্ঘ পিপাসায়।

তাহারি মমতা মাখা মিঠা মিঠা চাওয়া,
নিশির শিশির ভরা তাহারি নয়ন
তাহারি সলাজ আঁখি 'দিনে নিবে যাওয়া'
তারি মান নবঘন চুরি করে মন !
এত প্রেম এত দয়া আছে আর কার,
সারা রাত জেগে থাকে শিয়রে আমার ?

(সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৮, পৃ ১০৫)

জগৎকিশোর ও জিতেন্দ্রকিশোর†

জগৎকিশোর

নির্ব্বংশ সগর বংশ করিতে উদ্ধার,
মর্ত্ত্যধামে মন্দাকিনী আনে ভগীরথ,
মৃতসঞ্জীবনী শক্তি নাহি আর তার,
সে এখন কীর্ত্তিনাশা কর্ম্মনাশাবৎ !
মৃত এ পতিত জাতি, মৃত জন্মভূমি,
ভাষা মাত্র আশা তার উদ্ধার উপায়,
সে পুণ্য অমৃত-গঙ্গা বহাইয়া তুমি,
জাতীয় জীবন রাখ স্নেহ করুণায় !
অনন্ত অভাব ঘটা বেষ্টিত জটায়,
মহা দৈন্য গিরি অন্য, সবে রোধে পথ,
কঠোর জঠর জ্বালা জহ্নুসম হায়,
দুর্ভাবনা দুর্ম্মনস্ মহা ঐরাবত !

---

† মুক্তাগাছার বিখ্যাত দানশীল জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু জগৎকিশোর আচার্য্যচৌধুরী ও তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্যচৌধুরী।

(নব্যভারত, চৈত্র, ১৩১০ ; পৃ ৬৫০-৬৫১)

নাশি এ পথের বিঘ্ন ভাসায়ে ভারত,
বহাও অমৃত-গঙ্গা নব ভগীরথ !

জিতেন্দ্রকিশোর

মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র পুণ্য তপোবনে,
আরম্ভিলা যজ্ঞ বিঘ্ন অসুর যখন,
কুমার শ্রীরাম তারে বিনাশিয়া রণে
তাপসে তুষিয়া কৈলা যজ্ঞ সম্পাদন !
তেমনি এ বঙ্গভাষা—সাহিত্য-কাননে
মহাশত্রু মহাবিঘ্ন দারিদ্র্য-দানব.
অন্নচিন্তা অর্থচিন্তা শত উৎপীড়নে,
করে সারস্বত যজ্ঞে মহাউপদ্রব !
কুমার রামের মত তুমিও কুমার
কর এই যজ্ঞ রক্ষা—দেশের মঙ্গল ;
জগতে এমন যজ্ঞ নাহি আছে আর
এ যজ্ঞে উদ্ভবে কাব্য-সুধা-পুণ্যফল !
দুঃখভয় ধনুর্ভঙ্গে, ভুবন-বিদিতা
লাভ কর লক্ষ্মীরূপা মহাকীর্ত্তি সীতা ।

রাণী বিলাসমণি

সে দুর্দ্দিন নাহি আর, অবিচার অত্যাচার,
প্রাণভরা হাহাকার, বুকভরা গ্লানি,
নাহি আর যথাতথা, সে-দুঃখ কাহিনীকথা,
নাহি আর দেশে দেশে লোকে কানাকানি ।
প্রজার সে মহারোষ, অবরুদ্ধ অসন্তোষ—
ধূমায়িত দাবদাহ, মনে মনে জানি,
ভাওয়ালের বনভূমি, আনন্দ উজলি তুমি,
দেখা দিলে শক্তিরূপা মঙ্গলা কল্যাণী

বাঁধি দৈত্য নাগপাশে,   (আনন্দে জগৎ হাসে),
পদতলে বাঘে ম'ষে করে টানাটানি।
ঊর্দ্ধে তব শিরোভাগে,   প্রেমে পতি নিত্য জাগে,
দুহিতা দক্ষিণে বামে লক্ষ্মীবীণাপাণি,
কুমার কুমারগণ   দেশহিতে প্রাণপণ,
সর্ব্ব বিঘ্ন-বিনাশন গণপতি জ্ঞানী ;
অভয় বরদে হস্তে,   আশ্বাসিলা ভয় ত্রস্তে,
শুনাইলে স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ বাণী,
ভাওয়াল করিল পূজা,   এ মূর্ত্তি এ দশভুজা,
রাখি হৃদি-সিংহাসনে চরণ দুখানি।
যুগ যুগান্তের পরে,   হাসিল ভকতি ভরে,
সীমাশূন্য ভাওয়ালের মহা অরণ্যানী,
নাহি আর হাহাকার বুকভরা গ্লানি !

২

উল্লসিত ভাওয়ালের বন-রাজধানী,
উল্লসিত দেবপুর,   আশঙ্কা হইল দূর
সশঙ্কে পলায় যত ক্রূর অভিমানী !
তুমি গো মা জয়ে যশে,   অতুলন স্নেহ বশে,
দশ হাতে সুখ শান্তি দিলে যেন আনি,
স্নেহেতে পালিলে রাজ্য,   স্নেহে করি রাজকার্য্য,
আমরা তোমার প্রজা তাই সবে জানি,
জননী বিলাসমণি ভাওয়ালের রাণী !

৩

কিন্তু এ কি অকস্মাৎ হায় হায় হায়,
দু দিন না যেতে আজ,   ভাওয়ালে হানিয়া বাজ,
অকালে আনন্দময়ী, লইলে বিদায় !
বল মা কি অপরাধে,   এত বাদ এত সাধে,
বঞ্চিলে করুণাময়ী স্নেহ করুণায়,

এ অজস্র অশ্রুজলে, পাহাড় পর্ব্বত গলে,
সন্তানের আঁখিজলে নাহি গলে যায় ?
ভাওয়ালের বনে বনে, বিষাদে বিষণ্ণ মনে
তোমারি শোকের গীত পাখীগণ গায়,
প্রভাময় শশী রবি, শোকেতে মলিন সবি,
প্রকৃতি ঢাকিতে মুখ ঘন কোয়াশায় ।
তোমার শোকেতে অন্ধ, সমীরণ শ্লথ মন্দ,
বিষাদে ফোটে না ফুল তরু লতিকায় ,
অকালে আনন্দময়ি ! লইলে বিদায় !

৪

তবে কি মা—তবে কি মা,—ফির পুনর্ব্বার,
অসুরে করিল সুব স্বর্গ অধিকার ?
দানব দেবতাগণে, পরাজিয়ে মহারণে,
লুটে নিল ধনরত্ন যত ছিল যার,
সুরভোগ্য সুধা যাহা, অসুরে খেয়েছে তাহা,
অমর ক্ষুধায় মবে করি হাহাকার ?
কল্পতরু সর্ব্বফলে, বঞ্চিতা অমর দলে,
গৌরবে গর্জ্জিছে দৈত্য মার মার,
দানবের পদভরে, ত্রিদিব কাঁপিছে ডরে,
নন্দনে আনন্দ নাই, ফোটে না মন্দার ?
অসুরে করিল নাকি স্বর্গ অধিকার ?

৫

তাই মা তোমারে বুঝি স্বর্গে দেবগণ
সকলে পূজিছে করি অকালে বোধন !
উদ্ধারিতে স্বর্গরাজ্য, সাধিতে দেবের কার্য্য,
ঘুচাইতে দেবতার যত জ্বালাতন,
গেলে কি দেবের দেশে, পাপ সংহারিণী বেশে,
দুরন্ত দানবকুল করিতে নিধন ?

যেখানে অধর্ম্ম পাপ, শোক দুঃখ পরিতাপ,
প্রবলে দুর্ব্বলে করে সদা নিপীড়ন,
যেখানে যে মোহে মত্ত, পায় দলে ন্যায় সত্য,
কলে বসে নানা ছলে হরে পরধন,
শক্তিরূপে অবতরি, তুমি সে দুর্দ্দশা হরি,
শিষ্টের পালন কর দুষ্টের দমন!
তাই তোমা স্বর্গে আজ পূজে দেবগণ।

৬

যাও গো জননী তবে যথা প্রয়োজন,
যেখানে অধর্ম্মে পাপে, দীন দুঃখী দিন যাপে,
যাও তথা শক্তিরূপে কর মা গমন!
নিবারিয়ে ভয় ত্রাস, হাহাকার হাহুতাশ,
দশ হাতে সুখ শান্তি কর বিতরণ।
উদ্ধারি ভাওয়াল ভূমি যাও আজ স্বর্গে তুমি,
আনন্দে বন্দনা করি তব শ্রীচরণ,
যাও গো জননী তব যথা প্রয়োজন।

৭

ভাওয়ালের দুঃখ ভয় হইয়াছে দূর,
কুমারেরা তিনজনে, পালিবেন প্রজাগণে,
কি সাধ্য উৎপাত আর করিবে অসুর?
স্থিরমতি তিন ভাই, এক প্রাণ—ভিন্ন নাই,
একান্ত প্রজার প্রিয় স্বভাবমধুর,
ভাওয়ালের হিতে রত, স্বদেশ-মঙ্গল-ব্রত
আনন্দে ভাসিছে আজ তাই দেবপুর!
ভাওয়ালের বনে বনে বসন্তের সমীরণে,
কীর্ত্তির কোমল কণ্ঠে শুনা যায় সুর,
হাসে তরু হাসে লতা, ভুলিয়া সে গত কথা—
সুগন্ধ মুকুলে পুষ্পে—প্রসন্ন প্রচুর!
ভাওয়ালের দুঃখভয় হইয়াছে দূর!

পাইয়া অমরাবতী,   কিন্তু গো ভুলো না সতী,
তব আদরের এই প্রিয় দেবপুর,
করিও মা আশীর্ব্বাদ,   পূরে যেন তব সাধ ;
তোমার স্নেহের স্মৃতি বড় সুমধুর.
তোমারি প্রসাদে দুঃখ হইয়াছে দূর !

(নব্যভারত, বৈশাখ, ১৩১৪ পৃ. ২৫-২৬)

স্বদেশ

স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে এ দেশ তোমার নয় ;—
এই যমুনা গঙ্গা নদী, তোমার ইহা হত যদি,
পরের পণ্যে, গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয় ?
গোলকুণ্ডা হীরার খনি, বর্ম্ম ভরা চুনি মণি,
সাগর সেঁচে মুক্তা বেছে পরে কেন লয় ?
স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এ দেশ তোমার নয় ।

২

এই যে ক্ষেতে শস্যভরা, তোমার এ নয় একটি ছড়া,
তোমার হ'লে তাদের দেশে চালান কেন হয় ?
তুমি পাও না একটি মুষ্টি, মরছে তোমার সপ্তগোষ্ঠী,
তাদের কেমন কান্তি পুষ্টি—জগৎ ভরা জয় ।
তুমি কেবল চাষের মালিক, গ্রাসের মালিক নয় !

স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এ দেশ তোমার নয়,
এই যে জাহাজ, এই যে গাড়ী, এই যে পেলেস—এই যে বাড়ী,
এই যে থানা জেহেলখানা—এই বিচারালয়,
লাট ছোটলাট তারাই সবে, জজ মাজিস্টর তারাই হবে,
চাবুক খাবার বাবু কেবল তোমরা সমুদয়—
বাবুর্চি, খানসামা, আয়া, মেথর মহাশয় !

৪

স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে এ দেশ তোমার নয় !
আইন কানুনের কর্ত্তা তারা, তাদের স্বার্থ সকল ধারা,
রিজার্ভ ভরা সুখসুবিধা তাদের ভারতময়,
তোমার বুকে মেরে ছুরি, ভরছে তাদের তেরজুড়ি,
তাদের চার্চ্চে তাদের নাচে তাদের বলে ব্যয় ;
একশ রকম টেকস দিবা, ব্যয়ের বেলা তোমার কিবা
গাধার কাছে বাধার বল বাঘের কবে ভয় ?
স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এ দেশ তোমার নয় !

৫

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এ দেশ তোমার নয় !
যে দেশ যাদের অধিকারে, তারাই তাদের বলতে পারে,
কুকুর মেকুর ছাড়াল কবে দেশের মালিক হয় ?
যে সব বাবু বিলাত গিয়ে, বাবুনীদের সঙ্গে নিয়ে,
প্রসবিয়ে আন্‌ছে তাদের শাবক সমুদয়,
'বৃটিশ বরণ' ব'লে দাবি কর্লে নাকি বিলাত পাবি ?
লজ্জাহীনের গোষ্ঠী তোরা নাইক লজ্জা ভয় !
এই যদি রে 'বৃটিশ বরণ' লজ্জা কারে কয় ?

৬

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এ দেশ তোদের নয়,
কার স্বদেশে কাদের মেয়ে, এমনতর পথে পেয়ে,
জোর জবরে গাড়ীর ভিতর কাপড় কেড়ে লয় ?
নপুংসকের গোষ্ঠী তোরা, জন্ম-অন্ধ কানা খোঁড়া,
ভিস্তিয়ালা পান্ধাকুলী—পীলা ফাটার ভয় !
কার স্বদেশে সর্ব্বনেশে এমন অভিনয় ?

৭

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এ দেশ তোদের নয় !
'যাহার লাঠি তাহার মাটি' চিরদিনের কথা খাঁটি,
এ ত না[illegible] চা'র পেয়ালা চুমুক দিলে জয় !

দেখতে যারা কাঁপে ডরে, মার্‌বার আগে আপনি মরে,
ঘুষির বদল খুশি করে—'সেলাম মহাশয় !'
স্বদেশ স্বদেশ করিস্‌ কারে, এ দেশ তোদের নয় !

৮

স্বদেশ স্বদেশ করিস্‌ কারে, এ দেশ তোদের নয় !
সোনার বাঙ্গলা সোনার ভূমি হীরার ভারত বল্লে তুমি,
ভারত তোমার আসবে কোলে, এই কি মনে লয় ?
'সোনা' 'যাদু' মিষ্টিভাষে, ছেলেমেয়ে কোলে আসে,
স্বরাজ তাহে নারাজ, চাহে কাজের পরিচয় ।
কবির কথায় তুষ্ট নহে 'ভবি' মহাশয় !

৯

স্বদেশ স্বদেশ করিস্‌ কারে, এ দেশ তোদের নয় !
তাদের রাজ্যে তোদের থাকা, তাদের বেঙ্কে তোদের টাকা,
তাদের নোটে ভারত ঢাকা—বিশাল হিমালয় !
তাদের কলে তোরাই কুলি, তারাই নিচ্ছে টাকাগুলি,
তোদের কেবল ভিক্ষার ঝুলি—ক্ষুধায় মৃত্যু হয় !
তারাই রাজা, তারাই বণিক, তারাই সমুদয় !

১০

স্বদেশ স্বদেশ করিস্‌ কারে, এ দেশ তোদের নয়,
কিসের বা তোর নেপাল ভুটান, সবাই তাদের পায়ে লুটান,
কুত্তার মত পুচ্ছ গুটান—শিয়াল দেখে ভয় !
অই যে ওদের 'কাটামুণ্ড' সত্যই ও কাটা মুণ্ড,
রাহুর যেমন মরা তুণ্ড হা করিয়ে রয় ।
কেতুর মত পুচ্ছ লুটান ভুটান মহাশয় !

১১

স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে, এ দেশ তোদের নয়,
করদ মিত্র—নবাব রাজা, সবাই দেখি দক্ষ সাজা,
একটাও নয় মানুষ তাজা—অজার মাথা বয়,

ওগুলা সব মানুষ হলে, কোন্ দিকে কে যেত চলে,
ডেনিস পেনিস টেনিস খেলে ভারতভূমি লয় ?
মরুদেশের গরু কাটা ভারত করে জয় ?

১২

স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে, এ দেশ তোদের নয়,
যখন বাদ্‌সা মুসলমান, তখন তাদের "হিন্দুস্থান",
ইংরেজ 'ইণ্ডিয়া' বলে এখন কেড়ে লয় !
অযোধ্যা কই —'আউধ' এ যে, দাক্ষিণাত্য ডেকান সে যে,
'সিলনে' গিলেছে লঙ্কা - মুক্তা মণিময় ।
ডমাউন আর ডিউ গোয়া, চুনিপান্না সোনার মোয়া,
যায় না তাদের ধরা ছোঁয়া—কে দেয় পরিচয় ?
বারণাবত—ইন্দ্রপ্রস্থ, কই সে তোদের সে সমস্ত.
'দিল্লী'র 'ডীল্লি' হলো, আরো বা কি হয় ।
স্বদেশ বলে কর্লে দাবি, আর কি তোরা এ দেশ পাবি ?
এ নয় তোদের ভারতবর্ষ চির হর্ষময় !

১৩

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এ দেশ তোদের নয়,
কই সে শিল্প, কই সে কৃষি, কই সে যজ্ঞ—কই সে ঋষি,
কই সে পুণ্য তপোবনে ব্রহ্ম বিদ্যালয় ?
কোথায় বা ব্রহ্মচর্য্য, অসীম স্থৈর্য্য, অসীম ধৈর্য্য,
কই বা উগ্র সে তপস্যা—ইন্দ্রে লাগে ভয় ?
কোথায় অসীম শৌর্য্যে-বীর্য্যে অসুর পরাজয় ?
স্বপ্নে দেখে গোলাগুলি, চম্‌কে উঠিস্ ভেড়াগুলি,
উইয়ের ঢিবি দেখে তোদের শিবির বলে ভয় !
প্রতিজনের প্রতি বক্ষে, কোটি কোটি, লক্ষে লক্ষে,
কই সে তাদের দেশভক্তির দুর্গ সমুদয়,
বিশ্বগ্রাসী অগ্নিসিন্ধু, কই সে বুকের রক্তবিন্দু,
পর্ণ থাকুক দর্শনে তার শত্রুকুলক্ষয় !

লোহার চেয়ে মহাশক্ত, ভক্ত-বীরের মাংস রক্ত,
তাদের বুকের অস্থি দিয়া বজ্র তৈয়ার হয়,
ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রথম আসি, তাইতে তারা দৈত্য নাশি,
পুণ্যভূমি ভারতভূমি প্রথম করে জয়।
তাদের 'স্বদেশ' ভারত ছিল, তোদের স্বদেশ নয়।

(নব্যভারত, পৌষ, ১৩১৪, পৃ ৪৯৬-৪৭১)

হেমাঙ্গিনী ঘোষ

(মৃত্যু—৩১শে ভাদ্র, মঙ্গলবার, শুক্লাদশমী—প্রাতঃকাল)

১

একাকিনী অসহায়া বিধবা রমণী,
একমাত্র শিশু দুটি আশার সম্বল,
অশ্রু দিয়া দিন গণে দিবসরজনী,
জীবনে বর্ষিবে আর কত অশ্রুজল!

কবে গেছে প্রিয় পতি কোথা কোন্ দেশে,
কবে যাবে তার কাছে ভাবনা কেবল,
নিদ্রা গেছে মনোরথে তাহার উদ্দেশে
স্মৃতি আছে পথ চেয়ে পল অনুপল!

কল্পনা গড়িলে তাঁরে আঁখিজলে মুছে,
বিশ্বাসে পাইলে কাছে নিঃশ্বাসে উড়ায়
জীবনের এই স্বপ্ন আজি গেছে ঘুচে,
সে আজি সত্যই পতি পাইয়াছে হায়!
আজি সে অনন্তধামে, অনন্ত সন্তোষ,
পুণ্যবতী সাধ্বীসতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ!

২

শুভ্র কান্তি শুভ্র বেশ বিশুদ্ধ বিধবা,
জ্যোতির্ম্ময়ী ব্রহ্মবিদ্যা শুভ্র সরস্বতী,
যোগমগ্ন তপস্বীর তপসমুদ্ভবা,
মুমুক্ষুর ভক্তি মুক্তি শান্তি মূর্ত্তিমতী !
কামনা আকাঙ্ক্ষা আশা জ্ঞান কর্ম্মযোগ,
একমাত্র পতিপদে বিশ্বপতিরূপে,
বাক্য মন দেহে দিয়া যা করে সম্ভোগ,
সকলি অর্পিত তার দক্ষিণাস্বরূপে।
উৎপীড়িত উপেক্ষিত দরিদ্র ভিখারী,
ক্ষুধিত আতুর অন্ধ দীনদুঃখী জন,
রোগে শোকে সকলের নিত্য সেবাকারী,
নিঃস্বরূপে পূজিয়াছে বিশ্ব নারায়ণ।
পবিত্র চরিত্রে তার দেবতা সন্তোষ,
পুণ্যবতী সাধ্বীসতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ।

৩

হেমন্তের হৈমমেঘ কনক-কিরণে,
আলো করে বিশ্বরাজ্য স্বর্গ ধরাতল,
কিন্তু যবে নিদাঘের ঘোর উৎপীড়নে—
অত্যাচারে দগ্ধ করে ধরণী শ্যামল,
তখন সে ক্ষোভে রোষে ভীমা ভয়ঙ্করী,
ধরে সে ভৈরবী মূর্ত্তি করালী কালিকা,
পদাঘাতে ভাঙে ব্যোম, দিক্ দগ্ধ করি
নয়নে জ্বলিয়া উঠে শত বজ্র শিখা !
তেমনি তুমিও দেবি আর্ত্তের রক্ষণে,
অবতীর্ণা রণক্ষেত্রে ছিন্নমস্তাবৎ,
পরাজিয়া দৈত্যদল একাকিনী রণে
রাখিলে অক্ষয়কীর্ত্তি ঘোষিবে জগৎ !
পবিত্র চরিত্র তব নির্ম্মল নির্দোষ,
পুণ্যবতী সাধ্বীসতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ।

৪

পর্ব্বত প্রান্তরে কিম্বা কানন কান্তারে,
যখন যেখানে থাকি – নিকটে কি দূরে,
না চাহিতে দেয় আলো সতত আমারে.
দিবা নিশি রবি শশী সাথে সাথে ঘুরে !
তুমি থেকে তারো ঊর্দ্ধে—বৈকুণ্ঠে গোলোকে,
জ্বলিতেছ ব্রহ্মতেজে বিশ্বের জীবন,
বরষি স্নেহের সুধা, দুঃখে রোগে শোকে,
দিবা নিশি করিতেছ শান্তি বিতরণ !
রোধিবে তোমার জ্যোতি তোমার কিরণ,
নাহিক এখন মেঘ, হেন কুজ্ঝটিকা,
সর্ব্বভেদী—সর্ব্ব আত্মা সর্ব্ব-দরশন
সর্ব্বরূপে জ্বলে আজি তব রূপ-শিখা !
তোমারি প্রসন্ন হাসি প্রভাত প্রদোষ,
পুণ্যবতী সাধ্বীসতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ ।

(নব্যভারত ফাল্গুন, ১৩১৪, পৃ. ৫৭৭-৫৭৮ ।)

তাড়কার বন

আবার ভারত হইয়াছে তাড়কার বন !
আবার দারুণ রাক্ষসেরা, সারা ভারত কর্লে ঘেরা,-
জলে স্থলে দিগ্‌দিগন্ত সকল আচ্ছাদন !
ছিল রাজ্য যত ক'টি, সকল হ'ল পঞ্চবটী,
শঙ্কা নাইক ডঙ্কা মেরে, বেড়ায় খর দূষণ !
আবার ভারত হইয়াছে তাড়কার বন !

২

আবার ভারত হইয়াছে তাড়কার বন !
নাইক দেশে দুগ্ধ-হবি, গরু বাছুর খাচ্ছে সবি—
উজাড় কর্লে রাক্ষসেরা পশুপক্ষীগণ,—

নাইক মাংস, নাইক মৎস্য, নিত্য লুঠে ফুল শস্য,
উপবাসী ভারতবাসী—নিত্য অনশন।
পশুর চর্ম্ম পশুর হাড়, তাও দেশে রয় না আর,
শূন্য ভাগাড পাশে কাঁদে শিয়াল শকুনগণ।
পাখীর পালক-তৃণগুচ্ছ, কিবা উচ্চ কিবা তুচ্ছ,
ঊর্দ্ধ পুচ্ছে কর্চ্ছে তারা কেবল বিলুণ্ঠন।
আবার ভারত হইয়াছে তাডকার বন!

৩

আবার ভারত হইয়াছে তাড়কার বন!
আবার পুণ্য মাতৃযাগে, রাক্ষসেরা মত্ত রাগে,
অধীর হয়ে রুধির ধারা কর্চ্ছে বরষণ।
আবার দারুণ অত্যাচারে, কাঁদছে প্রজা হাহাকারে,
অবিচারে কারাগারে আবার নির্ব্বাসন।
আবার বন্দুক—আবার লাঠি, আবার মাথা ফাটাফাটি,
রক্তে রাঙ্গা আবার মাটি—আবার বাজল রণ।
একটা কি নাই বিশ্বামিত্র, দেশের মিত্র—বিশ্বমিত্র,
অনুরাগে মাতৃযাগে জীবন করে পণ?
নাই সুমন্ত্র, নাই বশিষ্ঠ, কেউ দেখে না দেশের ইষ্ট,
আত্মনিষ্ঠ পাপিষ্ঠেরা—অন্ধ দু'নয়ন?
কেবল কি নাই করুষ—মলদ, সারাটা দেশ সবি বলদ,
একটা কি নাই কেউ দশরথ দিতে রামলক্ষ্মণ?
হিন্দুর বংশ কোটি কোটি, দে'না ছেলে সবাই দু'টি,
দেখব কেমন রক্ষে করে যজ্ঞ নিবারণ!
হিন্দুর বালক ডরায় কারে? বধবে তারা তাড়কারে,
করবে আবার বাহুবলে যজ্ঞ উদ্‌যাপন!
সর্ব্বজয়ী হিন্দুর ছেলে, শিবের ধনুক ভেঙে ফেলে,
লাভ করিবে ভারতলক্ষ্মী কীর্ত্তি অতুলন,
জনকপুরে কনক-সীতার নূতন নিমন্ত্রণ!

৪

এবার ভারত বেড়িয়াছে লঙ্কার রাবণ,
হারে মূর্খ, হারে অন্ধ, এবার নয় সে সেতুবন্ধ,
আগেই এসে নাগপাশে সে করেছে বন্ধন !
আগেই এসে গাড়ছে থানা, আগেই তারা দিচ্ছে হানা,
বন্দুক আর তীরধনুকে দিতে হবে রণ !
বিশ্ববাসী কোটিভুজে, রাক্ষসেরা এবার যুঝে,
দশমুণ্ড কুড়িহস্ত নয় সে দশানন ;
এ রাবণের নাই সে সংখ্যা, নূতন লঙ্কা নূতন ডঙ্কা,
নূতন বলে নূতন কলে নূতন প্রহরণ !
প'রে জটা বল্কল চীর, আয় না হিন্দুর বালক বীর,
বক্ষে ভক্তি পৃষ্ঠে তূণীর কক্ষে শরাসন,
ভাইয়ের পাছে আয় না ভাই, মায়ের কাজে বিপদ নাই,
ভক্তি বলে শক্তিশেলের হবে নিবারণ !
এবার ভারত বেড়িয়াছে লঙ্কার রাবণ !

৫

এবার ভারত বেড়িয়াছে লঙ্কার রাবণ !
ধরিয়া রাক্ষসী মায়া, শূর্পনখা পাপের ছায়া,
সাগরী নাগরী মাগে প্রেমের আলিঙ্গন,
ভীষণ উহার 'মিশন' লীলা, সারা ভারত গরাসিলা,
নাক কেটে দে—দূর করে' দে—করুক পলায়ন।
চুলের কাঁটা, কাচের চুড়ি, সোডাসাবান রঙ্গের গুঁড়ি,
ব্রাণ্ডি হুইস্কি বিয়ার, শেরী ক্লারেট শাম্পিয়ান,
কতই বসন কতই ব্যসন, টেবিল চেয়ার কতই আসন,
চা চাকোলেট চুরট কফি,—কতই প্রলোভন—
চীনের পুতুল টিনের গাড়ী, ছেলেখেলার কাঠের বাড়ী,
শিয়াল কুকুর ছাগলভেড়া অপার অগণন,
এবার কেবল নয় কুরঙ্গ, অনন্ত মারীচের রঙ্গ,
গরাসিছে সিন্ধু বঙ্গ—শিক্ষা-দীক্ষা-মান !

ভুলাইয়া ঘোর কুহকে, মায়াবীও দারুণ ঠকে,
ভারত-লক্ষ্মী সীতা চুরির কর্ছে আয়োজন।
সাবধানে থাক্ রে সবে, ঘরের লক্ষ্মী ঘরে রবে,
আবার পাবি আপন রাজ্য আপন সিংহাসন।

(নব্যভারত, বৈশাখ, ১৩১৫, পৃঃ ৫০.৫১)

জগন্নাথের রথযাত্রা

গান

১

আবার লইয়া রথ, উজলিয়ে এ ভারত
যদি হে আসিলে জগন্নাথ,
কিন্তু কেন রথ খালি, হে কৃষ্ণ, হে বনমালী,
কোথা সে অর্জ্জুন তব সাথ?
এলে বটে পুনরপি, কোথা সেই ধ্বজা-কপি,
শুনি না সে ভীষণ চীৎকার,
শত্রুর শোণিত মাখা, কোথা সে রথের চাকা,
মেদ মজ্জা ক্লেদ চিহ্ন তার?
কোথা সেই শঙ্খ রব, স্তিমিত স্তম্ভিত সব -
দিগন্ত ভাঙিয়া কই ছুটে.
কোথা সে গাণ্ডীব ধনু, লৌহময় ভীম তনু,
অর্জ্জুনের বজ্র করপুটে?
কোথা রাজা যুধিষ্ঠির কোথা বৃকোদর বীর,
সহদেব কোথা সে নকুল,
আজিও অজ্ঞাতবাস, আজো বিরাটের দাস,
আজিও কি ভাঙে নাই ভুল?
আজিও কি শমী গাছে, স ধনুক বাঁধা আছে,
বর্ম্ম চর্ম্ম গদা অসি পাশ.
আজিও কি শবরূপে, রয়েছে সমাধিস্তূপে
মহাশক্তি ব্রহ্মাণ্ড-বিনাশ?

২

কল্পনা আশার নেত্রে, এ পুণ্য ভারতক্ষেত্রে,
কুরুক্ষেত্র চেয়ে আছে আজি,
বাজিল ভীষণ রণ, কৌরব পাণ্ডব গণ
দুই দিকে দুই দল সাজি।
কোথা বীর ধনঞ্জয়, রহিয়াছে এ সময়,
কেন সে হয় না আগুসার,
ক্লীব কাপুরুষ বেশে, ঘৃণিত দাসত্ব ক্লেশে,
জীবন যাপিবে কত আর ?
সৈরিন্ধ্রী ভারত-রাণী, হায় কি কলঙ্ক গ্লানি,
কীচকে করিছে অপমান,
পাপিষ্ঠে হরিছে বস্ত্র, পাণ্ডব নিঃস্ব-নিরস্ত্র,
নাহি হয় তেজে আগুয়ান !
দেও গীতা উপদেশ, আবার জাগুক দেশ,
ভীরুতা করিয়া পরিহার,
জাগুক অর্জ্জুন শত, লইয়া স্বদেশ ব্রত,
গাণ্ডীব ধরিয়া পুনর্ব্বার !
বাজাইয়া পাঞ্চজন্য, ভারত করিয়া ধন্য,
লইয়া এস হে সব্যসাচী,
তুমি হে সারথি যার, নিশ্চয় বিজয় তার,
তব পানে তাই চেয়ে আছি।

(নব্যভারত, আষাঢ়, ১৩১৫, পৃঃ ১৪৯-১৫০)

তোমরাও মানুষ

১

তোমরাও মানুষ ! তোমরাও মানুষ !
যেমন, সুইডেনে সুইডিস, ফ্রান্সে ফরাসিস,
ডেনিস স্পেনিস যেমন পর্টুগীস,
তেমি,
তোমরাও মানুষ ! তোমরাও মানুষ !

২

যেমন তাদের অবয়ব
তেমনি তোমাদেরো সব,
তাদের চরণ যেমন শক্তিপূর্ণ,
অত্যাচার অবিচার করিতে চূর্ণ ;
তেম্নি, তোমাদেরো পদে বিধাতা দিয়েছে বল
মর্দ্দিতে মথিতে দেশের অমঙ্গল।

৩

রুষ, ফরাসিস, জার্ম্মেন, ইংরাজ,
তারা করে যেমন তাদের দেশের কাজ
তারা যেমন বোনে তাদের দেশের বস্ত্র,
তারা গড়ে যেমন তাদের দেশে অস্ত্র,
তারা গড়ে যেমন তাদের দেশে জাহাজ,
তোমাদেরো বিধাতা দিয়েছে হস্ত,
তোমাদেরো প্রতি তেমনি ন্যস্ত,
করিতে তোমাদের দেশের কাজ!

৪

তারা যেমন তাদের হৃদয়-ভরা রক্ত,
তাদের দেশের হিতে করে তারা দান,
তারা যেমন তাদের দেশের ভক্ত,
তারা যেমন তাদের দেশের জন্য দেয় প্রাণ,
তেম্নি,
তোমাদেরো জন্মভূমি, তোমাদেরো দেশের হিতে,
তোমাদেরো দেহ অস্থিমজ্জা রক্তমাংসে গড়া,
তোমাদের দেশের কল্যাণে বিধাতা দিয়েছে দিতে
তোমাদেরো বক্ষে ধমনী শিরা তপ্তরক্ত ভরা!

৫

তাদের দেশের শস্য ফলে,
তাদের দেশের জলেস্থলে,
যেমন তাদের অধিকার,
তোমাদের দেশের ধান্য যব,
ফলমূল কন্দ শস্য সব,
গিরি মরু প্রান্তর নভ অর্ণব,
তেম্নি, তোমাদের স্বত্ব—রাজ্য বিস্তার !

৬

তাদের দেশের রত্ন ধন তাদের লাগি,
কেহ নহে তাদের অংশী-ভাগী,
তাদেরি স্বত্ব—তারাই মালিক তার,
তেম্নি এ দেশের খনিমণি সব,
হীরা মণিমুক্তা রত্ন বিভব,
তোমাদের স্বত্ব—তোমাদের অধিকার !

৭

তারা যেমন পেয়েছে মানবের স্বত্ব,
স্বাধীন চিন্তা স্বাধীন ইচ্ছা বিধাতার দত্ত,
উত্থানপতন নিজের আয়ত্ত
তোমাদেরো ঠিক তাই,
তোমাদের নিজ দেশের উন্নতি,
করিছে নির্ভর তোমাদের প্রতি,
কারে মেরে কেহ হবে অধিপতি,
বিধাতার হেন আদেশ নাই !

৮

তাদের দেশে কেহ গিয়া করিলে জবরদস্তি,
তারা দেয় তার ভাঙিয়া অস্থি,
তারা বলে তাদের দস্যু—চোর,

তোমাদের দেশ যদি কেহ লুঠে,
তোমাদের অস্থি চূর্ণ করে বুটে,
তোমাদের পদ তাহে যদি উঠে,
কেন অপরাধ হবে কঠোর ?

৯

তারা দেয় না তাদের দেশে কারে যাইতে,
মুটে মজুরি করে খাইতে,
দেয় না তাদের পথে কারে হাঁটিতে,
বসিতে দেয় না তাদের মাটিতে,
এমনি তাদের আইন বিধান,
তোমরা যদি রোধ তোমাদের গৃহদ্বার,
তেমনি যদি তোমরা কর বহিষ্কার
শকুনের বাসা ভেঙে দাও কার,
তাতে কেন হবে অভিমান ?

১০

সত্য, সকল দেশেই সত্য এক সমান,
বায়ুতে সকলেরই বাঁচায় প্রাণ,
আঘাতে লাগে ব্যথা অপমান,
তোমারো যেমন আমারো তেমন—এক সমান।

১১

তাদের দেশে যাহাতে পুণ্য
আমাদের দেশে তাহাতে পাপ ?
তাদের দেশে যাহাতে আশীর্ব্বাদ,
আমাদের দেশে কি তাতে অভিশাপ ?
তাদের দেশে যে কাজে বলে সাধু,
আমাদের দেশে করিলে সে কি ভণ্ড ?
তাদের দেশে যে কাজে পায় শান্তি,
আমাদের দেশে পাইবে রাজদণ্ড ?
তাদের দেশে যারে বলে গ্যারিবল্ডি,
যারে বলে ম্যাটিসিনি,

আমাদের দেশে সেই নানাসাহেব, কুমার সিং—
সেই সিপাই মিউটিনি ?
তাদের দেশে যাহা ধর্ম্ম,
তাদের দেশে যাহা ধন্য,
আমাদের দেশে সেই কর্ম্ম,
—দোষের হবে কি জন্য ?
তারা প্রাণ দিয়া সত্যেরে রাখে সত্য,—
ইংরাজ ফরাসী রুষ,
তোমরাও, সত্যের প্রতিষ্ঠা করি দেখাও মহত্ত্ব,
নহিলে কাপুরুষ।

(নব্যভারত, আশ্বিন, ১৩১৫)

শোক

শোক কি ? সে নহে দুঃখ, অসহ্য সে সুখ,
সহিতে পারে না যাহা অস্থিমাংসমেদ,
দলিয়া পেষিয়া যায় চূর্ণ করি বুক,
বক্ষেতে বিঁধিয়া যাহা কক্ষ করে ভেদ !

শোক কি ? বিরহ নহে, অসহ্য মিলন ;—
বাহির হইতে যাহা তীব্র বেগভরে
হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে করি অন্বেষণ,
আগ্রহে আত্মারে আত্মা আত্মসাৎ করে।

শোক কি ? বিলাপ নহে, বীজমন্ত্র তার ;
শোক কি ? নিরাশা নহে, নব আশা ভরা,
শোক কি ? সন্ন্যাস নহে, প্রীতি ফুল্ল হার,
শোক কি ? বিস্মৃতি নহে, আপনা পাসরা।
দেবতা পেয়েছে সুধা, মানুষের শোক,
কৃতার্থ সৌভাগ্যশালী ধন্য নরলোক !

(বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ, ১৩১৫,)

ভাওয়ালে

১

আমি পরবাসী।
ঘুরছি আমি নানান্ দেশে, নানান্ কষ্টে নানান্ ক্লেশে,
মন বসে না কোনখানে, পানার মত ভাসি,
কিন্তু যখন আসি হেথা, ভুলি প্রাণের সকল বেথা,
দুদিন পরে ঘুরে ফিরে তাইতে আবার আসি,
আমি পরবাসী।

২

আমি পরবাসী,
দিক্‌দিগন্ত আছে ব্যাপি, উর্দ্ধে উঠছে আকাশ ছাপি,
হাজার হাজার গজার বনের সবুজ শোভারাশি,
সিন্ধু যেন শ্যামতরঙ্গে, খেলছে বনের অঙ্গে অঙ্গে,
শীত বসন্তে সমান ফোটে ফেন-পুষ্প হাসি,
আমি তাই দেখিতে আসি।

আমি পরবাসী,
বনভরা সব যত টিলা, মাথায় আছে আকাশ মিলা,
মরকত মন্দিরের মত শোভা পরকাশি,
ঝাঁকে ঝাঁকে মেলে পাখা, উডছে মায়ের শ্বেত পতাকা,
বৈশাখ মাসে বকের শোভা দিক্‌দিগন্তে ভাসি,
আমি তাই দেখিতে আসি!

৪

আমি পরবাসী,
শলক হরিণ খেল্‌ছে বনে, সতত প্রফুল্ল মনে,
ভাই ভগিনীর মত আমি তাদের ভালবাসি,
প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী, বাঘ ভালুকও একই দেশী,
তেজবীর্য্য স্বাধীনতা অরণ্যবিলাসী।
আমি তাই দেখিতে আসি!

৫

আমি পরবাসী,
শুক্‌না বিলে শুক্‌না খালে, বন-বরাহ পালে পালে,
খুঁজ্‌ছে শালুক পদ্মনালে সলিল-পিপাসী,
বৈশাখে চাতকের ডাকে, নবীন জলদ থম্‌কে থাকে,
বনবালা পূজ্‌ছে দিয়ে ভাটি ফুলের রাশি !
আমি তাই দেখিতে আসি !

৬

আমি পরবাসী,
বনে বনে ডাকছে কত, দয়াল শ্যামা অবিরত,
মূর্ত্তিমতী রাগ-রাগিণী—তারাও বনবাসী,
ব্যাঘ্র'রবে স্তব্ধ রবি, কি ভীম বন-ভৈরবী !
দাবাগ্নিতে জল্‌ছে সাহস-দীপক অগ্নিরাশি,
আমি তাই দেখিতে আসি !

৭

আমি পরবাসী,
কেমন পুণ্য বনদেশ, মহিষ আছে, নাইক মেষ,
বন্য শূয়র ধন্য সেও নহে অবিশ্বাসী,
অতি তুচ্ছ কীটপতঙ্গ, তারাও নহে সত্য-ভঙ্গ,
কুকুর নয় যে পা চাটিতে গলায় পরে' ফাঁসি,
আমি তাই দেখিতে আসি !

৮

আমি পরবাসী
কেমন আত্মনির্ভরতা ধন্য বন্য সজীবতা !
স্বাধীন মূর্ত্তি স্বাধীন স্ফূর্ত্তি সবাই উল্লাসী,
তাদের বন তারাই ভোগে, জরা মৃত্যু শোকে রোগে,
তারাই রাজা তারাই প্রজা তারাই অধিবাসী,
আমি তাই দেখিতে আসি !

৯

আমি পরবাসী,
মলে´ তারা ব্যাধের হাতে, বন্দুকগুলি বর্শাঘাতে,
দেয় না তবু স্বাধীনতা — কীর্ত্তি অবিনাশী !
কি মহান্ সে বন্য ধর্ম্ম, বান-প্রস্থ মহাকর্ম্ম,
এর কাছে বা কোথায় লাগে গয়া গঙ্গা কাশী,
আমি তাই দেখিতে আসি !

১০

আমি পরবাসী,
ধন্য বন্য পশুপক্ষী, ধন্য বন্য রাজলক্ষ্মী.
দর্শনে তার চিত্ত জুড়ায় মহাপাতক নাশি,
পর্শনে তার পুণ্য বায়ু, বৃদ্ধি করে পরমায়ু,
নির্ভয়ে ধমনী নাচে বুকের রক্তরাশি,
আমি তাইতে হেথা আসি !

১১

আমি পরবাসী,
বর্ষাকালে বেলাই বিলে; শাপ্‌লা শালক সুন্দী মিলে
কমলবনে ফুটে উঠে কমলার সে হাসি,
ভারতী কি স্নেহের তরে, বীণা রেখে কবির করে,
পদ্ম-সরে হয়ে আছেন পদ্মবনবাসী,
আমি তাই দেখিতে আসি।

১২

আমি পরবাসী,
চিলাই যখন দুকূল ভরা, দুই তীরে তার ধান আর ঝরা,
নূতন সবুজ শাড়ী পরা কলহংস[illegible]সী,
কবের অণুরেণু বা কার, অমল জলে ফুটছে তাহার,
কমলকুমুদ রূপে গন্ধে চিতা-ভস্ম-রাশি !
আমি তাই দেখিতে আসি !

১৩

আমি পরবাসী,
শরতে সে শশীর হাসে, শ্যামল বনভূমি ভাসে,
হেমন্তে সে হেমাঞ্চল লুটায় পাশাপাশি,
খেতে খেতে সোনা ঢালা, আনন্দে কৃষকের বালা,
হুলু দেয়, কাঁচি হাতে খেতে যায় চাষী,
আমি তাই দেখিতে আসি।

১৪

আমি পরবাসী,
ওগো শ্যামা বনভূমি বিপুলা বিশালা তুমি,
কবিতা কল্পনা মোর তোর চিরদাসী,
আমি বা বুঝিব কি মা, তোর ও শ্যামমহিমা,
তথাপি সেবিব তোরে চির অভিলাষী,
আমি তাইতে হেথা আসি।

১৫

আমি পরবাসী,
দে কোলে একটুকু জা'গা, আমি অতি হতভাগা,
আমি যে সন্তান তোর উদাসী সন্ন্যাসী,
অণুতে রেণুতে মাখি, নে মা শ্যামাঞ্চলে ঢাকি,
জনমের মত মাগো মোছা অশ্রুরাশি,
আমি তাইতে হেথা আসি!

(নব্যভারত বৈশাখ, ১৩১৬)

বেদমন্ত্র

"পুনর্ম্মনঃ পুনরায়ুর্ম্ম আগন
পুনঃ প্রাণঃ পুনরাত্মা ম আগন্।
পুনশ্চক্ষুঃ পুনশ্রোত্রং ম আগন্॥"

আমাদের সেই আয়ু, আত্মা, প্রাণ মন,
ফিরিয়া আসুক পুন শ্রবণ নয়ন।
যাহা হইয়াছে নষ্ট—যাহা আর নাই,
ফিরিয়া আসুক তাহা—পুন তাহা পাই!
আসুক বাহুর বল বুকের সাহস,
ফিরিয়া আসুক সেই বীর কীর্ত্তি-যশ!

আসুক বিশ্বাস ভক্তি আসুক মমতা,
উদ্যম উৎসাহ বীর্য্য জিত-ইন্দ্রিয়তা!

আসুক সে সত্যনিষ্ঠা সংযম বিনয়,
সে তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য সুধাশান্তিময়!
ফিরিয়া আসুক সেই আনন্দমঙ্গল,
লইয়া পতাকা হস্তে জয় কোলাহল।
সেই বিদ্যা সেই বুদ্ধি আসুক সে জ্ঞান,
বেদমন্ত্রে করে কবি আবার আহ্বান।

(নব্যভারত, ভাদ্র, ১৩১৬)

স্বাধীনতা*

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি?
ছিলি নাকি ট্রান্সভালে, কোনদিন কোন কালে,
কিম্বা কী জোহান্সবার্গে হীরা সোনা ঢালি?
নীরক্ত বুয়ার বুক, নাহি তেজ একটুক,
ক্রুগার আগার আজ প্রিটোরিয়া খালি।
সে দেশ ছাড়িলি তাই, সেখানে আদর নাই,
তোর কি আদর জানি আমরা ঙ্গালী!
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি?

* বয়স ৪ বৎসর। ইহার ডাকনাম 'মাক্কী', সোহাগের নাম 'সোনার কুচি', পোশাকী নাম 'স্বাধীনতা'।

২

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
সেদিন লক্ষ্মণ সেন, মুখে উঠে রক্ত-ফেন,
সতর সিপাই হাতে তোরে দিল ডালি !
খিলিজি দাসের দাস, সে দিল গলায় ফাঁস,
আজিও জগৎ জুড়ে দেয় গালাগালি !
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি !

৩

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
যুটে ক'টা বনমেষ, বিসর্জ্জিল অবশেষ,
পশুর ঘৃণিত হেয় ক'রে চতুরালী,
হায় সে পাপীর লোভে, নরকে বাঙ্গলা ডোবে,
বাঙ্গলার ইতিহাসে মাখিয়াছে কালী !
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?

৪

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
নূতন আলোকমুখে, নূতন আনন্দ বুকে,
নূতন নূতন ভাবে কুটীর ভাসালি
নূতন নূতন আশা, নূতন নূতন ভাষা,
নূতন এ কাঁদা হাসা কোথা ইহা পালি ?
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?

৫

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
যুগযুগান্তের পারে, আলি বাঙ্গালীর ঘরে,
চঞ্চল পতাকাখানি অঞ্চলে উড়ালি !
কোথা আমেরিকা দেশ, সাগরের সীমা শেষ,
আনন্দে ব্রেজিল দেয় ব্রেভো—করতালি !
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?

৬

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
কোথা ছিলি এতদিন তুরুস্ক পারস্য চীন,
সবারি ফিরেছে দিন দেখি আজিকালি !
যে দেশে আসিলি নেচে, সকলি উঠিল বেঁচে.
ফিলিপাইন কিউবা সে কত ভাগ্যশালী !
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি !

৭

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
আমরা নেশায় ভোর, কি বুঝি সম্মান তোর,
দারোগা ডিপুটী মোরা পেদা আরদালী !
ক'—রে সে দেশের কথা, সে আদর সে মমতা,
কেমন জার্ম্মেন ফ্রেন্স বৃটন ইটালী ।
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে কালি ?

৮

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
ও মোর 'সোনার কুচি', পবিত্র সরল শুচি,
ও মোর মাণিক 'মাক্কী' মায়ের দুলালী,
কোথা কোন রণভূঁই, মাড়ায়ে আসিলি তুই,
কোথা রুধির রাঙ্গা চরণে মাখালি !
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?

৯

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
তুই ছুঁলে তৃণকুটা, সে যে হয় সোনামুঠা,
দেখিনিরে তোর মত হেন ইন্দ্রজালী !
তুই দিলে ভস্ম-ছাই, কোহিনুর হাতে পাই,
কাঞ্চনকৌস্তুভ হয় মাটি ধূলা বালি !
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?

১০

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
আবার নাচ্ রে ছুটে, রঙ্গিনী সঙ্গিনী জুটে.
নীলগিরি হিমকুটে কর ফালাফালি !
চরণের তলে শব, ভুলি মৃত্যু পরাভব,
জাগুক দীনের দীন অধীন বাঙ্গালী,
রণ রণ ঝন ঝন ঘন করতালি !

(নব্যভারত, আশ্বিন, ১৩১৬)

বিবাহের উপহার

["শ্রীমান্ সুপ্রসন্ন ও কুমারী সান্ত্বনার শুভবিবাহের উপদেশ" লেখেন নব্যভারতের সম্পাদক। ঐ বিবাহ উপলক্ষে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস, শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমনোমোহন দাস ও শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী, সান্ত্বনার সরলাদিদি প্রত্যেকেই কবিতা লেখেন আর শ্রীকালীনাথ ঘোষ ও শ্রীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গান রচনা করেন। গোবিন্দদাসের কবিতাটি এখানে উদ্ধার করা হলো।]

বিবাহ প্রণয় নহে—শুভ পরিণয়,
তপস্যা সাধনা যোগ, এ মিলনে উপভোগ,
কেবল কামনা-শূন্য কৈবল্য তন্ময় !
নহে মোক্ষ নহে স্বর্গ, ধর্ম্ম অর্থ চতুর্ব্বর্গ,
শুধু পূজা শুধু অর্ঘ্য ধ্যানে আত্মলয়,
প্রকৃত হিন্দুর বিয়া, কেবল আত্মস্থ ক্রিয়া,
সমুজ্জ্বল প্রজ্ঞা-নেত্রে কাম ভস্ম হয়।
যোগ সদা মূর্ত্তি ধরি, মিলে তাহে হরগৌরী,
আজিও সে কথা স্মরি শুদ্ধ হিমালয়।
বিবাহ প্রণয় নহে—কৈবল্য-তন্ময় !

বিবাহ প্রণয় নহে,—পুত্র প্রয়োজন .
পুত্র ও পিণ্ডের জন্য, উদ্দেশ্য নাহিক অন্য,
স্বজাতি স্বগোত্র বংশ রক্ষার কারণ ।
যখন অসুর দলে, পরাজিয়ে পশুবলে
লইল অমর রাজ্য রাজ-সিংহাসন—
দেবতার উপবাস ! দেবের মুখের গ্রাস—
দেবতার অন্নপিণ্ড করিল লুণ্ঠন,—
দেবের নরকে গতি. কি দুর্গতি ! কি দুর্গতি !
অমরের অপমৃত্যু -কি অধঃপতন ।
(তখন)
দেবের উদ্ধার তরে পরিণয় উমা-হরে,
জাতি গোত্র বংশ পিণ্ড রক্ষা প্রয়োজন—
কুমারের জন্ম তাই, অপর উদ্দেশ্য নাই,
তোমরা দম্পতি তাহা রাখিও স্মরণ,
ভগবান্ পূরিবেন আশা আকিঞ্চন !

নব্যভারত, মাঘ, ১৩১৬)

শাওন মাসে

শাওন মাসের লাল্‌ছা সন্ধ্যার কাল্‌ছা আকাশখান,
নীল সমুদ্রে লোহিত সাগর ডাকছে যেন বান্ !
বাহির বাড়ীর উঠানেতে শ্যামল ঘাসের দল,
নূতন জলে কর্চ্ছে যেন টল্‌মল্ টলমল্ ।
শিশুকোলে চন্দ্রমুখী বেড়িয়ে বেড়ায় তায়,
কল্‌কল্ জোয়ারের জল নাচে গঙ্গা পায় !
ক্ষীরোদ সিন্ধু হতে ইন্দু লইয়া ইন্দিরা,
উজলি দিক্ আসিছে ঠিক আবার যেন ফিরা !
সারা গায়ে উড়িছে চুল পাগলা পূবালা বায়,
অঞ্চল চঞ্চল হয়ে খেল্‌ছে দু'জনায় !

নীল ধবলে দলমলে শোভে ডাহিন বামে,
যমুনা জাহ্নবী যেন স্বর্গ হতে নামে!
দুধ খাতে দুহাতে সে শিশু সরায় তায,
যেখানে যমুনা গঙ্গার মিলন দু'জনায়!
চেয়ে চেয়ে যাচ্ছে নেয়ে গেয়ে মধুর স্বরে
সিন্ধুমথে মন্দরে কি বাম্কি অজগবে?
আবার ভাবে মনে মনে এই কি কৈলাসপুরে,
শিবের শিরে মন্দাকিনী অন্ধ হয়ে ঘুরে?
আমের ডালে চাতক ডাকে খাতক কোথা তার,
শাওন মাসে বিদেশ করে এমন পাতক কার?
কবি কহে এ প্রয়াগে অনুরাগে হায়,
মুড়ালে মাথা সকল ব্যথা সকল পাতক যায়!
থাক্ বিদেশে, যায় কি এসে? মিলন অন্তঃপুরে,
প্রেমের এমন দীঘল হস্ত স্বর্গমর্ত্ত্য জুড়ে!

(নব্যভারত, শ্রাবণ, ১৩১৭)

রাজা জগৎকিশোর*

১

রাজন্!
জগতে হৃদযরাজ্য রাজ্যের প্রধান,
এ রাজ্য করিতে জয়, শত বোনাপার্টি ক্ষয়,
শত আর্থারের পোর্ট রক্তে ভাসমান,
শত ক্রম্বি শত বোথা, কে জয় করিল কোথা?
ব্যর্থ তীঁর তরবার বন্দুক কামান,
ব্যর্থ ও অনল-ক্রীড়া, ব্যর্থ লোক-পীড়া,
ব্যর্থ অই রাজশক্তি রাজ-অভিমান!
জগতে হৃদয়রাজ্য রাজ্যের প্রধান!

---

* মুক্তাগাছার ভূম্যধিকারী বিখ্যাত দাতা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী

২

জগতে হৃদয়রাজ্য রাজ্যের প্রধান,
স্বর্গ তার তুল্য নয়. স্বর্গ যে করেছে জয়,
কত যে অসুর রূপ পশু বলবান্ !
কিন্তু কবে কোন্ দৈত্য, করিয়াছে আধিপত্য,
অনন্ত হৃদয়রাজ্যে—হেন ভাগ্যবান ?
ইন্দ্র কি অশনি দিয়া, জয় করিয়াছে হিয়া,
চক্র ফিরে বক্র হয়ে, দণ্ড খান খান,
গাণ্ডীব ত্রিশূল পাশ, সে যে ঘোর উপহাস !
চিরমুক্ত জয়যুক্ত অজেয় সে স্থান,
জগতে হৃদয়রাজ্য রাজ্যের প্রধান !

৩

রাজন্ !
তুমি এ হৃদয়রাজ্যে রাজা ভাগ্যবান,
তুমি এ ভারতময়, হৃদয় করেছ জয়,
অতুলন তব কীর্ত্তি—করুণার দান !
স্ত্রীপুত্র জানে না যেন, সঙ্গোপনে দেও হেন,
দিতে বা নিষেধ করে—ভয়ে ম্রিয়মাণ !
কি অপূর্ব্ব ভাবে ভোর, দেখি নাই হেন চোর,
জগৎ, জগতে নাই তোমার সমান।
কিন্তু—নিশা তমসায়, জলদ বর্ষিলে হায়,
কে না বল জানে তায়, না পায় সন্ধান ?
শ্যামশস্যে ওঠে হাসি, বাঁচে যত বিশ্বাসী
নবীন জীবনে জানে অবনীর প্রাণ !
তেমনি তোমার দানে, তোমারে সকলে জানে,
জানিয়াছে ভারতের সম্রাট মহান্,
তাহাতে করেছ জয়, সে পুণ্য-রাজ-হৃদয়,
হে রাজন্, রাজকুলে তুমি পুণ্যবান !

এই রাজোপাধি তার, রাজদত্ত উপহার,
সে জয়ের পুরস্কার কিরীট কৃপাণ ;
বিজয়ে দীন হৃদয়, করেছ বৈকুণ্ঠ জয়,
দিছে তাই রাজলক্ষ্মী নিজে ভগবান্ !

৪

রাজন্
জনমভূমির তুমি সুকৃতি সন্তান,
তোমার কিরীট ভাতি, জলে যেন দিবারাতি,
ক্লেশের শেষের নিশি করি অবসান !
বিনাশিতে দুঃখদৈন্য, ক্লেশের শেষের জন্য,
রহে যেন চিরমুক্ত তোমার কৃপাণ।
তোমার অগাধ অর্থ, দীনদুঃখী অসমর্থ,
দারিদ্র্য হইতে যেন করে পরিত্রাণ !
তোমার প্রতিজ্ঞা পণ, রহে যেন আজীবন,
সাধিতে দেশের হিত দেশের কল্যাণ ;
অসহায়া মাতৃভাষা, পূরিও তাহার আশা,
তাহারে করিও স্নেহে আশ্রয় প্রদান !
তোমার করুণা স্নেহ, না পেয়ে ফিরেনি কেহ,
বাঙ্গালীর দাতাকর্ণ তুমি ভাগ্যবান্ !
তব পুণ্য-প্রতিভায় শুভ্র অভ্র পতাকায়,
জাগে যেন চিরকীর্ত্তি গিরি হিমবান !
ভগবান বাসুদেব করুণ কল্যাণ !

(নব্যভারত, ভাদ্র, ১৩১৭)

হারায়ে গেছে 'সোনার কুচি'*

(মৃত্যু ১৩১৭ সন, ৩০শে আশ্বিন, শেষরাত্রিলক্ষ্মী—পূর্ণিমা)

আমার, হারায়ে গেছে সোনার কুচি !
শত ধমনী শত শিরা,
জড়ায়ে কত দিলাম গিরা,
এমন স্নেহের বাঁধন ছিঁড়া
কোথায় গেল প্রাণের বুচী !
আমার, হারায়ে গেছে 'সোনার কুচি' !

২

দুইটি বুকে দুইটি কোলে
দুটি যেন ঝিনুকের খোলে
রেখেছিলেম যত্নে মোরা
বাবুই পাখীর সোনার সূচি,
গাভীর সে যে গোরোচনা,
হরিণের কস্তুরী কণা,
ছুরি মেরে কর্লে চুরি
সে কি ব্যাধ না ঋষি মুচি ?
আমার, হারায়ে গেছে 'সোনার কুচি'

৩

তোমরা কি দেখেছ কেহ,
মোমের কৌটায় মধুর স্নেহ,
মা আমার আনন্দময়ী,
শিষ্ট শান্ত শুদ্ধ শুচি,
লক্ষ্মীপূর্ণিমার নিশি
লক্ষ্মী'তে সে গেল মিশি
কোথায় পাব লক্ষ্মী মেয়ে
কেউ বলে না যারে পুছি !
আমার, হারায়ে গেছে 'সোনার কুচি' !

---

* ডাক নাম 'মাক্তি', সোহাগের নাম 'সোনার কুচি', পোশাকী নাম 'স্বাধীনতা'।

৪

চেয়ে মায়ের মুখের পানে,
কি আতঙ্ক জাগ্‌ত প্রাণে,
কেবল অন্তর্য্যামী জানে—
নয়নের জল ফেল্‌ছি মুছি,—
কেমন করে দিব বিয়া
এই ভাবনায় কাঁপত হিয়া
আজকে আমার সমাজ তোমার,
ভয় ভাবনা গেল ঘুচি !
আমার হারায়ে গেছে 'সোনার কুচি' !

৫

বল্‌ছি কখন কোলে নিয়া,
কেমনে তোরে দিব বিয়া,
কোথায় পাব এত টাকা ?
মলিন হত মুখরুচি ;
আবার যখন বলছি হেসে,
মনে কিন্তু রাখিস শেষে,
জামাই যখন কর্বে কামাই
ফিরায়ে টাকা দিবি ছুচী ?
তখন, মাথা নুয়ে চাইত ভূঁয়ে
মুচ্‌কি হেসে 'সোনার কুচি' !

৬

দেইনি কোন পশুর হাতে,
বিয়ের ছলে অধঃপাতে,
করি নাই যে জীবন তাহার
তিতা-কাঁটা আমগুরুচী,
ধন্যবাদ দিই বিধাতারে,
চরণে স্থান দিছে তারে,

সেই সান্ত্বনায় কেবল আজি
নয়নের জল ফেল্‌ছি মুছি !
আমার হারায়ে গেছে 'সোনার কুচি' !

নব্যভারত, কার্ত্তিক, ১৩১৭, পৃঃ ৩৯৫

প্রণাম

নব্যভারতের আজি নবীন প্রভাতে
হৃদয় জাগিল যবে নব চেতনাতে,
নয়ন মেলিয়া দেখি—দূর—অতিদূর —
শ্যামল সিন্ধুর বুকে শোভে জলপুর ।
সহস্র তরঙ্গ ভুজে সদা আলিঙ্গিত,
শ্বেত-ফেন-পুষ্পে যেন চন্দনে চর্চিত,
ঘোর রোলে সিন্ধু তোলে উচ্চ জয়ধ্বনি,
নীল-নারায়ণ-বক্ষে স্যমন্তক মণি !
বিদারিয়া বাহিরিলা ফটিকের থাম,
নবীন নৃসিংহ মূর্ত্তি—প্রণাম ! প্রণাম !

২

আবার উদ্যম আশা উচ্ছ্বসিত বুকে
চাহিলাম রত্ন-রাজ্যে দূরে পূর্ব্বমুখে,
মণির আভায় সেথা রবি উঠে লাল,
উছলিয়া সেগুনের শ্যাম বনজাল !
ছাড়িয়া পর্বত-গৃহ অভিমানে অতি,
ঝাঁপায়ে সাগরে পড়ে মত্ত ঐরাবতী !
কি উদ্যম, কি উৎসাহ, কি উল্লাসভরে,
কি মঙ্গল গিরি-দুর্গে টগ্‌বগ্‌ করে !
ক্ষুদ্ররূপে রুদ্রদেব উজলে পাতাল,
পদে দলি দানবের ইহ-পরকাল !
বন্ধুদেশে ছদ্মবেশে সিদ্ধ মনস্কাম,
নবীন বামনমূর্ত্তি—প্রণাম ! প্রণাম ।

৩

উত্তরে চাহিনু ফিরা দূর হিমাচলে,
জন্মেছে জাহ্নবী শত পুণ্য-পদতলে ।
সে অমৃত বারিস্পর্শে চিতায় চিতায়,
সগর বীরের বংশ জাগে পুনরায় !
দণ্ডকে গণ্ডকে পুনঃ আসিয়াছে রাম,
শঙ্কায় কাঁপিছে তাই বক্ষঃ অবিরাম !
বনে জাগে নবশক্তি নব কুশলব
বালক তাপসমূর্তি বীরেন্দ্র ভৈরব !
ক্লীবত্বে দাসত্বে যারা মৃত নিরবধি,
জাগে সেই ভীমার্জ্জুন সৈরিন্ধ্রী দ্রৌপদী !
ভীরুতা ত্যজিয়া দেখ দ্বৈপায়ন হ্রদে,
জাগিয়াছে দুর্য্যোধন মত্ত বীরমদে !
ব্রতচারী—ব্রহ্মচারী সিদ্ধ মনস্কাম,
একলব্য রূপ নব্য—প্রণাম । প্রণাম !

৪

আবার চাহিনু ফিরা সুদূর পশ্চিমে
কুঙ্কুমে কুসুম হাসে দুধে জমা হিমে ।
ইরাবতী চন্দ্রভাগা শতদ্রু বিপাসা
গদগদ পঞ্চনদ নাহি ফোটে ভাষা !
কি প্লাবন উঠিয়াছে মানসের সরে,
হিমাদ্রি দিয়েছে পথ পদাঘাত ডরে !
মেঘমাল জটাজাল মহাকালপ্রায়,
কি উল্লাস ! কি মহান সলিমান হায়,
শিরোপরে গর্জ্জে বজ্র গর্জ্জে মহাঝড়,
কি নবীন ধ্যানমগ্ন নিস্পন্দ প্রস্তর !
দয়ার আনন্দ কণ্ঠে শুনি বেদপাঠ,
সত্যযুগ খুলিয়াছে সোনার কপাট
বিস্মিত স্তম্ভিত নেত্রে চাহে হিন্দুকুশ,
জাগে না পুরুষ-সূক্তে কোন্ কাপুরুষ ?

গর্জ্জিছে সহস্র-শীর্ষ মণ্ডলে মণ্ডলে,
সহস্র চরণ কর ক্ষিপ্ত তেজোবলে!
ধ্বনিছে বিপুল বিশ্ব ঋক্ যজু সাম,
নবীন দেবর্ষি মূর্ত্তি—প্রণাম! প্রণাম!

নব্যভারত, ১৩১৭, অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৪৭৪

পিঁপড়া

১

ওগো পিঁপড়ার সারি,
কোথা হতে কোথা যাও, কোথা ঘর বাড়ী?
মুহূর্ত্ত অলস নহ, কর্ম্মে ব্যস্ত অহরহ,
নাহিক পুরুষভেদ, নাহি ভেদ নারী!
কর্ত্তব্যে জান না হেলা, প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া ফেলা,
তোমরা অধম নহ নীচ দুরাচারী!

২

ওগো পিঁপড়ার সারি,
তোমরা জান না ভয় পরাজয় কারে কয়,
এত যে চরণে দলি, এত টিপে মারি,
কত ফেলি ঝাঁটাইয়া, তবু ফিরে আস গিয়া,
তোমরা বেহায়া নও, মহা বীরাচারী।

৩

ওগো পিঁপড়ার সারি,
সাধিতে কর্ত্তব্য কাজ, নাহি কর ভয় লাজ,
পড়ে যদি শত বাজ নাহি যাও ছাড়ি,
অনায়াসে দেও প্রাণ, রাখ বিবেকের মান,
নহ ভীরু কাপুরুষ পলায়নকারী!

৪

ওগো পিঁপড়ার সারি,
তোমরা যে এত ক্ষুদ্র, তথাপিও আসমুদ্র,
পৃথিবী লুণ্ঠন কর—দিগ্বিজয়কারী,
নাহিক ধনুক তীর, তথাপি তোমরা বীর,
কামান বন্দুক বৃথা, বৃথা তরবারি!

৫

ওগো পিঁপড়ার সারি,
তোমরা উৎসাহে বড়, প্রাণপণে কর্ম্ম কর,
অপূর্ণ রাখ না কর্ম চিরপূর্ণকারী,
নাহি জ্ঞান নিষ্ফলতা, অধম নীচের কথা,
বিমুখ হইয়ে ফিরে দরিদ্র ভিখারী!

৬

ওগো পিঁপড়ার সারি,
তোমরা যে এত বড়, একতায় কর্ম্ম কর,
একই উদ্দেশ্য লক্ষ্য জীবনে সবারি,
এক মন এক প্রাণ, এক স্বার্থ এক ধ্যান,
ভাই ভাই কেহ কারো নহ হিংসাকারী।

ওগো পিঁপড়ার সারি,
তোমরা উদ্যমে বড়, অবিশ্রান্ত কর্ম্ম কর,
বিরত বিলাসভোগে ঋষি ব্রহ্মচারী,
অকর্ম্মে ধর্ম্মের নাশ, অকর্ম্ম পাপের ফাঁস,
কর্ম্ম কাম মোক্ষদাতা পাপতাপহারী।

৮

ওগো পিঁপড়ার সারি,
তোমরা সঞ্চয়ে বড়, পৃথিবী ভ্রমণ কর,

জগতের ধনধান্য আহরণকারী,
না পাইলে খুদকণা, নাহি ফির একজনা,
খালি হাতে কোনদিন নাহি যাও বাড়ী !

৯

ওগো পিঁপড়ার সারি,
তোমরা কৌশলে বড়, একাকী প্রবেশ কর,
সাধু মহাজন কিংবা বণিক ব্যাপারী,
জানে না তোমার পাছে, অগণ্য অসংখ্য আছে,
বিপুল বাহিনী কত ধরাজয়কারী ।

১০

ওগো পিঁপড়ার সারি,
তোমরা যে এত বড়, নীরবেতে কর্ম্ম কর,
কর না বক্তৃতা—সভা হাটে ঢোল মারি,
জানিলে হৃদয়-মন্ত্র, বায়ু করে বাক্‌যন্ত্র
আরো সে ঘৃণিত করে আধো অন্ত্র-নাড়ী ।

১১

ওগো পিঁপড়ার সারি,
যখন যেখানে যাই ; সর্ব্বত্র দেখিতে পাই,
কান্তার প্রান্তরে ঘোর গিরিবন-চারী,
নাহিক বিদেশ দেশ—ক্ষমতার একশেষ,
আয়ত্ত করিয়ে লও যেন আপনারি !

১২

ওগো পিঁপড়ার সারি,
তোমরা নহ গো হীন, নরাধম পরাধীন,
গোলাম নফর নহ সেবক ভাণ্ডারী,
নিজে কর নিজ কাজ, নিজে নিজ মহারাজ,
নিজেই নিজেই প্রজা, আইন আপনারি !
ওগো পিঁপড়ার সারি !

নব্যভারত, পৌষ, ১৩১৭, পৃঃ ৫৩৩-৫৩৪

কবে মানুষ মরে গেছে

মরে গেছে মানুষ সে যে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার ঘরে যেতে শিউরে উঠে কায়।
এইখানে সে শুইত খাটে,
পদ্মমুখী রাণীর ঠাটে,
কুন্দ কোমল পদ্ম-সম ধবল বিছানায়।
আজো দেখি দিনদু পরে,
তেমনি শুয়ে ভঙ্গীভরে,
রাঙ্গা মুখে রাঙ্গা চোখে ভাঙা সুখে চায়।
মরে গেছে মানুষ সে যে বছর তিনেক যায়।

২

মরে গেছে মানুষ সে যে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার ঘরে যেতে চম্‌কে উঠে কায়!
এইখানে সে শুইত ভূঁয়ে,
আমার হাতে মাথা থুয়ে,
অমল বেশে হাস্‌ছে যেন কমল শেহালায়
আজো দেখি দু'পর বেলা,
ভূঁয়ে শুয়ে ফুলের খেলা,
আকুল প্রাণে দুকুল পেতে বকুল শোভা পায়!
মরে গেছে মানুষ সে যে বছর তিনেক যায়!

৩

মরে গেছে মানুষ কবে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার ঘরে যেতে উছট্ লাগে পায়।
এইখানে সে বেড়ার কাছে,
হেলান দিয়া বসিয়াছে,
হরিণ-খেলা শশী যেন হাস্‌ছে বারান্দায়।

এইখানে দরজার থামে,
দাঁড়াত হেলিয়ে বামে,
আজো দেখি তেম্‌নি তারে মধুর ভঙ্গিমায়,
হরিণ-খেলা শশী যেন আকাশ-নীলিমায়!

৪

কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার ঘরে যেতে জ্বর আসিছে গায়!
ঐখানে সে দাঁড়াইয়া,
মুখ দেখিত আয়না দিয়া,
অমল জলে কমল যেন শরৎ-সুষমায়!
আজো আমি দিনদু'পরে,
আয়নাতে আর চাই না ডরে,
কি জানি কি পাছে তাহার মুখ বা দেখা যায়!
কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়!

৫

কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার নাম লইতে চাহে ডাইনে বাঁয়!
আজো দেখি বাড়ী গেলে,
শত কার্য্য কর্ম্ম ফেলে,
চুপি দিয়ে চেয়ে থাকে পূবের জানালায়!
কখন দেখি এলোচুলে,
দাঁড়ায়ে থাকে কপাট খুলে,
সরল আঁখি গলে তাহার তরল মমতায়,
কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক যায়।

৬

মরে গেছে মানুষ সে যে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তারে ঘরে গেলে দেখ্‌তে পাওয়া যায়!

এই দেখি সে সাম্‌নে খাড়া,
এই দেখি সে পাছে দাঁড়া,
এই দেখি সে পাছে পাছে হাঁটে পায় পায় !
এই দেখি সে দূরে হাসে,
এই দেখি সে কাছে আসে,
এই দেখি সে হাত বাড়ায়ে—আবার মিলে' যায় ।
কি জানি সে কোথায় ঢুকে,
কেমন করে কাহার বুকে,
খুঁজ্‌তে গেলে হেসে মরে বুঝতে পারা দায় ।
কেন সে বিজলী-রেখা,
এমন করে দেয় গো দেখা,
জানি না যে কেমন বা তার আশা অভিপ্রায় !
সে যে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায় ।

৭

মরে গেছে কবে সে যে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার বাড়ী গেলে কথা শুনা যায় !
কখন বা করুণ প্রাণে,
মুগ্ধ করে করুণ গানে,
মধুর সুরে মধুর তানে মধুর বেদনায় ।
কখন বা সে অভিমানে,
মর্ম্ম হতে চর্ম্ম টানে,
কলজে খুলে "রায়বাঘিনী" রক্ত খেতে চায়,
বজ্র-সম ভয়ঙ্করী গর্জ্জে গরিমায় ।

৮

কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তারে যখন-তখন দেখতে পাওয়া যায় !
আজো দেখি আমতলাতে,
দিনদুপ'রে সন্ধ্যা প্রাতে,
আঁচল উড়ায় মলয় বাতে কনক-প্রতিমায় ।

কারে বা সে ভালবাসে,
কারে বা সে দেখ্‌তে আসে,
কার আশাতে ঘুরে বা সে বিভল বাসনায় !
কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায় ।

৯

কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায় ।
শত্রু মিত্র তাহার কথা কেউ ভুলেনি হায় ।
তাহার হিংসা, তাহার দ্বেষে,
শত্রু মরে মনের ক্লেশে,
পরাজয়ে তাহার কাছে প্রবল প্রতিভায় ।
দীন ভিখারী দ্বারে এসে,
দাঁড়ায় অশ্রুজলে ভেসে,
কোথায় গো মা লক্ষ্মীরাণী হায় ! হায় !
হায় ! হায় !
কবে মানুষ মরে গেছে—কেউ ভুলেনি হায় ।

নব্যভারত, চৈত্র, ১৩১৭, পৃঃ ১০৪–১০৫

গীত ও কবিতা*

রোধিত কণ্ঠে বোধিত বীণা
আজ বাজিবে কিনা আজ বাজিবে কিনা,
মূকের যেমন বুকের বাসনা
রহে চিরদিন আঁধারে লীনা ।
রুদ্ধকণ্ঠে কেমনে সেবি,
কণ্ঠবাসিনী বাক্‌দেবী,
সকলি বিফল সকলি ব্যর্থ
স্বাধীনা ভাষা ভৈরবী বীণা !

---

* কবিতাটি ১৭১৮ সালের ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত হইয়াছে ।

ত্রাসিত অন্তর ত্রাসিত অস্ত্র,
বিবশ বিকল জীবন যন্ত্র,
পেষিত পুরাণ ক্লেশিত তন্ত্র,
কাতর মন্ত্র শকতি-হীনা।
পুজিব জননী তথাপি আশা,
না থাক্ শক্তি না থাক্ ভাষা,
ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে আকাঙ্ক্ষা পিপাসা,
বুঝিবে জননী সরোজাসীনা।

১

ভ্রাতৃগণ!
আজি এই পুণ্যতীর্থে মিলেছি আমরা,
হেথা ব্রহ্মপুত্র নদ,—দেয় মোক্ষ মুক্তিপদ,—
জগতের অবিনাশী পাপনাশ করা।
প্রভাসে পুষ্করে আহা, ঘুচে না মুছে না যাহা,
যে পাতক শত অশ্রু শত শোক ভরা,
শত তীর্থ গয়া কাশী, নাশে না যে পাপরাশি,
যমুনা জাহ্নবী শত শত পাপহরা,
আজি সেই পুণ্যতীর্থে মিলেছি আমরা!

২

তুলনা মিলে না এর খুঁজে দেখ ধরা,
কোন্ তীর্থে মাতৃঘাতী হা রে ভারতের জাতি,
হাতের কুঠার খসে মাতৃবধ করা?
হা রে হিন্দু মুসলমান, ভাই ভাই ভিন্নজ্ঞান,
এমন অবোধ কে রে আপনা পাসরা,
এমন জঘন্য ঘৃণ্য, এ জগতে তোরা ভিন্ন,
কে হেন পতিত চির মহাপাপে মরা?
এই তীর্থে মাতৃবধে, এই ব্রহ্মপুত্র নদে
সে পাপ ধুইয়ে যায় শত দুঃখভরা,
কোথা আছে হেন তীর্থ খুঁজে দেখ ধরা!

৩

মাতৃহত্যা পাপে কারো নাহি পরিত্রাণ,
নাহি প্রায়শ্চিত্ত তার, নাহিক উদ্ধার আর,
অনন্ত নরকে তার চির অবস্থান!
সে যে জগতের কাছে, জীবনে মরিয়া আছে,
কেবল অদৃষ্টে তার ঘৃণা অপমান,
নাহি মিলে ভিক্ষা তার, শুধু অশ্রু হাহাকার,
অনাহারে অনশনে সদা যায় প্রাণ।
বাহু-শূন্য রাহু যথা, ভ্রমে হায় যথা তথা,
লইয়া অনন্ত ব্যথা নিশি দিনমান,
তেমনি সে হায় হায়, সুখ চায় শান্তি চায়,
রাখে'ন তাহার শান্তি কোথা ভগবান!
মাতৃহত্যা পাপে কারো নাহি পরিত্রাণ!

৪

মাতৃভক্তি ব্রহ্মকুণ্ড পবিত্র নির্ম্মল—
বহি আনে ব্রহ্মপুত্র পুণ্যপূত জল
তাই ইহা পুত্র নামে বিখ্যাত ধরণীধামে,
নাশে মহা অবিনাশী পাতক সকল,
মাতৃঘাতী ভৃগুরাম বিধাতা যাহার বাম—
দিল তারে মহামুক্তি মহা মোক্ষ ফল।
কুঠার খসিল হাতে, মাতৃভক্তি মহিমাতে,
লভিল মায়ের নামে পুন: তপোবন,
জগতে হইল ধন্য, গেল যত দুঃখ দৈন্য,
আবার লভিল শিরে মঙ্গল কুশল।
মায়ের চরণামৃত ব্রহ্মপুত্র জল।

৫

এই পুণ্যতীর্থে আজ মিলেছি আমরা,
তুলনা মিলে না এর খুঁজে দেখ ধরা!
হিন্দু মুসলমানে দ্বেষ, নাহি ভ্রাতৃস্নেহলেশ,

পরস্পর হিংসা খালি ঈর্ষা বুকভরা,
এ বিষম ভ্রাতৃভেদ—কুঠারে হইল ছেদ
মায়ের কোমল বক্ষ - মা ইহাতে মরা!
এস আজ হেথা ভাই, এ পাতক ধুয়ে যাই,
এই দ্বেষ এই হিংসা—মাতৃবধ করা,
এ কুঠারে আমি তুমি, ছেদিয়াছি মাতৃভূমি
জননী আনন্দময়ী শ্যামলা উর্ব্বরা!
ব্রহ্মপুত্র পুণ্যজলে, জননী-ভক্তির বলে,
পাইব অনন্ত মুক্তি শোকতাপ হরা!
ঘুচিবে সকল ক্লেশ, ঘুচিবে মলিন বেশ,
উজলিবে দিক্-দেশ সারা বসুন্ধরা,
বিশ্ব দিবে জয়ধ্বনি, অলকা বর্ষিবে মণি,
দেবতা বর্ষিবে সুধা পারিজাত ভরা,
জগতে হইব ধন্য আবার আমরা!

নব্যভারত, বৈশাখ, ১৩১৮, পৃঃ ৫৬-৫৭

আনন্দমোহন*

১

আনন্দমোহন,
কোথা আছ স্বর্গপুরে, কল্পনার কতদূরে,
কোথা সেই কুসুমিত মোদিত নন্দন,
কোথা হতে আসে নিতি, তোমার মধুর স্মৃতি,
পারিজাত পুষ্পগন্ধে মুগ্ধ করে মন।
অলৌকিক দিব্যকান্তি, অপূর্ব্ব আনন্দ শান্তি
করুণা মমতা স্নেহে দ্রব দু'নয়ন।

---

* মহাত্মা আনন্দমোহন বসুর প্রতিষ্ঠিত ময়মনসিংহ সিটি স্কুলে প্রস্তর-ফলকে লিখিত উক্ত মহাত্মার স্মৃতিলিপির আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে সন ১৩১৮র জ্যৈষ্ঠ মাসে যে সভা হয় তাহাতে এই কবিতাটি পঠিত হইয়াছিল।

দেখি তোমা দিবা নিশি, প্রাণে তুমি আছ মিশি,
এ কি স্বপ্ন এ কি তন্দ্রা এ কি জাগরণ ?

২

আনন্দমোহন,
পবিত্র চরিত্র তব পবিত্র জীবন,
পবিত্র তোমার ভাষা, পবিত্র তোমার আশা,
পবিত্র তোমার সেই পুণ্য আলাপন,
সে পবিত্র কর্ম্মশক্তি, সে পবিত্র দেশভক্তি
বাঙ্গালায় রেখে গেছে নব আয়োজন।

৩

আনন্দমোহন,
উত্থানে সুশিক্ষা লাগে, সুশিক্ষায় জাতি জাগে,
বুঝিয়া শিক্ষায় এই মহা প্রয়োজন
স্থাপিলে এ শিক্ষাগার অচির ভবিষ্যে যার
জগতে উড়িবে চির বিজয়-কেতন।

৪

আনন্দমোহন,
মাতৃভূমি বঙ্গভূমি, আচ্ছাদিয়া আছ তুমি,
নীল গগনের মত করি আলিঙ্গন—
অবিরত নিশি দিবা, বিপদে বিভ্রাটে কিবা,
তুমি সে নয়নে জ্যোতি নিঃশ্বাসে পবন!

৫

আনন্দমোহন,
শিলাতে রাখিব স্মৃতি, তোমার সে স্নেহ-প্রীতি,
লিখিয়া কোমলহৃদি-শোভে কি কখন ?
এও কি সম্ভবে কভু, কেন এ বাসনা তবু,
বাঙ্গালীর অস্থিমাংস নাহি আত্মামন ?

৬

আনন্দমোহন,
এ নহে প্রস্তর-শিলা, আমরা সকলে মিলা
দিয়েছি বুকের অস্থি করি উৎপাটন,
তোমার পবিত্র নামে, হৌক ধন্য ধরাধামে
আজি বাঙ্গালীর নাম, এই আকিঞ্চন,
এই তব প্রীতিচিহ্ন স্মৃতির আসন

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮, পৃঃ ৫২-৫৩

দিন ফুরায়ে যায়

দিন ফুরায়ে যায় রে আমার দিন ফুরায়ে যায়।
মাঝের রবি ডুব্‌ছে সাঁঝে, দিনটা গেল বৃথা কাজে,
এক পা কেবল পারে আছে, এক পা দিছি নায় !
আজ কর্‌ব না কর্‌ব কালি, এইভাবে দিন গেল খালি,
কেমন করে হিসাব দিব নিকাশ যদি চায়,
দিন ফুরায়ে যায় রে আমার দিন ফুরায়ে যায় !

২

দিন ফুরায়ে যায় রে আমার দিন ফুরায়ে যায়,
কেমন করে হিসাব দিব নিকাশ যদি চায় !
ক্ষুধায় কাতর অবসন্ন, কারে দিলাম কয়টি অন্ন,
কয় আঁজল দিয়েছি বা জল আকুল পিপাসায় ?
দিনভিখারী কয়টি অতিথ, অন্ধআতুর পাপী পতিত,
কে পেয়েছে আমার দয়া অনাথ অসহায় ?
পতিহারা, পুত্রহারা, দুর্ভাগা জননী যারা,
কার জুড়ালাম শোকের আগুন শীতল সান্ত্বনায় ?
পিতৃমাতৃহীন শিশুকে, কখন কি স্থান দিলাম বুকে,
পিতার বদল পিতা হয়ে মায়ের বদল মায় ?

কবে বা কোন্ বিপদগ্রস্ত, উদ্ধারিতে দিলাম হস্ত,
কার করিলাম কোন্ উপকার ব্যাকুল বেদনায় ?
সংসারে যে ঘৃণার পাত্র, রুগ্ন কুষ্ঠী গলৎগাত্র
নিরাশ প্রাণে ব্যোমের দিকে ডোমের দিকে চায় ?
কারে দিলাম পথ্য পাঁচন রোগের যাতনায় ?
যারা আমার প্রতিবেশী, ভাইভগিনী আমার দেশী,
যাদের কাছে বাঁধা আমি স্নেহঋণের দায়,
যার রেণুতে দেহ গড়া, যার কোলে শেষ শয়ন করা,
তার করিলাম কোন্ উপকার প্রাণের মমতায় ?
দিন ফুরায়ে যায় রে আমার দিন ফুরায়ে যায় !

৩

দিন ফুরায়ে যায় রে আমার দিন ফুরায়ে যায়,
কেমন করে হিসাব দিব নিকাশ যদি চায় !
রোজনাম্চা—ডায়েরীখাতা, খুঁজে দেখি প্রাণের পাতা.
দিন গিয়েছে নারীর কেবল আকুল তপস্যায় !
কার বা কেমন রূপরাশি, কার বা সজ্জা কার বা বাসি
কার বা কেমন কান্নাহাসি কাজল চখে চায় !
কোন্ মানিনীর মানের ছাঁচে, চকোর চাতক হাসে কাঁদে
চুমায় চুমায় ঘুমায় কেবা চম্‌কে চুমো খায় !
বিরহে কার মিলন আশে, বর্ষাতে কদম্ব ভাসে,
কার বা নয়ন মুদে আসে অলস অবশ গায় :
কার নয়নে লজ্জা ভরা, কার নয়নে লজ্জা মরা,
মজ্জাপায়ী কার বা নয়ন শয্যা-লালসায় !
কার অধর অমৃতে তিক্ত, কার বা বিষে সুধাসিক্ত,
কার বা অধর তীক্ষ্ণ উগ্র মধুর মদিরায় !
কার বা কেমন প্রেমের ধারা, কেবা স্নিগ্ধ কে সাহারা,
কেবা তোষে কেবা শোষে বিভল বাসনায় ।
এই ত কেবল চিন্তা-ধ্যান, এই ত কথা এই ত গান,
তরুণ তপ্ত অভিশপ্ত করুণ কবিতায় !
ক্ষিপ্ত চিত্ত লিপ্ত কেবল নারীর পদ্ম-পায় !

৪

দিন ফুরায়ে যায় রে আমার দিন ফুরায়ে যায়।
সারাজীবন হরি হরি খুঁজলেম কেবল টাকাকড়ি,
পূজলেম কত গরু গাধা নরপশুর পায়!
(তবু) গেল না রে অর্থকষ্ট, হায় কি কপাল, কি অদৃষ্ট,
ইহকাল পরকাল নষ্ট দারুণ দুরাশায়।
চিঠি লিখ্‌ছে চন্দ্রমালা, চাচ্ছেন তিনি সোনার বালা,
হাতের জোকা পাঠায়েছে পত্রে—লেফাফায়;
"আজ পর্‌ব না পর্‌ব কবে, এ দিন কি চিরদিন রবে,
দিন ফুরায়ে যায় যে আমার দিন ফুরায়ে যায়।"
আর চাহেনি মুখটি ফেটে, আজ চাহিলেন জিহ্বা কেটে,
চিন্তা আমার রক্ত চেটে কল্‌জে খুলে খায়।
ভাবনা ভারি দু'জনারি দিন ফুরায়ে যায়!

৫

দিন ফুরায়ে যায় রে আমার দিন ফুরায়ে যায়,
না ভজিলাম মদনমোহন গুরু গোঁসাইর পায়!
কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজপতি, না ভজিলাম মূঢ়মতি
ব্রজবধূর মত আহা মধুর মমতায়!
নন্দ যশোমতী সম, রাখাল সম চিত্ত মম,
পুত্র ব'লি সখা বলি না ডাকিল তায়।
ব্রজধামের রজগুলি, রাধাকৃষ্ণের পদধূলি,
না লইলাম বক্ষে তুলি না মাখিলাম গায়।
না ভজিলাম নিতাইচাঁদে, তার লাগি না পরাণ কাঁদে
গড়াগড়ি দিলাম না সে গৌরের নদীয়ায়!
যীশুর মত শিশু কভু, না ডাকিলাম পিতা প্রভু,
রামপ্রসাদের মত নাহি ডাকলেম শ্যামা মায়।
নাহি গেলাম গয়া কাশী, না হইলাম তীর্থবাসী,
নাহি গেলাম জেরুজেলাম, মক্কা মদিনায়!

পড়ে আছি দেশান্তরে, কেবল পোড়া পেটের তরে,
পাপে পাপে অনুতাপে চিত্ত জ্বলে যায় ;
"শাওন মাসে * * র বিয়া, সায়রে যাবে নায়র নিয়া,
খালি হাতে খালি গায় কেমনে যাবে মায় ?"
লিখছে পত্র ছেলের হাতে, টাটকা মানুষ আটকে যাতে
নিমন্ত্রণের ছলে নারী মধুর মন্ত্রণায় !
এদিক্ নেয়ে কেলেসোনা, চাচ্ছে রাধার কানের সোনা,
পার করিতে ভবের পারে জীবন-যমুনায়,
কারে দিব মোহনমালা, কারে দিব সোনার বালা,
জ্বালার উপর জ্বালা আমার দুদিক্ দুজনায় !
দিন ফুরায়ে যায় রে আমার দিন ফুরায়ে যায় ।

নব্যভারত, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮, পৃ. ১৩৪-১৩৫

আমার চিতায় দিবে মঠ

ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মলে,
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ ।
আজ যে আমি উপাস করি,
না খেয়ে শুকায়ে মরি,
হাহাকারে দিবানিশি
ক্ষুধায় করি ছট্‌ফট ।
সেদিকেতে নাইক দৃষ্টি,
কেবল তোমাদের কথা মিষ্টি,
নির্জ্জলা এ স্নেহবৃষ্টি
শিল পড়িছে পট্‌পট
ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মলে,
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ !

২

দুধটুকু নাই নারীর বুকে,
মাড়টুকু নাই দিতে মুখে,
ক্ষুধায় কাতর শিশু ছেলে
ধূলায় লুটে চট্‌পট্‌ ।
শুষ্ক চোখ কণ্ঠতল,
এক বিন্দু নাইক জল,
লোল রসনা, ভীম-লোচনা
চাহিছে নারী কট্‌মট্‌ ।
শত ছিন্ন বসন গায়,
শত চক্ষে লজ্জা চায়,
এমনি দৈন্য এমনি দুঃখ,
জোটে না মোটে ছালার চট ।
নীলগিরি নাহি সে খোঁপা
শুক্‌না মরা বিন্না ছোপা,
তৈল বিনা রুক্ষ কেশ
অযতনে শিবের জট্ ।
শুষ্ক জীর্ণ শ্মশানকালী
সারিন্দার খোল পেটটী-খালি,
আকাল ভারে বাঁচান দেহ
কাঁকাল ভাঙা কটিতট !
আমি মলে´
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ,
ও ভাই বঙ্গবাসী !

৩

পাখীও ত গাছের ডালে,
আপন বাসায় শাবক পালে,
আমার নাই সে আশা, নাই সে বাসা,
কেমন বিপদ, কি সঙ্কট !

আমি থাকি পরের বাড়ী,
নিয়ে ছেলেপুলে নারী,
নাই যে ডালা কুলা হাঁড়ি,
বাপদাদার সে ভাঙা ঘট।
ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ।

৪

আমি আজ
স্বদেশ-চ্যুত বিদেশবাসী
পরদেশে পর-প্রত্যাশী,
না জানিয়া মলেম আমি,
ব্যাস কাশী—এ পদ্মার তট!
দেখিনি এমন দারুণ জাগা,
লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা,
তিন পয়সা এক বেতের আগা,—
কি মহার্ঘ, কি দুর্ঘট!
আমি মর্লে তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ!

৫

হেথা ছলনা বঞ্চনা খালি,
কে কার ভোগে দিবে বালি।
এ কিষ্কিন্ধ্যায় সবাই 'বালী'
আত্মম্ভরী মর্কট।
জানে না এরা সত্য বাক্য,
ব্যবসা এদের মিথ্যা সাক্ষ্য,
চোর গিরস্থ দু'জনারি পক্ষ
উভচর সব কর্কট!

এরা শিকড়ে শিকড়ে বাঁশি বাঁধা,
সকল কলার একছড়া- কাঁধা,
এদের অসাধ্য নাই,—স্বার্থে আঁধা,
আকাশে 'ব' নামায় বট,
কুক্ষণে হেথা আসিয়াছি,
এখন, পলাতে পার্লে প্রাণে বাঁচি।
এরা জন্তুর চেয়ে অধম পশু
আত্মগুপ্ত কূর্ম্ম কর্ম্মঠ!
আমি মর্লে তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ!

৬

কথার বন্ধু অনেক আছে,
কথায় তুলে দিবে গাছে,
বিপদকালে পাই না কাছে,
কেমন স্নেহ অকপট,
অভাব দুঃখ শুনলে পরে,
পাছে কিছু চাইব ডরে,
স্বভাবদোষে স'রে পড়ে
চোরের মত দেয় চম্পট!
কত বন্ধু দেশের নেতা!
মুখবন্ধ স্বাধীনচেতা,
কাজের বেলায় আরেক কেতা
হৃদয়ভরা ঘোর কপট,
লেখক মেরে অনাহারে,
লুঠবে টাকা উপহারে,
সাহিত্যের যে কসাই বন্ধু
বিষম ধূর্ত্ত, বিষম শঠ।
আমি মর্লে তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ,
ও ভাই বঙ্গবাসী!

৭

যা হোক, আমি শত ধন্য,
কৃতজ্ঞ কৃতার্থম্মন্য
তোমাদের এ স্নেহের জন্য
আজ তোমাদের সন্নিকট।
চিতায় মঠ বা দিবে কেহ,
গড়বে ‘স্ট্যাচু’ অর্দ্ধ-দেহ
ছায়া-চিত্র রাখবে কেহ
কেউ বা তৈল-চিত্রপট!
করবে তোমরা শোক-সভা,
চোখে চশ্‌মা শ্বেতজবা,
ওষ্ঠে চুরুট ধূম্রপ্রভা,
করতালি চট্‌চট্ট্।
স্বর্গ কিম্বা নরক হতে,
আস্‌ব তখন আকাশপথে,
দেখতে আমার শোকসভা
সঙ্গে নিয়ে অলকট্‌!
সত্যই কি লজ্জা শরম
বাঙ্গালীরে করেছে বয়কট্‌?

নব্যভারত, শ্রাবণ, ১৩১৮, পৃ. ২১৮-২২০

কোন রাজকুমারকে তাঁহার একজন সহচর, আমি মরিলে আমার চিতায় একটি মঠ দিতে বলিয়াছিলেন, ইহা তচ্ছ্রবণে লিখিত।

থাকুক আমার বিয়া

১

বাবা! থাকুক আমার বিয়া,—
আমি চাইনে এম-এ. বি এ. কিনতে হয় যা টাকা দিয়ে,
ছাগল গরুর মত যাদের ছেলের হাটে গিয়া;
সোনার চেইন—সোনার দড়ি, গর্ব্ব যাদের গলায় পরি,
অমন পশু কিন্‌বে নাকো কানাকড়ি দিয়া!

২

থাকুক আমার বিয়া,—
বিবাহ যে কি পদার্থ, বোঝে না যে অপদার্থ,
অর্থলোভে পুরুষার্থ যে ফেলে বেচিয়া,
অমন শিক্ষায় ধিক্ শত ধিক্, দর্শনে সে অন্ধ অধিক,
বিজ্ঞানে তার জ্ঞান নাই মোটে—ময়না শালিখ টিয়া।

৩

থাকুক আমার বিয়া,—
চাই না ভণ্ড দেশহিতৈষী, ওরাই রক্ত শোষে বেশি,
ভাম্পায়ার বাদুড়ের মত বাতাস দিয়া দিয়া!
ধিক সে ওদের উচ্চ শিক্ষা, ধিক ওদের স্বদেশী দীক্ষা,
কিসে তরবে এ পরীক্ষা পশুর আত্মা নিয়া?

৪

থাকুক আমার বিয়া,—
এটা নয় সে রাজনীতি, রাজদ্রোহের নাই সে ভীতি,
এটা কেবল মোহের প্রীতি টাকারই লাগিয়া!
কেউ না এতে কাটে যারে, ইচ্ছা করলে সবাই পারে,
শান্তি সুখে দেশ ভরিতে ভ্রান্তি বিনাশিয়া।

৫

থাকুক আমার বিয়া—
কুলীন চেয়ে ভাল কুলী, মুচি ঋষি কসাইগুলি
সারাজীবন ফিরে কেবল ছুরি শানাইয়া,
যখন যারে কায়দা পায়, যে ঠেকেছে মেয়ের দায়,
ধর্ম্ম ভুলি চর্ম্ম খুলি কর্ম্ম সারে গিয়া !

৬

থাকুক আমার বিয়া,—
বেচ্‌বে কেন ভিটামাটি, বেচবে কেন ঘটিবাটী,
মজ্‌বে কেন আমার তরে ভিটায় পুকুর দিয়া ?
যে কর্ম্মে তোমার দুর্গতি, ভজবো কি সেই পশু-পতি ?
পূজ্‌ব নাহয় পশুপতি উমার মত গিয়া !

৭

থাকুক আমার বিয়া,
রেখে কোলে কাঁখে বুকে, পালন কর্লে কত দুখে,
আজো তোমার স্নেহ দয়ায় রয়েছি বাঁচিয়া,
আজো তোমার এম্নি বেথা, যা কিছু পাও যখন যেথা
পাখীর মত দিচ্ছ এনে নিজে না খাইয়া !
সেই তোমারে চিরদুখে, ফেলবে যে গো পাষাণ বুকে,
সে পশুকে পতি বলে পূজ্‌ব লুটাইয়া ?
ঘৃণা নাই কি নারীর মনে, সিদ্ধি নাই কি নারীর পণে ?
সংযমে তার যমে ডরায় সরে দাঁড়ায় গিয়া !

৮

থাকুক আমার বিয়া.
দড়ি আছে কলসী আছে, ডুব্‌ব কিংবা ঝুল্‌ব গাছে,
দুষ্ট সমাজ তুষ্ট হোক, সে নারীর রক্ত পিয়া !
রাজপুতানার মেয়ের মত, কর্ব্ব না হয় জহরব্রত,
তারাও নারী মোরাও নারী, নারীর হৃদয় দিয়া !

৯

থাকুক আমার বিয়া,—
কোন্ জন্মে কি কর্লে পাপ, বাঙ্গলাতে হয় মেয়ের বাপ,
বুঝতে নারি আমি নারী বিধাতার কি হিয়া !
আবার যদি জন্মে মেয়ে, চোখ তুলে না দেখো চেয়ে,
হাত পা বেঁধে দিও বাবা পদ্মায় ডুবাইয়া !

১০

থাকুক আমার বিয়া. —
বাঙ্গলা দেশের সবাই পশু. কিসের ঘোষ কিসের বসু,
মুখুয্যা চাটুয্যা কিসের—সবাই পশুর হিয়া !
কার বা গর্ভে কার ঔরসে, সাতপুরুষের পুণ্যবশে,
জন্মে কয়টা মানুষ ছেলে বংশ উজ্জ্বলিয়া ?

১১

থাকুক আমার বিয়া.—
হায় রে পোড়া বাঙ্‌লা দেশ, মেয়ের বাপ যেন দুম্বা মেষ.
নিতি নিতি খাচ্ছে তাহার মাংস কেটে নিয়া !
কি কুক্ষণে আদিশূর, আনলে দেশে এ অসুর,
মাল্লে না কেন বল্লালেরে চোখেতে নুন দিয়া !

১২

থাকুক আমার বিয়া,—
কিসের ডিগ্রি কিসের পাশ, ঐটা দিলে গলায় ফাঁস,
কর্লে দেশের সর্ব্বনাশ কলেজ বানাইয়া ;
কলে জন্ম কলে তৈয়ার (কই), নরপশু কলেজ বই আর ?
কলেজ হতে জঙ্গল ভাল পশু জঙ্গলিয়া,
তাদের ডিগ্রিতে নাই বিয়া !

১৩

থাকুক আমার বিয়া,—
কার্পেণ্টার নাইটিঙ্গেল তোরা, লিট্‌ল্ সিস্টার হব মোরা,
থাকব বাবা দীনের সেবায় জীবন সমর্পিয়া,

দেশের হবে সুখসুবিধা, বজ্জাতেরা হবে সিধা,
নারীর গৌরব বৃদ্ধি হবে পশুর গৌরব গিয়া ;
বাঞ্ছা পুরুক, আশীস্ কর চরণধূলি দিয়া !

প্রতিভা, শ্রাবণ, ১৩১৮, পৃ. ১৮৪-১৮৫

জন্মাষ্টমী

সেই তিথি সে নক্ষত্র সেই ভাদ্র মাস,
কংসের ধ্বংসের সেই শঙ্কা ভয় ত্রাস !
সে দৈবকী বসুদেব কংস-কারাগারে,
চরণে শৃঙ্খলবদ্ধ ভাসে অশ্রুধারে ।
অরাজক মথুরায় নানা উপদ্রব,
আতঙ্ক উদ্বেগে ব্যস্ত পৌরজন সব !
ধর্ম্মের বিষম গ্লানি অধর্ম্মের জয়,
সত্য সঙ্কুচিত ভয়ে মিথ্যার প্রশ্রয় ;
চৌর্য্য হত্যা দস্যুবৃত্তি নানা অত্যাচার,
ন্যায়ের শাসনদণ্ড দেশে নাহি আর
ধনী কিংবা বণিকের ঐশ্বর্য্য সম্পদ,
নারীর যৌবন রূপ নহে নিরাপদ !
পুত্র নহে পিতৃভক্ত উন্মার্গগামী,
নারী নহে পতিব্রতা উচ্ছৃঙ্খল স্বামী !
স্বেচ্ছাচার ব্যভিচার কদাচার কত,
একাচারে অত্যাচারে পশ্বাচারে রত ;
সুরাপায়ী সর্ব্বগ্রাসী অন্নে অবিচার,
জাতিভ্রষ্ট সর্ব্বনষ্ট দুষ্ট সংসার !
দেবদ্বিজে ভক্তিহীন শক্তিহীন সব,
নিত্য বহে চিত্তে সবে ভৃত্য-পরাভব !
নাহিক উৎসাহ কারো অদম্য উদ্যম,
মর্ম্মে কাঁপে কাপুরুষ কর্ম্ম দেখে যম !

আলস্য ঔদাস্য বশ্য নৈরাশ্যে সতত,
পচিয়া হৃদয়-রক্ত পুঁযে পরিণত।
চরণ-অমৃতে তুষ্ট মরণে আহ্লাদ,
শরণে মাগিয়া লয় শত অপরাধ!
অনাসক্ত অবসন্ন অভিশপ্ত জাতি,
মোহগ্রস্ত ছিন্নমস্ত ধ্বস্ত আত্মঘাতী!
অনিবার্য্য পাপকার্য্যে গেল রসাতল
কংস রাজ্যে ধ্বংস-কেতু উড়িছে কেবল!
চারিদিক অন্ধকার, আশার আলোক
নিবায়ে ফেলিছে যেন দুঃখ রোগ শোক!
বহে অশ্রু বিপ্লবের প্লাবনের মত
উড়িছে পাপের ঝড়ে জনপদ কত,
কড়মড় গর্জ্জে বজ্র দৈব অসন্তোষ
বিকাশি জ্বলন্ত দণ্ড বিধাতার রোষ।
রুদ্ধকণ্ঠে ক্রুদ্ধকণ্ঠে ফোঁপায় বাসুকী,
জ্বলন্ত নিঃশ্বাস ছাড়ে শত জ্বালামুখী।
কি দুর্য্যোগ! কি দুর্য্যোগ। কাঁপিছে মথুরা,
যমুনায় ঢালে অশ্রু পুত্রশোকাতুরা।
বসুদেব দৈবকীর চরণে শৃঙ্খল.
বৈকুণ্ঠে সে শ্রীকণ্ঠের রোধে কণ্ঠতল!
দম্পতির বুকের সে ভীষণ পাষাণ,
কৌস্তভে চাপিল বক্ষ গিরি পরিমাণ!
কাঁদিল না কাপুরুষ দেশপুত্রগণ
কাঁদিল সে বিশ্বপুত্র নিজে নারায়ণ!
বাজিল সে পাঞ্চজন্য মাভৈঃ মাভৈঃ,
বিমল বৈকুণ্ঠ ব্যোম কাঁপাইয়া তাই!
খুলিল আলোক নীলে স্বর্গের অর্গল,
হাসিল আলোক নীলে নীল নভস্তল!
করিয়া বিদীর্ণ জীর্ণ দুঃখ শোকভার,
পাপের সে ঘনকৃষ্ণ ঘোর অন্ধকার,

নীল বিজলীর রূপ সে নীল অশনি,
কংসের ধ্বংসের হেতু, নব নীলমণি
হাসে দৈবকীর কোলে, অন্ধ কারাতল
নবীন বৈকুণ্ঠ হাসে ভূতলে উজ্জ্বল !
চরণে শৃঙ্খল হ'ল কুসুমের হার,
হইল সুখের বোঝা বুকে দুজনার !
দেবতা নন্দনে বর্ষে চন্দন কুসুম,
বৃন্দাবনে নন্দালয়ে আনন্দের ধুম !
বাজে শঙ্খ বাজে ঘণ্টা করতাল খোল,
যমুনায় বহে নীল নবীন হিল্লোল,
সারি সারি বজ্রনারী দেয় হুলুধ্বনি,
কাঁপিছে বাসুকী শিরে আনন্দে অবনী !
নারদ পারদ বেশ শরদ বীণায়,
ব্যাপিয়া ভূতল ব্যোম হরিনাম গায় !
পুলকিত ভারতের পুণ্য তপোবন,
ঋষিবর্গ অর্পে অর্ঘ্য 'নমো নারায়ণ' ।
জননীর স্তনে আজ ঝরে ক্ষীরধার,
পুত্রহীনা পুত্র কোলে পাইয়াছে তার !
কংস তার ধ্বংস দেখে নিদ্রা হতে জাগে,
খুলিল কোষের অসি বৃথা রোষে রাগে !
স্বপনে বপন করি শ্মশানে সর্ষপ,
রাণী ডরে জেগে করে ইষ্টমন্ত্র জপ !
আনন্দে ভরিল আজি চতুর্দ্দশলোক,
কংসের আলয়ে শুধু অশ্রুজলশোক !
গেছে সে দ্বাপর যুগ—বর্ষ শত শত,
ভাদ্রের অষ্টমী কৃষ্ণা তিথি গেছে কত,
আজিও সে শঙ্খ ঘণ্টা করতাল খোল,
তেমনি শ্রবণে শুনি সেই হরিবোল !
তেমনি আনন্দ আজ উথলে হৃদয়ে,
অতীতের পতিতের কত কথা লয়ে !

আজিও সে ঘরে ঘরে অষ্টমী উৎসব,
জনমিলা জগন্নাথ জয় জয় রব।
কল্পনা আনিয়া সেই দূরগত কাল,
বর্ত্তমানে রচিতেছে চারু ইন্দ্রজাল!
সত্য কি সে দয়াময় জীবে দয়া করি,
জন্মিলা ভারতে পুনঃ ভগবান হরি?
হে গোপাল, হে গোবিন্দ, হে গোপীবল্লভ,
সার্থক করহ তব জন্ম মহোৎসব!

নব্যভারত, ভাদ্র, ১৩১৮, পৃ. ২৮৪-২৮৫

বজ্র পেলে কই?

(১)

ক

বজ্র পেলে কই গো তোমরা বজ্র পেলে কই?
তোমরা যে গো এক এক জনা
অতিক্ষুদ্র জলের কণা,
লৌহশিলা নও ত কেহ কোমলবাষ্প বই!
বজ্র পেলে কই গো তোমরা বজ্র পেলে কই?

খ

বজ্র পেলে কই গো তোমরা বজ্র পেলে কই?
গাছবিরিঞ্চি গিরিচূড়া,
ভেঙে কর গুঁড়া গুঁড়া,
ভয়ে ডরে যাই যে স'রে অবাক হয়ে রই!
বজ্র পেলে কই গো তোমরা বজ্র পেলে কই?

গ

বজ্র পেলে কই গো তোমরা বজ্র পেলে কই?
ওর যে বিষম তেজের চোটে,
আকাশ ফেটে আগুন ওঠে,

হাত পা গিয়ে পেটে সাঁধে শব্দ শুনে অই !
বজ্র পেলে কই গো তোমরা বজ্র পেলে কই ?

ঘ

বজ্র পেলে কই গো তোমরা বজ্র পেলে কই ?
জগতে তোমাদের কাছে
দাঁড়ায় যে কার শক্তি আছে ?
ক্ষুদ্র হয়ে তোমরা বড় তোমরা সর্ব্বজয়ী ।
বজ্র পেলে কই গো তোমরা বজ্র পেলে কই ?

(২)

ক

বজ্র পেলেম কই গো শুন বজ্র পেলেম কই !
আমরা যখন পরস্পরে,
হিংসা ভুলে একস্তরে,
ঐক্যে সখ্যে লক্ষ্যে বাক্যে সকলে এক হই,
তখন মোদের বীর দাপে,
পায়ের তলে পাহাড় কাঁপে.
হাতের উপর আপনি বজ্র গর্জ্জে উঠে অই !
বজ্র পেলেম কই গো শুন বজ্র পেলেম কই !

খ

বজ্র পেলেম কই গো শুন বজ্র পেলেম কই !
ভাই বলিয়া পরস্পরে.
ডাকি যখন স্নেহের ভরে
কণ্ঠে কণ্ঠে কণ্ঠে বজ্র গর্জ্জে উঠে অই !
পরস্পরে ভালবাসি
আম্‌রা যখন অট্টহাসি,
আকাশ পাতাল জ্বলে উঠে আঁধার থাকে কই ?
কণ্ঠে কণ্ঠে কণ্ঠে বজ্র গর্জ্জে উঠে অই !

গ

বজ্র পেলেম কই গো শুন বজ্র পেলেম কই !
আমরা যখন একই জ্ঞানে,
এক বেদনা একই প্রাণে,
পরস্পরে সুখে দুখে ভাইকে বুকে লই,
লোহার চেয়ে তখন দড়,
শিলার চেয়ে শক্ত বড়,
কঠিন হ'তে কঠিন তখন জমাট যখন হই !
বক্ষে বক্ষে লক্ষ বজ্র গর্জ্জে উঠে অই !

ঘ

বজ্র পেলেম কই গো শুন বজ্র পেলেম কই,
ভাইয়ে ভাইয়ে মিলন মোদের বজ্র যে গো অই !
বজ্র মোদের হৃদয়মর্ম্ম,
বজ্র মোদের অস্থিচর্ম্ম,
অন্যকর্ম্মা নই গো মোরা বজ্রকর্ম্মা বই !
বজ্র মোদের শিক্ষাদীক্ষা,
বজ্র মোদের পণ-পরীক্ষা,
বজ্র জাতি, বজ্র ধর্ম্ম, বজ্র সমস্তই ।
বজ্র মোরা পুরুষনারী,
বজ্রবতী বজ্রাচারী
বজ্র পূজি বজ্র ভজি বজ্র ছাড়া নই !
বজ্র মোদের হিংসা ক্রোধ,
বজ্র মোদের প্রতিশোধ,
বজ্র আশা বজ্র ভাষা বজ্রে সর্ব্বজয়ী
আমরা বজ্র মন্ত্রজপা,
সে দধীচি মহাতপা
তারি অংশ তারি বংশ গোষ্ঠী তারি হই,
বৃত্রবধে জীবন দিতে
আমরা বেড়াই পৃথিবীতে,
বক্ষে বক্ষে লক্ষ বজ্র গর্জ্জে উঠে অই !

আমাদের এ রক্তবসা,
বক্ষে মাজা বক্ষে ঘষা,
বজ্র মোদের পণ-প্রতিজ্ঞা—বজ্র সমস্তই !
ভাইয়ে ভাইয়ে মিলন মোদের বজ্র যে গো অই !

নব্যভারত, কার্ত্তিক, ১৩১৮, পৃ. ৪৫৩

কে বড়

১ ক

তুমি যে ধরেছ কৃষ্ণ গিরি গোবর্দ্ধন,
এ কি বড় বেশি ভার ?
কি বীরত্ব অহঙ্কার !
এই কি মহিমা বড ওহে নারায়ণ ?
তুমি যে ধরেছ কৃষ্ণ গিরি গোবর্দ্ধন !

খ

তুমি যে বিশ্বের ভার করহে বহন,
ওহে বিশ্বম্ভর হরি
সহস্র মস্তকে ধরি,
সহস্র সহস্র বাহু সহস্র চরণ !
এই কি মহিমা বড় ওহে নারায়ণ ?

গ

তব চির অনুরক্ত বীর ভক্তজন.
গোলোক বৈকুণ্ঠ সহ,
কোটি বিশ্বে অহরহ,
সে তোমারে প্রাণে প্রাণে বহে অনুক্ষণ !
কে বড় তোমরা দোহে কহ নারায়ণ !

২ ক

নাগপাশে মুক্তি নহে যশের কারণ,
ওহে রাম বিশ্বপতি,
ও বন্ধন তুচ্ছ অতি,
গড়ুর নিশ্বাস খোলে—অতি সাধারণ।
নাগপাশে মুক্তি নহে যশের কারণ।

স্নেহ প্রেম প্রীতি দিয়া বেঁধেছে যে জন,
হৃদয়ে হৃদয়ে হায়,
তোমার কোমল পায়,
ছিঁড়িতে পার কি তাহা কভু—কদাচন?
নিঃশ্বাসে খোলে না সে যে বিশ্বাসের মন!
কি ছার সে নাগপাশ,
সে যে গো বিষম ফাঁস,
গোলোক বৈকুণ্ঠ সহ বাঁধে ত্রিভুবন;
কে বড় তোমরা দোহে কহ নারায়ণ!

আর্য্য কায়স্থ প্রতিভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৮, পৃ. ৩৫১

শমী গাছে

১

ও কবিতা লিখ্‌ব না আর
আমার, কলম থুয়েছি শমীগাছে;
যাযাবর বেদিয়ার মত,
যুগযুগান্ত হ'ল গত,
এখনও সে কর্ম্মভোগের
অজ্ঞাতবাস বাকী আছে!
আমার, কলম থুয়েছি শমী গাছে!

২

আমার এখন ছদ্মবেশ,
ছদ্ম সুখ দুঃখ ক্লেশ,
ছদ্ম আমার যোগতপস্যা
ছদ্ম সাধন রহিয়াছে।
ছদ্ম আমার ইচ্ছা আশা,
ছদ্ম ভক্তি ভালবাসা,
বদ্ধকণ্ঠে ছদ্মভাষা
হৃদ্দতৃষ্ণা জেগে আছে!
আমার, কলম থুয়েছি শমীগাছে!

৩

জগতের জঘন্য জীব,
হয়েছি নপুংসক-ক্লীব,
মানুষের আর অধঃপতন
ইহার চেয়ে আর কি আছে?
মেথর মুচি সেলাই বুরুষ
আর কি আছে অধম পুরুষ?
বীরের জায়া আজ সে আয়া
দাস্য কর্ম্মে জীবন বাঁচে!
আমার, কলম থুয়েছি শমীগাছে!

নব্যভারত, অগ্রহায়ণ, ১৩১৮, পৃ. ৪৮৬-৪৮৭

কি তাজ্জব!

১

কি তাজ্জব! কি তাজ্জব!
তিন দিনে চীন হ'ল স্বাধীন
জগৎভরা জয় জয় রব!

কেমন উদ্যম কি উৎসাহ, কেমন বীর্য্য বিশ্বদাহ,
কি প্রচণ্ড প্রবল প্রতাপ কেমন ভীষণ—কি ভৈরব !
কি প্রতিজ্ঞা—বজ্রপণ, দারুণ সাহস দারুণ মন,
দারুণ দৃঢ় অধ্যবসায় শত বজ্র পরাভব !
নাইক চিন্তা মরণ বাঁচন, কেবল কুদন কেবল নাচন,
নাই ঔদাস্য শোক নৈরাশ্য অট্টহাস্য—কি তাণ্ডব !
সবাই ক্ষিপ্ত খড়্গহস্ত, রক্তে রাঙ্গা দেশ সমস্ত,
খণ্ড খণ্ড রাজদণ্ড চরণতলে রাজশব !
তিন দিনে চীন হ'ল স্বাধীন
জগৎভরা জয় জয় রব !
কি তাজ্জব ! কি তাজ্জব !

২

কেমন বাঁধন প্রাণে প্রাণে, অস্থি, মাংসে, রক্তে জানে,
পাহাড় উড়ায় টানে টানে অসীম শক্তি—অসম্ভব,
যুবক বৃদ্ধ ছুঁড়ী ছোঁড়া, সমান মত্ত কানা খোঁড়া.
কি জিঘাংসা কি জিগীষা কি জীবন্ত জয়োৎসব!
কি দুর্জ্জেয় সে বজ্রলাথি. চূর্ণ চূর্ণ মাঞ্চুজাতি,
কেমন দম্ভ ভূমিকম্প কেমন গর্ব্ব কি গৌরব !
কাঁপছে ধরা থরথরি, কেবা বাঁচি কেবা মরি
ইউরেলে লাগ্‌ছে ধাক্কা ইউরোপটা কাঁপছে সব ।
ঈশান কোণে লাগ্‌ছে ঝট্‌কা, নিশান কাঁপছে কামস্কাট্‌কা
আমেরিকায় বিষম খটকা ডরে ভয়ে জরদগব !
যুগল সূর্য্য উঠছে পূবে, পশ্চিমেতে সন্ধ্যা ডুবে,
'ক্যা হুয়া ? ক্যা হুয়া ?' তাই শ্বেত শিয়ালের কলরব ।
তিন দিনে চীন হ'ল স্বাধীন
জগৎভরা জয় জয় রব !
কি তাজ্জব ! কি তাজ্জব !

৩

দাসত্বের কলঙ্ক-টীকা, নাই সে শিরে দীর্ঘ শিখা,
কীর্ত্তি-কিরীট দীর্ঘ ললাট কি সৌভাগ্য কি গৌরব !

মুক্তকণ্ঠে স্বাধীন বাণী নাই সে আজ আর কানাকানি,
ভৃত্যযোগ্য নিত্যভোগ্য দুরারোগ্য সে রৌরব !
হলস্কন্ধে হাস্‌ছে কৃষাণ, হাতে উড়ছে বিজয় নিশান,
পুলকিত শস্যক্ষেত্রে—স্বর্ণশীর্ষ নূতন যব,
স্বাধীন তরু স্বাধীন লতা, পুষ্পে হাসে স্বাধীনতা,
বহে মন্দ মধুগন্ধ স্বাধীনতার সুসৌরভ !
ঈয়াংসিকিয়াং দিচ্ছে হুলু, শত জিহ্বায় কুলুকুলু,
ঘোর রোলে সিন্ধু তোলে বজ্রশঙ্খে বিজয় স্তব,
আজকে 'মেলিং' সবার সেরা, চন্দ্রসূর্য্য নূপুর বেড়া,
'ধবল' নহে সবল, সে যে নগাধিরাজ অভিনব !
তিন দিনে চীন হল স্বাধীন,
জগৎভরা জয় জয় রব !
কি তাজ্জব ! কি তাজ্জব !

৪

কতই মাটি কতই পাথর, বুকে চাপা ছিল কাতর,
যুগযুগান্তের অধীনতা দাসত্বের ঘোর উপদ্রব,
আজ্‌কে তাহা ভেদি মহী, ছুটছে ঊর্দ্ধমুখে বহ্নি,
কি কালান্ত অতলান্ত জ্বলদগ্নি মহার্ণব !
বিশ্ব আজ বিস্মিত নেত্রে, দেখ্‌ছে ঐ অগ্নিক্ষেত্রে,
কোটী শীর্ষ কোটী বাহু জনশক্তির সমুদ্ভব,
রাজার শির আজ রাজমুকুটে, চাষার পায়ে ধূলায় লুটে,
মর্ত্ত্যে থাকুক স্বর্গ উঠে ইন্দ্রালয়ে হাহারব !
পদাঘাতে ঘৃণার সহ,—রাজার দান—রাজ-অনুগ্রহ
ফেলিয়ে দূরে দীনভিক্ষু— জগতে যা অসম্ভব,
আত্মবলে আত্মস্বত্ব, করেছে সে আজ আয়ত্ত,
কেমন তাহার পুরুষত্ব কি মহত্ব কি গৌরব !
তিন দিনে চীন হল স্বাধীন,
জগৎভরা জয় জয় রব !
কি তাজ্জব ! কি তাজ্জব !

৫

ক্রূর যারা ধূর্ত্ত যারা, পীতাতঙ্কে আত্মহারা,
চম্‌কে উঠছে আজ্‌কে তারা কাপুরুষরা যত সব,
আত্মদ্রোহে লিপ্ত চীন, এই ত সুযোগ, এই শুভদিন,
দল বেঁধেছে শক্তি নবীন কর্ত্তে তাহার পরাভব।
নতুবা সে দুদিন পরে, মুটিত্‌ করে টুটিতে্‌ ধরে,
পার করিতে কাস্পিয়ান সি বেরিং স্ট্রেইট বাবেলমাণ্ডেব।
তাই কেউ বা বসে কাম্বোডিয়া, পাদ্রীর টুপি মাথায় দিয়া,
কেউ বা আছেন সেলিবিসে বোর্নিও সুমাত্রা যব,
কেউ বা আছেন ফিলিপাইনে, আপ্‌খোরাকী বিনা মাইনে,
মাথা পাই ত ধ্বজা পাইনে রাহুর মত উপপ্লব।
চড় খেয়ে জাপানের কাছে, মঙ্গোলিয়ার পাছে পাছে,
কেউ বা আবার ভালুক নাচে—কি আত্মীয়! কি বান্ধব।
ভেবেছিলেন আফ্রিকাটা, যোম্ন কর্ল্লে ছিঁডাকাটা,
তেমনিতর এসিয়াটা বেঁটে নিবে দৈত্য দানব,
খেয়ে খেয়ে বাডছে জিভা, তুরুগ মুরুগ খোকন খিবা,
পার্সি গোলাপ-মধুর ডিবা দ্রাক্ষাখেজুর কাবুল আরব!
যত সকল রাজ্য চোরা, অজগর আর উইলা বোড়া,
মরার মত পড়ে থাকে এম্নি জানে কায়দা আদব,
কিন্তু আবার সময় পেলে, ছায়া ধরে' আগু গেলে,
সুরসী সাপিনীর মত মুখটি মেলে আকাশ অর্ণব।
অভিমন্যুর সপ্তরথী, চীনের এখন তেম্নি গতি,
ভরসা কেবল বিশ্বপতি নাশেন যিনি মধুকৈটভ,
জনলক্ষ্মী তারই কৃপা, হাসায়ে ধরা সপ্তদ্বীপা,
উঠিয়াছে পূব সমুদ্রে রাতুল পদে অতুল বিভব!
এক পা জাপের হৃদয়মনে, এক পা চীনের জীবনপণে,
বিরাজিছে মাতৃমূর্ত্তি কি অপূর্ব্ব কি অভিনব,
সত্যধর্ম্মে মুকুট গড়া, সর্ব্ব বিদ্যা বসন পরা,
স্নেহ দয়া হৃদয় ভরা শান্তি সর্ব্ব অবয়ব!

শক্তি আর স্বাধীনতা, দুই ভুজ দুই কল্পলতা,
চরণতলে অমরতা দুঃখ দৈন্য নাশে সব,
এক হাতে তার বরাভয়, আরেক হাতে যশ আর জয়,
স্বর্গমর্ত্ত্য ত্রিভুবনময় সারাবিশ্ব করে স্তব !
তিনদিনে চীন হ’ল স্বাধীন
জগৎভরা জয় জয় রব,
কি তাজ্জব ! কি তাজ্জব !

৬

এই যে আছি মৃত্যুশয্যায়, নাইক শক্তি অস্থিমজ্জায়,
কর্ণে শুনি তবু চীনের জয়ধ্বনি বজ্রভৈরব,
কি আহ্লাদে কি আনন্দে, হৃদয় নাচে বিরাট ছন্দে,
নবোদ্যমে নবোৎসাহে, নবজীবন হয় অনুভব !
নূতন স্বাস্থ্য নূতন আয়ু, শ্বাসে বহে চীনের বায়ু,
চীনের শিরা চীনের স্নায়ু স্পর্দ্ধা স্পন্দন তেমনি সব,
তেম্নি শক্তি ভালবাসা, তেমনি ইচ্ছা তেমনি আশা,
তেম্নি চীনের পীত-পিপাসা ঠেকছে গিয়া ‘লিয়াখব’।
ইয়াংসিকির নূতন বাণে, নূতন চিন্তা আনে ধ্যানে,
শতমুখে গঙ্গায় আনে নূতন চীনের নূতন বিভব,
নূতন কিরণ, নূতন ঊষা, নূতন চীনের নূতন ভূষা,
ভারতবেড়া সাগরজলে প্রতিবিম্বে জ্বলছে বাড়ব !
রামলক্ষ্মণের লঙ্কাজয়ে, যুধিষ্ঠিরের অভ্যুদয়ে,
অশোকের সে দিগ্বিজয়ে, এ ভাব মনে হয়নি উদ্ভব ;
জাগে নাই আর এমন হর্ষ, আজকে যেমন ভারতবর্ষ,
বর্ণে নাই আর কোন কবি এমন ছবি দেবদুর্লভ !

* * *

তিন দিনে চীন হ’ল স্বাধীন
জগৎভরা জয় জয় রব,
কি তাজ্জব ! কি তাজ্জব !

নব্যভারত, মাঘ, ১৩১৮, পৃঃ ৬৩৯-৬৪০

নববর্ষ

১

তোমার মত নূতন বছর আস্‌ছে গেছে কত,
এম্‌নিতর বুক বেঁধেছি আশায় শত শত !
গলায় বেঁধে বুকের বাঁধন কাঁদন হল সার,
হাসির বদল ভারত ভরা ফাঁসির হাহাকার !

২

কালচক্রে বিশ্বরাজ্যে স্ব-তন্ত্র আসন,
বিরচিত বিশ্বপতির নিয়ম পুরাতন ।
অন্ধ ভারত বন্ধ আঁখি চোখ্‌ মেলে না চায়,
নবগ্রহের শাসন-যন্ত্র নূতন পঞ্জিকায় !
সৌররাজ্যে গৌরবের কি শাসন পরিষদ্‌,
আত্মনিষ্ঠ স্বপ্রতিষ্ঠ সৌভাগ্য সম্পদ !
কোন্‌ বিভাগে কেবা মন্ত্রী রাষ্ট্রপতি হন,
নূতন হর্ষে নূতন বর্ষে নূতন নির্ব্বাচন !
রাহু কেতুর উপপ্লবে উল্কা-তারাপাতে,
যুগযুগান্ত কল্পে কল্পে আঘাতে সংঘাতে,
হউক ছাই হউক ভস্ম হউক রেণুকণা,
হয় না রুদ্ধ আত্মবুদ্ধ চৈতন্য-চেতনা,
কি অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃভাব প্রীতির আকর্ষণ,
ছোট বড় পরস্পরে অভেদ আত্মা মন !
কেমন উদ্যম ! কেমন উত্থান ! কেমন অভ্যুদয় !
একাগ্রতা একপ্রাণতার কেমন চিরজয় !
কি আদর্শ নববর্ষ কর প্রদর্শন !
রুদ্ধ শিরায় ক্রুদ্ধ রক্ত স্বপ্নে করে রণ !

৩

মর্‌তে হবে—মর্‌ব তাহে ক্ষতি কিছু নাই,
পচা মরণ দিও না আর তাজা মরণ চাই !
সিংহ মরে, ব্যাঘ্র মরে মহিষ মরে বনে
বন্য পশুর ধন্য জীবন আত্ম-সমর্পণে !

ক্ষুদ্র পোকা সেও মরে রুদ্র পিপাসায়,
জ্বলন্ত আগুনে সেও আলোর মরণ চায় !
মানুষ আমি মরব নাকি অন্ধ কারাগারে,
কাপুরুষ পাতকীর মত চরণ-প্রহারে ?
ব্যোমের মত বক্ষ চাহি দিগ্ দিগন্ত খোলা,
জ্বলন্ত জ্যোতিষ্কের মত চাই সে গুলি গোলা।
কালান্ত তার তেজের ছটা জ্বলন্ত প্রলয়,
মৃত্যুমরা মৃত্যু চাহি—জীবন জ্যোতির্ম্ময় !
লহ বর্ষ বক্ষভরা লক্ষ অঙ্গীকার,
অপূর্ণ আনন্দ-শূন্য আকুল উপহার !
জীর্ণ অস্থি শীর্ণ মাংস মর্ম্মগ্রন্থি ছিঁড়া,
ক্ষুৎপিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ রক্তশূন্য শিরা,
রোগে ক্লিষ্ট পদে পিষ্ট হা অদৃষ্টলীলা !
পাঁজর ভাঙা রক্তে রাঙ্গা সেও সে ফাটা পীলা !
শক্তিশূন্য হস্তপদ ভক্তি-শূন্য প্রাণ,
চর্ম্ম মর্ম্ম-স্পর্শ শূন্য আঘাত অপমান.
আশা ইচ্ছা যোগ তপস্যা কর্ম্ম ধর্ম্ম সহ.
ইহকাল পরকাল আমার সকল লহ লহ।
লহ পুত্র লহ কন্যা লহ ভগ্নী ভাই,
অভিমন্যুর মত বর্ষ অভয় মৃত্যু চাই।

নব্যভারত, বৈশাখ, ১৩১৯, পৃ. ১৯-২০

আসল মানুষ

তোম্‌রা বটে আসল মানুষ তোমরা বটে বীর,
ভাই হে তোমরা স্বরাট রাজা বিরাট পৃথিবীর !
তোম্‌রা তুল্‌লে বজ্রবাহু, ডরে কাঁপে শনিরাহু,
পুচ্ছ তুলে পলায় কেতু আতঙ্কে-অস্থির !
তোম্‌রা বটে আসল মানুষ, তোমরা বটে বীর !

২

তোম্‌রা বটে আসল মানুষ, তোম্‌রা বটে বীর !
অন্তরীক্ষে জলে স্থলে, তোমরা বেড়াও অসুর বলে,
পশুর মত চরণতলে সবাই নতশির !
কোথায় মেরু কোথায় মরু, নাই যেখানে তৃণতরু,
তোম্‌রা সেথায় মহান রাজা তুহিন হিমানীর !
তোম্‌রা বটে আসল মানুষ, তোম্‌রা বটে বীর।

৩

তোম্‌রা বটে আসল মানুষ, তোম্‌রা বটে বীর।
তড়িৎ অনিল অহরহ. ভৃত্যবাহন আজ্ঞাবহ,
শ্বেত সূর্য্য উজ্জ্বলিছে প্রতাপ প্রতীচীর।
ইন্দিরা আর শ্বেতভুজা, ধনেজ্ঞানে কর্চ্ছে পূজা,
পূবের দেশের তুচ্ছ কুবের গুরু নতশির !
তোম্‌রা বটে আসল মানুষ, তোম্‌রা বটে বীর !

৪

তোম্‌রা বটে আসল মানুষ, তোমরা বটে বীর !
বাঁচতে তোম্‌রা লজ্জায় মর, মর্‌তে তোমরা গর্ব্ব কর,
মৈনাক ডোবা ডেমাক নয় সে সূর্য্যভেদী শির !
যেমন পুরুষ তেমনি নারী, সমান সাহস দু'জনারি,
সাতসাগরে পায় না পারি—কূল-কিনারা-তীর।
তোম্‌রা বটে আসল মানুষ, তোমরা বটে বীর !

৫

তোমরা বটে আসল মানুষ, তোম্‌রা বটে বীর ?
ডুব্‌ছে যখন টিটানিক, তোমরা তখন বৃটানিক,
অবিচল-চিত্ত ঠিক অচল অটল স্থির !
বাজ্‌ছে কেমন বিজয় ব্যাণ্ড, নৃত্য করছে শেক্‌হ্যাণ্ড,
কেমন গ্র্যাণ্ড অভ্যর্থনা অকূল জলধির !
উঠছে গভীর বিজয়গান, আকাশ পাতাল কম্পমান,
লুপ্ত বীর্য্য সুপ্তপ্রাণ জাগ্‌ছে অবনীর !

কি উল্লাসে ক্ষিপ্ত বিশ্ব, ভূতলে কি অতুল দৃশ্য,
ভ্রাতাভগ্নী পত্নীপুত্র বিদায় প্রণয়ীর।
কি আলিঙ্গন পরস্পর, নন্দনে কি উঠ্‌ছে ঝড়,
ক্রন্দনের নাই কাতর স্বর, নীরব সুগম্ভীর ;
প্রেমের সীমা, মুখের কথা, নাই সে নিরাশ ব্যাকুল ব্যথা,
ভীষণ সাহস, নির্ভীকতা—ধৈর্য্য হিমাদ্রির !
তোম্‌রা বটে আসল মানুষ, তোম্‌রা বটে বীর !

৬

তোম্‌রা বটে আসল মানুষ, তোম্‌রা বটে বীর,
তোমাদের কি ডুব্‌ছে তরী ? পাগলে কয় ! হেসে মরি !
কালসাগরে যাচ্ছে ভেসে কেতন বিজলার !
অমর মথি ক্ষীরোদ সিন্ধু, পায়নি এমন রত্ন ইন্দু,
ইন্দিরা অমৃত বিন্দু পুষ্প সুরাভির !
কত রত্ন লক্ষ্মী ভরা, হৃদয়-সিন্ধু মথিত করা,
অতীত মরা জাতির সুধা পাতিত অবনীর !
কি মহত্ত্ব কি মহিমা, গৌরবের নাই পরিসীমা,
জগদ্দীপ্ত কিরণ লিপ্ত বিজয়মাণিক্যের !
বণিক বৃটন তুমি ধন্য, পুণ্যকীর্ত্তি তোমার পণ্য,
আন্‌লে আজ যে দেশের জন্য জীবনমূল্যে বীর,
টিটানিক কি গর্ব্বে ঠাটে, লাগ্‌ল এসে তোমার ঘাটে,
কোথায় এমন জয়ধ্বনি বিজয়তরণীর ?
তোম্‌রা বটে আসল মানুষ, তোম্‌রা বটে বীর !

৭

তোম্‌রা বটে আসল মানুষ, তোম্‌রা বটে বীর !
কি মহত্ত্ব আন্‌লে দেশে, সঞ্জীবনী শক্তিবেশে,
এক জীবনে লক্ষ জীবন রুদ্র তেজস্বীর।
জন্মি'স স্টেড্ ঘরে ঘরে, শিশুর বেশে যীশুর বরে,
কর্ম্মে স্ফূর্ত্তি ধর্ম্মমূর্ত্তি বিশ্বহিতৈষীর,

জন্মিবে স্নিগ্ধ শত শত, আত্মত্যাগী বীরব্রত
চরণতলে মরণ-নত অচল অটল স্থির !
আমি ত বুঝি না নিজে,তোমার কাছে আম্‌রা কি যে,
ক্ষোভে লাজে বক্ষ ভিজে, চক্ষে বহে নীর ।
তোম্‌রা বটে আসল মানুষ, তোম্‌রা বটে বীর ।

নব্যভারত, আষাঢ়, ১৩১৯ পৃ, ১৬৬-১৬৭

সুয়া দুয়া

১

আমি ত জানি না প্রিয়ে কেবা সুয়া দুয়া,
কে তোমরা চিনি চিটা, ইন্দ্রপুলি চিতই পিঠা,
কেবা সে মাল্‌সা ভোগ কেবা মালপুয়া !
কেবা সে আমির্ত্তি খাজা,
কেবা সে আঠার ভাজা,
কেবা সে দিল্লী কা লাড্ডু কেবা সে ছাতুয়া !
কেবা সে অমৃতসর,
পদ্মবনে মনোহর,
পানাপচা খানাডোবা কেবা পাতকুয়া !
কে বদরী কেবা আম,
কে মনক্কা কে বাদাম,
বেদানা দাড়িম্ব কেবা ডেফল ডহুয়া ।
কে কমল কে শিমূল
কে গোলাপ গেন্দাফুল,
আমি ত জানি না কেবা মাধবী মহুয়া !
কেবা কাক কেবা পিক,
নাহি জানি কে অধিক,
কে আমার তোতাপাখী কেবা কাকাতুয়া !

কার বা অমৃতস্পর্শ ?
বাড়ায় আনন্দ হর্ষ,
কার বা বিষের জ্বালা, কেবা বিছা শূয়া !
কার শিরে পদ্মমণি,
কেবা সে স্পর্দ্ধিতা ফণী,
মাটিতে লুকায় মুখ কেবা সে কেচুয়া !
কেবা আদরের 'পান্না',
কে অনাদরের 'আন্না'
আমি ত জানি না মেরা কৌন কৌন হুয়া,—
কে আমার সুয়ারানী, কে আমার দুয়া !

২

আমার সকলি প্রিয় সকলি সমান,
পরমপুরুষ আমি,
আমি সকলের স্বামী
আমি সকলের আত্মা সকলের প্রাণ !
অনন্তপ্রকৃতি নারী,
অনন্ত রূপেতে তারি,
অনন্ত অনন্ত কাল আছি ক্রীড়াবান্ ।
ভোগে নাই বিবমিষা,
কি বিষম মহাতৃষা,
কিবা দিবা কিবা নিশা একই সমান !
নানা রসে নানা জনা,
তোমরা সে কণা কণা,
উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা ভরে সদা করি পান,
তোমরা সে নানা শোভা,
আমি তাহে চিরডোবা,—
চিরমগ্ন চিরমুগ্ধ চিরমুহ্যমান !
সোহাগে সবাই বড়,
কেহ নহে তম তর,

অনন্ত সিন্ধুর মত করি স্তুতিগান,
সঙ্গমে মিলনে সুখে,
তটিনীর বুকে বুকে,
ওঙ্কারে হুঙ্কারে উঠে—নব প্লবমান!

ও আমার সোনাযাদু!
বাহবা, কেমন সাধু,
খেলায়ে ছিপের মাছ শেষে দেও টান,
কেমন কথার পেঁচ,
বোরো খেতে দোনো সেঁচ,
টুটা ফাটা জমিনে সে জলে ডাকে বান!

অন্তরে সলিল ভরা,
বাহিরে সে বালু মরা,
ও আমার সোনামুখি চীর পরিধান,
কোন্ বন করি আলা,
পরিলে মৃণাল বালা,
বাকল রাখিয়া গাছে পাছে লাগে টান।

ও মোর কদম্ব-কবি,
মানময়ী জলছবি,
রসে ভিজে ওঠে কি যে রূপ মূর্ত্তিমান,
কি মোহিনী-কলা লীলা,
ইন্দ্রধনু শূন্যছিলা!
আকাশ ফেলিলে গিলা বেজায় সেয়ান!

নব্যভারত, ভাদ্র, ১৩১৭, পৃ. ২৮৪-২৮৫

দুর্গাপূজা

১

এই কি তোমার পূজা রে ভাই এই কি তোমার পূজা ?
কাদামাটি দড়ি খড়ে,
প্রতিমা কি এমনি গড়ে,
দেবতারা পূজেছে কি এমনি দশভুজা ?
নিজের বীর্য্যে নিজের তেজে,
গড়িতে হয় তাহারে যে,
সে একত্ব-আত্মশক্তি অনন্তা অযুজা !
এই কি তোমার পূজা রে ভাই এই কি তোমার পূজা ?

২

এমনি করে গড়ে না কি মায়ের মূর্ত্তিখানি ?
এই কি শ্রদ্ধা ভক্তি নিষ্ঠা,
বিনা প্রাণে প্রাণপ্রতিষ্ঠা,
শক্তি বিনা জাগে নাকি শক্তিশিবরাণী ?
দেবতারা আত্মদানে,
প্রাণ দিয়েছে আপন প্রাণে,
জেগেছে তাই জন্মভূমি জননী কল্যাণী !
এমনি করে গড়ে নাকি মায়ের মূর্ত্তিখানি ?

৩

এই কি রে মার বসনভূষণ এই কি রে মার সাজ ?
সর্ব্বভূতে যিনি লজ্জা,
মহৈশ্বর্য্য যাহার সজ্জা,
তার কি লজ্জারক্ষা কর্ব্বে শালুর পেশোয়াজ ?
তারে দিলি টিনের ঢাল,
টিনের গুল্পী তরোয়াল,
কেমনে কর্‌লি এম্‌নিতর কাপুরুষের কাজ ?
এই কি রে মার বসনভূষণ এই কি রে মার সাজ ?

৪

এই বেশে মা কর্ব্বে নাকি মহিষাসুর বধ ?
বৃথা রে তোর কল্পারম্ভ—শরৎ প্রতিপদ !
মা নয় এ যে মাটির ডেলা,
পূজা নয় এ পুতুলখেলা,
জননী মৃন্ময়ী মূর্ত্তি জন্মজনপদ !
এই বেশে মা কর্ব্বে নাকি মহিষাসুর বধ ?

৫

দেবের মত এক হইয়া,
শক্তিগড়া শক্তি দিয়া,
হাতে দে রে ব্রহ্মঅস্ত্র বজ্র ইরম্মদ !
কর রে পূজা নিজে নিজে,
সে মাতৃকামন্ত্র বীজে,
বিজয়িনী বিশ্বশক্তি, অধম অপসদ ।
বধিতে নিশুম্ভ শুম্ভে
পূজ্‌ রে হৃদয় রক্ত-কুম্ভে,
ইন্দ্র বরুণ অগ্নি অরুণ পূজ্‌ল যেমন পদ !
কর্‌রে মায়ের কল্পারম্ভ,
চূর্ণ হোক সে দৈত্য-দম্ভ,
পদ্ম পায়ে লুটুক মায়ের অসুর দুর্ম্মদ
বাজা রে ভাই বিজয়শঙ্খ,
হউক ভারত নিরাতঙ্ক,
নিঃশঙ্ক নিবিঘ্ন হোক শান্ত নিরাপদ !
বিজলীতে জল্‌ছে অসি,
নীল দানবের বক্ষে পশি,
রক্তে রাঙ্গা দেখ্‌ রে মায়ের রক্তপদ্মপদ !
সঙ্গে বাণী আন্‌ছে বেদ,
ঘুচা রে ভাই ভ্রাতৃ-ভেদ,
লক্ষ্মী আন্‌ছে লক্ষ লক্ষ সৌভাগ্য-সম্পদ !

আন্‌ছে চির ব্রহ্মচর্য্য,
সংযম—চিরকৌমার্য্য
দৈত্যজয়ী কার্ত্তিকেয় যুদ্ধবিশারদ !
সর্ব্ব সিদ্ধি সফলতা
সর্ব্ব অপরান্মুখতা,
আন্‌ছে সর্ব্ব অব্যর্থতা বদন-দ্বিরদ !
দেখ্‌ রে মা কি অদ্‌ভুতা
কি মহা ঐশ্বর্য্যযুতা,
কি মহা মহিমময়ী মূর্ত্তি মনোমদ !
আকাশ যেন পড়ছে নুয়ে,
চরণে তার মাথা থুয়ে,
হীরক কিরীটে তাহার হাসছে নীল হ্রদ !
মৃদ্‌গন্ধে তার গায়ের গন্ধে,
ছুটছে বাতাস নানান ছন্দে,
তমাল বনে দুলছে শ্যামার শ্যামল পরিচ্ছদ !
এই রূপে মার কর্‌বে পূজা,
দিগ্‌বিসারী শৈলভুজা,
অমর সম সমরমন্ত্রে চরণ কোকনদ !
এই বেশে মা কর্ব্বে হেসে মহিষাসুর বধ !

নব্যভারত, কার্ত্তিক, ১৩১৯, পৃ. ৩৯৩-৩৯৪

বিচিত্রপুর

পদ্মার যথা * * * তারি বায়ুকোণে,
যে দেশেতে ধানের খেতে নারায় সর্ষা বোনে।
কলাই খেতে দিনে রেতে সদা দেয় পাহারা,
শাক-চুরণী নারীদের দেয় গরুর মত তাড়া।
নতুবা সে এক নিমিষে খেতের দফা শেষ,
চোর-চুরণী জাত-বজ্জাত জাত-ভিখারীর দেশ !

কুকুর-বিড়াল ওদের বাড়ী ফেনটুকু না পায়,
পিঁপ্‌ড়ার মুখে ক্ষুদের কণা দেখলে কেড়ে খায়।
ক্ষুধার জ্বালায় কুত্তা বিড়াল ফিরে বাড়ী বাড়ী,
ছিটালে না পায় কোথাও অন্ন গোটা চারি!
শত অন্ন রাখবে পাতে সে ত দূরের কথা,
একটি ভাতের শত অংশ ফেলতে পায় যে ব্যথা!
চাকরি বিনা একটি সন্ধ্যা জ্বলেনাক চুলা,
দোনের মত পেটটি, তবু মুখে ধূনেন তুলা!
অনাহারে উপবাসে বিদেশ যখন যায়,
দৈববশে ভাগ্যবশে চাকরি যদি পায়,
তখন তাহার লাগ পায় কে, গল্পে মারেন হাতি,
নবাবের পো নবাব যেন সকতজঙ্গের নাতি!
যার জোটে না মুষ্টিভিক্ষা, উপাস করে নারী,
"কাউয়াপীরের" মাগন মেগে ফিরে বাড়ী বাড়ী!
কল্‌মী শাক আর কেচ্‌রা দল আর শাপ্‌লাশালুক হায়,
পেটের দায়ে অভাগীরা সিদ্ধ করে খায়!
কিন্তু তিনি গল্প করেন, চাকরি করেন সখে,
দাদার সঙ্গে বন্‌ল নাকো, কাকায় বড় বকে!
নতুবা তার দেশে আছে হাজার টাকা আয়,
প্রতি বছর সাতশ মণ সে ধানসরিষা পায়!
দশকানি জমিনে পাটের ন'খান খাটে হাল,
ধৈনা খেতে চাষ দিতে তার শ'খান ভাঙে ফাল!
তিনকুড়ি তার মহিষ-বলদ ছয়কুড়ি তার গাই,
ছাগল-ভেড়া আড়াইকুড়ি, বাছুর গনা নাই!
দু'মণ দুধে ন'মণ ক্ষীর শ'মণ জমে দধি,
দশ বিশ মণ ঘৃত-মাখন ঘোলের গঙ্গানদী!
ভগ্নীপতি উকিল তাহার, ডিপ্‌টি তাহার শালা,
দারোগা তার বড়মামা, বেহাই সদরআলা!
ভরাকৈর তার শ্বশুরবাড়ী, মাল্‌খানগর পিসী,
রেলীর বাবু গাঙার মেশো তিনি কিনেন তিসি!

মগেলিন সকট্রা লুচু—তালুক কতকগুলা,
বোর্ণিও সুমাত্রা যাবা মালয় পেনিনসুলা !
আটলান্টিক পেসিফিক ওসান জলকর আমেজন,
বনকর সে বর্ম্মা আসাম শালসেগুনের বন !
সিলেট কাছাড নাগপুরের সে নারাঙ্গী কমলা,
ফলকর তার মুন্সীগঞ্জের মোহনবাঁশি-কলা !
বাডাটা তার সাতকানি ভুঁই দশখানি তার বেডা,
চৌদ্দকানি দিঘি পুকুর আম সুপারি ঘেরা !
বাডার ভিতর দোতলা ঘর কাঠের সিঁডি তায়,
জাপানা চিক ঝোলে তাহার হেলিঙ্গ বারান্দায় !
বাডীর বাহির পূবের ভিটায় পূজার ঘরের পাছে,
আধমণি সব বেল ধরে সেই লেঙ্গরা বেলের গাছে !
লীলাখনা পত্নী তাহার * * * বিলাসিনী,
বিনাতারের টেলিগ্রামে ভালবাসেন তিনি !
কম্ফাটার কেন্‌বাস্‌ বোনেন নানান প্যাটারণ,
বিস্তি-বিজিক বাইসিকেলে বিদ্যা বিলক্ষণ !
লাল্‌ছা রঙ্গের কাল্‌ছা আভা সাদা-পোডা ঠোঁটে,
মাঘের শেষে সূয্যি যেন খুয়া ভেঙে ওঠে !
লগ্নী সুরে অগ্নি জ্বালে ভগ্নী লক্ষ্মীবাই,
সিলেট কাছাড মার্লে আছাড বিলাত ছাডেন নাই !
ভাইঝি গেছেন আই-জি-এস-এন, বিলাতী স্টীমারে,
ভাইপো গেছেন জাপান তাহার সাবান শিখিবারে।
বাডীতে তার মা ঠাকুরুণ—বয়েস ষেটের কাছে,
নিত্য তাহার ব্রতপূজা পাইল পার্ব্বণ আছে !
আগুন মাসে নাটাইচণ্ডী—দু'মণ চালের পিঠা,
সল্লো দিয়ে মাল্‌পো ভাজেন—ন'মণ গুডে মিঠা।
মাঘে পূজে 'নিদান খেতর' ভাজা চালের গুঁডি,
দু'চার ছড়া আইঠাকলা—দু'চার মণ খৈমুড়ি !
চৈত্রি মাসে বিষুর দিনে ছ মণ ছাতু লাগে,
(পদ্মাতে ফেলিলে বুঝি "চর জাজিরা" জাগে !)

নারদের গারদের এরা পিশাচ মূর্ত্তিমান,
পরের শুভ চক্ষু-শূল যশে জলে কান !
পরের মন্দে মহানন্দ মন্দ হাস্য মুখে,
পরের হাস্যে শোক নৈরাশ্যে আগুন জলে বুকে !
পরের ধনে পরের জনে হিংসা নিরন্তর,
কেউ বা পাছে বড হয় এই ত বিষম ডর !
পরের বাড়ী ছেলে হলে জোকার শুনে যদি,
কংসের মত ধ্বংসভয়ে কাঁপে নিরবধি !
পুরুষ হতে নারীগুলি অধিক হিংস্র ঠক,
বেতের চেয়ে বেতের ছেয়ে বিষম মারাত্মক !
তালের গাছে খেজুর গাছে খাজকাটা বই নয়,
ডাউগা পাতায় শুল্‌পী করাত দেখ্‌তে লাগে ভয় !
বীন্না পাতা কাওলা পাতা ডুমুর পাতায় ধার,
গাছের চেয়ে চোত্রা পাতা বিষম যন্ত্রণার !
মাখ্‌না লতা ফুলপাতা বিষম কাঁটা ভরা,
কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মদেবের শরশয্যা করা ।
পরের শ্রীতে এদের চিতে শল্য যেন জাগে,
জব্দ করতে তাহার পাছে গ্রাম সুদ্ধ লাগে !
মিথ্যা সাজায় মোকদ্দমা মিথ্যা নালিশ করে,
নারীপুরুষ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় সে ঘরে ঘরে ।
পরের যাত্রা ভঙ্গ করে কেটে নিজের নাক,
লজ্জাশরম জাতি ধরম থাকুক কিম্বা যাক্ !
নারীগুলা বেশী চালাক মর্দ্দাগুলার বাবা,
আপনি আগে পান্‌টি খেয়ে পুরুষেরে দেয় চাবা !
দিবারাত্রি সমান করে কেলেঙ্কার কোন্দল,
জ্বালামুখী উল্কামুখী খেঁকশিয়ালীর দল !
মেয়ে বুড়া নাই ভেদাভেদ সবাই একসমান,
ক্ষুরের চেয়ে তুখড় অতি মুখর খরশান !
"তোদের বাড়ীর হাওয়া কেন্‌ লো মোদের বাড়ী বয়,
মোদের রোদে তোদের কেন ধান শুকানো হয় ?

মোদের রবিবারকে কেন বল্‌বি রবিবার,
তোদের বুঝি বছরভরা দিন নাইকো আর ?
আমরা বলি বৈশাখ যদি তোরাও বলবি তাই,
তোরাও খাবি চারকপালী আমরা যারে খাই ?
দই দুধ ঘি মাছটুকু এই—আর ত কিছু নয়,
পোড়ামুখী এও তোদের সহ্যি নাহি হয় ?
মোদের যাহা কিনতে যাবে তোদের কিনবে তাই,
বাজার কলি মাঘি, কিনতে রাজার সাধ্য নাই !
কতই খাবি রাক্ষসীরা কতই আছে টাকা,
তোদের তরে দেশে যে লো আর যায় না থাকা !
ভাতার পুতের মাথা খা ন , এতই যদি ক্ষুধা,
(ধন্য ধন্য সর্ব্বংসহা বিচিত্র বসুধা !)
আগুন লাগুক টাকার বাক সে পুড়ে হোক্‌ সে ছাই,
দেবে ধর্ম্মে দেখুক সবে, এই ত কেবল চাই ।
হিংসুকেদের দেও হে সাজা ওহে ধর্ম্মরাজ,
দেখে তোমার উচিত বিচার চক্ষু জুড়াই আজ ।
জল আনিতে ঘাটে গিয়ে আগে বসে * *
কলসী ভরে তাহার পরে ফল্‌গু নদীর স্রোতে !
সেই জলেই রাঁধে বাড়ে সেই জল সবে খায়,
বাপের পিণ্ডি ঢালে তাতে গদাধরের পায় !
বেড়ায় লাগা হাগা-গাছ সে রান্নাঘরের পাছে,
কেহ গেলে রান্নাঘরে, কেহ গেলে গাছে,
দু’জনার সে শব্দে-গন্ধে দু’জনাতে ভোর,
জগতে নাই এমন মিলন মধুর মাণিকজোড় !
হাগতে গিয়ে জল নেয় না, ঘাটে এসে শোচে,
আধা গু সে ঘাটে যেতে শাড়ীর কোণায় মোছে !
শোচাজলে হাত পা ধোয় মুখ পাখালে তায়,
কমল মুখের সমল গন্ধে ভ্রমর দূরে যায় ।
করমে যায় করম জানা লজ্জাশরম নাই,
পথে পড়লে অন্ধ সেজে আরেক দিকে যাই !

পুরুষগুলা বারমাসই বিদেশে প্রায় থাকে,
একলা নারী একলা বাড়ী বউ কথা কয় ডাকে।
তিন দিনে নির্বিলে আলো চণ্ডীমণ্ডপ ঘরে,
সারা বছর আঁধারে তার চামচড়া বাস করে !

নব্যভারত, ফাল্গুন, ১৩১৯, পৃ, ৬৯৪-৬৯৫

ফুটবল

১

আমি ফুটবল !
তোমরা খেলোয়াড় পূব পশ্চিমে দুই দল !
কারো বেশ লাল সাদা,
হরিত পীত আধা,
কুর্দ্দনে কাঁপিছে
ক্রীড়া-রণস্থল !
পরিয়ে বুটজুতা,
মারিছ লাথি গুঁতা,
ছুটিয়ে পড়ি আমি
লুটিয়ে ভূমিতল !
আমি ফুটবল !

২

আমি ফুটবল,
ঘৃণাতে উপেক্ষাতে,
ছোঁও না কেহ হাতে,
কভু যে ধর মাথে
শত্রুর ভয়ে কেবল,
ফেলে দেও পুনরায়,
আঘাতে পায় পায়,
জীবন যায় যায়,
কত সই অবিরল !
আমি ফুটবল !

৩

খাইয়া লাথি গুঁতা,
নাক মুখ নাই থুতা,
কবন্ধ অন্ধ আমি
দেখি না ভূমণ্ডল,
বধির কর্ণহীন,
ইন্দ্রিয় লুপ্ত-লীন
শুনি না জগতের
বিজয় কোলাহল !
আমি ফুটবল !

৪

আমি যে শূন্যগর্ভ,
হস্তপদহীন গর্ব্ব,
নাহি মান নাহি সর্ব্ব,
নাহিক ভুজবল,
সতত পদাঘাতে,
আমি যাই অধঃপাতে,
বলিতে নাহি পারি,
নিরুদ্ধ কণ্ঠতল !
আমি ফুটবল !

৫

তোমাদের বুটজুতায়,
তোমাদের লাথি-গুঁতায়
বস্ফোরাস্ ব্লাক্‌সি
ডাক ছাড়ে কল্‌কল্ !
আরারট উচ্চচুডা,
আল্‌বর্জ্জ গুঁড়া গুঁড়া,
আলটাই থিয়ানশান
ভাঙিছে হিমাচল
আমি ফুটবল !

৬

আমার এ খেলায় আজি,
মহাপণ—মহাবাজী—
স্বর্ণ সিংহাসন
কিরীট সমুজ্জ্বল !
যাহারা হবে জয়ী,
লভিবে পণ অই,
হাসিবে যশে তার
উদয় অস্তাচল !
আমি ফুটবল ।

নব্যভারত, আষাঢ়, ১৩২০, পৃ. ১৩৫-১৩৬

ছোট ও বড়

অতি ঊর্দ্ধ্বে উড়ে বটে অতি ঊর্দ্ধ্বে বাস,
তথাপিও শকুনীর নীচ অভিলাষ !
নীচে থেকে চাতকের সদা ঊর্দ্ধ্ব মুখ,
বোঝ দেখি, ছোট বড় কে বা কতটুক !

সৌরভ, কার্ত্তিক, ১৩২০, পৃ. ১২

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ

ক্ষুদ্র হয়ে তবু করি যতন অশেষ,
গড়িছে প্রবালকীট কত দ্বীপদেশ !
অতিকায় তিমি শুধু ফিরে গর্ব্বভরে,
ফুৎকারে সমুদ্রজল তোলপাড় করে !

সৌরভ, অগ্রহায়ণ, ১৩২০, পৃ. ৪৯

হিন্দু-মুসলমান

১

তোমরা মুসলমান,—
সবাই তোমরা মঙ্গলিয়া, এলে হিমালয় ডিঙ্গাইয়া,
সাঁতার দিয়ে তাতার সেনা – সবাই জেঙ্গিস খান ?
অথবা কি আরববাসী, কোরাণ পেয়ে পুরাণ-নাশি,
সবাই কি মওলানা মুন্সী সেখ সৈয়দ পাঠান ?
গজ্‌নী কিম্বা কাবুলী মিয়া, হাব্‌লি হেথা বানাইয়া,
ভাব্‌লে মনে সবাই নাকি মামুদ সুলতান,
তোমরা মুসলমান ?

২

তোমরা মুসলমান,
কে তোমাদের পিতামাতা, কে তোমাদের ভগ্নীভ্রাতা,
কে তোমাদের নানীনানা,—আরব আফগান ?
কোথায় মক্কা কোথায় কুফা, কোথায় বা সে ফুফুফুফা,
কোথায় বা সে ভাইবেরাদর,—খুঁজ্‌তে পেরেশান !
কাদের রক্ত কাদের মাংস, দেহে তোমার অধিকাংশ,
ওজন করে বোঝ দেখি কার কি পরিমাণ,
কত বা সে আরব তাতার, কত বা এ ভারত-মাতার,
কত বা এ ভারত-পিতার বীর্য্যে জীবনদান,
তোমরা মুসলমান !

৩

তোমরা মুসলমান,
অনেকেই হিন্দুর জাতি, অনেকেই হিন্দুর জ্ঞাতি,
আমীর ওম্‌রা অনেক তোমরা বেগম বিবিজান !
অনেক বাদশা বাদশাজাদী, নফর চাকর গোলানবাঁদী,
হিন্দুর গুড়ে মুড়কী তৈয়ার তুরকী তিহারাণ !

হিন্দুর অস্থি হিন্দুর চর্ম্ম, হিন্দুর আত্মা হিন্দুর মর্ম্ম,
মেদে মাখা বেদের ধর্ম্ম উপরে চাপ্‌কান !
পেঁজ্জে ঢাকেনি হিন্দুর গন্ধ, দাড়ি ঢাকেনি হিন্দুর ছন্দ,
মুগ্ধ নয়ন তাই সে অন্ধ হয় না দৃশ্যমান্‌ !
কর তুমি হাজার তোবা, ইতিহাস ত নয় হে বোবা,
হিন্দু দিছে সাগরশোভা ডোবায় তোমার দান,
তোমার যত সকল হিন্দু, তুমি তাহার বিন্দুর বিন্দু,
শততম ডাইল্যুশনে হারছে হানিমান ।

৪

তোমরা মুসলমান—
তোমাদের সব শিরা সেঁচে, হিন্দুর রক্ত ফেল্লে কেচে,
কতটুকু আরবরক্ত রহে বিদ্যমান ?
হিন্দুর শত উপনদী তোমাতে না মিশত যদি,
‘ফেরাত’ কবে ফেরত যেত আবার মরুস্থান !
মিলেমিশে হিন্দুর সাথে, ধর্ম্মে কর্ম্মে এক কায়াতে,
জরাসন্ধের মত হলে বিপুল বলবান,
এখন হিন্দু কর্লে ভিন্ন, হারাইবে সকল চিহ্ন,
কবর খুঁজলে মিলবে নাকো বাবর সাজ্জাহান !

তোমরা মুসলমান—
শস্যশ্যামল বসুন্ধরা, মণি চুনি রত্নভরা,
নদী মেখে নিত্য স্নিগ্ধ নিত্য শীতল স্থান,-
হিন্দুর জীবন হিন্দুর রক্তে, হিন্দুস্থানের রাজতক্তে,
অভিষিক্ত কর্লে হিন্দু তোমায় ভাগ্যবান !
হিন্দু সহায় হ'ত যদি না, ফিরে যেতে হ'ত মদিনা,
বালুতে শুকাত তালু তৃষ্ণায় যেত প্রাণ,
কোথায় পেতে আরবী চাতক, নূরজাহানের নূতন খাতক,
গোলাপ আতর মাখা এমন মধুর মরুস্থান ?

৬

তোমরা মুসলমান—
হিন্দুরা তোমাদের তরে, প্রাণ দিয়েছে অকাতরে,
নিজের রক্তে নিজের দেশ কর্লে ভাসমান,
তা না হলে আজকে তবে, ভবিতব্য কেবা কবে,—
ভাবতে আবার হ'ত কিনা 'কারবালা' ময়দান !
কত কত কালাপাহাড়, নিজের জাতি ক'রে আহার,
কত মানসিংহ তোমায় দিল কুলমান,
কত যে মন্দির ভঙ্গ, তোমাদের মসজিদের অঙ্গ,
কত দেবালয় গড়লে দরগা গোরস্থান।

তোমরা মুসলমান,
হিন্দু তোমার তোডলমল্ল, হিন্দু তোমার বীরমল্ল,
হিন্দু তোমার সেনানায়ক, গায়ক তানসান,
হিন্দুর শাস্ত্র, হিন্দুর নীতি, হিন্দুর প্রতি চিরপ্রীত,
হিন্দুর প্রতি চিরকালই তুমি মেহেরবান।
কেন আজকে ভুলে তাই, ঝগড়া বিবাদ কর্চ্ছ নাই,
ঘাড়ে তোমার চাপল আজ কি আজগবি শয়তান,
ভারতের অদৃষ্ট মন্দ, তাই বুঝ না মূর্খ—অন্ধ,
আপনা বুকে আপনি আজ হান বজ্রবাণ।

তোমরা মুসলমান—
বটে তোম্‌রা বেজায় যোদ্ধা, বটে তোমরা বেজায় যোদ্ধা,
পাঁচ ঘণ্টিতে নিয়াছিলে সোনার হিন্দুস্থান,
ডবল দামে বেচলে আজি, খতিয়ে দেখ পুঁজিপাঁজি,
সুদ পোষায়ে হল কেমন লাভ কি লোকসান !
হিন্দুর সাথে বিবাদ করা, আপনা মরণ আপনি মরা,

হিন্দু তোমার মজ্জামগজ হিন্দু তোমার জ্ঞান,
হিন্দু ছাড়লে মরবে তুমি, গাছ বাঁচে কি বিনাভূমি ?
খোয়াব দেখছ নোয়াব মিঞা বাগান বাবিলান !

৯

তোমরা মুসলমান,—
হিন্দু বড় তোমরা ছোট, হিন্দুর সাথে গিয়ে জোটো,
হিন্দুর হাতে ধরে ওঠ, হও হে সাবধান,
আপনা বুকে মেরে ছুরি, আর কর না বাহাদুরি,
দোয়া করবে খোদাতাল্লা খোয়া যাবে না মান।
বেছে নানান্ লতাপাতা, ছাগলও খায় ভাল যা-তা,
পশুর চেয়ে কম্বর নাকি মানব বুদ্ধিমান ?
ভাল যে না বুঝতে পারে, পাগল কে না বলে তারে,
পাগল চেয়ে ছাগল ভাল, তার যে আছে জ্ঞান !

১০

হিন্দু মুসলমান।
দু'জনেতে হও হে মাল্লা, মাঝি কর খোদাতাল্লা,
ভাসায়ে দিয়ে জীবনতরী দাঁড়ে মার টান,
হাজার বজ্র হাসুক মেঘে, চলুক তুফান ভীষণ বেগে,
আসুক ধেয়ে আকাশ ছেয়ে প্রলয় ডেকে বান !
ভক্তিভাবে কর্ম্ম কর, কিম্বা বাঁচ কিম্বা মর,
ঘোর তরঙ্গে রণরঙ্গে কবুল কর জান্,
বেহেস্তে ফেরেস্তা শুন, ডাকছে সবে পুনঃ পুনঃ,
নায়ের উপর পাল তুলে দেও মায়ের আঁচলখান !

নব্যভারত, পৌষ, ১৩২০, পৃ.৫৮২-৫৮৩

আনন্দ সম্মিলন

[ময়মনসিংহ আনন্দ সম্মিলনে পঠিত]

এস সবে এস আজি শোক দুঃখ ভুলি,
এস হে আনন্দমনে, এ আনন্দ সম্মিলনে,
মুছিয়া মনের মলা ঘৃণা গ্লানিগুলি !
ভুলি হিংসা ভুলি দ্বেষ, শত্রুমিত্র নির্ব্বিশেষ,-
সরল প্রসন্নমনে এস প্রাণ খুলি,
উদার আকাশ সম, হৃদয় বিশালতম,
বিরাট বিশাল বিশ্বে দেই কোলাকুলি,
এস ভাই এস আজি শোক দুঃখ ভুলি।

এস মুছে অশ্রুজল লাজলজ্জা ভুলি,
আনন্দের জন্মভূমি, আনন্দের দেশে তুমি
জন্মিয়াছ, মহানন্দে এস বাহু তুলি,
আনন্দ চরিত্রে ধর্ম্মে, আনন্দ পবিত্র কর্ম্মে,
এ দেশে আনন্দতীর্থ—পুণ্য পদধূলি
পাইয়ে কৃতার্থম্মন্য, ধরণীতে ধন্য ধন্য !
তুমিও আনন্দময় দেখ চক্ষু খুলি,
হেথা নাই দুঃখক্লেশ, কেন ম্লানহীন বেশ,
বক্ষ যে ভরসাহীন কক্ষে ভিক্ষাঝুলি,
কেন যে পরের দ্বারে, কৃপাপ্রার্থী বারে বারে,
আমেরিকা আফ্রিকায় কেন তুমি কুলি ?
এ দেশে কি অন্ন নাই, এ দেশে কি ঠাঁই নাই ?
ভবিষ্য আনন্দ ডাকে হেলায়ে অঙ্গুলি,
এস ভাই ঐক্যে সখ্যে করি কোলাকুলি !

কেন তুমি মোহমুগ্ধ, কেন আছ ভুলি,
আনন্দের ন্যায় সত্য, শিক্ষাদীক্ষা সে মহত্ত্ব,
আয়ত্ত করিয়া লও গুণ-কর্ম্মগুলি !

অতুলন ভ্রাতৃভাবে, মহাশক্তি প্রাণ পাবে,
বিশ্বাসে নিঃশ্বাসে যাবে নাগপাশ খুলি,
উত্তম উৎসাহে তার, দূরে যাবে অন্ধকার,
পাইবে আনন্দ পথ যাহা গেছ ভুলি!
এমন আনন্দভরা, রত্ন আহরণ করা.
সংযমী সম্রাট সম যত্নে পর তুলি,
এ নব আনন্দদৃশ্যে, আনন্দ জাগবে বিশ্বে,
না রহিবে শোক দুঃখ— ঘৃণা গ্লানিগুলি,
এস ভাই ঐক্যে সখ্যে করি কোলাকুলি!

১৮ই মাঘ, ১৩২০

নববর্ষ

১

কি এনেছ নববর্ষ আমাদের তরে?
আমরা তোমার ঠাঁই, সুখশান্তি নাহি চাই,
দেও তাহা জগতের প্রতি ঘরে ঘরে!
আনন্দ উল্লাস হাসি, বিভ্রম বিলাসরাশি,
দেও তাহা যেবা যাহা অভিলাষ করে,
গৌরব সম্মানমান সকলেরে কর দান,
দেও সে প্রশংসা-পূজা যে চাহে আদরে।
কি এনেছ নববর্ষে আমাদের তরে?

২

চাহি না রাজত্ব মোরা রাজ-সিংহাসন,
জগতের নারীনরে, যে যাহা আকাঙ্ক্ষা করে,
দেও বিলাইয়া স্বর্গ সহস্র নন্দন!
প্রতাপ প্রভুত্ব জয়, যশোকীর্ত্তি সমুদয়
দশহাতে দশদিকে কর বিতরণ!

স্যমন্ত কৌস্তুভমণি, অনন্ত হীরারখনি,
সকলে বিলায়ে দেও অলঙ্কার ধন,
চাহি না রাজত্ব মোরা রাজ-সিংহাসন ।

৩

যাহা প্রিয়—যাহা শুভ—সুখশান্তিময়,
সকলের প্রিয় যাহা, কিছুই চাহি না তাহা,
দেও বিশ্বে বিলাইয়া যারে ইচ্ছা হয় !
চাহি না সে সর্ব্বসিদ্ধি, দেবতার সে সমৃদ্ধি,
কল্পতরু ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা হয়,
স্বর্গমর্ত্ত্য বিজয়িনী, চাহি না সে অনীকিনী,
রাবণ বৃত্রের সেই শত দিগ্বিজয় ।
চাহি না অমৃতবিন্দু, মন্দার ইন্দিরা ইন্দু,
শোভা স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্যের চির অভ্যুদয় !
দেও বিলাইয়া বিশ্বে যারে ইচ্ছা হয় ।

৪

জগতের আশা ইচ্ছা করিয়া পূরণ,
যাহা কিছু থাকে শেষ, যাহা দুঃখ যাহা ক্লেশ,
যাহা কিছু জরা মৃত্যু জ্বর জ্বালাতন,
দুর্ভিক্ষ অন্নকষ্ট, অনাহারে প্রজা নষ্ট,
দেও সে কলেরা প্লেগ অকালমরণ !
ভারত করহ তুমি, ভীষণ শ্মশানভূমি,
জ্বালাইয়া দিকে দিকে চিতাহুতাশন,
লইব শিবের মত, শ্মশানে সন্ন্যাসব্রত,
করিব সে মহাযোগে শক্তি সাধন ।
সর্ব্ব দুঃখ করি জয়, সমস্ত বিপদ ভয়,
হইব সে মৃত্যুঞ্জয় এই দৃঢ় পণ,
শত্রু হবে অলঙ্কার, সর্পের বলয়হার,
মৃত্যু হবে কালকূট কণ্ঠের ভূষণ !

যশঃ শশধর ভালে, অমৃতকিরণজালে,
পুলকে করিবে মুগ্ধ দিগ্‌বধূগণ,
শৌর্য্যে বীর্য্যে রুদ্রতেজে, অনল সমুদ্র সে যে,
প্রলয়ে জ্বলিবে বিশ্বে নেত্র হুতাশন ।
কর বর্ষ অস্থিমালী, গৃহিণী শ্মশানকালী,
পানপাত্রে খর্প‌র সে করুক ধারণ,
অস্ত্র শুষ্ক অন্ন বিনা, দিগম্বরী বস্ত্রহীনা,
নরকর-কাঞ্চী-কর কটি আচ্ছাদন !
চরণে লুণ্ঠিবে ভব পরাভব মহাশব,
জবায় পূজিবে বিশ্বে রাঙ্গা শ্রীচরণ,
করিব শিবের মত শকতি সাধন !

৫

করিব শিবের মত শকতি সাধন,
মৃতশক্তি স্কন্ধে করি, ভ্রমিব ভারত ভরি,
হোক শত পচাগলা বাসি পুরাতন,
জীয়াইব পীঠে পীঠে, পশু পশু কৃমিকীটে,
নবরূপে নবশক্তি দিবে দরশন ।
মহাশক্তি মহাভূমা, আবার জন্মিবে উমা,
উজলিয়া হিমালয় ধবল কাঞ্চন !
সেই সর্ব্বশক্তি বীজ, তারি অংশ—তারি নিজ
নানা শক্তি বাণী লক্ষ্মী গুহ গজানন !
জ্বালাময়ী মহাভাষা, জাগাবে জাতীয় আশা,
ইন্দিরা খুলিবে রত্নমন্দির তোরণ,
ষড়্‌যন্ত্র শরবনে, ছিন্নদেহ সম্মিলনে,
নববলে জাগিবে সে নব ষড়ানন !
উদ্যম জাগিবে আগে, কর্ম্মের সে অনুরাগে,
বিনাশি বিঘন বাধা বজ্র দৃঢ়পণ !
হে বর্ষ ভারতভূমি, শিবময় কর তুমি,
শকতি-সাধন যোগে কর নিমগন,

শিরে গঙ্গা দেশ-প্রীতি, নাশিবে নরকভীতি,
পতিত সগরবংশ পাইবে জীবন !
প্লাবিয়া বরুণা অসি, নাশি ব্যাস-বারাণসী,
ঘৃণিত গর্দ্দভ জন্ম কর নিবারণ,
অন্নপূর্ণা কৃপানেত্রে, চাহিবে ভারতক্ষেত্রে,
হইবে শিবের কাশী আনন্দ-কানন !

নব্যভারত, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১, পৃঃ ৬৭

স্নেহলতা

১

কল্লি কিলো গায়ে মাখিয়ে কেরোসিনের তেল,
তোর আগুনে ছাইকপালী, বাঙ্গলা পুড়ে গেল !
বাপকে যদি সর্ব্বস্বান্ত কর্ব্বি না তোর মন,
কল্লি না কেন্ ব্রহ্মচর্য্যে জীবন সমর্পণ ?
দেশের সেবা দীনের সেবা রোগীর সেবা করা,
তার চেয়ে কি পুণ্যকীর্ত্তি এমনতর মরা ?
কায়মনে ভগবানে মন করিতিস্ দৃঢ়,
হতভাগি, সে যে ছিল সকল কাজের বড।
পিতামাতা ধন্য হ'ত, ধন্য হ'ত কুল,
ভক্তিভরে বঙ্গবাসী পায়ে দিত ফুল।
বাঙ্গলাদেশের ইতিহাসে থাকৃত চির নাম,
গ্রাজুয়েটেড ডবল বরের * ঝাঁটায় হ'ত দাম।
তোর আদর্শে ভারতবর্ষে এম্নি আরো কত
পুণ্যশীলা কন্যা নিত লোকসেবার ব্রত !
দেশের হ'ত জাতির হ'ত মহান্ উপকার,
আপ্নি আপ্নি হ'য়ে যেত সমাজসংস্কার !

২

দেখিনি রে তোর মত আর লঙ্কাপোড়া মেয়ে,
আগুন দিলি একেবারে বাঙ্গলা মুলুক ছেয়ে !
দেখিনি আর এমনতর বিষম ব্যবহার,
পোড়া বাজী বাঙ্গলা আজি কদমফুলের ঝার !
মন্দ দেখে মন্দ যদি বল্লে বাপে মায়,
কেরোসিনের বোতল গিয়ে অগ্নি ঢালে গায় !
ভাই বলিল যদি কিছু, এম্‌নি বুদ্ধিহীন,
হতভাগী অম্‌নি গিয়ে মাখ্‌লে কেরোসিন।
শ্বশুর ভাসুর শাশুড়ী জায়ে—সাধ্য কে কি কয়,
টু করিতে কেরোসিনের বোতল হাতে লয় !
স্বামীবেটা বোকা বলদ কথায় গলদ তার,
চকোর ছাড়া পেচার চেঁচানো সয় কি চন্দ্রমার ?
কেরোসিনের বোতল যে আর দিয়াশালাই কাঠি
বাঙ্গলাদেশের লাঙ্গলা চাষা ভাতার কল্লে মাটি !

৩

কল্লি কি রে হতভাগী কেরোসিনে পুড়ে,
নারীর মড়ক লাগাইলি বাঙ্গলা মুলুক জুড়ে' !
মনে যদি জেদ ছিল তোর কর্ব্বি না তুই বিয়া,
কে নি'ছিল কলাতলায় গামছা গলায় দিয়া ?
আর্য্যনারীর কার্য্য নয় এ আত্মহত্যা করা,
ইহকালের পরকালের নিন্দানরক ভরা।
কোন্ সে আলা রূপের ডালা পদ্মিনী লো তোরে
নেওয়ার জন্য আন্‌লে সৈন্য গায়ের বলে জোরে ?
তোরে কৃষ্ণা বিনে তৃষ্ণা মিট্‌ল না যে কার,
পিতৃকুলের কালী হ'ল কোন্ সে কুলাঙ্গার ?
এ ত নয় সে জহরব্রত এ যে বিষম পাপ,
নির্নিমিত্তে আত্মহত্যা বিধির অভিশাপ !

লোকের হিতে দেশের হিতে সমর্পিলে প্রাণ,
সে ত নয় রে আত্মহত্যা সে যে আত্মদান।
আত্মদান আর আত্মহত্যা স্বর্গনরক ভেদ,
বুঝলি না তুই বোকা মেয়ে অই যে বড় খেদ!

৪

হতভাগি তুই শিখালি কেরোসিনের গুণ.
ছাগীর বুদ্ধি নারীগুলা পুড়ে হচ্ছে খুন!
দ্রৌপদীরে কল্লে কি না দুষ্ট দুর্যোধন ;
সে ত কভু মরেনিক' এমন কুমরণ!
রাজ-বনিতা রাজ-দুহিতা রাবণ-অপহৃতা,
আঁচল গলায় ঝুলেনি ত অশোকবনে সীতা!
বনের মাঝে ভৈমী যখন নল গিয়েছে ফেলে,
সে কি কখন মরেছিল পাতার আগুন জ্বেলে!
মথুরাতে কৃষ্ণ গিয়া আর এল না ফিরা,
ঘাগরীতে আগুন দিল ব্রজের নাগরীরা?
হিন্দুর মেয়ে কেও কি কখনো এমন মরণ মরে?
চিরকুমারী ম্লেচ্ছনারী পরের সেবা করে!
সফ্‌রাগেটী মর্দ্দাবেটী বরং ভাল তারা,
এমনতর মর্দ্দানীতে নয় যে আত্মহারা!
তাঁদের চেয়ে অধম তুই রে তাদের চেয়ে হীন,
হতভাগি, এম্‌নি কি রে মাখ্‌লি কেরোসিন!

৫

পঞ্চদশী পূর্ণশশী স্নেহের ছিলি কত,
আগুন মেখে মলি কেন বাগুনপোড়ার মত!
এমন শোকে নানান্ লোকে নানান্ কথা কয়,
কলঙ্কের কি ছিলনাকো' শঙ্কা লজ্জা ভয়?

কোন্ ছাগলে কোন্ চাঁড়ালে পড়াইল গীতা,
অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী হইলি পণ্ডিতা !
অধিকারী অমর আত্মার বিনাশ নাইক বটে,
কিন্তু কর্ম্মের মর্ম্ম মতে ভোগ ত তাহার ঘটে ?
সূক্ষ্মদেহে বহে সে যে দুঃখসুখভার ;
পূর্ব্বজন্মের যাহা তাহার কর্ম্মসংস্কার !
ভোগের দেহ নিয়ে শেষে ভোগে কর্ম্মভোগ,
মানুষ গরু কীটপতঙ্গ—আয়ু স্বাস্থ্য রোগ ।
পাপের কিম্বা পুণ্যের যাবৎ কর্ম্ম না হয় ক্ষয়,
পুনঃ পুনঃ অনন্তকাল জন্মমৃত্যু হয় !
লো পণ্ডিতা কেমন গীতা তুই যে পড়েছিলি,
কেরোসিনের বোতল ঢেলে জামায় আগুন দিলি !
কর্ম্ম সে ত পোড়েনাইরে চর্ম্মসঙ্গে তোর,
পরকালে যাওয়ার রঙ্গে আগে দিছে লোড !
প্রদীপশিখার সঙ্গে সঙ্গে আলোক যেমন ধায়,
তেম্‌নিতর পাপপুণ্য পরকালে যায় ।
কে জানে রে কোন্ নরকে কোথায় গিয়ে রবি,
শিয়াল কুকুর পেত্নী পিশাচ কি জানি কি হ'বি !
বিষম পাপে অনুতাপে নিত্য হবি খুন,
ভুল্‌বি না রে কেরোসিন আর দিয়াশালাইর গুণ !

৬

কি কুক্ষণে তুল্‌লি রে তুই কেরোসিনের ধূম,
বাঙ্গলা মুলুক হবে বুঝি নারীর মরুভূম !
শিক্ষাদোষে সঙ্গদোষে আপসোসে প্রাণ যায়,
নাই সে আগের শম দম নূতন সভ্যতায় ।
নাই সে ক্ষমা স্নেহ দয়া সহিষ্ণুতা আর,
নারীর ভূষণ লজ্জা শরম বিনয় ব্যবহার !
ব্রতপূজায় শ্রদ্ধা নাই আর ধর্ম্মে নাই আর মতি,
কর্ম্ম কেবল হার্ম্মোনিয়ম—নবীন সরস্বতী !

বিলাস-মগ্ন স্বাস্থ্যভগ্ন অনঙ্গসুন্দরী,
দেলখোস্ আর কুন্তলীনে পদ্মবনের পরী।
ঢেকী দেখলে মূর্চ্ছা যায়, আর ঝাড়্‌তে নারে কুলা,
গোধূলিতে চন্দ্রমুখ মলিন করে ধূলা!
কল্‌সীভারে কাঁকাল ভাঙে আনতে গেলে জল,
আকুল বায়ু ব্যাকুল করে দুকুল দলমল!
পথের পাশে কোকিল কাশে ফাঁফর করে প্রাণ
মনে পড়ে রবিকবি গিরিশ ঘোষের গান!
নিজকে ভাবেন "শৈবলিনী" "কুন্দ" "কমল" ফুল,
পুকুরপারে "রোহিণী ' সে "ভ্রমর" বিঁধায় হুল!
নাটক পড়া নবেল পড়া পালিশ করা প্রাণ,
কেমন করে দাগ লাগে যে থাক্‌তে সাবধান।
বাঙ্গলা মেয়ে জাঙ্গালা বেয়ে লাউয়ের ডগার মত
আকাশপানে আঁকৃষি বাড়ায় উন্নতি তার কত।
অটো মাখা ফটোর মত মুক্তা জুতা পায়,
দাসীর মেয়ে মটরকারে মাসীর বাড়ী যায়!
দোষ কি তবে ঠাকুরাণীর? ক্ষুদকুড়ানীর মেয়ে,
কুড়েঘরের রাণী কুজা বাঁকার লাগল পেয়ে!
অবস্থাতে দৃষ্টি নাইক ব্যবস্থা তার চাই,
ডজন ডজন সেমিজ কামিজ এসেন্স মাথার বাই।
নিত্যি আছে সন্ধ্যা বিকাল হিস্টিরিয়া রোগ,
শীতের অন্তে ফুলবসন্তে 'বুধাষ্টমী' যোগ!
ডাক্তারবাবু আস্‌লে পরে মিটির মিটির চাওয়া,
ব্যবস্থা তার ইস্টিমুলেণ্ট বরফ দিয়ে খাওয়া!
সেমিজ খুলে কামিজ তুলে কেবল পার্কাশন,
কোথায় বা সে ব্যামোর গোড়া, শাতের গোড়ায় মন!
রামায়ণ আর মহাভারত উপনিষদ বেদ,
দর্শনে তার পর্শ নাইক—ভাষা পরিচ্ছেদ!
আত্মা বা কি জন্ম বা কি মরণ কারে কয়,
বুঝ্‌বে কি সে কর্ম্মফল, কর্ম্ম কিসে ক্ষয়!

ইহকালে পরকালে তাই সে শ্রদ্ধাহীন,
দয়ামায়া যোগতপস্যা ধর্ম্মে মতি ক্ষীণ !
তাই সে এত ক্ষুদ্রহৃদয় ভোগবিলাসে মন,
গর্ব্বভরা স্বার্থ-পরা স্বোদর-পরায়ণ।
গরীব কাঙ্গাল অভ্যাগত আত্মীয় বান্ধব,
শ্বশুর ভাসুর ননদ ননাস চোখের বালি সব !
এরা সে আত্রেয়ী মৈত্রী কেমন করে' হবে,
উজলিয়া ভারতবর্ষ ধর্ম্মের গৌরবে ?
হবে না সে ঋষিকন্যা পুণ্য তপোবনে,
আত্মতত্ত্ব উপনিষদ বেদের অধ্যয়নে !
পরাবিদ্যা ব্রহ্মসিদ্ধা গার্গী অরুন্ধতী,
আর হবে না সাধ্বী সীতা খনা লীলাবতী !
বাঙ্গলা দেশের পিঙ্গলা মেয়ে ইঙ্গলা ব্যবহারে,
শান্তিসুখের ঘরগিরস্তি বিনাশ কল্লে তারে !
বাড়ী বাড়ী উঠছে এখন কেরোসিনের ধূম,
বাঙ্গলা মুলুক হবে বুঝি নারীর মরুভূম।
কবি কহে অঙ্গ দহে দুঃখে লাজে মরি,
পুরাণ গেলে নতন পাব ! কোথায় বিয়া করি ?

---

* ডবল্ বব=বর্ বর্=বর্ব্বর

নব্যভারত, ভাদ্র ১৩২১, পৃঃ ৩১৪-৩১৫

পাটের গীত

ওরে, আমার সাধের পাট !
তুমি ছেয়ে আছ বাঙ্গলা মুলুক—
বাঙ্গলা দেশের মাঠ !
যে দেশে যেখানে যাই,
সেথায় তোমায় দেখতে পাই,
গ্রামে গ্রামে আফিস তোমার
পাড়ায় পাড়ায় হাট !

ধান ফেলিয়ে তোমায় বোনে,
বাধানিষেধ নাহি শোনে,
ছালায় ছালায় টাকা গোনে,
চাষার বাড়ছে ঠাট !
যার ছিল না ছনের কুঁড়ে,
তাহার এখন বাড়ী জুড়ে,
চৌচালা আটচালা কত,
ঝিলিমিলি কপাট !
যার ছিল না ছেঁড়া পাটি
মাটির সান্‌কী বদ্‌নাবাটি,
প্লেট পেয়ালা পরিপাটি
এখন পালংখাট ।
নেক্‌রা পরা পেঁচী বুঁচী,
গিল্‌টিতে আর হয় না রুচি,
এখন সোনার বাউটি পঁচি,
উজ্জ্বল করে ঘাট !
তোমার হলে অল্প ফলন,
কঠিন বড খাজ্‌না চলন,
রাজাপ্রজা সবার দলন,
বিষম বিভ্রাট !
সাভিয়া অস্ট্রিয়ার লড়াই,
আমরা নাহি তারে ডরাই,
তোমার হ'ল খরিদ বন্ধ,
তাইতে "গৌরাঙ্গ কাঠ ।"
মহাজনে দেয় না টাকা,
কিসে যায় আর বেঁচে থাকা,
পঞ্জাবে মান্দ্রাজে আকাল,
বাঙ্গালা গুজরাট !

সৌরভ, ভাদ্র ১৩২১, পৃঃ ৩৭২

পুংসবন

১

পুরুষের হৌক আবির্ভাব তোমার গর্ভে নারি !
অমল ধবল শারদ নভ,
পবিত্র গর্ভ হউক তব !
সূর্য্য যেমন পুরুষশ্রেষ্ঠ ভুবন উজ্জ্বলকারী,
যুগযুগান্তের অন্ধতম,
যুগযুগান্তের মোহ ও ভ্রম,—
হীনতা দীনতা পেষণ পীড়ন রোগ শোক পাপহারী,
সূর্য্য যেমন কেন্দ্রপতি,
নিয়মিত করে বিশ্বগতি,
সূর্য্য যেমন ত্বিষাম্পতি পোষণশোষণকারী,
পুরুষের হউক আবির্ভাব তোমার গর্ভে নারি !

২

পুরুষের হৌক আবির্ভাব তোমার গর্ভে নারি!
কুমুদ ধবল সুধাদ্রব,
ক্ষীরোদ গর্ভ হউক তব !
বরুণ যেমন পুরুষ-শ্রেষ্ঠ বিশ্ব-প্লাবনকারী,
ক্লেদ কর্দ্দম কলঙ্ক ধূলা—
ধুইয়া নর্দ্দমা মালিন্যগুলা—
পাদুকা-পিষ্ট চরণ-ঘৃষ্ট ভিকারী অনাহারী—
ক্ষুদ্ররেণুকণা করি সংগ্রহ,
কত দেশ রাজ্য গড়ে অহরহ,
জীবনময় কি অসীম অনন্ত অতল স্নেহের বারি !
জলে জলে কিবা বাড়বানল,
অমিত বীর্য্য অমিত বল,
ব্যাপিয়া ধরণী রণতরণী অকূল সাগরচারী,
যত্নে পূর্ণ রত্নাগার,
অমৃত ইন্দিরা চন্দ্রমন্দার !

বরুণ যেমন পুরুষ-শ্রেষ্ঠ জীবন-বর্ষণ-কারী,
পুরুষের হোক আবির্ভাব তোমার গর্ভে নারি !

৩

পুরুষের হোক আবির্ভাব তোমার গর্ভে নারি !
জবা যাবক প্রবালপ্রভ,
শমীর গর্ভ হউক তব ।
অগ্নি যেমন পুরুষ-শ্রেষ্ঠ বিশ্বদাহনকারী,
অগ্নি যেমন সর্ব্বগত
তেজবীর্য্য অপ্রতিহত,
অগ্নি যেমন উর্জ্জস্বল কিরণ কিরীটধারী,
অগ্নি যেমন শত্রুহন্তা,
অগ্নি যেমন শক্তিনিয়ন্তা,
তপ্ত রক্তে ক্ষিপ্ত করে সে শোণিত-বাহিনী নাড়ী,
ভীরুতা জড়তা আলস্য-শৈত্য
পরপদ-সেবা পরানুগত্য—
প্রেত পিশাচ দানব দৈত্য সর্ব্বভূতাপসারী,
যজ্ঞে জ্বলন্ত বিভাবসু,
বিনাশে অযোগ্য-অধম পশু,
বিশ্বকল্যাণ মঙ্গলপ্রসূ সর্ব্ব আপদ-হারী,
পুরুষের হোক আবির্ভাব তোমার গর্ভে নারি !

৪

পুরুষের হোক আবির্ভাব তোমার গর্ভে নারি !
দিগ্‌দিগন্ত মুক্ত নভ
অনাদি গর্ভ হউক তব !
পবন যেমন পুরুষ-শ্রেষ্ঠ বিশ্ব-পাবনকারী,
পবন যেমন জগৎ-প্রাণ
জগতের করে জীবনদান,
জুড়ায় দগ্ধ শরীর প্রাণ—সকল সন্তাপহারী,
সদা অনলস সতত কর্ম্মী,
সর্ব্বহিতকারী পরম ধর্ম্মী,

সর্ব্বভূতের মর্ম্মের মর্ম্মী সকল ভুবনচারী,
পবন যেমন ভীষণ বেগ,
মেঘের উপরে আছাড়ে মেঘ,
কারে ভেঙেচুরে করকা শিলা ঝরে কণাকণা বারি।
সাগর পর্ব্বত মরুভূ বনে,
সতত মত্ত সমরাঙ্গনে,
পবন যেমন পুরুষ-শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিজয়কারী,
পুরুষের হোক আবির্ভাব তোমার গর্ভে নারি।

৫

পুরুষের হোক আবির্ভাব তোমার গর্ভে নারি!
নিখিল বিশ্বের গৌরব গর্ব্ব,
হউক তোমার মঙ্গল গর্ভ।
ইন্দ্র যেমন পুরুষ-শ্রেষ্ঠ বৃত্র-নিধনকারী,
ইন্দ্র যেমন অমর রাজ,
শাসন পালন সমর কাজ,
ইন্দ্র যেমন জীমূত-বাহন বজ্রবিদ্যুৎ-ধারী,
ইন্দ্র যেমন হৃতা ইন্দিরা,
লুঠিয়া সিন্ধু আনিলা ফিরা,
অতুল বিভব অমর কীর্ত্তি মথিয়া বারিধি বারি,
ইন্দ্র যেমন সহস্র আঁখি,
বিনাশে শত্রু সতর্ক রাখি,
ইন্দ্র যেমন পুরুষ-শ্রেষ্ঠ ত্রিদিব-উদ্ধারকারী,
পুরুষের হোক আবির্ভাব তোমার গর্ভে নারি।

নব্যভারত, পৌষ ১৩২১, পৃঃ ৫৮১-৫৮২

তৃণ

১

আমরা তৃণ—ঘাস
এই যে বিশাল পৃথিবীটা,
আমাদেরি বাস্তুভিটা,
বাস্তবিকই মোদের এটা,
আদিম অধিবাস!
আমরা আছি জলেস্থলে,
গিরিগাত্রে সাগরতলে,
প্রান্তরে কান্তারে করি
বসত বারমাস!
আমরা চিরজীবনপন্থী,
আমরা চিরমরণ মন্থী,
মোদের প্রতি মর্ম্মগ্রন্থি
জীবন জয়োচ্ছ্বাস!
আমাদের নাই মৃত্যুজরা,
উদ্যম অধ্যবসায় ভরা
কঙ্করে অঙ্কুর মেলে
নবীন অভিলাষ!

২

আমরা তৃণ—ঘাস.
আমাদেরে ক্ষুদ্র বলি.
তোমরা যাও চরণে দলি.
কথায় কথায় রঙ্গ কর—
ব্যঙ্গ উপহা
জগৎটা তোমাদের জন্য,
ভাগী অংশী নাইক অন্য,
আমরা যত অকর্ম্মণ্য
তোমাদের বিশ্বাস!

তাই সে মোদের নাশে রত,
তোমরা আছ অবিরত,
ক্ষুরপী কোদাল লাঙ্গল দিয়ে
নিত্য কর চাষ!

৩

আমরা তৃণ—ঘাস,
তোমাদের ও শস্য ফলে
পৃথিবীটা ক'দিন চলে,
কয়টা জীবের বল উহা,
কতদিনের গ্রাস?
সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অণু,
কত জীব যে ক্ষুদ্র তনু,
পিপীলিকা কীটপতঙ্গ
থাকবে উপবাস?
ছাগল গরু ঘোড়া ভেড়া,
অনাহারে মরবে এরা,
তাদের ছেড়ে বাঁচবে তোমরা
এই কি মনে আশ?
কি অহঙ্কার কি গরিমা,
স্পর্দ্ধার নাইক' পরিসীমা,
লাজে মরি দেখে এমন
বিদ্যা পরকাশ!

৪

আমরা তৃণ—ঘাস,
কীটানুকীট পশু পাখী,
আমরা জগৎ বাঁচায়ে রাখি,
আমরা যোগাই সবার অন্ন
নইলে উপবাস!

আত্মদানে আমরা ধন্য,
পবিত্র কৃতার্থম্মন্য
দধীচির কি বিশ্বহিতের
এমন অভিলাষ ?
পরসেবা জীবনব্রত,
তাই আমরা পদানত ;
বিনয়েতে হলে নত
মনের হয় কি হ্রাস ?

৫

আমরা তৃণ—ঘাস
হাজার হলে ঘৃষ্ট-পিষ্ট
হই না ক্লান্ত হই না ক্লিষ্ট,
নিরুৎসাহ নিরুদ্দিষ্ট,
নিরাশ নিরাশ্বাস !
পণ-প্রতিজ্ঞা নাহি টলে
নিত্য দহি দাবানলে,
নিত্য সহি বর্ষাবাদল,
প্রলয়ের উচ্ছ্বাস !
কর্ম্মে মোদের নাইক ক্ষান্তি,
ধর্ম্মে মোদের নাইক ভ্রান্তি,
চাই না অবসর কি শান্তি,
চির রূপোল্লাস !
আমরা ত জানি না ভয়,
মরণ কিম্বা পরাজয়
আমাদের এ জীবন কেবল
জয়ের ইতিহাস !
জন্মভূমি—জন্মমাটি
আমরা ভালবাসি খাঁটি,

বুকে ঢেকে বুকে হাঁটি
বদ্ধ স্নেহপাশ,
মোদের হলে ছাড়াছাড়ি,
মরণ যে হয় দু'জনারি
কেহ বা হই মরুভূমি
কেহ বা মরা ঘাস !
মোদের দেখে কর্ম্ম-শক্তি,
অতুলন এ দেশভক্তি,
সেবাধর্ম্মে আনুরক্তি
নিষ্কাম প্রয়াস,
মহানন্দে তৃণের অর্ঘ্য,
শিব পেতে লয় সুরবর্গ
কার বল অলকাস্বর্গে
এমন জয়োচ্ছ্বাস ?
আমরা তৃণ — ঘাস !

সৌরভ, মাঘ ১৩২১, পৃঃ ১১০-১১২

নববর্ষ

(রাহুকেতুর প্রতি)

আস্‌ছে আসুক নূতন বছর তোদের কিবা তায়,
কাটামুণ্ডে দগ্ধ তুণ্ডে কেম্‌নে হাসি পায় ?
কোন্ বা আশায় কোন্ ভরসায় মনেতে সুখ জাগে,
ছিন্নকায়া শবের ছায়া কোন্ বা কাজে লাগে ?
বিশ্বভরা গ্রহতারা ছুট্‌ছে হাস্যমুখে,
নবোদ্যমে পরাক্রমে আগুন জ্বলে বুকে ।
ধ্রুবলক্ষ্যে কর্ম্মকক্ষে চল্‌ছে দিবারাতি,
চিরভ্রমণ বিশ্বভ্রমণ কি জ্যোতিষ্ক জাতি !

নৃতন হর্ষে নৃতন বর্ষে নৃতন বীর্য্য তেজে,
বিশ্বরাজ্যে বিরাটকার্য্য কিরীট পরে সে যে !
কেউ বা নৃপ শল্যাধিপ কেউ বা সলিল-রাজ,
মেঘবাহন বজ্রদাহন বিশ্বশাসন কাজ !
ঐক্যে সখ্যে দেবতা তারা সবাই পূজে পায়,
ঐক্যহীন চণ্ডাল তোরা ছিন্ন শীর্ণকায় !
তাদের জ্যোতি পুণ্যস্পর্শে হর্ষে ধরা হাসে,
তোদের পাপের মলিন ছায়া ছুঁইলে জাতি নাশে !
কে দৈবজ্ঞ জানে সে যজ্ঞ হিন্দু-মোসলমান,
ছিন্নমুণ্ড লাগ বে জোড়া রাহুকেতু পাবে প্রাণ।

নব্যভারত, ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৬৯

দৈববাণী

১

কে শুনিবি দৈববাণী—কে শুনিবি আয়,
অই যে উঠিছে ওম্,
ব্যাপিয়া ভূতল ব্যোম্,
শিহরিয়া উঠে রোম পুলকিত কায় !
বধির অধীর প্রাণে
এ বাণী যে শোনে কানে,
বেজে উঠে জয়গান শিরায় শিরায়।
কে শুনিবি দৈববাণী কে শুনিবি আয় !

২

সশরীরী দৈববাণী কে দেখিবি আয়,
অই যে উঠিছে ওম্,
জলিয়া ভুতল ব্যোম্,
কে জানে কে করে হোম কোন্ দেবতায়

অদূরে ও ভবিষ্যতে
উজলি বিজলী-রথে,
শোণিতের রাঙ্গা-পথে কে আসিছে হায়,
দীনতা ভীরুতা পাপ,
দিগন্তের অভিশাপ,
পিষিয়া সে পরিতাপ চাকায় চাকায়।
সশরীরী দৈববাণী কে দেখিবি আয়!

৩

সশরীরী দৈববাণী কে ছুঁইবি আয়,
অই যে গর্জ্জিছে ওম্,
ভাঙিয়া চুবিয়া ব্যোম্,
ভেঙেচুরে রবি সোম, রেণু কণিকায়!
যুগান্ত নরক ঘোর
হুঙ্কারে পলায় ওর
টঙ্কারে বিশাল বিশ্ব রসাতলে যায়।
মুহূর্ত্ত উহারে ছুঁলে,
লোহার অর্গল খুলে,
খোলে সে লোহার বেড়ী দৈবকীর পায়।
সশরীরী দৈববাণী কে ছুঁইবি আয়।

৪

সশরীরী দৈববাণী কে শুঁকিবি আয়!
সুরভি অমৃত ওম্
প্লাবিয়া মরুৎব্যোম্—
অনল সলিল ক্ষিতি দিকে দিকে ধায়।
মরে যদি শক্তিশেলে,
যুগান্ত বহিয়া গেলে,
শবে পায় নবপ্রাণ নাকে যদি যায়!
লাগিলে তাহার শ্বাস
খুলে যায় নাগপাশ,

বাহুর বন্ধন খোলে, রাহু ভয় পায়!
সশরীরী দৈববাণী কে শুঁকিবি আয়!

৫

সশরীরী দৈববাণী কে চাখিবি আয়!
তরঙ্গ গর্জ্জিছে ওম্,
মহা রস—মহা সোম—
ভাসায়ে ভূতল ব্যোম্—সাগরে কাঁপায়!
হলাহল কালকূটে
মরণ চরণে লুটে,
মহাদেব করপুটে পান করে তায়!
প্রহ্লাদ আহ্লাদ মন,
জয় যশ সিংহাসন,
লভিলা সে সুধা পিয়া পিতার আজ্ঞায়!
খাইলে সে মহাসুধা,
শত জনমের ক্ষুধা,
কত জনমের যেন তৃষা দূরে যায়!
অনাহারে উপবাসে,
দুরভিক্ষে মরে না সে,
তাহারি বিশ্বের অন্ন সেবে অন্নদায়!
অনন্ত অলকা হর্ষে,
সুবর্ণ-চম্পক বর্ষে,
তাহার গাণ্ডীবে—তার মায়ের পূজায়!
বিঘ্নপূর্ণ কর্ম্মপথে,
শ্রীকৃষ্ণ সারথি রথে
ভগবান বাসুদেব তাহারি সহায়!
তারি দৈববাণী গীতা
অগ্নিসিন্ধু উন্মথিতা
আজো জ্বলে কুরুক্ষেত্রে চিতায় চিতায়!

সে মহিমা এত দীপ্ত,
পতঙ্গও তাহে লিপ্ত,
মানুষ—মানুষ নাকি এত অন্ধ তায়?
ভীরু কাপুরুষ ক্লীব,
এমন অধম জীব
মানুষ—মানুষ নাকি পিষে পায় পায়?
অই জ্বলে দৈববাণী গীতায় চিতায়!

মানসী, ভাদ্র, ১৩২২, পৃ. ১১—১৩

কেন বাঁচালে আমায়

১

কেন, বাঁচালে আমায়?
আমি ভেবেছিনু হরি, এবার করুণা করি,
ঘুচাইবে অভাগার এ ভবের দায়,
যত দুঃখ যত ক্লেশ, সকল হইবে শেষ,
কাঁদিতে হবে না আর ব্যথা বেদনায়!
আমি ত ভাবিনি রোগ, ভেবেছি মাহেন্দ্র যোগ
তিলে তিলে পলে পলে আশায় আশায়,
ভেবেছি মরণমাঝি, লইতে আসিবে আজি
অচিরে ভেটিব গিয়ে তব রাঙ্গা পায়!

২

কেন, বাঁচালে আমায়?
চাল ডাল তেল নুন, আবার ভাবিয়া খুন,
জ্বালালে আগুন ফিরে হৃদি কলিজায়,
ক্ষুধিত সন্তান বুকে, দুঃখিনী বিষণ্ণ মুখে,
সম্মুখে আসিয়া সে যে আবার দাঁড়ায়।

মুখে নাহি ফোটে ভাষা.   মূর্ত্তিমতী ক্ষুৎপিপাসা,
গরাসে গরাসে পেলে গ্রহতারা খায়,
ভয়ে ভীত চিত্ত মম.   অচেতন শব সম,
আতঙ্কে তরাসে তার চরণে লুটায় !

৩

কেন, বাঁচালে আমায় ?
মহাজন খাতা হাতে,   কিবা সন্ধ্যা কি প্রভাতে
আবার দিবসে রাতে আসে তাগাদায় !
গেলেও যমের বাড়ী,   করিবে নীলাম জারি,
শমনের বাড়ী এরা 'শমন' লটকায়।
দোকানী বাঘের মত,   রাগে কটু কহে কত,
ভয়ে হয়ে থতমত ধরি তার পায়,
নরক ভোগের বাকি,   আর কিছু আছে নাকি,
বাঁচালে করুণাময় এই করুণায় ?

৪

কেন, বাঁচালে আমায় ?
ছেলের বইয়ের কড়ি,   যোগাইতে প্রাণে মরি,
কোথা পাব ছাতি জুতা ছেঁড়া তেনা গায় !
অবোধ বুঝে না আহা,   জেদ করে চায় তাহা,
সে জানে—বাবার কাছে চেলে পাওয়া যায় !
কিন্তু সে মনের দুঃখে,   কাঁদ কাঁদ চাঁদমুখে,
অভিমানে যে সময় ফিরে নিরাশায় ;
তোমার 'বাবার প্রাণ',   থাকিলে হে ভগবান,
দিতে না এমন প্রাণ দেখিতে আমায় !

৫

কেন, বাঁচালে আমায় ?
গৃহিণীর ছিল যাহা,   বন্ধক রাখিয়া তাহা,
সেদিন আনিয়া আহা দিল চিকিৎসায়,

আজ সেই খালি হাতে, শাক ভাত দিতে পাতে
হঠাৎ পড়িল মনে কতিলাভ তায় !
ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখি, মরণে বাঁচনে এক-ই,
দু'য়েতেই খালি হাত—নাহিক উপায়,
মরিলে থাকিত মূল, বেঁচে যেত জাতিকুল,
বিধাতা তোমার ভুল—দুই কূল যায় !

৬

কেন, বাঁচালে আমায় ?
কত করি 'বাড়ী' 'বাড়ী', ফিরিলাম বাড়ী বাড়ী,
চাহেনি পুরুষ-নারী স্নেহ করুণায়,
শেষে করিলাম বল, আছে ত গাছের তল,
না হয় শুইব তাহে ভূমি-বিছানায় !
ইহাতেও হলে বাদী, জানি না কি অপরাধী,—
কি দোষে হয়েছি বল দোষী তব পায় ;
পদ্মায় লইল চাটি, না রাখিবে ভিটামাটি,
না রহিল তৃণটুকু শেষের সহায় !
কি বিকট অট্টহাসে, গর্জিয়া ফোঁপায়ে আসে,
আকাশ-পাতাল যেন গ্রাসে সমুদায়,
সহস্র তরঙ্গ বাহু, মেলিয়া আসিছে রাহু,
কত জনমের যেন ক্ষুধা-পিপাসায় !

৭

কেন, বাঁচালে আমায় ?
এখন কোথায় যাই, আপনার কেহ নাই,
কে দিবে চরণে ঠাঁই স্নেহ করুণায়,
কে লইবে বুকে তুলি, অনাথ সন্তানগুলি,
কে দিবে আশ্রয়, দেখি দীন অসহায় !
দৈত্যরাজ বলি সম, ত্রিদিব ভুবন মম,
হরিয়া লইলে হরি যদি ছলনায়,

তবে সে বামন বেশে, পতিত অধমে এসে,
জীবনের অবশেষে রাখ রাঙা পায় !

সৌরভ, কার্ত্তিক, ১৩২২, পৃ ২৬-২৭

মনে রেখো

অদৃষ্ট

কপালে থাকিলে দুঃখ অবশ্যই ফলে,
জলধি হইয়ে জ্বলে বাডব-অনলে !

অন্তর-দৃষ্টি

দর্পণে কেবল দেখ আপনার মুখ,
হৃদয়ে চাহিয়ে দেখ পাপ কতটুক !

সৌরভ, কার্ত্তিক, ১৩২২, পৃ ১৫

লক্ষ্মী-নারায়ণ

বাজার থেকে আস্‌ছিমাত্র, নামাইনিক ভুলা,
বগ্‌লে কটা পোঁটলা বাঁধা শুক্‌না-শুঁঠা মূলা ।
গিন্নী দেখে বিন্নি ফাটা রাগে তখন কয়,
“বোজ্‌রা মাছের মুঁড়ায় ভাল মূলার ঘণ্ট হয় ।”
পেঁজের যেমন ভিতর শূন্য কেবল বেডা খোসা,
তেমনিতর অসার আরো মেয়ে মানুষের গোঁসা ।
কিন্তু তবু পেঁয়াজ ছাড়া রান্না ভাল নয়,
যদিও তার উগ্রগন্ধে উট্‌কী কারো হয় ।
নারীর মানে তীক্ষ্ণঘ্রাণে বিষম বটে ঝাঁজ,
রম্য কক্ষে তবু অনেক নিরামিষা কাজ !

পউষ মাসে মেঘ বাতাসে রুক্ষ খর রোদ,
শরতের পূর্ণিমার চেয়ে মিষ্টি লাগে বোধ।
কাঁকর সম কড়াই ভাজা নীরস অতিশয়,
খর নুনে লঙ্কার ঝালে রুচির কত হয়।
“হাতে মাত্র ছিল দেশ পয়সা গোটা চার,
একটি গেছে বোজ্‌রা মাছে, মূলায় গেছে আর,
দুইটি পয়সা গেছে কিন্তু কিন্তে তোমার ‘সাদা’,
হিসাব করে দেখ এখন এক্‌লা তুমি আধা।”
একপলকে নীল যমুনা হয়ে গেল লাল,
কট্‌কে দেশের আট্‌কা জল কপাট বাঁধা খাল
খুলে গেল এক নিমিষে, টসটসিয়ে পড়ে,
‘বম্’ বলিতে চন্দ্রনাথের “হাজার ধারা” ঝরে !
“এ সংসারে যত অভাব কেবল আমার লাগি,
আমি সে অলক্ষ্মী বাড়ীর আমিই হতভাগী !
নাই যে বাড়ী, নাই যে ঘর, কুঁড়ের নাই যে বেড়া,
জাব্‌রি দিয়ে আব্‌রু রাখি—পরণে তেনা ছেঁড়া !
পদ্মাতে ধুইয়া এই ত নেয় যে ভিটামাটি,
আমার জন্য হয় না বাড়ী—এই ত কথা খাঁটি।
কিন্‌তে আমার পান্ সুপারি—কিন্‌তে আমার চূর্ণ
হায়রে আমার পোড়া কপাল—মানুষ হ’ল খুন।”
অরুণ চেয়ে তরুণ অতি করুণ আঁখি তার
অদৃষ্টে অদৃষ্টে করি নীরব নমস্কার,
নীরবিলা নতমুখে কলকণ্ঠপিক,
অন্তরে বিঁধিল আসি নীরব শত ধিক্ !
[illegible] যেতে সূর্য্য যেন কৃষ্ণ মেঘের ফাঁকে
অভিমানে ধরার পানে দীপ্তি দিয়ে থাকে !
হেলায় যেন উপহেসে বিপদ সে নেয় তার,
কালোর কোলে আলোর জলে করুণ অহঙ্কার !
“কল্লে কেন নলিন আনন মলিন অতিশয়,
হৌক্ না তোমার পিতৃভূমি সাগর-জলময়,

আছে সে অনন্ত দুঃখ হাজার ফণা ধরি,
আম্‌রা দু'জন সুখ-শয়ন কর্‌ব তদুপরি।
তুমি আমার লক্ষ্মীরাণী সেবিবে চরণ,
হইব অনন্তশায়ী আমি নারায়ণ।”

সৌরভ, মাঘ ১৩২২, পৃ. ১১৫-১১৬

নূতন ও পুরাতন

যাহার অভাব যাহার দৈন্ত, চায়্‌ ত সেহি জন,
পরিপূর্ণ নহে যাহার পূর্ব্ব-পুরাতন।
নববর্ষ   নূতন হর্ষ—নূতন আশা তার,
কেবল যাচ্ঞা—কেবল ভিক্ষা—কেবল হাহাকার!
কল্পতরু পুরাতনে অভাব আমার নাই,
নূতনের অনন্ত ভাণ্ডার নিত্য নূতন পাই।
কোথায় এমন পুরাণ গিরি নূতন হিমালয়
শক্তিরূপা কন্তা যাহার অসুর করে জয়!
কোথায় হেন কালো মেয়ে জন্মে কাহার ঘরে,
শত্রু বধি উন্মাদিনী মুণ্ডমালা পরে!
কোথায় এমন রাজপুতানী কল্লে জহরব্রত,
কোথায় এমন সহগমন হিন্দুনারীর মত
আত্রেয়ী মৈত্রেয়ী যেমন ব্রহ্মপরায়ণা,
তেম্‌নি বেশান্ত্‌ ব্লেভটাস্কী ম্লেচ্ছের ললনা?
কোন্‌ দেশের সাবিত্রী পতির জীবন অবসানে,
বাঁচাইয়া মরা পতি যম জিতিয়া আনে?
মিরন্দা ও ডেস্‌ডিমনা কোথায় এমন আছে,
কণ্বমুনির বনে যেমন বাকল বাজে গাছে!
পরের হিতে বুকের অস্থি কল্লে কেবা দান,
কোথায় আছে এমনতর ঋষি পুণ্যবান!

কোথায় বা আতিথ্য এমন কোথায় কর্ণদাতা,
বাপে মায়ে করাত দিয়ে ছেলের কাটে মাথা!
কোথায় সে ভীম দেখলে যেবা নারীর অপমান,
অত্যাচারীর বক্ষ চিরি রক্ত করে পান!
কাদের এমন পিতামহ ভীষ্ম মহাবীর,
এমন নূতন শরশয্যা কোথায় পৃথিবীর?
কার বা এমন কালো ছেলে জন্মে কারাগারে
মায়ের যাহার পায়ের শিকল অম্‌নি খসে পড়ে!
রণক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে কোথায় বল হয়,
চিতার উপর গীতার এমন ধর্ম্মসমন্বয়!
কোন্ দ্বীপে জন্মেছে কোথায় এমন দ্বৈপায়ন,
অতুলন কীর্ত্তি যার ভারত অতুলন।
বইছে কোথায় পুণ্যতোয়া বীরের তপস্যায়
স্পর্শে যার ধ্বংস-জাতি নবজীবন পায়।
সিন্ধু বেন্ধে শত্রুরাজ্য কল্লে আক্রমণ,
নরবানরে কোথায় সখ্য কোথায় এমন রণ।
সর্ব্বগতি পুষ্পরথ সে - স্বর্গে মর্ত্ত্যে উড়ে
জেপেলীন ত উইয়ের মত ভুঁইয়ের উপর ঘুরে।
কোথায় এমন শক্তিশেল আর কোথায় নাগপাশ,
কোথায় এমন ভীষণ বজ্র বিশ্বভুবন ত্রাস!
কোথায় এমন পবনাস্ত্র বরুণ ব্রহ্মবাণ,
“তরলাগ্নি” “বিষবাষ্প”—কোথায় সে বিজ্ঞান।
কোন্ দেশেতে কোথায় আছে এমন তপোবন
জগৎ আলো করে যাহার বিজ্ঞান দর্শন!
কোথায় এমন দস্যু ডাকাত বিশ্বের আদি কবি,
নূতন ছন্দে আঁকলে প্রথম প্রথম বাণীর ছবি।
অদ্ভুত বিচিত্র এমন নূতন কোথায় আর,
সর্ব্ব আদিম পুরাতন এ, এমন আছে কার?
আমার যাহা শ্রেষ্ঠ-পূর্ণ—অপূর্ণ তা নয়,
সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন আমার সকল সমুদয়!

আমার বিদ্যা আমার জ্ঞান আমার যাহা-সব,
চিরসত্য আত্মতত্ত্ব নিত্য অভিনব !
নাইক তাহাঁর ধ্বংস বিনাশ নাইক তাহার ক্ষয়,
ফুলের সঙ্গে মূলের মত বীজের ভাবে রয় !
লুপ্ত নয় সে যোগতপস্যা সুপ্তভাবে আছে,
গুপ্তভাবে হোমের শিখা হিয়ায় হিয়ায় নাচে।
অস্থি তাহার সমিধকাষ্ঠ, মজ্জা তাহার হবি,
জ্বলছে যজ্ঞ জাতির বুকে স্বপ্নে দেখে কবি !

সৌরভ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩, পৃ. ২৩১

বাঁশী

১

ঠাকুর !
তুমি নাকি বড় ভালবাস বাঁশী ?
নিশিদিন সন্ধ্যা সকাল,
বাজাও তুমি তাই সদাকাল
পথে ঘাটে বনে বনে
মধুর মধুর মধুর হাসি !
তোমার—
সপ্ত ছিদ্র বাঁশীর সুরে,
কুলনারীর দুকূল উড়ে
লজ্জাশরম যায় যে দূরে
অকূলে ভাসে গোকুলবাসী!

২

কত কষ্টে শোকে দুখে,
কত ছিদ্র আমার বুকে,
কত সুরে বাজবে হৃদয়
বাজায়ে দেখ একবার আসি!

কাম-কদম্বের কালো ছায়া,
ময়ূর নাচে মোহমায়া,
কালিন্দী বয় কালো কায়া
আঁখিভরা অশ্রুরাশি!
অসুর বুদ্ধি পশুর পাল,
রাখ এসে রাজরাখাল,
গোপন বৃত্তি গোপিনীদের
কর এসে চরণদাসী।
আবার বাজাও এসে হৃদয়বাঁশী!

৩

নানান্ রঙ্গের নানান্ সুরে,
আবার বিশ্বভুবন জুড়ে,
নূতন ছন্দে উঠুক ঘুরে',
গ্রহ তারা উল্কা রাশি,
শৈলে শৈলে লাগুক লাড়া,
গুহায় গুহায় পড়ুক সাড়া,
ভাঙুক নরক অন্ধকারা,
অষ্টবজ্র অট্টহাসি।
ঠাকুর, বাজাও এসে হৃদয়বাঁশী!

৪

ব্যথায় মথিয়ে সপ্তসাগর,
গর্জিয়ে উঠুক শেষ অজগর,
বেড়িয়ে বেড়িয়ে মন্থন মন্দর
দ্যুলোক ভূলোক ত্রিলোক ত্রাসি,
উঠুক গরল উঠুক সুধা,
ঘুচুক প্রাণের ব্যাকুল ক্ষুধা,
জয়ে যশে ভরুক বসুধা
নূতন জীবন উঠুক হাসি!
ঠাকুর বাজাও এসে হৃদয়বাঁশী!

৫

নিদ্রালস তন্দ্রামগ্ন,
আঁজর লাগা পাঁজর ভগ্ন,
চরণতুলসী কণ্ঠলগ্ন
চিরমরণ অভিলাষী,
নিরুৎসাহ নিরুদ্যম.
কর্ম্ম কেবল দেখে যম,
অধম যারা জাগুক তারা
আত্মবলে অবিশ্বাসী!
ঠাকুর, বাজাও এসে হৃদয়বাঁশী!

৬

বাজাও সঞ্জীবনী তানে,
নূতন মন্ত্র নূতন গানে,
নূতন আশা জাগুক প্রাণে,
ভীরুতা জড়তা নাশি,
জাগুক যত কানা খোঁড়া.
ভগ্ন সন্ধি লাগুক জোড়া,
আতুরা মথুরা জাগুক
পায়ের বাঁধন গলায় ফাঁসি!
ঠাকুর, বাজাও এসে হৃদয়বাঁশী!

৭

বাজাও ভ্রাতৃপ্রেমের সুরে,
সারা বিশ্বভুবন জুড়ে,
মিলুক আবার ব্রজের বালক
ভাই ভাইয়েরে ভালবাসি,
বিশ্ব-বালক আপন জানি,
জাগুক নারী নন্দরাণী.
মাতৃমন্ত্রে জগন্মাতা
কোলে করুক জগৎবাসী!
ঠাকুর, বাজাও এসে হৃদয়বাঁশী!

৮

বাজাও ঠাকুর দীপক রাগে,
গীতায় যেন জগৎ জাগে,
দাঁড়াও তুমি রথের আগে,
পথের বাধাবিঘ্ন নাশি,
যে ভীরু কাপুরুষ ক্লীব,
জগতের জঘন্য জীব,
ফিরে আবার ধরুক্ গাণ্ডীব
কর্ত্তব্য-বিমুখ উদাসী,
বুঝুক মূঢ় তত্ত্ব গূঢ় অমর আত্মা অবিনাশী।
ঠাকুর, বাজাও এসে হৃদয়বাঁশী!

৯

ব্রহ্মচারী কুমারব্রত,
নবীন ভীষ্ম শত শত,
হোক সে শরশয্যাগত,
সর্ব্বত্যাগী বীর সন্ন্যাসী,
বাজাও মর্ম্মভেদী সুরে,
সপ্তপাতাল উঠুক্ ফুঁড়ে,
নবীন ভোগবতী গঙ্গা
নব্যভারত উচ্ছ্বাসি!

১০

জাগুক সে অজ্ঞাতবাসে,
আবার নবীন অভিলাষে
বৃকোদর বাবুর্চির বেশে—
দ্রৌপদী-সৈরিন্ধ্রী দাসী,
কঙ্ক সে নিঃশঙ্ক মনে,
লাগুক নব শুভক্ষণে,
জাগুক নকুল সহদেব সে
গরুর রাখাল ঘোড়ার ঘাসী!
ঠাকুর, বাজাও এসে হৃদয়বাঁশী!

১১

বাজাও সে ভৈরব রন্ধ্রে,
জাগুক বিন্ধ্য মেঘ-মন্দ্রে,
জাগুক প্রতাপ বনে বনে
কন্যাপুত্রে উপবাসী,
অন্ধ যত গিরিগুহা
হুঙ্কারিয়া উঠুক উহা,
জাগুক এ অকালে আবার
কঙ্কাল-সার সে ক্ষুৎপিপাসী!
ঠাকুর, বাজাও আমার হৃদয়বাঁশী।

১২

বাজাও সে করুণার তান,
শাক্য খুঁজুক মহানির্ব্বাণ,
জীবের দুঃখে আকুলপ্রাণ
রাজপুত্র ভোগবিলাসী,
উদ্ধারিতে অধঃপতিত
অচৈতন্য মর্ম্মমথিত,
জাগুক আবার শ্রীচৈতন্য
নব-নবদ্বীপ নিবাসী,
ঠাকুর, বাজাও আমার হৃদয়বাঁশী।

১৩

বাজাও সে পবিত্র স্বরে,
জাগুক নারী অন্তঃপুরে,
আত্রেয়ী সাবিত্রী সীতা
পুণ্য কিরণ পরকাশি,
অহল্যা, পদ্মিনী, সতী,
কন্যা কৃষ্ণা, দুর্গাবতী,
কর্ম্মদেবীর কর্ম্ম দেখি,
ধর্ম্ম আবার উঠুক হাসি!

নব্যভারত, আষাঢ়, ১৩২৩, পৃ. .৮১-১৮৩

সৌরভ

১

সৌরভে ডুবিল বঙ্গ,—আবার সৌরভ?
আর অই ভস্ম ছাই, চাহি না চাহি না ভাই,
চাহি না ধ্বংসের আর পথ অভিনব!
জেস্‌মিন যুথী বেলা, বাজারে রয়েছে মেলা,
নন্দনের পারিজাত গন্ধ পদ্মাভব,
আতর এসেন্স কত গন্ধতেল শত শত,
গোলাপ চম্পক জবা পুষ্পসার সব।
কত আছে খস্ খস্ প্রাণতোষ মনোতোষ।
তথাপি কি আপসোস পূরেনি বান্ধব?
সৌরভে ডুবিল বঙ্গ,—আবার সৌরভ?

২

বিলাসে বাঙ্গলা ভাসে,—অধঃপাতে যায়।
ঘরে নাহি মুষ্টি-অন্ন, অনশনে অবসন্ন,
বিকাইয়া ভিটামাটি গেছে ঋণদায়
তথাপি অট-ডি-রোজ, মাথা চাই রোজ রোজ,
পিয়ারের প্রিয় সোপ মাখা চাই গায়।
কেশশূন্য গ্রীবামূল, ভালে শোভে দীর্ঘচুল,
পশুবুদ্ধি বঙ্গ-যুবা পশুরাজ প্রায়,
বেড়াইছে মহানন্দে,—কেশবের তৈলগন্ধে,
পুষ্পবন দলি এল এমনি বুঝায়!
বিলাসে বাঙ্গলা ভাসে—অধঃপাতে যায়।

৩

বিলাসে বাঙ্গলা ভাসে—রসাতলে যায়।
পথের মজুর ভুলি, অভুক্ত সন্তান ভুলি,
চায়ের পেয়ালা পিয়ে প্রভাতে সন্ধ্যায়!

কোথা গয়া বিষ্ণুপুর, কোন্ দিকে কতদূর,
অম্বুরী তামাক তার চাষা কিনে খায়,
সুগন্ধি জরদা সুর্ত্তি, না হলে হয় না স্ফূর্ত্তি,
সোনার তবকে মাখা মৃগ-মদিরায়।
হাভেনা ম্যানিলা কই, জানিনি ত নাম বই,
কোথা বা সে আমেরিকা স্বপনের প্রায়,
তার সিগারেট ছাড়া, ধূম নাহি পিয়ে তারা,
কে জানে ইহার বাড়া পতন কোথায় ?

৪

সৌরভে ব্যাকুল বঙ্গ—বিলাসে বিহ্বল !
ভিখারীর ভাঙ্গা ঘরে, লেস্ পেড়ে শাড়ী পরে,
সেমিজে কামিজে গাউনে উড়ে পরিমল !
সুগন্ধি সিন্দুর ভালে, সুগন্ধি পাউডার গালে,
সুগন্ধি বর্ণকে রাঙ্গে অধর যুগল,
সুগন্ধি আল্তা পায়, ফোটে যেন আঙ্গিনায়,
শরৎ প্রভাতে হায় রক্ত-শতদল !
এ পরী পোষতে গিয়া, কত ঘর দেউলিয়া,
নীরবে নিশীথে ঝরে কত অশ্রুজল !
সৌরভে ব্যাকুল বঙ্গ—বিলাসে বিহ্বল।

৫

বিলাসে ব্যাকুল বঙ্গ যায় রসাতল,
নাহি সেই ব্রহ্মচর্য্য, নাহি সহিষ্ণুতা ধৈর্য্য,
স্কুলের বালক-বাবু অধিক পাগল ;
সোনার চস্মা নাকে, এসেন্সে ডুবিয়া থাকে,
ফুলবন-ফেরা যেন প্রজাপতি দল !
শান্তনু রাজার মত, দিবা স্বপ্ন দেখে কত,
জড়াইয়া রয়ে যেতে গঙ্গার অঞ্চল !

স্কুলের বালিকা ছাত্রী, পূর্ণিমা রজত রাত্রি
উছলিয়া ছুটে যেন চকোরী চঞ্চল,
হার্ম্মোনিয়মের গানে, পিয়ানোর তানে তানে,
কুটীরে কাঁপায়ে তোলে পিক কোলাহল !
তারাও স্বপন গড়ে, কেহ দীঘি সরোবরে,
সাঁতারে প্রতাপসহ—কাঁপে নীল জল,
ও নীল জলের ঢেউ, দেখেছে, বুঝেছে, কেউ ?
তরঙ্গে কলঙ্ক কত হাসে খলখল !
এ পাখী পিঞ্জরে হায়, আর নাকি রাখা যায় ?
সে নাকি পরিতে চায় চরণে শৃঙ্খল ?
শীতে কুক্কুরের মত, প্রহরে প্রহরে কত,
ফুকারে ফতুর পতি—আঁখিভরা জল !
বিলাসে ব্যাকুল বঙ্গ—যায় রসাতল !

৬

বিলাসে বিহ্বল বঙ্গ—মোহমুগ্ধ মন,
গ্রীষ্মের পানীয় তার, সোডা লেমন্ ওয়াটার,
হয় না বরফ বিনা পিপাসা বারণ !
সুগন্ধি সিরাপ্ নানা, কুল্পী ও দধিপানা,
আরো কত নাহি জানা, সুধা অতুলন
চা ও চকোলেট কফি, তাও চলে পুনরপি,
বিস্কুট ব্রেড্ টোস্ট্ মাখিয়া মাখন।
মোটা কোট সদা গায়, পশমের মোজা পায়,
শীত গ্রীষ্ম বুঝা দায় দেখি আচরণ,
মেরু কিবা মরুবাসী—অতি দুঃখে পায় হাসি,
কে চিনে এ সব জীব দেখিয়া লক্ষণ !
সদা মত্ত উপন্যাসে, নানা গল্পে-সর্ব্বনাশে,
“ভিতরে বাহিরে” ভাসে পাপের প্লাবন,
অবাধ মিলনে আজ, ধর্ম্মের সে পেশোয়াজ,
উড়াইছে অঙ্গনার মত [illegible] !

৭

বিলাসে বিহ্বল বঙ্গ—মোহে অচেতন,
চাহিয়া দেখে না পাছে, কত নীচে নামিয়াছে,
কোথা হতে হইয়াছে কোথায় পতন!
কোথা ধর্ম্মে অনুরক্তি, কোথা সে বিশ্বাস ভক্তি,
কোথা সেই সত্যনিষ্ঠা কোথা সংযমন,
কোথা সেই শমদম, সকল সহনক্ষম,
কোথা সেই জ্ঞানবীর্য্য ইন্দ্রিয়দমন!
ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী, কোথা সেই নরনারী,
কোথা সেই কর্ম্মশক্তি কোথা দৃঢ়পণ.
কোথা সেই একাগ্রতা, কোথা সেই নির্ভীকতা,
উদ্যম উৎসাহ কোথা দীপ্ত হুতাশন!
কোথা সে প্রচণ্ড রাহু, প্রসারিয়া বজ্র বাহু,
নাশিতে গ্রাসিতে পারে জ্বলন্ত তপন,
কোথা আছে সে মহত্ত্ব. কার আছে পুরুষত্ব,
ক্লীবত্ব পেয়েছে পার্থ কুন্তীর নন্দন!
সকলি বিলাসে ভোর, নাহি কারো গায়ে জোর,
পড়িলে বিপদে ঘোর কাঁপে কলাবর,
ব্যাপিয়া সারাটা বঙ্গ, কেবলই * * *
তাহারি ঔষধ খোঁজে—তারি বিজ্ঞাপন।
এ নহে কুৎসিত কথা, এ ত নহে অশ্লীলতা,
এ যে গো জাতির এক বীভৎস মরণ,
কেহ না ভাবিছে তায়? এ বিলাসদ্রব্যে হায়
দিতেছে প্রশংসাপত্র অপদার্থগণ।

৮

যারা আনে হেন মৃত্যু -মহা স্বার্থপর
দেশের পরম শত্রু পাপিষ্ঠ বর্ব্বর!
যারা আপনার বংশ, স্বজাতির করে ধ্বংস,
পিশাচ রাক্ষস ক্রূর লুব্ধ নিশাচর,

সামান্ত ধনের আশে, বিনাশিছে অনায়াসে,
জাতীয় জীবন শক্তি, স্বাস্থ্য, কলেবর—
আপন জাতির জন্ত, গড়িছে অভাব দৈন্ত,
করিছে আনন্দশূন্ত সংসার সুন্দর।
স্বজাতির রক্তপায়ী, আত্মঘাতী আততায়ী,
হরিয়া দেশের ধন, যে দস্যু তস্কর,
ভিক্ষাপাত্র দেয় হাতে, দেশ দেয় অধঃপাতে,
পদাঘাতে কয় তার পিষ্ট কলেবর,
সে যে গো দেশের শত্রু—মহা ভয়ঙ্কর !

৯

এ যে তীব্র বিষবাষ্প—সৌরভ এ নয়,
এ নহে বিলাসদ্রব্য—কালকূটচয় !
ঘ্রাণে এর জ্ঞান হরে, স্পর্শে পরবশ করে,
জীবন্ত জাতির মৃত্যু—চির পরাজয় !
এ যে তীব্র বিষ বাষ্প—সৌরভ এ নয় !

১০

পার যদি আন বন্ধু করিয়া চয়ন,
সে দিব্য অমৃতগন্ধ—মৃতসঞ্জীবন !
তেজবীর্য্য মহিমার, আন সেই পুষ্পসার,
অতীত সে অযোধ্যার—সৌভ্রাত্রজীবন,
চিতোরের গিরিঘাটে, পাইবে চিতার কাঠে,
নন্দন চন্দন গন্ধ বহে সমীরণ !
ধর্ম্মক্ষেত্র কর্ম্মভূমি, কর্ষিয়া ধর্ষিয়া তুমি,
সে বীর্য্য বীরণমূল কর উত্তোলন,
হোমধূম গন্ধমাখা, কৌমুদী-কলঙ্ক-ঢাকা,
আহরিয়া আন সেই ঋষির জীবন !
পদ্মিনী চিতার ছাই, সুগন্ধি পাউডার তাই,
রমণী রঞ্জিতে দেও চারু চন্দ্রানন,

"কর্ম্মের" সে মর্ম্ম-ঝরা, সতীর গৌরবভরা
সিন্দূরে সৌরভে রচ—সীমন্ত শোভন !
যে সৌরভে যাজ্ঞসেনী, বান্ধিলা বিমুক্ত বেণী,
দেও সে আনিয়া পুণ্য কেশ-প্রসাধন,
সে নব "কুন্তলবৃষ্য", বিস্ময়ে দেখিবে বিশ্ব !
শিহরিয়া পারিজাত বর্ষিবে নন্দন !
বিলাস রাক্ষস-মত্ত, হইবে নব অলক্ত,
আনন্দে পরিবে পায় পুরনারিগণ,
হে বন্ধু পারফিউমার, কি কব অধিক আর,
ত্যজ স্বার্থ, রচ শয্যা ভীষ্মের শয়ন ।
এ উগ্র তৃষ্ণার বারি, নহে যোগ্য স্বর্ণঝারি,
পুণ্য ভোগবতী পুনঃ কর উত্তোলন,
যাবে দুঃখ যাবে তাপ, যুগান্তের অভিশাপ,
সকল সন্তাপজ্বালা হইবে বারণ !

১১

এ বিলাসে এ সৌরভে জাগে মৃত প্রাণ,
নব আশা অনুরাগে, নূতন চেতনা জাগে,
জাগে সে জাতীয় গর্ব্ব-স্পর্দ্ধা অভিমান !
জেগে উঠে কর্ম্মশক্তি, অচল বিশ্বাস ভক্তি,
আবার জ্বলিয়া উঠে জীবন নির্ব্বাণ,
এ গন্ধ অমৃতশ্বাসে, বিশল্যকরণী বাসে,
উঠে দম্ভে লাফাইয়া নাডীমজ্জমান !
আলস্য জড়তা ভয়, মোহ অপগত হয়,
সকল অভাব দৈন্য হয় অবসান !
তোমার "সৌরভ" কি সে আনে কল্যাণ ?

সৌরভ, বৈশাখ, ১৩২৪, পৃ. ১৮২-১৮৪

বাঙ্গালায় পূজা

বাঙ্গলা দেশে জঙ্গলা মেয়ে পাহাড়ে পার্ব্বতী
আস্‌বে না আর পূজা খেতে দুর্গা ভগবতী !
জগৎভরা এবার তাহার আদর আমন্ত্রণ,
জেপেলিনে সবমেরিণে দেবীর আগমন !
দেশে দেশে লেগে গেছে মহাপূজার ধুম,
দিকে দিকে শঙ্খ বাজে গুড়ুম গুড়ুম গুম্ !
আত্মবলি দেয় সকলি রক্তে ডাকে বান,
জয়ের উপর জয়ের কেবল বিজয় অভিযান ।
আকাশ রাঙ্গা পাতাল রাঙ্গা রাঙ্গা সাগরজল,
রাঙ্গায় রাঙ্গায় হাসছে মায়ের রাঙ্গা চরণতল ।
বুকের রক্ত দেওয়ার ভক্ত বঙ্গবাসী নয়,
চালকলা কি ছাগল ভেড়া অধিক যদি হয় !
দিবে হ্রদ বিলের পদ্ম বনের দূর্ব্বাঘাস,
আর কি,—দুটা বেলের পাতা—এই ত অভিলাষ ।
শরৎকালের শেফালিকা ঝুপ্‌রি ভরা ঝরে,
সস্তা পেয়ে কিস্তি দিবে পদ্মপায়ের 'পরে !
ধূপ পোড়ায়ে গন্ধ দিবে, প্রাণ পোড়ায়ে নয়,
কোমল বুকে কেমন করে' কামান গোলা সয় ?
ছিঁড়ে দিছে বেল্‌জিয়ম তার হৃদয়-শতদল,
বৃটন দিয়াছে তার অর্থ বাহু-বল ।
রুমেনিয়া সার্ভিয়া সে শেফালিকার মত,
উজাড কল্লে পূজার ধুমে বীরের জীবন কত !
উৎসর্গ সে দূর্ব্বাদল 'শ্যাম' অর্ঘ্যভার
লাক্সেমবর্গ মন্টিনিগ্রো সাইবেরিয়া আর !
রুষিয়া পেষিয়া দিছে উশীর বিলেপন,
চূর্ণ করি জীর্ণ জারের মুকুট সিংহাসন !
সৈনিকা দীপ্তশিখা দগ্ধহৃদয়তল
পূজার ঘরে উজ্জল বরে প্রদীপ সমুজ্জ্বল !

ভার্দ্দুনের সে ধূনার ধুমে জগৎ অন্ধকার,
পলে পলে গর্জ্জে কামান.লক্ষ হাউট্‌জার !
ইটালি দেয় লাল পিটালীর গড়িয়ে স্বস্তিক,
আল্পসের সে কল্পচূড়ায় হাসছে দশদিক্ !
'জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষোজহি' বলি
আকুল অধীর দিতেছে বীর রুধিরের অঞ্জলি !
রঘুর ভিটায় ঘুঘু চরে ! এই স্বরথের দেশ ?
অরথ বিরথ নীরথ ভারত জড়ভরত বেশ !
কোথায় বা সে মেধস মুনির পুণ্য তপোবন,
লণ্ড ভণ্ড কমণ্ডলু দণ্ড কুশাসন ।
বিশ্বখ্যাত শিষ্যকেই সে শক্তি-উপাসক,
কে দিবে আজ হৃদয়-পদ্ম রক্ত-গন্ধোদক !
আসবে না আর এদেশে তাই শক্তিদশভুজা,
কোণায় করে সোণাবাবু কলাবৌয়ের পূজা ।

সৌরভ, কার্ত্তিক, ১৩২৪, পৃ. ১

জয় জগদীশ্বর

১

দিবানিশি সে আমারে রাখে কোলে কোলে।
আমি না থাকিতে চাই,
লাফায়ে পড়িয়া যাই,
আমি না উঠিতে চাই
সে ধরিয়া তোলে !
নানারূপে কাছে কাছে,
পথ আগুলিয়া আছে,
আমি ত তাহারে ভুলি
সে ত নাহি ভোলে ।
দিবানিশি সে আমারে রাখে কোলে কোলে !

২

আমার হৃদয়দ্বারে,
রুধি তারে বারে বারে
আসিতে দেই না তবু
সে ত ঠেলে খোলে!
আমি ত দেই না কান,
তবু করে নানা গান,
তুষিতে আমার প্রাণ
জগতের রোলে!

৩

আমি ত না ভালবাসি,
তবু আসে হাসি হাসি,
সে হাসি মধুর গন্ধ
ফুলে ফুলে দোলে।
আমি ত চাহি না তায়,
তবু ফিরে পায় পায়,
আলিঙ্গন দিয়ে যায়
মলয় হিল্লোলে।

৪

আমি ত কই না কথা,
তবু তার কি মমতা,
ডাকে পিতা মাতা ভ্রাতা
সুমধুর বোলে।
কিছুই বুঝি না আমি,
সে কি জায়া, সে কি স্বামী?
কেন সে প্রেমের সিন্ধু
বহিছে কল্লোলে!

নব্যভারত, পৌষ, ১৩২৪, পৃ. ৪৭১-৪৭২

অথ রাজ্যাভিনয়নম্

১

কালপুরুষে হুকুম দিচ্ছে—বাজা বাত্তি বাজা,
অভিষিক্ত হবেন এবার জগজ্জয়ী রাজা !
স্তূপে স্তূপে অস্থি দিয়ে পাহাড় খাড়া কর,
অতলস্ত প্রশা · তুই সাগরতটের 'পর !
কোটি কোটি নরচর্ম্মে—সদ্য রক্তে রাঙ্গা—
আকাশঢাকা চর্ম্মাতপ তার মাথায় মাথায় টাঙ্গা !
চারিপাশে গেঁথে দে তার থরের উপর থর,
নরকরতলের সারি ঝালর ভয়ঙ্কর !
বাঘভালুকের পিঠের উপর সাজা সিংহাসন,
রক্তপানে মত্ত যে সব হিংস্র পশুগণ !
গাদি গাদি মাংস দিয়ে পাতিয়ে দে গদি,
বেলজিয়ম আর সাইবেরিয়ার সাগর সীমাবধি !
বিরাট আসন বিরাট শাসন বিরাট দণ্ডধর,
অভিষেকে লাগ্‌বে তাহার শোণিত সাত সাগর :
তুব্‌ড়ি জ্বল্‌বে বিসুবিয়স হাউই জ্বালা বোম্‌,
উল্কা ছুটবে ফুল্‌কা তাহার কোটি সূর্য্য সোম।
তরুবল্লী নগরপল্লী প্রাসাদ কুঁড়েঘর,
ভেঙ্গেচূরে গিরি মেরু সকল সমান কর !
মঠ-মন্দির গির্জ্জা-মজ্জিদ স্কুল-কলেজ পাঠশালা,
পাপের আলয় বিচারালয় দেশটা শুদ্ধ জ্বালা !
ছেয়ে আছে ধূলা বালু—বুকের ভিতর শ্বাস,
পাপের বীজ পাপের জারম্ পাপের ব্যাসিলাস !
বংশ সহিত বিনাশ কর্ পাপ অংশ যে না রয়,
ধ্বংস পথে আসবে এবার নূতন অভ্যুদয় !
মজ্জা মেদে রক্ত ক্লেদে অবিচ্ছেদে মাখা,
চিহ্ন এঁকে আস্‌বে রেখে তারি রথের চাকা !

২

কামস্কাট্‌কা লোপাট্‌কা আর বেলাডিভষ্টক্,
শবের বুকে শড়ক বাঁধা কেলের সীমান্তক।
আল্পসে আর ইউবেলে হবে সিংহদ্বার,
আলটাইয়ে আর ষ্টানোভাইয়ে পূবের ফটক তার।
ঝুলায়ে দে মুণ্ডমালা তোরণ শিবে শিরে,
শূন্য হতে পুণ্য ঝরবে রুধিরে রুধিরে!
উড়বে শকুন লাখে লাখে ছড়ায়ে দিবে পাখা,
সারা জগৎ ফেল্‌বে ছেয়ে তারি জয়পতাকা।
মহানন্দে কবন্ধ আর প্রেত পিশাচীর দল,
রক্ত পিয়া তাধেই ধিয়া নাচ্‌বে সুখে বল'।
মাংস খেয়ে তুষ্ট হবে শিয়াল কুকুর কাক,
বিশ্বে সাড়া দিবে তারা যমের কাড়া ঢাক!
রক্তমাখা প্রবাল ঢাকা বসার পালিশ মাজা,
এই পথেই আসবে এবার জগজ্জয়ী রাজা।

৩

শোকের আগুন দগ্ধ করে মনের মলা পাপ,
অত্যাচারের ঝড়ে জুড়ায় প্রাণের পরিতাপ।
গলায় দড়ি কল্‌সী ডোবে কূপের অতলতলে,
নইলে তাহা পূর্ণ হয় না—সুধা-শীতল জলে!
পতন-ই যতনের খনি রতন ভরা তায়,
পদাঘাতে ডুব্‌লে তাতে মানুষ তাহা পায়।
রসাতলে সিঁড়ির গোড়া স্বর্গে তাহার আগা,
চক্ষু মেলে হাত বাড়ালে পাওয়া যায় তা লাগা!
হৃদয় করে ছিন্নভিন্ন লাঙ্গল চষে' পেষে',
শান্তিসুখের বীজ বোনে সে সকল দেশে দেশে!
অশ্রুজলে উপ্ত হয় সে লুপ্ত নাহি থাকে,
আপ্‌না জোরে ঠেলে তোলে আপ্‌নি আপনাকে!
পীড়নে তার নিড়ানি দেয় বেছে ফেলায় কত,

আচ্‌ড়াতে আগাছড়া যারে সংখ্যা নাহি তত !
হাড়ের গুঁড়া বিনা পুরা ফসল হয় না তায়,
জীবনশক্তি কর্ম্মশক্তি সব্‌ শুকায়ে যায় !
তাই সে পেষণ তাই সে শাসন তাই সে মরণক্ষয়,
কর্চ্ছে বহন বজ্রদহন সে অসহন জয় !
ধ্বজা রথে শতে শতে হেলির ধূমকেতু,
দৃশ্য হয় সে বিশ্বময় আজ পাপের বিনাশহেতু !
ঔদাস্য নৈরাশ্য দাস্য কাপোরুষ্য ভয়,
ভীষণ বলে রথের তলে সকল চূর্ণ হয় !
রক্তকুম্ভ ‘লেভোগা’ ‘ভেন’ যাত্রাকলস সাজা,
অভিষিক্ত হবেন এবার জগজ্জয় রাজা।

নব্যভারত, বৈশাখ, ১৩২৬, পৃ. ৩-৪

বৌদিদি

(ফাগুনে)

শীতের হিমে অবরুদ্ধ বনের শহরখানি,
মুক্ত আজি বসন্তের সে পুষ্প-রাজধানী !
মুছে গেছে পাতার চখে শিশির অশ্রুজল,
তরুতৃণে জাগ্‌ছে যেন সবুজ কুতুহল !
নাই সে এখন বক্ষভরা দুঃখশোকভার,
অশোকফুলে হাস্‌ছে যেন জয়ের অহঙ্কার !
শত্রুরক্তে রাঙ্গা কেমন লালপৎকা উড়ে,
শিমূল পলাশ নিবিড়-ঘন শিবির-বনচুড়ে !
নানা রঙ্গীন মুকুল সঙ্গীন্ পল্লবে পল্লবে,
হাস্‌ছে যেন বসন্তের আজ বিজয় মহোৎসবে !

কোকিল করে হলুধ্বনি জয়ধ্বনি তার,
অনীল মলয় জগতে বয়ে জয়ের সমাচার,
হরিণ-লাফায় কানন কাঁপায় মহিষ কাঁপায় জলে,
বিলে ডোবায় পদ্ম শোভায় পল্বলে পল্বলে।
কানন রামা দয়েল শ্যামা মধুর সুরে গায়,
অমর দেশের ভ্রমর আসে সুধার পিপাসায়।
পাতায় পাতায় তরুলতায় কেবল ফুলের সাজ,
জয়োল্লাসে কানন হাসে ফাগুন মাসে আজ।
তুমি কি গো প্রজাপতি চড়িয়ে মলয় হাওয়া,
ফুল্লমনে ফুলের বনে উড়িয়ে মধু খাওয়া ?
অথবা কি দয়েল কোকিল মুকুল মুখে গাওয়া ?
অমিয় চোর কিম্বা চকোর জোস্না জলে নাওয়া ?
বুঝি না কি শশীর কোলের হরিণ চুরি যাওয়া
সরল চখে চিস্তে পেরে ফুল-বসন্তে পাওয়া ?
উষার অরুণ তুষার মুছে তোমায় দেখে ভোলে,
আদরে তাই আন্‌লে দাদা প্রেমের পিঁজরাপোলে !
এস গো বসন্তলক্ষ্মী এস মোদের ঘরে,
ননন্দা আনন্দ দিয়ে তোমায় বরণ করে !
সত্য যেন তোমার আগে অরুণ রাগে হাসে,
পুণ্য যেন পূর্ণশশী তোমার পাছে আসে।
তোমার স্নেহে ভালবাসায় আলয় যেন হয়,
বসন্তের সে পুষ্পহাস্তে সৌরভ সুধাময়।

সৌরভ, বৈশাখ, ১৩২৫, পৃ. ১৭৭

কল্যাণ-কামনা *

কীর্ত্তি হোক দীর্ঘ আয়ু, ধর্ম্ম হোক বল,
পবিত্র চরিত্র হোক সৌন্দর্য্য উজ্জ্বল !
সত্যনিষ্ঠা দীপ্ততেজ, ক্ষমা হোক জয়,
প্রেম হোক আধিপত্য ব্যাপ্ত বিশ্বময় !
মিলনে নির্ম্মল হোক ভগবানে মতি,
লভ সে পরমা শান্তি তোমরা দম্পতি !

১৩ই ফাল্গুন, ১৩২৪ সাল
ঢাকা

নব্যভারত, আষাঢ়, ১৩২৫, পৃ, ১৩৪

---

* সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যা
শ্রীমতী কনকশশী দেবীর বিবাহে

ঝুলন

(হিন্দোলোৎসব)

১

হে গুরু ! হে জগদাত্মা ! হে পরমাত্মন !
বিশ্ববীজ ! বিশ্বরূপ ! বিশ্বের স্ফুরণ !
তোমাতেই বিশ্ব ধৃত, তুমি বিশ্বে অবস্থিত,
প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বভূতে তব সিংহাসন,
বিশ্বে বিশ্বত্ব নিত্য, মহাশক্তি [illegible] অস্তিত্ব,
অধিষ্ঠিত তাহে তুমি হে মধুসূদন !
জড়ত্ব চৈতন্য যাহা, তব আবির্ভাব তাহা,
জীবনে মরণে জাগে তোমার স্পন্দন,

তুমি বেগ—তুমি গতি, তুমি শক্তি বিশ্বপতি,
কর্ম্মের হিন্দোলে তব নিত্য আন্দোলন!
নহ স্থির এক তিল, অবিরত ক্রীড়াশীল,
তোমার অপার লীলা নর্ত্তন কুর্দ্দন,
এ বিশ্বের মর্ম্মে মর্ম্মে, সতত জাগ্রত কর্ম্মে,
হেরি তব জয়োল্লাস—জয় আস্ফালন।

২

কর্ম্মই বিজয় স্পর্দ্ধা—কর্ম্মই কুর্দ্দন,
কর্ম্মই সে বেগ—গতি, কর্ম্মই অন্যের প্রতি
ধাবন-লম্ফন কিম্বা জরা আক্রমণ!
বিশ্বের ইহাই কর্ম্ম, কর্ম্মই বিশ্বের ধর্ম্ম,
ইহাই জীবনযুদ্ধ—এই মৃত্যুরণ,
কর্ম্মেই বিশ্বের স্থিতি, কর্ম্মই বিশ্বের নীতি,
অকর্ম্ম নিষ্ক্রিয় কিছু নাহি কদাচন।
কর্ম্মই আরোগ্য আয়ু সাগরের মুক্তবায়ু,
মলিন রক্তের করে নলিন-বরণ,
দূর করে মর্ম্মগত ব্যাধি পুরাতন!
কাটে মৃত্যু-ভয়-ত্রাস, কাটে বদ্ধ নাগপাশ,
কর্ম্মই ছিঁড়িয়া ফেলে বজ্রের বন্ধন,
কর্ম্মই বিশ্বের সর্ব্ব-শক্তি-নিকেতন!
কর্ম্মই সত্তার চিহ্ন, কিছু নাই কর্ম্ম ভিন্ন
কর্ম্মই তপস্যা-মোক্ষ মুক্তির সাধন,
কর্ম্মই জীবন-জয়, কর্ম্মই সে অভ্যুদয়,
কর্ম্মরূপে মর্ম্মে তুমি আছ নারায়ণ।
কর্ম্মের নৃসিংহ রূপে, বিশাল বিশ্বের স্তূপে,
সর্ব্বগত অন্তর্য্যামী রয়েছে গোপন,
দীনতা হীনতা ভীতি, হিরণ্যকশিপুরীতি,
করিতে তাহার সেই স্থিতি বিদারণ!
লীলাময় লীলা তব, কর্ম্মের হিন্দোলোৎসব,

সুখেদুখে শোকেতাপে নিত্য আন্দোলন,
নিত্য এ বীরের ক্রীড়া — দিগ্বিজয়-পরপীড়া,
কর্ম্মভূমি রণক্ষেত্র —কর্ম্মই সে রণ,
কর্ম্মই সে জয়োল্লাস—জয় আস্ফালন!

৩

গগনের নীল কোলে, কর্ম্মের হিন্দোল দোলে,
কোটি কোটি গ্রহতারা কনক-কিরণ,
মহাঝঞ্ঝা-ঝটিকায়, নীল জলদের গায়,
কর্ম্মের হিন্দোলে দোলে বজ্রহুতাশন!
উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গে, জলধির মহারঙ্গে,
কর্ম্মের হিন্দোলে হেরি ক্ষিপ্ত আন্দোলন,
হে বিরাট মহারুদ্র, ক্ষুদ্রতম অতিক্ষুদ্র
তৃণাগ্রে শিশিরে ঝুল কর্ম্মের ঝুলন!
রেণুকণা ধূলাবালি, কর্ম্মের ঝুলন খালি,
নিষ্ক্রিয় কিছুই নাই গিরিদরী বন,
জীব-জন্তু পশু-পাখী, জাগ্রতে নিদ্রায় থাকি,
তোমারি ঝুলন ঝুলে কর্ম্মের জীবন!
স্নেহে জননীর বুকে, সতীর মিলনসুখে—
পতির প্রীতির সেই ফোটা পদ্মবন!—
বিধবার অশ্রুজলে, লেলিহান চিতানলে,
তোমারি হিন্দোলে দোলে দগ্ধ আলিঙ্গন!
রাজা রাজ্যেশ্বর ভূপ, তোমারি কর্ম্মের রূপ,
কর্ম্মই মুকুটে ঝুলে মাণিক্য-রতন,
কাঙ্গালের ছেঁড়া কাঁথা, কর্ম্মের পরতে গাঁথা,
ভিক্ষুর ঝুলিতে ঝুলে কর্ম্মের ঝু[illegible]!
দেওয়া-নেওয়া দানধর্ম্ম, প্রবৃত্তি বাসনা-কর্ম্ম,
কর্ম্মের উদ্দেশ্য মূল আত্ম-সংস্থাপন,
কেবল আমার থাকা, আমাকে আমার রাখা!
তাই [illegible] ঘোষণা আজ বিশ্বভরা রণ!

৪

আজ,
বিশ্বপতি বিশ্বে তব কি মহাঝুলন,
আত্মপ্রতিষ্ঠার বেশে, নানা দিক নানা দেশে,
উঠেছে হিন্দোলে কিবা রাঙ্গা আন্দোলন!
কি বিষম আত্মপ্রীতি, কি ভীষণ আত্মনীতি,
আত্মমর্য্যাদার তরে কিবা রাঙ্গা পণ,
উদ্যম উৎসাহ তেজে, কি ভীষণ রাঙ্গা সে যে,
রাঙ্গিয়া উঠেছে যেন সমস্ত ভুবন!
বিদীর্ণ-বিচ্ছিন্ন-ভাঙ্গা, লক্ষ লক্ষ বক্ষ রাঙ্গা,
ঠোঁটে রাঙ্গা হাসি, মুখে রাঙ্গা প্রহরণ,
রাঙ্গা ভূতলের মাঝে, রাঙ্গা বেশে রাঙ্গা সাজে,
অনন্ত তপন যেন করেছে শয়ন!
কিম্বা ঘোর প্রভঞ্জনে, অশোক-কিংশুক-বনে,
ফাগুনে বহিছে রাঙ্গা আগুনে প্লাবন,
গিরিমরু ডোবা ডাঙ্গা, আকাশপাতাল রাঙ্গা,
রাঙ্গা দিবা রাঙ্গা নিশি রাঙ্গা অনুক্ষণ!
আজি বিশ্বপতি তব, কি মহা হিন্দোলোৎসব,
সমগ্র জগতে যেন উঠেছে কম্পন,
আত্মরক্ষা আত্মস্থিতি, এই শুধু রাঙ্গা নীতি,
এই শুধু বিশ্বভরা রাঙ্গা আন্দোলন,
বিশ্বপতি বিশ্বে আজ কি মহাঝুলন।

৫

হে গুরু! হে জগদাত্মা! হে পরমাত্মন্!
এ ভারত কর্ম্মভূমি, কর্ম্মের হিন্দোলে তুমি,
ঝুলিয়াছ এখানেই প্রথম -নূতন।
এই সেই গিরি মরু, কান্তার কানন তরু,
তব পদ রজ-পূত ব্রজ-বৃন্দাবন,
এখানে কদম্ব-তলে কালিন্দীর কালো জলে,
কালো রূপে করিয়াছ আলো-আন্দোলন!

এই কুরুক্ষেত্র ভূমি, এখানেই আগে তুমি,
উজলিয়া অর্জ্জুনেরে শ্বেতাশ্ব-স্যন্দন,
সমস্ত বিশ্বের সহ, দুলিয়াছ অহরহ,
কর্ম্মের হিন্দোলে ওহে নর-নারায়ণ।

নারায়ণ, আশ্বিন, ১৩২৫, পৃ. ৮১০-৮১৩

অসুর পূজা *

তুমি, সাবাস বাহাদুর।
তুমি, সাবাস বাহাদুর।
তোমায়—মহাশক্তির চেয়ে ভক্তি
করি হে অসুর!
হও না তুমি অত্যাচারী,
হও না পরের পীড়নকারী,
হও না তুমি মহাপাপী—হওনা তুমি ক্রুর,
বিশ্ববাসীর আধিপত্য,
লুঠ্‌ছ বটে স্বর্গ মর্ত্ত্য,
কা'র থাকিলে সে সামর্থ্য নেয় না কোহিনূর?
ময়ূর-সিংহাসন ফেলে,
নাদিরশা কি অম্‌নি গেলে?
সোমনাথের মন্দিরটি ভেঙ্গে কল্লে নাকি চূর?
দিগ্বিজয়ে দেখ্‌ছি নিত্য
কেউ কোথায় করেনি ঔ[illegible],
সবাই লুঠ্‌ছে পরের বিত্ত,—
তোমার কি কসুর?
সাবাস বাহাদুর তুমি হে,
সাবাস বাহাদুর!

২

সাবাস বাহাদুর তুমি হে, সাবাস বাহাদুর,
প্রতিশোধের প্রতিমূর্ত্তি শত্রু-জয়ী শূর।
তোমার জাতি—তোমার জাতি,
অমরাগণের খেয়ে লাথি,
পলাইযা থাক্‌ত গিযা লুপ্ত পাতালপুর !
তুমি জিনে তাদের স্বর্গ,
পেলে বিশ্বের পূজা অর্ঘ্য,
স্বর্গ হতে অমরবর্গ কর্লে তুমি দূর।
প্রতিশোধের প্রতিমূর্ত্তি শত্রুজয়ী শূর।

৩

দেবাসুরে সাগর মথি ;
গজাশ্ব নেয় সুরপতি,
লক্ষ্মী নিলেন লক্ষ্মীপতি—চালাক সুচতুর,
অসুর সবে ফাঁকি দিয়ে,
দেবতারা সব সুধা পিয়ে
মরণ হতে উঠল জীয়ে—এম্‌নি ধূর্ত্ত ক্রূর !
এমনি প্রবঞ্চনাকারী,
রাজ্য ধন সব নিল কাড়ি,
দৈত্যেরা শেষ স্বর্গ ছাড়ি সকল হল দূর !
দেব্‌তারা হায় এম্‌নি শঠ—
আর এম্‌নি ধূর্ত্ত ক্রূর।

৪

স্বজাতির সে অপমানে ক্ষিপ্ত তোমার প্রাণ
জ্বলন্ত আগ্নেয় গিরি গর্জ্জে অভিমান।
স্বজাতির সে লজ্জা-ঘৃণা,
চায় কি বুকের রক্ত বিনা ?

বীরের বুকে শিরার মুখে
বিষের বিঁধে বাণ।
প্রতিহিংসা প্রতিশোধে
বিশ্ব দগ্ধ তোমার ক্রোধে,
সাধ্য কি যে অমর রোধে
তোমার অভিযান !
দাসত্বে বাঁধিলে দেবে,
ইন্দ্র চন্দ্র চরণ সেবে,
বজ্র হতে বীর্য্য তোমার
হাজার গরীয়ান্।
তোমার গর্ব্ব—তোমার দম্ভ,
বিশ্ব-দৃশ্য জয়স্তম্ভ,
স্বর্গরাজ্যের দুর্গে উড়ে
তোমার জয়-নিশান !
অনন্ত অতীতে হয়নি
পতিত পরিম্লান !
অসুরের কলঙ্ক-কালি,
সে তিরস্কার গালাগালি,
শত্রুরক্তে কর্লে তুমি
ধৌত-অবসান,
দেখিনি আর তোমার মত,
স্বদেশ প্রেমিক বীর-ব্রত,
জাতির হিতে এমন রত—
জীবন দিতে দান !
জাতি তোমার হৃদয়-মর্ম্ম—
জাতি তোমার ধর্ম্ম-কর্ম্ম,
জাতি তোমার যোগ-তপস্যা—
জাতি তোমার ধ্যান,
জাতি তোমার পিতামাতা,
জাতি তোমার ভগ্নীভ্রাতা,

জাতি তোমার পুত্রকন্যা
জাতি তোমার প্রাণ,
একলা তুমি অসুর জাতির
সকল মূর্ত্তিমান !
কেউ পূজে না দশভুজা,
সবাই করে তোমার পূজা,
সবাই করে তোমার ’পরে
প্রেমাঞ্জলি দান,
জাতির তুমি মুকুটমণি
গৌরব গরীয়ান্ !

৫

হে বীরেন্দ্র ! দিগ্বিজয়ী অসুর দুর্ব্বিজয় !
তোমায় বিনাশ কর্ত্তে আজ,
কেমন কাপুরুষের কাজ—
মিল্‌ছে জগতের যত সব শক্তি সমুদয়—
ধনশক্তি লক্ষ্মীরাণী
জ্ঞানশক্তি বীণাপাণি,
রণশক্তি ষডানন সে সভায় জনাছয় !
গণশক্তি গণপতি
কর্ণবৃহৎ চক্ষুরতি !
দূর হতে শুঁড় বাড়ায়ে সাগর শুষে লয় !
সংহারশক্তি মহেশ্বর, আর
পশুশক্তি সিংহ ও ষাঁড়,
ময়ূর ইন্দুর সাপ জানোয়ার কেউ ত বাকী নয় !
উদ্ভিদশক্তি নবপত্রী,
সর্ব্বশক্তি একচ্ছত্রী—
মহাশক্তির দশভুজেতে সকল সমন্বয় !
সর্ব্বশক্তি মিলে মিশে,
মারতে তোমায় পদে পিষে,

বঞ্চনার সে নাগপাশে বাঁধছে বিষময়,
ধিক দেবতা তাহার কথা ভাবতে লজ্জা হয়!

৬

ধন্য তুমি হে বীরেন্দ্র অসুর দুর্ব্বিজয়!
শৌর্য্য তোমার বীর্য্য তোমার অনন্ত অক্ষয়!
ধন্য তোমার স্বদেশ-প্রীতি,
ধন্য তোমার অসুর-নীতি,
ধন্য তোমার পুণ্য-স্মৃতি বিনাশ করে ভয়!
তোমার ভীষণ রুদ্রমূর্ত্তি,
স্বাধীনতার অগ্নিস্ফূর্ত্তি!
মরণ-কাঁপা দিগ্বিজয় কি চরণচাপা রয়?
তোমার আঁখির সতেজ ভাষা,
বিশ্বজয়ের বিপুল আশা,
এক নিমেষে করে যে সে জগৎ জ্যোতির্ম্ময়!
তোমার প্রবল স্বদেশ-ভক্তি,
ঠেলে উঠ্ছে সকল শক্তি,
ধবলগিরির চেয়ে সে যে প্রবল অতিশয়।
রক্ষিতে স্বজাতির স্বত্ব,
দেখি নাই আর এমন মত্ত,
বীরত্বের মহত্বের আর ত এমন অভ্যুদয়!
গুলির মত পণ-প্রতিজ্ঞা ধূলির মত নয়!
মহৎ হতে মহৎ তুমি—মহান্—মহীয়ান্।
তোমার যারা রাজ্যহারী,
জাতির যারা ধ্বংসকারী,
অবিচারী ব্যভিচারী নারীর লুঠে মান,
যারা প্রবঞ্চকের জাতি,
অবিশ্বাসী গুপ্তঘাতী,
বকের বেশে দেশে দেশে বিলায় পরিত্রাণ;
আততায়ী দস্যু যারা,
অসুর-দ্বেষী দেবতারা—

পশুর মত করে যারা বলির রক্তপান,
তাদের স্পর্দ্ধা তাদের গর্ব্ব
প্রতাপ ও প্রভুত্ব সর্ব্ব
পদাঘাতে কর্লে তাদের চূর্ণ অভিমান।
যদিও নাগপাশে বন্দী,
তবু নাই তোমার কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী,
বিরাট তুমি বিশাল তুমি বিপুল তোমার প্রাণ।
অনন্ত আকাশের মত,
বক্ষে সে বাঁধে ছায়াপথ
বিধাতা করেছেন যেন বিজয়-মাল্য দান।
শরৎ স্বচ্ছ নীলাম্বরে
তোমার বিজয় শোভা করে,
রথ ধরে ছিন্ন-ছিলা ইন্দ্রধনুখান্।
শরদের জলদের মাঝে,
তোমার জয়দুন্দুভি বাজে,
মরালকণ্ঠে দিগঙ্গনা বিজয় করে গান।
শরৎ গড়ায় কমলহার—
বিজয় শতদল তোমার।
আদরে তাই গলায় পরেন স্বয়ং ভগবান্।
তুমি অভিনন্দনীয়
তুমি বিশ্ববন্দনীয়
তুমি সর্ব্বজাতির প্রিয় আনন্দকল্যাণ.
তাই তোমারে জগৎ করে প্রেমাঞ্জলি দান।

* "অগ্রে অসুর শব্দ বিদ্যমান ছিল, পরে সুর শব্দের সৃষ্টি হয়। অসুর শব্দের অর্থ বুদ্ধিদাতা। অসু শব্দের অর্থ প্রজ্ঞা। সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে বেদ সংহিতার প্রাচীনতর ভাগে বহুস্থানে অসুর শব্দ সর্ব্বজীবের প্রাণদাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বেদ সংহিতায় সুর শব্দ বিদ্যমান নাই। পরবর্তীগণ স্বীয় দেবতাদিগকে অসুরবিরোধী সুর আখ্যা প্রদান করিয়া প্রতিপক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছে। বাস্তবিক অসুর শব্দের মান্ত ও পূজ্য অর্থই দেখা যায়। অসুর-বিদ্বেষীরাই অসুর শব্দের কদর্থ করিয়াছে।" ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়।

নব্যভারত, আশ্বিন, ১৩২৫, পৃ. ২৫১-২৫৩

ঋণ

সাগরের বারিকণা রবি করে ধার,
সে আগে বোঝেনি ও যে এত বোঝা ভার!
দিনে দিনে পলে পলে শেষে জমিয়া সে,
ভীষণ মেঘের রূপে তাহারেই গ্রাসে!
উগারে সে অবশেষে অশনি অনল,
কাঁপে সে ঋণের ডাকে সারা ধরাতল!
দয়া করি দেবরাজ ধারা বরষণে,
উদ্ধার করেন ঋণে বিপন্ন তপনে!

রবির নিকটে শশী আলো করি ঋণ,
দিনে দিনে ক্ষীণতনু কলঙ্কে মলিন!
তবে যে মরিয়া বাঁচে, ঘটে উপচয়,
সুধার আকর বলি সুধায় সে নয়!
শরণ দিয়েছে মৃত্যুঞ্জয় শূলপাণি,
তাই আছে মৃত্যুসাথে করে' টানাটানি!
দেবতা এমনি যদি ঋণে ম্রিয়মাণ,
মানুষ কেমনে তবে ঋণে পায় ত্রাণ?

সৌরভ, কার্ত্তিক, ১৩২৫, পৃ. ১৭

অপ্রকাশিত কবিতা

(১৭ই অগ্রহায়ণ ১২৯৪ সন। দিবা ১০টা

হস্তী আরোহণে—পিয়ারপুরের সড়ক—মৈবমারীর নিকট)

বল বল বল সখা শুনি যে এ কি,
তোমাতে আমাতে আছে প্রভেদ নাকি?
অনন্ত তোমার রাজ্য, অনন্ত তোমার কার্য্য,
কেবলি তোমারে দেখি যে দিকে ফিরাই আঁখি!

তুমি ছাড়া আমি নই, আমি ছাড়া তুমি কই?
তোমারি আমারি কার্য্য অবিভিন্ন মাখামাখি!
দিয়েছ ভুগিতে সুখ, কেন হইব বিমুখ?
করিব প্রাণে যা চাহে পাপ বা কি পুণ্য বা কি?
ধূলিতে মিশিব ধূলি, প'ড়ে র'বে কথাগুলি
তোমারে করিব সুখী আপনি হইলে সুখী!

সৌরভ, পৌষ, ১৩২৫, পৃ. ৫৬

কুচবিহারের রাজ্ঞী

কোন্ দুর্ব্বাসার শাপে কোন্ যুগে—কবে,
প্রীতির বন্ধন ছিন্ন, পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন,
শ্রীহীন অমরপুর বিহীন গৌরবে!
অতীতে গণনা হীন, হায় সে অশুভ দিন,
মলিন ত্রিদিব—পূর্ণ হাহাকার রবে।
অন্নকষ্ট মহামারী, ক্লিষ্ট পিষ্ট নরনারী,
পড়িয়াছে পঙ্গপাল তিল ধান্য যবে!
ধর্ম্মে কর্ম্মে শত ভেদ, কথা কণ্ঠ ব্যবচ্ছেদ,
বিচ্ছেদে ব্যথিত বক্ষ দেবগণ সবে,
কোন্ দুর্ব্বাসার শাপে কোন্ যুগে—কবে!

এস রাজ্ঞি! মহালক্ষ্মি! কল্যাণি ইন্দিরা!
এস দেবি! কক্ষে চাপি, অমৃত অক্ষয় ঝাঁপি
ঐক্যে সখ্যে পরিপূর্ণ মণিরত্ন হীরা!
এস লক্ষ্মী কোজাগরী, নিদ্রিতে জাগ্রত করি,
নব জাগরণ দেশে নিয়ে এস ফিরা।
উত্তিষ্ঠ জাগ্রত রবে, উদ্বোধিত কর সবে,
জাগুক জগৎ-শ্রেষ্ঠ মণিদীপ্ত-শিরা।

যে আছে যেখানে ঘুমে, গিরি মরু বনভূমে,
জাগুক যে জড়তার নাগপাশ ছিঁড়া!
শাপান্তে তোমারে আজ, লভিলা সে দেবরাজ,
নবলক্ষ্মী পূর্ণিমায় নবীনা ইন্দিরা!
নব জাগরণ দেশে নিয়ে এস ফিরা।

নব্যভারত, ফাল্গুন, ১৩২৫, পৃ. ৫১৮-৫১৯

৬ষ্ঠ বৎসর

সারস্বত উৎসব

[ময়মনসিংহ—১২৮৯—১লা ফাল্গুন]

দেবি!
এমনি একাগ্রচিত্ত, এমনি কুসুমে নিত্য—
এমনি পঞ্চমী শুক্লা বসন্তে সুন্দর!
এমনি বরষ কত, আসে যায় অবিরত
কালের তরঙ্গ মিশে তরঙ্গ উপর!
দুরাকাঙ্ক্ষা-দুরাশায়, চিরদগ্ধ চিত্ত হায়,
এমনি অতৃপ্ত আশা অতৃপ্ত অন্তর।
এমনি ভারতবাসী, নিত্য অশ্রুজলে ভাসি
অর্পিছে অঞ্জলি শত ও চরণ 'পর,
এমনি পঞ্চমী শুক্লা বসন্তে সুন্দর।

দেবি!
এমনি পঞ্চমী শুক্লা বসন্ত তিথিতে,
তুমিও এমনি সাজে, আস গো ভারত মাঝে
এ পতিত ভারতেরে আস দেখা দিতে!
কোলে বীণা ছিন্ন তার, বাজে না দীপক আর,
গরজে না মেঘে মেঘ হিমাদ্রি কটিতে!

সঞ্জীবনী শক্তিহীন, ও বীণা অনেকদিন
আসে গো ভারতে সেই বীণা বাজাইতে !
বিফলে তোমারে দেবি ! এত যত্নে নিত্য সেবি,
পার না অমর বল মৃতদেহে দিতে !
বিফলে ভারতে আস বীণা বাজাইতে !

দেবি !
কি কাজে তোমারে পূজি ? বিফল কেবল !
সঞ্জীবনী শক্তিহীনা—ফেলে দেও ভাঙা বীণা
ত্যজ বিলাসিনী বেশ—ভূষণ-কমল ।
একেই ভারত হায়, নিত্য অধঃপাতে যায়,
নিপাতে বিলাস শিক্ষা আরো হলাহল,
বসন্ত কুসুম থরে, তোমার আরতি করে
আগমন পথে ঢেলে নবফুল-দল !
শ্যামা কোকিলার গানে, রাগিণী ললিত তানে
তেমনি বিলাস বিষ ঢালিছে তরল !
নিপাতে বিলাস শিক্ষা তীব্র হলাহল ।

দেবি !
এ বেশে এ দগ্ধ রাজ্যে নাহি প্রয়োজন,
আমরা মরিলে বাঁচি, বাঁচিয়া মরিয়া আছি,
ভারতে জনম শুধু মরণ-কারণ ।
শোকে দুঃখে হাহাকার, ফেলি নিত্য অশ্রুধার,
মুহূর্ত্তের তরে শান্ত নহে প্রাণ মন,
যন্ত্রণার এক শেষ—এত কষ্ট এত ক্লেশ,
এখানে বিলাস বেশ ? নাহি প্রয়োজন,
ভারত নয়নজলে ভাসিছে এখন !

দেবি !
যাও হে সৌভাগ্যশালী যাও সেই দেশে,
যথা নর-প্রতিভায় মহিমামণ্ডিত কায়
অকুতো সাহসে ধায় উন্নতি উদ্দেশে,

অটুট অমিত বলে, পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া চলে
নক্ষত্র ছিঁড়িছে নখে যথা বীর বেশে,
তেজ বায়ু পঞ্চভূত, যাদের আজ্ঞার দূত
আতঙ্কে বাসুকি কাঁপে যাদের আদেশে।
স্বাধীনা অঙ্গনা-কুল, স্বর্ণ পারিজাত-ফুল
পবিত্র সুগন্ধে দিক্ পুরিছে যে দেশে,
যাও সে সৌভাগ্যশালী—আমেরিকা দেশে।

যাও দেবি রুষিয়ায়, কে বলে অসভ্যতায়
অর্দ্ধেক পৃথিবী প্রায় তাহারি গীরিসে !
নব বলে বলীয়ান্ ইটালি স্বাধীন প্রাণ
যাও সে বীরের স্থান এথেন্স গীরিসে।
ফ্রান্স, স্পেন, পর্টুগাল, বীরজাতি চিরকাল
যাও সেই শ্বেত দ্বীপ, সাগরে রজত টীপ—
তোমারি মতন শ্বেতললনা সে দেশে,
যাও বিলাসিনী বেশে—যাও সে বৃটিশে।

যাও দেবি বীণাপাণি, যাও গো সেখানে,
এ মূর্ত্তি রজতরবি, আদরে বন্দিবে কবি
দ্রবিয়া বরফ রাশি মোহময় গানে,
প্রতি দুর্গ শিরে শিরে, মোহিত বৃটিশ বীরে—
রাখিবে ক্ষণেক অসি সম্বরি নিধানে।
শ্বেতাঙ্গী ললনা কুল, ভিক্টোরিয়া পদ্মফুল
অর্পিতে চরণে তব প্রমোদ উদ্যানে,
বিলাসে বৃটিশ-বালা মোহময় প্রাণে !

যাও—
এ বেশে এ দগ্ধ রাজ্যে নাহি প্রয়োজন,
বুঝেছি তোমারে দেবি যদি কোটি যুগ সেবি
এ মূর্ত্তি হইতে আশা হবে না পূরণ,
যে গভীর উচ্চ আশা, মৃতপ্রাণে যে পিপাসা

এ মূর্ত্তি পূজিয়া পূর্ণ হবে না সে পণ,
যে উত্তম শবদেহে, মিশে আছে মেদে স্নেহে—
এ তেজ হইতে তাহা হবে না স্ফুরণ!
স্তব্ধ রক্তে শিরে শিরে, যে শকতি এ শরীরে
এ ভাঙা বীণায় তার হবে না বোধন,
যাও এ-বিলাস বেশে নাহি প্রয়োজন।

কিংবা দেবি!
একান্ত ভারত যদি না পার ত্যজিতে,
ভারতের লাগি যদি কাঁদে গো অন্তর,
তবে ও কুসুমহার, ও কুসুম অলঙ্কার
কিরীট কুসুমময়—শিরে মনোহর,
বিনোদ বিনান বেণী, শোভিত কুসুমশ্রেণী
রচিত হয়েছে যাহা যতনে বিস্তর।
বিলাসের বেশগুলি, যত আছে ফেল খুলি
দূর কর পর্য্যুষিত কুসুমের থর,
সঞ্জীবনী শক্তিহীনা, দূর কর ভাঙা বীণা
ছিঁড়িয়া গিয়াছে তার সহস্র বৎসর,
ত্যজ ও বিলাস বেশ—কুসুমের থর!
এস আজ অন্ততম, পরিয়ে ভূষণ যত—
সাজাইয়া আপনার দেবকলেবর,
নক্ষত্র মুকুতাহার, এস পরি একবার
বিমল বিনোদবক্ষে শোভিবে সুন্দর।
শিরে নীলানন্ত ব্যোম, পদতলে সূর্য্য সোম
বসিও বিমানগামী ব্যোমযান পর
এ'সো এলাঁইয়ে চুল, পরিয়ে উল্কার ফুল
অঞ্চলে উড়িবে শত শ্বেত জলধর;
তেজ বায়ু ক্ষিতি জল, এক হাতে ভূতবল
দিও দেবী অন্য হাতে সঞ্জীবনী বর—

আসিও যে রূপে দেবে, ত্রিদিবে তোমারে সেবে
জ্ঞানময়ী মহামূর্ত্তি—দেব পুরন্দর
আসিও যে রূপে পূজে ত্রিদিবে অমর।

* * * *
* * * *

সৌরভ, চৈত্র, ১৩২৫, পৃ, ১৩৮-১৪০

নববর্ষে

প্রকৃতি মধুর বেশে চলেছে নব জীবনে
চলেছে অনন্তপথে আপনার প্রয়োজনে!
স্ফূর্ত্তিময় অনুপম, বসন্তে পূর্ণ উদ্যম
উৎসাহে হৃদয়ভরা তেমনি উল্লাস মনে!
উৎকণ্ঠা আশঙ্কাহীন, দৃঢ়চিত্ত চিরদিন
হয় না পশ্চাৎপদ প্রলয়ের বিপ্লাবনে!
প্রতিজ্ঞা পাষাণময়, নাহি চিন্তা নাহি ভয়,
নিদাঘ বরষা শীত হেমন্তের আক্রমণে।
এস হে আমরা সবে, তেমনি উদ্যমে তবে
স্বকার্য সাধন করি—নববর্ষ আগমনে!

সৌরভ, বৈশাখ, ১৩২৬, পৃ, ১৪৭

শেষ

ভ্রম-সংশোধন

'ফুলরেণু' কাবগ্রন্থেই উৎসর্গ পত্রটি ভ্রমবশত বাদ গিয়াছে। উহা এই স্থলে মুদ্রিত হইল। —প্রকাশক

উপহার

সুহৃদ্বর
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্যচৌধুরী
মহাশয়

দেবেন্দ্র! দেবেন্দ্র তুমি আমি মনে জানি,
ত্রিদিব হইতে উচ্চ হৃদয় তোমার,
চিরবসন্তের উহা পুষ্প-রাজধানী,
চিরফুল্ল ও নন্দনে মমতা-মন্দার!

বহিছে অমৃত-গঙ্গা স্নেহকরুণার,
সিক্ত করি সদা প্রেম-কল্পতরুমূল,
দরিদ্রদুঃখীরা তব দেব-পরিবার,
অবিরত ভুঞ্জে তাহা আনন্দে আকুল!

আমার হৃদয় এক দগ্ধ চিতাভূমি,
তাহাতে ফুটিয়াছিল রক্ত-চিতাফুল,
তব যোগ্য নহে, তবু জান তাহা তুমি
ছিঁড়িয়া প্রেতিনী প্রেত করেছে নির্ম্মূল।

পিশাচে ফুকারি অস্থি বাজাইছে বেণু,
উড়ে তাই ছাইভস্মে হৃদি-ফুলরেণু!

২১শে ভাদ্র, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

ভূমিকা

॥ ১ ॥

গোবিন্দচন্দ্র দাস ভাওয়ালের কবি রূপেই সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রকৃতির লীলানিকেতন ভাওয়ালের জয়দেবপুর গ্রামের পাশ দিয়ে চিলাই নদী প্রবাহিত। এই গ্রামে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ জানুঅরি (৪ মাঘ ১২৬১ বঙ্গাব্দ) গোবিন্দচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মভূমির প্রতি তীব্র গভীর প্রীতি তাঁর কাব্যের অন্যতম প্রধান সুর। সামান্য নিদর্শনে তার পরিচয় পাই।

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ,
আমি তার নির্বাসিত অধম সন্তান।
তার যে মধুর প্রীতি, মনে জাগে নিতি নিতি,
লগে লগে রগে রগে লাগে যেন টান !
(ভাওয়াল, চন্দন)

গোবিন্দচন্দ্রের বংশতালিকা :

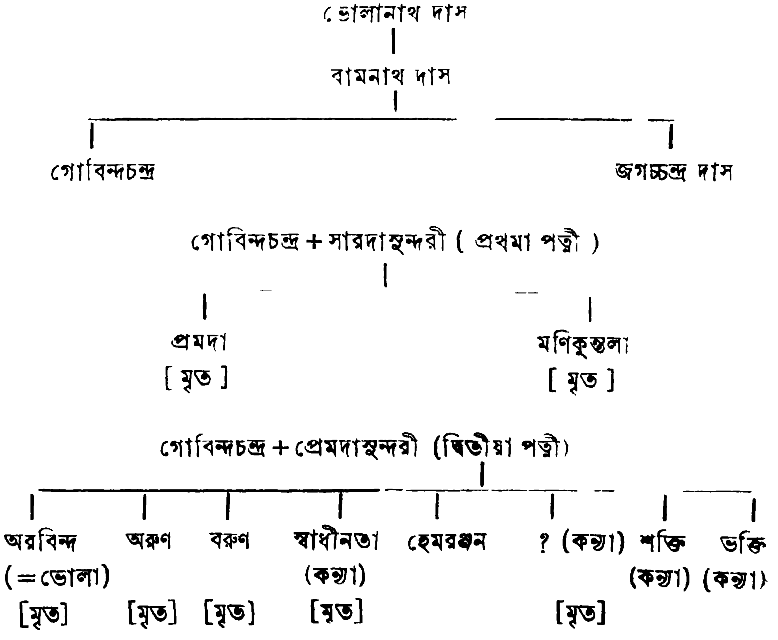
ভোলানাথ দাস
রামনাথ দাস
গোবিন্দচন্দ্র
জগচ্চন্দ্র দাস
গোবিন্দচন্দ্র + সারদাসুন্দরী (প্রথমা পত্নী)
প্রমদা
[মৃত]
মণিকুন্তলা
[মৃত]
গোবিন্দচন্দ্র + প্রেমদাসুন্দরী (দ্বিতীয়া পত্নী)
অরবিন্দ (=ভোলা) [মৃত]
অরুণ [মৃত]
বরুণ [মৃত]
স্বাধীনতা (কন্যা) [মৃত]
হেমরঞ্জন
? (কন্যা) [মৃত]
শক্তি (কন্যা)
ভক্তি (কন্যা)

গোবিন্দচন্দ্রকে সারা জীবন দারিদ্র্য ও দুর্বিপাকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে। কবিতা রচনার জন্য নিভৃত শান্তি ও ধ্যানের অবসর কোনদিনই তাঁর ভাগ্যে জোটে নি। কবির দুর্ভাগ্যের সূচনা তাঁর পাঁচ বৎসর বয়সে। তখন তাঁর পিতা রামনাথ দাসের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুতে বৃহৎ পরিবার অকূল পাথারে পড়ল। সেদিন ভাওয়ালের উদার-হৃদয় জমিদার রাজা কালীনারায়ণ রায় এই গরীব পরিবারকে মাসিক চারটাকা বৃত্তি মঞ্জুর করেন, কিছুদিন পরে অল্প পরিমাণ নিষ্কর জমি দান করেন। সেদিন থেকে—শৈশব থেকেই ভাওয়াল-রাজবাড়ির সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। রাজদুহিতা কৃপাময়ী সমবয়সী কিশোর গোবিন্দচন্দ্রকে ভাইয়ের মতো স্নেহ করতেন। সেকথার স্বীকৃতি আছে পরবর্তী জীবনে। কবি সেই সুখস্মৃতি স্মরণে লিখেছেন :

আজিও কি আছে মনে ভোল নি ভগিনি !
দুইজন এক সাথে, লিখেছি কলার পাতে,
হাতে ধরি শিখায়েছ আদরে আপনি।
কেবল তোমার স্নেহে, আজো প্রাণ আছে দেহে,
কৃপাময়ি করুণার তুমি নির্ঝরিণী।

('শ্রীমতী কৃপাময়ী দেবী,' প্রেম ও ফুল)

রাজা কালীনারায়ণকে অবলম্বন করেও কবিতা লিখেছেন গোবিন্দচন্দ্র। 'রাজা কালীনারায়ণ রায়' সনেট (ফুলরেণু) তার পরিচয়স্থল। ভাওয়ালের মধ্যম রাজকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়ের অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও তদীয় পত্নী বিভাবতী দেবীর প্রতি সান্ত্বনা জ্ঞাপন করে কবি লিখেছিলেন 'শোক ও সান্ত্বনা' কাব্য।

রাজা কালীনারায়ণ-প্রতিষ্ঠিত জয়দেবপুর বাংলা ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর স্কুলে গোবিন্দচন্দ্র ভর্তি হন। বিদ্যাশিক্ষার সকল ব্যবস্থাই করেন রাণী সত্যভামা দেবী। কিন্তু লেখাপড়ায় কিশোর গোবিন্দচন্দ্রের বিশেষ আসক্তি ছিল না। আসক্তি ছিল ছিল ডানপিটেমীতে। ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রাজা কালীনারায়ণ প্রদত্ত মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি নিয়ে ঢাকা নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন। দ্বিতীয় শ্রেণী (এখনকার নবম শ্রেণী) পর্যন্ত পড়ে গোবিন্দচন্দ্র পড়া ছেড়ে দেন। রাজা কালীনারায়ণ তাঁকে ভাওয়ালের ব্রাহ্মণগ্রামে বঙ্গ বিদ্যালয়ে হেড পণ্ডিত পদে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু ঐ কাজ গোবিন্দচন্দ্রের ভাল না লাগায় কয়েক মাস পরে কাজ ছেড়ে দিয়ে ঢাকায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হন। এখানে অধ্যয়নের সমস্ত খরচ

দিতেন রাণী সত্যভামা। কিছুদিন পরে এই স্কুলও পরিত্যাগ করেন। বস্তুত কোনো কর্মে বা চাকুরিতে দীর্ঘকাল যাবৎ লেগে থাকা কবির স্বভাববিরুদ্ধ ছিল।

এই সময় (১৮৭৭ খৃঃ) রাজা কালীনারায়ণ তৎকালীন বিখ্যাত গদ্যলেখক ও 'বান্ধব' সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষকে ভাওয়াল এস্টেটের ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করেন ও সব দায়িত্বভার থেকে অব্যাহতি নিয়ে তীর্থভ্রমণে বের হন। রাজকুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ ম্যানেজারের উপর অন্ধভাবে নির্ভর করতে থাকেন! তার ফলে কালীপ্রসন্ন হয়ে ওঠেন জমিদারির সর্বময় কর্তা। গোবিন্দচন্দ্র তখন কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণের প্রাইভেট-সেক্রেটারি-পদে কাজ করছিলেন। অচিরেই সর্বময় কর্তা কালীপ্রসন্নর সঙ্গে তেজস্বী গোবিন্দচন্দ্রের বিরোধ ঘটল। বিরোধের উপলক্ষ কোনো গরীব প্রজার বাড়িতে দুর্বৃত্তদের হামলা। গোবিন্দচন্দ্র ঐ গরীব প্রজার পক্ষ সমর্থন করেন, দুর্বৃত্তদের শাস্তি দাবি করেন। ম্যানেজার কালীপ্রসন্ন তাদের দুজনকে বেকসুর খালাস দিলেন আর একজনকে মাত্র পাঁচ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই অন্যায় বিচারে গোবিন্দচন্দ্র ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন ও প্রজাদের সংঘবদ্ধ করে তীর্থ-প্রত্যাবৃত্ত বৃদ্ধ রাজার নিকট দরবার করেন। পুনর্বিচারে দুজন দুর্বৃত্তের কর্মচ্যুতি হল ও তৃতীয় জনের পাঁচ শ টাকা অর্থদণ্ড হল। গোবিন্দচন্দ্র এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে সেই মুহূর্তে সকলের সামনে রাজকর্ম পরিত্যাগ করলেন (১৮৭৮ খৃ)। গোবিন্দচন্দ্র সারা জীবন অত্যাচারিতের পক্ষ অবলম্বন করেছেন এবং আবেগের দ্বারা চালিত হয়েছেন। তাঁর স্বভাবের এই দুটি বৈশিষ্ট্য এই ঘটনায় প্রমাণিত হল।

এর পরই রাজা কালীনারায়ণের মৃত্যু ঘটে, রাজেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যের কর্তৃত্বভার নিজ হাতে নিলেন এবং পনের দিনের মধ্যে ম্যানেজার কালীপ্রসন্ন ঘোষকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকার দিয়ে দলিল সম্পাদন করে দিলেন।

এইবার গোবিন্দচন্দ্র প্রকৃতই বিপদে পড়লেন। কালীপ্রসন্নর সঙ্গে তাঁর সঙ্গে শত্রুতা স্থায়ী হয়ে দাঁড়াল।

পনের বৎসর বয়সে (১৮৭০ খৃ) জয়দেবপুরেই গোবিন্দচন্দ্র বিবাহ করেন সারদাসুন্দরীকে। তাঁর দুই কন্যা—প্রমদা ও ম[illegible]কুন্তলা। বেকার অবস্থায় পরিবারের ভরণ পোষণ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। অগত্যা কর্মসন্ধানে জন্মভূমি ছেড়ে গোবিন্দচন্দ্র বের হলেন ও পদব্রজে ময়মনসিংহ যাত্রা করলেন (ডিসেম্বর ১৮৭৯ খৃ)। সেখানে মুক্তাগাছার জমিদার দেবেন্দ্রকিশোর আচার্যচৌধুরীর ব্রহ্মপুত্রতীরবর্তী 'দেবনিবাসে' আতিথ্য গ্রহণ করলেন। দেবেন্দ্রকিশোর ছিলেন

কবির গুণগ্রাহী। তাঁর মাধ্যমে ময়মনসিংহের শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রের পরিচয় ঘটে। এই সময় থেকেই গোবিন্দচন্দ্রের কবিখ্যাতি সাধারণ্যে প্রচারিত হতে থাকে।

কবির প্রথম মুদ্রিত কবিতা রাজকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত 'বীণা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেটির নাম 'একদিন' (বীণা, কার্তিক ১২৮৫/১৮৭৮)। ময়মনসিংহ সারস্বত অধিবেশনে (১২৮৬/১৮৭৯) কবি পাঠ করেন 'বাণী-আরাধনা' নামে একটি কবিতা। সেটি ময়মনসিংহের সাপ্তাহিক পত্র 'ভারতমিহির'এ প্রকাশিত হয়। সুসঙ্গ-দুর্গাপুরের মহারাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ এটি পড়ে কবিকে সুসঙ্গে আমন্ত্রণ জানান ও জমিদারিতে খাজাঞ্চিপদে নিযুক্ত করেন (মাঘ ১২৮৬/১৮৮০)। সুসঙ্গ-দুর্গাপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবিচিত্তকে মুগ্ধ করেন। এই মুগ্ধতার ফল বেশকিছু কবিতা (প্রেম ও ফুল)। কমলকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত 'কৌমুদী' ও 'আর্যপ্রদীপ' মাসিক পত্রে কবির কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। জন্মভূমি, পরিবার ও পত্নীর বিরহে কবি অধীর হয়ে ওঠেন। হঠাৎই একদিন ঐ কাজ ছেড়ে দেন (আষাঢ় ১২৮৭/১৮৮০)। সেখান থেকে বাড়ি চলে যান, আবার ফিরে আসেন। মুক্তাগাছার জমিদার কেশবচন্দ্র আচার্য চৌধুরীর জমিদারী সেরেস্তায় দু বছর চাকুরি (১৮৮০- ৮২) ও ময়মনসিংহের এনট্রান্স স্কুলে পণ্ডিতি, পরে ময়মনসিংহ 'সাহিত্য সমিতি'র অধ্যক্ষতা (১৮৮২-৮৪) করেন। দীর্ঘকাল কোনো কাজে লেগে থাকা কবির ধাতে ছিল না। এর পর সেরপুরের জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক পত্র 'চারুবার্তা'র কার্যাধ্যক্ষ রূপে দশ বৎসর (১৮৮৪-৯৪) চাকুরি করেন।

এই সময়ে কবির ব্যক্তিগত জীবনে ও কাব্য জীবনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে—তা হ'ল কবিপত্নী সারদাসুন্দরীর মৃত্যু (১২ অগ্রহায়ণ ১২৯২, ২৬ নভেম্বর ১৮৮৫)। পনের বৎসরের সুখী বিবাহিত জীবনের সমাপ্তি ঘটল বিনা প্রস্তুতিতে। সেরপুরে থাকাকালীন তারবার্তা মারফৎ পত্নীর গুরুতর পীড়ার সংবাদে কবি তৎক্ষণাৎ জয়দেবপুর যাত্রা করলেন। যখন কবি পত্নীর শয্যাপাশে পৌঁছলেন তখন বড় দেরী হয়ে গেছে। তখন সারদার শেষ সময় উপস্থিত। শেষ দেখা হল, কিন্তু দুজনের বাক্য বিনিময় হল না। সারদা চিরবিদায় গ্রহণ করলেন। তাঁর মৃত্যু কবির জীবনে গুরুতর ঘটনা। কারও মতে, "তাঁহার মৃত্যু একটা শোকাবহ বাস্তব ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত," আবার কারও মতে, এ থেকেই নাকি কবির "আত্মহত্যা" কবিতার সৃষ্টি। "দুখিনী" কবিতাটিতে প্রেয়সীর লাঞ্ছনার

কথা আছে। কবিপত্নীর মৃত্যু স্বাভাবিক ঘটনা নয়, এ সম্বন্ধে নানা জনশ্রুতি পূর্ববঙ্গে প্রচলিত আছে।

এই সময়টা গোবিন্দচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনে বিপর্যয়ের পর্ব। পরপর কয়েকটি শোকাঘাত তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। প্রথমা কন্যা প্রমদার মৃত্যু (২৫ বৈশাখ ১২৮৬), প্রথমা পত্নী সারদাসুন্দরীর মৃত্যু (১২ অগ্রহায়ণ ১২৯২), ভাই জগচ্চন্দ্রের মৃত্যু (৩০ শ্রাবণ ১২৯৩), দ্বিতীয়া পত্নী প্রেমদার একমাত্র ভাই অতুলের মৃত্যু (২৫ আশ্বিন ১৩০০), দ্বিতীয়া কন্যা মণিকুন্তলার মৃত্যু (১৪ কার্তিক ১৩০০) কবিচিত্তকে বিকল করে তুলেছিল।

কবির প্রথম কাব্য 'প্রসূন' (১৮৭০) তাঁর পনের বৎসর বয়সে প্রকাশিত। এ কাব্য অচলিত ও বিলুপ্ত। পরবর্তী কাব্য 'প্রেম ও ফুল' (১২৯৪/১৮৮৮) সারদার স্মৃতিতে [illegible] এই কাব্যই কবিকে দেয় খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। তৃতীয় কাব্য 'কুসুম' (১২৯৮/১৮৯২) সারদাসুন্দরীর স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত।

সেই সময় কলকাতা থেকে দেবপুর প্রত্যাবর্তনের পথে কিছুকালের জন্য কবি জয়দেবপুরে ছিলেন। ভাওয়ালরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়কে এক খণ্ড 'কুসুম' উপহার দেন। হঠাৎ রাজার প্রীতিপ্রসন্ন আচরণ পরিবর্তিত হ'ল, রাজা কবির প্রতি বিমুখ হলেন। অনুসন্ধানে কবি জানতে পারলেন, "কলিকাতার 'নবযুগ' নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ও কালীপ্রসন্ন ঘোষের বিরুদ্ধে এক নিন্দাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, এবং কালীপ্রসন্ন রাজার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করাইয়া দিয়াছেন যে, উক্ত প্রবন্ধ গোবিন্দচন্দ্রেরই রচিত। এ কথা শুনিয়া গোবিন্দচন্দ্র একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি এই প্রবন্ধের কথা কিছুই জানিতেন না। তাঁহার বিরুদ্ধে যে একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলিতেছে একথা বুঝিতে তাঁহার বাকী রহিল না। দিন-কয়েক পরে রাজার সম্পর্কিত ভ্রাতা প্রসন্নচন্দ্র বলিলেন · রাজার আদেশ—সেই দিনই গোবিন্দচন্দ্রকে চিরতরে জয়দেবপুর পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। রাজাজ্ঞা অমান্য করিলে গোবিন্দচন্দ্রকে যে চরম বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইবে, প্রসন্নবাবু. সেই কথাই তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন।" ('গোবিন্দচন্দ্র দাস', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ)। নির্বাসনদণ্ড জারি হয় ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে (১৮৯২ খৃ)।

নির্বাসিত মর্মাহত কবি রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের কাছে সুবিচার না পেয়ে 'মগের মুলুক' নামে একখানি ব্যঙ্গকাব্য রচনা করেন। 'প্রকৃতি' পত্রিকায় সেটি

প্রকাশিত হয় (১২৯১ বঙ্গাব্দ)। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। "এই কবিতার জন্য রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের ম্যানেজার, 'বান্ধব'-সম্পাদক রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ঢাকা ফৌজদারী আদালতে কবি ও 'প্রকৃতি'-সম্পাদকের বিরুদ্ধে একটি মানহানির মোকদ্দমা করেন। ঐ মোকদ্দমা পরে আপোষে মিটিয়া যায়।" (যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ভূমিকা, গোবিন্দ-চয়নিকা, ১৩৫৫)।

"জন্মভূমি ও পত্নী, জন্মভূমির সৌন্দর্য ও পত্নীর প্রেম—এই দুইটি হইতে অকালে আকস্মিকভাবে শোকাবহ ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় কবির মনে যে ক্ষত সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই ক্ষতমুখে তাঁহার কবিতা উৎসারিত হইয়াছে।" (শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, 'বাংলার কবি', ১ম সং, শ্রাবণ ১৩৬৬, পৃ ৩১)।

নির্বাসিত কবি জীবনের অনেক দুঃখবেদনার কথা 'নির্বাসিতের নিবেদন', 'ভাওয়াল', 'আমার বাড়ী', 'অনুরোধ' প্রভৃতি কবিতায় উপস্থিত করেছেন। এই সময় তাঁর বন্ধু ও সান্ত্বনাদাতা ছিলেন কলকাতার 'নব্যভারত'-সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী।

ভাওয়াল থেকে নির্বাসিত (১৮৯২) কবি সেরপুরে বাস করেন। 'মগের মুলুক' লেখার জন্য পূর্ববঙ্গে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। এটি লেখার জন্য তাঁর প্রাণ সংশয় হয়েছিল, সেকথা কবি লিখে গেছেন।

প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর সাত বৎসর পরে গোবিন্দচন্দ্র দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন (১৩ জানুঅরি ১৮৯৩)। বিক্রমপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণগাঁ নিবাসী মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা প্রেমদাসুন্দরীকে বিবাহ করেন এবং ব্রাহ্মণগাঁ পল্লীতেই বাস করতে থাকেন।

পর বৎসর সেরপুরের জমিদার হরচন্দ্রের কর্ম পরিত্যাগ করেন (১৮৯৪/১৩০১)। জমিদারের কোনো অন্যায় অনুরোধ রাখতে রাজি না হওয়ার ফলে তিনি চাকুরি ছাড়েন। কবি সারা জীবনে অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেন নি। সেরপুর ছেড়ে কবি চলে আসেন কলকাতায় তাঁর বন্ধু আশ্রয়দাতা 'নব্যভারত' সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর 'আনন্দ-আশ্রমে'। অল্পদিন পরে দেবীপ্রসন্নের সঙ্গে কবি মধুপুরে (বিহার) যান। কয়েক মাস সেখানে ছিলেন। তাঁর অনেক কবিতার রচনাস্থল মধুপুর। কলকাতায় ফিরে কিছুদিনের জন্য 'নব্যভারত' প্রেসের কার্যাধ্যক্ষ-পদে কাজ করেন। তখন অর্থকষ্টে তাঁর সংসার প্রায় অচল। শেষে দেবীপ্রসন্নের চেষ্টায় তিনি মুক্তাগাছার জমিদার মহারাজ সূর্যকান্ত আচার্যচৌধুরীর জমিদারিতে নিযুক্ত হন। প্রথমে বাঁশহাটি কাছারির নায়েব (১৩০৩-০৫), পরে

বেগুনবাড়ী কাছারিতে নায়েব ছিলেন (১৩০৫-০৮)। সেখানে থেকে যান তারাটী কাছারিতে (১৩০৮-১০)। এই সময়ে প্রকাশিত হয় কস্তুরী (১৩০২), চন্দন (১৩০৩), ফুলরেণু (১৩০৩), বৈজয়ন্তী (১৩১২) কাব্য। এই পর্বটি গোবিন্দচন্দ্রের কাব্যজীবনে স্বর্ণ পর্ব।

গোবিন্দচন্দ্র যখন মুক্তাগাছার বেগুনবাড়ী কাছারির নায়েব, তখন ভাওয়ালের ম্যানেজার কালীপ্রসন্ন ঘোষ জয়দেবপুর পরিত্যাগে বাধ্য হন (অগ্রহায়ণ ১৩০৮)। তখন রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়েছে, রাণী বিলাসমণি স্বহস্তে জমিদারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কালীপ্রসন্নের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে ভাওয়াল-রাজকুমারেরা কবিকে ভাওয়ালে ফিরে আসতে আমন্ত্রণ জানালেন। দীর্ঘ দশ বৎসর (১২৯৮-১৩০৮) পরে কবি তাঁর জন্মভূমিতে ফিরে আসেন (১৩০১)। 'আমি পরবাসী' (নব্যভারত, বৈশাখ ১৩১৬) কবিতায় জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তনে কবির আনন্দ উচ্ছ্বাস ব্যক্ত হয়েছে।

কবি আর চাকুরি করতে সম্মত হলেন না। ব্রাহ্মণগাঁয়ে পত্নী প্রেমদার পিত্রালয়ে স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগলেন। ময়মনসিংহের দানবীর রাজা জগৎকিশোরের ও ভাওয়ালের তিন রাজকুমারের প্রদত্ত মাসিক বৃত্তি (মোট চুয়াল্লিশ টাকা) ও জয়দেবপুরের পৈতৃক ভূসম্পত্তির উপর নির্ভর করে বাকি জীবন কাটাতে মনস্থ করলেন।

জীবনের শেষ দশ বৎসর (১৩১৫-২৫) কবি খুবই আর্থিক কষ্টে কাটিয়েছিলেন। ভাওয়ালের তিনকুমার-প্রদত্ত মাসিক চব্বিশ টাকা বৃত্তি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কবির স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছিল। বৃহৎ সংসার চালানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল। ভাওয়ালের কোনো রাজকুমারকে তাঁর একজন সহচর কবির মৃত্যুর পর তাঁর চিতায় একটি মঠ দিতে বলেছিলেন,—একথা লোক-পরম্পরায় শুনে কবি দুঃখভরে লেখেন 'আমার চিতায় দিবে মঠ' ('নব্যভারত' ১৯১১, শ্রাবণ ১৩১৮)। এই কবিতা প্রকাশিত হবার পর দেশের নানা স্থান থেকে কবি কিছু কিছু অর্থ সাহায্য পেয়েছিলেন।

১৩১৮ সালেই (১৯১১ খৃ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-সভাপতি সারদাচরণ মিত্র প্রমুখ একান্নজন কৃতবিদ্য ব্যক্তির স্বাক্ষরযুক্ত একটি আবেদনপত্র ভাওয়ালের বিধবা রাণী বিলাসমণির কাছে পাঠানো হয়। কবিকে অর্থসাহায্যের আবেদন করা হয়েছিল ঐ পত্রে। এই আবেদন ব্যর্থ হয়। কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে কবির সাহায্যার্থে এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান হয় বৎসরের শেষ-

ভাগে (১ চৈত্র ১৩১৮/১৯১২)। কবির জন্য একটি সাহায্য-তহবিল গড়ার প্রস্তাব হয়। বলা বাহুল্য শেষ পর্যন্ত কিছুই হয় না। ভাওয়ালের রাজপরিবার কিছু অর্থ সাহায্য করেন। শেষ পাঁচ বৎসর (১৯১৩-১৮) কবি চরম দুর্দশার মধ্যে কাটান। রোগ ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে তাঁর জীবনীশক্তি নিঃশেষিত হয়ে আসে। ক্ষতরোগে কাতর হয়ে কবি ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে কিছুদিন ছিলেন। এই সময়ের দুঃখবেদনার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন দুটি করুণ কবিতায়—'দিন ফুরায়ে যায়' ও 'কেন বাঁচালে আমায়' (১৯১৫/১৩২২)। ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ তখন কবিকে অর্থ সাহায্য করেন।

ব্রাহ্মণগাঁয়ে কবিপত্নীর পিত্রালয়ে কবির বসতবাটী পদ্মার স্রোতে ভেঙে যায়। ঐ গ্রামের লোকেরাও শত্রুতাসাধন করতে থাকে (১৩১৯)। কবি বাধ্য হয়ে চলে আসেন নিজগ্রামে—ভাওয়ালের জয়দেবপুরে। বাকি খাজনার জন্য ভাওয়াল-রাজসরকার থেকে গোবিন্দচন্দ্রের বিরুদ্ধে নালিশ করা হয় (১৩২৫)। খাজনা দিতে না পারলে নির্দিষ্ট তারিখে (১ অক্টোবর ১৯১৮) ভূসম্পত্তি নীলামে বিক্রীত হয়ে যাবে। এসময় কবির স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছিল। জোত-জমি রক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কবি তখন ঢাকা, গৌরীপুর, মুক্তাগাছা প্রভৃতি স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। গৌরীপুরে গুণগ্রাহী তরুণ কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যের বাড়ীতে দিনকয়েক অবস্থান করেন। তাঁর চেষ্টায় কিছু অর্থ সংগ্রহ হয়। কিন্তু সামান্য অর্থে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। চাই সাত শ টাকা। কিছুতেই তা কবি সংগ্রহ করতে পারলেন না। এই সময়ে লেখা তাঁর চিঠিগুলিতে তাঁর শোচনীয় মানসিক ও শারীরিক অবস্থার কথা জানা যায়। ঢাকার উপকণ্ঠে এক স্বগ্রামবাসীর বাড়ীতে রোগে অর্ধাশনে মানসিক দুশ্চিন্তায় কবির জীবন-প্রদীপের তেল ফুরিয়ে আসছিল। ১৯১৮ (১৩২৫) সালের আশ্বিনে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির এক অধিবেশনে সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে কবিকে সাতশ টাকা সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা হয়। ঠিক ঐ পরিমাণ অর্থই বকেয়া খাজনা রূপে দেয় ছিল। মৃত্যুর পূর্বদিন কবি ঐ অর্থ পেয়ে দুশ্চিন্তা-মুক্ত হলেন। ঐ দিনই শেষরাত্রে (১৩ আশ্বিন ১৩২৫/ অক্টোবর ১৯১৮) ঢাকায় নারান্দায় কবির মৃত্যু ঘটে।*

---

* হেমচন্দ্র চক্রবর্তীর 'স্বভাব-কবি গোবিন্দ দাস' ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গোবিন্দচন্দ্র দাস' জীবনী অংশের প্রধান উপজীব্য।

॥ ২ ॥

কবির প্রকাশক-ভাগ্য ঈর্ষাযোগ্য নয়। কবির জীবিতকালে তাঁর প্রধান সহায় ছিলেন 'নব্যভারত' সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী। ১২৯০ বঙ্গাব্দে 'নব্যভারতে' প্রকাশিত 'সতীদেহ স্কন্ধে মহাদেবের নৃত্য' কবিতা প্রকাশিত হবার ফলে উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয়। দেবীপ্রসন্নর বাড়ী 'আনন্দ-আশ্রম' কলকাতায় কবির স্থায়ী ঠিকানা ছিল। দেবীপ্রসন্ন তাঁকে স্বাস্থ্য লাভের জন্য মধুপুর নিয়ে যান, নব্যভারত-প্রেসের কার্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন, শেষ চারখানি কাব্য প্রকাশ করেন। 'বৈজয়ন্তী' কাব্য (১৯০৫/১৩১২)-পরবর্তী কবিতাসমূহ (রচনা ১৯০৫-১৯১৮) বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় ছড়ানো আছে। তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। বর্তমান সংকলনে তা সর্বপ্রথম গ্রন্থভুক্ত হ'ল।

কবির মৃত্যুর ত্রিশ বৎসর পরে প্রকাশিত হয় 'গোবিন্দ চয়নিকা' (১৩৫৫/১৯৪৮)। এই সংকলনের প্রকাশক ওরিয়েন্টাল এজেন্সী'র মালিক কৈলাসচন্দ্র আচার্য, সম্পাদক ও ভূমিকা-লেখক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

এই সংকলনে সম্পাদকের রুচি অনুযায়ী বিষয়কেন্দ্রিক কবিতাসমূহ নির্বাচিত ও সংকলিত হয়। কিন্তু কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লিখিত হয়নি এবং কয়েকস্থলে কবিতার ভুল রচনাতারিখ দেওয়া আছে (যেমন, 'আমার বাড়ী' কবিতার নীচে তারিখ আছে ১৩২০, হওয়া উচিত ১৩০২ বঙ্গাব্দ)। কালানুক্রমিক কাব্যগ্রন্থ অনুসরণে কবিতাগুলি নির্বাচিত না হওয়ায় গোবিন্দ-চন্দ্রকবিমানসের বিবর্তন ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে কোনো ধারণা এই সংকলন থেকে করা যায় না।

বক্ষ্যমাণ সংকলন কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাব্যসংকলন। কবির যাবতীয় প্রকাশিত (গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ) কবিতা এখানে সংগৃহীত হয়েছে। কবির ভক্ত-শিষ্য লোকান্তরিত কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য* অনুগ্রহ করে কবির সবকটি কাব্যগ্রন্থ আমাদের দেখতে দিয়েছেন। তাঁর এই উদার সাহায্য না পেলে এই সংকলন করা যেত না।

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের একমাত্র জীবিত পুত্র শ্রীহেমরঞ্জন দাসের সক্রিয় সাহায্য ও উৎসাহ ছাড়া এই সংকলন সম্পাদনার গুরু দায়িত্ব বহন করা আমার

---

* যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (জন্ম: রাজশাহীর নওগাঁ ও মহকুমাভুক্ত, বলিহার গ্রাম, ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ ২৭ মে ১৮৯০ ॥ মৃত্যু: কলকাতা ২৯ ফাল্গুন ১৩২৬, ১৮ মার্চ ১৯৭৫) কাব্যগ্রন্থ: মর্মগাথা (১৯১৪), হাসির হল্লা (১৯২৩), ছায়াপথ ৯২৫), বামধনু (১৯২৬), নভোরেণু (১৯২৭)।

পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমার তিন ছাত্রের সক্রিয় সহযোগিতা আমার কাজকে সুগম করেছে। কবি গোবিন্দচন্দ্র সম্পর্কে গবেষক ডক্টর শ্রীমান মণ্টুকুমার মিত্র, ডক্টর শ্রীমান রমেন্দ্রনারায়ণ নাগ ও শ্রীমান মিলনেন্দু বিশ্বাস আমাকে সর্ববিধ সাহায্য দিয়েছেন। সাহিত্যপ্রাণ প্রকাশক 'মিত্র ও ঘোষ'-এর আনুকূল্যে এই সংকলন মুদ্রিত হ'ল। এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

॥ ৩ ॥

পনেরো বছরের যুবক গোবিন্দচন্দ্র (১৮৫৫-১৯১৮) যখন সবেমাত্র বিবাহ করেছেন তখন প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্য 'প্রসূন' (১৮৭০)। দ্বিতীয় কাব্য 'প্রেম ও ফুল' (১৮৮৮) ও তৃতীয় কাব্য 'কুঙ্কুম' (১৮৯২) কবির প্রথমা পত্নী সারদার মৃত্যুর (১৮৮৫) পর প্রকাশিত এবং সারদাসুন্দরীকে উৎসর্গীকৃত। তাঁর চতুর্থ কাব্য 'মগের মুলুক' (১৮৯৩) ব্যঙ্গকাব্য। ভাওয়ালের প্রজাসাধারণের উপর রাজপরিবার ও রাজার অভিভাবক কালীপ্রসন্ন ঘোষের অবিচার অনাচারকে ভিত্তি করে এই কাব্য লিখিত। এটি উপলক্ষের ছাপ অতিক্রম করতে পারে নি। পঞ্চম কাব্য 'কস্তুরী' (১৮৯৫) দ্বিতীয়া পত্নী প্রেমদাসুন্দরীকে (বিবাহ ১৮৯২) উৎসর্গীকৃত। ষষ্ঠ কাব্য 'চন্দন' (১৮৯৬), সপ্তম কাব্য 'ফুলরেণু' সনেট-সংকলন (১৮৯৬), অষ্টম কাব্য 'বৈজয়ন্তী' (১৯০৫)। তাঁর নবম ও দশম কাব্য 'শোক ও সান্ত্বনা' (১৯০৯) ও 'শোকোচ্ছ্বাস' (১৯১০) ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যুতে রচিত, এ দুটিও উপলক্ষ্যের ছাপ অতিক্রম করতে পারে নি। প্রথম কাব্য 'প্রসূন' অপরিণত কাব্যপ্রয়াস। আমরা এই কাব্য দেখি নি, একালে আর কেউ দেখেছেন বলে জানি না। সুতরাং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়-সীমার মধ্যে বিধৃত ছয়খানি কাব্যগ্রন্থ (প্রেম ও ফুল, কুঙ্কুম, কস্তুরী, চন্দন, ফুলরেণু, বৈজয়ন্তী) ও তৎপরবর্তী দশ বছরের গ্রন্থাকারে অসংকলিত কবিতা অবলম্বনে গোবিন্দচন্দ্রের ত্রিরিশ বছরের কাব্য সাধনার শিল্পমূল্য বিচারে আমরা অগ্রসর হবো।

গোবিন্দচন্দ্রের কাব্যবিচারে প্রবৃত্ত হয়ে আমাদের সর্বদাই মনে রাখতে হয়, এই কবির ব্যক্তিগত জীবন ও কাব্যজীবন এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। এক প্রবল অভিমানী দুঃখী আধি-ব্যাধি-পীড়িত ব্যক্তির জীবনের নানা উত্থান-পতন কাব্যজীবনের পর্বে পর্বে জড়িত। তাঁর মৃত্যুতে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি

অর্পণ করতে গিয়ে এই দুঃখময় জীবনের ইঙ্গিত করেই লিখেছিলেন :

> এই দুনিয়ার একটি কোণে কাঁটার বনে জন্মেছিল সে যে,
> ফুটেছিল সেই কেয়াফুল সাপের ডেরায় কাঁটার মালা গলে,
> পাতায়-চাপা গন্ধটুকুন পুবে হাওয়ায় বেরুলো নীড় ত্যেজে
> পাথর-চাপা রইলো কপাল, বাদলা করে রইলো চোখের জলে।

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে একথা সত্য। সত্যই তাঁর 'পাথর-চাপা রইলো কপাল' আর সারা জীবন 'বাদলা করে রইলো চোখের জলে'। সংসারের হাত থেকে তাঁকে নিতে হয়েছিল গরল। প্রবল অভিমান ও বেদনা সত্ত্বেও তিনি দিয়ে গেছেন কাব্যামৃত। জীবনের শেষ দশ বছর তিনি জীবন্মৃত হয়ে ছিলেন। তখন কাব্যলক্ষ্মীর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। মৃত্যুর ৫।৬ বছর পূর্বেই এই অভিমানী উপেক্ষিত কবি লিখেছিলেন—'ও ভাই বঙ্গবাসী আমি মর্লে / তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ!' (১৯১১)। এই অভিমান কাব্যসূচনাতেই দেখা গিয়েছিল। গোবিন্দচন্দ্রের ছয়খানি কাব্যের প্রকাশ-তারিখ ও কবিতা-সংখ্যা নিম্নলিখিত রূপ :

প্রেম ও ফুল	১৮৮৮/১২৯৪	কবিতাসংখ্যা	৩০	প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর রচিত, তাঁকে উৎসর্গীকৃত
কুঙ্কুম	১৮৯২/১২৯৮	”	৩৯	” ” ” ” ”
কস্তুরী	১৮৯৫/১৩০২	”	৩৮	দ্বিতীয়া পত্নী [illegible] উৎসর্গীকৃত
চন্দন	১৮৯৬/১৩০৩	”	৩৪	
ফুলরেণু	১৮৯৬/১৩০৩	”	১২০	সনেট-সংকলন
বৈজয়ন্তী	১৯০৫/১৩১২	”	৫০	
		মোট কবিতাসংখ্যা	৩১১	

ব্যঙ্গকবিতা ও শোকোচ্ছ্বাস বাদ দিলে আঠারো বছরে (১৮৮৮-১৯০৫) ৩১১টি কবিতা। পরবর্তী দশ বছরে রচিত আরো কিছু কবিতা নানা পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। গ্রন্থবদ্ধ হয় নি। প্রস্তুত সংস্করণে ৬৭টি কবিতা সংযোজিত হল। স্থূল হিসাবে ত্রিশ বছরে চার শ কবিতা। খুব একটা বেশি নয়। এই সংখ্যা থেকে প্রমাণ হয় গোবিন্দচন্দ্র নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে কাব্যচর্চা করতে পারেন নি। বস্তুত সারা জীবনে যত দুর্বিপাক ও দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে কবিকে যেতে হয়েছিল, তা কাব্যচর্চার পক্ষে আদৌ অনুকূল নয়। এই কবির কাছে কাব্য শুধুই শিল্প-

বিলাস নয়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন থেকে কাব্যকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য ব্যক্তিগত জীবনের দুর্বিপাক তাঁর আত্মপ্রকাশ-ব্যাকুলতাকে বিনষ্ট করতে পারে নি। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও অবশ্যস্বীকার্য, ব্যক্তিগত বাস্তব জীবনের নানা তরঙ্গাভিঘাত তাঁর কাব্যশরীরে স্বাক্ষর মুদ্রিত করে দিয়েছে। প্রেমের উচ্ছলতা, তীব্র কামনা, মান অভিমান, অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, কাপুরুষতার প্রতি ঘৃণা, ভণ্ডামির প্রতি বিমুখতা, দেশের প্রতি জ্বলন্ত প্রেম—হৃদয়ের প্রতিটি তরঙ্গ তাঁর কবিতায় চিহ্ন রেখে গেছে।

কবির কাব্যচর্চার পটভূমি বাংলা গীতিকবিতার ক্রান্তিকাল (১৮৭০-১৯১০)। এই চল্লিশ বৎসরে কাব্যাদর্শ ও কাব্যরীতি নিয়ে নানা পরীক্ষা বাংলা কাব্যক্ষেত্রে হয়েছে। এই ক্রান্তিকালের প্রধান প্রশ্ন ছিল, হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের বহির্মুখী বস্তুনিষ্ঠ বিষয়গৌরবী কাব্যের ধারা কি জয়যুক্ত হবে, না, বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথের অন্তর্মুখী গীতিপ্রাণতা প্রাধান্য লাভ করবে? শেষোক্ত ধারাই জয়লাভ করেছে, তা সর্ববাদীসম্মত।

গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা গীতিকাব্যের আদর্শ ও রীতি নিয়ে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা সুরু হয়, তার ফলে দুটি ধারা প্রবল হয়ে ওঠে—একটি আন্তর অনুভূতি-কেন্দ্রিক, অপরটি বিষয়কেন্দ্রিক। প্রথমটির ঝোঁক অস্পষ্টতা, নৈর্ব্যক্তিকতা, অতীন্দ্রিয় রহস্যানুভূতির দিকে; অপরটির ঝোঁক স্পষ্টতা, বাস্তবতা, ইন্দ্রিয়নির্ভরতার দিকে। প্রথমটির সূচনা বিহারীলাল থেকে, দ্বিতীয়টির সূচনা হেমচন্দ্র থেকে। প্রথমটির বিকাশ রবীন্দ্রনাথে। শেষ পর্যন্ত প্রথমটির জয় সূচিত হয়, দ্বিতীয়টি হয়ে ওঠে অপাংক্তেয়।

বাংলা গীতিকাব্য-আন্দোলনে গোবিন্দচন্দ্র দাস দ্বিতীয় ধারা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি বাস্তবতা, প্রত্যক্ষতা, স্পষ্টতাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কবি হিসাবে এখানেই তিনি স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হয়ে উঠেছেন।

"রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কাব্যক্ষেত্র প্রাক-রবীন্দ্র-কাব্যক্ষেত্র থেকে দূরবর্তী, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অথচ একথাও ঠিক যে, আধুনিক বাংলা কাব্য স্বয়ম্ভূ নয়, অমূলতরু নয়। পূর্বেকার কাব্য-ঐতিহ্য মেনে নিয়েই তাকে অগ্রসর হতে হয়। রবীন্দ্র-কল্পনার গভীরতা ও বিস্তার, রবীন্দ্রমননের সূক্ষ্ম অনুপ্রবেশশীলতা ও সর্বগামিত্ব, রবীন্দ্র-শিল্পের অনবদ্য চারুতা ও সূক্ষ্ম মণ্ডনচাতুরী একালের কাব্যসাধনার অবশ্যস্বীকার্য প্রেক্ষাপট। কিন্তু রবীন্দ্রসরণি বাংলা গীতিকাব্যের একমাত্র পথ ছিল না। গত শতকে আর বর্তমান শতকে সব

গীতিকবিই রবীন্দ্র-প্রদক্ষিণেই কাব্যসাধনার সার্থকতা মেনেছিলেন এমন নয়। গত শতকে গোবিন্দচন্দ্র দাস আর বর্তমান শতকে বিজয়চন্দ্র মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রসরণি পরিত্যাগ করে অন্যপথে যেতে'চেয়েছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র দাস অন্যপথের কবি। তিনি নাগরিক কবি নন, রবীন্দ্র শিল্প-লোকের কবি নন, রোমান্টিক সৌন্দর্যের কবি নন। তিনি গ্রামের কবি, স্বভাবের কবি, অসংযত প্রসাধনহীন ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমের কবি।" ('গোবিন্দচন্দ্র দাস', অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বর্ষ ৮০, সংখ্যা ৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৮০ বঙ্গাব্দ)।

॥ ৪ ॥

অপরিণত কাব্যশক্তির স্বাক্ষরবাহী দুষ্প্রাপ্য 'প্রসূন' (১৮৭০) কাব্য বাদ দিলে গোবিন্দচন্দ্রের প্রথম পরিণত কাব্যগ্রন্থ 'প্রেম ও ফুল' (১৮৮৮)। এ কাব্যেই তাঁর দোষগুণ সমানভাবে পরিলক্ষিত হয়। মাত্র পনের বছর বয়সে (১৮৭০) যে প্রথমা স্ত্রী সারদাসুন্দরীকে ঘরে এনেছিলেন, ত্রিশ বছর বয়সে (১৮৮৫) কবি তাঁকে চিরবিদায় দিলেন। পনেরো বছরের বিবাহিত জীবনে কবির ঘরে ছিল শান্তি আর ভালবাসা, কিন্তু পত্নীগতপ্রাণ সংসারপ্রেমিক কবিকে বছরের বেশির ভাগ সময় জীবিকার সন্ধানে বাইরে বাইরেই কাটাতে হয়েছে— ঢাকা, সেরপুর, ময়মনসিংহ, সুসঙ্গ-দুর্গাপুর—নানা স্থানে। প্রথম বিবাহের ফল দুটি কন্যা—প্রমদা ও মণিকুন্তলা। ভাওয়ালরাজ কালীনারায়ণ, মুক্তাগাছার জমিদার দেবেন্দ্রকিশোর, সুসঙ্গ-দুর্গাপুরের রাজা কমলকৃষ্ণের আনুকূল্য কবি পেয়েছিলেন। কিন্তু বেশিদিন এক জায়গায় টিঁকে থাকা তাঁর কোষ্ঠীতে ছিল না। পত্নী সারদার কঠিন অসুখের সংবাদ পেয়ে কবি সেরপুর থেকে জয়দেবপুর (ভাওয়াল) রওনা হন। সারদার মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে ক্ষণেকের জন্য দুজনের দেখা হল (১৮৮৫)। সারদাকে বিদায় দিতে গিয়ে কবির বুক ভেঙে যায়। গোবিন্দচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের যে তিনটি বিষয় তাঁর কবিতার প্রধান আশ্রয়, তার অন্যতম হল পত্নীপ্রেম, বাকি দুটি বাল্যপ্রেম আর জন্মভূমিপ্রেম। এই তিন বিষয় বারবার তাঁর কবিসত্তাকে আলোড়িত করেছে। 'প্রেম ও ফুল' কাব্যের প্রধান অবলম্বন পত্নীপ্রেম। এই পত্নীপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে শোক-কবিতার মাধ্যমে। কেবল সারদাসুন্দরীর মৃত্যু নয়, জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রমদা ও একমাত্র সহোদর জগচ্চন্দ্রের

মৃত্যুতে কবি শোকাভিভূত হন। তিন জনের মৃত্যু ঘটেছে পরপর—

জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রমদার মৃত্যু : ২৫ বৈশাখ ১২৮৬ বঙ্গাব্দ (১৮৭৯)
প্রথমা পত্নী সারদাসুন্দরীর মৃত্যু : ১২ অগ্রহায়ণ ১২৯২ (১৮৮৫)
একমাত্র সহোদর জগচ্চন্দ্রের মৃত্যু : ৩০ শ্রাবণ ১২৯৩ (১৮৮৬)

আরো দুয়েকটি মৃত্যু এ সময়ে কবিচিত্তে আঘাত করে। ক্ষীরোদ-নাম্নী যুবতীর বিষপানে মৃত্যু, পুষ্পময়ী-নাম্নী খৃষ্টান বালিকার মৃত্যু কবিকে যথাক্রমে 'আত্মহত্যা' ও 'পুষ্পময়ী' নামে দুটি শোক-কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত করে। বস্তুত শোকাঘাত এই কাব্যের সক্রিয় প্রেরণা।

প্রেম ও ফুল কাব্যকে তাই বলা যায় প্রেমের ফুল ও শোকের ফুলের তোড়া। এই কাব্যের কবিতা-সংখ্যা তিরিশ। অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু পত্নীপ্রেম। কাব্যের প্রথম ('এ প্রেম কেমন') ও শেষ ('আমি তোমার') কবিতা ঈশ্বরোদ্দেশে রচিত। বোধ করি প্রবল শোকের মাঝে কবি ঈশ্বরের কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন।

ঈশ্বরের কাছে কবির আর্ত নিবেদনে তাই আন্তরিকতার সুর ধরা পড়ে—

দেখি যেন সব ঠাঁই
তুমি ভিন্ন কিছু নাই
অথচ নাহিক পাই—
এ প্রেম কেমন ? (এ প্রেম কেমন ?)

শান্তিময় ঈশ্বর ! প্রেমময় ঈশ্বর !
দীনবন্ধু ! দীননাথ !
সংসারের এই পাপের পরাণে,
স্বর্গীয় শিশির শীতল তোমার,
কর হে করুণা নয়নপাত ! ('আমি তোমার')

মাত্র তিরিশ বছর বয়সে কবির ব্যক্তিগত জীবনে পর পর যে-সব দুর্বিপাক ঘটে গেছে, তার পরোক্ষ পরিচয় পাই এই আর্ত নিবেদনে। এই সব দুর্বিপাক কবিকে জগৎ ও ঈশ্বর বিদ্বিষ্ট করে নি, এটি লক্ষ্য করার বিষয়।

সারদাসুন্দরী এই কাব্য এবং কবির ব্যক্তিগত জীবনের সিংহভাগ জুড়ে আছেন। সারদার মৃত্যুতে অভিভূত কবির মনে পত্নীর সহস্র স্মৃতি জাগ্রত হয়ে উঠেছে। দূর ও নিকট, অতীত ও বর্তমানের সহস্র স্মৃতি কবিকে তাড়না করে ফিরেছে। সময়ের ব্যবধানেও এই স্মৃতি কবির জীবনে নিষ্প্রভ হয়ে যায় নি।

পত্নীর মৃত্যুর দশ দিন পরে লিখিত কবিতায় আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে—এবং সেটাই স্বাভাবিক—

রোগ শোক দুঃখ ভরা: ত্যজিয়া এ বসুন্ধরা,
যায় আজ দিব্যধামে সারদাসুন্দরী।
বল চন্দ্র বল তারা 'বল হরি হরি'। ('সারদাসুন্দরী')

এখানে অব্যবহিত প্রত্যক্ষের প্রভাব স্পষ্ট। এই স্পষ্টতার পরিচয় আরো আছে—

বাসবের বজ্র ছার, বৃথা তার অহঙ্কার,
আপনি করিলে পাপ ভোগে ভগবান !
যত কিছু এই ঠাঁই, হইবেক ভস্ম ছাই,
দেখ রে মোহান্ধ জীব নির্বোধ অজ্ঞান। ('শ্মশানে নিশান')

এই কাব্যে শ্মশান-চিন্তা কবিকে গ্রস্ত করেছে। এ থেকে প্রমাণ হয় কবি শোকের অভিঘাত উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। 'শ্মশানে সম্ভাষণ', 'শ্মশান সঙ্গীত', 'স্মৃতি-সঙ্গীত', 'বিদায়-সঙ্গীত', 'কেহ কারো নয়', 'স্বপ্ন সঙ্গীত', 'সতীদেহ স্কন্ধে মহাদেবের নৃত্য', 'শ্মশানে শিব' কবিতানিচয় তার পরিচয়স্থল। শোকের তীব্রতা ও অসংযম, হাহাকার ও আর্তি এইসব কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে। বাংলায় রচিত শোক-কবিতা ও কাব্যের অগ্রবর্তীরূপে এগুলি বিবেচিত হতে পারে। বিহারীলালের 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্যের পর এই কবিতাগুচ্ছ শোক-কবিতারূপে বিবেচ্য। রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ', দ্বিজেন্দ্রলালের 'আলেখ্য,' অক্ষয়কুমারের 'এষা' এর পরবর্তী রচনা। তীব্র শোকাবেগ, অসংযত হাহাকার এই শোক-কবিতা গুচ্ছের অন্তরালে ক্রিয়াশীল।

সারদা ! এসেছি আমি দেখ গো চাহিয়া
এই যে এসেছি আমি, তোমার সে 'প্রিয় স্বামী'। ··
ওঠ দেবি দয়াময়ি সারদা আমার,
ঠেলে ফেলে ভস্ম ছাই, ওঠ চল, ঘরে যাই
থাকিবে শ্মশানে শুয়ে কতকাল আর ? ('শ্মশানে সম্ভাষণ')
কে বলে ভয়ের বাস ভীষণ শ্মশানভূমি,
যেখানে মিশিয়ে আছ প্রাণের প্রেয়সি তুমি ! ('শ্মশান সঙ্গীত')
আহা ! গেল সে কোথায় ?
এই যে আছিল বুকে, হাসিমাখা সোনামুখি,
এই যে এখনো তার দাগ দেখা যায় ! ('স্মৃতি সঙ্গীত')

একটি কবিতার সুর ভিন্নতর—স্বামীর কাছে পত্নীর বিদায়-প্রার্থনা—সারদা যেন স্বামীর কাছে বিদায় নিচ্ছেন, রেখে যাচ্ছেন তাঁর একমাত্র জীবিতা কন্যা মণিকুন্তলাকে—

যাই যাই যাই নাথ, অনন্তে মিশাই,
কে জানে আর তোমার দেখা পাই কি না পাই !
রহিল প্রাণের মণি, রাখিও স্নেহ তেমনি,
তুমি বিনে অভাগীর আর কেহ নাই ! ('বিদায় সঙ্গীত')

একটি কবিতায় কবি সোজাসুজি তাঁর পত্নীকে সম্ভাষণ করেছেন—

প্রিয়ে ! কি তুমি এসেছিলে ।
নহিলে অমৃত হেন প্রাণে কে পশিলে,
কাল রেতে দু'পহরে, দেখিনু ঘুমের ঘোরে,...
সরলা । সত্যই কাল তুমি এসেছিলে ?

কিন্তু এ স্বপ্ন অচিরে ভেঙে যায়, সত্য কেবল নিষ্ঠুর সংসার, যা ভোলাতে চায় —

নিষ্ঠুর সংসারে আহা কেহ কারো নয়,
'তুমি আমার, আমি তোমার' মুখে শুধু কয় ! ··
কিন্তু আজি হায় হায়, ভুলেছি সে সমুদায়ে,
ভুলিয়াছি সরলার সরল প্রণয় ।

সরলার দুটি চিহ্ন—দুই কন্যা প্রমদা আর মণিকুন্তলা—তার মধ্যে প্রমদা পূর্বেই লোকান্তরিত, মণি জীবিত । এ দুই কন্যাকে নিয়ে লেখা কবিতার মূলে কবির পত্নীপ্রেম সক্রিয় ।

প্রমদা স্বর্গের শিশু বালিকা আমার ।···
কোথা হতে এসেছিলে, আবার কোথায় গেলি !

এই কবিতা রচনাকালে পত্নী জীবিতা । এখানে পিতৃহৃদয়ের শোক প্রবল হয়ে উঠেছে । কিন্তু পত্নীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়া আত্মজা মণিকুন্তলাকে নিয়ে রচিত কবিতায় সারদা-প্রেমই প্রাধান্য লাভ করেছে ।

মা-মরা দু'খিনী মেয়ে বড় যন্ত্রণার !···
মা মরা দুখিনী মেয়ে, যদিও দেখিতে চেয়ে,
হৃদয়ে উছলে উঠে শোক পারাবার,
তবু জীবনের আশা, একমাত্র ভালবাসা,
সারদার স্মৃতিচিহ্ন মণিই আমার ! ('মা-মরা মেয়ে')

তবু ত কবিহৃদয়ের শূন্যতা দূর হয় না—

কে আছে আমার ? আমি একা—অসহায়,…
কেন এ সংসারে আছি, কার মমতায় ? ('কে আছে আমার ?')

বিলাপে আর প্রিয়-সম্ভাষণে কবিকণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় –

এ জীবনে এ স্বপ্ন কি ভাঙ্গিবে না আর ?
গিয়াছে প্রাণের আশা—গিয়েছে সকলি,
ভালবাসা আর নাই, পুড়িয়ে হয়েছে ছাই,
হয়েছে নন্দনবন মহা মরুস্থলী !
সে ভস্ম মাখিয়া গায়, আসিয়াছি হায় হায়,
উদাসী সন্ন্যাসী বেশে আসিয়াছি চলি।
তবু দেখি বুকে আঁকা, তবু দেখি প্রাণে মাখা,
জাগ্রতে নিদ্রায় দেখি সেই গলাগলি,
সেই মোহ—সেই স্বপ্ন—যেন 'বলি বলি'। ('মনের কথা')

কবি-হৃদয়ের সমবেদনা সর্বব্যাপী। যে কোনো আর্ত নারীর প্রতি তাঁর সমবেদনা ছুটে যায়। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকিশোর আচার্যচৌধুরীর কন্যার উদ্দেশে রচিত কবিতাটি তার উজ্জ্বল নিদর্শন।

জ্যোস্নাময়ি।
স্বর্গের জ্যোস্না তুই, কিন্তু কোন্ পাপে,
ভারতে রমণীজন্ম করিলি গ্রহণ ?
পুরুষেরা অত্যাচারে, এদেশে রমণী মারে,
এদেশে কঠিন বড় পুরুষের মন !…
আহা-হা স্বর্গের মেয়ে, তোর পানে চেয়ে চেয়ে
প্রতিদিন ভাবি তোর কপাল কেমন !

এই সমবেদনাই কবিকে প্ররোচিত করেছে ক্ষীরোদ নাম্নী যুবতীর আত্মহত্যায় ও পুষ্পময়ী নাম্নী খৃষ্টান বালিকার মৃত্যুতে কবিতারচনা :—

মানিনি, কি অভিমানে হইয়ে পাষাণ,
আকণ্ঠ ভরিয়ে বিষ করেছিস পান ?
ক্ষীরোদ !
আমিও রে তোর মত উদ্যম করেছি যত,

বাঁধিতে পারিনু কই পরাণে পাষাণ ? ('আত্মহত্যা')
কোথা যাস পুষ্পময়ি, আয় মা আমার ! ('পুষ্পময়ী')

গোবিন্দচন্দ্র প্রবল অসংযত হৃদয়াবেগের কবি, তা এইসব কবিতায় অনায়াসলক্ষণীয়।

পত্নীপ্রেম ছাড়া গোবিন্দচন্দ্রের কবিতার অপর দুই প্রধান বিষয়—বাল্যপ্রেম আর জন্মভূমিপ্রেম। এ দুটিরও সূচনা হয়েছে 'প্রেম ও ফুল' কাব্যে।

বাল্যপ্রেমের ইঙ্গিত পাই এইসব বর্ণনায়—

দেই ভাসাইয়া আজি ব্রহ্মপুত্র জলে,
প্রীতির পবিত্র চিহ্ন অনন্ত অতলে।······
লহ ব্রহ্মপুত্র লহ, অর্দ্ধ দগ্ধ প্রাণ সহ
অশ্রুজলে চিতাভস্ম দেই ধোয়াইয়া,
অতল জলধিজলে নেও ভাসাইয়া। ('পত্র')

প্রেমপত্র বিসর্জন উপলক্ষে বাল্যপ্রেম স্মৃতির জাগরণ হয়েছে এই কবিতায়। অপর নিদর্শন—

ঘুরি এ প্রবাসী বেশে, বৎসরেক দেশে দেশে,
দেখি না সে মানময়ী সোনার মলিন !
আধ হাসা আধ কাঁদা, মন খোলা মুখ বাঁধা,
কাঁদিতে হাসিয়াছিল ভুলিয়ে সে দিন !
সেই এক দিন আর এই এক দিন !
('সেই একদিন আর এই একদিন')

জন্মভূমির প্রতি প্রেমের নিদর্শন 'বসন্তপূর্ণিমা' কবিতাটি—

'আ ছি ছি, শশধর, অত কেন হাসি ?'
স্বর্গবিলাস, দক্ষিণ বাতাস, বিলাসী শশধর
—ভারতের দুর্দশা দেখি 'কাঁদে না অন্তর ?'
তোমার আছে সুধা—'যে সুধায় মরা বাঁচে, তাই কি
তোমার আছে ?'—'যদি তাই সত্য হবে, তা হলে কি আর
সোনার ভারত এত হ'ত ছারখার।'

পত্নীপ্রেম, বাল্যপ্রেম, জন্মভূমির প্রতি প্রেম—এই তিন প্রধান বিষয় গোবিন্দচন্দ্রের কাব্যের প্রধান আশ্রয়। দুর্মর হৃদয়াবেগ, অপ্রসাধিত কাব্যভাবনা,

স্বাতন্ত্র্য-দীপ্ত কাব্যভঙ্গী গোবিন্দচন্দ্রের কাব্যরূপের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ'সবেরই সূচনা হয়েছে 'প্রেম ও ফুল' কাব্যে।

গোবিন্দচন্দ্রের স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক রূপে একটি কবিতা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'শ্মশানে নিশান'কবিতায় ভয়ংকরের মহিমা কীর্তনে কবির সাফল্য পাঠককে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে। 'ক্লাসিক কল্পনায় রোমান্টিক সৌন্দর্যসৃষ্টি'—এই কবিতা সম্পর্ক এই সিদ্ধান্ত করেছেন আধুনিক সমালোচক ('গোবিন্দচন্দ্র দাস,' শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, বর্ষ ৮০, সংখ্যা ৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৮০)। গোবিন্দচন্দ্রের হাতে নিসর্গ-চিত্র কতো স্বতন্ত্র, কতো বিশিষ্ট, তারই পরিচয়স্থল এই 'শ্মশানে নিশান' কবিতা।

শ্রাবণের শেষ দিন মেঘে অন্ধকার।

এই পটভূমিতে সন্ধ্যার আবির্ভাব।

নয়নে কালাগ্নি ঢালি, উন্মত্ত শ্মশানকালী
ধাইছে রাক্ষসী সন্ধ্যা মূর্তি তাড়কার।
উড়িছে মেঘের কোলে বলাকা উজালা
ভৈরবীর কালকণ্ঠে মহাশঙ্খমালা।

ভয়ে মসীবর্ণ ব্রহ্মপুত্র, আকাশে নেই চাঁদ, নেই তারা।

উড়িছে আকাশে এক ধবল নিশান।
শ্মশানে নিশান কেন? হাসে খলখল
মড়ার মাথার খুলি বিকাশিয়া দন্তগুলি
বিকট বিশুষ্ক শুভ্র দীঘল দীঘল।
সবে করে উপহাস ছাই পাঁশ কাঁচা বাঁশ,
বিছানা কলসী দড়ি মিলিয়া সকল,
কি যে সে বিকট হাসি হাসে খলখল।

শান্ত হয়ে এলো ঝঞ্ঝাবেগ। নামলো স্তব্ধতা। মেঘাবরণ ছিন্ন করে দেখা দিলো চাঁদের আলো।

অকস্মাৎ রজত-জ্যোৎস্নায়
উজলি উঠিল চিতা শত চন্দ্রমায়।

শ্মশানবক্ষে দেখা দিলো এক অভিনব মূর্তি। এ কার মূর্তি?

রজত-ধুতুরা কর্ণে বিমল রজত বর্ণে
রজত-বিভূতি মাখা তুষারের প্রায়।

রজত গিরির শিরে   রজত জাহ্নবী নীরে
রজত শশাঙ্ক শোভা উছলিয়া যায়।…
ধবল বৃষভ 'পর বিরাজিত বিশ্বম্ভর,
আপনি ধরিয়া সেই কেতু সমুজ্জ্বল,
ভৈরবে গাহিছে গীত মরণ-মঙ্গল।

ভয়ংকর শ্মশানের পটভূমিতে শ্মশানেশ্বরের মহান আবির্ভাবচিত্রণে গোবিন্দচন্দ্র যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা অবশ্যস্বীকার্য। গোবিন্দচন্দ্রের কবিশক্তির স্বকীয়তা এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথের পথ ছেড়ে হেমচন্দ্রের পথে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়েছেন গোবিন্দচন্দ্র দাস। তাঁর পদক্ষেপে প্রকাশ পেয়েছে বলিষ্ঠ স্বাতন্ত্র্য। 'প্রেম ও ফুল' এই স্বাতন্ত্র্যের প্রথম সার্থক পরিচায়ক কাব্য।

॥ ৫ ॥

পরবর্তী কাব্য 'কুঙ্কুম' (১৮৯২) অনামাকে উপহৃত। এই অনামা আর কেউ নন, সারদাসুন্দরী। এই কাব্যের কবিতা-সংখ্যা উনচল্লিশ। পত্নীপ্রেম, বাল্যপ্রেম, বাৎসল্য এই কাব্যের প্রধান আশ্রয়। ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমের আলেখ্য 'কুঙ্কুম'।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা গীতিকাব্যক্ষেত্রে দেখা দিল এক নূতন ধরনের কবিতা। এই "ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতা (sensuous love-poems) নিঃসন্দেহে ইংরাজী প্রভাবের ফল। ইহার পূর্বে যে-সকল কবিতা ও কাব্য রচনা হইয়াছিল, তাহা ইন্দ্রিয়াসক্ত (sensual) কবিতা।… ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়াশ্রিত লৌকিক প্রেমকবিতা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে নাই।…আধুনিক যুগের অব্যবহিত পূর্বের ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই ইন্দ্রিয়াসক্তি প্রকটরূপে দেখা দিয়াছে।…বৈষ্ণব প্রেমকবিতা অধ্যাত্মরসে জারিত হইয়া পরিশুদ্ধি লাভ করিয়াছিল বলিয়াই তাহার উর্ধ্বায়ন সম্ভব হইয়াছিল। ইন্দ্রিয়াশ্রিত কবিতা বৈষ্ণব পদাবলীতে মিশিয়া গিয়াছে,— উহার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দেখা যায় না। রূপসম্ভোগপ্রধান প্রেমকবিতার বর্ণোচ্ছ্বাস অতীন্দ্রিয় প্রেমের নীল পারাবারে আসিয়া বিলুপ্ত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র-মদনমোহন তর্কালঙ্কার-ঈশ্বরগুপ্তের ক্ষেত্রে সে উর্ধ্বায়ন হয় নাই, কারণ এখানে প্রেমের অধ্যাত্ম পরিশোধন ও আদর্শায়িত রূপায়ণ কিছুই ছিল না। বরং অশ্লীলতাই লক্ষ্য করা যায়। সেই রাষ্ট্রনৈতিক

বিপর্যয়কালে, সমাজজীবনের ভাঙন-আবর্তে, নৈতিক আদর্শের অবশ্যম্ভাবী শৈথিল্যের ভূমিকায় এই অশ্লীলতার কৈফিয়ৎ আছে।

ইহার পরই পাই কবিগান ও টপ্পা। কবিগান ও টপ্পাকে এক কথায় বলা চলে বৈষ্ণব প্রেমকবিতার ইতর সংস্করণ।…কবিগান যথার্থ ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতায় পরিণত হয় নাই। কারণ, এখানে বস্তুর ঊর্ধ্বায়ন ও পরিশুদ্ধি হয় নাই। ব্রজাঙ্গনা কাব্যে ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতার সূচনা লক্ষ্য করা গিয়াছে।…

বাংলাকাব্যে যথার্থ ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতা ইংরাজি কাব্যের সংস্পর্শে আসার পর লেখা হইয়াছে।…কবি শেলী ও কীটস্ এই প্রবল রূপতৃষ্ণা ও ইন্দ্রিয়াশ্রয়-প্রবণতার মূল প্রেরণাস্থল।” (অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য’ ২য় সং, পৃ ৬২-৬৪)।

ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতার প্রথম দিকের কবি বলদেব পালিত (কাব্যমালা ১৮৭০), গোপালকৃষ্ণ ঘোষ (কুসুমমালা ১৮৭২), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মাধবিকা ১৮৯৬, শ্রাবণী ১৮৯৭), স্বর্ণকুমারী দেবী (কবিতা ও গান ১৮৯৫), মুন্সী কায়কোবাদ (অশ্রুমালা ১৮৯৪)। এই পর্বে ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমের প্রধান কবি তিন জন—হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী (বিনোদমালা ১৮৭৮, মালতীমালা ১৮৯৯), গোবিন্দচন্দ্র দাস (প্রেম ও ফুল ১৮৮৮, কুঙ্কুম ১৮৯২, কস্তুরী ১৮৯৬), ও দেবেন্দ্রনাথ সেন (অশোকগুচ্ছ ১৯০০, গোলাপগুচ্ছ ১৯১২)।

“বাল্যপ্রেম ও পত্নীপ্রেম, তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের এই দুইটি বিষয়কে অবলম্বন করিয়াই কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রেমকবিতা রচনা করিয়াছেন। এই সকল কবিতায় গোবিন্দচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য বর্তমান। সেই তীব্র অসংযত সারল্য, সেই দুর্মর হৃদয়াবেগ, নারীর প্রতি সেই বিচিত্র আকর্ষণ সবই এখানে প্রতিফলিত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর যে সকল বাঙালি কবি প্রেমকবিতা লিখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে ইংরাজি প্রেমকবিতার দ্বারা প্রভাবিত। ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতা অনাধুনিক ইংরাজী প্রভাবমুক্ত বাংলা কাব্যে ছিল না, ইহাই তাহার প্রমাণ। একমাত্র ব্যতিক্রম গোবিন্দচন্দ্র দাস। তাঁহার প্রেমকবিতায় ইংরাজী প্রভাব একেবারেই নাই। সেইজন্যই রূপকর্মের প্রতি অমনোযোগ, শব্দচয়নে শৈথিল্য, আবেগের অসংযত রূপ, প্রেমপ্রকাশে অকাব্যোচিত তীব্রতা লক্ষ্য করা যায়। তথাপি ইন্দ্রিয় ও আবেগ এই দুই ক্ষেত্রে গোবিন্দচন্দ্রের স্বাভাবিক অধিকার ছিল, যাহার ফলে তিনি সফল ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতা রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আধ্যাত্মিকতাবর্জিত মানবিক

আবেগ ও বলিষ্ঠ দেহানুগত্য গোবিন্দচন্দ্র দাসের প্রেমকবিতার দুইটি প্রধান লক্ষণ।" (তদেব, পৃ ৭৪)

'কুঙ্কুম' কাব্য ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতার সুন্দর পরিচয়স্থল। কাব্যের দ্বিতীয় কবিতায় ('রমণীর মন') নারীমনের রহস্য বর্ণনা করেছেন। নারীর প্রতি কবির এই মনোভাব প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ পাশ্চাত্ত্য প্রভাবজাত সন্দেহ নেই। কবিগানের উপজীব্য ছিল 'ছলনা ও কলঙ্ক,' রোমান্টিক প্রেমকবিতার উপজীব্য শ্রদ্ধা ও মোহ: এই সত্যটি এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। এখানেই গোবিন্দচন্দ্র আধুনিক কালের কবি।—

রমণীর মন,
কি যে ইন্দ্রজালে আঁকা, কি যে ইন্দ্রধনু ঢাকা,
কামনা-কুয়াশা-মাখা মোহ-আবরণ,
কি যে সে মোহিনী মন্ত্র রয়েছে গোপন!

পত্নীপ্রেম ও বাল্যপ্রেম—দুই প্রধান আশ্রয় অবলম্বন করে গোবিন্দচন্দ্র কুঙ্কুম কাব্যে ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতার মালা গেঁথেছেন। 'মালা-গাঁথা' কবিতায় কবিপ্রিয়া কবিকে দিয়েছেন প্রাণ-প্রেম-ফুলে গাঁথা মালা।

প্রেমের রহস্য ও ছলনা, সর্বস্ব সমর্পণের ব্যাকুলতা, প্রেমের আরতি ও বন্দনা, প্রেমভঙ্গের বেদনা, প্রেমের জ্বালা ও যন্ত্রণা, জয় ও পরাজয়—প্রেমের বিচিত্র রূপ 'কুঙ্কুম' কাব্যে রূপলাভ করেছে।

গোলাপফুলকে অবলম্বন করে প্রেমিকের আশা নৈরাশ্য, প্রেমের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ, যন্ত্রণা জ্বালা কবি প্রকাশ করেছেন 'গোলাপ' কবিতায়। বাহ্য অস্বীকৃতির ভঙ্গিতে প্রেমের স্বীকৃতি—এই অভিনব রূপ কবি এখানে অবলীলায় আয়ত্ত করেছেন।

গোলাপ! তোমারে ভালবাসিব না আর
শতগুণে ভাল অই যূথিকা আমার!
যেমনি পরাণ নেয়, তেমনি ফিরায়ে দেয়,
ভাঙ্গে না চোরে না প্রাণ হাতে গেলে তার।
তুমি রে গোলাপ ফুল, যত যন্ত্রণার মূল,
দেও না অক্ষত প্রাণ পেলে একবার।
হৃদয় শতধা ছিন্ন কণ্টকে তোমার।
না না না!

পারি না ভাল না বেসে, পারি না রে আর,
গোলাপ, তোমারে ভালবাসিব আবার !
যদি নাহি ভালবাসি, পোড়ে প্রাণ দিবানিশি ;
হৃদয়ে জ্বলিতে থাকে চিতার অঙ্গার ।
এ অনল নিবাইতে, এ প্রাণে প্রবোধ দিতে,
গোলাপ ! তোমারে ভালবাসিব আবার !

ছদ্ম অস্বীকৃতির মাধ্যমে প্রেমের অঙ্গীকার এখানে শিল্পরূপ লাভ করেছে ।

প্রেমিকের আবেগতাড়িত হৃদয়বাসনার বিচিত্র রূপ এই কাব্যে প্রকাশিত । প্রেমিক-হৃদয়ের সংশয় প্রশ্ন আশাভঙ্গ আক্ষেপ নানা কবিতায় রূপায়িত ।

কি হলো আমার ? আমি দেখি না আমারে
সমস্ত হৃদয় রাজ্য ভরা দেখি তারে ! ....
কে গো দেবি ! হৃদয়ের রাজরাজেশ্বরী,
পাতিয়াছ সিংহাসন, আচ্ছাদিয়া প্রাণ মন,
মৃত এ আশারে হায় শবাসন করি ? ('কি হলো আমার ?') ।

পত্নীপ্রেম কবির জীবনের প্রধান আশ্রয় । তারই উদ্দেশে কবির শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ । তিনিই কবির জীবনে ধ্রুবতারা ।

দেবি ! দেখিলাম কই !
কপোলে কুন্তলচূর্ণ, অধর অমৃতপূর্ণ,
নয়নে করুণামাখা সুন্দর বড়ই !
ললাটে লাবণ্যসিন্ধু, উজলি উঠিছে ইন্দু,
দেখেছি কি না দেখেছি একদিন কই ! .....
এ দগ্ধ হৃদয়ে দেবি ! তুমিই আমার,
অমৃতের অবলেপ, আনন্দ-তাড়িত ক্ষেপ,
স্বর্গীয় শান্তির শত সঙ্গীতের ধার ! ('দেখিলাম কই ?')

আবার কিছু-কিছু কবিতায় প্রেমের ছলনা, প্রেমের জয় রূপায়িত ।

এই কি সরলা তোর হৃদয় সরল ?
কেমনে ঢালিলি প্রাণে প্রতপ্ত গরল ।
দেখাব চিরিয়ে বুক,
আছে কেনা একটুক,
অনাদর —অবিশ্বাস,— হৃদয়ের তল,

আয় দেখাইব শিরা ছিঁড়িয়া সকল !
শুনিয়া হাসিল প্রিয়া,
বদনে অঞ্চল দিয়া,
অর্দ্ধ-নিমীলিত চারু-নব-নীলোৎপল,
লাজে অবনতমুখে নিরখে ভূতল ! (‘প্রেমোন্মীলন’)

বাল্যপ্রেমসঙ্গিনী সরলা এই কবিতার অবলম্বন ।

বাল্যপ্রেমস্মৃতি কবিকে বার বার তাড়না করেছে । ‘বহুদিনের পর দেখা’ কবিতাটি তার পরিচয়স্থল । ‘কুসুম’ কবিতাটির উৎস কবির বাল্যসঙ্গিনী দেবপুরবাসিনী কুসুম । বাল্যসঙ্গিনীকে না পাওয়ার বেদনা কবিকে সারা জীবন কবিতারচনায় প্রেরণা জুগিয়েছে । বাস্তবের কুসুম কবির স্মৃতিপটে চিরজীবী হয়ে আছে ।

আমার কুসুম হার, সে নাকি হইল কার
কল্পনা করিতে যেন পুড়ে যায় মন ! (‘কুসুম’)

বাল্যসঙ্গিনী সরলাও কবির চিত্তকে অধিকার করে আছে । ‘ভুল হয়েছিল’ কবিতাটির অবলম্বন কুসুম, ‘পরীক্ষা’ কবিতার অবলম্বন সরলা । ‘জোনাকি’ কবিতাটিতে জোনাকিকে কবির সম্ভাষণ এবং তা থেকে পূর্বস্মৃতির জাগরণ—

‘মাথা খাস, পায় পড়ি, বল না জোনাকি,
কে করিল প্রাণ চুরি দেখেছিস্ নাকি ?’

কবি বার বার ফিরে এসেছেন তাঁর প্রিয়ার কাছে । প্রিয়-উদ্দেশে নিবেদিত দুটি কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে প্রেমের আক্ষেপ—

দেবি, তোমার আমার !
আশা ভালবাসা যত, সকলি জন্মের মত,
অপূর্ণ রহিল, পূর্ণ হইল না আর,
শুধু হাহাকার করি, জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি,
আর ত হবে না দেখা দুজনার,
প্রিয়ে তোমার আমার ! (‘তোমার আমার’)

বল না কেমনে দেবি ! লিখিব তোমায় ?
দুই জনে দুই পারে, কেহ নাহি দেখি কারে,
ভীষণ বারিধি রাখে দূরে দুজনায় ! (‘পত্র লিখিও’)

প্রেমের রহস্য ও ছলনা দুটি কবিতার—'সখী' ও 'নারীহৃদয়'—উপজীব্য। এ দুটির বাণীভঙ্গির অভিনবতা বিশেষ লক্ষণীয়। 'সখী' কবিতার বিপরীতে 'নারীহৃদয়' কবিতাকে উপস্থিত করা হয়েছে।

'সখি, আমারে কি বুঝাইবি বল ?'—অনুপস্থিত প্রেমিকের জন্য ব্যাকুলতা, আপাত-বিরাগের অন্তরালে সক্রিয় অনুরাগ 'সখী' কবিতায় ব্যক্ত। অপরপক্ষে কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার ?' ('নারীহৃদয়')—এই তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসার অন্তরালে প্রকাশিত প্রেমিক-হৃদয়ের ব্যাকুলতা।

প্রেমের রহস্য ও জ্বালা এক অভিনব মূর্তি পেয়েছে 'চেন কি ?' কবিতায়। পূর্বেকার সহাস্য প্রতিমা আর আজকে উদাস প্রতিমা পাশাপাশি রেখে কবি পূর্ব প্রণয়ের জ্বালা-ধরা স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন।

> প্রীতিময়ী প্রাণেশ্বরী।
> হয়েছি অপরিচিত, চেন না নিশ্চিত,
> হয়েছে কতই যেন যুগান্ত অতীত !
> চিনিবার চিহ্ন যাহা, এখন আর নাই তাহা,
> বিস্মৃতি সলিলে তব প্রাণ প্রক্ষালিত !

প্রেমপ্রতিমা কবিকে ব্যাকুল করেছে। কবি উপলব্ধি করেছেন, পরিচয়ের শেষ নেই, প্রেমরহস্যের পার নেই।

> ভুলিবে যে দিন, প্রিয়ে ভুলিবে যে দিন,
> পাষাণ হইতে তব হৃদয় কঠিন,
> সে দিন কালের বশে হলে দেখাদেখি,
> জিজ্ঞাসিব দুই জনে 'চেন কি ? চেন কি ?'
> ক্ষুদ্রতম যে কুটীরে   সেই সরসীর তীরে
> হইয়ে কৌতুকী,
> জিজ্ঞাসিবে প্রতিধ্বনি, 'চেন কি ? চেন কি ?'

ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমের বিচিত্র সৌন্দর্য ও রহস্য কবি আয়ত্ত করেছেন, এই কবিতা তার উজ্জ্বল নিদর্শন।

পত্নীপ্রেম ও বাল্যসঙ্গিনীপ্রেম কবিকে বাৎসল্যের পথে চালিত করেছে। 'সোনার মেয়ে' আর 'শরতের মা' কবিতাদুটি তার নিদর্শন। সরলার দ্বিতীয় প্রতিমা সরলার মেয়েকে নিয়ে কবি লিখেছেন 'সোনার মেয়ে' আর কনকের কচি মেয়ে বালবিধবা শরৎকে নিয়ে লিখেছেন 'শরতের মা' কবিতা। বালিকা বিধবা

মেয়ে আর বিধবা মা কবির দুঃখকে উদ্দীপ্ত করেছে—'কই মা শরৎ! কোলে আয় মা আমার।'

এই দুঃখ ও সমবেদনা, আশাভঙ্গ ও মনস্তাপের বেদনাকে ছাপিয়ে উঠেছে কবিহৃদয়ের প্রেমাবেগ। শারদ পূর্ণিমা-নিশির পটভূমিতে কবি প্রেমিকার আরতি করেছেন। বিরহবেদনাকে ছাপিয়ে উঠেছে প্রেমের আনন্দ।

যেখানে তুমি গো আছ, আছে তথা সব,
তুমি ফুল, তুমি মধু, তুমিই সৌরভ।
তোমারি সুরক্ত ঠোঁটে, স্বর্ণপারিজাত ফোটে,
তোমারি বদনে দেবি, অমৃত উদ্ভব!
লাবণ্যে শশাঙ্ক হাসে মলয়া বহিছে শ্বাসে,
নয়নে নলিন শোভা করে পরাভব।
তুমি শান্তি সরলতা তুমি পুণ্য পবিত্রতা,
প্রীতির কলপ লতা আনন্দ-উৎসব!
তুমিই সে অমরের অতুল বিভব। (কি দিবে?')

কুঙ্কুম কাব্যের প্রধান কবিতা 'রমণীর মন'। ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন এই কবিতা। দেহের রহস্যকে কবি অস্বীকার করেন নি, আবার দেহসর্বস্বতা তাঁর রমণী-চিন্তার শেষ কথা নয়। কবি মোহিনী রহস্যময়ী নারীর বন্দনা করেছেন। আদর্শায়িত প্রেমের বাস্তব-উদ্ভব ধ্যানলোকে তিনি পদক্ষেপ করেন নি, বস্তুলোকের মধ্যেই তাঁর প্রেমপ্রতিমাকে পেতে চেয়েছেন। রমণী মনোলোকের রহস্যভেদে তাঁর অশ্রান্ত প্রয়াস।

কি যে সে অক্ষর দুটি, নীল নেত্রে আছে ফুটি
ত্রিভুবনে কার সাধ্য করে অধ্যয়ন?
কত চেষ্টা যত্ন করি, উলটি পালটি পড়ি,
কিছুতে পারি না অর্থ করিতে গ্রহণ।
কি যে সে অজ্ঞাত ভাষা, দেব কি দৈত্যের আশা,
ঝলকে ঝলকে যেন করে উদ্গীরণ!

রহস্যভেদে ব্যর্থতার মধ্যেই কবি পেয়েছেন জীবনের সার্থকতা।

অতি ক্ষুদ্র বিন্দু অকূল অসীম সিন্ধু
উথলি উঠিছে তাতে প্রলয়-প্লাবন!

ত্রিদিবের সুধা নিয়া,   ধরণীর ধূলা দিয়া,
রসাতল নিঙাড়িয়া করিয়া মিলন,
ঢালিয়াছি কত ছাঁচে,   মৃত্তিকা কাঞ্চন কাচে,
পারি নি তোমায় আর করিতে গঠন,
রমণীর মন !

কবি প্রকৃতিচিত্রের মাঝেও এই প্রেমপ্রতিমাকেই বন্দনা করেছেন।

আম কলা নারিকেল কাঁটাল সুপারী,
চারিদিকে আছে সব সারি সারি সারি।
আরো আছে যথা তথা,   কত তরু কত লতা,
স্বর্গের একটি যেন গৃহস্থের বাড়ী।
কোথায় দাড়িম গাছে   শ্যামালতা উঠিয়াছে,
লইয়া ডোগাটি হাতে দাঁড়ায়ে সুন্দরী !
সম্মুখে বাঁশের ঝাড়,   বুক ভাঙ্গে হাসি তার,
চাতক চমকি উঠে হাহাকার করি
দেখে না শোনে না তারা বোঝে না সুন্দরী !
শুনিয়া অলির ভাষা,   দেখিয়া ফুলের হাসি,
আনন্দে ভুলিয়া গেছে প্রবাসীর চিত,
প্রাণে জাগে প্রেমমূর্তি - পূর্ণ বিকশিত। ('পূর্ণ বিকশিত')

কবি গোবিন্দচন্দ্র এই অতিশয় বাস্তব প্রেমপ্রতিমার পূজারী

॥ ৬ ॥

পরবর্তী কাব্য 'কস্তুরী' (১৮৯৫)। প্রথমা পত্নী সারদাসুন্দরীর মৃত্যুর (১৮৮৫) সাত বৎসর পরে কবি প্রেমদাসুন্দরীকে বিবাহ করেন (১৩ জানুআরি ১৮৯৩) ; কিছুকাল পরে যার চক্রান্তে তিনি স্বগ্রাম জয়দেবপুর (ভাওয়াল) ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন (১৮৯২), তার অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে জয়দেবপুর ফিরে আসার অনুমতি কবি পেয়েছিলেন (১৩০১)। এই দুটি ঘটনা কবিকে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছিল বটে, কিন্তু পূর্ববর্তী দশ বৎসরের (১৮৮৫-৯৫) অশান্তি ও দুঃখকর স্মৃতির কালো মেঘ কবির চিত্তাকাশ থেকে দূর হয় নি। সেই সঙ্গে ছিল অর্থকষ্ট, পরে হল স্বাস্থ্যভঙ্গ। বাকি জীবনটা রোগ আর দারিদ্র্যের সঙ্গে কবিকে লড়াই করতে হয়েছিল।

কবি কস্তুরী কাব্য দ্বিতীয়া পত্নী প্রেমদাকে উৎসর্গ করেন। বাস্তব সংসারের দুঃখ দুর্বিপাক অশান্তি কবিকে দমন করতে পারে নি। এক প্রেমমুগ্ধ কবিচিত্তের আনন্দ-উৎসার কস্তুরী কাব্য। এই কাব্যের কবিতার সংখ্যা আটত্রিশ। বাল্য-প্রেম পত্নীপ্রেম, পুরাতন প্রেম, বাৎসল্য, প্রকৃতি, শোক এই কাব্যের প্রধান বিষয়।

প্রথমা পত্নী সারদা আর দ্বিতীয়া পত্নী প্রেমদা—দুজনের মধ্যে কবি নিজেকে বণ্টন করে দিয়েছেন। এই কাব্যের অন্যতম প্রধান কবিতা 'সারদা ও প্রেমদা' কবিতা তার নিদর্শন। গোবিন্দচন্দ্র দাম্পত্যপ্রেমের ও বাল্যপ্রেমের কবি। দাম্পত্যপ্রেমের দুই প্রতিমাকে তিনি সারাজীবন অর্চনা করেছেন। নয়টি স্তবকে সম্পূর্ণ 'সারদা ও প্রেমদা' কবিতায় এই যুগ্ম-অর্চনার আলেখ্য পাই।

সারদা পশ্চিমে ডুবে, প্রেমদা উঠিছে পূবে,
জীবন-গগন মধ্যে আমি দাঁড়াইয়া,
অপূর্ব সুন্দরী ঊষা, অপূর্ব সন্ধ্যার ভূষা,
পৃথিবীর দুই প্রান্ত উঠিছে প্লাবিয়া! (স্তবক ১)

প্রেমদা বাঁ-হাত টানে, সারদা ধরেছে ডানে,
বুঝিতে পারি না আমি কোন্ দিকে যাই,
দোঁহারি সমান স্নেহ, বেশ কম নহে কেহ,
দুজনে ওজনে তুল চুক্‌ভুল নাই! (স্তবক ২)

প্রেমদা পদ্মার কূলে, কোমল শেফালী-মূলে,
করিয়া বাসর-শয্যা ডাকিছে আমায়,
সারদা চিলাই-তীরে আমকাঠ দিয়ে শিরে,
আঁচল বিছায়ে ডাকে চিতা-বিছানায়! (স্তবক ৬)

নাহি নিশি নাহি দিন, দুজনেই নিদ্রাহীন
দুই দিকে দুই সিন্ধু গর্জিছে সমানে,
পাষাণ-হৃদয় স্বামী, পানামা যোজক আমি,
ধীরে ধীরে ভেঙ্গে নামি দুজনার বানে! (স্তবক ৭)

কিবা ঘুম কিবা জাগা, তুজনে পিছনে লাগা
পারি না তিষ্ঠিতে বড় পড়েছি ফাঁপরে,
একটু নাহিক স্বস্তি, জ্বালায়ে ফেলিল অস্থি,
হায়! হায়! লোকে কেন তুই বিয়া করে? (স্তবক ৯)

লক্ষণীয়, কবি কোথাও তাঁর বাস্তব প্রেমকে আদর্শায়িত (idealise) করেন নি। একান্ত বাস্তব সমস্যাকেই তিনি বাণীরূপ দিয়েছেন। এখানেই তিনি বিহারীলাল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রসারিত আদর্শায়িত প্রেমকবিতার প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করেছেন। গোবিন্দচন্দ্রের স্বকীয়তা এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। সারল্য, আন্তরিকতা, বস্তুচেতনা, ও কুণ্ঠাবিহীন প্রত্যক্ষবর্ণনায় গোবিন্দচন্দ্র সিদ্ধহস্ত। তার প্রমাণ এই কবিতা।

কবিজীবন থেকে সারদার প্রভাব কখনই দূর হয় নি। 'পুরাতন প্রেম', 'মণিকুন্তলা', 'জননী আমার' কবিতাগুলি তার পরিচয়স্থল। 'সারদা ও প্রেমদা' কবিতায় সারদার স্মৃতির প্রতি আকর্ষণ আর 'পুরাতন প্রেম' কবিতায় তার জন্য হাহাকার। 'মণিকুন্তলা', 'জননী আমার' কবিতাদুটির পাত্রী তুজন—মৃতা প্রথমা পত্নী সারদা ও তার একমাত্র জীবিতা কন্যা মণিকুন্তলা যার সদ্য মৃত্যু কবিকে 'জননী আমার' কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। 'মণিকুন্তলা' (মণির মৃত্যু ১৪ কাতিক ১৩০০/কবিতা-রচনা ১৭ কাতিক ১৩০০) কবিতায় মৃতা কন্যার জন্য পিতার শোক। তা প্রকাশ পেয়েছে মৃতা পত্নীর উদ্দেশে লিখিত এই কবিতায়—

সারদা! নেও কোলে,
এই যে যেতেছে মেয়ে, তোমার নিকটে ধেয়ে,
এখানে কিছুতে ও রহিল না আর,
পৃথিবীর ধূলা খেলা, দিয়েছিনু সারা বেলা,
ভুলিল না ক্ষুদ্র মন ক্ষুদ্র বালিকার।

'জননী আমার' কবিতায় মায়ের জন্য মেয়ের শোক—মায়ের উদ্দেশে রচিত এই কবিতায় মেয়ের স্নেহব্যাকুলতা বাণীরূপ পেয়েছে—

কোথা রহিল গো জননী আমার
আমার তুঃখেতে তুঃখী কে হবে গো আর।

সারদার স্মৃতি এখানে কবিচিত্তকে অধিকার করে আছে।

কস্তুরী প্রধানত প্রেমকবিতার সংকলন। বাস্তবনির্ভর আবেগসমৃদ্ধ প্রেমের বিচিত্র আলেখ্য এই সংকলন। শহুরে সভ্য আদব-কায়দা-বর্জিত, প্রবল হৃদয়া-

বেগ গোপনে অক্ষম, দুর্বার অসংস্কৃত প্রেমের ছবি পাই কয়েকটি কবিতায়। বেশ অনুধাবন করা যায়, গোবিন্দচন্দ্র কলকাতার সাহিত্যসমাজ থেকে দূরবর্তী ছিলেন। শহুরে আদব-কায়দা যেমন তাঁর জানা ছিল না, সমকালীন প্রেমকবিতার নানা কৌশলও তাঁর অনায়ত্ত ছিল। কিন্তু সেজন্য তাঁর কোনো হীনতাবোধ নেই। কলকাতার সমাজে ও সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অবাঞ্ছিত অতিথির মতো। প্রচলিত কাব্যরীতি—শব্দ, চিত্রকল্প, প্রকাশভঙ্গি—থেকে গোবিন্দচন্দ্র দূরে ছিলেন। মানসী (১৮৯০)-পরবর্তী রবীন্দ্রকাব্যাদর্শ থেকে এ কারণেই তিনি মুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রকাব্য শিল্পের সৌন্দর্যধ্যান - তার অনবদ্য চারুতা ও সূক্ষ্ম মণ্ডনচাতুরী, রবীন্দ্রকল্পনার গভীরতা, রবীন্দ্রমননের সূক্ষ্ম অনুপ্রবেশশীলতা—সব কিছু থেকেই গোবিন্দচন্দ্র দূরে ছিলেন। তার পরিবর্তে তিনি আধুনিক বাংলা কাব্যে এনেছিলেন গ্রাম্য সারল্য, অসংস্কৃত আন্তরিকতা, অসংযত আবেগ। কস্তুরী কাব্যের প্রেমকবিতাগুলি এই বক্তব্যের সমর্থনে উপস্থিত করা যায়। তাঁর নারীবন্দনা বাস্তববর্জিত নয়, তাঁর প্রেমধ্যান আদর্শান্বিত রোমান্টিক নয়, বরং অতিশয় বাস্তবসচেতন। কয়েকটি নিদর্শনে এই বক্তব্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

ভালবাসার বন্দনা : সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী ;
মিশিয়া দুফোঁটা জল সুনির্মল সুশীতল,
লুকাইয়া চুপে চুপে বহে নিরবধি !
সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী !... ....
সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী !
কোন্ দেশে—কত দূরে, আজ সে যে ফিরে ঘুরে,
কোথা বা হৃদয় পেতে রয়েছে জলধি !
সরলা প্রেমদা মোর প্রেমময়ী নদী ! (‘পাহাড়িয়া নদী’)

ভালবাসার নিমন্ত্রণ : তোরা, কে নিবি আয়
আমি দিব ভালবাসা যে যত চায় !
কার বুকে কত বল, কার চ'খে কত জল,
দেখি কার প্রাণে কত ‘হায় হায়’ !
পারিবি কে রে নিতে আয় আয় ! (আমি দিব ভালবাসা)

পাষাণী রমণীর প্রতি আবেদন : চাহি না—ঘৃণিত প্রেমে নাহি প্রয়োজন,
জীবনের যত সাধ হয়েছে পূরণ !

নাহি আর উচ্চ আশা, চাহি না রে ভালবাসা
চাহি না দেখিতে তোর চারুচন্দ্রানন !
বুঝিয়াছি মিছামিছি, পাষাণে পরাণ দিছি,
বিনিময়ে চিরদিন করিব রোদন ! ('চাহি না')

রমণী-সৌন্দর্য-স্তুতি : কে বেশি সুন্দর ?
বালিকা যুবতী—দুই, কারে দেখি কারে থুই,
আমার নিকটে লাগে দু'ই মনোহর !
লাবণ্যে সৌন্দর্যে দোঁহে, প্রাণ মোহে—মন মোহে,
'বাঁশবনে ডোম কানা' তেমনি ফাঁপর।
কারে বেশি ভালবাসি, কে বেশি সুন্দর ! ('কে বেশি সুন্দর')

রমণীসৌন্দর্য-ব্যাজস্তুতি : কেন মূর্খ হায় হায়, বৃথা নিন্দ বিধাতায়
কমল গোলাপ গায় কাঁটা দিছে বলিয়া ?·········
দেও ধন্যবাদ সুখে, নারীর কমলমুখে,
দেয়নি যে দাড়িগোঁফ অনুগ্রহ করিয়া। ('বিধাতার অনুগ্রহ')

বাল্যপ্রেম কস্তুরী কাব্যের অন্যতম প্রধান আশ্রয়। বাল্যপ্রেমের দুটি প্রধান কবিতা—'এই এক নূতন খেলা' আর 'পরনারী'।

যাল্যপ্রেমে যে রোমান্স, ষে মাধুর্য, যে সারল্যমিশ্রিত পরিবেশ, ষে কৌতুকভরা রঙ্গ থাকে, কবি 'এই এক নূতন খেলা' কবিতায় তা চমৎকার ভাবে রূপায়িত করেছেন। কবিতার উপস্থাপন-কৌশল—সংলাপের ভঙ্গি—নাটকীয় রসঘন মুহূর্ত্ত সৃষ্টির নৈপুণ্য কবিতাটিতে এনেছে এক অভিনব স্বাদ।

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা !
রেখে দে তোর টোপাঠালি,
সারা দিনই খেলিস্ খালি,
মাটির বেলুন মাটির ভাত,—হাত ধুইয়ে ফেলা।
পুতুল-টুতুল রেখে দিয়ে,
চল বকুলের বনে গিয়ে,
বৌ বৌ বৌ, খেলি মোরা ফুলল-সন্ধ্যাবেলা !
আয় বালিকা খেল্‌বি যদি. এই এক নূতন খেলা ! (স্তবক :)

পর পর কয়েকটি স্তবকে নাটকীয় ঘটনার অগ্রগতি দেখিয়ে অন্তিম স্তবকে কবি এক অপ্রত্যাশিত নাটকীয় পরিণতিতে কবিতাকে পৌঁছে দিয়েছেন।

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা !
'না ভাই তুমি দুষ্টু বড,
একটি বলে আরটি কর,
ফাঁকি দিয়ে কোলে নিয়ে চুমো খেয়ে গেলা ।'

চূপ্, চুপ্, চুপ্, কস্‌নে কাকে - এই এক নূতন খেলা ! (স্তবক ৮)

বাল্যসখী কুসুমকে নিয়ে রচিত কয়েকটি কবিতা পূর্ববর্তী কাব্য 'কুঙ্কুম'এ সংকলিত হয়েছে। 'কস্তুরী'র 'পরনারী' কবিতারও অবলম্বন কুসুম। 'আজ সে যে পরনারী'—বারোটি স্তবকে বিন্যস্ত এই কবিতায় এই চরণটি ধ্রুবপদের মতো বেজে উঠেছে। বাল্যসখীর জন্য কবিহৃদয়ের প্রবল আবেগ ও আনন্দ বেদন' এখানে প্রকাশিত।

আজ, সে যে পরনারী !
কেন তবে বল চাঁদ, দেখাও সে মুখ ছাঁদ,
সে নব-লাবণ্য আভা– সুষমা তাহারি ?
কেন নিতি নিতি আস, দেখাও তাহার হাসি
হৃদয়-সমুদ্র সে কি সামালতে পারি ?
সে যে পরনারী ! (স্তবক ১)

সে যে পরনারী !
যত কিছু উপহার, সব অপবিত্র তার,
মিলনের স্বর্গ সেও নরক আমারি ;
কেবল পবিত্রতম, তার সে বিরহ মম,
যজ্ঞীয় অনলসম প্রাণদাহকারী !
পুড়িয়া হইতে ছাই। আদরে নিয়েছি তাই,
হেন প্রেম—উপহার ভুলিতে কি পারি ?
কহিও সে কুসুমেরে, সে যে পরনারী। (স্তবক ১২)

প্রেমের বিচিত্র রূপ 'কস্তুরী'র কয়েকটি কবিতায় দেখা যায়! এখানেও গোবিন্দচন্দ্রের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট। 'সামান্য নারী' আর 'দিনান্তে' তার পরিচয়-স্থল—প্রথমটি বাহ্য উপেক্ষার ছদ্মবেশে নারী-বন্দনা, দ্বিতীয়টিতে প্রিয়ার কাছে কবির আত্মসমর্পণ।

পুরুষের জীবনে নারীর অধিকার—এখানে কবির জীবনে সারদার অধিকার—কত গভীর ও দূরব্যাপ্ত, 'সামান্ত নারী'তে কবি তা চমৎকার ভাবে দেখিয়েছেন।

সামান্য নারীটা তার কত পরিমাণ ?
শূন্য করে গেছে যেন সমস্তটা প্রাণ !
একটু গিয়াছে হাসি,
একটু গিয়াছে কান্না,
একটু আঁখির জলে মাখা অভিমান !
একটু চুম্বন গেছে,
একটু নিঃশ্বাস দীর্ঘ,
একটুকু আলিঙ্গন তৃণের সমান।
যা গেছে, সে ক্ষুদ্র গেছে,
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড আছে,
তবে যে ভরে না কেন তার শূন্য স্থান ?
সামান্য নারীটা তার কত পরিমাণ ?

'দিনান্তে' কবিতায় কবির বিনিঃশেষ আত্মসমর্থন প্রেমপ্রতিমার পদতলে—

দিনান্তে দেখিতে দিও চারু চন্দ্রানন,
ভরিবে এ শূন্য বুক, শূন্য প্রাণমন !
আরো যে বাসনা আছে,
বলিব আসিলে কাছে,
কি কাজ আগেই তাহা বলিয়া এখন ?
না, না, না, ও তীক্ষ্ণধার,
ঠুকে ঢাকা তরবার,
পারি না যে বলিয়া কেটে যায় মন !
প্রাণের লুকান কথা—'একটি চুম্বন !'

কস্তুরী কাব্যের আর কয়েকটি কবিতায় গোবিন্দচন্দ্রের গ্রাম্য সারল্য, অমার্জিত হৃদয়াবেগ নিঃশেষে প্রকাশিত হয়েছে।

সমকালের কলকাতার শিক্ষিত ভদ্র সাহিত্যসেবক সমাজের সঙ্গে কবির যোগ ছিল না। তাঁর জীবনের বেশির ভাগ কেটেছে সংস্কৃতির কেন্দ্র কলকাতা থেকে দূরবর্তী ঢাকা ও ময়মনসিংহে। বস্তুত সেদিন গোবিন্দচন্দ্র ছিলেন সাহিত্যিক

সমাজে জল-অচল। শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য-বৈদগ্ধ্যের মূল ধারা থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন ছিলেন। এর ফল—ভালো ও মন্দ—দুই-ই কবির ক্ষেত্রে ঘটেছে। রবীন্দ্র-কাব্যাদর্শের প্রভাব থেকে মুক্ত গোবিন্দচন্দ্রের প্রেমকবিতায় এই স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

"তাঁহার জীবনের গডতি অংশটা কলিকাতা হইতে দূরে কাটিয়াছে, তখনই তাঁহার কাব্যের ভিত্তিপত্তন হইয়াছে। তারপরে পরিণত বয়সে যখন কলিকাতার সমাজে উপস্থিত হইয়াছেন, নিতান্ত অতিথির মত উপস্থিত হইয়াছেন; ফলে কলিকাতার সমাজ, যাহা অধিকাংশ বাঙালীর পক্ষে জল হাওয়ার মত সহজ, তাহাকে তিনি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই; সন্দেহের সঙ্গে সমালোচনার সঙ্গে বিরূপ ভাবোদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন। নব্য বাংলাসাহিত্যের স্বাভাবিক ক্ষেত্রের সঙ্গে তাঁহার প্রতিভার ভারসাম্য না ঘটায় ভাল মন্দ দুই রূপ ফলই ফলিয়াছে।" (শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, 'বাংলার কবি'; ১ম সং, পৃঃ ৩৫-৩৬)।

নব্য বাংলাসাহিত্যের স্বাভাবিক ক্ষেত্রের সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রের প্রতিভার ভারসাম্য না ঘটায় যে ভালো ও মন্দ ফল ঘটেছে, কস্তুরী কাব্য থেকেই তার নিদর্শন সংগ্রহ করতে পারি।

প্রথমে দেখি মন্দ ফলের নিদর্শন। 'আমার কি দোষ' (রচনা ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭) আর 'আমারি যে দোষ' (৩০ শ্রাবণ ১২৯৭) কবিতা দুটির কবির বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। প্রথম কবিতায় গ্রাম্য প্রেমের বন্দনা। দ্বিতীয়টি প্রথম কবিতা পাঠে পাঠকের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় রচিত—এখানে শিক্ষিত শহুরে প্রেমের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা ও গ্রাম্য প্রেমের প্রবল সমর্থন। দ্বিতীয়টিতে কবি-প্রতিভার ভারসাম্য বিচলিত হয়েছে।

প্রথমটিতে গ্রাম্য প্রেমের সারল্য ও ছলনাবিহীন আন্তরিকতার প্রতি সমর্থন:

আমি যে বেসেছি ভাল, আমার কি দোষ!
তুমি যে চুমিলে ঠোঁটে,
আজো শিরা বেয়ে ওঠে,
আজিও তেমনি প্রাণ করে পরিতোষ!
তুমি যে দিয়েছ স্পর্শ
শত মুখ শত হর্ষ,
আজিও উছলে তাহা উঠে হৃদকোষ!
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?

দ্বিতীয়টিতে শিক্ষিত শহুরে প্রেমের ছলনা, অভিনয়পটুতা, ভব্যতা ও ম্যানার্স্-এর তীব্র তীক্ষ্ণ সমালোচনা ও সরল গ্রাম্য প্রেমের প্রবল সমর্থন :

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায় !
সে করেনি বি-এ পাশ,
বেথুন-কেতনে বাস,
করেছে বাসর-বাস বিয়ে ফাঁসে হায় !
সে জানে না ক্লিওপেট্রা,
মেরীরাণী এট্সেট্রা,
পবিত্র প্রণয় তবে শিখিবে কোথায় ?
সে লেখে 'তোমারি আমি
প্রাণময় প্রিয় স্বামী।'
রোদ বান নাহি খেলে তার কবিতায়।
দেয় নি সে কোর্টশিপে,
বেছে নিতে টিপে টিপে,
ফাটন্ত যৌবন-ভরা জ্যাকেটে জামায় !
সে বলে না সাদাসিদে,
মুখে লাজ পেটে খিদে,
দূরে দূরে চুরি করে দেখিতে সে চায় !
আঁধারে জোনাকী কিবে,
মনোহর জলে নিবে,
কনকের কণা যেন ক্ষণেকে হারায়,
বোঝে না যে হতভাগী পাপ কত তায় !

নব্য বাংলাসাহিত্যের স্বাভাবিক ক্ষেত্রের সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রের প্রতিভার ভাবসাম্য না ঘটায় যে মন্দ ঘটেছে কবিতা দুটি তারই নিদর্শন। "মন্দর দিক এই যে, কবি যেখানে সমালোচকের কলম হাতে লইয়াছেন সেখানে সবই কেমন একদেশদর্শী হইয়াছে, তাঁহার মতামত যে সব সময় ভুল এমন নয়, কিন্তু ঠিক যেখানে যতটুকু জোর দেওয়া উচিত তার চেয়ে বেশি জোর দিয়াছেন, নৌকা কাৎ হইয়া পড়িয়াছে, কারণ, আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে লেখকের সমবেদনার অভাব, আর তার মূলে রহিয়াছে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাব। এই জাতীয় বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা বাস্তবনিষ্ঠার অভাবজাত বলিয়া নিতান্ত লঘু।" (তদেব, পৃ ৩৬)

আর ভালর দিকে উদাহরণ কস্তুরী কাব্য থেকেই পাই—'আমার ভালোবাসা' আর 'উলঙ্গ রমণী'। গ্রাম্য সরলতা, অকুণ্ঠ বাস্তবানুগত্য, অলজ্জ স্পষ্টভাষণ এই দুটি কবিতার মূলধন। "এমন অকুণ্ঠিত ভাবে সত্য কথা বলা বোধ করি শিক্ষিত সমাজে আবাল্যবর্ধিত কবির সম্ভব হইত না। বিষয়টি স্বভাবতই কুণ্ঠাজড়িত, একটু হাত কাঁপিলেই সমস্ত কবিতাটি অতলস্পর্শ খাদের মধ্যে গিয়া পড়িত, কিন্তু সে বিভ্রাট কোথাও ঘটে নাই, তার কারণ বিষয়টির মধ্যে কোথাও কিছু যে কুণ্ঠার কারণ আছে সে বিষয়ে কবি একেবারেই সচেতন নন। তিনি নিঃশঙ্ক অচেতনার সঙ্গে সংকীর্ণ গিরিসংকট অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, কোথাও পা টলে নাই।··· এ বিষয়ে সার্থক কবিতা লিখিতে এক মহাকবিগণ পারেন, আর পারেন সাহিত্যিক সংস্কারে অনভিজ্ঞ কবিগণ ; মধ্যপন্থা এখানে অচল। কিন্তু মহাকবিগণের শিল্পের ইন্দ্রজাল যেখানে আবরণের মত কাজ করিতে পারিত, ইঁহাদের হাতে তাহা সম্পূর্ণ অনাবৃত ; কিন্তু যে আবরণহীনতায় লজ্জাবোধ নাই, সেখানে লজ্জার কারণও ঘটিতে পারে নাই ; ইহা শিশুর নগ্নতা, বন্যের নগ্নতা, সংক্ষেপে এ নগ্নতা দেবতার।" (তদেব পৃ ৩৭)।

'উলঙ্গ রমণী' (রচনা ৫ অগ্রহায়ণ ১২৯৭) কবিতার সাতটি স্তবকে কবি নগ্নতার বন্দনা করেছেন। কালিন্দীর কালো জলে উলঙ্গ গোপিনীর দল, অসুর-শোণিত-নদে উলঙ্গিনী শ্যামা, বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা শিব-সীমন্তিনী, শ্মশানে শায়িতা রমণী—পর পর কয়েকটি উলঙ্গ প্রতিমার রূপধ্যান করেছেন কবি। সৌন্দর্যের উলঙ্গ রূপকে কবি অনায়াসনৈপুণ্যে বন্দনা করেছেন, এক বলিষ্ঠ সাহসিকতায় অকুণ্ঠ দৃপ্ত ভঙ্গিতে উলঙ্গ রমণী-সৌন্দর্যের ছবি এঁকেছেন :

বড় ভালবাসি তোরে উলঙ্গ রমণি !
উদলা উজ্জল বেশ, সৌন্দর্যের একশেষ,
চৌদিকে চাঁদের শোভা উছলে যেমনি !
নাহি বিঘ্ন নাহি বাধা, অতি শুভ্র—অতি সাদা,
অতি জ্যোতির্ময় দীপ্ত দেব-দেহখানি।
যে অঙ্গে যেখানে চাই, কোন আবরণ নাই,
বিতরে অনন্ত তৃপ্তি দিবস রজনী !
বিমল-রূপের ডালি, বদান্যতা ভরা থালি,
কারে বলে কৃপণতা জানে না কখনি।

ক্ষীরোদ সিন্ধুর মত, সীমাশূন্য শোভা কত,
চেয়ে চেয়ে, চেয়ে চেয়ে অবশ চাহনি।
বড় ভালবাসি তোরে উলঙ্গ রমণি!

'আমার ভালবাসা' (১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১) কবিতা বাস্তব প্রেমের সাহসিক অকুণ্ঠ নগ্ন দৃপ্ত স্বীকৃতি। কবির কলম এখানে অকম্পিত, চিত্তদাহ তীব্র, দৃষ্টি অলজ্জ। কবির স্বীকৃতিতে নেই কুণ্ঠা, নেই আবরণ, আছে স্পষ্ট লজ্জাহীন আত্মঘোষণা। এক প্রচণ্ড উত্তাপ ও অতৃপ্তি এখানে বিচ্ছুরিত। শোকাহত কবির দগ্ধহৃদয়-নির্গত লাভাস্রোত এখানে উত্তাপ ও তীব্র বেগযোগে নির্গত।

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ,
অমৃত সকলি তার—মিলন বিরহ।
বুঝি না আধ্যাত্মিকতা,
দেহ ছাড়া প্রেম-কথা,
কামুক লম্পট ভাই যা কহ তা কহ।……
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ!
আমি ও নারীর রূপে,
আমি ও মাংসের স্তূপে,
কামনার কমনীয় কেলি-কালীদহ—
ও কর্দমে— অই পঙ্কে,
অই ক্লেদে—ও কলঙ্কে,
কালীয় নাগের মত সুখী অহরহ,
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।…
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।
ধরার মানুষ আমি,
আমি ভাই মহাকামী,
আমার আকাঙ্ক্ষা সে-যে মহা ভয়াবহ।
আলিঙ্গনে ভাঙে চুরে,
শ্বাসে হিমালয় উড়ে,
চুম্বনে ঘূর্ণিত হয় গ্রহ উপগ্রহ।
আমাদেরি কেলিভরে
পৃথিবী উলটি পড়ে,

ও নহে সাগরে বান তোমরা যা কহ।
মর্দনে মন্থনে বুকে,
অগ্নি উঠে গিরিমুখে,
ভূমিকম্পে কাঁপে বিশ্ব ভয়ে অহরহ।
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।

এই উত্তপ্ত অলজ্জ প্রেম মৃত্যুর প্রহারকে অগ্রাহ্য করে উন্মত্তভাবে ভালোবাসে।—

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।
আজো তার ভস্ম ছাই
বুকে রেখে চুমা খাই,
আজো সে গায়ের গন্ধ বহে গন্ধবহ।
আনন্দ উল্লাসে খুলি,
আজো তার চুলগুলি,
গলায় বাঁধিয়া আহা জুড়াই বিরহ।
আজো তার প্রতিচ্ছায়া,
ধরিয়া নূতন কায়া,
স্বপনে আসিয়া করে সপত্নী-কলহ।
আজো সে-লাবণ্য তার,
সুধা মন্দাকিনী-ধার,
ভরে ব্রহ্ম কমণ্ডলু আদি পিতামহ।
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।

গোবিন্দচন্দ্র দাস সর্বসংস্কাররহিত অকুণ্ণ বলিষ্ঠ দেহনির্ভর প্রেমের সাহসী পূজারী। 'উলঙ্গ রমণী' ও 'আমার ভালবাসা' কবিতা দুটিতে যে নিঃশঙ্ক অচেতনায় শিশু ও বন্যের নগ্ন সারল্যে কবি নারীদেহের ও দেহনির্ভর প্রেমের আরতি করেছেন, তা সুলভ নয়। 'আমারি কি দোষ' ও 'আমারি যে দোষ' কবিতা-দুটিতে কবির সমবেদনার অভাব ও ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটেছে, তাই ব্যর্থ। 'উলঙ্গ রমণী' ও 'আমার ভালবাসা' কবিতা দুটিতে কবির প্রবল আবেগ প্রকাশিত হয়েছে বন্যের সারল্য ও শিশুর অকুণ্ঠ অলজ্জ নগ্নতায়। তাই সার্থক। বস্তুত শেষোক্ত কবিতা দুটি গোবিন্দচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুচ্ছের অন্তর্গত। মোহিতলাল মজুমদারের দেহাশ্রিত প্রেমকবিতার কথা স্বভাবতই এখানে মনে পড়ে।

কস্তুরী কাব্যের আর একটি কবিতা—'অতুল' (৭ কার্তিক ১৩০০)। দ্বিতীয়া পত্নী প্রেমদার ছোট ভাই, মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের একমাত্র পুত্র অতুলের মৃত্যুতে (২৫ আশ্বিন ১৩০০) রচিত এই মর্মস্পর্শী কবিতা রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' কবিতাকে (১৩ কার্তিক ১৩০৪) মনে পড়ায়। দুয়েরই বিষয়বস্তু প্রায় এক। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় স্নেহান্ধ মা রাগ করে বলেছিল –'চল্ তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে' – এবং সেই মিথ্যা সংকল্প প্রতিপালনে যে নিষ্ঠুর আচার প্রতিপালিত হয়েছিল তাতে জননী-হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। 'অতুল' কবিতায় অভাগিনী মায়ের 'চিরদুঃখ বৈধব্যের স্বর্গীয় সান্ত্বনা' দশ বছরের বালক অতুল মায়ের আঁচল ছেড়ে দীর্ঘ অবকাশ-শেষে মাতুলালয়ে পাঠাভ্যাসের জন্য কিছুতেই ফিরে যেতে চায় না, মায়ের আঁচল ধরে কেবলই বলে—'যাবো না মা, যাবো না'। অতুলকে যেতে হয়। দুজনের এই শেষ সাক্ষাৎকার। পূজার ছুটিতে অতুল আসবে মা আশা করে বসে আছেন – শুক্লা ষষ্ঠী গেল, দুর্গাপূজার তিনটি দিন গেল। অতুল ফিরে এলো না, আর কোনোদিন আসবে না। বিজয়ার বিসর্জন উৎসবশেষে ঘরে ঘরে মায়েরা আপন সন্তানের কপালে চুমু দিয়েছেন। অতুলের মায়ের শংকামিশ্রিত চিন্তা : 'সকলে পেয়েছে বুকে বুক-ভরা ধন, / আমার অতুল দেরি করে কি কারণ ?' পৃথিবীর চোখে ঘুম নামে, ঘুম নেই একটি মায়ের চোখে : 'চিরদাহ জাগরণ তার বুকে দিয়া, / ঘুম যায় চিতাচুল্লী নিবিয়া নিবিয়া।' অতুলের মৃত্যু-সংবাদ তার মা জানে না। বিজয়ানিশি শেষে ভোর হয়ে এলো, মায়ের মনে হলো, অতুল এসেছে, মা বলে ডাকছে।

> অভাগিনী পাগলিনী আনন্দে ভাসিয়া
> দুই ভুজ মেলে যায় কোলে নিতে গিয়া।
> চীৎকারে, অতুল মোর আসিতেছে অই।
> খুঁজিতে উড়িল কাক, কই কই কই ?
> মুরছিয়া ধরাতলে পড়িল জননী,
> তুলিতে সহস্র কর মেলে দিনমণি।

নির্মম নিয়তির এই আঘাত পাঠকের মর্ম বিদ্ধ করে। অকৃত্রিম আবেগ ভাষায় অলঙ্কারে কি অপ্রত্যাশিত প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চার করতে পারে, তার উজ্জ্বল নিদর্শন 'অতুল' কবিতাটি।

রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' আর গোবিন্দচন্দ্রের 'অতুল' কবিতা দুটিতেই পুত্রশোকাতুরা জননী-হৃদয়ের বেদনা রূপায়িত।

"দুটি রচনায় দুই কবির স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথের ভাষা শাণিত মার্জিত, গোবিন্দচন্দ্রের যেন স্বভাব-নিঃসৃত ; অভিজাত কারুকলা হয়তো এখানে নেই, কিন্তু আছে এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত আদিম শক্তি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-জাত অনুভূতি, যার প্রভাব অমোঘ।" (শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'গোবিন্দচন্দ্র দাস', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বর্ষ ৮০, সংখ্যা ৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৪৮)।

'দেবতার গ্রাস' রচনার চার বৎসর পূর্বে 'অতুল' রচিত হয়। দুই কবিতার পরিণতির ভিন্নতা লক্ষণীয়। বালক রাখালের মায়ের বেদনা আর বালক অতুলের জননীর বেদনা কবিতা-শেষে প্রাধান্য পেয়েছে। 'দেবতার গ্রাস'এ নাটকীয় মুহূর্ত এসেছে কবিতার শেষ মুহূর্তে। 'অতুল' কবিতায় কবিতা-শেষে সেই নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করা যায় নি, কারণ শারদ শুক্লাষষ্ঠীতে যখন সব প্রবাসী ছেলে ঘরে ফিরেছে তখন 'জননী-স্নেহের মহা উদ্বোধন'-এর দিনে অতুল ঘরে ফেরে নাই। অতুল-জননীর বুক খালি রয়ে গেছে—'দুই হাতে অভাগিনী টেনে ছিঁড়ে চুল, / চীৎকারে আকাশ ভাঙ্গে 'অতুল অতুল'।' দশমীর বিসর্জন-উৎসবে শেষে যখন সব মানুষ ঘুমায় তখন 'একটি মায়ের চোখে শুধু ঘুম নাই। / চিরদাহ জাগরণ তার বুকে দিয়া, / ঘুম যায় চিতাচুল্লী নিবিয়া নিবিয়া।' বিজয়া-নিশি-শেষে প্রভাতে যখন সূর্যোদয় হল তখন জননী ভ্রান্তিবশে দুই বাহু মেলে ছুটে যায় অতুলকে কোলে নিতে। 'মূরছিয়া ধরাতলে পড়িল জননী, / তুলিতে সহস্র কর মেলে দিনমণি। / শেফালী ঝরিল আগে তারকা নিবিল, / রজনী সজনী তার শোকে প্রাণ দিল। / দেখিল পাড়ার শেষে লোকজন জমি, / জননী-স্নেহের সেই বিজয়া দশমী।' রবীন্দ্রনাথ কবিতা-শেষে শোকাহতা মূর্ছিতা জননী ও অনুতাপ-দগ্ধ মৈত্র মহাশয়ের ছবি এঁকেছেন। পুত্রশোকাতুরা জননীর সুতীক্ষ্ণ বেদনার পাশে প্রায়শ্চিত্ত-কামী মৈত্রের সাগরে প্রাণত্যাগের মহৎ উদাহরণ উপস্থিত করেছেন।

গোবিন্দচন্দ্রের কবিতায় শুধুই শোকবিধুরা জননীর বেদনা, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিষ্ঠুর সামাজিক আচারের তীক্ষ্ণ সমালোচনা। গোবিন্দচন্দ্রের কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে 'জননীস্নেহের সেই বিজয়া দশমী'র ছবি! আর রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে অনুতাপ-দগ্ধ ব্রাহ্মণের মহৎ প্রায়শ্চিত্ত। তাই 'দেবতার গ্রাস' পরিণতিতে পেয়েছে নূতন আয়তন।

মোক্ষদা কহিল, 'অতি মূর্খ নারী আমি
কী বলেছি রোষবশে—ওগো অন্তর্যামী,

সেই সত্য হল ?   সে যে মিথ্যা কতদূর
তখনি শুনে কি তুমি বোঝ নি ঠাকুর ?
শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা ?
শোননি কি জননীর অন্তরের কথা ?'
বলিতে বলিতে যত মিলি মাঝি-দাঁড়ি
বল করি রাখালেরে নিল ছিঁড়ি কাড়ি
মা'র বক্ষ হতে। মৈত্র মুদি দুই আঁখি
ফিরায়ে রহিল মুখ কানে হাত ঢাকি
দন্তে দন্ত চাপি বলে। কে তারে সহসা
মর্মে মর্মে আঘাতিল বিদ্যুতের কশা,
দংশিলে বৃশ্চিকদংশ। 'মাসি ! মাসি ! মাসি !'
বিন্ধিল বহ্নির শলা রুদ্ধ কর্ণে আসি
নিরুপায় অনাথের অন্তিম ডাক।

মৈত্রের অন্তর বিদ্ধ করল ঐ আর্তনাদ। অনুতাপদগ্ধ মৈত্র তখন ফিরে নিতে চাইল তার নিষ্ঠুর আদেশ, কিন্তু তখন আর ফেরানো যায় না।

চীৎকারি উঠিল বিপ্র, 'রাখ্ রাখ্ রাখ্ !'
চকিতে হেরিল চাহি মূর্ছি আছে পড়ে
মোক্ষদা চরণে তাঁর। মুহূর্তের তরে
ফুটন্ত তরঙ্গমাঝে মেলি আর্ত চোখ
'মাসি' বলি ফুকারিয়া মিলালো বালক
অনন্ততিমিরতলে ; শুধু ক্ষীণ মুঠি
বারেক ব্যাকুল বলে উর্ধ্ব-পানে উঠি
আকাশে আশ্রয় খুঁজি ডুবিল হতাশে।
'ফিরায়ে আনিব তোরে', কহি উর্ধ্বশ্বাসে
ব্রাহ্মণ মুহূর্ত মাঝে ঝাঁপ দিল জলে,
আর উঠিল না। সূর্য গেল অস্তাচলে।

কস্তুরী কাব্যের কবি কি প্রেমকবিতায় কি শোককবিতায় একই অসংযত আবেগের শিল্পী। গোবিন্দচন্দ্রের কবিতার অন্তরালে সক্রিয় আছে গ্রাম্য সারল্য, এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত অমার্জিত আদিম শক্তি, অলজ্জ অকুণ্ঠ আবেগ।

পরবর্তী কাব্য চন্দন (১৮৯৬)-এ কবিতার সংখ্যা চৌত্রিশ। স্বদেশপ্রীতি, জন্মভূমিপ্রীতি এবং প্রেমের চাঞ্চল্য ও তারল্য এইসব কবিতার উপজীব্য।

গোবিন্দচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতিমূলক ও জন্মভূমিপ্রীতিমূলক কবিতা আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি একই সঙ্গে দেশের কবি ও আঞ্চলিক কবি।

“স্বগ্রামের প্রতি তাঁহার অন্ধ দুর্নিবার আকর্ষণ, শিশুসন্তান যেমন দুর্নিবার অন্ধ আকর্ষণ অনুভব করে তাহার মাতার প্রতি। তাত্ত্বিকগণ পিতামাতার প্রতি আচরণ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়া থাকেন সে আর এক বস্তু; তাহা তত্ত্ব, তাহা নীতি, তাহা সামাজিক সত্য, তেমন আন্তরিক সত্য নয়। শিশুর অন্ধ আকর্ষণের সঙ্গে তুলনায় সেইজন্যই তাহার মূল্য কম। গোবিন্দ দাসের স্বগ্রামের প্রতি অন্ধ আকর্ষণ শিশুর মাতৃব্যাকুলতার মতই আন্তরিক বস্তু, তাহা Patriotism নয়, এমন কি local Patriotism-ও নয়। Patriotism সম্বন্ধে তিনি অনেক কবিতা লিখিয়াছেন, সে-সব সামাজিক সত্য হইতে উদ্ভূত, এমনতর জীবনের বস্তু নয়। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাছে তাঁহার দামুন্যা ও রত্নাহু যেমন সত্য ছিল এবং যে-স্তরের সত্য ছিল, গোবিন্দ দাসের কাছে তাঁহার জয়দেবপুর ও চিলাই নদী তেমনি সত্য এবং তেমনি স্তরের সত্য; যেমন সত্য এবং যেমন স্তরের সত্য কাঁশাই ধনু, জালিয়া হাওর প্রভৃতি অঞ্চল এসব (ময়মনসিংহ) গাথা-কবিগণের নিকটে।” (শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, ‘বাংলার কবি’, ১ম সং, পৃ ৩৮-৩৯)।

এ সত্য স্পষ্ট যে গোবিন্দচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের কবিতা অপেক্ষা জন্মভূমিপ্রীতির কবিতা উৎকৃষ্ট।

গোবিন্দচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের কবিতা—বসন্তপূর্ণিমা (প্রেম ও ফুল), কার্তিক পূজা (কস্তুরী), বাসন্তী পূজা, নিমন্ত্রণ, গুরু গোবিন্দ সিংহ, বাঙ্গালী, কালীয় দমন, মৃত্যুশয্যায় (চন্দন), আমরা হরিহর (বৈজয়ন্তী), স্বদেশ, হিন্দু-মুসলমান, অসুর-পূজা, তাড়কার বন (গ্রন্থাকারে সংকলিত নয়, রচনা ১৩১৪-২৫)।

তাঁর জন্মভূমিপ্রীতির কবিতা—আমার বাড়ী (কস্তুরী), ভাওয়াল, নির্বাসিতের আবেদন (চন্দন), বিক্রমপুর, অনুরোধ, চিলাই, ভাওয়াল-সম্পর্কিত এগারটি সনেট (ফুলরেণু), কেমন মমতা (বৈজয়ন্তী)।

এই তালিকা-দৃষ্টে প্রমাণ হয়, ‘চন্দন’ কাব্যে স্বদেশপ্রেম ও জন্মভূমিপ্রীতির কবিতা অধিক সংখ্যায় সংকলিত হয়েছে। ‘ফুলরেণু’র চোদ্দটি সনেটও জন্মভূমিপ্রীতি প্রসঙ্গে আলোচ্য।

প্রেম ও ফুল (১৮৮৮) থেকে বৈজয়ন্তী (১৯০৫) কাব্য-পরবর্তী পর্ব পর্যন্ত প্রসারিত কবিতায় কবির আবেগ স্বদেশকে অবলম্বন করে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

শশধরকে ধিক্কার-ছলে ('বসন্ত-পূর্ণিমা') কবি দেশবাসীকে ধিক্কার দিয়েছেন। অতীত গৌরব ও সমৃদ্ধি স্মরণ ও বর্তমান দুর্দশায় বিলাপের মধ্য দিয়ে কবি স্বদেশপ্রেমে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশভাবনা ও রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের দেশপ্রেমের কবিতার ধারায় রচিত হয়েছে 'বসন্ত-পূর্ণিমা' কবিতা—শশধরকে উদ্দেশ করে দেশবাসীর প্রতি কবির প্রশ্ন :

সত্যই ভারত দেখে কাঁদে না কি প্রাণ ?
অযোধ্যার রাজগৃহে, সত্যই কখনো কি হে,
একবিন্দু অশ্রুজল কর নি প্রদান ?
কখনো কি কুরুক্ষেত্রে, দেখ নি সজল নেত্রে,
আপনার বংশ ধ্বংস—সন্তান শ্মশান ?
সত্যই দেখিয়া শশি কাঁদে নি কি প্রাণ ?
যে দেশের বীর নারী, বর্ম চর্ম অসি ধরি,
রণরঙ্গে রণচণ্ডী করেছে সংগ্রাম,
অস্ত্রের বিধির ডরে, সেই দেশে শোভা করে,
তালপত্র তরবারী কালীর কৃপাণ !
যে জাতির পদভরে, বাসুকি কাঁপিত ডরে,
অদ্যাপিও ভূমিকম্পে ধরা কম্পমান,
তাহাদেরি আজ হায়, পদাঘাতে প্রাণ যায়,
শৃগাল-শঙ্কায় কাঁপে সিংহের সন্তান।
কিসে ইবা দেখি শশি, হাসিতেছে অত হাসি,
এতই কি অমরের হৃদয় পাষাণ,
পতিত ভারত-দুঃখে নাহি কাঁদে প্রাণ ?

এ কথা স্বীকার্য, দেশপ্রেমের মোটা দাগের কবিতা লিখেছেন গোবিন্দচন্দ্র। কেবল 'বসন্ত-পূর্ণিমা' নয়, 'কার্তিক পূজা' ও 'বাসন্তী পূজা' কবিতা তার প্রমাণ। তিনটি কবিতায় একই কৌশল অবলম্বিত হয়েছে—অন্যপ্রসঙ্গ থেকে কবি দেশপ্রেম প্রসঙ্গে এসেছেন এবং অপরকে ধিক্কার-ছলে দেশবাসীকে ধিক্কার দিয়েছেন। যেমন,

কার্তিক ! তুমি কি সেই দেব-যোদ্ধাপতি ?
ছাড়িয়া বীরের সাজ, আসিতে হল না লাজ,
তোমারো এখানে এসে ফিরে গেল মতি ?
বাঙ্গলার জলবায়ু, বিনাশে আরোগ্য আয়ু,
দেবতারো এমনি কি ঘটায় দুর্গতি ?
সত্য এ মাটির দোষে, হৃদয়ের বল শোষে,
শোণিতে থাকে না তেজ মোটে এক রতি ?
এ মৃদু মলয় বায়, উদ্যম উড়িয়া যায়,
অবশ শিথিল হয় ধমনীর গতি ?
সত্যই পিকের ডাকে, হাতে না ধনুক থাকে,
কুহুরবে পক্ষাঘাত করে কি বসতি ?
মর্মর-অস্থির করে মোমে পরিণতি ? (কার্তিক পূজা)

দেবতারা একদিন বুঝেছিল শক্তির বল, তাই তারা অসুর-দলনের জন্য একতাবদ্ধ হয়ে সুপ্ত মহাশক্তির বোধন করেছিল। সেই পুরাণকাহিনী কবি ভারতবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আহ্বান জানিয়েছেন—

ভারত,
ভাই ভাই তুমি মিলিয়া তেমন,
পার না কি কভু করিলে যতন,
সুপ্ত মহাশক্তি করিতে বোধন পার না তুমি ?
পার না কি তুমি আর্য-কুলাঙ্গার,
নিবারিতে হায় দৈত্য অত্যাচার
পারনা কি তুমি করিতে উদ্ধার ত্রিদিব ভূমি ?
(বাসন্তী পূজা ১২৮৯)

পুরাণ কাহিনী ও ধর্মীয় পূজানুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে কবি বার বার স্বদেশপ্রেম প্রচারে উৎসাহ দেখিয়েছেন।

আবার লইয়া রথ, উজলিয়ে এ ভারত,
যদি হে আসিলে জগন্নাথ,
কিন্তু কেন রথ খালি, হে কৃষ্ণ, হে বনমালী,
কোথা সে অর্জুন তব সাথ ?……

দেও গীতা উপদেশ,   আবার জাগুক দেশ,
ভীরুতা করিয়া পরিহার,
জাগুক অর্জুন শত,   লইয়া স্বদেশ-ব্রত,
গাণ্ডীব ধরিয়া পুনর্বার। (জগন্নাথের রথযাত্রা ১৩১৫)

পুনশ্চ,

এ মূর্তি ভারতে পূজা শোভিবে না আর,
ভারত এ পশুবলে হবে না উদ্ধার।
গড সে প্রতিমাখানি,   মমতার মহারাণী,
বিশ্ববিজয়িনী শক্তি স্নেহ করুণার,
শান্তি পুষ্টি শ্রদ্ধা ভক্তি,   আত্মরূপা আদ্যাশক্তি
স্নেহ দয়া দশ অস্ত্র দশ হাতে তার.………
তারি শ্রদ্ধা দিয়ে তারে,   পূজ আত্ম-উপহারে
পাইবে অভয় বর তবে অম্বিকার,
ভারত এ পশুবলে হবে না উদ্ধার। (পূজা দেখা)

পুনরপি,

এস বর্ষ! দুর্ভাগ্যের বল ভাগ্যফল,
কত আর অসহায়া,   জননী ভগিনী কন্যা,
কলঙ্কিত করিবেক সেনানী ধবল?
কত আর চক্ষু খেয়ে   সে দৃশ্য দেখিব চেয়ে,
কুক্কুরে চিবাতে দিয়ে হৃন্মর্মস্থল?
হা কি লজ্জা, হা কি ঘৃণা!   বাঁচিয়া মরণ বিনা,
বরাহের ভোগচিহ্নে অঙ্কিত কমল। (নববর্ষ ১২৯১)

সন্দেহ নেই, এসব চড়াগলার কবিতা, অসংযত আবেগের কবিতা, 'এগিয়ে এসে চেঁচিয়ে বলা'র কবিতা। তবু গোবিন্দচন্দ্রের স্বদেশব্যাকুলতার পরিচয় এখানে বিধৃত, তা অবশ্যস্বীকার্য।

চন্দন কাব্যভুক্ত 'বাসন্তীপূজা' কবিতায় আমরা লক্ষ্য করেছি পুরাণকাহিনী উপলক্ষ করে কবির স্বদেশপ্রেমপ্রচারে উৎসাহ। 'নিমন্ত্রণ', 'গুরু গোবিন্দসিংহ', 'বাঙ্গালী', 'কালীয় দমন' কবিতাসমূহে স্বদেশপ্রেমোদ্দীপনা-সঞ্চারে কবির আগ্রহ, স্বজাতির প্রতি কবির ক্ষোভ ও ধিক্কার প্রকাশ পেয়েছে। চড়াগলায়

কবির আহ্বান—'এস ভ্রাতৃগণ ! · /এস আজ প্রাণ খুলে, এস ভিন্ন ভাব ভুলে / নাশিতে দেশের শত্রু করি নিমন্ত্রণ,/এ দগ্ধ-হৃদয়ে এস করি হে গ্রহণ !' ('নিমন্ত্রণ')। আবার পুরাণকাহিনীর মাধ্যমে দেশপ্রেমের উদাত্ত আহ্বান—বৃন্দাবনের রূপক-আড়ালে দেশের দুঃখমোচনের আহ্বান—'কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন' (কালীয়দমন')।

চন্দন কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'মৃত্যু-শয্যায়' কবিতাটি (রচনা ১২৯০) চড়া সুরে রচিত নয়। মাতৃদৈন্যদশায় সন্তানের নিম্নকণ্ঠ বিলাপের সুরে রচিত এই কবিতায় গোবিন্দচন্দ্র তাঁর স্বদেশপ্রেমকে প্রকাশ করেছেন যদিচ শিল্পসংযম এখানেও অনুপস্থিত।

মা !
এই বড় দুঃখ মনে রহিল আমার—
এই কাঙ্গালিনী বেশে,
এত কষ্টে—এত ক্লেশে,
এই বিমলিন মুখ—এই অশ্রুধার,
দেখিয়া যাইতে হ'ল জননী আমার ! (স্তবক ১)

কিন্তু মা,
যদিও বাসনা মম হল না সফল,
তথাপি আশার নেত্রে,
জাতীয় মিলন ক্ষেত্রে
দেখিতেছি ভবিষ্যৎ শক্তি মহাবল,
সজ্জিত করেছি তব প্রতিমা উজ্জ্বল। (স্তবক ১৪)
কেননা জন্মিনু আরো শতবর্ষ পরে,
তখন জন্মিবে যারা
কত পুণ্যবান তারা,
স্বর্গের দেবতা তারা মানবের ঘরে,
জন্মিবে ভবিষ্য বংশ তোমার উদরে ! (স্তবক ১৭)

এই মৃত্যুঞ্জয় আশা প্রকাশ করেই কবি দেশমাতৃকার কাছে বিদায় চেয়েছেন। গভীর আন্তরিকতা ও শান্ত বিশ্বাসে পূর্ণ এই কবিতাটি।

চন্দন কাব্য প্রকাশের পরবর্তীকালে গোবিন্দচন্দ্রের আর একটি স্বদেশপ্রেমের কবিতা পাই—'আমরা হরিহর'। বৈজয়ন্তী কাব্যের (১২০৫) সূচনা-কবিতা রূপে

এটি সংযোজিত। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভঙ্গিতে কবি এখানে ভারত-বন্দনা করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের মতই তথ্যসংকলনে আসক্তি ও বালকোচিত উল্লাস এখানে প্রকাশিত। সত্যেন্দ্রনাথের মতই নৃত্যপর ছন্দের মাধ্যমে গোবিন্দচন্দ্র দেশমাতৃকার বন্দনা করেছেন :

আমরা হরিহর।
আমরা বঙ্গ আমরা আসাম
হৌক না মোদের সহস্র নাম,
আমরাই সদিয়া সিন্ধু সেতু-রামেশ্বর।
আমরা নাগা আমরা গারো,
কেহই ত পর নহি কারো,
খড়্গী বর্গী গুর্খা জাঠ আর পার্শী সওদাগর!
পণ্ডিচেরী ফরাসডাঙ্গা,
নামে কি যায় ভারত ভাঙ্গা,
কেউ বা কালো, কেউ বা রাঙ্গা একই কলেবর।
কেউ বা চরণ কেউ বা হস্ত,
বক্ষ চক্ষু ললাট মস্ত,
একই দেহের রক্তমাংস আমরা পরস্পর।

ছয়টি স্তবকে বিন্যস্ত এই কবিতায় একই ভাবের পুনরাবৃত্তি। ছন্দের চাপল্য, শিশুর উল্লাস আর ভক্তির আতিশয্য মিলে এই কবিতার ভাব-দেহ গঠিত।

গোবিন্দচন্দ্রের স্বদেশ চিন্তার শ্রেষ্ঠ ফসল 'স্বদেশ' কবিতা (১৩১৪) জীবন-সায়াহ্নে রচিত ও জনপ্রিয়তালাভে ধন্য—

স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে ? এ দেশ তোমার নয়,—
এই যমুনা গঙ্গানদী, তোমার ইহা হ'ত যদি,
পরের পণ্যে, গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয় ?
গোলকুণ্ডা হীরার খনি, বর্মা ভরা চুনি মণি
সাগর সেঁচে মুক্তা বেছে পরে কেন লয় ?
স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এ দেশ তোমার নয়!

(স্তবক ১)

এই যে ক্ষেত শস্য ভরা, তোমার ত নয় একটি ছড়া
তোমার হলে তাদের দেশে চালান কেন হয় ?
তুমি পাও না একটি মুষ্টি, মরছে তোমার মস্ত গোষ্ঠী.
তাদের কেমন কান্তি পুষ্টি—জগৎ ভরা জয় ।
তুমি কেবল চাষের মালিক, গ্রাসের মালিক নয় ।

(স্তবক ২)

তেরোটি স্তবকে বিন্যস্ত এই কবিতায় তথ্য-তালিকা বিবৃতি মারফৎ কবি আমাদের প্রাণে লুপ্ত দেশমহিমাকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন ।

স্বদেশী আন্দোলনের দিনে স্বদেশ-বন্দনার ধারায় এই কবিও যথাসাধ্য করেছেন, একথা অবশ্যস্বীকার্য ।

গোবিন্দচন্দ্রের নিজস্ব কীর্তি স্বদেশপ্রেমের কবিতা নয়, জন্মভূমিপ্রীতির কবিতা । এটি তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্র । এখানে তিনি দ্বিতীয়রহিত । প্রেম ও ফুল (১৮৮৮) থেকে বৈজয়ন্তী (১৯০৫) কাব্য পরবর্তী-পর্বে প্রসারিত তিরিশ বৎসরের কাব্যধারায় কবির 'স্বগ্রামের প্রতি অন্ধ আকর্ষণ শিশুর মাতৃব্যাকুলতার মতই আন্তরিক বস্তু', তেমনি সত্য, তেমনি দুর্নিবার, তেমনি আন্তরিক । ভাওয়ালের জয়দেবপুর গ্রাম, চিলাই নদী কবিকে সমস্ত জীবন প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে । এই আকর্ষণ এত তীব্র ও গভীর যে এর সমালোচনা করতে গিয়ে সমালোচকের লেখনী কম্পিত হয় । এক অন্ধ অবুঝ ভালবাসা এইসব কবিতার মূলে সক্রিয় । "স্বক্ষেত্র হইতে নির্বাসিত হইলে লোকের অসুবিধা হয়, স্বার্থহানি হয়, বড় জোর অভিমানে আঘাত লাগে । কিন্তু গোবিন্দ দাস যে আঘাত পাইয়াছিলেন তাহা এসবের চেয়ে অনেক গুরুতর—একেবারে জৈব অস্তিত্বের মর্মে আঘাত । সে আঘাতের স্মৃতি তিনি কখনো ভুলিতে পারেন নাই, পরবর্তীকালে গ্রামে ফিরিবার অনুমতি পাইলেও ভুলিতে পারেন নাই ; আর শুধু তাই নয়, ঐ বিষময় স্মৃতি তাঁহার জীবনের সাকুল্যটাকে রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে—'তবু নিশিদিন ভুলিতে পারি নে সেই দুই বিঘা জমি' । এমন আঘাত একমাত্র সে-ই পাইতে পারে যাহার কবিচিত্ত আছে এবং সে কবিচিত্ত মাটিতে বদ্ধমূল । এই মূলে আঘাতের অভিজ্ঞতা গোবিন্দ দাসের কবিপ্রেরণার একটি মৌলিক বেদনা ।"
(তদেব পৃ ৪০-৪১)

ভাওয়ালের জয়দেবপুর গ্রাম কবির জন্মভূমি । এই গ্রাম ও গ্রামের নিকটবর্তী চিলাই নদী কবির ধাত্রীভূমি । ভাওয়ালরাজ কালীনারায়ণ রায়ের

স্নেহ তিনি লাভ করেছিলেন, তাঁরি সেরেস্তায় কাজ করতেন। কালীনারায়ণের মৃত্যুর পর কবির জীবনে দেখা দিল দুর্দিন। পর পর তাঁর কন্যা, পত্নী ও ভ্রাতার মৃত্যু হল। শোক দুঃখের পর নানা বিপদ এসে তাঁকে বিভ্রান্ত করে তুলল। কোনো ঘটনা উপলক্ষে কালীনারায়ণের স্থলাভিষিক্ত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় তাঁর ম্যানেজার বান্ধব-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষের পরামর্শে কবিকে ভাওয়াল থেকে বিতাড়িত করেন। জন্মভূমি থেকে এই নির্বাসন কবির জীবনে মর্মান্তিক আঘাত। 'আমার বাড়ী' কবিতায় ১৩০২ (কস্তুরী) নির্বাসিতের দুঃখ মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশিত—মনে হয় কবির হৃদয় থেকে তপ্ত গলিত দুঃখধারা কবিতা মাধ্যমে প্রবাহিত—

কোথা বাড়ী—কোথা ঘর, কি শুধাও ভাই ?
হায় সে দুঃখের কথা, মলিন মরম ব্যথা,
প্রাণপণে আমি যে তা ভুলে যেতে চাই।...
কোথায় বসতি মোর শুনিয়া কি ফল ?
তুমি কি পারিবে তার, ঘুচাইতে হাহাকার,
মুছাইতে আঁখিভরা শোক-অশ্রুজল ?...
কি হবে শুনিয়া ভাই কোথা বাড়ী ঘর ?
যে দেশে আছিল বাড়ী, সে দেশের নরনারী,
স্বর্গের শিশুর মত সরল অন্তর।
দ্বেষ নাই হিংসা নাই, যেন সব ভাই ভাই,
কেবলি স্নেহেতে ছিল মাখা পরস্পর।..
সে দেশ আছিল ভাই দেবনিকেতন।
ধার্মিক প্রজার প্রিয়, দেবোপম পূজনীয়।
সে দেশে আছিল রাজা কালীনারায়ণ।...
যে দেশে আছিল ভাই বসতি আমার,
যে দেশে চিলাই তীরে, বিধৌত রজত নীরে,
আজিও শ্মশানে শয্যা আছে সারদার।...
দেব দেশে ছিল ভাই দেব নিতেকন
যত তরু যত লতা, সবই কল্পতরু তথা,
সে দেশের যত বন সকলি নন্দন।

সে দেশের স্রোতস্বিনী সকলেই মন্দাকিনী
সকলি অমৃত গঙ্গা সুধা প্রস্রবণ। ··
সে দেশে রমণী দেবী, আমি তারে নিত্য সেবি,
জননী ভগিনীরূপে পূজি শ্রীচরণ,
সে দেশে ত পর নাই, সবি পিতা সবি ভাই,
প্রাণের অধিক মোর সকলি আপন।
সে যে ছিল দেবপুর দেবনিকেতন।

এই দেবনিকেতন থেকে নির্বাসন কবির জীবনে মর্মান্তিক আঘাত।

চন্দন কাব্যভুক্ত 'ভাওয়াল' ও 'নির্বাসিতের আবেদন' কবিতায় কবির জন্মভূমিপ্রীতি তীব্র গভীর বেদনা ও আন্তরিকতায় ব্যক্ত।

যে দেশে যেখানে ভাই, যে ভাবেই মরি
'জয়দেবপুর' বলি বলো 'হরি হরি'!

অন্তিম শ্লোক-বন্ধে কবির জন্মভূমিপ্রীতির রসগাঢ় রূপটি ব্যক্ত হয়েছে।

চন্দন কাব্যে দেশপ্রেম ও জন্মভূমিপ্রীতি ছাড়া যে সব কবিতা আছে সেগুলিব মুখ্য উপজীব্য নারীপ্রেম—প্রেমের সহস্র তরঙ্গভঙ্গ—তারল্য ও চাঞ্চল্য। রূপতান্ত্রিক কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসকে এই শ্রেণীর কবিতায় আমরা খুঁজে পাই। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান—ফুল পাখি—নিয়ে রচিত কবিতাও এই প্রেমাশ্রয়ী। প্রেমের লঘুতা, প্রেমের আলস্য, প্রেমের ছলনা ও ছদ্মকোপ এখানে রসরূপ লাভ করেছে। গোবিন্দচন্দ্রের রূপমুগ্ধতা, প্রেমমুগ্ধতা ও কাব্যপ্রসাধননৈপুণ্যের প্রকাশস্থল এইসব কবিতা।

প্রকৃতি-উপাদান অবলম্বনে রচিত কবিতায় প্রেমেরই মুখ্য ভূমিকা। 'দুটি বুলবুল' (১২৯৮), 'চন্দনতরু তলে' (১২৯৮) ও 'ফুল' (১৩০২) কবিতার আলোচনায় এই সত্যের পোষকতা হয়।

দশটি স্তবকে বিন্যস্ত 'দুটী বুলবুল্' কবিতার পটভূমি ময়মনসিংহ-শেরপুরে শীতলপুর বাগানবাটী। দূরের আকাশে ধূম্র গারো পাহাড়। প্রেমের উল্লাস ও মুগ্ধতা দিয়ে গড়া এই কবিতায় কবি দুটি বুলবুল পাখির প্রেমচিত্র অংকন করেছেন। কবির হাতে আছে এমন একটি তুলিকা বা সূক্ষ্ম নয়, কিন্তু কবির হাতের টান ও বর্ণসম্পাত অব্যর্থ ও নিপুণ।

এক ডালে বসে আছে দুটী বুল্‌বুল্!
পশ্চিমে ডুবিছে রবি,
রাঙ্গা শামগ্রাম ছবি,
লোহিত চন্দনে মাখা মনে হয় ভুল,
কিম্বা যথা দেবদোলে
রত্নসিংহাসন কোলে,
আরক্ত আবিরে মাখা বরণ হিঙ্গুল!
এক ডালে বসে ডাকে দুটী বুলবুল। (স্তবক ১)

প্রকৃতি-বর্ণনায় কবি উপমা নিয়েছেন প্রত্যক্ষ সংসার থেকে। উনবিংশ শতকের শেষ দশকে প্রেম ও প্রকৃতি-বর্ণনায় কবির এই স্বাতন্ত্র্য অবশ্যস্বীকার্য। মানসী-সোনার তরী-চিত্রা-পর্বে (১৮৯০-৯৬) রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে গোবিন্দচন্দ্রের কস্তুরী-চন্দন-ফুলরেণু (১৮৯৫-৯৬)। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যভাবনা ও রবীন্দ্র-শিল্পের অনবদ্য চারুতা গোবিন্দচন্দ্রকে প্রভাবিত করে নি। সোনার তরী-চিত্রার রোমান্টিক দুরাভিসার, আদর্শ সৌন্দর্যসন্ধানে ব্যাকুল অভিযান, অপ্রাপণীয়ের উদ্দেশে নিরুদ্দেশ যাত্রা গোবিন্দচন্দ্রের কবিতায় অনুপস্থিত। শুধু তাই নয়, তাঁর কবিতায় প্রকৃতি সদাই প্রত্যক্ষ মানবিক চিন্তা ও অভিজ্ঞতার অধীন।

এক ডালে বসে আছে দুটী বুল্‌বুল্!
সুনীল আকাশ গায়,
লাল মেঘ ভেসে যায়,
বিয়াবাড়ী নায়রীর রঞ্জিত দুকূল!

জন্মভূমি থেকে নির্বাসনের দুঃখ-জ্বালা কবিকে উন্মত্ত করে তুলেছিল। 'নির্বাসিতের আবেদন' (১৩০২) কবিতায় সেই দুঃখ-জ্বালা গলিত লাভার মতো প্রবাহিত—

তোমরা বিচার কর ভাই
কেন আমি দেশ ছাড়া, আত্মীয় স্বজন হারা,
কেন সে জনমভূমি দেখিতে না পাই?
তোমরা যেখানে যেয়ে,
আদর সান্ত্বনা পেয়ে,

যাদেরে দেখিয়া হও সুখী সর্বদাই,
আমারো ত পিতামাতা,
আছে সে ভগিনী ভ্রাতা,
আছে সে দুহিতা নারী সেখানে সবাই !
আমারো ত লয় মনে,
মিশিতে তাদের সনে,
মাখিতে এ পোড়া বুকে তাহাদের ছাই !
আমারো ত হয় আশা,
শুনিয়া তাদের ভাষা,
চিলাইর কলকলে পরাণ জুড়াই ?
তোমরা বিচার কর ভাই !

চন্দন কাব্যের অপর কবিতা 'ভাওয়াল' (১৩০৫) এই তীব্র গভীর অন্ধ অবুঝ দুর্নিবার জন্মভূমিপ্রেমের পরিচায়ক। সমস্ত কবিতাটির মধ্যে ধ্রুবপদের মতো ঝঙ্কৃত হয়েছে প্রথম চরণদুটি—

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ,
আমি তার নির্বাসিত অধম সন্তান।
তার সে মধুর প্রীতি মনে জাগে নিতি নিতি,
লগে লগে রগে রাগে লাগে যেন টান !

ফুলরেণু কাব্যের একশ বিশটি সনেটের মধ্যে অন্তত চোদ্দটি সনেট ভাওয়াল-সম্পর্কিত। এই কাব্যের অন্তিম সনেট 'অনুরোধ' (১৩০৩)। এটি কবির আত্ম-পরিচয়মূলক সনেট।

জয় জয় জন্মভূমি 'জয়দেবপুর'
জয় জয় পুণ্যময়ী ধবলা 'চিলাই'
প্রকৃতির রত্নভাণ্ডে সুধা সুমধুর
বিধাতা রেখেছে, বুঝি আর কোথা নাই।
এই দেবপুরবাসী—দেবতা আমার,
জননী 'আনন্দময়ী' পিতা 'রামনাথ',
'সারদা' প্রেয়সী পত্নী প্রেমপারাবার,

দুহিতা 'প্রমদা, মণি' তাহাদের সাথ
হারাইয়া আর কত আত্মীয়-স্বজন,
হারায়ে সে দেবভূমি প্রিয় দেবপুর
স্বর্গের দেবতা করি নরকে ভ্রমণ,
খেদাইয়া দি'ছে মোরে দানব অসুর।
কালো মেঘ তার পাশে,
হঠাৎ ছুটিয়া আসে,
সে রাঙ্গা আঁচলে উড়ে এলোমেলো চুল!
এক ডালে বসে আছে দুটী বুল্‌বুল! (স্তবক ৪)

এখানে প্রকৃতি-চিত্র সংসার-চিত্রের অধীন। কূজনরত বুলবুল-যুগ্মের বর্ণনা থেকে কবির অনিবার্য প্রত্যাবর্তন—মানবিক প্রেমাভিজ্ঞতায়।

এক ডালে বসে ডাকে দুটী বুল্‌বুল্,
লাগাইয়া গায় গায়
এ উহার চুমা খায়,
আমার দেখিতে কেন বুকে বিঁধে শূল?
হায় রে নারীর ঠোঁটে,
বিষ কি অমৃত ওঠে,
হয়েছে অনেক দিন, আজি তাই ভুল!
এক ডালে বসে আছে দুটী বুল্‌বুল্! (স্তবক ১০)

গোবিন্দচন্দ্র অতিশয় প্রাকৃত প্রেমের ও ব্যক্তিগত প্রেমের কবি।

'চন্দনতরুতলে' কবিতায় প্রেমের আলস্য, প্রেমের সুখ চিত্রিত। চন্দনতরুকে কবি প্রেমের তারল্যে সৃষ্টি করেছেন। 'চন্দন' ও 'চুম্বন' শব্দ দুটির স্বাদ রসনায় অনুভব করেছেন, ছন্দের ললিত গতিতে গড়িয়ে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে গোবিন্দচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথ সেনের সহযাত্রী। "নিসর্গের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ও জীবনের সাধারণ অনুভূতি। এ দুয়ের মিলন এবং লঘু খেয়ালি কল্পনা (fancy) ও গুরু ভাবকল্পনার পরিণয়সাধনের বিস্ময়কর ক্ষমতার পরিচায়ক" দেবেন্দ্রনাথের 'লক্ষ্ণৌর আতা' সনেট (অশোকগুচ্ছ, ১৯০০) (অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য', ২য় সং, পৃ ২১৮)। কীটস্‌-এর কবিতার **fine palate**—সূক্ষ্ম ও তীব্র অনুভূতির যোগ্য রসনা দেবেন্দ্রনাথের ছিল,

তার প্রমাণ এই সনেটের শেষাংশ ঃ

দাও মোরে সেই জাতি সুবৃহৎ আতা,
থাকিত যা নবাবের উদ্যানে ঝুলিয়া ;
চঞ্চলা বেগম কোন্ হয়ে উল্লসিতা
ভাঙ্গিত ; সে স্পর্শে হর্ষে যাইত ফাটিয়া !
অহো কি বিচিত্র মৃত্যু ! আনন্দে গুমরি
যেত মরি রসিকের রসনা উপরি !

(দ্রষ্টব্য—'কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন', 'আধুনিক সাহিত্যজিজ্ঞাসা', শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়)।

গোবিন্দচন্দ্র অনুরূপ তীব্র অনুভূতির যোগ্য রসনার অধিকারী হয়েছেন চন্দন-তরুর বর্ণনায়—

দাঁড়ায়ে চন্দনলতা, চন্দনচর্চিত যথা
শরতের চারুচন্দ্র হাসে কুতূহলে,
উজলিয়া উপবন, উজলি কুসুমগণ,
চন্দনী চান্দনী তার চৌদিকে উছলে।
চুম্বনে চন্দনরস, পড়ে বুঝি টস্‌টস্‌,
রাঙ্গা চন্দনের বীচি অধরকমলে।

'ফুল' কবিতা প্রেমের তারল্যে ভাসমান। ফুলের মেলায় কবি প্রায় দিশেহারা—নব বসন্তের মলয়-পবন কবিহৃদয়কে আকুল করেছে—কদম্ব, শ্বেতপদ্ম, অপরাজিতা কবিকে বিবশ করে। 'ফুল' কবিতার উপজীব্য কিন্তু ফুল নয়, কবিপ্রিয়া।

কি সুন্দর ফুল !
সে যখন পুবে ফুটে, চরণে তপন লুটে,
রবি যেন রাঙ্গা, তারি মেখে পদধূলা!
তাহারি রূপের ভাতি,
জ্বলে অই সারারাতি,
চিলাইর সাদা জলে শশীতারাকুল !
কি সুন্দর ফুল ! (স্তবক ৩)

ফুলশয্যায় কবি তাঁর প্রিয়াকে সাজিয়েছেন—তার বুকে ফোটে কদম্ব, মুখে

শ্বেতপদ্ম, কালো নীল চুলে অপরাজিতা। তারই পদক্ষেপে যৌবন উথলে ওঠে, সৃষ্টিতে বাণ ডাকে।

কি সুন্দর ফুল।
যখন সে কাছে আসে, অমৃত আতরে হাসে,
আমারে হারাই আমি অধীর আকুল,
মনে করি সোজাসুজি,
স্বীকার করে না বুঝি,
কয়েদ করিলে কোলে হইতে কবুল।
কি সুন্দর ফুল! (স্তবক ৭)

কবির প্রকৃতি-সম্ভাষণ আসলে প্রেম-সম্ভাষণ। প্রেমের তারল্য, চাঞ্চল্য, আলস্য, ছলনা কবিকে মুগ্ধ, উন্মথিত, উদ্দীপ্ত করেছে। চন্দন কাব্যের ষোলটি কবিতা এই শ্রেণীভুক্ত—মদনের দিগ্বিজয়, সতিনী, সরলা, চন্দনতরুতলে, তারে আসিতে হৈল, দুটী বুলবুল, বালিকার প্রেম, ফুল, দেখিলে তারে, বুঝিতে নাহি চায়, সে করেছে রাগ, সে বুঝেছে ভুল, খামাখা, বালিকার খেলা, অপূর্ণ অধ্যায়, সব্ সব্ সব্

ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমের নানা রূপ-ও অনুভব-বৈচিত্র্য এইসব কবিতার উপজীব্য। প্রেমিক ও প্রেমিকার উক্তি-প্রত্যুক্তি, রাগ-বিরাগ, অভিমান-আব্দার, আড়ি-মান, অলস সুখ এনেছে বিচিত্র স্বাদ। যেমন, 'সরলা' কবিতায় হাস্য-নৈয়াম-বাদিনী প্রিয়ার প্রতি কবির উক্তি—'ও সরলা! এ বাজনা শিখেছিস কই?', 'খামাখা' কবিতায় প্রেমিকার উক্তি—'খামাখা সে ভালবাসে, আমি কি বাসিতে কই?', 'দেখিলে তারে' কবিতায় অভিনব ভঙ্গিতে প্রেমিকের প্রেমিকা-বন্দনা—প্রেমিকাকে পরী-ডাইনী-পিশাচীর সঙ্গে তুলনা, আবার 'সে করেছে রাগ' আর 'সে বুঝেছে ভুল' কবিতায় মান-অভিমানের ছদ্মবেশে প্রেমিক-প্রেমিকার উক্তিতে প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ। প্রেমিকার নিম্নধৃত উক্তিতে পাই প্রেমের বিচিত্র স্বাদ—

আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল!
ও নহে অধর মম
নীলাক্ত প্রবাল সম
সে দেখেছে নিসিন্দার নবীন মুকুল!
আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল! (সে বুঝেছে ভুল)

‘সরলা’ কবিতায় (১৩০২) হারমোনিয়াম-বাদিনীর প্রতি কবির কৌতুক-ভরা প্রেম-সম্ভাষণ :

ও সরলা ! এ-বাজনা শিখেছিস্ কই ?
ও হার্মোনিয়মে তোর ।
প্রাণ বেজে ওঠে মোর,
আমি যে লো একেবারে দিশেহারা হই !
অচল ধমনী শিরা
পুনঃ যেন চলে ফিরা’,
আঙ্গুলের টিপে টিপে নেচে ওঠে অই ।
ও সরলা ! এ বাজনা শিখেছিস্ কই ?

প্রেমের তারল্য, প্রেমের আলস্য, প্রেমের লঘু আনন্দ চন্দন কাব্যের প্রেম-কবিতায় নানা বিচিত্র রূপে প্রকাশিত ।
যেমন,—বালিকার চাঞ্চল্য-বর্ণনা—

আয় লো খেলাই !
জ্বালায়ে রূপের মণি, আয় লো হইব ফণী,
দংশিব তাহারি বুকে যারে কাছে পাই,
ছুঁইলে অধরপুটে, এ বিষ মস্তকে উঠে ।
কোথায় বাঁধিবে তাগা জা’গা তার নাই !
আয় লো খেলাই ! (বালিকার খেলা, ১৩০৩)

রতির আঁখিবাণে মদনের পরাজয়ের কাহিনী—

দুলিতেছে কাণে কনিকার দুল,
আবেশে অনঙ্গে করিছে আকুল,
কমল পরশে নয়ন টানা !
জ্যোস্না তরল দেহ-মহিমায়,
কুসুম-সৌরভ উছলিয়া যায়,
হলো না—হলো না ! হয়েছে ! না—না— !
একতানে করে কোকিল কূজন,
একতানে করে ভ্রমর গুঞ্জন,
বাজে একতানে বাঁশরী বীণা !

চতুরা রতির নয়নের বাণ
বুঝিয়া সময় বিঁধিল পরাণ
—দেখ দেখি কাম বাঁচিবে কিনা !

(মদনের দিগ্বিজয়, '২৮৫)

আপাত-ভয়ের ছদ্মবেশে প্রেমিকের প্রেমপ্রকাশের অভিনবতা, বিরূপতার আড়ালে নারীপ্রেমের বন্দনা—

কি জানি কি বিষে বিষে
আগুনের শীষে শীষে,
কি গিয়ে শোণিতে মিশে কহিব তা কারে,
কি ভীষণ হুপ্ দাপ্,
'কুদে 'কুদে' মারে লাফ,
বুক ভাসে ধমনীর আছাড়ে আছাড়ে !
ও-ছুড়ী কি ডাইনী তবে,
পিশাচী পেত্নী হবে,
অথবা স্বর্গের পরী মানবী আকারে,
কিম্বা কোন ব্রহ্মদৈত্যি,
বল্ তোরা বল্ সত্যি,
ও-যে রে আমার ভাই চাপিয়াছে ঘাড়ে ।

(ে খেলে তারে, ১৩০৩)

চন্দন কাব্যে প্রেমের এই বিচিত্র রূপের বন্দনা ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতায় বিশিষ্ট সংযোজন ।

॥ ৮ ॥

পরবর্তী কাব্য ফুলরেণু (১৮৯৬) সনেট-সংকলন । সনেটের সংখ্যা একশ বিশ । গোবিন্দচন্দ্রের কবিত্বশক্তির এক বিচিত্র পরিচয়স্থল 'ফুলরেণু' । সনেটগুলির রচনাস্থল শীতলপুর বাগানবাটী শেরপুর, ময়মনসিংহ শহর. জয়দেবপুর (ঢাকা), কলকাতা, মধুপুর (বিহার), লতপদি (ঢাকা), আগরতলা ; রচনাকাল ১২৯৫ বঙ্গাব্দ (১৮৮৮) থেকে ১৩০৩ বঙ্গাব্দ (১৮৯৬) । সনেটগুলির উপজীব্য জীবনের বিচিত্র রূপ, প্রণয়ের বিচিত্র রূপ—বিচ্ছেদ-ব্যবধান-বেদনা ও মিলন-আনন্দ-উল্লাস, পুরুষের নিষ্ঠা, রমণীর ছলনা, জন্মভূমি-বন্দনা, প্রকৃতি বন্দনা ও

বিবিধ উপলক্ষ।' কবিতার সিংহভাগ দখল করে আছে কবিপ্রিয়া সরলা ওরফে সারদাসুন্দরী—তার প্রতি কবির অনুরাগ সুখস্মৃতি-পর্যালোচনায়, অন্যলোক বাসিনীর উদ্দেশে নিবেদিত হৃদয়বেদনায়, শক্রভাবে-ভজনায়, প্রিয়া-অঙ্গের বর্ণনায় শরণ-ব্যাকুলতায় প্রকাশিত। জন্মভূমি-বন্দনা-মূলক সনেটসমূহের আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করেছি। এখানে কবির প্রিয়াবন্দনামূলক প্রেমের সনেটগুলিই আমাদের আলোচ্য। ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতার স্তর থেকে আদর্শায়িত প্রেমের স্তরে কবির উত্তরণ হয়েছে এই সনেটগুলিতে।

কবির জীবনে অন্যতর কূটগ্রন্থি—পত্নীপ্রেম ও পত্নীবিরহবেদনা। "ত্রিশ বৎসর বয়সে কবির প্রথমা স্ত্রী মারা যান। তাঁহার মৃত্যুর পরে কবির সমস্ত রচনায় একটি তিক্ততা, এক প্রকার জ্বালা, সমস্ত কথায়, বিশেষ নারী-সম্বন্ধীয় কথায়, অত্যন্ত জোর দিয়া উচ্চারণ করিবার অভ্যাস দেখা যায়। এমন আগে ছিল না, এই দুর্বিষহ ঘটনার পরে এটি নূতন আমদানি, বুঝিতে পারা যায় যে, স্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁহার জীবনে যে গ্রন্থি পড়ে তাহার সঙ্গে এই অভ্যাসটি জড়িত। প্রিয়জনের মৃত্যু মাত্রেই দুঃসহ হইতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে কিছু বিশেষ ছিল।··· তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গে নানারূপ জনশ্রুতি আছে। ··এই দুর্ঘটনার সঙ্গে যে রহস্যই জড়িত থাকুক না কেন, সেই ঘটনাটি কবির পরবর্তী সমস্ত কাব্যকে ছায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।. একদিকে কবির স্বর্গতা প্রেয়সী যেমন দিব্যরূপ লাভ করিয়াছে, আর একদিকে নারীর উপরে অবিচারকারীদের প্রতি সাধারণ ভাবে কবির ধিক্কার শতগুণ জ্বালাময় হইয়া উঠিয়াছে।···এই শোকাবহ ঘটনার স্বরূপ নিশ্চয় জানি না, তবে ইহাতে কবির জীবনে যে কূটগ্রন্থি পড়িয়াছিল সারা জীবনেও আর তিনি তাহা খুলিতে পারেন নাই। বিশ্বের নারীসমাজের সৌন্দর্য ও মাধুর্য, প্রণয় ও প্রেম, সংসারের যাবতীয় সুখ-দুঃখ—এক কথায় মানুষের সমগ্র জীবন—ঐ শোকাবহ মৃত্যুর ছায়ায় সমাচ্ছন্ন, ঐ স্মৃতির দ্বারা সকরুণ। আর শুধু তাই কেন বা বলি, পত্নী জীবিত থাকিলে পতির মনের যে দুর্দম আবেগ স্বাভাবিক ভাবেই শান্তি ও শমে ফিরিতে পারিত, নিষ্ফলতাজাত অতৃপ্তি তাহাতে একপ্রকার প্রচণ্ড তীব্রতা ও উত্তাপ দিয়াছে।" (শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, 'বাংলার কবি', ১ম সং, পৃ ২৯, ৩০, ৪১)।

'ফুলরেণু' কাব্যের একশ বিশটি সনেটের মধ্যে সত্তরটি সনেট কবিপ্রিয়া সারদার উদ্দেশে রচিত। সাত বৎসর ধরে কাব্যজীবনের মধ্যভাগে কবি গোবিন্দচন্দ্র প্রিয়ার অন্তর্ধানপটে প্রিয়ার চিরন্তন রূপ দেখেছেন।

মাত্র কয়েকটি সনেট অবলম্বনে কবির প্রেমসাধনার পরিচয় গ্রহণ করি। প্রেমার্চনাই কবির দেবার্চনা : এই ভাবটি 'আমার দেবতা' সনেটের মূল কথা :

হয়েছি সংসারত্যাগী উদাসী সন্ন্যাসী, [ক]
সকলে আমারে ভাবে সাধু মহাজন, [খ]
কেহই জানে না আমি কারে ভালবাসি, [ক]
আমার প্রাণের প্রিয় দেবতা কেমন। [খ]
কিরূপ তাহার পূজা কি যে উপাসনা, [গ]
কেমনে কোথায় তার করি আবাহন, [ঘ]
কি যে দেই পাদ্যঅর্ঘ্য চরণ-বন্দনা, [গ]
কেমনে কোথায় তার করি বিসর্জন ! [ঘ]
বিশুভ্র রমণীমূর্তি অতি শুভ্রবাস, [প]
এলানো কুন্তলরাশি নবমেঘময়, [ফ]
নয়নে জাগিয়ে আছে শত সর্বনাশ, [প]
নিত্যপূজি দিয়ে তারে সরক্ত হৃদয়। [ফ]
অশ্রুজল পাদ্য অর্ঘ্য, মন্ত্র হাহাকার, [চ]
জীবনের সঙ্গে চিরবিসর্জন তার ! [চ]

(সনেট সংখ্যা ৮/৬ মাঘ ১২৯৬)

'ক্ষতি নাই' (সনেট সংখ্যা ১২, রচনা ৬ অগ্রহায়ণ ১২৯৮) প্রিয়া-বন্দনা। মনে রাখতে হয়, কবিপ্রিয়া সারদাসুন্দরীর মৃত্যু হয় ১২ অগ্রহায়ণ ১২৯২ বঙ্গাব্দে (১৮৮৫ খৃ)। তাই সব সনেটই স্মৃতি-পুষ্পাঞ্জলি। 'ক্ষতি নাই' সনেটে কবি বলেছেন, তাঁর কিছুই প্রয়োজন নাই, শরৎ বসন্ত বর্ষায় প্রয়োজন নাই, তাঁর কাছে সবই তুচ্ছ—

যদি এ বিশাল বিশ্ব হয় ভস্ম-ছাই,
তুমিই আমার আছ কিছু ক্ষতি নাই।

'তবে কেন' (সনেট সংখ্যা ২৫, রচনা ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫) প্রেমিকের নিন্দাচ্ছলে প্রেমিকার প্রণয়াসক্তির প্রকাশ। প্রেমিকার হৃদয়-রহস্য সম্পর্কে প্রেমিকের প্রশ্ন :

আর ত লাগে না ভাল এত জ্বালাতন,
এমন করিয়া আর পারি না সাধিতে,
জানি না বুঝি না তার কেমন যে মন,
একটু হয় না দয়া পাষাণের চিতে !

একটু দেখিতে দূরে করে পলায়ন,
আমারে দেখিলে যেন কত হবে পাপ,
আমি কি দানব দস্যু রাক্ষস এমন,
শুনিতে আমার নাম করে অভিশাপ !

বিভ্রান্ত প্রেমিকের জিজ্ঞাসা—

শত্রু ভাবে—পর ভাবে তবু সে আমারে,
প্রাণ দিয়ে প্রাণে মরি তবে কেন তারে ?

সংশয়চ্ছলে কবি তাঁর প্রেম নিবেদন করেছেন ।

'আগে ছিল মন' (সনেট-সংখ্যা ৩২/রচনা ৭ অগ্রহায়ণ ১২৯৮) সময়-ব্যবধানে মানসিক ব্যবধানের স্বীকৃতি ।

আগেও আছিল এই বাধা সমুদয়,
তখন হইত জ্ঞান তৃণের সমান,
এখন হয়েছে তারা উচ্চ হিমালয়
করিয়া দুইটি বুকে দূর ব্যবধান ! .....
............আগে ছিল মন,
আগে ছিল স্নেহ দয়া মমতা তাহার,
নোয়াইয়া দিত বিন্ধ্যশিখর আপন ।
এখন পথের ধূলি উঠে ঊর্দ্ধমুখে,
খাড়া হয় হিমাচল দুজনার বুকে ।

'খই ভাজা' (সনেট-সংখ্যা ৫২ (রচনা ২ ভাদ্র ১২৯৮) ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমের চিত্র । এখানে গোবিন্দচন্দ্রের সকল দোষ-গুণ বৈশিষ্ট্য চমৎকার ভাবে প্রকাশিত । কবির গ্রাম্য সারল্য, অসংস্কৃত বাস্তবানুগত্য, অমার্জিত দেহাসক্তি, অসংযত রূপ-তন্ময়তা এখানে প্রকাশিত । এই কবিতার রচনা (১৮৯১) মানসী কাব্য (১৮৯০) প্রকাশের পরে । মানসী কাব্যে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যভাবনা ও শিল্পসংযমের দ্বারা গোবিন্দচন্দ্র যে কিছুমাত্র প্রভাবিত হন নাই, তার প্রমাণ এই সনেট । বাস্তবচিত্রণের অন্তরালে একটি কৌতুকপ্রবণ বাস্তবপ্রবণ কবিমনের সক্রিয়তা লক্ষণীয় । খইভাজায় ব্যস্ত রমণীর ছবি—বুঝি-বা কেবল গোবিন্দচন্দ্রই তাঁর গ্রাম্য সারল্য ও নিঃশঙ্ক অচেতনায় এই আলেখ্য অংকন করতে পারেন সমস্ত শহুরে শুচিবায়ু ও বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে ।

শারদ পূর্ণিমা কাল্ পুণ্য কোজাগর, [ক]

গৃহস্থবধূরা তাই ব্যস্ত আজ কাজে, [খ]
শ্বেতপদ্মসম এক নারী মনোহর [ক]
জ্বলন্ত চুলার পারে বসে' খই ভাজে। [খ]

চাপিয়া বিশাল উরু সুবিশাল বুকে [গ]
ঢাকিতে পারেনি বামা, কক্ষতল দিয়া [ঘ]
অনাবৃত লাবণ্যের আবর্ত অর্দ্ধেকে, [গ]
আরক্ত অনল ছটা পড়িছে আসিয়া! [ঘ]

অগ্নিময় তপ্ত খোলা তপ্ত বালু তায়, [প]
রমণী দিতেছে তাহে মুঠা মুঠা ধান, [ফ]
ফুটিয়া উঠিয়া খই লুটে পড়ে পায়, [প]
তাহাদের কতগুলা বিদীর্ণ পরাণ! [ফ]

দেখি সে অপূর্বরূপ আমি মরি লাজে, [চ]
রমণীর ভালবাসা বুঝিলাম কাজে! [চ]

কবি এই কর্মরতা রমণীর সৌন্দর্যপ্রান্তে আনন্দে কৌতুকে শ্রদ্ধানুরাগ জানিয়েছেন। এই কবিতার পিছনে যে গ্রাম্য সারল্য ও বন্যনগ্নতা আছে, তা বাংলাকাব্যে সুদুর্লভ।

এই সনেটের জুড়ি 'আম মাখা' (সনেট-সংখ্যা ৬২/রচনা ২০ বৈশাখ ১৩০০)। আরেক কর্মরতা গ্রাম্য নারীর ছবি—সর্বপ্রকার শহুরে ভব্যতা ও শুচিবায়ু বর্জন করে অনাবিল গ্রাম্য সারল্য ও নিঃসংকোচ মুগ্ধতায় কবি এই আলেখ্য অংকন করেছেন:

বৈশাখে বিকালবেলা বিনোদ বিমল, [ক]
কাঁচ হাতে কাঁচা আম কাটে এক বালা, [খ]
এলায়ে পড়েছে গায় সুনীল কুন্তল, [ক]
মাণিক-মৈনাকে যেন নীলমেঘ ঢালা! [খ]

বসোরা-গোলাপ-গাল বসন্ত-প্রভাতে, [গ]
গলে তার হেমময় মোহনিয়া মালা, [ঘ]
কাসন্দ ও কাঁচালঙ্কা আর লেবুপাতে, [গ]
সম্মুখে রাখিয়া কালো পাথরের থালা, [ঘ]

চম্পক আঙ্গুলে আম মাথে কচালিয়া [প]
গোলাপ রঞ্জিয়া উঠে অরুণ আভায়, [ফ]
লুকায়ে বিদেশী দেখে দূরে দাঁড়াইয়া, [প]
আকুল আগ্রহে আর লোভে লালসায় ! [ফ]

আমমাখা থালা আর অধরকমল, [চ]
কি দেখিয়া জিবে ওর আসিয়াছে জল ? [চ]

দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'লক্ষ্ণৌর আতা' সনেটে যে কীট্সীয় fine palate আমরা একটু আগেই দেখেছি, 'আম মাখা' সনেট তারই সঙ্গে একাসনে বসতে পারে। সূক্ষ্ম ও তীব্র অনুভূতির যোগ্য রসনা ও কাব্যবাসনা গোবিন্দচন্দ্রের ছিল। সনেটের অন্তিম শ্লোক-বন্ধে কবি রূপমুগ্ধ দর্শকের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যে ধাঁধা উপস্থিত করেছেন তাতে তাঁর কাব্যকৌশলের পরাকাষ্ঠা হয়েছে, এতে সন্দেহ নেই। রূপাসক্তি আর রসনার লোভ, দুয়ের মধ্যে কোন্‌টির আকর্ষণ তীব্রতর, তা বলা সুকঠিন। প্রেমিকের এই ধন্দকে কবি চমৎকার কাব্যরূপ দিয়েছেন।

ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমের স্তর থেকে আদর্শায়িত প্রেমের স্তরে কবির যাওয়া-আসা স্বচ্ছন্দ। তার প্রমাণ 'সারদার প্রেম' (সনেট-সংখ্যা ৫৯ / রচনা ২ ফাল্গুন ১২৯৭)। লোকান্তরিতা সারদার প্রেমের কৃতজ্ঞ-স্মরণ এই সনেট। এই প্রেম কবিকে বাস্তব দুঃখ-বেদনা-উত্তীর্ণ এক পরম মমতাময় শান্তিলোকের সন্ধান দিয়েছে :

না না না সে দেবরাণী দেবদেশে গিয়া,
আজিও সারদা বুঝি ভোলে নি আমায়,
শত চক্ষে শত স্নেহে দেখিছে চাহিয়া,
স্বর্গমর্ত্তব্যাপী তার দীর্ঘ পিপাসায় !

কবিপ্রিয়ার মমতায় স্নাত কবির তাই সকৃতজ্ঞ স্মরণ :

এত প্রেম এত দয়া আছে আর কার,
সারারাত জেগে থাকে শিয়রে আমার !

এখানেই কবি বাস্তব জীবনের হাহাকার ও অতৃপ্তির নরক থেকে এক শান্তিলোকে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

এই অবসরে বাংলা সনেটের ক্ষেত্রে কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের স্থান কোথায় তা বিচার করা যেতে পারে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সনেটের প্রবর্ত্তক।

মধুসূদন তিন শ্রেণীর সনেট রচনা করেছিলেন—(ক) বিশুদ্ধ পেত্রার্কীয় রীতির সনেট—স্পষ্ট দুটি ভাগ, অষ্টকের শেষে ষটক শুরু হবার আগে স্বল্প বিরাম, ভাবের ও সুরের বিরাম—পংক্তির মিল-বিন্যাস—অষ্টকে ক খ খ ক ক খ খ ক, ষটকে গ ঘ ঙ গ ঘ ঙ—উদাহরণ 'কমলে কামিনী'। (খ) সেক্‌সপীরীয় রীতির সনেট—পূর্বরীতির সব নিয়ম এখানে লঙ্ঘিত—তিনটি চৌপদী, শেষে একটি মিলযুক্ত পয়ার—একটি ভাবের মাধুর্য বিকিরণ ও আকস্মিক সমাপ্তি—মিল বিন্যাস ক খ ক খ ক খ ক খ গ ঘ গ ঘ ঙ ঙ—উদাহরণ 'কাশীরাম দাস', মিল বিন্যাস : ক খ ক খ খ ক খ ক গ ঘ ঘ গ ঙ ঙ, উদাহরণ—'বঙ্গভাষা'। (গ) শিথিল পেত্রার্কীয় রীতির সনেট—অষ্টকে ও ষটকে আছে মিলের বৈচিত্র্য—মিল-বিন্যাস তাই নানা রকমের—ক খ ক খ ক খ ক খ, ক খ ক খ খ ক খ ক, ক খ ক খ ক খ খ ক ইত্যাদি, চছ চছ চছ, চছ ছচ ছচ, চছজ চছজ ইত্যাদি ; উদাহরণ, 'বিজয়াদশমী', 'নিশা', 'সুভদ্রা'।

দেবেন্দ্রনাথ সেনের সেক্‌সপীরীয় রীতির সনেটই সংখ্যায় ও সার্থকতায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'অশোকগুচ্ছ' (১৯০০) ও 'নারীমঙ্গল' সংকলনে এ ধরনের সনেট পাওয়া যায়। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত সনেটের নাম ও মিল-বিন্যাসে এর পরিচয় পাই। 'লক্ষ্মৌর আতা'—ক খ ক খ ক খ ক খ প ফ প ফ চ চ। 'অশোকতরু'—ক খ ক খ ক গ ক গ প ফ প ফ চ চ। 'প্রিয়তমার প্রতি'—ক খ খ ক ক গ গ ক প প ফ ফ চ চ।

অক্ষয়কুমার বড়ালের সনেট সংখ্যায় বেশি নয়, মাত্র ত্রিশটি। এগুলি ছড়িয়ে আছে 'কনকাঞ্জলি', 'ভুল', 'শঙ্খ' কাব্যে ও বিবিধ-পর্যায়ে। তিনি পেত্রার্কীয়, সেকসপীরীয়, দুই রীতিতেই সনেট রচনা করেছেন। পেত্রার্কীয় রীতির সনেট আছে 'কনকাঞ্জলি' ও 'শঙ্খ' কাব্যে, সেকসপীরীয় রীতির সনেট সংকলিত হয়েছে 'ভুল' ও 'শঙ্খ' কাব্যে ও বিবিধ পর্যায়ে। অক্ষয়কুমারের পেত্রার্কীয় সনেটের উদাহরণ—'শত নাগিনীর পাকে' (কনকাঞ্জলি)', মিলের রীতি—ক খ খ ক ক খ খ ক চছচছচছ। মিলবিন্যাসে নিখুঁত পেত্রার্কীয়। কনকাঞ্জলির 'দু দিকে', 'সে নেত্রে', 'হৃদয় সমুদ্রসম' সনেট পেত্রার্কীয় রীতি অক্ষুণ্ণ আছে। ভুল' কাব্যের দশটি সনেটই সেকসপীরীয় রীতিতে রচিত। 'শত ধিক্' সনেটে খাঁটি সেক্‌সপীরীয় মিল-রীতি পাই—কখ কখ গঘ গঘ পফ পফ চচ। অন্যান্য সনেটগুলিতে মূলত সেক্‌সপীরীয় রীতি অনুসৃত হয়েছে। যেমন, 'চুম্বন'—কখ কখ গখখগ পখপখ চচ। 'আলিঙ্গন'—কখখক গঘঘগ পফপফ চচ।

'রবীন্দ্রনাথ'—ক খ ক খ গ ঘ গ ঘ প প প প চ চ।

রবীন্দ্রনাথ 'কড়ি ও কোমল' থেকে 'সেঁজুতি' পর্যন্ত কাব্যজীবনে মাঝে মাঝে সনেট ও চতুর্দশপদী কবিতা লিখেছেন। গত শতকে তাঁর লেখা সনেট সংকলিত হয়েছে 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) ও 'মানসী' (১৮৯০) কাব্যে। সনেট রবীন্দ্র-প্রতিভার যোগ্য বাহন না হওয়া সত্ত্বেও সনেটের সংক্ষিপ্ত পরিসরে কাব্য-ভাবনার সংহত রূপ দিতে তিনি সেদিন আগ্রহ বোধ করেছিলেন। 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসী' কাব্যে মোট বাষট্টিটি (৫৮+৪) চোদ্দ চরণের কবিতা আছে। তাঁর মধ্যে মাত্র তিনটি পেত্রার্কীয় রীতিতে রচিত—'ছোটো ফুল', 'পূর্ণ মিলন', 'হৃদয়-আকাশ'। কিন্তু এগুলি খাঁটি পেত্রার্কীয় রীতির সনেট নয়।

খাঁটি সেক্‌সপীরীয় মিল-রীতি অনুসৃত হয়েছে বারোটি সনেটে—'হৃদয়ের ভাষা', 'স্মৃতি', 'কেন,' 'পবিত্র প্রেম', 'অস্তমান রবি', 'অস্তাচলের পরপারে', 'অক্ষমতা', 'জানিবার চেষ্টা' 'কবির অহঙ্কার', 'বিজনে', 'সত্য' (১), (কড়ি ও কোমল); 'তবু' (মানসী)। এগুলির মিল-রীতি—কখকখ গঘগঘ পফপফ চচ। এছাড়া এমন কতগুলি সনেট রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন যাদের মধ্যে সেক্‌সপীরীয় পয়ারপুচ্ছ আছে বটে, কিন্তু তাদের চতুষ্কত্রয়ে নিয়মের বিশ্বস্ত অনুকরণ নেই। যেমন—'প্রাণ', 'স্তন' (১), 'স্তন' (২), 'চুম্বন', 'বিবসনা', 'বাহু', 'হৃদয়-আসন,' 'স্বপ্নরুদ্ধ'। এগুলিতে মিল-প্রয়োগে ও গঠনভঙ্গিতে স্বেচ্ছাচারিতা প্রশ্রয় পেয়েছে। এগুলিকে সনেটের কঠিন সংযম ও শৃঙ্খলা থেকে ভ্রষ্ট বলা যেতে পারে। আর কয়েকটি কবিতা আছে যেগুলিতে সনেটের কোনো নিয়ম মানা হয়নি, সেগুলিকে বলা যায় পয়ারপুচ্ছহীন চতুর্দশপদী মাত্র। যেমন—'গীতোচ্ছ্বাস', 'চরণ', 'অঞ্চলের বাতাস', 'নিদ্রিতার চিত্র', 'পবিত্র জীবন', 'সিন্ধুগর্ভ', 'সিন্ধুতীরে'।

গোবিন্দচন্দ্র দাসের সামনে সনেটের আদর্শ হিসেবে ছিল মধুসূদন দত্ত, রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ রায়, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল ও রবীন্দ্রনাথের সনেট ও সনেটকল্প কবিতা। গোবিন্দচন্দ্র কোনো বিদেশী সনেটের দ্বারা প্রভাবিত হননি। তিনি মধুসূদনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর সনেটের বিষয়-বৈচিত্র্য ও গঠনরীতি এর প্রমাণ।

গোবিন্দচন্দ্রের কবিস্বভাব সনেটের অনুকূল ছিল না। তিনি সুতীব্র অসংযত আবেগ ও উচ্ছ্বাসের কবি। তাঁর হৃদয়ের ক্ষোভ ও বেদনা প্রশমিত হবার অবসর পায় নাই। "জন্মভূমি ও পত্নী, জন্মভূমির সৌন্দর্য ও পত্নীর প্রেম—এই

দুইটি হইতে অকালে আকস্মিক ভাবে শোকাবহ ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় কবির মনে যে ক্ষত সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই ক্ষতমুখে তাঁহার কবিতা উৎসারিত হইয়াছে।" (শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, 'বাংলার কবি', ১ম সং. পৃ ৭১)। তার ফলে কবির উপলব্ধিতে প্রশান্তি ও ধ্যানের নিভৃত অবসর কখনই দেখা দেয়নি। পত্নী-প্রেম ও জন্মভূমি-প্রীতি সনেটের উপযোগী বিষয় হওয়া সত্ত্বেও তিনি সার্থক সনেট লিখতে পারেননি, কারণ সনেটের শৃঙ্খলা, সংযম ও ভারসাম্য তাঁর অনায়ত্ত ছিল। কাব্যপ্রসাধন কলায় তাঁর ছিল নিতান্ত অমনোযোগ, সে কারণেই সনেটের কাব্যদেহপরিমার্জনায় কোনো সাফল্য তিনি অর্জন করেননি। তিনি মোটামুটি সেকসপীরীয় রীতির অনুসরণে সনেট রচনা করেছেন। বলা বাহুল্য, সে রীতি যথাযথ অনুসৃত হয়নি। নিয়মের ব্যভিচার ও শৈথিল্যের উপরই তাঁর সনেট দাঁড়িয়ে আছে। সেকসপীরীয় রীতির সনেটের মূল কাঠামো—তিনটি চতুষ্ক ও অন্তমে দ্বিপদী—তিনি রক্ষা করেছেন। তিনি মূলত কখকখ গঘগঘ পফ পফ চচ মিল-রীতি অনুসরণ করেছেন। প্রায়শই এই রীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন—কখকখ গখগখ পফপফ চS। ('আমার দেবতা' সনেট তার উদাহরণ)।*

॥ ৯ ॥

গোবিন্দচন্দ্রের জীবনের শেষ পর্বের কাব্যসাধনার পরিচয় পাই 'বৈজয়ন্তী' (১৯০৫) কাব্যে ও পরবর্তী তের বছরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কিন্তু গ্রন্থাকারে অনিবদ্ধ কবিতায়। 'স্বদেশ' (১৩১৪), 'তাড়কার বন' (১৩১৫), 'জগন্নাথের রথযাত্রা' (১৩১৫), 'বেদমন্ত্র' (১৩১৬), 'কবে মানুষ মরে গেছে' (১৩১৭), 'আমার চিতায় দিবে মঠ' (১৩১৮), 'থাকুক আমার বিয়া' (১৩১৮), 'দিন ফুরায়ে যায়' (১৩১৮), 'কেন বাঁচালে আমায়' (১৩১৮), 'পুংসবন' (১৩২১), 'জয় জগদীশ্বর' (১৩২৪), 'সৌরভ' (১৩২৪), 'অসুর পূজা' (১৩২৫) প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতা গ্রন্থভুক্ত হয়নি, অথচ গোবিন্দ-কবিমানসের পরিণতিবিচারে এগুলি বিশেষ মূল্যবান। বৈজয়ন্তী কাব্যের কবিতা-সংখ্যা পঞ্চাশ। বাৎসল্য ও প্রেম এ কাব্যের প্রধান উপজীব্য। প্রেমের বিচিত্র রূপ—অনুযোগ, অভিমান, অনুনয়, ছদ্ম-বিরূপতা, জ্বালাময় স্মৃতি, সুখ-স্মৃতির মাধ্যমে রূপায়িত। সেই সঙ্গে

---

* সনেটের এই আলোচনার জন্য আমি ঋণী ডঃ জীবেন্দ্র সিংহরায়ের কাছে—তাঁর গ্রন্থ আধুনিক বাংলা গীতি 'কুশিক্কা: সনেট' এ আলোচনার অবলম্বন।

আছে জন্মভূমিপ্রীতি, গ্রামজীবনের ছবি, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা। আর কিছু অকিঞ্চিৎকর কবিতা যাতে আছে উপলক্ষের ছাপ। বৈজয়ন্তী কাব্যের 'কেমন তোমার লীলা' (১৩১১), 'তুমি না থাকিলে' (১৩১২) ও পরবর্তীকালে রচিত 'বেদমন্ত্র' (১৩১৬), 'দিন ফুরায়ে যায়' (১৩১৮), 'কেন কাঁদালে আমায়' (১৩১৮), 'জয় জগদীশ্বর' (১৩২৪) কবিতানিচয় প্রমাণ করে কবি তাঁর অশান্ত জীবনে এক ধ্রুবের সন্ধান পেয়েছিলেন—যেখানে অনেক দুঃখের অনেক সান্ত্বনা অপেক্ষা করছে তাঁর জন্যে।

জীবনের শেষ পর্বে বাৎসল্য কবির একটি বড়ো আশ্রয় হয়ে দেখা দিয়েছিল। 'দেব পুষ্পরথ', 'আমি ও সে', 'দিগ্বিজয়ী বীর', 'ভোলাবাবু ঘুম যায়,' 'গান', 'আড়ি' কবিতাগুলি তার প্রমাণ। প্রথমা স্ত্রী সারদার গর্ভজাত দুই কন্যা প্রমদা ও মণিকুন্তলা কবির জীবিতকালেই মারা যায়। 'প্রমদা' (প্রেম ও ফুল) ও 'মণিকুন্তলা' (কস্তুরী) কবিতায় পিতৃহৃদয়ের শোক ভাষারূপ পেয়েছিল। দ্বিতীয়া স্ত্রী প্রেমদাসুন্দরীর গর্ভে চার পুত্র ও তিন কন্যার জন্ম হয়। প্রথম পুত্র অরবিন্দ ওরফে ভোলাকে (জন্ম ২০ অগ্রহায়ণ ১৩০৩) নিয়ে লেখা আলোচ্যমান পাঁচটি কবিতায় (রচনা ১৩০৩—১৩০৯ বঙ্গাব্দ) কবির বাৎসল্য শতধারায় উচ্ছ্বসিত হয়েছে।

প্রথম পুত্রের জন্মকে অভিনন্দন জানিয়ে কবি লিখেছেন, 'ভূতলে নেমেছে নাকি দেব পুষ্পরথ' ('দেব পুষ্পরথ')। 'তুমি সাত রাজার ধন' ('গান') 'ভোলাবাবু ঘুম যায়, ভোলাবাবু ঘুম যায়' ('ভোলাবাবু ঘুম যায়') আসলে শিশু-ভোলানো ছড়া। 'দিগ্বিজয়ী বীর' কবিতায় দশমাস বয়স্ক শিশুকে সহর্ষ অভিনন্দন জানানো হয়েছে। বাৎসল্যরসের শ্রেষ্ঠ কবিতাদুটি হলো 'আমি ও সে', 'আড়ি'। প্রথমটিতে পিতা (আমি) ও মাতার (সে) জবানীতে শিশুর অভ্যর্থনা পালাক্রমে বর্ণিত। কবিতার এই অভিনব বাণীরূপ চমৎকার এফেক্ট সৃষ্টি করেছে। পিতা ও মাতার উত্তর-প্রত্যুত্তর, স্নেহ ও কৌতুক, বাৎসল্য ও পরিণত প্রেমের টানা-পোড়েন কবিতার স্বাদ বাড়িয়ে দিয়েছে। মাত্র দুটি চাপানও তোরে এই কৌতুকের স্বাদ পাঠক পাবেন।

আমি। আয় রে ভোলা আমার কোলে,
আমার কোলে আয়!
আদর যতন কর্ব কত
চুমো দিব শত শত,

পর্শে তোর হর্ষে সুধা বর্ষে সারা গায়।
আয় রে ভোলা আমার কোলে,
আমার কোলে আয়।

সে। আয় রে ভোলা আমার কোলে,
আমার কোলে আয়!
রাঙ্গা চুমো যদি খাবি
আমার কাছে কেবল পাবি
এমন চুমো তুই থাক্ তোর বাবা পেলে খায়।
আয় রে ভোলা আমার কোলে,
আমার কোলে আয়!

‘আড়ি কবিতায় কবি ছদ্ম,-দুঃখের আড়ালে প্রেম ও বাৎসল্যের টানাটানি দেখিয়েছেন। পুত্র এসে জায়াকে কেড়ে নেয়, জায়ার স্থান নেয় জননী, স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে ব্যবধান রচনা করে পুত্র—সংসারের এই মধুর সত্য এখানে প্রতিষ্ঠিত। লঘু ছন্দের তারল্যে ছদ্ম-দুঃখের নির্মোক খসে গেছে। বাৎসল্যগর্বে গর্বিত পিতৃ-হৃদয় এখানে প্রকাশিত।

আমার, ভোলার সাথে আড়ি!
আমি, ভয় করি না, তারে বিনা,
জগৎ জিত্তে পারি!
কেবল, ভোলার সাথে হারি!
আমি, এদ্দিন যার একলা ছিলাম
মালিক অধিকারী,
ভোলা এসে, এক নিমেষে,
দখল নিল তারি!
তারে দেখি সুখে, হাস্য মুখে
বুকে [illegible] নারী,
ভাই রে, সেই অবধি একটু যদি,—
শপথ কর্ত্তে প্যারি।
তারে, সাম্‌নে রেখে, পিঠে থেকে,
নিদ্রা যেতে নারি,

ভাই রে, আলোর পাছে, কালো বেশি,
মশার কামড় ভারি !

বাৎসল্যরস আর দাম্পত্যরসের মেশামেশি হয়েছে এখানে।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকবিতার অন্যতম প্রধান ফসল গার্হস্থ্য জীবনের কবিতা। শিশুকে ঘিরে যে বাৎসল্যরস তার সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, মানকুমারী বসু, রমণীমোহন ঘোষ, কুসুমকুমারী দাসের কবিতায়। এই ধারায় মূল্যবান সংযোজন গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতা। (গার্হস্থ্য জীবনের কবিতা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য,' পঞ্চম অধ্যায়)।

বৈজয়ন্তী কাব্যের প্রধান ফসল প্রেমকবিতা। প্রেমের বিচিত্র রূপ এখানে প্রকাশ পেয়েছে। অনুযোগ ও অভিমান, অনুনয় ও ছদ্ম-বিরূপতা, জ্বালাময় স্মৃতি ও সুখস্মৃতির মাধ্যমে কবি প্রেমালেখ্য রচনা করেছেন। ছদ্ম-বিরূপতার আড়ালে রমণী-প্রেমের কাছে কবির আত্মসমর্পণ এইসব কবিতার মূল ভাব। এই ভাবটির সার্থক প্রকাশস্থল 'শত্রু' কবিতাটি। কবিতার উপস্থাপন-রীতিটি চমকপ্রদ—

রমণী আমার শত্রু, আমি শত্রু তার,
পৃথিবীতে হেন শত্রু কেহ নহে কার।
শশাঙ্কের রাহু শত্রু সে ত গিলে ছাড়ে,
আমি করি চিরগ্রাস পাইলে তাহারে।· ···
পুরুষের তীক্ষ্ণ অসি তীক্ষ্ণ তরবার
অমৃত মরণে করে যাতনা উদ্ধার।
নারী করে গুপ্তহত্যা আঁখির আঘাতে,
অনন্ত বিষাক্ত মৃত্যু ঢেলে দিয়ে তাতে।
জীবনের দিন দণ্ড পল অনুপল,
মরণ মরণ মম মরণ কেবল
মৃত্যুময় এ জীবন বহিতে না পারি ;
রমণী আমার শত্রু, আমি শত্রু তারি।

'কি দিতে বাকি ?', 'মিছা প্রাণ দিছি', 'নারী', 'আসিব' কবিতায় এই বক্তব্যের অনুসৃতি। নারীর প্রতি সহস্র অনুযোগ, তবু তারি প্রসন্নতা লাভের

জন্ত কবির ব্যাকুলতা ভাষারূপ পেয়েছে এই কবিতাগুলিতে। ছদ্ম-নিন্দা ও বিরূপতায় আড়ালে নারী-রূপ-যৌবনের স্তুতি।

যেমন,

নারীর অধর-সুধা নারী সদা খায়,
পুরুষ পাগল করে দেখিলে নেশায়!
নারী নহে মত্ত সেই অধর-আসবে,
বোতল মাতাল হতে কে দেখেছে কবে? ....
সাগরে বাড়বানল, দন্তে বিষ ফণী,
জলে না মরে না প্রেমে তেমনি রমণী!
নারীর পূর্ণিমা-রূপে, যৌবন বন্যায়!
পুরুষ ভাসিয়া গিয়া হাবুডুবু খায়!
চিরপূর্ণ সমুদ্র সে জোয়ারে কি ভাসে,
নদী নালা ডাঙ্গা ডোবা ফাঁফর উচ্ছ্বাসে! ('নারী')

অন্য উপমাচিত্রপটে এই বক্তব্যের পুনঃ উপস্থাপন—

সোহাগায় সোনা গলে লোহা গলে তাতে,
পাথর গলিয়া যায় আগ্নেয়-উৎপাতে!
চকোরের অনুনয়ে গলে সুধাকর,
অরুণ করুণা গলে পদ্মের উপর!......
যা আছে জগতে কিছু গলে সে সকল,
তোমার হৃদয়খানি গলে না কেবল।
হইলে লোহার ভীম, বজ্রের দধীচি,
তথাপি গলিত প্রাণ;—মিছা প্রাণ দিছি! ('মিছা প্রাণ দিছি')

কস্তুরী কাব্যের 'আমার ভালবাসা' ও 'উলঙ্গ রমণী' কবিতায় গোবিন্দচন্দ্রের প্রেমভাবনার অকুন্ঠিত প্রকাশ আমরা পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে লক্ষ্য করেছি। গ্রাম্য সরলতা. অকুণ্ঠ বাস্তবানুগত্য, অলজ্জ স্পষ্টভাষণ কবিতা দুটির মূলধন। বাস্তব প্রেমের সাহসিক অকুণ্ঠ নগ্ন দৃপ্ত স্বীকৃতি কবিতার ভিত্তিভূমি। কবির স্বীকৃতিতে নেই কুণ্ঠা, নেই আবরণ, আছে স্পষ্ট লজ্জাহীন আত্মঘোষণা। এক প্রচণ্ড উত্তাপ ও অতৃপ্তি এখানে বিচ্ছুরিত। শোকাহত কবির দগ্ধহৃদয়-নির্গত লাভাস্রোত এখানে উত্তাপ ও তীব্রাবেগযোগে নির্গত।

এই মনোভাবের আর-এক প্রকাশ বৈজয়ন্তী কাব্যের 'নৃসিংহ' কবিতাটি (১৩১০)। উত্তাপে ও তীব্রতায় এর জুড়ি আধুনিক বাংলা কাব্যে নেই। বোধকরি কবি মোহিতলাল মজুমদারের দেহবাদী কবিতাগুলি এর একমাত্র জুড়ি। মোহিতলাল গোবিন্দচন্দ্রের অনুরাগী পাঠক ছিলেন সে-কথা এখানে স্মর্তব্য। পত্নীর শোকাবহ মৃত্যু কবির জীবন থেকে সব শান্তি ও স্থিতি হরণ করে নিয়েছিল। সারা জীবনে কবি এই মৃত্যুর দ্বারা তাড়িত। কবিমনের দুর্দম আবেগ শান্তি ও স্থিতি না পেয়ে নিষ্ফলতাজাত অতৃপ্তির দ্বারা তাড়িত হয়েছে। 'আমার ভালবাসা' ও 'উলঙ্গ রমণী'তে তার উত্তপ্ত উগ্র রূপ আমরা লক্ষ্য করেছি, তার পুনরাবির্ভাব হয়েছে 'নৃসিংহ' কবিতায়। তাই কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হয় দৃপ্ত উগ্র সংকল্প—

দিলে যদি সব দেও যা আছে তোমার,
এক কণা এক বিন্দু রাখিব না আর।
আকণ্ঠ লইব চুষি,   যত ইচ্ছা, যত খুসি,
চুষে নিব মেদমজ্জা শুষে নিব হাড়।
ও বিশাল বক্ষ চিরা',   হৃৎপিণ্ড লইব ছিঁড়া',
চুষিব ধমনী শিরা কৈশিকা অপার।
অণুতে অণুতে চুষি,   সমস্ত লইব শুষি,
রাখিব না খোসা ভূষি ছাইভস্ম আর,
দিলে যদি সব দেও যা আছে তোমার। (স্তবক ১)

দিলে যদি সব দেও যা আছে তোমার,
আগে দিয়ে পরে 'না, না,'   আগে ত ছিল না জানা,
কে তোমার শোনে মানা বৃথা ছলনার।
শতজন্ম উপবাসী,   খেয়েছি যে সুধারাশি,
আজ নাকি দেওয়া যায় উগারিয়া আর ?
সরলা, তোমারে কহি,   জহ্নুমুনি আমি নহি
আমি যে করেছি পান নহে ফিরিবার।
আমি রাহু যারে গ্রাসি,   আমি যারে ভালবাসি,
জীবনে মরণে মুক্তি নাহিক তাহার। (স্তবক ৫)

যাও নারি, যাও ফিরা',   নতুবা ও বক্ষ চিরা'
চুষে নিব হৃৎপিণ্ড শুষে নিব হাড়,

প্রেমের ভীষণ দৃশ্য, নিরখিয়া কাঁপে বিশ্ব,
ভীষণ নৃসিংহ রূপ প্রেমে অবতার।
দিলে যদি সব দেও, যা আছে তোমার। (স্তবক ৬)

উত্তাপ ও তীব্রতায় বাংলা কাব্যে এইতিন কবিতার দোসর নেই। ইংরেজ কবি বার্নস-এর রচনায় এই জাতীয় মনোভাবের সমর্থন মেলে।

এই প্রবল উত্তাপ ও তীব্র আবেগ দীর্ঘকাল ধরে রাখা কঠিন। একই আবেগের শিখরে মানবহৃদয় দীর্ঘকাল অবস্থান করতে পারে না। কবির প্রবল কাণ্ডজ্ঞান তাঁকে বাস্তবের কঠিনভূমিতে ফিরিয়ে এনেছে, শোকাবেগের তীব্রতা কমে গেছে, দুঃখস্মৃতির ধার কমে গেছে। 'তুমি না থাকিলে' (১৩১২) কবিতায় এই প্রবল কাণ্ডজ্ঞান প্রকাশ পেয়েছে—

আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
প্রভাতে সোনার সূর্য হবে না উদয়,
আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
বুঝিবা আঁধার রাত চিরকাল রয়। (স্তবক ১)

পর পর নয়টি স্তবকে এই বৃথা অলস কল্পনার বিবরণ দিয়ে তার পর কবি প্রবল বাস্তবচেতনা ও কাণ্ডজ্ঞানে উন্নীত হয়েছেন—

এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে।
তেমনি অরুণ উঠে, নিশি হয় ভোর,
তেমনি পূর্ণিমা রেতে নব ঘন নীলে,
উল্লাসে উড়িয়া খেলে গগনে চকোর। (স্তবক ১০)

শুধু তাই নয়,

এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে,
চখে দেখি, কানে শুনি, নাকে বাস পাই.
এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে.
আমিও বাঁচিয়া আছি, আজও মরি নাই।

কিন্তু নিরালম্ব হয়ে কোনো মানুষ বাঁচতে পারে না, একটা আশ্রয় চাই ; কবিতার অন্তিম স্তবকে কবির সেই নবাশ্রয়-প্রাপ্তির সংবাদ পাই—

এখন দেখিতে পাই, তুমি না থাকিলে,
দীনের আশ্রয় শেষ আছে ভগবান,

এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে,
অনন্ত করুণা প্রেম সেই করে দান।

সমস্ত জীবনের দাহশেষে কবি যদি ঈশ্বরের করুণা লাভ করে থাকেন, তাতে পাঠকের আপত্তি হবে না।

দিন যায়, মাস যায়, বৎসর যায়। কালক্রমে কবির দুঃখস্মৃতির ধার পড়ে যায়, শোকাবেগের তীব্রতা বিনষ্ট হয়। উত্তাপের স্থান নেয় মাধুর্য, দাহের স্থান নেয় সৌন্দর্য। জীবন-সায়াহ্নে তাই কবির প্রেমস্মৃতিপর্যালোচনায় দেখা দেয় শান্ত স্মরণ ও মনন। 'কবে মানুষ মরে গেছে' (চৈত্র ১৩১৭) কবিতাটি তার পরিচয়স্থল। কবি শান্ত কণ্ঠে সেদিনের সুখস্মৃতি পর্যালোচনা করছেন—

মরে গেছে মানুষ সে যে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার ঘরে যেতে শিউরে উঠে কায়!
এইখানে সে শুইত খাটে,
পদ্মমুখী রাণীর ঠাটে,
দুগ্ধ কোমল পদ্ম-সম ধবল বিছানায়!
আজো দেখি দিন দু'পরে
তেমনি শুয়ে ভঙ্গীভরে,
রাঙামুখে রাঙা চোখে ভাঙা সুখে চায়!
মরে গেছে মানুষ সে যে বছর তিনেক যায়! (স্তবক ১)

কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার ঘরে যেতে জ্বর আসিছে গায়!
ঐখানে সে দাঁড়াইয়া
মুখ দেখিত আয়না দিয়া,
অমল জলে কমল যেন শরৎ-সুষমায়!
আজো আমি দিন দু'পরে
আয়নাতে তার চাই না ডরে,
কি জানি কি পাছে তাহার মুখ বা দেখা যায়!
কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়! (স্তবক ৪)

চৈত্রদিনের অলস দ্বিপ্রহরে কবি দিবাস্বপ্নের মধ্যে তাঁহার হারানো প্রিয়াকে ক্ষণে ক্ষণে দেখেন, পরমুহূর্তেই বাস্তবের কঠিন ভূমিতে ফিরে আসেন। আজ

তীব্র শোকের স্থান নিয়েছে শান্ত বিধুর পর্যালোচনা, উত্তাপের স্থান নিয়েছে মাধুর্য, দাহের স্থান নিয়েছে সৌন্দর্য।

'তুমি না থাকিলে' কবিতার শেষে কবির ঐশী করুণাশ্রয় লাভের ইঙ্গিত আছে। 'দিন ফুরায়ে যায়' ও 'কেন বাঁচালে আমায়' (১৯১৫/১৩২২) কবিতায় কবির ঈশ্বর-ব্যাকুলতা আরো স্পষ্ট রূপ পেয়েছে।

দিন ফুরায়ে যায় রে আমার দিন ফুরায়ে যায়,
না ভজিলাম মদনমোহন গুরু গোঁসাইর পায়।
কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজপতি, না ভজিলাম মূঢ়মতি
ব্রজ-বধূর মত আহা মধুর মমতায়!

(দিন ফুরায়ে যায়)

জীবন-সায়াহ্নে ক্ষতরোগে কাতর কবি ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে কিছুদিন ছিলেন। তখন এই কবিতাটি লেখেন। সেখান থেকে সাময়িক নিরাময় হয়ে ফিরে আসার পর লেখেন 'কেন বাঁচালে আমায়' কবিতাটি – এখানে ঈশ্বর-লাভের ব্যাকুলতা গভীর ও আন্তরিক হয়ে উঠেছে—

কেন বাঁচালে আমায়?

আম ভেবেছিনু হরি,   এবার করুণা কার,
ঘুচাইবে অভাগার এ ভবের দায়,
যত দুঃখ যত ক্লেশ,   সকল হইবে শেষ,
কাঁদিতে হবে না আর ব্যথা বেদনায়!
আমি ত ভাবিনি রোগ,   ভেবেছি মাহেন্দ্র যোগ,
তিলে তিলে পলে পলে আশার আশায়,
ভেবেছি মরণ-মাঝি,   লইতে আসিবে আজি,
অচিরে ভেটিব গিয়ে তব রাঙ্গা পায়!

কবির সারা জীবনের দাহ ও অশান্তি এখানে শান্তি ও স্থিতির সন্ধান পেয়েছে, একথা মনে করলে ভুল হবে না।

গোবিন্দচন্দ্র দাস ছিলেন প্রবল অভিমানী কবি। সংসারের হাতে তাঁকে এতো অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল যে অভিমানে তাঁর হৃদয় ভরে উঠেছিল। কবির সে অভিমান কাব্যসাধনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল। 'কোথায় যাই' (১৭ বৈশাখ ১২৯৫/১৮৮৮/কুঙ্কুম কাব্য-ভুক্ত) কবিতায় ব্যক্ত

হয়েছে সে অভিমান—

আর ত পারি না আমি নিতে !
করুণার মমতার, এত বোঝা—এত ভার,
আর আমি পারি না বহিতে ।
এত দয়া অনুগ্রহ, কেমনে সহিব কহ
আর না কুলায় শকতিতে !
হৃদয় গিয়েছে ভরে নয়ন উছলে পড়ে
ধরে না ধরে না অঞ্জলিতে,
ভাসিয়া যেতেছি হায়, করুণায় মমতায়,
অলস অবশ সাঁতারিতে ।

'কবি-জীবনে প্রিয়া-বিচ্ছেদে যে শূন্যতা তা নতুন করে করুণা মমতায় ভরে উঠলেও কবি-হৃদয়ের আর্ত ক্রন্দন থামেনি :

আমারে দিও না কেহ, আর এ মমতা স্নেহ,
আর অশ্রু পারি না মুছিতে !
এত স্নেহ মমতায়, কত যে যাতনা হায়,
যে না পায়, পারে না বুঝিতে !

কবির এই প্রবল অভিমান তাঁর জীবন-সায়াহ্নে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে নতুন করে ব্যক্ত হয়েছে 'আমার চিতায় দিবে মঠ' কবিতায় (শ্রাবণ ১৩১৮)—

ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে,
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ !
আজ যে আমি উপাস করি,
না খেয়ে শুকায়ে মরি,
হাহাকারে দিবানিশি
ক্ষুধায় করি ছট্‌ফট ।
সেদিকেতে নাইক দৃষ্টি
কেবল তোমাদের কথা মিষ্টি,
নির্জ্জলা এ স্নেহ বৃষ্টি
শিল পড়িছে পট্‌পট্ ।
ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মলে',
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ !

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের উদ্ভব হয়েছিল জমিদার শাসিত গ্রামীণ পটভূমিতে। গত শতকের শেষ দু দশক আর বর্তমান শতকের প্রথম দু দশক তাঁর কাব্যচর্চার কাল। রাজধানী কলকাতা থেকে দূরবর্তী ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় বিভিন্ন জমিদারের আশ্রয়ে থেকেই গোবিন্দচন্দ্র তাঁর কাব্যচর্চা করেছিলেন। এই জমিদারবর্গ তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, কখনো-বা নিপীড়ক হয়ে দেখা দিয়েছিলেন। জমিদারি-শাসনপুষ্ট সমাজেই ছিল তাঁর চলাফেরা। জমিদার বা তার নায়েব বা ম্যানেজারের পীড়নের বিরুদ্ধেই কবির বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ ছিল ব্যক্তিগত স্তরের বিদ্রোহ। তা সংগঠিত সামাজিক রূপ নেয়নি। গোবিন্দচন্দ্রের প্রবল প্রতিবাদ ব্যক্তিগত অত্যাচারের প্রতিবাদ। তিনি প্রতিবাদের কবি। ব্যক্তিগত নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি উচ্চকণ্ঠ। এই প্রতিবাদকে তিনি সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তরে সংগঠিত করার কথা ভাবেননি। 'মগের মুলুক' ব্যঙ্গকাব্যের তীব্র প্রতিবাদ ব্যক্তি-স্তর উত্তীর্ণ হয়নি। ভাওয়ালের জমিদার রাজা কালীনারায়ণ রায়ের প্রশংসাসূচক কবিতা লেখায় তাঁর ক্লান্তি ছিল না। গোবিন্দচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের অভাব ছিল না। 'স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এ দেশ তোমাদের নয়, জাতীয় স্বল্পসংখ্যক কবিতায় তিনি বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্রে স্বদেশপ্রেম জন্মভূমিপ্রেমের রূপ নিয়েছে। ভাওয়ালের জয়দেবপুর গ্রাম তাঁর জন্মভূমি। এই জন্মভূমির প্রতি কবির অন্ধ অবুঝ সুতীব্র ভালবাসা তাঁর কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে।

গোবিন্দচন্দ্র সংস্কৃতির পাদপীঠ কলকাতা থেকে দূরে ছিলেন। ইংরেজি লেখাপড়া তাঁর ছিল না। কলকাতার শিক্ষিত-বিদগ্ধ সমাজের ও সাহিত্যিক-মণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর কোনো আত্মিক যোগ ঘটেনি। কলকাতায় 'নব্যভারত' সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর 'আনন্দ আশ্রম' কবির একমাত্র আশ্রয় ছিল। কলকাতার সাহিত্যসমাজে তিনি ছিলেন অবাঞ্ছিত আগন্তুক মাত্র। ফলে দু পক্ষের মধ্যে বিশেষ কোনো প্রীতিসম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। গোবিন্দচন্দ্রের অনেক কবিতায় কলকাতার ভদ্র বিদগ্ধ সমাজ সম্পর্কে তীব্র অশালীন ব্যঙ্গ করা হয়েছে। গোবিন্দচন্দ্র তাঁর সমকালীন প্রধান চিন্তাস্রোত ও সাহিত্যস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। তার ফল ভালো মন্দ দুই-ই হয়েছে। তাঁর কবিতায় পরিশীলিত বক্তব্য ও মার্জিত রুচির অভাব ঘটেছিল। আবার সে-কারণেই গ্রামীণ জীবনীশক্তির উত্তাপ ও আবেগের অভাব ঘটেনি।

গোবিন্দচন্দ্রের কবিতায় রূপকল্প (ইমেজ) মূলতঃ লোকসংস্কৃতিভিত্তিক। তাঁর কবিতায় গ্রাম্য প্রকৃতি—ফল ফুল তরুলতা পশুপাখি—অসংস্কৃত রূপে উপস্থিত হয়েছে। নানা গ্রামীণ উৎসব—লোকাচার ঋতু-উৎসব—বিচিত্র বর্ণবৈভব নিয়ে তাঁর কবিতায় হাজির হয়েছে। এবং লোক-সংস্কৃতির তৃতীয় দিক—পূজাপার্বণ ধর্মবিশ্বাস তার বিচিত্র রূপ নিয়ে তাঁর কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে।

শহরে মার্জিত কাব্যভাষা ও প্রসাধিত রূপকল্পের উপর নির্ভর না করে তিনি আঞ্চলিক উপভাষা, দেশজ শব্দ ও গ্রাম্য প্রয়োগের উপর জোর দিয়েছেন। সব মিলিয়ে গোবিন্দচন্দ্রের কাব্যে পাই এক বিচিত্র স্বাদ যা সেদিনকার কলকাতা-কেন্দ্রিক বিদগ্ধ কাব্যসমাজে অলভ্য ছিল। সমগ্র পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ নিসর্গ বিচিত্র বর্ণরূপ ধ্বনিতে সমৃদ্ধ হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর কবিতায়। গোবিন্দচন্দ্র-ব্যবহৃত গ্রাম্যশব্দের যদৃচ্ছা সংকলিত তালিকা থেকেই এর পরিচয় পাই। ঝিয়ারী, বহুরী, নায়রী, বিয়া, পিপি, কোডা,সরালী,কালেম, কডগাই, ডাহুক, টোপাঠালি, বেন্নুন, উদ্‌লা, খাডাক্‌খাডা, আখট্টি, নাও, পাথালি, ওশোরায়, গুঁড়গুঁডি, মোচ ডামুচ্‌ডি, আগড়াগাছ, বউনা গাছ, কীল-কুনি, রক্তচিতা ফুল পেঁচ, গোঁচে, খৈল-গিলা, নীলা-নীলা বাতাস, চুলা, খেতালে, ডোগা, হাবী, উলুছন, নিলাজ্জী বন, কাফিলা গাছ, কবালি, গুয়া প্রমুখ শব্দের ব্যবহারে কবি বিচিত্র জগৎ গড়ে তুলেছেন। তার অপ্রসাধিত রূপ, প্রবল জীবনীশক্তি ও তীব্র আবেগ আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করে।

গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতা উনবিংশ শতাব্দের শেষপাদে ও বিংশ শতকের প্রথম দু দশকে বাংলা কাব্যনদীতে নতুন স্রোত সঞ্চার করেছিল তা অবশ্য-স্বীকার্য। গোবিন্দচন্দ্র আজ আমাদের কাছে দূরতর দ্বীপ, তবু সেই প্রবল অভিমানী কবির প্রতি থাকুক আমাদের শ্রদ্ধা আর সমবেদনা।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়